Numb 3027 [৩০২৭]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 6, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৬ জুলাই।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

Number.	Names of candidates in order of merit.	Titles conferred.	Government rewards to pupils.	Private rewards to pupils.	Names of teachers.	Place of instruction.	Government rewards to teachers.	Private rewards to teachers.	REMARKS.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
				DARSANA OR HINDU PHILOSOPHY.			Rs.		
	Second Division.		Rs.	A, *i.e.*, NAVYA NYAYA.					
1	Upendranath Goswami.	Tarkatirtha	20 (Special.)	Hara Kumar Tagore gold "Keyur" Darbhanga scholarship of Rs. 13 a month; Burdwan scholarship of Rs. 40.	Siva Chandra Sarvobhouma.	Sanskrit Tol, Mulajor.	......	Raj Krishna Rai stipend of Rs. 50; Hara Kumar Tagore prize of Rs. 45.	
	Second Division.			C, *i.e.*, VEDANTA PHILOSOPHY.					
1	Girisa Chandra Bhattacharyya.	Vedantatirtha.	20 (Special.)	Dewan Krishna Kanta Nandi scholarship of Rs. 7 a month; Hara Kumar Tagore prize of Rs. 25.	Chandra Kanta Tarkalankar.	Calcutta ...	.....	Burdwan prize of Rs. 45.	
2	Radharaman Chattoraj.	Ditto	.....	Parvati Debi prize of Rs. 50.	Harinath Vedantavagis.	Raja's Tol, Burdwan.	......	...	
	Second Division.			D, *i.e.*, SANKHYA PHILOSOPHY.					
1	Barada Charan Kavyatirtha.	Sankhyatirtha.	......	Jagan Mohan Mukerji prize of Rs. 50.	Parvati Charan Tarkatirtha.	Calcutta ...	.....	.....	
				VEDAS.					
	Second Division.			A, *i.e.*, RIGVEDA.					
1	Jogesh Chandra Sanyal.	Vedatirtha.	......	Raja Harinath Rai Bahadur scholarship of Rs. 5 a month.	None ...	Nil ...	......	......	

DARJEELING,
The 12th June 1897.

C. A. MARTIN,
Director of Public Instruction.

বঙ্গদেশের শিক্ষাবিভাগ।

১৮৭৮ সালের ৩০শে জানুয়ারি তারিখের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণানুসারে ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সংস্কৃত উপাধির যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষাতে উত্তীর্ণ ছাত্রদের নামের ও তদ্ভিন্ন তাঁহাদিগকে যেং উপাধি ও পুরস্কার দেওয়া গেল তাহার নির্ঘণ্টপত্র।

নম্বর।	গুণানুসারে ছাত্রদের নাম।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	দ্বিতীয় শ্রেণী।		টাকা।	কাব্য বা সংস্কৃত সাহিত্য।			টাকা।		
১	শ্রীশিবচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	কাব্যতীর্থ	৫০)	রাজা কৃষ্ণনাথ রায়বাহাদুরের দত্ত ছাত্রবৃত্তি মাসে ৪) টাকা মার্টিন সাহেবের পুরস্কার ৫) টাকা, জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের দত্ত পুরস্কার ৫০) টাকা	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি ...	নবদ্বীপের চৈতন্য চতুষ্পাঠী	......	রাজকৃষ্ণ রায়ের বৃত্তি ৫০) টাকা, বর্দ্ধমানের পুরস্কারে ৪৫) টাকা।	
২	শ্রীদ্বারকানাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	২৫)	......	শ্রীগুরুনাথ কাব্যতীর্থ ...	কলিকাতা ...	১০০)	......	
৩	শ্রীরাধেশ চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	২৫	......	শ্রীযদুনাথ বিদ্যারত্ন ...	পূর্ব্বস্থলী ...	১০০)	......	
৪	শ্রীমহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য ..	ঐ	২৫,	......	শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী ...	ভাটপাড়া ...	৫০)	......	
৫	শ্রীউপেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	২৫,	......	শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শিরোমণি ..	চৈতন্য চতুষ্পাঠী নবদ্বীপ	......	......	
৬	শ্রীযোগীন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	২৫)	......	শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ...	কলিকাতা ...	......	......	
৭	শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	২০) (বিশেষ)	......	শ্রীকৃষ্ণরত্ন ন্যায়রত্ন ...	কালিগ্রাম ...	......	......	
৮	শ্রীতারকচন্দ্র ব্যাকরণতীর্থ ...	ঐ	২০) (বিশেষ)	......	সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক	কলিকাতা ...	......	......	
৯	শ্রীক্ষীরোদচন্দ্র ঘোষ ...	ঐ	২০) (বিশেষ)	......	শ্রীসারদা চরণ কাব্যতীর্থ ...	ঐ	৫০)	......	

নম্বর।	গুণানুসারে ছাত্রদের নাম।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেন্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তিবিশেষের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেন্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	দ্বিতীয় শ্রেণী।—(চলিতেছে)।		টাকা।				টাকা।		
১০	শ্রীহৃদয়নাথ চক্রবর্ত্তী ...	কাব্যতীর্থ	......	......	শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থ ...	হেম চতুষ্পাঠী চকদীঘী	......	......	
১১	শ্রীশরচ্চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীজ্ঞানানন্দ ভট্টাচার্য্য ...	বহেড়া ...	......	......	
১২	শ্রীকেদারনাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীযাদবনাথ কাব্যতীর্থ ...	হালালিয়া ...	......	......	
১৩	শ্রীতারাপদ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীদেবেন্দ্রনাথ স্মৃতিরত্ন ...	সমুদ্রগড় ..	......	......	
	শ্রীকৃষ্ণকেশব গোস্বামী .	ঐ	......	......	শ্রীকৃষ্ণরত্ন ন্যায়রত্ন ...	কালিগ্রাম ...	......	......	
	শ্রীগোপাল মহাপাত্র শর্ম্মা ...	ঐ	গৌরীশ্যামের ছাত্রবৃত্তি ৪০) টাকা, রাজা শ্যামানন্দের ছাত্র বৃত্তি ৩০) টাকা।	......	শ্রীহরিহর শাস্ত্রী ...	পুরীর সংস্কৃত স্কুল	২০০)	......	
১৬	শ্রীরামচন্দ্র বিদ্যার্ণব ...	ঐ	......	......	শ্রীকিশোরীমোহন বিদ্যানিধি কাব্যতীর্থ	ময়মনসিংহ, পাথরিবাজার	......	......	
১৭	শ্রীশিবপ্রসাদ পাঁড়ে ...	ঐ	..	......	শ্রীকানাহিলাল ত্রিপাঠী ...	পাঠশালা, বাঁকীপুর	......	......	
১৮	শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীভোলানাথ কাব্যতীর্থ ...	হেম চতুষ্পাঠী, চকদীঘী	......	......	
১৯	শ্রীপশুপতি নাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ ...	জুবিলী টোল, বহরম পুর	৫০)	......	
২০	শ্রীকালিদাস মুখোপাধ্যায় ...	ঐ	......	......	শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কভূষণ ...	মূলা যোড়ের সংস্কৃত টোল	২০০)	......	
২১	শ্রীকৃষ্ণ দাস বন্দ্যোপাধ্যায় ...	ঐ	......	......	সংস্কৃত কালেজের অধ্যাপক [illegible]	কলিকাতা ...	......	......	
২[illegible]	শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীগুরুনাথ কাব্যতীর্থ ...	ঐ	......	......	

নম্বর ।	গুণানুসারে ছাত্রদের নাম ।	যে উপাধি দেওয়া গেল ।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার ।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার ।	অধ্যাপকদিগের নাম ।	অধ্যাপনের স্থান ।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার ।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার ।	মন্তব্য ।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	দ্বিতীয় শ্রেণী ।—(চলিতেছে) ।		টাকা ।				টাকা ।		
২৩	শ্রীশরৎকুমার ভট্টাচার্য্য ...	কাব্যতীর্থ	......	......	শ্রীযদুনাথ বিদ্যারত্ন ..	পূর্ব্বস্থলী ...	......	......	
২৪	শ্রীরামগতি মুখোপাধ্যায় ...	ঐ	......	......	শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ ...	জুবিলিটোল, বহরমপুর	......	......	
২৫	শ্রীরজনীকান্ত ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীশরচ্চন্দ্র কাব্যতীর্থ সাংখ্যরত্ন	চতুষ্পাঠী, হুগলী	৫০)	......	
২৬	শ্রীচন্দ্রকুমার ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীগুরুনাথ কাব্যতীর্থ ...	কলিকাতা ...	......	......	
২৭	শ্রীপ্রমথনাথ ভট্টাচার্য্য ..	ঐ	......	......	শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কভূষণ ...	মূলাযোড়ের সংস্কৃত কালেজ	......	......	
২৮	শ্রীদুর্গাপ্রসন্ন ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীতারানাথ তর্কবাচস্পতি ...	কুশিয়ারা ...	......	......	
২৯	শ্রীরাজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীপুরুষোত্তম কাব্যতীর্থ ...	পাগলা শ্যামনগর	......	......	
৩০	শ্রীদেবনাথ মুখোপাধ্যায় ...	ঐ	......	......	শ্রীআশুতোষ স্মৃতিরত্ন ...	লোকপুর ...	...	......	
৩১	শ্রীবিষ্ণুদয়াল শর্ম্মা ...	ঐ	......	......	শ্রীউমাদত্ত মিশ্র ...	টিকারীর সঞ্জীবন বিদ্যালয়	......	......	
৩২	শ্রীযতীন্দ্রমোহন গোস্বামী ...	ঐ	......	......	শ্রীমহেশচন্দ্র তর্কচূড়ামণি ..	রাজারামপুর ...	......	......	
৩৩	শ্রীপ্রিয়নাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীপ্রমথনাথ কবিরত্ন	তেবেড়িয়া ...	......	......	
৩৪	শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	ঐ	......	......	শ্রীহৃষিকেশ শাস্ত্রী ...	ভাটপাড়া ...	......	......	
৩৫	শ্রীশশিভূষণ চট্টোপাধ্যায় ..	ঐ	......	......	ঐ	ঐ	......	......	
৩৬	শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী ...	ঐ	......	......	শ্রীসূর্য্যকুমার তর্কভূষণ ...	মূলাযোড়ের সংস্কৃত টোল	......	......	
৩৭	শ্রীযদুনাথ গোস্বামী ...	ঐ	......	......	শ্রীরামশরণ বিদ্যাবাগীশ ..	বহরমপুরের জুবিলি টোল	......	......	
৩৮	শ্রীপূর্ণচন্দ্র ঠাকুর ...	ঐ	......	......	শ্রীশিতিকণ্ঠ বাচস্পতি ...	নবদ্বীপ ...	......	......	
৩৯	শ্রীঅঘোরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার ...	কলিকাতা ...	৫০)	......	

নম্বর।	গুণানুসারে ছাত্রদের নাম।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেন্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেন্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			টাকা।				টাকা।		
	দ্বিতীয় শ্রেণী—(শেষ হইল)।								
৪০	শ্রীশ্রীমন্ত বর্ম্মন্ ...	কাব্যতীর্থ	......	......	শ্রীচন্দ্রকুমার তর্কভূষণ ...	রত্নেশ্বরপুর ...	......	......	
৪১	শ্রীঅক্ষয়কুমার চক্রবর্ত্তী ...	ঐ	......	......	শ্রীগোপালচন্দ্র কাব্যতীর্থ ...	পাবনা ...	......	......	
৪২	শ্রীপ্রভাতচন্দ্র বিদ্যাবিনোদ ভট্টাচার্য্য	ঐ	......	......	কেহ নাই	নাই ...	......	......	
				সংস্কৃত ব্যাকারণ।					
				(ক) পাণিনি।					
	দ্বিতীয় শ্রেণী।								
১	শ্রীরামসুন্দর চতুর্ব্বেদি ...	ব্যাকরণতীর্থ	......	......	শ্রীপ্রভাকর ব্যাকরণাচার্য্য ...	সূর্য্যবাগ অযোধ্যার বৈদিক বিদ্যালয়	......	......	
২	শ্রীত্রিবেণীপ্রসাদ শুকুল ...	ঐ	......	......	শ্রীচন্দ্রচরণ শর্ম্মা ...	অযোধ্যার রাজগোপাল মন্দির	......	......	
৩	শ্রীরামচরিত্র চতুর্ব্বেদী ...	ঐ	......	......	শ্রীপ্রভাকর ব্যাকরণাচার্য্য ...	সূর্য্যবাগের বৈদিক বিদ্যালয়	......	......	
৪	শ্রীসীতারাম চতুর্ব্বেদী ...	ঐ	......	......	ঐ	ঐ	......	......	
	দ্বিতীয় শ্রেণী।			(ঘ) কলাপ।					
১	শ্রীতারাকান্ত ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	দ্বারভাঙ্গার পুরস্কার ১২) টাকা	শ্রীজগচ্চন্দ্র শিরোরত্ন ...	নোয়াখালি ...	......	......	
	দ্বিতীয় শ্রেণী।								
২	শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য ...	......	......	......	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন ...	রঙ্গপুর ...	......	......	
	দ্বিতীয় শ্রেণী।			(ঙ) মুগ্ধবোধ।					
১	শ্রীললিতমোহন গোস্বামী ...	ব্যাকরণতীর্থ	......	......	শ্রীযাদবেশ্বর তর্করত্ন ...	রঙ্গপুর ...	......	......	

নম্বর।	গুণানুসারে ছাত্রদের নাম।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেন্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেন্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			টাকা।	পুরাণ।			টাকা।		
	প্রথম শ্রেণী।								
১	শ্রীকৈলাস চন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	পুরাণতীর্থ	১০০৲	......	শ্রীহরিশ্চন্দ্র তর্কবাগীশ ...	রঙ্গপুরের অন্তর্গত বরৈহরি	......	......	
				স্মৃতি অর্থাৎ হিন্দু ব্যবহার।					
				(ক) নব্য স্মৃতি।					
	প্রথম শ্রেণী।								
১	শ্রীবৈদ্যনাথ গোস্বামী ...	স্মৃতিতীর্থ	১০০৲	প্রসন্নকুমার ঠাকুরের ছাত্রবৃত্তি মাসে ৭৲ টাকা, রাজা লোকনাথ রায় বাহাদুরের ছাত্রবৃত্তি মাসে ৬৲ টাকা	শ্রীহরিনাথ বেদান্তবাগীশ ...	বর্দ্ধমানের রাজার টোল	৫০৲	ক্ষেত্রমণি দেব্যার পুরস্কার ৫০৲ টাকা।	
	দ্বিতীয় শ্রেণী।								
১	শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কাব্যতীর্থ ...	স্মৃতি তীর্থ	৫০৲	পার্ব্বতী দেবীর পুরস্কার ৫০৲ টাকা	শ্রীযদুনাথ বিদ্যারত্ন ...	পূর্ব্বস্থলী ...	......	......	
২	শ্রীমণিভূষণ মুখোপাধ্যায় ...	ঐ	২৫৲	বর্দ্ধমানের পুরস্কার ৪০৲ টাকা	শ্রীগুরুচরণ বিদ্যাভূষণ ...	বালি ...	......	......	
৩	শ্রীমৃত্যুঞ্জয় ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীদেবীপ্রসন্ন স্মৃতিভূষণ ...	বেলপুকুর ...	......	......	
৪	শ্রীভূপতিনাথ ভট্টাচার্য্য ...	ঐ	......	......	শ্রীকৃষ্ণনাথ ন্যায়পঞ্চানন ...	পূর্ব্বস্থলী ...	......	......	
৫	শ্রীযোগেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী ...	ঐ	......	......	শ্রীদুর্গাচরণ স্মৃতিতীর্থ ...	কলিকাতা ...	......	......	

নম্বর।	গুণানুসারে ছাত্রদের নাম।	যে উপাধি দেওয়া গেল।	ছাত্রদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	ছাত্রদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগের নাম।	অধ্যাপনের স্থান।	অধ্যাপকদিগকে গবর্ণমেণ্টের দত্ত পুরস্কার।	অধ্যাপকদিগকে ব্যক্তি বিশেষের দত্ত পুরস্কার।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
			টাকা।	হিন্দু দর্শন শাস্ত্র।			টাকা।		
	দ্বিতীয় শ্রেণী।			(ক) নব্য ন্যায়।					
১	শ্রীউপেন্দ্রনাথ গোস্বামী ...	তর্কতীর্থ	২০, টাকা (বিশেষ)	হরকুমার ঠাকুরের স্বর্ণ কেয়ূর. দ্বারভাঙ্গার ছাত্রবৃত্তি মাসে ১৩, টাকা. বর্দ্ধমানের ছাত্রবৃত্তি ৪০, টাকা।	শ্রীশিবচন্দ্র সার্ব্বভৌম ...	মূলাযোড়ের সংস্কৃত টোল।	......	রাজকৃষ্ণ রায়ের বৃত্তি ৫০, টাকা হরকুমার ঠাকুরের পুরস্কার ৪৫, টাকা।	
				(গ) বেদান্ত দর্শন।					
	দ্বিতীয় শ্রেণী।								
১	শ্রীগিরীশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য ...	বেদান্ত তীর্থ	২০, টাকা (বিশেষ)	দেওয়ান কৃষ্ণকান্ত নন্দীর ছাত্রবৃত্তি মাসে ৭, টাকা হরকুমার ঠাকুরের পুরস্কার ২৫, টাকা।	শ্রীচন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার	কলিকাতা ...	......	বর্দ্ধমানের পুরস্কার ৪৫, টাকা।	
২	শ্রীরাধারমণ চট্টরাজ ...	ঐ	......	পার্ব্বতী দেবীর পুরস্কার ৫০, টাকা।	শ্রীহরিনাথ বেদান্ত বাগীশ ...	বর্দ্ধমানের রাজার টোল	......	......	
				(ঘ) সাংখ্যদর্শন।					
	দ্বিতীয় শ্রেণী।								
১	শ্রীবরদাচরণ কাব্যতীর্থ ...	সাংখ্য তীর্থ	......	জগন্মোহন মুখোপাধ্যায়ের পুরস্কার ৫০, টাকা।	শ্রীপার্ব্বতীচরণ তর্কতীর্থ ...	কলিকাতা ...	......	......	
				বেদ।					
	দ্বিতীয় শ্রেণী।			(ক) ঋগ্বেদ।					
১	শ্রীযোগেশ চন্দ্র সান্ন্যাল ...	বেদতীর্থ	......	রাজা হরিনাথ রায় বাহাদুরের ছাত্রবৃত্তি মাসে ৫, টাকা।	কেহ নাই ...	নাই ...	......	......	

দার্জিলিং।
১৮৯৭ সাল ১২ জুন।

সি, এ, মার্টিন,
শিক্ষা বিভাগের ডিরেক্টর।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 6, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৬ জুলাই।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 3336M.—The 28th June 1897.—Whereas a notification No. 1292M., dated the 9th March 1897, was published at pages 61-62, Part IB. of the *Calcutta Gazette* of the 10th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the rules set forth below, which were framed by the Commissioners of the Serampore Municipality, in the district of Hooghly, under section 3, Act XX of 1887, for the protection of wild birds and game within the limits of the above Municipality, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of publication of the aforesaid notification within the Municipality, it is hereby notified that the said rules are confirmed by the Lieutenant-Governor under clause 4, section 3 of the Act, and are published for general information under clause 5, section 6 of the General Clauses Act I of 1887:—

RULES.

I. "Wild bird" for the purpose of these rules shall include jungle-fowl, pea-fowl, pheasants, partridges, quail, snipe, plover, wild duck, teal and ortolans.

II. The Local Government having by notification No. 1294M., dated 9th March 1897, declared that the provisions of section 3, Act XX of 1887, shall apply to hares and deer, the following rules will apply to those animals also, as well as to wild birds.

III. The breeding season for the purposes of these rules shall extend from the 15th March to the 15th August

IV. Whoever during the breeding season has in his possession in Serampore any wild bird, deer or hare recently killed, or exposes for sale any such bird or animal living or dead, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

V. Whoever during the breeding season imports into the town the plumage of any kind of wild bird recently killed or taken, or the fur or skin of any hare or deer recently killed or taken, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

VI. In the case of a second conviction the fine may extend to Rs. 10 for each bird or animal.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৩৩৩৬ এম. নম্বর। —১৮৯৭ সাল ২৮ জুন।—হুগলীজিলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বন্যপক্ষী ও সিকারোপযোগি পশুপক্ষ্যাদি রক্ষাকরণার্থ ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারামতে উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি দৃঢ়ী করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ মার্চ্চ তারিখের ১২৯২ এম নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ৬১-৬২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনের ৩ ধারার ৪ দফামতে ঐ২ বিধি দৃঢ় করাতে সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৫ দফামতে তাহা সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

বিধি।

১।— এই২ বিধির কার্য্যপক্ষে "বন্য পক্ষী" শব্দে বন্য কুক্কুট, ময়ূর, চকোর, তিতির পক্ষী, বটের পক্ষী, কাদাখোঁচা টিটির পক্ষী, বন্য পাতিহাঁস, সরাল ও অর্টোলাস (ক্ষুদ্র পক্ষী বিশেষ) গণ্য।

২।—স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ মাসের ৯ তারিখের ১২৯৪ এম্ নং বিজ্ঞাপনক্রমে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান খরগোস ও হরিণের প্রতি বর্ত্তিবে এই আদেশ করায় নিম্নলিখিত বিধি যেরূপ বন্য পক্ষির প্রতি বর্ত্তে সেইরূপ ঐ২ জন্তুর প্রতিও বর্ত্তিবে।

৩।—এই২ বিধির কার্য্যপক্ষে প্রসব করিবার ঋতু মার্চ্চ মাসের ১৫ তারিখ হইতে আগষ্ট মাসের ১৫ তারিখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে।

৪।—প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে শ্রীরামপুরে কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রতি মারা কোন বন্যপক্ষী কিম্বা হরিণ বা খরগোস থাকিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত তদ্রূপ কোন পক্ষী বা জন্তু বিক্রয়ার্থে দেখাইলে প্রত্যেক পক্ষীর বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫ পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫।—কোন ব্যক্তি সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন প্রকার বন্য পক্ষির পালক কিম্বা সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন খরগোসের বা হরিণের লোম বা চর্ম্ম প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে শহরে আমদানী করিলে প্রত্যেক পক্ষির বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫ পাঁচ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

৬।—দ্বিতীয়বার অপরাধ প্রমাণ হইলে প্রত্যেক পক্ষির বা জন্তুর নিমিত্ত ১০্ দশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

এচ্. এচ্. রিসলী,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 6, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৬ জুলাই।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

সাগর আইল্যাণ্ডের পতিত ভূমির পাট্টা বিলি সম্বন্ধীয় সংশোধিত রুলের ১৯ রুলের ৩ ধারানুসারে নোটিস।

এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নক্সা সুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে দেখিবার নিমিত্ত আছে; এতদ্ভত্ত তপশীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা গোলোকচন্দ্র দাস প্রভৃতি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন। ইতি মধ্যে উক্ত ভূমির উপর (১৮৬৩ সালের ২৩ আইন-মতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়া নিষ্পত্য করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্য করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিদ না হইলে তাহা ১৮৯৭ সালের ১২ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ২৯ আষাঢ় সোমবার মধ্যাহ্ন সময়ে আলিপুর সুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে বিক্রীত হইবেক।

নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে এবং সাগর আইল্যাণ্ডের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৯৭ সালের ২৯ মার্চ্চ তারিখের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৩৭৭ এল্, আর, নং নোটিসে প্রকাশিত সংশোধিত রুলের বিধি সংযুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবেক।—

নিয়ম এই;—

উক্ত ভূমির বর্ত্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল ভোগস্বত্বের নিয়মাধীনে থাকিবেক।

নৌকাগম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার এবং ঐ সমস্ত জলস্রোত ও খালে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবেক; আর ঐ জলস্রোত ও খালের উভয় পার্শ্বে অন্যূন ২৫ ফিট পরিসর ভূমি গুণ টানিবার পথের জন্য রাখিতে হইবেক।

পাট্টা বিলির সময়ে উক্ত ভূমিতে যে সকল জ্বালানি কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বর্ত্তমান থাকে তাহা ঐ ভূমি আবাদ করিবার জন্য কাটা কি পোড়ান হইলে অথবা ঐ ভূমির মধ্যে ব্যবহৃত হইলে তৎপ্রতি কোন কর ধার্য্য হইবেক না; কিন্তু ঐ জ্বালানি কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থ স্থানান্তর প্রেরিত হইলে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে যে হার ও নিয়ম প্রচারিত হয় তদনুসারে কর ধার্য্য হইতে পারিবেক।

উক্ত ভূমির মধ্যে, নিম্নে অথবা উপরে স্থিত ধাতু প্রভৃতির খনির উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবেক তদ্ভিন্ন সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তি-সঙ্গত অন্য যে সুবিধা করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবেক; উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকীস্বত্ব থাকিবেক ও পাট্টাধারীকে কেবল দখলীস্বত্ব দেওয়া যাইবেক সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবেক। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ৮ এপ্রেল।

তপশীল।

মহালের নাম।	জেলা সব-ডিবিজান ও থানা।	রকবা।	চৌহদ্দী।
সাগর আইল্যাণ্ডের মধ্যগত চর ফুলডুবি।	জেলা ২৪ পরগণা, সব-ডিবিজান ডায়মণ্ড-হারবার থানা কুল্পী।	৯৫০০/	উত্তর;—হুগলী নদী হইতে বামনখালি খাল পর্য্যন্ত ৯০ ব্যারিংএর একটী সরলরেখা এবং ঐ বামনখালি খালের কিয়দংশ। পূর্ব্ব;—তেতুলতলার খাল। দক্ষিণ;—ফুলডুবির খাল। পশ্চিম;—হুগলী নদী। উপরোক্ত সীমানা সকল সুন্দরবন কমিশনার শ্রীযুত মেঃ, পী, রস্ সাহেবের ১৮৯৬। ৯৭, সিজনের নক্সা অনুসারে লিখিত হইল।

P. Ross,
Commissioner, Sundarbans.

সাগর আইল্যাণ্ডের পতিত ভূমি বিলি সম্বন্ধীয় সংশোধিত রুলের ১৯ রুলের ৩ ধারা অনুসারে নোটিস।

এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নক্সা সুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে দেখিবার নিমিত্ত আছে; এতদন্ত তপশীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা. শ্রীযুত রাজা সার সৌরীন্দ্রমোহন ঠাকুর কে, টী, ইত্যাদি পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন: ইতিমধ্যে উক্ত ভূমির উপর (১৮৬৩ সালের ২৩ আইনমতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়া নিষ্পত্য করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্য করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিদ না হইলে তাহা ১৮৯৭ সালের ১২ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ২৯ আষাঢ় সোমবার মধ্যাহ্ন সময়ে আলীপুর সুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে বিক্রীত হইবেক।

নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে এবং সাগর আইল্যাণ্ডের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৯৭ সালের ২৯ মার্চ্চ তারিখের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৩৭৭ এল, আর, নং নোটিসে প্রকাশিত ও সংশোধিত রুলের বিধি সংযুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবেক।

নিয়ম এই ;—

উক্ত ভূমি বর্ত্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল ভোগস্বত্বের নিয়মাধীনে থাকিবেক।

নৌকাগম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার এবং ঐ সমস্ত জলস্রোত ও খালে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবেক; আর ঐ জলস্রোত ও খালের উভয় পার্শ্বে অন্যূন ২৫ ফিট পরিসর ভূমি গুণ টানিবার পথের জন্য রাখিতে হইবেক।

পাট্টা বিলির সময়ে উক্ত ভূমিতে যে সকল জ্বালানী কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বর্ত্তমান থাকে, তাহা ঐ ভূমি আবাদ করিবার জন্য কাটা কি পোড়ান হইলে অথবা ঐ ভূমির মধ্যে ব্যবহৃত হইলে তৎপ্রতি কোন কর ধার্য্য হইবেক না কিন্তু ঐ জ্বালানি কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থ স্থানান্তর প্রেরিত হইলে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে যে হার ও নিয়ম প্রচারিত হয় তদনুসারে কর ধার্য্য হইতে পারিবেক।

উক্ত ভূমির মধ্যে, নিম্নে অথবা উপরে স্থিত ধাতু প্রভৃতির খনির উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবেক; তদ্ভিন্ন সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তিসঙ্গত অন্য যে সুবিধা করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবেক ও উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকীস্বত্ব থাকিবেক ও পাট্টাধারীকে কেবল দখলীস্বত্ব দেওয়া যাইবেক; সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবেক ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ৮ এপ্রেল।

তপশীল।

মহালের নাম।	জেলা সব-ডিবিজান ও থানা।	রকবা।	চৌহদ্দী।
সাগর আইল্যাণ্ড প্রথম খণ্ড।	জেলা ২৪ পরগণা, সব-ডিবিজান ডায়মণ্ডহারবার থানা কুল্পী।	৭৩৯৫/	উত্তর ;—সূর্য্যমুখী খাল এবং ঐ সূর্য্যমুখী খালের কিনারা হইতে সাগর আইল্যাণ্ডের দ্বিতীয় খণ্ডের পশ্চিম সীমানার লাইন পর্য্যন্ত ২৭০ ব্যারিংএর একটী সরলরেখা। পূর্ব্ব ;—প্যাগোডা খালের কিয়দংশ। দক্ষিণ ;—বঙ্গোপসাগর। পশ্চিম ;—বঙ্গোপসাগরের কিনারা হইতে অত্র খণ্ডের উত্তর পশ্চিম কোণ পর্য্যন্ত ৩৬০ ব্যারিং-এর একটী সরলরেখা। উপরোক্ত সীমানা সকল সুন্দরবন কমিশনার শ্রীযুত মেঃ, পী, রস্ সাহেবের ১৮৯৬।৯৭ সালের নক্সা অনুসারে লিখিত হইল।

. P. Ross,
Commissioner, Sundarbans.

সাগর আইল্যাণ্ডের পতিত ভূমি বিলি সম্বন্ধীয় সংশোধিত রুলের ১৯ রুলের ৩ ধারা অনুসারে নোটিস

এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যাহার নক্সা সুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে দেখিবার নিমিত্ত আছে; এতদ্দত্ত তপশীলের লিখিত সেই ভূমির পাট্টা ধনেশ প্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায় পাইবার জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন; ইতি মধ্যে উক্ত ভূমির উপর (১৮৬৩ সালের ২৩ আইন মতে অর্থাৎ পতিত ভূমির উপর দাওয়া নিষ্পত্য করিবার বিধান করণার্থ আইনমতে) দাওয়া বা আপত্য করা প্রযুক্ত বা অন্য কোন কারণে নিলাম রহিত বা স্থগিদ না হইলে তাহা ১৮৯৭ সালের ১২ জুলাই মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সালের ২৯ আষাঢ় সোমবার মধ্যাহ্ণ সময়ে আলিপুর সুন্দরবনের শ্রীযুত কমিশনার সাহেবের অফিসে বিক্রীত হইবে।

নিম্নলিখিত নিয়মাধীনে এবং সাগর আইল্যাণ্ডের পতিত ভূমির পাট্টা বিক্রয়ার্থ ১৮৯৭ সালের ২৯ মার্চ্চ তারিখের বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের ১৩৭৭ এল্, আর, নং নোটিসে প্রকাশিত সংশোধিত রুলের বিধি সংযুক্ত সাধারণ নিয়মাধীনে উক্ত ভূমির পাট্টা দেওয়া যাইবেক।—

নিয়ম এই;—

উক্ত ভূমি বর্ত্তমান পথ ও জল ও অন্য সকল ভোগস্বত্ত্বের নিয়মাধীনে থাকিবেক।

নৌকাগম্য সকল জলস্রোত ও খাল ব্যবহার করিবার এবং ঐ সমস্ত জলস্রোত ও খালে মৎস্য ধরিবার স্বত্ব সাধারণের থাকিবেক; আর ঐ জলস্রোত ও খালের উভয় পার্শ্বে অন্যূন ২৫ ফিট পরিসর ভূমি গুণ টানিবার পথের জন্য রাখিতে হইবেক।

পাট্টা বিলির সময়ে উক্ত ভূমিতে যে সকল জ্বালানি কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বর্ত্তমান থাকে তাহা ঐ ভূমি আবাদ করিবার জন্য কাটা কি পোড়ান হইলে অথবা ঐ ভূমির মধ্যে ব্যবহৃত হইলে তৎপ্রতি কোন কর ধার্য্য হইবেক না, কিন্তু ঐ জ্বালনি কি গুঁড়ী কাষ্ঠ বিক্রয়ার্থ স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তৎপ্রতি গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে যে হার ও নিয়ম প্রচারিত হয় তদনুসারে কর ধার্য্য হইতে পারিবেক।

উক্ত ভূমির মধ্যে, নিম্নে অথবা উপরে স্থিত ধাতু প্রভৃতির খনির উপর গবর্ণমেণ্টের স্বত্ব থাকিবেক, তদ্ভিন্ন সেই ধাতু প্রভৃতি তুলিবার ও পাইবার ও লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে পথস্বত্ব রক্ষা করা এবং যুক্তিসঙ্গত অন্য যে সুবিধা করা আবশ্যক তাহা করিতে হইবেক; উক্ত ভূমিতে গবর্ণমেণ্টের মালিকীস্বত্ব থাকিবেক ও পাট্টাধারীকে কেবল দখলীস্বত্ব দেওয়া যাইবেক; সেই স্বত্ব পুরুষানুক্রমিক ও হস্তান্তর যোগ্য হইবেক ইতি। সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ৮ই এপ্রেল।

তপশীল।

মহালের নাম।	জেলা, সব ডিবিজান ও থানা।	বকরা।	চৌহদ্দি।
সাগর আইল্যাণ্ড দ্বিতীয় খণ্ড।	জেলা ২৪ পরগণা, সব-ডিবিজান ডায়মণ্ড-হারবার থানা কুল্পী।	৩০০০/	উত্তর;—ছোট গুইমারি খাল। পূর্ব্ব;—প্যাগোডা খালের কিয়দংশ। দক্ষিণ;—সূর্য্যমুখী খাল এবং ঐ সূর্য্যমুখী খালের কিনারা হইতে অত্রখণ্ডের পশ্চিম সীমানার লাইন পর্য্যন্ত ২৭০ ব্যারিংএর একটী সরলরেখা, যাহা প্রথম খণ্ডের উত্তর সীমানার সহিত ঐক্য আছে। পশ্চিম;—প্রথম খণ্ডের উত্তর-পশ্চিম কোণ হইতে ছোট গুইমারি খাল পর্য্যন্ত ৩৬০ ব্যারিং-এর একটী সরলরেখা। উপরোক্ত সীমানা সকল সুন্দরবন কমিশনার শ্রীযুত মেঃ, পী, রস্ সাহেবের ১৮৯৬। ৯৭ সিজনের নক্সা অনুসারে লিখিত হইল।

P. Ross,
Commissioner, Sundarbans.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ১০ জুলাই তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২২ নং তৌজি	মৌজে বেলগাঁ পরগণে বেলগাঁ।	৬০৫৪৶৮	......	২২।০ নং তৌজি মহাল বেলগাঁ ॥৶১৩৵১৩৴ রকম অংশ নীলাম হইবে অপর অংশ নীলাম হইবেক না।	অটলবিহারী পাল, কৃষ্ণধন ঘোষ শ্রীনাথ পাল চৌধুরী শ্রীশচন্দ্র পাল	৪৪১৫৫৶৮	......	৬১।৵১১
১৬৭ নং তৌজি	মৌজে দুবরা পরগণে পাজনৌর।	১৯৪১৩৷৵১	......	১৬৭।৪।১ নং তৌজি মহাল দুবরা ।১৵৪। রকম অংশ নীলাম হইবেক। অপর অংশ নীলাম হইবেক না।	বর্ণময়ী দাসী স্বয়ং ও জানবে রাধিকা প্রসাদ সুরেন্দ্র নাথ ও উপেন্দ্র নাথ ঘোষ সাং কলিকাতা ভবানীপুর।	৪৯২২।৴০	......	৯৩।৴৯
২১০ নং তৌজি	মহাল চর বোয়ালিয়া পরগণে রাজপুর।	৯২২৷	সম্পূর্ণ মহাল।	......	বিষ্ণুচন্দ্র সেন রাধিকা চরণ সেন সাং বহরমপুর সুজাগঞ্জ জেলা মুরশিদাবাদ।	....	১৮॥৭	......

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে উহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকি খাজনা আদায় জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সাল ৯ জুলাই বাং ১৩০৪। ২৬ আষাঢ় তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১১২	মৌজা চণ্ডিপুর পঃ কাশিপুর।	৬৬৫॥৴৭	সমুদায় ...	......	দারাকদর সৈয়দ খোকান মির্জ্জা ওরফে বুদ্ধন সাহেব সাং কিল্লা নেজামৎ থানা সাহানগর	......	২৫০।৶৩	......
৪০৭	মৌজা রামবাটী পঃ ফতেসিং।	৬১৭৶৬	......	এজমালি ক্যাস ৴৪॥৶১২ তিল।	খুদিরাম প্রামাণিক সাং দুপুখরিয়া থানা ভরৎপুর দিঃ।	৪৭৸৴১	......	২।৶১০

E. V. LEVINGE,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তেহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকা পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগস্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩ / ৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মৌজা চরম্বা মহল্ল নয়াবাদ। তালুক কালীকিঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ম্বা থানা সাতকানিয়া।	১১৮৯ ॥৶	৭৭ ॥৶	৭৪৬ ৴৯	...	৭৪৬ ৴৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৷৷৹ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৷৷৹
॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯॥০
। শিকি „ „ ৪॥০ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২৷৷০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		৴০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা।
ডাকমাশুল		৴০

কলিকাতায়।

কালকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. Bolton,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

Note.—*Rates of advertisements in the* Calcutta Gazette.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই।—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

For SALE at the BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

• Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেন্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটরিয়েট যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।
B 47a—6-7-97—1084—120

Numb 3024 [৩০২৪] Registered No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 13, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৩ জুলাই।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 3470M.—The 3rd July 1897.—Whereas a notification No. 1295M., dated the 9th March 1897, was published at page 62, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 10th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Jhalokati Municipality, in the district of Backergunge, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Jhalokati Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৩৪৭০ এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৩রা জুলাই।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত ঝালকাটি মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ই মার্চ্চ তারিখের ১২৯৫ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ৬২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং ঝালকাটি মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

এচ্, এচ্, রিসলী,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 13, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৩ জুলাই।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত হালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে াকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইরেজির ১১ আগষ্ট তারিখে বেলা ১২ টার ময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
ৌজির ম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ ৬৪ ৭০	থানে ফটীকছরি— তং আনন্দীমানওল্লা	১১৬০৻৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	......	শ্রীনিমাইচরণ নন্দী শ্রীমতী গুণশীলা।	......	৭০৸৬	......
৮৩ ৯১ ৫৪	থানে রাউজান, সহর— তং বসন্তরাম ফতেয়াবাদ।	৫৫৭৸৶৩	অংশ বিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪৷৷৴০	......	২১৻৩
৮৮ ৯৬ ৫৯	থানে রাউজান, ভাটিয়ারি— তং বকস্থা আঁলী...	৯৩৭৷৷৵০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭৯৯৸৵৭	......	১৬৯৵১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৪৬ ১২৬৯ ১৬২৩	থানে ভাটিয়ারি, রাউজান— তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬॥৵২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩ নং অবশিষ্ট মালিকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীমতী আকমন্নিছা শ্রীমতী জমিলা খাতুন গং।	১১১৪॥৶৫	……	১৩৮॥৵১৩
২৯২ ১৫১২ ২১০০	থানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান. সহর, সাতকানিয়া— তং কৃষ্ণকিশোর কানুনগোয়।	৬৪৫।৵৭	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১ নং হিং ফজলে আহামদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না:	শ্রীফজলে আহাম্মদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪৸৶৬	……	১৩১৶৪
৩১৯ ১৬৯৪ ২১৫৭	কাঁড়ি রাঙ্গনীয়া— তং খেমকরণ হাজারি।	৫৬১॥৴৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	……	শ্রীশিবরতন হাজারি	……	১৪০।৵৪	……

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ সরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 5th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থাস মাহল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ই তারিখ ৫ জুন।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ / ২৩৯২৯ / ৫০৬	মৌজে হাপানিয়া থানা ফটীকছরী মহল নওয়াবাদ।— তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাঃ পাঁচলাইশা।	৮৯৭	৬৭৸৶৬	৬৩০	৫১৵০	৬৮১৵০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 7th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তেহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৭ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগস্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩ / ৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মৌজা চড়ম্বা মহল নয়াবাদ।— তালুক কালীকিঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পুর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ম্বা থানা সাতকানিয়া।	১৯৮৯ ॥৵	৭৭) ॥৵	৭৪৬ ⁄৯	...	৭৪৬ ⁄৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6,* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১	এক পৌণ্ড	টিন	১৮৲	বা	ডাক	মাশুল	সমেত		১৮৸০
॥	আধ	,,	,,	৯৲	,,	,,	,,	,,	৯॥০
।	শিকি	,,	,,	৪॥০	,,	,,	,,	,,	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		⁄০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		⁄০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা।
ডাকমাশুল		⁄০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮১ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

	টাকা।
পুরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০০
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম্, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার এস্প্লনেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্লেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।
B 47a—13-7-97—1109—120

Numb 3025 [৩০২৫]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 20, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২০ জুলাই।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ১১ আগষ্ট তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ ৬৪/৭০	থানে ফটীকছরি—তং আনন্দামানওল্লা	১১৬০৻৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	……	শ্রীনিমাইচরণ নন্দা শ্রীমতী গুণশীলা।	……	৭০৸৬	……
৮৩ ৩৯১/৫৫৪	থানে রাউজান, সহর—তং বসন্তরাম ফতেয়াবাদ।	৫৫৭৸৶৩	অংশ বিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪৷৶০	……	২১৻৩
৮৮ ৫৯৬/৫৫৯	থানে রাউজান, ভাটিয়ারি—তং বকস্বা আলী…	৯৩৭৷৶০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭৯৯৸৶৭	……	১৬৯৶১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৪৬ ১২৬৯ ১৬২৩	থানে ভাটিয়ারি, রাউজান — তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬॥৶২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮২৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩ নং অবশিষ্ট মালিকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীমতী আকমন্নিছা শ্রীমতী জমিলা খাতুন গং।	১১১৪।৶৫	… ..	১৩৮॥৴১০
২৯৯ ১৫১২ ২১০০	থানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান সহর, সাতকানিয়া তং কৃষ্ণকিশোর কানুনগোয়।	৬৪৫।৶৭	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১ নং হিং ফজলে আহাম্মদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীফজলে আহাম্মদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪৸৬	……	১৩১৶৩
৩১৯ ১৬৯৪ ২১৫৭	কাঁড়ি রাঙ্গনীয়া - তং খেমকরণ হাজারি।	৫৬১॥৴৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	……	শ্রীশিবরতন হাজারি	… ..	১৪০।৶৪	……

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
Th 5th July 1897.

J. D. ANDERSON
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলার রাউজান খাস মাহল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ই তারিখ ৫ জুন।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ / ২৩৯২৯ / ৫০৬	মৌজে হাপানিয়া থানা ফটীকছূরী মহল নওয়াবাদ।— তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাঃ পাঁচলাইশা।	৮৯৭	৬৭৸/৬	৬৩০	৫১৵০	৬৮১৵০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 7th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তেহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগষ্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩ / ৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মৌজা চড়ম্বা মহল নয়াবাদ।— তালুক কালীকিঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ম্বা থানা সাতকানিয়া।	১৯৮৯ ৷৵	৭৭, ৷৵	৭৪৬ ⁄৯	...	৭৪৬ ⁄৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এইং হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধানং ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের।০, আট ঔন্স টিনের ॥৵ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸০
॥ আধ ,, ,, ৯৲ ,, ,, ,, ,, ৯॥০
। শিকি ,, ,, ৪॥০ ,, ,, ,, ,, ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengal Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২৸০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		৴০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...		৴০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা।
ডাকমাশুল		৴০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন. বেকার,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1887.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার ভাব এই২।— টাকা।

পূরা এক পৃষ্ঠা এবং তার প্রকাশ করণের ... ... [illegible]

অর্দ্ধ পৃষ্ঠা ... ... [illegible]

কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পংক্তি .. .

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A Digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারী প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লেনেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা বোঁ বেঙ্গল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জে, এম, পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।
B 49a—20-7-97—1143—120

Numb 3026 [৩০২৬]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 27, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৭ জুলাই।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 16th July 1897.

No. 130Marine.—The following telegram, dated the 5th July 1897, from the Secretary of State for India, relative to the grant of Bills of Health to sailing vessels and sambuks sailing from Aden to the Red Sea ports, is published for general information.

A. D. McArthur, *Colonel*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Dated the 5th July 1897.
From—The Secretary of State, London,
To—The Viceroy, Simla.

Following telegram sent to Aden, 5th July—Plague. Constantinople Board of Health desire Bills of Health given to every sailing vessel and sambuk from Aden to the Red Sea ports, stating destination, number of crew and passengers, and nature of cargo.

The 19th July 1897.

No. 132Marine.—The following telegram, dated the 2nd July 1897, from the Secretary of State for India, relative to the withdrawal of quarantine restrictions by the authorities in Switzerland, the imposition of which was notified in this Department Notification No. 40-Marine, dated the 19th February 1897, is published for general information:—

A. D. McArthur, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a telegram, dated the 2nd July 1897, from the Secretary of State, London, to the Viceroy, Simla.

Switzerland.—Prohibition mentioned in my telegram of 16th February last has been cancelled.

The 20th July 1897.

No. 134Marine.—The following telegram No. 30, dated the 8th July 1897, from H. B. M.'s Charge' d'Affaires, Teheran, relative to the imposition of quarantine restrictions in Persia, is published for general information, in continuation of this Department Notification No. 44Marine, dated the 23rd February 1897.

A. D. McArthur, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a telegram, No. 30, dated the 8th July 1897, from H. B. M.'s Charge' d'Affaires, Teheran, to Foreign Secretary, Simla.

By order of the Persian Government the quarantine for arrivals in Persia is to be reduced to three days. Please inform the Doctor in Seistam.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ১৬ জুলাই।

মেরিন্ ১৩০ নম্বর। এদন হইতে সুপসাগরের বন্দরসমূহে পাইলভরে যে সকল জাহাজ ও সাম্বক যায় তাহাদের স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট দেওন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ৫ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্ণেল আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

১৮৯৭ সাল তারিখ ৫ জুলাই।

সিমলায় শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধির নিকট,
লণ্ডনস্থ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের টেলিগ্রাম।

৫ জুলাই তারিখে এদনে নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম প্রেরিত হইয়াছে—যথা। কনষ্টাণ্টিনোপালের বোর্ড অফ হেল্থের ইচ্ছা এই, এদন হইতে সুপসাগরের বন্দরসমূহে পাইলভরে গামি প্রত্যেক জাহাজ ও সাম্বককে স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট দেওয়া হয়, ও সেই সার্টিফিকেটে ঐ জাহাজ ও স্বাম্বক যে স্থানে যাইবে, এবং তাহার মাল্লার ও আরোহীর সংখ্যা ও যে প্রকারের মাল তাহা লেখা থাকে।

১৮৯৭ সাল ১৯ জুলাই।

মেরিন্ ১৩২ নম্বর।—কারাণ্টাইন নিষেধ বিধি ধার্য্যকরণের যে কথা এই ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ১৯ ফেব্রুয়ারি তারিখের মেরিন্ ৪০ নম্বরে প্রকাশ করা গিয়াছে সুইটজার্লণ্ডের কর্তৃপক্ষের দ্বারা সেই বিধি রহিত করণ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের পক্ষে শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ২ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ. ডি ম্যাকআর্থর, কর্ণেল, আর. ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

সিমলায় শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধির নিকট লণ্ডনস্থ শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ২ জুলাই তারিখের টেলিগ্রামের প্রতিলিপি।

সুইটজার্লণ্ড—আমার গত ফেব্রুয়ারি মাসের ১৬ তারিখের টেলিগ্রামে প্রকাশিত নিষেধ রহিত করা গেল।

১৮৯৭ সাল ২০ জুলাই।

মেরিন্ ১৩৪ নম্বর।—পারস্যে কারাণ্টাইনের নিষেধ বিধি ধার্য্য করণ সম্বন্ধে টেহেরণের এচ, বি, এমস চার্জ ডি' আফেয়রের ১৮৯৭ সালের ৮ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত ৩০ নং টেলিগ্রাম এই ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ২৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের মেরিন্ ৪৪ নং বিজ্ঞাপনের অনুক্রমে সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্ণেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

সিমলায় শ্রীযুত ফরিন্ সেক্রেটরী সাহেবের নিকট টেহেরণের শ্রীযুত এচ, বি, এমসের চার্জ ডি' আফেয়রের ১৮৯৭ সালের ৮ জুলাই তারিখের ৩০ নং টেলিগ্রামের প্রতিলিপি।

পারস্যের গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে পারস্যে আগত জাহাজের পক্ষে কারাণ্টাইন্ কমাইয়া তিন দিন করা যাইবে। সিষ্টামের ডাক্তারকে ইহা জ্ঞাত করুন।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৭-৯৮ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০৲ টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "গার্হস্থ্য বিষয়ে নর নারীর কর্ত্তব্য।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্স্ট্ বুক্ কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনা-কালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৭ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪ নং ডালহাউসী স্কোয়ার) প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্স্ট্ বুক্ কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা
১লা জুলাই ১৮৯৭

সি, এ, মার্টিন
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, JULY 27, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৭ জুলাই।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 3703M.—The 15th July 1897.—Whereas a notification No. 2559M., dated the 8th May 1897, was published at page 118, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the undermentioned area situated within the Barisal Municipality, in the district of Backergunge, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Barisal Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said area situated within the above Municipality :—

West.—West Bogura road, North Bogura road and Sakutia road.

North.—Jail khal.

South.—Kalibari road.

East.—Existing limits.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 3745M.—The 17th July 1897.—Whereas a notification No. 1598M., dated the 22nd March 1897, was published at page 75, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 24th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to sanction the levy by the Commissioners of the Asansol Municipality, in the district of Burdwan, of a tax under section 131 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Act IV of 1894, on carriages and on horses and other animals specified in the fifth schedule of the Act, at rates not exceeding those mentioned in the said schedule, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 86 (*a*) of the Act, and in accordance with the recommendations of the Commissioners of the Asansol Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the above proposal.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৩৭০৩ এম্ নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১৫ জুলাই।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশাল মুনিসিপালিটীর মধ্যে স্থিত নিম্নলিখিত স্থানে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৮ মে তারিখের ২৫৫৯ এম, নং যে বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১২ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ১১৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং বরিশাল মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীর মধ্যে স্থিত উক্ত স্থানে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

পশ্চিম সীমা।—পশ্চিম বগুড়া রাস্তা, উত্তর বগুড়া রাস্তা ও সাকুটিয়া রাস্তা।
উত্তর সীমা।—জেলের খাল।
দক্ষিণ সীমা।—কালীবাড়ী রাস্তা।
পূর্ব্ব সীমা।—বর্ত্তমান সীমা।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্ডহাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৩৭৪৫ এম্ নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১৭ জুলাই।—বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত আসেনসোল মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের দ্বারা ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের পঞ্চম তপসীলে নির্দ্দিষ্ট গাড়ী, ঘোড়া ও অন্যান্য জন্তুর উপর উক্ত তফসীলের লিখিত হারের অনধিক হারে উক্ত আইনের ১৩১ ধারামতে টাক্স আদায় করিবার অনুমতি দিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ২২ মার্চ্চ তারিখের ১৫৯৮ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৪ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ৭৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ৮৬ (ক) ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া এবং আসেনসোল মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে উক্ত প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন।

সি, ই, এ, ডবলিউ ওলডহাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, JULY 27, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৭ জুলাই।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইরেজির ১১ আগষ্ট তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ / ৬৪ / ৭০	থানে ফটাকছরি—তং আনন্দীমানওল্লা	১১৬০(৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	......	শ্রীনিমাইচরণ নন্দী শ্রীমতী গুণশীলা।	......	৭০৸৬	.. ...
৮৩ / ৩৯১ / ৫৫৪	থানে রাউজান, সহর—তং বসন্তরাম ফতেয়াবাদ।	৫৫৭৸৶৩	অংশবিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪॥৶০	.. ...	২১(৩
৮৮ / ৩৯৬ / ৫৫৯	থানে রাউজান, ভাটিয়ারি—তং বকস্বা আলী...	৯৩৭॥৵০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭৯৯৸৵৭	......	১৬৯৵১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৬ / ৬৯ / ২৩	থানে ভাটিয়ারি, রাউজান—তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬৷৵২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩নং অবশিষ্ট মালিকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীমতী আকমন্নিছা শ্রীমতী জমিলা খাতুন গং।	১১১৪।৶৫	....	১৩৮৸৵১০
১২ / ১২ / ১০	থানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান সহর, সাতকানিয়া—তং কৃষ্ণকিশোর কানুনগোয়।	৬৪৫।৵৭	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১নং হিং ফজলে আহামদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীফজলে আহাম্মদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪৸৶৬	.....	১৩১৶১
৯ / ৪ / ৭	ফাঁড়ি রাঙ্গনীয়া—তং খেমকরণ হাজারি।	৫৬১৷৴৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	......	শ্রীশিবরতন হাজারি	....	১৪০।৶৪	.....

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 5th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলার রাউজান খাস মহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ই তারিখ ৫ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		মৌজে হাপানিয়া থানা ফটীকছরী মহল নওয়াবাদ।—							
১	২/২৩৯২৯ ৫০৬	তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাঃ পাঁচলাইশা।	৮৯৭	৬৭৷৵৬	৬৩০	৫১৵০	৬৮১৵০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 7th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তেহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং১০ই আগষ্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
	থানা সাতকানিয়া মৌজা চড়ম্বা মহল নয়াবাদ।—							
৬৩৪৩/৫৬১৭	তালুক কালীকিঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ম্বা থানা সাতকানিয়া।	১২৮৭ ৷৷৵	৭৭) ৷৷৵	৭৪৬ ৴৯	...	৭৪৬ ৴৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২ / ১	দান্দরা হিঃ ৵১৷=১৹ ক্রান্তী পং দান্দরা।	……	অংশ …	হিসাব পৃথক হিঃ ৷৵১৹৷৷৴৮ তিল।	শ্রীচন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী গং।	৮০৯৸৬	……	৪৮০৷৵২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দ্বীপ।	৬৩৭৴১১	সম্পূর্ণ …	……	শ্রীমতী আইজন-নেছা।	……	১২২৷১১	……
২১১ / ২	চাকলে বামনী জমিদারী চাং বামনী।	……	অংশ …	হিসাব পৃথক হিঃ ৷৹ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবলগান পক্ষে মাতা অভিভাবক মিস এনেলা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৸	……	৫৫৸৬৯
			খাস মহাল টেনিউর—					
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওয়ালা লাছুদলাল।	৮৫৫৻৫	সম্পূর্ণ	……	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	……	২৮৷৹	……
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০৷৷৵	ঐ	……	ব্রজরাম মাঝি গং	……	২৩৶৹	……

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ ২৩৮৭৯ ৫৮৯ ১৫৩২	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯॥৶	৫৮/০	৫৫৪৲	২২৸৶৩	৫৭৬৸৶৩	......
	৪৯৪২ ২৪০২১ ৩৬৭৪	মৌজে ভূজপুর থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩৲	৩৬৶০	৩৪৬॥৯	১৩৸৯	৩৬০/৬	......

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 23rd July 1897.*

J. D. ANDERSON, *Collector.*

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এইং হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধানং ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড	টিন	১৮৲	বা ডাক মাশুল সমেত	১৮৸৹
।। আধ ,,	,,	৯৲	,, ,, ,, ,,	৯।।৹
। শিকি ,,	,,	৪।।৹	,, ,, ,, ,,	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাসুল	,,	২।।৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাসুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।৹
ডাকমাসুল		৵৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক ২ আনা।
ডাকমাসুল		৵৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half ,, ,,	...	...	...	10

Casual advertisement---4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্ত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য —কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

					টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	...	২০০
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	...	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		...	...	...	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৵৹ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে শ্রীরামপুর নিবাসি শ্রীরাধিকা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, তস্য পত্নি শ্রীমতী নিত্যময়ী দেবি, এবং কন্যা শ্রীমতী ভুবন মোহিনি দেবি এই তিনজনায় বালি নিবাসি শ্রীযোগীন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে এবং গোঘাট নিবাসি শ্রীরামেশ্বর সেন বক্সিকে আমমোক্তার নিযুক্ত করিয়াছিলেন। এক্ষণে উহারা দুই জনায় হিসাবাদি না দেওয়াতে উহাদিগকে উক্ত কার্য্য হইতে অবসর দেওয়া হইয়াছে। উহাদিগের দ্বারায় যদি কেহ কোন কার্য্য করান বা টাকা লেন দেন করেন তাহা আদালতে এবং সর্ব্বস্থানে অগ্রাহ্য ও নামঞ্জুর হইবেক।

শ্রীরাধিকা প্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

(11—1)

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 604—26-7-97—1186—120

Numb 3027 [৩০২৭]

REGISTERED No. 3.
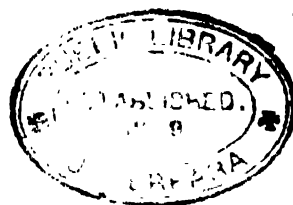
গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 3, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩ আগষ্ট।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 27th July 1897.

No. 137 *Marine*.—The following telegram, dated the 14th June 1897, from Sir N. O'Connor, St. Petersburg, regarding the outbreak of plague, is published for general information.

A. D. McArthur, *Colonel*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Telegram from Sir N. O'Connor to the Foreign Office, dated St. Petersburg, 14th June 1897.

Amoy in South China, Hui in Indo-China, and Jeddah on Red Sea declared plague-infected.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ২৭ জুলাই।

মেরিন্ ১৩৭ নম্বর।—মড়কের প্রাদুর্ভাব সম্বন্ধে সেণ্ট পিটর্সবর্গের শ্রীযুত সর্ এন ওকোনর সাহেবের ১৮৯৭ সালের ১৪ জুন তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্ণেল আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ফরিন্ আফিসের শ্রীযুত সর্ এন ওকোনর সাহেবের সেণ্ট পিটর্সবর্গ হইতে প্রেরিত ১৮৯৭ সালের ১৪ জুন তারিখের টেলিগ্রাম।

দক্ষিণ চিনের অন্তর্গত আময়ে, ইণ্ডো চিনের অন্তর্গত হুইয়ে লোহিত সাগরের তটস্থ জেদ্দায় মড়ক সংক্রামিত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করা গিয়াছে।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৭-৯৮ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০, টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "গার্হস্থ্য বিষয়ে নব নারীর কর্ত্তব্য।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্স্ট্ বুক্ কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনাকালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৭ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪ নং ডালহাউসী স্কোয়ার) প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্স্ট্ বুক্ কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা }
১লা জুলাই ১৮৯৭ }

সি, এ, মার্টিন
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩ আগষ্ট।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ১লা জুলাই তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল :—

১৮৯৭ সালের ১০ নম্বর।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন আরও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন আরও সংশোধন করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল :—

সংক্ষিপ্ত নাম ও আরম্ভের কথা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৭ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে, এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে।

১৮৭০ সালের ৭ আইনের ১৯ ছ ধারার পর দুইটী নূতন ধারা যোগ করিবার কথা।

২ ধারা। আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের ১৯ ছ ধারার পর নিম্নলিখিত দুইটী ধারা যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ :—

জিলার প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারির রিকার্ড পরিদর্শন করিবার এবং ইষ্টেটের কম করিয়া মূল্যা-ধারণের কথা প্রমাণ করিবার ক্ষমতার কথা।

"১৯ জ ধারা। (১) জিলার প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারী যে মোকদ্দমায় তাঁহার জিলার অন্তর্গত কোন আদালতে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করা হয় যে কোন সময়ে সেই মোকদ্দমার রিকার্ড পরিদর্শন করিতে বা করাইতে পারিবেন এবং ঐরূপ পরিদর্শন করিয়া বা অন্য প্রকারে তাঁহার যদি এরূপ বিবেচনা হয় যে দরখাস্তকারী মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের মূল্য কম করিয়া ধরিয়াছেন তাহা হইলে তিনি যে আদালতে ঐ দরখাস্ত দায়ের থাকে সেই আদালতকে ঐ ইষ্টেটের যথার্থ মূল্য সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) কোন আদালতকে পূর্ব্বোক্তমতে আদেশ করা হইলে তিনি তদনুসারে অনুসন্ধান করিবেন এবং মৃত ব্যক্তির ইষ্টেটের যে যথার্থ মূল্য অবধারণ করা উচিত ছিল যত দুর সম্ভব তাহার কাছা কাছি মূল্য-নির্ণয় করিয়া লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৩) যে ব্যক্তি প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করেন আদালত ঐরূপ কোন অনুসন্ধানের প্রয়োজনার্থ স্বয়ং বা কমিশনের দ্বারা শপথক্রমে তাঁহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন এবং ঐ ইষ্টেটের যথার্থ মূল্য প্রমাণ করিবার নিমিত্ত ঐ রাজস্ব কর্ম্মচারী কিম্বা ঐ দরখাস্তকারী আরও যে সাক্ষ্য আদালতে উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিতে পারিবেন।"

প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের উপর আদালতের রসুম আদায় করিবার প্রণালীর কথা।

"১৯ ঞ ধারা। (১) প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত প্রত্যেক দরখাস্তের সহিত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের সম্বন্ধে এই আইনানুসারে যে ফী আদায় করা যাইতে পারে সেই ফীর সমান টাকা আমানত করিতে হইবে।

A Bill to further amend the Court-fees Act, 1870.

(২) দরখাস্ত যদি মঞ্জুর করা হয় তাহা হইলে (১) প্রকরণানুসারে আমানত করা টাকা পূর্ব্বোক্তমতে আদায়যোগ্য ফী সূচিত করণার্থ যে ইষ্টাম্প ব্যবহার করিতে হইবে সেই ইষ্টাম্প ক্রয় করিবার নিমিত্ত আদালতের আদেশানুসারে ব্যয়িত হইবে।

(৩) ১ প্রকরণমতে আমানত করা যে টাকা (২) প্রকরণানুসারে ব্যয়িত না হয় তাহা আমানতকারীকে ফেরত দেওয়া হইবে।”

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

যে ইষ্টেট সম্বন্ধে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত হয় দরখাস্তকারী কর্ত্তৃক সেই ইষ্টেটের যে মূল্য অবধারিত হয় তাহার উপর ১৮৭০ সালের ৭ আইনানুসারে আদালতের রসুম স্বরূপ শতকরা একটী নির্দ্দিষ্ট টাকা আদায় করা যাইতে পারে। ১৮৭৫ সালের ১৩ আইন এবং ১৮৯০ সালের ৮ আইনের দ্বারা সংশোধিত ঐ আইনের ৩ক অধ্যায়ে দরখাস্তকারী যে ফী দিয়াছেন তাহা ন্যায্য ফীর অপেক্ষা অত্যধিক দেখা গেলে ফী ফেরত দিবার নিমিত্ত আর দরখাস্তকারী প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময় তাঁহার হস্তে যে সম্পত্তি আসিবে সেই সম্পত্তি কম করিয়া ধরিয়া যদি সেই হিসাবে ফী দিয়া থাকেন তাহা হইলে যে ফী দিয়াছেন এবং যে ফী তাঁহার দেওয়া উচিত ছিল ইহার মধ্যে যত টাকা বৈলক্ষণ্য হয় সেই টাকা পরে আদায় করিবার নিমিত্ত বিধান আছে।

২। কিন্তু দরখাস্তকারির মূল্যাবধারণ যে ঠিক ইহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব কর্ম্মচারিদিগের কোন উপায় করিয়া দেওয়া হয় নাই। দেখা গিয়াছে যে আইনের এই দোষে কার্য্য পক্ষে কতক অসুবিধা ঘটে। অতএব জিলার প্রধান রাজস্ব কর্ম্মচারী যে মোকদ্দমায় প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করা হয় সেই মোকদ্দমার রিকার্ড পরিদর্শন করিতে পারিবেন এবং সম্পর্কযুক্ত ইষ্টেটের কম করিয়া মূল্য অবধারিত হইয়া থাকিলে আদালতে তাহা প্রমাণ করিতে পারিবেন আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের ৭ আইনে এই মর্ম্মের একটী ধারা যোগ করিয়া ঐ দোষ সংশোধন করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

৩। যাহাতে প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র দিবার নিমিত্ত পরে যে ফী লওয়া যাইতে পারিবে তাহা প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার পত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময়ই লওয়া যাইতে পারে তজ্জন্য ঐ আইনে উত্তরাধিকারিত্বের সার্টিফিকেট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ৭ আইনের ১৪ ধারার অনুরূপ বিধান সন্নিবেশিত করিবার প্রস্তাবও করা যাইতেছে। এক্ষণে যেরূপ আইন আছে তাহাতে ফী প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত দরখাস্ত করিবার সময় দিতে হয় না, প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত হইবার সময় দিতে হয়। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে ভারতবর্ষীয় উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের ১০ আইনের ১৮৭ ও ১৯০ ধারা খাটে না এবং আপন উত্তরাধিকারিত্ব স্বত্ব সাব্যস্ত করিবার নিমিত্ত যাঁহার প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র উপস্থিত করিবার প্রয়োজন নাই তিনি প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্রের নিমিত্ত আপন দরখাস্তের উপর প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র প্রদত্ত হইবার হুকুম পাইয়াই আপন অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে পারেন এবং প্রার্থিত প্রবেট বা ধনাধ্যক্ষতার ক্ষমতাপত্র না লইলে এবং তজ্জন্য নির্দ্দিষ্ট ফী না দিলেও তাঁহার চলে। ইহা স্পষ্টই বুঝা যায় যে আইনের যে এইরূপ ফল হয় আইন কর্ত্তাদের কখনই এরূপ অভিপ্রায় ছিল না। অতএব পাণ্ডুলিপির ২ ধারার শেষাংশ এইরূপ ফল নিবারণের অভিপ্রায়ে সন্নিবেশিত হইয়াছে।

জে, উড্‌বরণ।

২৬এ জুন, ১৮৯৭ সাল।

জে, এম্, ম্যাকৃফার্সন,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 3, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩ আগষ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইরেজির ১১ আগষ্ট তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ / ৬৪ / ৭০	থানে ফটীকছরি— তং আনন্দীমানওল্লা	১১৬০(৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	......	শ্রীনিমাইচরণ নন্দী শ্রীমতী গুণশীলা।	......	৭০৸৬	......
৮৩ / ৩৯১ / ৫৫৪	থানে রাউজান, সহর— তং বসন্তরাম ফতেয়াবাদ।	৫৫৭৸৶৩	অংশ বিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪॥৵০	... ...	২১(৩
৮৮ / ৩৯৬ / ৫৫৯	থানে রাউজান, ভাটিয়ারি— তং বকস্থা আলী...	৯৩৭॥৶০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭৯৯৸৶৭	......	১৬৯৶১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৪৬ / ১২৬৯ / ১৬২৩	থানে ভাটিয়ারি, রাউজান— তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬॥৴২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩ নং অবশিষ্ট মালিকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীমতী আকমন্নিছা শ্রীমতী জমিলা খাতুন গং।	১১১৪॥৶৫	......	১৩৮৷৵১০
২৯২ / ১৫১২ / ২১০০	থানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান, সহর, সাতকানিয়া— তং কৃষ্ণকিশোর কানুনগোয়।	৬৪৫৷৵৭	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১ নং হিং ফজলে আহামদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীফজলে আহাম্মদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪৮৶৬	......	১৩১৶৪
৩১৯ / ১৬৯৪ / ২১৫৭	ফাঁড়ি রাঙ্গনীয়া— তং খেমকরণ হাজারি।	৫৬১॥৴৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	......	শ্রীশিবরতন হাজারি	......	১৪০৷৵৪	......

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
Th 5th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলার রাউজান খাস মহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ইং তারিখ ৫ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ / ২৩৯২৯ / ৫০৬	মৌজে হাপানিয়া থানা ফটীকছরী মহল নওয়াবাদ।— তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাং পাঁচলাইশ।	৮৯৭	৬৭॥/৬	৬৩০	৫১৶০	৬৮১৶০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 7th July 1897.*

J. D. ANDERSON, *Collector.*

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তেহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং১০ই আগষ্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩ / ৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মৌজা চড়ম্বা মহল নয়াবাদ।— তালুক কালীকিঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ম্বা থানা সাতকানিয়া।	১১৮৯ ॥৶	৭৭) ॥৶	৭৪৬ /৯	...	৭৪৬ /৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 18th June 1897.*

J. D. ANDERSON, *Collector.*

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত [ম]হালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত [আ]ইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর [ত]ারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া [লি]খিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২/১	দান্দরা হিঃ ৵১।—১০ ক্রান্তী পং দান্দরা।	……	অংশ …	হিসাব পৃথক হিঃ ।৵১০॥/৮ তিল।	শ্রীচন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী গং।	৮০৯৸৬	……	৪৮০।৶২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দ্বীপ।	৬৩৭/১১	সম্পূর্ণ …	……	শ্রীমতী আইজান্নেছা।	……	১২২।১১	……
২১১/২	চাকলে বামনী জমিদারী চাং বামনী।	……	অংশ …	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবলগান পক্ষে মাতা অভিভাবক মিস এনেলা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৸	……	৫৫৬৸৯
			খাস মহাল টেনিউর—					
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওয়ালা লাছুদলাল।	৮৫৫।৫	সম্পূর্ণ	……	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	……	২৮।০	……
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০॥৵	ঐ	……	ব্রজরাম মাঝি গং	……	২৩৶০	……

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০৲ টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ / ২৩৮৭৯ / ৫৮৯ / ১৫৩২	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯৷৵	৫৮/০	৫৫৪৲	২২৸৶৩	৫৭৬৸৶৩	......
	৪৯৪২ / ২৪০২১ / ৩৬৭৪	মৌজে ভূজপুর থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩৲	৩৬৶০	৩৪৬৷৯	১৩৸৯	৩৬০৷৴৬	......

CHITTAGONG COLLECTORATE, J. D. ANDERSON,
The 23rd July 1897. *Collector.*

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত দর ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১	এক পৌণ্ড টিন	১৮৲	বা ডাক মাশুল সমেত		১৮৶৹
॥	আধ ,, ,,	৯৲	,, ,,	,, ,,	৯॥৹
।	শিকি ,, ,,	৪॥৹	,, ,,	,, ,,	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।৹
ডাকমাশুল		৵৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...	..	৵৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হ[illegible] তাহার প্রত্যে[illegible] ৪ পৃষ্ঠা প্রতি [illegible] আনা।
ডাকমাশুল		৵৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half ,, ,,	...	...	...	10

Casual advertisement---4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐং গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইং।—

					টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	...	২০
আধ পৃষ্ঠা	...	...	.	...	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঙ্ক্তি	...	...	...		।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 52a—2-8-97—1322—120

Numb. 3028 [৩০২৮]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 10, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১০ আগষ্ট।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

REVENUE DEPARTMENT—(MISCELLANEOUS).

NOTIFICATION—No. 3296(Mis.)

The 29th July 1897.—Dabi Prosad, late Accountant in the office of the Deputy Commissioner of Dumka, Sonthal Parganas, having been dismissed from Government service, is debarred from re-employment in any capacity under Government.

M. FINUCANE,
Secy. to the Govt. of Bengal.

MARINE DEPARTMENT.

The 3rd August 1897.

No. 141Marine.—The following telegram, dated the 23rd July 1897, from the Government of Ceylon, relative to the imposition of quarantine restrictions on arrivals from Western India, is published for general information.

A. D. McARTHUR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a telegram, dated the 23rd July 1897, from the Colonial Secretary, Colombo, to the Secretary to the Government of India, Home Department.

QUARANTINE imposed on arrivals from Western India reduced to ten days from date of departure. Prohibition of landing and transhipment limited to goods classed susceptible. Venice Sanitary Conference revised rules will follow.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

রেবিনিউ ডিপার্টমেন্ট—(বিবিধ)।

(বিবিধ) ২২৮৫ নম্বর—বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সাল ২৯ জুলাই।—সাঁওতাল পরগনার অন্তর্গত দুমকার ডেপুটী কমিশনরের আফিসের ভূতপূর্ব্ব আকৌণ্টাণ্ট শ্রীদেবী প্রসাদ গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচ্যুত হওয়াতে পুনর্ব্বার আর কখন কোনরূপে গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মে নিযুক্ত হইতে পারিবে না।

এম, ফিনুকেন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ৩ আগষ্ট।

মেরিন্ ১৪১ নম্বর।—পশ্চিম ভারতবর্ষহইতে আগত জাহাজের উপর কারাণ্টাইন নিষেধ বিধি ধার্য্যকরণ সম্বন্ধে সিংহলের গবর্ণমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্ণেল আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী সাহেবের নিকট কলম্বের ঔপনিবেশিক সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ২৩ জুলাই তারিখের টেলিগ্রামের প্রতিলিপি।

পশ্চিম ভারতবর্ষহইতে আগত জাহাজের উপর যে কারাণ্টাইন ধার্য্য করা হইয়াছে তাহা কমাইয়া যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন করা গেল। রোগ সংক্রমণ যোগ্য শ্রেণীভুক্ত মালই জাহাজ হইতে তীরে নামান ও এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে তুলিয়া দেওয়া নিষিদ্ধ। ভেনিসের সানিটরী কন্‌ফরেন্সের সংশোধিত বিধি পশ্চাৎ দেওয়া যাইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মেরিন্ বিভাগের ১৮৯৭ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখের মেরিন্ ১৪৩ নং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি।

ইটালিতে কাঁচা চামড়া আমদানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিত হওন সম্বন্ধে ভারতবর্ষের শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ৩০এ জুলাই তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল:—

সিমলায় মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি সাহেবের নিকট লণ্ডনস্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের ১৮৯৭ সালের ৩০ এ জুলাই তারিখের টেলিগ্রামের প্রতিলিপি।

বিগত ১লা জুন তারিখের আমার টেলিগ্রাম। ইটালি। কাঁচা চামড়া আমদানির বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিত করা হইয়াছে।

বঙ্গমহিলাগণের রচনার নিমিত্ত বাবু ব্রজমোহন দত্ত স্থাপিত পারিতোষিক।

১৮৯৭-৯৮ অব্দের জন্য বাবু ব্রজমোহন দত্তের দেয় ৪০৲ টাকা পারিতোষিকের নিমিত্ত নিম্নলিখিত প্রবন্ধটী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে "গার্হস্থ্য বিষয়ে নর নারীর কর্ত্তব্য।"

পারিতোষিক দানের নিয়ম।

(১) বঙ্গমহিলা মাত্রেই পারিতোষিকপ্রার্থিনী হইতে পারিবেন; এতৎসম্বন্ধে বয়সের কোন নিয়ম নাই।

(২) পারিতোষিকপ্রার্থিনীগণকে বঙ্গভাষাতেই হউক বা সংস্কৃত ভাষাতেই হউক কোন একটি নির্দ্দিষ্ট প্রবন্ধ রচনা করিতে হইবে।

(৩) এই বিজ্ঞাপন প্রচারের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে প্রবন্ধগুলি বিচারের জন্য সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক্ কমিটির নিকট পাঠাইতে হইবে।

(৪) প্রত্যেক প্রবন্ধের সহিত পারিতোষিকপ্রার্থিনীর স্বামী, পিতা বা অন্য অভিভাবককে এই মর্ম্মে পত্র লিখিয়া পাঠাইতে হইবে, যে, তাঁহার বিশ্বাসমতে, রচয়িত্রী, ঐ প্রবন্ধ রচনা-কালে, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য ভাবে কোন প্রকার সাহায্যই গ্রহণ করেন নাই।

১৮৯৭ অব্দের ৩১শে ডিসেম্বর তারিখের মধ্যে কলিকাতায়, (৪ নং ড্যালহাউসী স্কোয়ার) প্রেসিডেন্সি সার্কেলের স্কুল সমূহের ইন্‌স্পেক্টরের আফিসে, সেণ্ট্রাল টেক্‌ষ্ট বুক্ কমিটির সম্পাদক মহাশয়ের নামে এই প্রবন্ধ পাঠাইতে হইবে। এই প্রবন্ধের মোড়কের (কভারের) উপর "ব্রজমোহন দত্ত পারিতোষিকের রচনা" এইরূপ লিখিত থাকিবে। যাঁহার রচনা সর্ব্বোৎকৃষ্ট হইবে কলিকাতা গেজেটে তাঁহার নাম প্রকাশিত হইবে।

যিনি একবার পারিতোষিক প্রাপ্ত হইয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অন্য বৎসর পুনর্ব্বার প্রবন্ধ রচনা করিতে পারেন। যদি তাঁহার রচনা সে বারেও সর্ব্বোৎকৃষ্ট হয় তাহা হইলে তাঁহার নাম কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত হইবে, কিন্তু পারিতোষিক, রচনার গুণানুসারে, তাঁহার পরবর্ত্তিনী মহিলাকে প্রদত্ত হইবে।

যদি বিচারকগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট রচনাটিকেও পারিতোষিকের উপযোগী বলিয়া বিবেচনা না করেন, তাহা হইলে পারিতোষিক প্রদত্ত হইবে না।

কলিকাতা
১লা জুলাই ১৮৯৭

সি, এ, মার্টিন
বাঙ্গালা দেশের শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টর।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১০ আগষ্ট।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনটি ১৮৯৭ সালের ২২এ জুলাই তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি লাভ করায় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত করা গেল।—

১৮৯৭ সালের ১৫ আইন।

কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৯৫ সালের আইন রহিত করণার্থ এবং কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ আইন।

কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৯৫ সালের আইন রহিত করা এবং কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন সংশোধিত করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

নাম ও আরম্ভের কথা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে। এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে।

The Cantonments Act, 1897.

১৮৯৫ সালের ৫ আইন রহিত করিবার কথা।

২ ধারা। কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৯৫ সালের আইন এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

১৮৮৯ সালের ১৩ আইনের ৩১ ধারা সংশোধিত করিবার কথা।

৩ ধারা। কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের ৩১ ধারায় "বা কমাণ্ডিং কর্ম্মচারী" এই শব্দগুলির পরিবর্ত্তে "বা কমাণ্ডিং চিকিৎসা সংক্রান্ত বা অপর কর্ম্মচারী" এই শব্দগুলি বসাইতে হইবে।

জে, এম্, ম্যাকফার্সন,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 10, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১০ আগষ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ১১ আগষ্ট তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ২৪ জুন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৩৭ ৬৪ ৭০	থানে ফটীকছরি— তং আনন্দী মানওল্লা	১১৬০(৩	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	……	শ্রীনিমাইচরণ নন্দী শ্রীমতী গুণশীলা।	……	৭০৸৬	……
৮৩ ৩৯১ ৫৫৪	থানে রাউজান, সহর— তং বসন্তরাম ফতেয়াবাদ।	৫৫৭৸৶৩	অংশ বিক্রয় হইবেক।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীআনন্দমোহন দে শ্রীআলী মহাং গং।	৫৫৪॥৶০	……	২১(৩
৮৮ ৩৯৬ ৫৫৯	থানে রাউজান, ভাটিয়ারি— তং বকস্বা আলী…	৯৩৭॥৵০	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ২ নং অবশিষ্ট মালীকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীজান আলী শ্রীআকমল আলী গং	৭৯৯৸৵৭	……	১৬৯৵১০

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৪৬ ১২৬৯ ১৬২৩	থানে ভাটিয়ারি, রাউজান— তং যশমন্ত সিংহ	১৩৮৬॥৶২	অংশ বিক্রয় হইবে।	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ৩ নং অবশিষ্ট মালিকানের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীমতী আকমন্নিছা শ্রীমতী জমিলা খাতুন গং।	১১১৪॥৴৫	… ..	১৩৮৷৶১০
২৯২ ১৫১২ ২১০০	থানে হাটহাজারি, পটীয়া, রাউজান সহর, সাতকানিয়া।— তং কৃষ্ণকিশোর কানুনগোয়।	৬৪৫।৶৭	ঐ	১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে জমা স্বতন্ত্র হইয়া ১ নং হিং ফজলে আহামদের অংশ বাকী পড়ায় কেবল তাহা বিক্রী হইবেক তদ্ভিন্ন অন্য কোন অংশ বিক্রী হইবেক না।	শ্রীফজলে আহাম্মদ শ্রীবজলেছমদ।	৫২৪৮/৬	……	১৩১৶৪
৩১৯ ১৬৯৪ ২১৫৭	ফাঁড়ি রাঙ্গনীয়া— তং খেমকরণ হাজারি।	৫৬১॥৵৬	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক।	……	শ্রীশিবরতন হাজারি	……	১৪০।৶৪	……

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকীপড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
Th 5th July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলার রাউজান থাস মহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ৫ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২/২৩৯২৯/৫০৬	মৌজে হাপানিয়া থানা ফটীকছরী মহল নওয়াবাদ।— তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাঃ পাঁচলাইশ।	৮৯৭	৬৭॥/৬	৬৩০	৫১৵০	৬৮১৵০	...

CHITTAGONG COLLECTORATE, The 7th July 1897.

J. D. ANDERSON, Collector.

জিলা চট্টগ্রাম—ইস্তেহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকার ১৮৯৭ ইং ২৫ শে ফেব্রুয়ারি সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকী পড়া খাজানা ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইং ১০ই আগষ্ট মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ২৬ শ্রাবণ রোজ মঙ্গলবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরি কাছারিতে বিনাওজরে প্রকাশ্য নীলামে ধরা যাইবে। ১৮৯৭ ইং তারিখ ১৬ জুন।

তালুকের নম্বর।	তালুকের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
৬৩৪৩/৫৬১৭	থানা সাতকানিয়া মৌজা চড়ম্বা মহল নয়াবাদ।— তালুক কালীকিঙ্কর উপেন্দ্র দাস, হরি ঈশান দেবিদাস, রামশরণ।	কৈলাস চন্দ্র চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র চৌধুরী, হরদাস চৌধুরী, তারকচন্দ্র চৌধুরী দেবিদাস চৌধুরী এবং গোলোকচন্দ্র চৌধুরী সাকিনান চড়ম্বা থানা সাতকানিয়া।	১৯৮৯ ॥৵	৭৭) ॥৵	৭৪৬ /৯	...	৭৪৬ /৯	সম্পূর্ণ তালুক বিক্রী হইবে।

CHITTAGONG COLLECTORATE, The 18th June 1897.

J. D. ANDERSON, Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারায়তে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত-আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২/১	দান্দরা হিঃ ৵১১=১০ ক্রান্তী পং দান্দরা।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।৵১০॥/৮ তিল।	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী গং।	৮০৯৸৬	......	৪৮০।৶২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দ্বীপ।	৬৩৭/১১	সম্পূর্ণ ...	......	শ্রীমতী আইজামেছা।	......	১২২।১১	......
২১১/২	চাকলে বামনী জমিদারী চাং বামনী।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবলগান পক্ষে মাতা অভিভাবক মিস এনেলা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৸	......	৫৫৬৸৯
			খাস মহাল টেনিউর—					
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওয়ালা লাছদলাল।	৮৫৫৻৫	সম্পূর্ণ	......	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	......	২৮।০	......
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০॥৵	ঐ	......	ব্রজরাম মাঝি গং	......	২৩৵০	......

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈজুদ্দীন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	……	……	এজমালী ৵১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৵৴৪	……	৬৷৵৷৷ পাই
৪৫৪৬	পাম্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩৲	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	……	হরকুমার সেন গং	……	৯৯৮৲	……
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২৲	সম্পূর্ণ মহালের তালুকদারী স্বত্ব নিলাম হইবে	……	শশীকুমার বসু গং	……	৬০৮৲	……
৪৬৪২	তুষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫৴৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	……	এরফানুদ্দি গং …	……	১১১৸৵০	……
ঐ	তুষখালী মহাল অধীন ৬৮।৮৪।২১৮ নং যোত।	৯০১৲	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	……	মদন গং …	……	৬০১৲	……
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গরমকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১।৵১০	সম্পূর্ণ হাওলা নিলাম হইবে।	……	কাশীচন্দ্র দাস গং	……	৮৪২৸৵৩	……

টীকা।—যে স্থলে উপরে লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ / ২৩৮৭৯ / ৫৮৯ / ১৫৩২	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯॥৵	৫৮৴০	৫৫৪৲	২২৸৶৩	৫৭৬৸৶৩	......
	৪৯৪২ / ২৪০২১ / ৩৬৭৪	মৌজে ভুজপুর থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩৲	৩৸৴৬০	৩৪৬॥৯	১৩৸৯	৩৬০।৴৬	......

CHITTAGONG COLLECTORATE, The 23rd July 1897. J. D. ANDERSON, Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এইং হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধানং ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত দর ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹
॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯॥৹
। শিকি „ „ ৪॥৹ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	„	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲
ডাকমাশুল	„	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	„	।৹
ডাকমাশুল		৵৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		৵৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. ***Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.***

***** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.***

Office of Supdt., Govt. Printing, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. Bolton,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

Note.—*Rates of advertisements in the* Calcutta Gazette.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement---4 annas per line.

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল ।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল ।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌন্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না ।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে ।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী ।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর ।

মন্তব্য ।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২ ।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০
আধ পৃষ্ঠা	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন্‌ জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটি সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 53a—9-8-97—1258—120

Numb. 3029 [৩০২৯]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 17, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৭ আগষ্ট।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 9th August 1897.

No. 144Marine.—The following telegram, dated the 6th August 1897, from the Government of Bombay relative to the decisions of the Fourth Quarantine Board at Alexandria, is published for general information.

A. D. McArthur, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a telegram, dated the 6th August 1897, from the Secretary to the Government of Bombay, General Department, to Bengal Works, Calcutta.

No. 4288. British Consul, Alexandria, telegraphs: Fourth Quarantine Board decided yesterday first to suppress measures in force arrivals from Hedjaz as plague no longer exists there; second, to consider pilgrimage as closed, but all vessels with pilgrims will go to Tour for regulation quarantine.

The 9th August 1897.

No. 146Marine.—The following communication, dated the 26th June 1897, from Sir Francis Clare Ford, with its enclosure, relative to the Italian Maritime Sanitary Ordinance No. 5 issued with a view to prevent delays to vessels arriving in Italian ports from infected districts in India, is published for general information.

A. D. McArthur, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 42C., dated Foreign Office, the 1st July 1897.

From—George Curzon, Esq.,
To—The Under-Secretary of State, India Office.

I am directed by the Secretary of State for Foreign Affairs to transmit to you, to be laid before the Secretary of State for India, the accompanying copy of a despatch as marked in the margin enclosing the Italian Maritime Sanitary Ordinance No. 5, intended to obviate delays to vessels arriving in Italy from India.

No. 42C., dated Rome, the 26th June 1897.

From—Francis Clare Ford, Esq.,
To—The Marquess of Salisbury, K.G., &c., &c., &c.

I have the honour to transmit herewith to Your Lordship a copy in triplicate, together with a translation of the Sanitary Maritime Ordinance marked No. 5, and dated the 20th instant, which I have received from the Department for Foreign Affairs.

The present Ordinance has been made with a view to preventing, as far as possible, delays to vessels arriving in Italian ports from infected districts in India.

It will now be possible for the owners and Captains of vessels to enlist the services, should they desire it, of Italian medical officers who would accompany the vessels from Port Said to the Italian ports to which they may be bound, and thus the delay to those vessels arriving there would be almost nominal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ৯ই আগষ্ট।

মেরিন্ ১৪৪ নং।—আলেকজাণ্ড্রিয়াস্থ চতুর্থ কারাণ্টাইন বোর্ডের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ৬ আগষ্ট তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্ণেল, আর. ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশের পবলিক্ ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের নিকট বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের জেনরল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরির ১৮৯৭ সালের ৬ই আগষ্ট তারিখের টেলিগ্রামের প্রতিলিপি।

৪২৮৮ নং।—আলেকজাণ্ড্রিয়াস্থ বৃটিশ কন্সল টেলিগ্রাফ করিয়াছেন:—চতুর্থ কারাণ্টাইন বোর্ড গত কল্য এই দুইটি বিষয় স্থির করিয়াছেন, প্রথম, হেজাজে আর মড়ক না থাকায় তথাহইতে আগত জাহাজাদির বিরুদ্ধে যে বিধি বলবৎ আছে তাহা রহিত করা হইবে এবং দ্বিতীয়, তীর্থ যাত্রা বন্ধ হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা হইবে কিন্তু তীর্থযাত্রির সকল জলযানের কারাণ্টাইন নিয়ম পালনার্থ টোরে যাইতে হইবে।

১৮৯৭ সাল ৩ আগষ্ট।

মেরিন্ ১৪৬ নং।—সংক্রামক দোষে দূষিত ভারতবর্ষীয় জিলা সমূহহইতে আগত জাহাজের বন্দর প্রবেশে বিলম্ব নিবারণার্থ ইটালির গবর্ণমেণ্টের সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫নং আদেশ সম্বন্ধীয় স্যার ফ্রান্সিস ক্লেয়ার ফোর্ড সাহেবের ১৮৯৭ সালের ২৬এ জুন তারিখের নিম্নলিখিত পত্র ও তৎসহ প্রেরিত পত্রাদি সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল।

এ, ডি. ম্যাকআর্থর. কর্ণেল আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

৪২C নং। ফরেন্ আপিস। তারিখ ১৮৯৭ সাল ১লা জুলাই।

ইণ্ডিয়া আপিসের ছোট ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের নিকট জর্জ্জ কুর্জ্জন্ সাহেবের পত্র।

ভারতবর্ষের পক্ষে ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের সম্মুখে স্থা ন করিবার জন্য পার্শ্বোল্লিখিত রাজকীয় পত্রখানি আপনার নিকট পাঠাইবার নিমিত্ত আমি বৈদেশিক বিষয়ের ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেব কর্ত্তৃক আদিষ্ট হইয়াছি। ভারতবর্ষ হইতে ইটালিতে আগত জলযানের বন্দর প্রবেশে বিলম্ব নিবারণের অভিপ্রায়ে প্রণীত ইটালির গবর্ণমেণ্টের সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫ নং আদেশ ঐ পত্রের সহিত আছে।

৪২C, রোম, ১৮৯৭ সাল ২৬এ জুন।

শ্রীযুত মারকুইস অফ্ সলিসবরি কে, জি সাহেবের নিকট ফ্রান্সিস ক্লেয়ার ফোর্ড সাহেবের পত্র।

মৎকর্ত্তৃক বৈদেশিক বিভাগ হইতে প্রাপ্ত সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ২০ তারিখের ৫ নং আদেশের তিন খণ্ড অনুবাদসহ আপনার নিকট প্রেরণ করিতেছি।

ভারতবর্ষের সংক্রামক দোষে দূষিত জিলা হইতে ইটালীয় বন্দরে আগত জলযানের বন্দর প্রবেশে যত দূর সম্ভব বিলম্ব নিবারণের অভিপ্রায়ে বর্ত্তমান আদেশটী প্রণীত হইয়াছে।

জলযানের অধিকারী ও কাপ্তানেরা এক্ষণে ইচ্ছা করিলে ইটালিবাসী চিকিৎসক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। ঐ সকল চিকিৎসক পোর্ট সায়েদহইতে জলযান যে ইটালীয় বন্দরে যাইবে জলযানের সহিত সেই বন্দরে যাইবেন এবং ইহাতে ঐ সকল জলযানের ঐ বন্দরে উপস্থিত হওনে নামমাত্র বিলম্ব ঘটিবে।

(TRANSLATION.)

Ministry of the Interior.

1897.—Sanitary Maritime Ordinance No. 5.—For the purpose of affording shipping and trade all the facilities consistent with the requirements of the Sanitary Service and particularly for the purpose of avoiding delays in granting free pratique to steamers which, though free from disease, have to undergo medical inspection and disinfection for the sole reason of their coming from a place infected by plague.

Seen the Law of 22nd December 1888, No. 5849 (3rd series), for the protection of hygiene and public health.

The Minister of the Interior decrees:—In cases when the owners or masters of steamers coming from Indian ports specified in the Maritime Sanitary Ordinance of the 1st of May last, and bound for Italy, make a formal application to that effect, a doctor, to be appointed in each case by this Ministry, can be embarked on such steamers at Port Said.

Section 2.—The said doctor will be entrusted with the general sanitary surveillance on board the ship during the crossing from Port Said to the Italian ports of destination, and within 24 hours preceding the arrival of the steamer in an Italian port, he is to ascertain that the disinfection of the soiled articles of wearing or domestic apparel has been carried out, and will proceed to a medical examination of all persons on board.

Section 3.—It will besides be the doctor's duty to lodge, with the Harbour authorities on arival of the steamer, a written declaration showing the hygiene and sanitary conditions on board, and suggesting the treatment to be adopted. Should everything prove to be in good order, the steamer will, as far as the sanitary formalities are concerned, be admitted to free pratique. Should, however, any abnormal circumstance have been detected, the steamer will in that case have to undergo all those measures which are in respect of the various cases set forth in the Sanitary Maritime Ordinances now in force.

Section 4.—The above-mentioned doctor will be entitled to passage and first-class fare on board, free of charge, and his fee, which in each case shall be fixed with the approval of this Ministry, will be defrayed by the Masters of the Steamers.

Section 5.—The dispositions of Sanitary Maritime Ordinance of 8th May last, No. 3, remain unchanged in their substance, as the present Ordinance is meant only to modify the formalities regarding the carrying out of the medical inspection and of the disinfections of such steamers as were constantly in a normal condition from the time of their departure to that of arrival.

The Prefects of the Maritime Provinces and the Harbour authorities of the Kingdom are charged with the execution of the present Ordinance.

For the Minister,

BERTARELLI.

(অনুবাদ।)

আভ্যন্তরিক মন্ত্রিসভা।

১৮৯৭ সাল।—সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৫ নং আদেশ।—যাহা স্বাস্থ্য বিভাগের আদেশের বিরোধী নহে জাহাজের ও বানিজ্যের এরূপ সমস্ত সুবিধা করিয়া দিবার অভিপ্রায়ে বিশেষতঃ আরোহীদের মধ্যে পীড়া না থাকিলেও মড়ক দূষিত স্থান হইতে আসিতেছে কেবল মাত্র এই কারণে যে সকল ষ্টীমরকে চিকিৎসকের পরিদর্শনের এবং সংক্রামক দোষ নাশক প্রক্রিয়ার অধীন হইতে হয় সেই সকল ষ্টীমরকে কূলের সহিত সংস্রব করিবার অনুমতি প্রদানে বিলম্ব নিবারণের অভিপ্রায়ে প্রণীত।

সাধারণ স্বাস্থ্য রক্ষার্থ ১৮৮৮ সালের ২২এ ডিসেম্বর তারিখের (তৃতীয় দফার) ৫৮৪৯ নং আইন দেখা গেল।

আভ্যন্তরিক মন্ত্রী এই আদেশ করিলেন ঃ—বিগত ১লা মে তারিখের সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক আদেশের লিখিত ভারতবর্ষীয় বন্দরহইতে আগত যে ষ্টীমর ইটালি যাত্রা করিতে উদ্যত হইয়াছে সেই ষ্টীমরের অধিকারী বা কাপ্তান একজন ডাক্তারের নিমিত্ত দস্তুরমত দরখাস্ত করিলে পোর্ট সায়েদে ঐ জাহাজে একজন ডাক্তার তুলিয়া দিতে পারা যাইবে। ঐ ডাক্তার প্রত্যেক স্থলেই এই মন্ত্রিসভা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইবেন।

২ ধারা। ঐ জাহাজের পোর্ট সায়েদ হইতে উদ্দিষ্ট ইটালীয় বন্দরে যাত্রা কালে উক্ত ডাক্তারের হস্তে জাহাজের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ তদারকের ভার থাকিবে এবং জাহাজ কোন ইটালীয় বন্দরে উপনীত হইবার পুর্ব্বে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহাকে সমস্ত দূষিত পরিধেয় বা গার্হস্থ্য বস্ত্রের সংক্রামক দোষ নাশের কথা নির্ণয় করিতে হইবে এবং জাহাজস্থ সকল ব্যক্তির স্বাস্থ্য কিরূপ তাহা পরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে।

৩ ধারা। ষ্টীমর উপনীত হইলে জাহাজের স্বাস্থ্যের এবং তিনি যেরূপ করিবার পরামর্শ দেন তাহার একটী লিখিত বিবরণ বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষগণের নিকট দেওয়াও ঐ ডাক্তারের কর্ত্তব্য কর্ম্ম। সমস্ত বন্দোবস্তই যদি ঠিক রকমের হয় তাহা হইলে স্বাস্থ্য সম্বন্ধে বাঁধাবাঁধি নিয়ম না করিয়া ঐ ষ্টীমরকে কূলের সহিত অবাধে সংস্রব করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে। কিন্তু অস্বাভাবিক রকম কোন অবস্থা ধরা পড়িলে সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক প্রচলিত আদেশে ভিন্ন ভিন্ন স্থলে যেরূপ ব্যবস্থার কথা লেখা আছে ষ্টীমরকে সেই সকল ব্যবস্থার অধীন হইতে হইবে।

৪ ধারা। উপরিলিখিত ডাক্তার বিনা খরচে জাহাজে চড়িয়া যাইতে পারিবেন এবং প্রথম শ্রেণীর খাদ্য পাইবেন এবং ষ্টীমরের কাপ্তান তাহাকে ফী দিবেন ঐ ফী প্রত্যেক স্থলে মন্ত্রিসভার অনুমোদন গ্রহণ করিয়া নির্দ্দিষ্ট হইবে।

৫ ধারা। বিগত ৮ই মে তারিখের সামুদ্রিক স্বাস্থ্য বিষয়ক ৩নং আদেশের মূলতঃ কোন পরিবর্ত্তন হইল না। কারণ যে সকল ষ্টীমর যাত্রার কাল হইতে আগমনের কাল পর্য্যন্ত স্বাভাবিক অবস্থায় থাকে সেই সকল ষ্টীমরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত পরিদর্শন এবং সংক্রামক দোষ নাশ সম্বন্ধে যে বাঁধাবাঁধি ব্যবস্থা আছে কেবল মাত্র তাহার পরিবর্ত্তনের অভিপ্রায়েই বর্ত্তমান আদেশ প্রণীত হইল।

রাজ্যের সমুদ্রকূলবর্ত্তী প্রদেশ সকলের প্রিফেক্টগণকে এবং বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষগণকে বর্ত্তমান আদেশ কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত আদেশ করা গেল।

রোম,
১৮৯৭ সাল ২০শে জুন।

মন্ত্রির পরিবর্ত্তে,
বার্টে রেলি।

ইণ্ডিয়া গেজেটে হোম ডিপার্টমেন্টের ১৮৯৭ সালের ২৫শে জুন তারিখে ১৭৫০নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 17, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৭ আগষ্ট।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 4137M.—The 9th August 1897.—It is hereby notified for general information that on the application of the Commissioners of the Sherpur Municipality in the district of Mymensingh, the Lieutenant-Governor is pleased to declare that the provisions of section 3 of Act XX of 1887, with respect to wild birds, shall apply, so far as regards the rules framed by the Municipal Commissioners of Sherpur, to deer and hares.

C. E. A. W. Oldham,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4138M.—The 9th August 1897.—It is hereby notified for general information that on the application of the Commissioners of the Dacca Municipality in the district of Dacca, the Lieutenant-Governor is pleased to declare that the provisions of section 3 of Act XX of 1887, with respect to wild birds, shall apply, so far as regards the rules framed by the Municipal Commissioners of Dacca, to deer and hares.

C. E. A. W. Oldham,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4139M.—The 9th August 1897.—It is hereby notified for general information that on the application of the Commissioners of the Barisal Municipality, in the district of Backergunge, the Lieutenant-Governor is pleased to declare that the provisions of section 3 of Act XX of 1887, with respect to wild birds, shall apply, so far as regards the rules framed by the Municipal Commissioners of Barisal, to deer and hares.

C. E. A. W. Oldham,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৪১৩৭ এম্ নং।—১৮৯৭ সাল ৯ই আগষ্ট।—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত শেরপুর মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে বন্য পক্ষী সম্বন্ধে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান শেরপুর মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রণীত বিধি সম্পর্কে হরিণ ও খরগোস সম্বন্ধেও খাটিবে।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্‌ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৪১৩৮ এম্ নং।—১৮৯৭ সাল ৯ই আগষ্ট।—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, ঢাকা জিলার অন্তর্গত ঢাকা মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে বন্য পক্ষী সম্বন্ধে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান ঢাকা মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রণীত বিধি সম্পর্কে হরিণ ও খরগোস সম্বন্ধেও খাটিবে।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্‌ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৪১৩৯ এম্ নং।—১৮৯৭ সাল ৯ই আগষ্ট।—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশাল মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে বন্য পক্ষী সম্বন্ধে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান বরিশাল মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রণীত বিধি সম্পর্কে হরিণ ও খরগোস সম্বন্ধেও খাটিবে।

সি, ই. এ, ডবলিউ, ওল্‌ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 17, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৭ আগষ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম —জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
০১ নং	হেরুকা, পরগণা আকবরসাহি থানা মৌড়েশ্বর।	১৫৫৯৶০	সম্পূর্ণ	......	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	......	৪১৷৬	......
০৯ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩⁄০	......	এজমালি অংশ রকম ।৶১৯ গণ্ডা ২ দন্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	৯২৩৷৷১	......	৮(৪ পাই।
০৩ নং	খম্না, পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩৶০	......	এজমালি অংশ রকম ৷৷৯৷—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৭৩২⁄০	......	৫৷৷২
৭০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মৌড়েশ্বর।	১৮৩২৷৶০	......	১৭০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগবাদিনী ও তুড়ি গ্রাম মৌজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নওয়াবাদ মৌজার রকম ।⁄০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিগর।	৫৭২৷৷৵০	......	২৯।⁄০

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE.
Dated Suri, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত ালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত· ইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর রিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া খিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির ম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২ ১	দান্দরা হিঃ ৶১। ১০ ক্রান্তী পং দান্দরা।	....	অংশ ..	হিসাব পৃথক হিঃ ।৶১০॥৴৮ তিল।	শ্রীচন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী।	৮০৯৸৬	......	৪৮০।৵২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দ্বীপ।	৬৩৭৴১১	সম্পূর্ণ ...	......	শ্রীমতী আইজান্নেছা।	......	১২২।১১	......
২১১ ২	চাকলে বামনী জমিদারী চাং বামনী।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবলগান পক্ষে মাতা অভিভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৸০	......	৫৫৬৸৯
			খাস মহাল টেনিউর —					
৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা নন্দুদলাল।	৮৫৫৻৫	সম্পূর্ণ	......	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	......	২৮৸০	......
৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০॥৶০	ঐ	... ..	ব্রজরাম মাঝি গং	......	২৩৶০	......

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈজদ্দীন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী ৮/১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৮/৪	......	৬।/।। পাই।
৪০৪৬	পাগ্গা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩ৎ	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	৯৯৮ৎ	......
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২ৎ	সম্পূর্ণ মহালের তালুকদারী স্বত্ব নিলাম হইবে	......	শশীকুমার বসু গং	......	৬০৮ৎ	......
৪৬৪২	ভুষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫/৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	......	এরফানুদ্দি গং ...	......	১১১৮৵০	......
ঐ	ভুষখালী মহাল অধীন ৮।৮৪।২১৮ নং যোত।	৯০১ৎ	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	মদন গং ...	...	৬০১ৎ	......
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গরমকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১।৵১০	সম্পূর্ণ হাওলা নিলাম হইবে।	......	কাশীচন্দ্র দাস গং	......	৮৪২৮৵৩	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলাচট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ / ২৩৮৭৯ / ৫৮৯ / ১৫৩২	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিফা খাতুন …	১১০৯৷৵	৫৮৴০	৫৫৪৲	২২৸৶৩	৫৭৬৸৶৩	……
	৪৯৪২ / ২৪০২১ / ৩৬৭৪	মৌজে ভুজপুর থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ …	৭০৩৲	৩৬৸০	৩৪৬৷৯	১৩৸৯	৩৬০৷৴৬	……

CHITTAGONG COLLECTORATE,　　J. D. ANDERSON,
The 23rd July 1897.　　*Collector.*

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলার রাউজান খাস মহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগস্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ৫ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ / ২৩৯২৯ / ৫০৬	মৌজে হাপানিয়া থানা ফটীকছরা মহল নওয়াবাদ।— তালুক ফরাদ জাফর …	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাঃ পাঁচলাইশ।	৮৯৭	৬৭৷৴৬	৬৩০	৫১৵০	৬৮১৵০	…

CHITTAGONG COLLECTORATE,　　J. D. ANDERSON,
The 7th July 1897.　　*Collctr.*

জিলা খুলনা।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭৭।১	ধুলিয়াপুর থানা কালীগঞ্জ।	১৭৪৭৮৸৶৫	না ...	।/০ পাঁচআনা অংশ।	দামিনী দাসী চৌধুরাণী।	৫৪৬২৶৯ $\frac{৩}{৪}$	......	৮১৪।/৪ $\frac{১}{২}$

টীকা—যে স্থলে উপরের লিখত বর্ণনাপত্রের ৫. ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

KHULNA, COLLECTORATE,
The 13th August 1897.

W. H. VINCENT,
Collector.

জেলা ফরিদপুর।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোলআনা	......	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়রহ।	......	৫০১৻৩	......
৬৫১৮	পং হাবেলী তপা মামুদপুর সোলপুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭)	ঐ	......	প্রসন্নকুমার সেন	......	২৬১)	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫. ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. TEMPLE,
Collector.

জিলা মালদহ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহার বাকী।
১৩৬	তরফ কাঁকট পরগণা মাকরাইন।	১৫৩৪।৶০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ॥০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট ।অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। বিবি মহাতাবন্নেসা।। ২। আয়ুব খাঁ স্বয়ং ৩। আয়ুব খাঁ পক্ষে ইউসফ খাঁ নাবালক।	৭৬৭৶০	......	২৮৶৯
২০৪	তরফ ফতেপুর পরগনা বাহাদুরপুর।	১৭৫১॥৵০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ৮৵০ আনা অংশ মিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। সেখবাবর আলী ২। সেখ সফরদার আলি। ৩। সেখ আকবর আলী। ৪। বিবি কাদিরন্নেসা। ৫। বিবি সমতন্নেসা। ৬। মহম্মদ সামিরুদ্দিন। ৭। মহম্মদ নাসিরুদ্দিন। ৮। মহম্মদ আতাহোসেন।	১৫৩২॥৶০	......	১)
৫৫৪	চতুর্থতোক ।০ *আনা মৌজা সাবইল পরগনা রাজনগর তৌজি রোলে লিখিত আছে কিন্তু এ রেজেষ্টরীতে চাঁদপুর চতুর্থ কিশমত লিখিত আছে।	১১০১৮৵০	সম্পূর্ণ	......	রামকুমার সরকার অভিভাবক পক্ষে নাবালক পুত্র রামগোপাল সরকার।	......	৪৭৮৶	......
৬২৫	মৌজা চক উজিয়াল পরগনা রাজনগর।	৩৪৫৬।/০	......	রেসি ডুয়ারি অংশ অর্থাৎ ৮১৬—$\frac{১}{৪}$ ক্রান্তি বার আনা ষোল গণ্ডা ২ $\frac{১}{৪}$ ক্রান্তি অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	বিবি ফেরোজা খাতুন, সাকেরন্নেসা, পালবিন্নেসা, সামিরুদ্দিন আহাম্মদ চোধুরী, আজিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, লতিফন্নেসা, মাজিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, সামিরন্নেসা, বেসারত আলী চৌধুরী স্বয়ং ও বেসারত-আলী চৌধুরী পক্ষে সাখিনা খাতুন, আলিবন্নেসা, ও তামিজন্নেসা ও বিবিরন্নেসা।	২৭৬৭/০	......	২০৮৵

উল্লিখিত মহালগুলি ১৮৯৭ সালের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে। ইতি

টীকা—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA, COLLECTORATE
The 10th August 1897.

J. H. LEA,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।৹ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।৹, আট ঔন্স টিনের ॥৹ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸৹ ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹
॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯॥৹
। শিকি „ „ ৪॥৹ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengal Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		/০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		/০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		/০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement---4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে এক২ পংক্তি	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

এক২ খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট এক২ খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-ষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

INSOLVENCY NOTICE.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of CHUNI LAL BOID AND ANOTHER, Insolvents.

NOTICE is hereby given that Tuesday, the 7th day of September next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 3rd day of April until the 30th day of July 1897, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of CHANDMULL JORWARMULL, Insolvents Wherein the account of the Official Assignee, from 9th February to 30th July 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of BHOYRODAN AND ANOTHER, Insolvents. Wherein the account of the Official Assignee, from 22nd July 1896 to 30th July 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of DHARUM CHAND, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 18th February to 30th July 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JOHURRYLALL PAUL AND ANOTHER, Insolvents. Wherein the account of the Official Assignee, from 15th February to 30th July 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, 16th August 1897.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

(12—1)

কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট প্রেস — (printer's imprint)

Numb. 3030 [৩০৩০]

REGISTERED No 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৪ আগষ্ট।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

সপ্তম খণ্ড।

সরকুলর অর্ডর।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর অর্ডর।

বর্ত্তমান বিধি।

২৪ বিধি। [সেশন জজের কালেণ্ডার পূরণ সম্বন্ধে উপদেশ।—১৮৭৯ সালের ১৪ই অক্টোবর তারিখের ৫ নম্বর সরকুলর অর্ডর।]

(ঘ) সেশন জজদিগকে মন্তব্যের ঘরে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লিখিতে হইবে:—কোন বিচার মুলতবি রাখা হইলে সেই মুলতবির হেতু, কোন কয়েদির উপর নির্জ্জন কারাবাস দণ্ডের আদেশ হইলে সেই দণ্ডের কাল, ঐ সেশনেই ভিন্ন এক মোকদ্দমায় প্রদত্ত দণ্ডের অতিরিক্ত দণ্ডস্বরূপ কয়েদির উপর দণ্ডাজ্ঞার আদেশ হইলে কিম্বা কয়েদী যে দণ্ড ভোগ করিতেছে সেই দণ্ডের কাল অতীত হইলে ভোগ করিতে হইবে এমন দণ্ডাজ্ঞা প্রদত্ত হইলে সেই কথা, জুরির মীমাংসা সম্বন্ধে জজের মত অর্থাৎ ঐ মতের সহিত তাঁহার মতের ঐক্য আছে কি না এবং তাঁহার মতে মোকদ্দমার সাক্ষ্য বিবেচনায় ঐ বিশেষ নির্ণয় ন্যায্য কি না এবং মতভেদ হইলে সেই মতভেদের কারণ (১) এবং যে ব্যক্তি মৃত্যু দণ্ডে দণ্ডনীয় সেই ব্যক্তির উপর যে কারণে মৃত্যু দণ্ড ভিন্ন অপর কোন দণ্ডের (ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৭৪ ধারা) আদেশ হইল তাহা, কোন বিশেষ মোকদ্দমায় বিশেষ লঘু বা বিশেষ কঠোর দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবার হেতু এবং হাই কোর্ট যাহাতে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্য-প্রণালী বিষয়ক আইনের ৩২ অধ্যায়ের প্রদত্ত সংশোধন করিবার ক্ষমতা পরিচালনে সক্ষম হন তজ্জন্য সাধারণতঃ যে যে বিষয়ের উল্লেখ আবশ্যক সেই সেই বিষয়।

(১) যে সকল স্থলে আসেসরের সাহায্যে মোকদ্দমার বিচার হয় সেই সকল স্থলে ঐরূপ কারণ লিখিবার প্রয়োজন নাই।

ফৌজদারী।

১ নং, তারিখ ১২ই জুলাই, ১৮৯৭ সাল।

হাই কোর্টের ফৌজদারী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডর পুস্তকের ২০ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ের ২৪ বিধির (ঘ) দফার পর নিম্নলিখিত শব্দগুলি বসাইতে হইবে:—

কোন অভিযুক্ত ব্যক্তির উপর ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ধারার অর্থানুযায়ী অভিযোগ সম্পর্কে বর্দ্ধিত দণ্ডের আদেশ হইলে সেশন জজকে মন্তব্যের ঘরে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী অপরাধ নির্ণয়ের তারিখ, ঐ উপলক্ষে প্রদত্ত দণ্ড এবং পূর্ব্বে যতবার অপরাধ সাব্যস্ত বা স্বীকৃত হয় তাহার মোট সংখ্যা লিখিতে হইবে।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 24, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৪ আগষ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১০১ নং	হেকক্কা, পরগণা আকবরসাহি থানা মৌড়েশ্বর।	১৫৫৯✓০	সম্পূর্ণ	......	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	......	৪১।৬	......
১০৯ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩⁄০	......	এজমালি অংশ রকম ।✓১৯ গণ্ডা ২ দন্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	৯২৩৷৷১	......	৮৻৪ পাই।
১০৩ নং	খম্না, পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩✓০	......	এজমালি অংশ রকম ॥৯।—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৭৩২⁄০	......	৫॥২
১৭০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মৌড়েশ্বর।	১৮৩২।✓০	......	১৭০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগবাদিনী ও ভুড়ি গ্রাম মৌজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নওয়াবাদ মৌজার রকম।⁄০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিগর।	৫৭২॥✓০	......	২৯।⁄০

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Suri, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২ ১	দান্দরা হিঃ ৶১। — ১০ ক্রান্তী পং দান্দরা।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।৶১০॥৴৮ তিল।	শ্রীচন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী।	৮০৯৸৬	......	৪৮০।৵২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দ্বীপ।	৬৩৭৴১১	সম্পূর্ণ ...	......	শ্রীমতী আইজা-ন্নেছা।	......	১২২।১১	......
২১১ ২	চাকলে বামনী জমিদারী চাং বামনী।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবালগান পক্ষে মাতা অভিভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৸৬৸০	......	৫৫৬৸৯
			খাস মহাল টেনিউর—					
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা নজুদলাল।	৮৫৫৻৫	সম্পূর্ণ	......	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	......	২৮।০	......
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০॥৶০	ঐ	......	ব্রজরাম মাঝি গং	......	২৩৶০	......

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈজুদ্দীন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী ৵৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৬৵৶৪	......	৬৷৶৷৷ পাই।
৪৫৪৬	পাম্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩৶	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	৯৯৮৶	......
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২৶	সম্পূর্ণ মহালের তালুকদারী স্বত্ব নিলাম হইবে	......	শশীকুমার বসু গং	......	৬০৮৶	......
৪৬৪২	তুষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫৶৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	......	এরফানুদ্দি গং ...	......	১১১৸৵০	......
ঐ	তুষখালী মহাল অধীন ৬৮।৮৪।২১৮ নং যোত।	৯০১৶	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	মদন গং ...	......	৬০১৶	......
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গরমকরারি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১।৵১০	সম্পূর্ণ হাওলা নিলাম হইবে।	......	কাশীচন্দ্র দাস গং	......	৮৪২৸৵৩	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলাচট্টগ্রাম। —ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ / ২৩৮৭৯ / ৫৮৯ / ১৫৩২	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯৸৵	৫৮৴০	৫৫৪৲	২২৸৶৩	৫৭৬৸৶৩	......
	৪৯৪২ / ২৪০২১ / ৩৬৭৪	মৌজে ভুজপুর থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩৲	৩৬৸৵০	৩৪৬৷৷৯	১৩৸৯	৩৬০।৴৬	......

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 23rd July 1897.*

J. D. ANDERSON, *Collector.*

জিলা চট্টগ্রাম। —ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

সন ১৮৫৯ সালের ৭ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে নিম্নের লিখিত মহাল চট্টগ্রাম জিলার রাউজান খাস মহাল স্থিত ১৮৯৭ ইংরেজি ২৫শে মেই শেষ তারিখের খাজানা ও ছেচ বাকির জন্যে ১৮৯৭ ইংরেজি ২৪ আগষ্ট তারিখে চট্টগ্রাম কালেক্টরিতে নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ৫ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	২ / ২৩৯২৯ / ৫০৬	মৌজে হাপানিয়া থানা ফটীকছরী মহল নওয়াবাদ।— তালুক ফরাদ জাফর ...	ওবেদর রহমান খাঁ পিং তোরাপ আলি খাঁ সাং পাঁচলাইশ।	৮৯৭	৬৭৷৷৴৬	৬৩০	৫১৵০	৬৮১৵৬	...

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 7th July 1897.*

J. D. ANDERSON, *Collector.*

জিলা খুলনা।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭৭।১	ধুলিয়াপুর থানা কালীগঞ্জ।	১৭৪৭৮৸৶৫	না	।৴০ পাঁচ আনা অংশ।	দামিনী দাসী চৌধুরাণী।	৫৪৬২৶৯ $\frac{৩}{৪}$	… …	৮১৪।৴৪ $\frac{১}{২}$

টীকা যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

KHULNA COLLECTORATE, } W. H. VINCENT,
The 13th August 1897. } *Collector*

জেলা ফরিদপুর।– জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোলআনা	……	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়রহ।	……	৫০১(৩	……
৬৫১৮	পং হাবেলী তপ্পা মামুদপুর সোলুপুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭)	ঐ	……	প্রসন্নকুমার সেন	……	২৬১)	……

টীকা।– যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. TEMPLE,
Collector.

জিলা মালদহ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবা আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহার বাকী।
১৩৬	তরফ কাঁকট পরগণা মাকরাইন।	১৫৩৪।৶০৲	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ॥০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। বিবি মহাতাবন্নেসা। ২। আয়ুব খাঁ স্ব ৩। আয়ুব খাঁ পক্ষে ইউসফ খাঁ নাবালক।	৭৬৭৶০	......	২৸৶৯
২০৪	তরফ ফতেপুর পরগনা বাহাদুরপুর।	১৭৫১॥৵০	না	রেসিড়ুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ৸৵০ আনা অংশ মিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। সেখবাবর আলী ২। সেখ সফরদার আলি। ৩। সেখ আকবর আলী। ৪। বিবি কাদিরন্নেসা। ৫। বিবি সমতন্নেসা। ৬। মহম্মদ সামিরুদ্দিন। ৭। মহম্মদ নাসিরুদ্দিন। ৮। মহম্মদ আতাহোসেন।	১৫৩২॥৶০	......	১৴
৫৫৪	চতুর্থতোক ।০ আনা মৌজা। সাবইল পরগনা রাজনগর তৌজি রোলে লিখিত আছে কিন্তু এ রেজেষ্টরীতে চাঁদপুর চতুর্থ কিশমত লিখিতআছে	১১০১৸৵০	সম্পূর্ণ	......	রামকুমার সরকার অভিভাবক পক্ষে নাবালক পুত্র রামগোপাল সরকার।	....	৪৭৸৵	......
৬২৫	মৌজা চক উজিয়াল পরগনা রাজনগর।	৩৪৫৬৷৴০	......	রেসিডুয়ারি অংশ অর্থাৎ ৸১৬ = $\frac{1}{4}$ ক্রান্তি বার আনা যোল গণ্ডা ২ $\frac{1}{4}$ ক্রান্তি অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	বিবি ফেরোজা খাতুন, সাকেরন্নেসা, পালবিন্নেসা, সামিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, আজিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, লতিফন্নেসা, মাজিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, সামিরন্নেসা, বেসারত আলী চৌধুরী স্বয়ং ও বেসারত-আলী চৌধুরী পক্ষে সাখিনা খাতুন, আলিবন্নেসা, তামিজন্নেসা ও বিবিরন্নেসা।	২৭৬৭৴০	......	২০৸৵

উল্লিখিত মহালগুলি ১৮৯৭ সালের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে। ইতি

টীকা—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে [illegible] হইবে যে ঐ অংশের [illegible] স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA COLLECTORATE,
The 10th August 1897.

H. LEA,
Collector.

জিলা বৰ্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ। উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পলশোনা পং ধেক্রা	৭৪০০॥৶১১	... ...	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	৯২৫/৬	· ...	৩১৮৸৯
৬২	পলশোনা পং ধেক্রা	৭৪০০॥৶১১	. . .	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মুল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	২৫১৮।৭	......	৮৬১৸৴৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের জমিত্ব স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE.
For Collector.

জেলা বৰ্দ্ধমান।—নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহলে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বৰ্দ্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার উৰ্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।		একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			মন্তব্য।
			একর	রুড	পোঃ।	টাঃ	আঃ	পাই।	
৬৪৪৮	কালুওক দিঃ পং মজাফরসাহি	...	৯	২	২	৪৮	৶	৯	
৬৪৪৯	কর্জলা দিঃ পং বৰ্দ্ধমান	...	৭	১	১৮	৩৩	।	৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজাফরসাহি	...	৫	২	২	২৮	৸৴	৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি	...	৫	৩	৩৯	২৭	৷৶	৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামালপুর পং খণ্ডঘোষ	...	৬	১	২২	৩৬	।৴	৬	
৬৪৫১	বুলচন্দ্রপুর পং সমরসাহি	...	৭	১	২২	৩৭	৷৶	৬	
৬৪৫২	নিগোন পং খেঞা	...	৭	২	৩৬	৫২	৷৶	০	
৭৩	ডফরপুর পং অম্বিকা	...	৪	৩	১৬	১৭	।৴	৩	
৬৩২০	পাঁচরথী পং জাহাঙ্গিরাবাদ	...	৪	০	১৭	১৫	।	৭	
৩৪৯৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড়	...	০	৩	৩৯	১	৶	৩	
৬৪৯৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড়	...	০	০	১৮	০	০	০	
৩৫২৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড়	...	০	২	৯	২	৷৶	৬	
৩৫২৬	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড়	...	০	০	২৯	০	০	০	
৩৫২৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড়	...	০	০	২২	০	০	০	
৩৫৩৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড়	...	০	০	৯	০	০	০	
৩৫৪৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড়	...	০	০	৭	০	০	০	
৩৫৫৩	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড়	...	০	০	৩২ ১/২	১৲	০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বৰ্দ্ধমান
তারিখ ২১ আগষ্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর ছেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯৷৷০	সমুদয় ...	......	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।	......	১৮৭৲	......

OPENDRA CHUNDRA MOZUMDAR,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৷৷৷০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹
॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯॥৹
। শিকি „ „ ৪॥৹ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয় যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	„	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲
ডাকমাশুল	„	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	„	।৹
ডাকমাশুল		৴৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য) ...	..	৴৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয়, তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		৴৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half „ „	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এইং।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

For SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা যোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 57a—23-8-97—1364--120

Numb. 3031 [৩০৩১]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 31, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩১ আগষ্ট।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 23rd August 1897.

No. 152Marine.—With the previous sanction of the Governor-General in Council, the Lieutenant-Governor is pleased to declare that the rules for quarantine against plague, promulgated in the notification issued by this Department, No. 1Marine, dated the 4th January 1897, shall cease to have effect in the port of Calcutta against vessels leaving Karachi on or after the 17th August 1897.

A. D. McARTHUR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

The 23rd August 1897.

No. 153Marine.—The following telegram, dated the 5th August 1897, from the Political Resident, Turkish Arabia, relative to the imposition of quarantine restrictions, is published for general information.

A. D. McARTHUR, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Telegram dated Bagdad, the 5th August 1897.

From—The Political Resident in Turkish Arabia,
To—The Foreign Secretary, Simla.

QUARANTINE against arrivals from India and Baluchistan reduced to ten days from 3rd August. Prohibition against entry Shiahs and corpses from India is still in force.

The 23rd August 1897.

No. 154Marine.—The following documents regarding quarantine and trade restrictions imposed in other countries in consequence of the existence of bubonic plague in India are published for general information:—

A. D. McARTHUR, *Colonel*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal

Letter from the Foreign Office, to the Indian Tea Association.

May 21, 1897.

WITH reference to my letter of the 3rd instant, I am directed by the Marquess of Salisbury to transmit to you a copy of a memorandum* which has been received from Her Majesty's Ambassador at St. Petersburgh, in which are set forth the regulations that are now being enforced in respect of tea and other products of Eastern origin by the Russain Customs.

* Not printed.

Sir N. O'Conor states that no prohibition against the importation of tea is in existence, and that the process of disinfection which is described in the memorandum, and which is only applied to the outer covering of the chests, could not possibly cause any injury to the tea.

I am, &c.,
(Signed) GEORGE N CURZON.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ২৩ আগষ্ট।

মেরিন্ ১৫২ নম্বর।—শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি লইয়া এই আদেশ করিতেছেন যে, ১৮৯৭ সালের জানুয়ারি মাসের ৪ তারিখের এই ডিপার্টমেণ্টের মেরিন্ ১নং বিজ্ঞাপনে মড়কের বিরুদ্ধে যে কারাণ্টাইন বিধি প্রচারিত করা গিয়াছে তাহা ১৮৯৭ সালের আগষ্ট মাসের ১৭ তারিখে কিম্বা তাহার পর করাচী হইতে যে সকল জাহাজ ছাড়িয়া আইসে সেই সকল জাহাজ সম্বন্ধে কলিকাতা বন্দরে খাটিবে না।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্ণেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

১৮৯৭ সাল ২৩ আগষ্ট।

মেরিন্ ১৫৩ নম্বর।—কারাণ্টাইন নিষেধ বিধি ধার্য্যকরণ সম্বন্ধে তুরস্কাধীন আরবের পোলিটিকাল রেসিডেণ্ট সাহেবের ১৮৯৭ সালের ৫ আগষ্ট তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্ণেল আর, ই
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বাগদাদ হইতে প্রেরিত ১৮৯৭ সালের ৫ আগষ্ট তারিখের টেলিগ্রাম।

সিমলায় শ্রীযুত ফরিন্ সেক্রেটরী সাহেবের নিকট।

তুর্কি আরবের পোলিটিকাল রেসিডেণ্ট সাহেবের টেলিগ্রাম।

ভারতবর্ষ ও বেলুচিস্থান হইতে আগত জাহাজের বিরুদ্ধে ৩ আগষ্ট হইতে কারাণ্টাইন কমাইয়া দশ দিন করা গেল। আগত ভারতবর্ষ হইতে শিয়াদের এবং শবের প্রবেশ সম্বন্ধে নিষেধাজ্ঞা অদ্যাপি বলবৎ আছে।

১৮৯৭ সাল ২৩ আগষ্ট।

মেরিন্ ১৫৪ নম্বর। ভারতবর্ষে বীচিফোলা মড়কের প্রাদুর্ভাব হেতু অন্যান্য দেশে যে কারাণ্টাইন ও বাণিজ্য সম্বন্ধে নিষেধ বিধি স্থাপিত হইয়াছে তৎসম্বন্ধে নিম্নলিখিত কাগজপত্র সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল।—

এ, ডি ম্যাকআর্থর, কর্ণেল আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ফরেন আফিস হইতে ইণ্ডিয়ান টি এসোসিয়েসনে প্রেরিত পত্র।

১৮৯৭ সালের ২১শে মে।

আমার ৩রা তারিখের পত্র উপলক্ষে আমি মার্ক্ইস অব্ সালিসবরির দ্বারা আদিষ্ট হইয়া আপনাদিগকে শ্রীশ্রীমতীর সেণ্টপিটর্সবর্গস্থিত আম্বাসাডারের নিকট হইতে প্রাপ্ত স্মারকলিপির* এক খণ্ড প্রতিলিপি পাঠাইতেছি। ঐ স্মারকলিপিতে রুসিয়াস্থ কষ্টম বিভাগ দ্বারা চা ও পূর্ব্ব মহাদেশে উৎপন্ন অপরাপর দ্রব্য সম্বন্ধে যে সকল বিধি প্রচলিত হইতেছে তাহা বর্ণিত আছে।

* ছাপা হইল না।

স্যার এন, ও'কোনার সাহেব বলেন যে চার আমদানি সম্বন্ধে কোন নিষেধাজ্ঞা নাই এবং স্মারকলিপিতে সংক্রামক দোষশূন্যকরণের যে প্রণালী বর্ণিত আছে এবং যে প্রণালী কেবলমাত্র বাক্সের বাহিরের আবরণে প্রয়োগ করা যায় তাহা দ্বারা চার কোন অনিষ্ট হইবার সম্ভাবনা নাই।

(সহি) জর্জ্জ এন কুর্জন।

Notification by the Board of Trade.

London, July 9, 1897.

The Board of Trade have received, through the Secretary of State for the Colonies, the following copy of a Notice issued by the Governor of Malta, viz.:

Government Notice.

His Excellency the Governor, having heard the opinion of the Board of Health, has been pleased to modify Government Notice No. 118 of 7th June 1897, and to direct that the following regulations be observed, viz.:

1. Vessels which are not allowed to enter the Harbour, but are allowed to communicate in quarantine with the Islands of Comino and Cominotto under such restrictions as the Collector of Customs may direct.

(*a*) Vessels that have on board, or have had during the voyage cases of cholera, yellow fever or plague or cases of a disease with symptoms resembling those of cholera, yellow fever or plague.

(*b*) Vessels with pilgrims from the East.

(*c*) Vessels arriving from Arabian Ports in the Red Sea and the Persian Gulf which have not been admitted to free pratique at Suez and Port Said.

2. Vessels which are allowed to enter the Quarantine Harbour to coal and take in provisions under quarantine restrictions.

(*a*) Vessels arriving from Bombay or Kurrachee which have not been admitted to free pratique in any port in the Adriatic or Mediterranean Sea, or which have not, to the satisfaction of the Chief Government Medical Officer, been thoroughly disinfected before being admitted to free pratique at the said port.

(*b*) Vessels arriving from any port without a clean bill of health, which do not fall under any of the preceding regulations.

3. Medical Inspection.

All vessels arriving at Malta shall undergo strict medical inspection.

4. Passengers.

Passengers arriving from Mediterranean Ports must, before landing, declare on oath that they have not been in Bombay or Kurrachee within the last 30 days. All passengers who have been within the last 30 days in Bombay or Kurrachee shall be landed at the Lazaretto and remain there, under such restrictions as may be ordered by the Port Authority, for a period not less than 7 days from the date of disinfection and not less than the number of days required to complete 30 days from the date of departure.

5. Goods.

The importation of coffee coloured with substances injurious to health is prohibited.

The imortation of cotton seed from any port subject to quarantine is forbidden.

The importation of rags is prohibited.

The importation is forbidden before disinfection of the following articles, viz., wearing apparel, soiled linen and clothing, bedding materials, hides, feathers, bones and jute goods.

The importation of vines, vine shoots and fruit packed in vine leaves is prohibited. The importation of plants or roots from any port of the Mediterranean is prohibited unless the same are accompanied by a satisfactory certificate that phylloxera is not known to exist at the place of origin.

By command,

F. VELLA,

Acting Chief Secretary to Government.

বোর্ড অব ট্রেডের বিজ্ঞাপন।

লণ্ডন, ১৮৯৭ সাল ৯ই জুলাই।

মাল্টার গবর্ণর দ্বারা প্রচারিত নোটিসের নিম্নলিখিত প্রতিলিপি বোর্ড অব ট্রেড উপনিবেশ সমূহের পক্ষে সেক্রেটরি অব ষ্টেটের হাত দিয়া প্রাপ্ত হইয়াছেন অর্থাৎ :—

গবর্ণমেন্ট নোটিস।

বোর্ড অব হেলথের মত শ্রবণে মহামহিম শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব ১৮৯৭ সালের ৭ই জুন তারিখের ১১৮ নং গবর্ণমেন্ট নোটিস সংশোধন করিয়াছেন এবং নিম্নলিখিত বিধিগুলি মান্য করিবার আদেশ দিয়াছেন, যথা :—

১। যে সকল জাহাজকে বন্দরে ঢুকিতে দেওয়া হয় না কিন্তু কষ্টমের কালেক্টর সাহেব যে সকল নিষেধ বিধির আদেশ করেন সেই সকল নিষেধ বিধির অধীনে কোমিনো ও কোমিনটো দ্বীপদ্বয়ের সহিত কারাণ্টাইনাধীনে সংস্রব রাখিতে দেওয়া হয়।

(ক) যে সকল জাহাজে ওলাউঠা, পীত জ্বর কিম্বা বীচিকোলা মড়কাক্রান্ত রোগী, অথবা ওলাউঠা, পীত জ্বর বা বীচিকোলা মড়কের লক্ষণের সদৃশ লক্ষণযুক্ত কোন পীড়াক্রান্ত রোগী আছে অথবা সমুদ্রে যাত্রার কালে ছিল।

(খ) যে সকল জাহাজে পূর্ব্ব মহাদেশ হইতে তীর্থযাত্রী আছে।

(গ) সুপ সাগরস্থিত ও পারস্য উপসাগরস্থিত আরবদেশের বন্দর সকল হইতে আগত যে সকল জাহাজ সুয়েজে ও পোর্ট সেইদে কূলের সহিত অবাধে সংস্রব করিবার অনুমতিপত্র পায় নাই।

২। যে সকল জাহজকে কয়লা ও খাদ্য দ্রব্যাদি লইবার জন্য কারাণ্টাইন নিষেধ বিধির অধীনে কারাণ্টাইন বন্দরে প্রবেশ করিতে দেওয়া হয়।

(ক) বোম্বাই বা করাচী হইতে আগত যে সকল জাহাজ আড্রিয়াটিক কিম্বা ভূমধ্যস্থ সাগরের কোন বন্দরে কূলের সহিত অবাধে সংস্রব করিবার অনুমতিপত্র পায় নাই কিম্বা যে সকল জাহাজকে উক্ত বন্দরে কূলের সহিত অবাধে সংস্রব করিবার অনুমতিপত্র দিবার পূর্ব্বে গবর্ণমেণ্টের প্রধান মেডিকাল কর্ম্মচারীর সন্তোষ জন্মিতে পারে এরূপ সম্যক্‌ভাবে সংক্রামক দোষশূন্য করা হয় নাই।

(খ) পূর্ব্ববর্ত্তী কোন বিধির অধীনে আইসে না এরূপ যে সকল জাহাজ কোন বন্দর হইতে অনুকূল স্বাস্থ্য সার্টিফিকেট না লইয়া আইসে।

৩। চিকিৎসক দ্বারা পরিদর্শন।

মাল্টায় যে সকল জাহাজ উপস্থিত হয় তাহাদের সকলগুলিই চিকিৎসক দ্বারা বিশেষ রূপে পরিদৃষ্ট হইবে।

৪। যাত্রী।

ভূমধ্যস্থ সাগরের বন্দর হইতে যে সকল যাত্রী উপস্থিত হয় তাহাদিগকে কূলে নামিবার পূর্ব্বে শপথ করিয়া ব্যক্ত করিতে হইবে যে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ দিনের মধ্যে তাহারা বোম্বাই বা করাচী ত ছিলনা। যে সকল যাত্রী ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ৩০ দিনের মধ্যে বোম্বাই বা করাচীতে ছিল তাহাদিগকে লাজারেটোতে নামান হইবে ও বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষ যে সকল নিষেধ বিধির আদেশ করেন তদধীনে তথায় সংক্রামক দোষশূন্য হওয়ার তারিখ হইতে ৭ দিনের কম না হয় ও যাত্রার তারিখ হইতে ৩০ দিন পূর্ণ করিতে যে কয় দিন প্রয়োজন হয় সেই কয় দিনের কম না হয় এরূপ কালের নিমিত্ত থাকিতে হইবে।

৫। মাল।

স্বাস্থ্যের অনিষ্টকর দ্রব্য দ্বারা রঞ্জিত কাফির আমদানি নিষিদ্ধ।

কারাণ্টাইনের অধীন কোন বন্দর হইতে তুলার বীচির আমদানি নিষিদ্ধ।

ছেঁড়া নেকড়ার আমদানি নিষিদ্ধ।

সংক্রামক দোষশূন্য করণের পূর্ব্বে নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলির আমদানি নিষিদ্ধ, যথা, পরিধেয় বস্ত্র, ময়লা লিনেন ও কাপড়চোপড়, বিছানার উপকরণ, চামড়া পালক, হাড় এবং পাটের জিনিষ।

আঙ্গুর পাতায় মোড়ক করা আঙ্গুর গাছ, আঙ্গুর গাছের চারা ও ফলের আমদানি নিষিদ্ধ। ভূমধ্যস্থ সাগরের কোন বন্দর হইতেই চারা গাছ কিম্বা গাছের মূল আমদানি করা হইবে না। উৎপত্তি স্থানে ফিলোক্সেরার প্রাদুর্ভাব আছে বলিয়া জানা নাই ইহার সন্তোষজনক সার্টিফিকেট সঙ্গে থাকিলে গাছ ও গাছের মূলের আমদানি করিতে দেওয়া হইবে।

আদেশক্রমে,

এফ, ভেল্লা,

গবর্ণমেণ্টের একটিং চিফ সেক্রেটরী।

Extract from the "Ceylon Government Gazette" No. 5489 of July 23, 1897.

Regulations made by the Governor, with the advice of the Executive Council, under the provisions of the Ordinance No. 3 of 1897 :—

1. The regulations made by the Governor, with the advice of the Executive Council, bearing date the 13th and 26th March 1897, are hereby repealed.

2. The landing at any place in this Island of the following goods, shipped at any port on the West Coast of India, or transhipped to any vessel from any vessel which shall have conveyed such goods from any port on the West Coast of India, is prohibited :—

   (1) Used body linen, clothes, bedding, and other personal effects.

   (2) Rags, including rags compressed by hydraulic pressure and transported in bales as merchandise.

   (3) Used sacking or bags, carpets, and old embroidery.

   (4) Green and untanned hides and skins.

   (5) Animal refuse, claws, hoofs, horsehair, hair of animals generally, raw silk, and wool.

   (6) Human hair.

3. The transhipment within any port of Ceylon of such prohibited goods from one vessel to another is prohibited.

4. The Principal Officer of Customs at any place at which any landing or transhipment shall take place of such prohibited goods shall, unless the Governor shall otherwise direct, cause the destruction of such goods. The cost of effecting such destruction shall be paid by the owner and consignee of such goods and by the master of the vessel by which such goods were carried. No compensation for such destruction shall be paid to any person.

5. Any vessel having on board any such prohibited goods shall, so long as she shall have any such goods on board, be deemed in quarantine, and such vessel and all persons and goods shall in respect of such vessel be subject to the regulations published on 2nd March 1897, relating to vessels in quarantine.

By His Excellency's command,
E. Noel Walker,
Colonial Secretary.

Colonial Secretary's Office,
Colombo, July 23, 1897.

Regulations made by the Governor, with the advice of the Executive Council, under the provisions of the Ordinance No. 3 of 1897 :—

1. The regulations made by the Governor, with the advice of the Executive Council, bearing date the 2nd March 1897, are hereby repealed.

2. Every vessel or boat coming to any place in this Island from any place on the West Coast of India shall be subjected to quarantine for a period not exceeding ten days from the date of departure from such port.

3. No person shall within such period of ten days land at any place in this Island from any such vessel or boat.

4. No person shall at any time within such period of ten days carry, take, or convey any goods from any such vessel or boat to any place in this Island.

By His Excellency's command,
E. Noel Walker,
Colonial Secretary.

Colonial Secretary's Office,
Colombo, July 23, 1897.

১৮৯৭ সালের ২৩শে জুলাই তারিখের ৫৪৮৯নং "সিংহল গবর্ণমেণ্ট গেজেট" হইতে উদ্ধৃতাংশ।

১৮৯৭ সালের ৩নং অর্ডিনান্সের বিধানানুসারে একজিকিউটিব কাউন্সিলের পরামর্শমত গবর্ণর সাহেবের প্রণীত বিধি:—

১। একজিকিউটিব কাউন্সিলের পরামর্শমত গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৯৭ সালের ১৩ই ও ২৬শে মার্চ্চ তারিখের বিধিগুলি এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

২। ভারতবর্ষের পশ্চিমকূলের কোন বন্দরে জাহাজে বোঝাই করা অথবা ভারতবর্ষের পশ্চিম কূলের কোন বন্দর হইতে যে জাহাজ ঐরূপ মাল আনিয়াছে সেই জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বোঝাই করা নিম্নলিখিত মাল সকলের এই দ্বীপের কোন স্থানে নামান নিষিদ্ধ:—

(১) ব্যবহৃত পরিধেয় লিনেন, কাপড়চোপড়, বিছানা, এবং অপর শারীরিক ব্যবহারের জিনিষ।

(২) ছেঁড়া নেকড়া। ইহার মধ্যে হাইড্রলিক কলের চাপে চাপা এবং বাণিজ্য দ্রব্যস্বরূপ গাঁইট বদ্ধ করিয়া চালান করা নেকড়াও ধরা হইল।

(৩) ব্যবহৃত থলিয়ার কাপড় বা থলিয়া, কার্পেট এবং বস্ত্রাদির ছুঁচে তোলা পুরাতন পাড়।

(৪) কাঁচা ও পাট করা নয় এরূপ চামড়া ও পশুর গায়ের ছাল।

(৫) জীবদেহের অব্যবহার্য্য দ্রব্য, নখর, খুর, বালামচি, সমস্ত প্রাণীর চুল, কাঁচা রেশম এবং পশম।

(৬) মানুষের চুল।

৩। সিংহলের কোন বন্দরের মধ্যে এইরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্যের এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বোঝাই করা নিষিদ্ধ।

৪। ঐরূপ নিষিদ্ধ দ্রব্য যে কোন স্থানে নামান হয় বা এক জাহাজ হইতে অন্য জাহাজে বোঝাই করা হয় সেই স্থানের কষ্টমের প্রধান কর্ম্মচারী, গবর্ণর সাহেব অন্যরূপ আদেশ না করিলে, ঐরূপ দ্রব্য বিনষ্ট করাইবেন। ঐরূপ বিনাশ করণের খরচ মালের অধিকারী ও যাঁহাকে মাল পাঠান হইতেছিল তিনি এবং যে জাহাজে ঐ দ্রব্য আনীত হয় সেই জাহাজের কাপ্তান দিবেন। ঐরূপ বিনাশের জন্য কাহাকেও কোন ক্ষতিপূরণ দেওয়া হইবে না।

৫। যে কোন জাহাজে ঐরূপ কোন নিষিদ্ধ দ্রব্য থাকে উহাকে যত দিন ঐরূপ দ্রব্য জাহাজের উপর থাকে ততদিন কারান্টাইনের অধীন বলিয়া গণ্য করা যাইবে এবং ঐ জাহাজ এবং ঐ জাহাজে আছে বলিয়া উহার সমস্ত লোক ও মাল সম্বন্ধে কারান্টাইনের অধীন জাহাজ সকলের সম্পর্কে ১৮৯৭ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখে প্রকাশিত বিধি সকলের অধীন হইবে।

মহামহিমের আদেশক্রমে,
ই, নোয়েল ওয়াকার,
উপনিবেশের সেক্রেটরী।

উপনিবেশের সেক্রেটরীর আফিস,
কলম্বো, ১৮৯৭ সাল ২৩শে জুলাই।

১৮৯৭ সালের ৩ নং অর্ডিনান্সের বিধানানুসারে ও একজিকিউটিব কৌন্সিলের পরামর্শমত গবর্ণর সাহেবের প্রণীত বিধি:—

১। একজিকিউটিব কৌন্সিলের পরামর্শমত গবর্ণর সাহেবের প্রণীত ১৮৯৭ সালের ২রা মার্চ্চ তারিখের বিধিগুলি এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

২। ভারতবর্ষের পশ্চিম কূলের কোন স্থান হইতে যে কোন জাহাজ বা নৌকা এই দ্বীপের কোন স্থানে আইসে তাহাকে ঐরূপ বন্দর হইতে যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিনের অনধিক কালের জন্য কারান্টাইনের অধীনে রাখা যাইবে।

৩। ঐরূপ কোন জাহাজ বা নৌকা হইতে কোন ব্যক্তি ঐ দশ দিনের মধ্যে এই দ্বীপের কোন স্থানে নামিতে পারিবে না।

৪। ঐ দশ দিনের মধ্যে কোন সময়ে কোন ব্যক্তি ঐরূপ কোন জাহাজ বা নৌকা হইতে কোন মাল এই দ্বীপের কোন স্থানে লইয়া বা বহিয়া লইয়া যাইতে পারিবে না।

উপনিবেশের সেক্রেটরীর আফিস,
কলম্বো ১৮৯৭ সাল ২৩শে জুলাই।

মহামহিমের আদেশক্রমে,
ই, নোয়েল ওয়াকার,
উপনিবেশের সেক্রেটরি।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, AUGUST 31, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩১ আগষ্ট।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 4383M.—The 19th August 1897.—Whereas a notification No. 663M., dated the 5th February 1897, was published at page 36, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 10th February 1897, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 254 to 259, 260A and 274 of Part VI of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as modified up to November 1896, to the Bally Municipality, in the district of Howrah, and whereas no valid objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Bally Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৪৩৮৩ এম্, নং।—১৮৯৭ সাল ১৯ আগষ্ট।—হাবড়া জিলার অন্তর্গত বালি মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৬ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত পরিবর্ত্তিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২৫৪ অবধি ২৫৯ পর্য্যন্ত ও ২৬০ক ও ২৭৪ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ৫ তারিখের ৬৬৩ এম্, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ৩৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং বালি মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত কএক ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্‌ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একৃটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, AUGUST 31, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩১ আগষ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১০১ নং	হেককা, পরগণা আকবরসাহি থানা মৌড়েশ্বর।	১৫৫৯৶০	সম্পূর্ণ	......	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	......	৪১।৬	......
১০৯ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া, থানা লাভপুর।	১৮০৩/০	......	এজমালি অংশ রকম ।৶১৯ গণ্ডা ২ দন্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	৯২৩৷৷১	......	৮৻৪ পাই।
১০৩ নং	থম্না, পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩৶০	......	এজমালি অংশ রকম ৷৷৯৷—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৭৩২/০	......	৫৷৷২
৭০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মৌড়েশ্বর।	১৮৩২৷৶০	......	১৭০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগবাদিনী ও তুড়ি গ্রাম মৌজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নওয়াবাদ মৌজার রকম ।/০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিগর।	৫৭২৷৷৶০	......	২৯৷/০

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE.
Dated Suri, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২	দান্দরা হিঃ ৶১। = ১০ ক্রান্তী পং দান্দরা।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।৶১০॥/৮ তিল।	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী।	৮০৯৸৬	......	৪৮০।৶২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং ভুলুয়া (?) দ্বীপ।	৬৩৭/১১	সম্পূর্ণ ...	......	শ্রীমতী আইজান্নেছা।	......	১২২।১১	.....
২১১ ২	চাকলে বামনী জমিদারী চাং বামনী।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবালগান পক্ষে মাতা অভিভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৸০	......	৫৫৬৸৯
			খাস মহাল টেনিউর—					
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা নজুদলাল।	৮৫৫৻৫	সম্পূর্ণ	......	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	......	২৮।০	......
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গং মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০॥৶০	ঐ	......	ব্রজরাম মাঝি গং	......	২৩৶০	......

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈজুদ্দীন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী দ৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩দ৶৪	......	৬৷৶৷ পাই।
৪৫৪৬	পাম্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩,	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	৯৯৮,	......
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২,	সম্পূর্ণ মহালের তালুকদারী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	শশীকুমার বসু গং	......	৬০৮,	......
৪৬৪২	ভুষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫৶৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	......	এরফানুদ্দি গং ...	......	১১১দ৵০	......
ঐ	ভুষখালী মহাল অধীন ৬৮।৮৪।২১৮ নং যোত।	৯০১,	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	মদন গং ...	......	৬০১,	......
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গরমকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১৷৵১০	সম্পূর্ণ হাওলা নিলাম হইবে।	......	কাশীচন্দ্র দাস গং	......	৮৪২দ৵৩	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. Bell,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ ২৩৮৭৯ ৫৮৯ ১৫৩২	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯৷৷৵	৫৮/০	৫৫৪)	২২৸৶৩	৫৭৬৸৶৩	......
	৪৯৪২ ২৪০২১ ৩৬৭৪	মৌজে ভুজপুর থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩)	৩৬৸/০	৩৪৬৷৷৯	১৩৸৯	৩৬০।/৬	......

CHITTAGONG COLLECTORATE, J. D. ANDERSON,
The 23rd July 1897. *Collector.*

জিলা খুলনা।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে খুলনা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৫শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭৭।১	ধুলিয়াপুর থানা কালীগঞ্জ।	১৭৪৭৮৸৶৫	না ...	।৴০ পাঁচ আনা অংশ।	দামিনী দাসী চৌধুরাণী।	৫৪৬২৵৯ ৩/৪	......	৮১৪।৴৪ ১/২

টীকা - যে স্থলে উপরের লিখত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

KHULNA COLLECTORATE,
The 13th August 1897.

W. H. VINCENT.
Collector.

জেলা ফরিদপুর।— জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৩ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোলআনা	.....	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়রহ।	......	৫০১(৩	......
৬৫১৮	পং হাবেলী তপ্পা মামুদপুর সোলপুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭)	ঐ	......	প্রসন্নকুমার সেন	......	২৬১)	.....

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. TEMPLE,
Collector.

জিলা মালদহ ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক ।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবা আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ । ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর ।	মহাল ও পরগনার নাম ।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা ।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না ।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐং অংশের বিশেষ বিবরণ ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী ।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহার বাকী ।
১৩৬	তরফ কাঁকট পরগণা মাকরাইন।	১৫৩৪।৶০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ॥০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। বিবি মহাতাবন্নেসা। ২। আয়ুব খাঁ স্বয় ৩। আয়ুব খাঁ পক্ষে ইউসফ খাঁ নাবালক।	৭৬৭৶০	......	২৮৶৯
২০৪	তরফ ফতেপুর পরগনা বাহাদুরপুর।	১৭৫১॥৵০	না	রেসিডুয়ারী অংশ অর্থাৎ সম্পূর্ণ মহালের ৸৵০ আনা অংশ নিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	১। সেখবাবর আলী ২। সেখ সফরদার আলি। ৩। সেখ আকবর আলী। ৪। বিবি কাদিরন্নেসা। ৫। বিবি সমতন্নেসা। ৬। মহম্মদ সামিরুদ্দিন। ৭। মহম্মদ নাসিরুদ্দিন। ৮। মহম্মদ আতাহোসেন।	১৫৩১॥৶০	......	১।
৫৫৪	চতুর্থতোক ।০ আনা মৌজা সাবইল পরগনা রাজনগর তৌজি রোলে লিখিত আছে কিন্তু এ রেজেষ্টরীতে চাঁদপুরা চতুর্থ কিশমত লিখিত আছে	১১০১৸৵০	সম্পূর্ণ	......	রামকুমার সরকার অভিভাবক পক্ষে নাবালক পুত্র রামগোপাল সরকার।	...	৪৭৸৵	......
৬২৫	মৌজা চক উজিয়াল পরগনা রাজনগর।	৩৪৫৬।৴০	.....	রেসিডুয়ারি অংশ অর্থাৎ ৸১৬ = $\frac{১}{৪}$ ক্রান্তি বার আনা যোল গণ্ডা ২ $\frac{১}{৪}$ ক্রান্তি অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অবশিষ্ট অংশ নিলাম হইতে মুক্ত থাকিল।	বিবি ফেরোজা খাতুন, সাকেরন্নেসা, পালবিন্নেসা, সামিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, আজিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, লতিফন্নেসা, মাজিরুদ্দিন আহাম্মদ চৌধুরী, সামিরন্নেসা, বেসারত আলী চৌধুরী স্বয়ং ও বেসারত আলী চৌধুরী পক্ষে সাখিনা খাতুন, আলিবন্নেসা, তামিজন্নেসা ও বিবিরন্নেসা।	২৭৬৭৴০	......	২০৸৵০

উল্লিখিত মহালগুলি ১৮৯৭ সালের বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে। ইতি

টীকা—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA COLLECTORATE,
The 10th August 1897.

J. H. LEA,
Collector.

জিলা বর্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহা-লের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ। উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অং-শের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পলশোনা পং ধেঞা	৭৪০০৷৶১১	......	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মুল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	৯২৫/৬	......	৩১৮৸৯
৬২	পলশোনা পং ধেঞা	৭৪০০৷৶১১	......	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মুল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	২৫১৮।৭	......	৮৬১৸৶৫

টিকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE.
Deputy Collector in Charge,
For Collector on tour.

জেলা বর্দ্ধমান।—নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বর্দ্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্য্যাকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			মন্তব্য।
		একর	কড	পোঃ।	টাঃ	আঃ	পাই।	
৬৪৪৮	কালুওক দিঃ পং মজাফরসাহি ...	৯	২	২	৪৮	৶	৯	
৬৪৪৯	কজলা দিঃ পং বর্দ্ধমান ...	৭	১	১৮	৩৩	।	৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজাফরসাহি ...	৫	২	২	২৮	৸৴	৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি ...	৫	৩	৩৯	২৭	॥৶	৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামালপুর পং খণ্ডঘোষ ...	৬	১	২২	৩৬	।৴	৬	
৬৪৫১	বুং চন্দ্রপুর পং সমরসাহি ...	৭	১	২২	৩৭	॥৶	৬	
৬৪৫২	নিগোন পং খেঞা ...	৭	২	৩৬	৫২	॥৶	০	
৭৩	ডফরপুর পং অম্বিকা ...	৪	৩	১৬	১৭	।৴	৩	
৬৩২০	পাঁচরখী পং জাহাঙ্গিরাবাদ ...	৪	০	১৭	১৫	।	৬	
৩৪৯৪	কোঙারডিহি পং সেরগড ...	০	৩	৩৯	১	৶	৩	
৬৪৯৭	কোঙারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	১৮	০	০	০	
৩৫২৪	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০	২	৯	২	॥৶	৬	
৩৫২৬	কোঙারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	১৯	০	০	০	
৩৫২৭	কোঙারডিহি পং সেরগড়	০	০	২২	০	০	০	
৩৫৩৭	কোঙারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	৯	০	০	০	
৩৫৪৪	কোঙারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	৭	০	০	০	
৩৫৫৩	কোঙারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	৩২ ১/২	১৲	০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বর্দ্ধমান
তারিখ ২১ আগষ্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালাতের সন ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির রাজস্ব ২৮ জুন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে বেওজর নিলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ
১	১	পং মাগুরা, কিং চেতলা দিং।	৫৪২২৸২	...	শ্রীপুর ও বাগেরখোল ও রাজু মোল্লার চক ৩ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ॥০ আনা বাদে অবশিষ্ট ॥০ আনা ও অন্যান্য সমস্ত মৌজা।	হরিশ্চন্দ্র রায় ...	৫০১৫৸৴২	.....	১৮৷৴১১॥
২	৩৬	পং মাগুরা কিং ধাপামানপুর।	২৭৭৮ ৷৶৪ ১/২	...	৸২৸৭ ২/৩ দন্তি স্বতন্ত্র হিসাব বাদে অবশিষ্ট ৶১৭৻১ ১/৩ দন্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	৬৬৭॥৮৷	......	৬৯৷৶৫
৩	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর দিং।	৩১৯৬৴৫	...	আলিপুর দিং ১৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ১৬ ষোল আনা চক্রবেড়ে দিং ৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ॥৴১৯৷—ক্রান্তী ও রামেশ্বরপুর মৌজায় ৸৴১৩৻২ কাগ অংশ।	ঐ	২১৬২॥৩৷৷	......	১৯॥৴৪
৪	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৸৶ ৭	...	৩ মৌজা বাদে অবশিষ্ট ১০ মৌজার ৭ মৌজায় ১৬ ষোল আনা চক কাঠালিয়া মৌজায় ॥৴০ আনা ও বাবনপুর ও নেনা মৌজায় ৸৴-৮॥ অংশ।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী।	৮৬১॥৶১০	.....	৮৬৷৴২
৫	৩১৪	পং মুড়াগাছা কিং হরিনারায়ণপুর।	১২২১২ ৸৴৪॥	...	॥৴১৪॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৷৶১৯৸৶৫৷—ক্রান্তী।	রাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী দিং।	৬৩৫৩৸৪	......	৫১॥৶৩॥
৬	৩৪১।৯	পং ঘড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২ ॥ ১/২	...	৸৴৬॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩৷—ক্রান্তী।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৸০	......	৮০৶১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
৭	৩৯২	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩৷৴ ৮	...	৵৬৷৷ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৵১৩— ক্রান্তী।	সারদা দাসী ...	১৩৮৫৷৷৴২	......	৬৮৵১০৮
৮	৩৯২।৪	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩৷৴ ৮	...	৵৬৷৷ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৵১৩৷— ক্রান্তী।	বাঁকেবিহারিলাল মণ্ডল।	১৩৮৫৷৷৴৪	......	৯৯৷৴১
৯	৪০৩০	পং আজিমাবাদ কিং পাথর বেড়িয়া দিং।	৫১৪৩৴৩	...	৷৴১৪৷৷ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৷৵৫৷— ক্রান্তী।	ব্রজেন্দ্রনাথ রায় দিং।	২০১৪৷৵৬৮	......	৩২৷৪৷৷
১০	১৫৩৪৷৫	পং ময়দা কিং বাঁটরা।	১৪৩৮১৷৵৪	...	৵১৬ ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৴৩৮ = ক্রান্তী।	সুরেন্দ্র নাথ দত্ত	২৯৩২৷৴৪	......	১৮০৮৴৬
১১	২০৩৬	পং উখড়া কিং দাতারি।	৫৪৭৷৷৴৪	পূরা মহাল।	......	সারদা চরণ দত্ত দিং।	......	১৩৷৴৮	......
১২	২১৬৬	পং উখড়া কিং পাটডাঙ্গা।	৫৫০৮৴০	ঐ	......	বীরেশ্বর দে দিং	......	১৭৷৴২	......

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর ছেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯৷৷০	সমুদয় ...	......	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।	......	১৮৭৲	......

OPENDRA CHUNDRA MOZUMDAR,
For Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭	তৌজি মহাল দুবরা পরগণে পাজ-নৌর।	১৯৪১৩৷৵১	……	১৬৭।২ নং তৌজি দুবরা /১৪।১৬॥৵০ এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা এক কড়া ষোল তিল দুই কড়ার তিল দুই কাগ তিন ২ক। অংশ কেবল অংশমাত্র বিক্রয় হইবে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর তারিণীপ্রসাদ সুর দিগর।	২০০৬৸৩	……	৭।১০ সার্টিফিকেটের বাকী।

টীকা। - যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6*, per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹

॥ আধ ,, ,, ৯৲ ,, ,, ,, ,, ৯॥৹

। শিকি ,, ,, ৪॥৹ ,, ,, ,, ,, ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয় যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।৹
ডাকমাশুল		৴৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		৴৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor F. Max Müller, M.A., in two Volumes. *Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half ,, ,,	...	...	...	10

Casual advertisement---4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌন্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০,
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	১০,
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	...	...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড এয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিস্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 6 a—30 8-97—1442 120

Numb. 3032 [৩০৩২] .

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেডিক্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

মড়ক সংক্রান্ত ৩ নং বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা ১৮৯৭ সাল ১৭ আগস্ট।

ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারা এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের ৩০২ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন করতঃ এবং ১৮৯৭ সালের ২৫এ মে তারিখের মড়ক সংক্রান্ত ৩ নং বিজ্ঞাপন রহিত করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই আদেশ করিলেন যে, যে সকল জলযান ও ব্যক্তি বঙ্গদেশের অন্তর্গত নিম্নলিখিত বন্দরগুলি ছাড়িয়া ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন বন্দরে যাত্রা করিবে তাহারা নিম্নলিখিত বিধির বিধানগুলির অধীন হইবে।—

কলিকাতা।	বালেশ্বর।	ফলস্‌পয়েণ্ট।
চট্টগ্রাম।	চাঁদবালি।	পুরি।

বিধি।

১। **স্বাস্থ্যের পরিদর্শন ও সার্টিফিকেট।**—যতক্ষণ পর্য্যন্ত বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ কোন জলযান পরিদর্শন না করেন এবং ঐ জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি ঐ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে নিম্নলিখিত ফারমে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত এই সার্টিফিকেট না পান যে তিনি জাহাজে উঠিবার সময় দিবাভাগে ঐ জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে, উহার কর্ম্মচারিগণকে, উহার মাল্লাদিগকে এবং উহার আরোহী থাকিলে আরোহীগণকে পরিদর্শন করিয়াছেন এবং ঐ সকল ব্যক্তি জীবনের আশঙ্কাজনক সংক্রামক রোগ এবং বীচি ফুলা মড়ক হইতে মুক্ত, ততক্ষণ ঐ জলযান উক্ত কোন বন্দর ছাড়িয়া ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন বন্দরে যাত্রা করিবে না। কিন্তু আরোহির বেলা এই উদ্দেশ্যে নিযুক্ত কমিশন প্রাপ্ত চিকিৎসকের ১ ক্রোড়পত্র স্বরূপ সংযুক্ত ফারমে প্রদত্ত এবং জাহাজ যাত্রা করিবার পূর্ব্বে ১২ ঘণ্টার অধিক না হয় তারিখযুক্ত সার্টিফিকেট বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক পরীক্ষার পরিবর্ত্তে গৃহীত হইবে। ঐরূপ সার্টিফিকেট স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে এবং উহার অংশস্বরূপ হইবে।

২। **সংক্রামক দোষ দূষিত ব্যক্তিদের স্থানান্তর করণ।**—বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে ঐরূপ পরিদর্শিত কোন জলযানস্থ কোন ব্যক্তি বীচিফুলা মড়কাক্রান্ত হইয়াছেন কিম্বা উক্ত মড়কের সংক্রমণ হইতে মুক্ত নহেন তাহা হইলে উক্ত ব্যক্তিকে এবং তাঁহার আত্মীয়গণকে এবং চিকিৎসক নহেন এমন অনুচর বর্গকে জলযান হইতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক স্থাপিত মড়কের হাঁস্পাতালে কিম্বা পরিদর্শনের স্থলে লইয়া যাইতে হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার আত্মীয় ও অনুচরবর্গ জাহাজের যে সকল অংশে গতিবিধি করিয়াছেন সেই সেই অংশ তাঁহার সন্তোষজনক ভাবে সংক্রামক দোষ শূন্য করিতে হইবে। যাহা মড়ক বলিয়া নির্ণয় বা বিশ্বাস করা হয় এমন কোন রোগ জাহাজে দেখিতে পাওয়া গেলে স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটে ঐ কথা লিখিতে হইবে এবং সতর্কতা অবলম্বন করিতে হইবে।

৩। **সন্দিগ্ধ দ্রব্য সংক্রামক দোষ শূন্য করণ।**—দূষিত বা সন্দিগ্ধ সকল দ্রব্য বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের তত্ত্বাবধানাধীনে ২ ক্রোড়পত্রের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে কূলে কিম্বা সংক্রামক দোষ নাশার্থ উনানে দোষ শূন্য করিতে হইবে।

৪। **নূতন স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট কখন আবশ্যক হইবে।**—জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি এই সকল বিধির বিধানানুসারে স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট পাইবার পর জলযান বন্দর হইতে যাত্রা করিবার পূর্ব্বে কোন ব্যক্তি উহাতে গৃহীত হইবে না। কিন্তু

বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ পুনরায় ঐ জলযান পরিদর্শন করিলে এবং জলযানের কাপ্তান বা ভার-প্রাপ্ত ব্যক্তি উক্ত কর্ত্তৃপক্ষের নিকট হইতে আর একখানি স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট পাইলে লোক গৃহীত হইতে পারিবে।

৫। **বন্দর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি।**—(ক) এই বিধির (খ) দফার বিধানানুসারে না হইলে, যে জলযান উক্ত কোন বন্দর হইতে ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন বন্দরে যাইতে উদ্যত হইয়াছে সেই জলযানের কাপ্তান বা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি যতক্ষণ পর্য্যন্ত পূর্ব্বোক্ত প্রকারে স্বাস্থ্যের যে সার্টিফিকেট লইতে হইবে তাহা না দেখান ততক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ জলযানকে বন্দর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দেওয়া হইবে না এবং ঐরূপ স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট না দেখাইলে বন্দর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে অস্বীকার করা কষ্টমের কর্ম্মচারিগণের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

(খ) কিন্তু কোন জলযানের এজেণ্টগণ যদি এই গারাণ্টি দেন যে যাত্রা করিবার ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে তাঁহারা বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা অতিরিক্ত স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের স্বাক্ষরিত শেষ প্রদত্ত স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটের দোকর খণ্ড দেখাইবেন এবং স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ যদি কোন কারণে ঐ সার্টিফিকেট দিতে অস্বীকার করেন তাহা হইলে তাঁহারা জলযান জাহাজ রাখিবার স্থানে ফিরাইয়া আনিবেন তাহা হইলে কষ্টমের কালেক্টর সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক আইনের ৬৬ ধারা অনুসারে বন্দর ছাড়িয়া যাইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

৬। **স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষগণ।**—এই সকল বিধি অনুসারে স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের যেং কর্ত্তব্য আছে তাহা নিম্নলিখিত ডাক্তরগণ কর্ত্তৃক কিম্বা উক্ত কার্য্যের নিমিত্ত শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সময়ে সময়ে অপর যে সকল ডাক্তর নিযুক্ত করিবেন তাঁহাদের কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইবে।

স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ।

কলিকাতা	...	...	বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ এবং অতিরিক্ত কর্ত্তৃপক্ষ।
চট্টগ্রাম	...	...	সিবিল সর্জ্জন।
নারায়ণগঞ্জ	...	...	নারায়ণগঞ্জের সিবিল হস্পিটাল আসিষ্টাণ্ট।
বালেশ্বর	...	...	সিবিল সর্জ্জন।
চাঁদবালি	...	...	চাঁদবালির সিবিল হস্পিটাল আসিষ্টাণ্ট।
ফলসপয়েণ্ট	...	...	জম্বুর সিবিল হস্পিটাল আসিষ্টাণ্ট।
পুরি	...	...	সিবিল সর্জ্জন।

সি, ই, এ, ডবলিউ ওলডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেট।

আমি এই সার্টিফিকেট দিতেছি যে ———— নামক ———— টন বোঝাইয়ের যে জাহাজ (বা ষ্টীমর) ———— জন * মাল্লা এবং ———— জন আরোহী লইয়া ———— নিশান তুলিয়া ———— সাহেবের অধ্যক্ষতাধীনে ———— যাইতে উদ্যত হইয়াছে এই বন্দর ছাড়িয়া যাইবার সময় তাহার স্বাস্থ্যের অবস্থা সন্তোষজনক এবং আমি নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ ভিন্ন উহার কর্ম্মচারী, আরোহী ও মাল্লাগণকে জাহাজে উঠিবার সময় দিবাভাগে পরিদর্শন করিয়াছি এবং তাঁহাদের কাহারই জীবনের আশঙ্কাজনক সংক্রামক রোগ বা বীচিফুলা মড়ক হয় নাই।

*কর্ম্মচারী এবং কার্য্যদক্ষ খালাসি সমেত।

আমি আরও সার্টিফিকেট দিতেছি যে ———— সহরে ও বন্দরে এক্ষণে বীচিফুলা মড়ক, ব্যাপক ওলাউঠা, পীত জ্বর কিম্বা আশঙ্কাজনক অপর কোন ব্যাপক পীড়া নাই।†

†কিম্বা যেরূপ হয়।

নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ (ইঁহাদিগকে আমি চিনি কিম্বা আমার সন্তোষজনক ভাবে ইঁহাদিগকে সনাক্ত কর হইয়াছে) এতদর্থে যথাযথরূপে নিযুক্ত ডাক্তরগণের নিকট হইতে এতৎসংযুক্ত সার্টিফিকেট উপস্থিত করিয়াছেন।

১ ক্রোড়পত্র।

সার্টিফিকেট।

আমি এতদ্দ্বারা এই সার্টিফিকেট দিতেছি যে আমি ———————————— জাহাজের আরোহী শ্রী ———————————— কে ———————————— বন্দর হইতে জাহাজ ছাড়িবার অনধিকবার ঘণ্টা পূর্ব্বে পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি যে পার্শ্বে যেরূপ লিখিত হইল তদ্ভিন্ন তাঁহার স্বাস্থ্যের অবস্থা ভাল এবং বীচিফুলা মড়কের কোন চিহ্ন তাঁহাতে নাই।

শ্রেণী।

পদের নাম।

যে সকল আরোহী সমুদ্রপথে ———————————— বন্দর ছাড়িয়া যাইবেন তাঁহাদের পরীক্ষার্থ ১৮৯৭ সালের ১৭ই আগষ্ট তারিখের মড়ক সংক্রান্ত ৩ নং বিজ্ঞাপনের ১ বিধি অনুসারে বিশেষরূপে নিযুক্ত।

---

২ ক্রোড়পত্র।

দূষিত বা সন্দিগ্ধ সকল ভিতরের জামা প্রভৃতি, বিছানা, পোষাক, গদি, গালিচা প্রভৃতি নর্ম্যাল প্রেসরে অর্থাৎ বাষ্প সহই হউক বা বাষ্প বিনাই হউক দেড় হইতে দুই ডিগ্রী প্রেসরে তোলা উনানে সংক্রামক দোষ শূন্য করিতে হইবে।

কোন তোলা উনান সংক্রামক দোষ শূন্য করণক্ষম বলিয়া পাশ করিবার পূর্ব্বে কোন গদির মধ্যস্থলের তাপ যখন অন্ততঃ (সেন্টিগ্রেড) ১০০ ডিগ্রী হয় তখন উহা সিগনাল থর্ম্মমিটর দিয়া দেখিয়া ঐ উনানের পরীক্ষা করিতে হইবে।

সম্যক প্রকারে দোষ শূন্য করিতে হইলে ১০ হইতে ১৫ মিনিট ধরিয়া এই তাপ রাখিতে হইবে।

সংক্রামক দোষ নাশের জল—

(ক) করোসিব সবলিমেটের দ্রব। হাজারে একভাগ। ইহাতে ১০ ভাগ ক্লোরাইড অফ সোডা যোগ করিতে হইবে।

এই দ্রব আনিলাইন রঙ বা নীলবড়ি দিয়া রঞ্জিত করিতে হইবে। ইহা ধাতু পাত্রে রাখা হইবে না।

(খ) সফ্‌ট্‌ সোপ্‌ (সাবান) গোলা উষ্ণ জলে একশ ভাগে পাঁচ ভাগ বিশুদ্ধ ক্রিষ্টালাইজ কার্ব্বলিক আসিডে দ্রব কিম্বা একশ ভাগে পাঁচ ভাগ অবিশুদ্ধ কমার্স্যাল কার্ব্বলিক আসিডের দ্রব।

এই কার্ব্বলিকের দ্রব বেশ কাজে লাগিবে। বিশেষতঃ ধাতু, যন্ত্র প্রভৃতি যে সকল দ্রব্যে ১০০ ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড তাপ কিম্বা করোসিব সবলিমেট লাগান যায় না সেই সকল দ্রব্য দোষ শূন্য করিবার পক্ষে খুব কাজেই লাগিবে। যে সকল বন্দরে নির্দ্দিষ্ট পাটেন্টের সংক্রামক দোষ শূন্য করিবার তোলা উনান নাই সেই সকল বন্দরেও ঐ দ্রব ব্যবহার করিতে পারা যাইবে।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 4541M.—The 30th August 1897.—Whereas a notification, No. 2749M., dated the 18th May 1897, was published at page 133, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction, under section 86 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, the levy by the Commissioners of the Asansol Municipality, in the district of Burdwan, of a fee on the registration, under section 142, of all carts kept or used in the ordinary course of business within the Municipality, and whereas no reasons have been shown to the contrary, it is notified for general information that the Lieutenant-Governor hereby sanctions the levy, by the Commissioners of the Asansol Municipality, of the said fee on the registration of carts at rates not exceeding those mentioned in section 143 of the Act.

C. E. A. W. Oldham,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4561M.—The 30th August 1897.—Whereas a notification No. 2552M., dated the 7th May 1897, was published at page 117, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 251 to 260A and 274 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Bhadreswar Municipality, in the district of Hooghly, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Bhadreswar Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

C. E. A. W. Oldham,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4577M.—The 31st August 1897.—Whereas a notification No. 2687M., dated the 15th May 1897, was published at page 128, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 19th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 245, 246, 247, 248, 254 to 260A and 274 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as modified up to November 1896, to the Kotrung Municipality, in the district of Hooghly, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the above Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

C. E. A. W. Oldham,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৪৫৪১ এম্, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৩০ আগষ্ট।—বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত আসেনসোল মুনিসিপালিটীর মধ্যে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় বা চলিত কার্য্যসূত্রে ব্যবহৃত হয় তাহা, ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৪২ ধারা মতে রেজেষ্টরী করিবার ফি উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের দ্বারা আদায়ের অনুমতি উক্ত আইনের ৮৬ ধারা মতে দেওনার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের মে মাসের ১৮ তারিখের ২৭৪৯ এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ১৩৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও তদ্বিপক্ষে কোন কারণ দর্শান না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার লিখিত হারের অনধিক হারে আসেনসোল মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের দ্বারা গরুর গাড়ী রেজেষ্টরী করিবার উক্ত ফী আদায় হইবার অনুমতি দিলেন।

সি, ই, এ ডবলিউ, ওল্ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৪৫৬১ এম্ নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৩০ আগষ্ট।—হুগলি জিলার অন্তর্গত ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৫৪ অবধি ২৬০ ক পর্য্যন্ত ও ২৭৪ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৭ মে তারিখের ২৫৫২ এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১২ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ১১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং ভদ্রেশ্বর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

সি ই এ, ডবলিউ ওল্ডহ্যাম
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৪৫৭৭ এম্ নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৩১ আগষ্ট।—হুগলি জেলার অন্তর্গত কোতরঙ্গ মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৬ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৪৫, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৮ ও ২৫৪ অবধি ২৬০ ক পর্য্যন্ত ধারার এবং ২৭৪ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের মে মাসের ১৫ তারিখের ২৬৮৭ এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ১২৮ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারা মতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং উক্ত মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

সি, ই, এ, ডব্লিউ, ওল্ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ সেপ্টেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১০১ নং	হেক্কা, পরগণা আকবরসাহি থানা মৌড়েশ্বর।	১৫৫৯৶০	সম্পূর্ণ	......	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	......	৪১।৬	.....
১০৯ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩৴০	.....	এজমালি অংশ রকম ।৶১৯ গণ্ডা ২ দন্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	৯২৩৷৷১	......	৮(৪ পাই।
১০৩ নং	খন্না, পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩৶০	......	এজমালি অংশ রকম ৷৷৯৷—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৭৩২৴০	......	৫৷৷২
১৭০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মৌড়েশ্বর।	১৮৩২৷৶০	......	১৭০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগবাদিনী ও ভুড়িগ্রাম মৌজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নওয়াবাদ মৌজার রকম ।৴০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিগর।	৫৭২৷৷৵০	.....	২৯৴০

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণমাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Suri, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২/১	দান্দরা হিঃ ৶১।—১০ ক্রান্তী পং দান্দরা।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।৶১০॥/৮ তিল।	শ্রীচন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী।	৮০৯৸৬	......	৪৮০।৶২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দ্বীপ।	৬৩৭/১১	সম্পূর্ণ ...	......	শ্রীমতী আইজা-ন্নেছা।	......	১২২।১১	.....
২১১/২	চাকলে বামনী জমিদারী চাং বামনী।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবালগান পক্ষে মাতা অভিভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৸০	......	৫৫৬৸৯
			খাস মহাল টেনিউর—					
১৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা নজুদলাল।	৮৫৫৻৫	সম্পূর্ণ	......	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	......	২৮৷০	......
১৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০॥৶০	ঐ	......	ব্রজরাম মাঝি গং	......	২৩৶০	......

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈজুদ্দীন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী ৸৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৸৶৪	......	৬৷৶৷৷ পাই।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩৲	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	৯৯৮৲	......
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২৲	সম্পূর্ণ মহালের তালুকদারী স্বত্ব নিলাম হইবে	......	শশীকুমার বসু গং	......	৬০৮৲	......
৪৬৪২	তুষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫৶৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	......	এরফানুদ্দি গং ...	......	১১১৸৵০	......
ঐ	তুষখালা মহাল অধীন ৬৮৷৮৪৷২১৮ নং যোত।	৯০১৲	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	মদন গং ...	......	৬০১৲	......
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গরমকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১৷৵১০	সম্পূর্ণ হাওলা নিলাম হইবে।	......	কাশীচন্দ্র দাস গং	......	৮৪২৸৵৩	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অনান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহারনামা কাছারি কালেক্টরি জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৭ ইংরাজির ২৫ ফেব্রুয়ারি শেষ তারিখের বাকী পড়া ৫০০) টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেচ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আং ১৮৭১ সালের ২ আং ১৮৫৯ সালের ১১ আং ৬ ধারার র্মমতে ১৮৯৭ ইং তারিখ ৭ সেপ্টেম্বর মোতাবেক ১৩০৪ বাং তারিখ ২৩ ভাদ্র রোজ মঙ্গলবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৯ জুলাই।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	সেস।	খাজানা।	সেস।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
	৪৮১৯ ২৩৮৭৯ ৫৮৯ ১৫৩২	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং সেখ ওবেদুল্লা খাঁ হাং তাং লতিপা খাতুন	শ্রীমতী লতিফা খাতুন ...	১১০৯॥৴	৫৮৴০	৫৫৪)	২২৸৶৩	৫৭৬৸৶৩	......
	৪৯৪২ ২৪০২১ ৩৬৭৪	মৌজে ভুজপুর থানা ফটীকছরি মহাল নওয়াবাদ। তাং এয়ার আলি খাঁ হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ...	৭০৩)	৩৬৸০	৩৪৬॥৯	১৩৸৯	৩৬০৷৴৬	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 23rd July 1897.

J. D. ANDERSON,
Collector.

জেলা ফরিদপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৭ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোলআনা	......	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়রহ।	......	৫০১(৩	......
৬৫১৮	পং হাবেলী তপ্পা মামুদপুর সোলপুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭)	ঐ	......	প্রসন্নকুমার সেন	......	২৬১)	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. TEMPLE,
Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্ত্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগষ্ট।

নম্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১নং রেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ্।	খাজানা।	ছেচ্।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুল্লা।	হার্ব্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পাতলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬।৵	৬৯৶০	২৫৩।৵৩ ১৮৯৬।৯৭ ইং সম্পূর্ণ বাকি। ৬৭৬।৵	২৩।০ ৬৯৶০	১০২৩৻৩	
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং অজাগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮।।/	৯২।।৬	৯৩০৻৩ ২৫৮৶৩	৯৩৲ ৩০৶৬	২৮৯৻৯	
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তম আলী।	আমির বানু চৌধুরাণী মেহের নিছা চৌধুরিয়া আলাহিয়ে নাজির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছরী ওগয়রহ।	১০৭১।০	১২২/	৪০১৶০	৪০।।৶০	৪৪২।৶০	
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটাখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহালিয়ে মৌলবি আজমল্লা খাঁ সাং হারবাঙ্গ।	৮৫৮৶	১০৲।/০	২১৫৲	৩৩৶০	২৪৮৶৩	
১৮৮	২৫০	থানা রামু মৌজে ভারুয়াখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ র.জা।	মৌলবী মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়াখালী ওগয়রহ।	৫৫০।।০	১৪১৶৬	১৩৭।৵০	৪৭।/০	১৮৪।।৶০	
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামাণিকচর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জহাবক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯৲	১৬৮।।/০	৫৭৭৵	৫৬৬৶০	৬৩৩।/০	
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবিপ্রাক।	গোলনেছ নিছা, বলকিচ বিবি নাকালকা কন্যা ও সেখ মাহাম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।৵০	৯১।৵৬	২৯৮।।৶৯ ১৮৯৬ ইং সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি। ৪০৬৶৵৩ ।.৭০৫।।৵	৩০।৶১০ ৩০।।০ ৬০৶৶১০	৭৬৬।।/১০	
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টৈটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহদ্দার।	এর্সাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহাম্মদ জমা সাং তৈলার দ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩৲	১৯১।৵৬	১৮১৲	৬৩৶/০	২৪৪৶/০	

CHITTAGONG COLLECTORATE, } BAGALA PRASANNA MAZUMADER,
The 31st August 1897. } *For Offg. Collector.*

জিলা বৰ্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বৰ্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ। উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পলশোনা পং ধেঞা	৭৪০০॥৶১১	......	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	৯২৫/৬	......	৩১৮৵৯
৬২	পলশোনা পং ধেঞা	৭৪০০॥৶১১	......	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মূল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	২৫১৮।৭	......	৮৬১৸৵৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE.
Deputy Collector in Charge,
For Collector on tour.

জেলা বর্দ্ধমান।—নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহলে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বর্দ্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত ;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজিব নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			মন্তব্য।
		একর	রুড	পোঃ।	টাঃ	আঃ	পাই।	
৬৪৪৮	কালুওক দিঃ পং মজাফরসাহি ...	৯	২	২	৪৮	৶	৯	
৬৪৪৯	কর্জলা দিঃ পং বর্দ্ধমান ...	৭	১	১৮	৩৩	।	৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজাফরসাহি ...	৫	২	২	২৮	৸৴	৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি ...	৫	৩	৩৯	২৭	৷৷৶	৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামালপুর পং খণ্ডঘোষ ...	৬	১	২২	৩৬	।৴	৬	
৬৪৫১	বুড়চন্দ্রপুর পং সমরসাহি ...	৭	১	২২	৩৭	৷৷৵	৬	
৬৪৫২	নিগোন পং খেঞা ...	৭	২	৩৬	৫২	৷৷৶	০	
৭৩	ডফরপুর পং অম্বিকা ...	৪	৩	১৬	১৭	।৴	৩	
৬৩২০	পাঁচরখী পং জাহাঙ্গিরাবাদ ...	৪	০	১৭	১৫	।	৬	
৩৪৯৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	৩	৩৯	১	৵	৩	
৬৪৯৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	১৮	০	০	০	
৩৫২৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	২	৯	২	৷৷৵	৬	
৩৫২৬	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	২৯	০	০	০	
৩৫২৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	২২	০	০	০	
৩৫৩৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	৯	০	০	০	
৩৫৪৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	৭	০	০	০	
৩৫৫৩	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ..	০	০	৩২ ১/২	১৲	০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বর্দ্ধমান
তারিখ ২১ আগষ্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালাতের সন ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির রাজস্ব ২৮ জুন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে বেওজর নিলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ
১	১	পং মাগুরা, কিং চেতলা দিং।	৫৪২২৸২	...	শ্রীপুর ও বাগেরখোল ও রাজু মোল্লার চক ৩ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ॥০ আনা বাদে অবশিষ্ট ॥০ আনা ও অন্যান্য সমস্ত মৌজা।	হরিশ্চন্দ্র রায় ...	৫০১৫৸/২	......	১৮।/১১॥
২	৩৬	পং মাগুরা কিং ধাপামানপুর।	২৭৭৮ ।৶৪ ১/২	...	৸২৸৭ ২/৩ দন্তি স্বতন্ত্র হিসাব বাদে অবশিষ্ট ৶১৭৻১ ১/৩ দন্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	৬৬৭॥৶৮৸	......	৬৯।৶৫।
৩	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর দিং।	৩১৯৬/৫	...	আলিপুর দিং ১৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ১৬ ষোল আনা চক্রবেড়ে দিং ৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ॥/১৯।—ক্রান্তী ও রামেশ্বরপুর মৌজায় ৸/১৩৻২ কাগ অংশ।	ঐ	২১৬২॥৩॥	......	১৯॥/৪
৪	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৸৴ ৭	...	৩ মৌজা বাদে অবশিষ্ট ১০ মৌজার ৭ মৌজায় ১৬ ষোল আনা চক কাঠালিয়া মৌজায় ॥/০ আনা ও বাবনপুর ও নোনা মৌজায় ৸/.৮॥ অংশ।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী॥	৮৬১॥৶১০	......	৮৬৶২
৫	৩১৪	পং মুড়াগাছা কিং হরিনারায়ণপুর।	১২২১২ ৸/৪॥	...	॥/১৪॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ।৶১৯৸৶৫। —ক্রান্তী।	রাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী দিং।	৬৩৫৩৸৪	......	৫১॥৶৩॥
৬	৩৪১। ৯	পং ঘড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২ ॥ ১/২	...	৸/৬॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩।— ক্রান্তী।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৸০	......	৮০৶১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকিরপরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
৭	৩৯২	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৶ ৮	...	৸৵৬৷৷= ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩।— ক্রান্তী।	সারদা দাসী ...	১৩৮৫৷৷/২	......	৬৸৶১০৸
৮	৩৯২। ৪	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৴ ৮	...	৸৵৬৷৷= ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩।— ক্রান্তী।	বাঁকেবিহারিলাল মণ্ডল।	১৩৮৫৷৷/৪	......	৯৯।৶১
৯	৪০৩	পং আজিমাবাদ কিং পাথর বেড়িয়া দিং।	৫১৪৩৶৩	...	৷৷/১৪৷৷= ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ।৵৫।— ক্রান্তী।	ব্রজেন্দ্রনাথ রায় দিং।	২০১৪।৵৬৸	......	৩২।৪৷৷
১০	১৫৩৪ ।৫	পং ময়দা কিং বাঁটরা।	১৪৩৮১ ।৵৪	...	৸১৬ - ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶৩৸= ক্রান্তী।	সুরেন্দ্র নাথ দত্ত	২৯৩২।৶৪	......	১৮০৸/৬
১১	২০৩৬	পং উখড়া কিং দাতারি।	৫৪৭৷৷৶৪	পূরা মহাল।	......	সারদা চরণ দত্ত দিং।	......	১৩।/৮	......
১২	২১৬৬	পং উখড়া কিং পাটডাঙ্গা।	৫৫০৸/০	ঐ	......	বীরেশ্বর দে দিং	......	১৭।/২	......

OHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর ছেন্তানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯৷৷০	সমুদয় ...	......	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।	......	১৮৭)	......

OPENDRA CHUNDRA MOZUMDAR,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকি পড়া খাজানা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে,। ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	থানা, মৌজা ও তালুকের নাম।	মালীকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২/৪০১	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে ছোট ছনুয়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছনুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৪৩)	৪২৬৶৬	৮৩৪৷০	১০২৻৯	৯৩৬৷৯	১৮৯৪। ৯৫ হইতে ২২৪৩) ১৮৯৭।৯৮ ইস্তক ১৮৯৮। ৯৯ হইতে ৩৩৬০০ ১৯০৩।০৪ ইস্তক ১২০৪।০৫ হইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩।১৪ ইস্তক ১৯১৪। ১৫ হইতে ৩৫৭৪৷৷০ ১৯২৫ ইস্তক
৩/৪০২	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৸০	৭৮৷৷৶৬	৭২৷৶৬	......	৭২৷৶৬	......
৪/৪০৩	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আলা বক্সা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্সা আলী ও হামিদ উল্লা চৌং স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা ছৈয়দ উল্লা, আজমল্লা ভগ্নি ছৈয়দন্নিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজমল্লা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬)	২৪৪৷৴৬	১৪৭৪৷৷০	১৮৬৷৴৬	১৬৬০৸৶৬	১৮৯৫। ৯৬ হইতে ১৯৬৬) ১৯০০।০১ ইস্তক ১৯০১।০২ ইস্তক ২৯৪৯) ১৯০২।০৩ হইতে ৩১২০) ১৯২৫ ইস্তক

২০/৪২০	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং তাজমিছা চৌং।	ফজর আলী পিং মহুর আলী চৌং সাং তৈলার দ্বীপ।	১৬৩৭৴	১৬১৷৷৴৬	১৬৬৷৷৴২	......	১৬৬৷৷৴২	......
৬১/৪৭৭	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং আবদুল মজিদ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১৷৵০	৬৫৷৷৴০	৪৮৲১	......	৪৮৲১	......
৫২৮৮/৪৫৬৬	থানা সাতকানিয়া মৌজে চূড়ামণি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও সুরেন্দ্র বিজয় রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	৫১১৸৵০	৭৷৶০	১৬৩৵৯	......	১৬৩৵৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd September 1897.

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭	তৌজি মহাল দুবরা পরগণে পাজ-নৌর।	১৯৪১৩৷৵১	......	১৬৭।২ নং তৌজি দুবরা /১৪।১৬॥৶০ এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা এক কড়া ষোল তিল দুই কড়ার তিল দুই কাগ তিন রকম অংশ কেবল অংশমাত্র বিক্রয় হইবে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর তারিণীপ্রসাদ সুর দিগর।	২০০৬৸৩	......	৭৷১০ সার্টিফিকেটের বাকী।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time. from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8*; per eight-ounce tin, *Rs. 5*; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3*; per eight-ounce tin, *Rs. 6*; per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিনকোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১	এক পৌণ্ড টিন	১৮৲	বা ডাক মাশুল সমেত	১৮৸০
॥	আধ ,,	,, ৯৲	,, ,, ,, ,,	৯॥০
।	শিকি ,,	,, ৪॥০	,, ,, ,, ,,	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয় যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		৴০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		৴০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. *Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half ,, ,,	...	...	...	10

Casual advertisement---4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

					টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	...	২০
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	...	১০
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঁক্তি		...	...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্ল্যানেড রোয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট প্রেস যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

L 61a 6 9-97—1466—120.

Numb. 3033 [৩০৩৩]

REGISTERED No. 3

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

৪৭৬৬ জে, ডি, নং বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সাল ২৪এ আগষ্ট।

স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৭ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া যে কএকটি বিধি প্রণীত করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে তাহার নিম্নলিখিত পাণ্ডুলেখ্য যে ব্যক্তিদের এতদ্দ্বারা ক্ষতিবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদিগের অবগতির নিমিত্ত উক্ত আইনের ১৮ ধারার আদেশ এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৮৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখের ১৯৬৪ নং বিজ্ঞাপনের আদেশ অনুসারে প্রকাশিত করা হইল, এবং এতদ্দ্বারা এই নুটিস দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত পাণ্ডুলেখ্য ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের চতুর্ব্বিংশ দিবসের পর বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

২। উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে ঐ তারিখের পূর্ব্বে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে কোন আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্ত হওয়া গেলে তাহা শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্ত্তৃক বিবেচিত হইবে।

সি, ডবলিউ, বোল্টন্,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রধান সেক্রেটরী।

মন্তব্য।—বর্ত্তমান বিধিতে যে সকল পরিবর্ত্তনের প্রস্তাব করা যাইতেছে তাহা বড় অক্ষরে প্রদর্শিত হইল।

পাণ্ডুলেখ্য।

স্ফোটনীয় দ্রব্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ৫ ও ৭ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া ও অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি গ্রহণ করতঃ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব নিম্ন বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করণ, নিকটে রাখন ও বিক্রয় করণ কার্য্যের ব্যবস্থা করণার্থ নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

স্ফোটনীয় দ্রব্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনমতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ভারতবর্ষীয় বন্দরবিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের অর্থনির্দ্দেশানুযায়িক যে কোন বন্দরের জন্য স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার ব্যবস্থা করণার্থ বিশেষ বিধি প্রণীত করিয়াছেন বা করেন, স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখন সম্বন্ধীয় এই সকল বিধির কোন কথা সেই বন্দর সম্বন্ধে খাটিবে না।

(ক) গবর্ণমেণ্টের হুকুম অনুসারে, কিম্বা

(খ) স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের কার্য্য সম্পাদনার্থ কিম্বা কোন বারুদ-খানার রক্ষকস্বরূপ কি কারিগর কি সৈনিক কি নাবিক কি পুলিসের লোক কি অন্য কিছু স্বরূপ গবর্ণ-মেণ্টের অধীনে নিযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলন্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের ২০ আইন অনুসারে বলন্টিয়রস্বরূপ যাহার নাম লেখা হইয়াছে এরূপ কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ঐ ঐ ব্যক্তি বলিয়া আপন চাকরী বা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন উপলক্ষে—

কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা গেলে, কিম্বা নিকটে রাখা হইলে কিম্বা বিক্রয় করা হইলে তৎসম্বন্ধে এই সকল বিধির কোন কথা খাটিবে না।

নিম্ন বঙ্গ প্রভৃতি প্রদেশ সমূহে স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করণ, নিকটে রাখন ও বিক্রয় করণার্থ স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনমত বিধি।

গোড়ার কথা।

১। এই সকল বিধির কার্য্যপক্ষে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিম্নলিখিতরূপে শ্রেণীবদ্ধ করা যাইবে, যথা;—

১ম শ্রেণী ... ... বারুদ।
২য় শ্রেণী ... ... নাইট্রেট মিশ্র।
৩য় শ্রেণী ... ... নাইট্রো-কম্পৌণ্ড।
৪র্থ শ্রেণী ... ... ক্লোরেট মিশ্র।
৫ম শ্রেণী ... ... ফুল্‌মিনেট (শব্দকারক)।
৬ষ্ঠ শ্রেণী ... ... যুদ্ধোপকরণ।
৭ম শ্রেণী ... ... আতসবাজি।

এবং কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য একাধিক শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে পড়িলে যে কয়েক শ্রেণীর বর্ণনার মধ্যে পড়ে কেবল তাহার শেষ শ্রেণীর অন্তর্গত বলিয়া গণ্য হইবে।

১ম শ্রেণী।—বারুদ নামক শ্রেণী।

সাধারণতঃ যাহা বারুদ বলিয়া খ্যাত, "বারুদ" শব্দে কেবল তাহাই বুঝাইবে।

২য় শ্রেণী।—নাইটেট মিশ্র নামক শ্রেণী।

যাহা সাধারণতঃ বারুদ বলিয়া খ্যাত, তাহা ছাড়া কোন প্রকার অঙ্গারের সহিত অথবা স্ফোটনগুণশূন্য কোন অঙ্গারাত্মক দ্রব্যের সহিত সামান্যরূপে নাইট্রেট মিশাইয়া যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহাতে গন্ধক যোগ করা যাউক বা না যাউক, ও তাহাতে স্ফোটনীয় অন্য কোন দ্রব্য সামান্যরূপে মিশান যাউক বা না যাউক "নাইট্রেট মিশ্র" শব্দে তদ্রূপ প্রস্তুত দ্রব্য বুঝাইবে।

নাইট্রেট মিশ্র শ্রেণীর মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা—

পাইরোলিথ্
পুড্রোলিথ্
পুডর সাক্সিফ্রাজিন্

ও পুর্ব্বোক্ত অর্থকরণের অন্তর্গত প্রস্তুত করা কোন দ্রব্য ধরা যাইবে।

৩য় শ্রেণী।—নাইট্রো-কম্পৌণ্ড নামক শ্রেণী।

রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন যে দ্রব্যের স্ফোটনীয় গুণ থাকে অথবা যাহা ধাতুর সহিত সংযুক্ত হইলে স্ফোটনীয় দ্রব্য উৎপন্ন করিতে পারে, এবং যাহা মহাদ্রাবকের সহিত মিশ্রিত হউক বা না হউক, এরূপ যবক্ষার দ্রাবকের অথবা মহাদ্রাবক মিশ্রিত নাইট্রেটের সহিত কোন অঙ্গারাত্মক দ্রব্যের রাসায়নিক কার্য্যক্রমে উৎপন্ন হয়, তাহাতে অন্য কোন দ্রব্য সামান্যরূপে মিশ্রিত করা যাউক বা না যাউক, "নাইট্রো-কম্পৌণ্ড" শব্দে তদ্রূপ সংযুক্ত দ্রব্য বুঝাইবে।

নাইট্রো-কম্পৌণ্ড শ্রেণীতে দুইটী বিভাগ আছে।

১ম বিভাগের মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা,—

নাইট্রো গ্লিসেরাইন্,	ডুয়ালাইন্,
ডিনামাইট্,	গ্লাঅক্সিলাইন্,
লিথোফ্রাকটুর,	মেথিলিক নাইট্রেট,

এবং রাসায়নিক সংযোগ বা সামান্যরূপ মিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত করা যে দ্রব্যে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিকরূপে নাইট্রো গিসেরাইন অথবা কোন তরল নাইট্রো-কম্পৌণ্ড থাকে, তাহা ধরা যাইবে।

২য় বিভাগের মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা,—

সাধারণতঃ যাহা গনকটন্,	কটন গন পৌডর,
বলিয়া খ্যাত সেই গনকটন্	স্থুলজ পৌডর,
গনপেপার,	নাইট্রো মেনাইট,
জিলয়ডাইন,	পিক্রেটিজ,
গনসডষ্ট,	পিক্রিক পৌডর,
নাইট্রেট গনকটন্,	টনাইট (বা কটন পৌডর),

এবং পুর্ব্বোক্ত অর্থকরণমত যে কোন নাইট্রো-কম্পৌণ্ড প্রথম বিভাগের অন্তর্গত নহে, তাহা ধরা যাইবে।

৪র্থ শ্রেণী।—ক্লোরেট মিশ্রনামক শ্রেণী।

যে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যে ক্লোরেট থাকে, "ক্লোরেট মিশ্র" শব্দে সেই দ্রব্য বুঝাইবে। ক্লোরেট মিশ্র শ্রেণীতে দুইটী বিভাগ আছে।

১ম বিভাগের মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা—
হরস্লি সাহেবের ব্লাষ্টিং পৌডর,
ব্রেণ সাহেবের ব্লাষ্টিং পৌডর,

এবং ক্লোরেট দিয়া প্রস্তুত করা যে কোন দ্রব্যে অংশতঃ নাইট্রো-গ্লিসেরাইন অথবা অন্য কোন তরল নাইট্রো-কম্পৌণ্ড আছে, তাহা ধরা যাইবে।

২য় বিভাগের মধ্যে এইরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য, যথা,—

হরস্লি সাহেবের মূল ব্লাষ্টিং পৌডর,
এরহার্ট সাহেবের পৌডর,
রেভার্লি সাহেবের পৌডর,
হক্সটেটার সাহেবের ব্লাষ্টিং চার্জ্জ,
রাইসেন সাহেবের ব্লাষ্টিং চার্জ্জ,
টিউটোনাইট।
ক্লোরেট গনকটন,

এবং পূর্ব্বোক্ত অর্থকরণমত যে কোন ক্লোরেট মিশ্র প্রথম বিভাগের অন্তর্গত না হয়, তাহা ধরা যাইবে।

৫ম শ্রেণী।—ফুলমিনেট (শব্দকারক) নামক শ্রেণী।

রাসায়নিক সংযোগ বা সামান্যরূপ মিশ্রণ দ্বারা উৎপন্ন কোন দ্রব্য পূর্ব্বোক্ত কোন শ্রেণীর অন্তর্গত হউক বা না হউক, যদি ঐ দ্রব্যের অতিশয় স্ফোটনশীলতা বশতঃ উহা রঞ্জকের টুপীতে অথবা স্ফোটন সমুৎপাদন করণের অন্য কোন সরঞ্জামে ব্যবহারের উপযোগী হয়, অথবা অত্যন্ত স্ফোটনশীলতা বশতঃ ও অত্যন্ত অস্থায়িত্ব অর্থাৎ অতি সামান্য উত্তেজক কারণে বিশ্লিষ্ট হইয়া যাইবার প্রবণতা বশতঃ বিশেষরূপ আশঙ্কাজনক হয়, তাহা হইলে "ফুলমিনেট" শব্দে ঐ দ্রব্য বুঝাইবে।

ফুলমিনেট শ্রেণীর দুইটি বিভাগ আছে।

১ম বিভাগের মধ্যে এইরূপ সংযুক্ত দ্রব্য যথা রূপার ও পারার ফুলমিনেট এবং এই সকল দ্রব্য দিয়া প্রস্তুত যে দ্রব্য রঞ্জকের টুপীতে ব্যবহৃত হয়, এবং অঙ্গারাত্মক দ্রব্য যোগ করিয়া বা না করিয়া ফস্ফরস কিম্বা কএক প্রকার ফস্ফরস সংযুক্ত দ্রব্যের সহিত ক্লোরেট মিশাইয়া যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় এবং অঙ্গারাত্মক দ্রব্য যোগ করিয়া বা না করিয়া গন্ধক বা গন্ধকসংযুক্ত দ্রব্যের সহিত ক্লোরেট মিশাইয়া যে কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা যায় তাহা ধরা যাইবে।

২য় বিভাগের মধ্যে এইরূপ দ্রব্য যথা নাইট্রোজনের ক্লোরাইড ও আইওডাইড, ফুলমিনেট স্বর্ণ ও রৌপ্য, ডায়াজোবেনজোল ও ডায়াজোবেনজোলের নাইট্রেট ধরা যাইবে।

৬ষ্ঠ শ্রেণী।—যুদ্ধোপকরণ নামক শ্রেণী।

পূর্ব্বোক্ত কোন শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য যদি কোন আধার বা কলের মধ্যে এরূপে পুরিয়া রাখা যায় বা প্রকারান্তরে এরূপে কার্য্যোপযোগী বা প্রস্তুত করা যায় যে, তাহতে বন্দুক, কামান বা অন্য কোন আগ্নেয়াস্ত্রের অথবা পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার টোটা বা ছুড়িবার দ্রব্য হয় কিম্বা পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার বা ফাঁপা গোলার নির্ব্বিঘ্নকর বা অন্যরূপ পলিতা হয়, কিম্বা স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি দিবার নল হয় অথবা রঞ্জকের টুপী, ডিটোনেটর কোয়াগার সিগনাল, ফাঁপা গোলা টরপিডো, যুদ্ধের হাউই ও আতসবাজি ভিন্ন অন্য কোনরূপ কল হয়, তাহা হইলে "যুদ্ধোপকরণ" শব্দে ঐ দ্রব্য বুঝাইবে।

"রঞ্জকের টুপী" শব্দে ডিটোনেটর গণ্য হইবে না।

যে কোষ বা আধার এরূপ বলবিশিষ্ট ও এরূপে নির্ম্মিত ও যাহাতে এরূপ পরিমাণে ফুলমিনেট শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে যে একটী কোষ বা আধারের স্ফোটন হইলে এরূপ অন্যান্য কোষ বা আধারের স্ফোটন ঘটিবে, "ডিটোনেটর" শব্দে তদ্রূপ কোষ বা আধার বুঝাইবে।

পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার যে পলিতা জ্বলে কিন্তু শব্দ করিয়া ফাটিয়া যায় না ও যাহাতে আপনি জ্বলিত হইবার উপায় থাকে না এবং যাহা এরূপ বলবিশিষ্ট ও এরূপে নির্ম্মিত ও যাহাতে এরূপ

পরিমাণে স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে যে ঐ পলিতা জ্বলিলে পাশাপাশি ঐরূপ অন্য পলিতা জ্বলিত হয় না "নির্ব্বিঘ্নকর পলিতা" শব্দে সেই পলিতা বুঝাইবে।

বন্দুকাদির যে টোটার কোষ ঐ বন্দুকাদি আওয়াজ করিবার পর উহা হইতে বাহির করিয়া লওয়া যাইতে পারে ও যাহা এরূপে বদ্ধ যে এক টোটা হইতে অন্য টোটায় স্ফোটন সংক্রামিত হয় না, "নির্ব্বিঘ্নকর টোটা" শব্দে তদ্রূপ টোটা বুঝাইবে। রাইফল কিংবা মেসিনগনের টোটা উপরিলিখিত প্রকারের হইলে, তাহা রাইফলের সঙ্গে একই চেম্বরবিশিষ্ট মেসিনগনের সহিত ব্যবহারার্থই হউক বা বিশেষ চেম্বরবিশিষ্ট মেসিনগনের সহিত ব্যবহারার্থই হউক, "নির্ব্বিঘ্ন-কর টোটা" বলিতে সেই টোটাও বুঝাইবে।

ছোট বন্দুক প্রভৃতির টোটা যে গেজ পর্য্যন্ত হইলে "নির্ব্বিঘ্ন কর বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ ১ ইঞ্চি। যে সকল মেসিনগনের টোটা "নির্ব্বিঘ্নকর বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইতে পারে তাহার গেজ এই এই:—

.৩০৩ ইঞ্চি করডাইট।

মার্টিনি হেনরি রাইফল, সলিড কেস।

.৪৫ ইঞ্চি গার্ডনর, গাটলিং ও নর্ডেন ফেলড (মার্টিনি হেনরি চেম্বরবিশিষ্ট বন্দুক ছাড়া)।

.৪ ইঞ্চি।

ইহার অপেক্ষা বেশী গেজের টোটা "নির্ব্বিঘ্নকর" টোটা নয়।

যুদ্ধোপকরণ নামক শ্রেণীতে তিনটী বিভাগ আছে।

১ম বিভাগের মধ্যে কেবল নিম্নলিখিত দ্রব্যগুলি ধরা যায় যথা,—

নির্ব্বিঘ্নকর টোটা।

পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার নির্ব্বিঘ্নকর পলিতা।

বোমের নিমিত্ত পলিতা ও বন্দু-কের নিমিত্ত টিউব ফ্রিকশন। কিন্তু একটি মোড়কের মধ্যে ৫টি পলিতা বা ২৫টি টিউবের বেশী না থাকে এবং মোড়কটি বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এমন ভাবে বদ্ধ ধাতু নির্ম্মিত চোঙ্গ হওয়া চাই।

রেলওয়ের কোয়াসার সিগনাল।

রঞ্জকের টুপী।

পূর্ব্বোক্ত অর্থকরণমত যে যুদ্ধোপকরণের আপনি জ্বলিবার উপায় নাই ও যাহা ১ম বিভাগের অন্তর্গত নহে, ২য় বিভাগের মধ্যে তাহাই ধরা যায়, অর্থাৎ যাহার আপনি জ্বলিবার উপায় নাই এরূপ নিম্নলিখিত দ্রব্য, যথা—

নির্ব্বিঘ্নকর টোটা না হয় বন্দুকাদির এরূপ টোটা,

কামানের, ফাঁপা গোলার, সুড়ঙ্গ করিবার, পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার ও তদ্রূপ অন্যান্য কার্য্যের টোটা ও ছুড়িবার দ্রব্য,

যাহাতে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে, এরূপ ফাঁপা গোলা ও টরপিডো,
নির্ব্বিঘ্নকর পলিতা নহে, এরূপ পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার পলিতা,
ফাঁপা গোলার পলিতা,
স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি দিবার নল,
যুদ্ধের হায়ুই,

পূর্ব্বোক্ত অর্থকরণমত যে যুদ্ধোপকরণের আপনি জ্বলিত হইবার উপায় আছে ও যাহা ১ম বিভাগের অন্তর্গত নহে, ৩য় বিভাগে তাহাই ধরা যাইবে, অর্থাৎ যাহা আপনি জ্বলিবার উপায় আছে এপ্রকারের নিম্নলিখিত দ্রব্য যথা,—

ডিটোনেটর।
নির্ব্বিঘ্নকর টোটা নহে এরূপ বন্দুকাদির টোটা।
নির্ব্বিঘ্নকর পলিতা নহে, পাহাড়াদি ভাঙ্গিবার এরূপ পলিতা।
ফাঁপা গোলার পলিতা।
স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি দিবার নল।

যে টোটা প্রভৃতির সংলগ্ন বা অংশ স্বরূপ এরূপ বন্দোবস্ত থাকে যাহা ঘর্ষণ বা আঘাত দ্বারা তাহাতে স্ফোটন ঘটাইবার বা অগ্নি লাগাইবার উপযোগী, আপনি জ্বলিত হইবার উপায়বিশিষ্ট যুদ্ধোপকরণ শব্দে তদ্রূপ যুদ্ধোপকরণ বুঝাইবে।

৭ম শ্রেণী।—আতসবাজি নামক শ্রেণী।

আতসবাজি শ্রেণীর দুইটী বিভাগ আছে।

১ম বিভাগে আতসবাজি প্রস্তুত করিবার উপকরণাদিকে ধরিতে হইবে অর্থাৎ রাসায়নিক সংযোগ কিম্বা সামান্যরূপ মিশ্রণ দ্বারা প্রস্তুত স্ফোটনীয় বা আশু জ্বলনশীল ভাবের যে দ্রব্য আতসবাজি প্রস্তুত করণার্থ ব্যবহৃত হয় ও পূর্ব্বোক্ত কয়েক শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্যের অন্তর্গত না হয় তাহা এবং পশ্চাল্লিখিত নিয়মবিধির অধীনে তারার ও রঙ্গিল আলোর উপকরণ।

তৈয়ারি করা আতসবাজি ২য় বিভাগের অন্তর্গত অর্থাৎ উপরি লিখিত কোন শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং আতসবাজির মিশ্রিত উপকরণ যখন কোন কেসে পুরিয়া কি অন্য কোন প্রকার কৌশলে মুড়িয়া কি অন্য কোন রকমে পটকা, দমা, টয়ক্যাপ বা আমর্সি, সাপ বাজি, (যুদ্ধের হায়ুই, ভিন্ন) হায়ুই, মারুণ বাজি, লাঙ্গবাজি, চরকি বাজি, চাইনিজ ফায়ার বাজি রোমান কাণ্ডল বাজি কিম্বা অন্যান্য প্রকার আতসবাজি বা আতসবাজির সিগনাল বা শব্দের সিগনাল হইবার পক্ষে বিশিষ্ট উপযোগী কোন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয় তখন ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য ও মিশ্রিত উপকরণ।

কিন্তু শক্ত করিয়া নির্ম্মিত ও বায়ু প্রবেশ করিতে না পারে এরূপে বদ্ধ যে ধাতুর আবরণের মধ্যে অনধিক এক পৌণ্ড রঙ্গিল আলোর এরূপ উপকরণ থাকে যাহা আপনা আপনি জ্বলিয়া উঠিতে না পারে তাহাকে "তৈয়ারি করা আতসবাজি" বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

প্রস্তুত করণ, নিকটে রাখন ও বিক্রয় করণ বিষয়ক
(ক) সাধারণ বিধি।

২। এই বিধিমতে প্রদত্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্সের নিয়মাধীনে ও তদনুসারে না হইলে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা যাইবে না :—

কিন্তু,—

(ক) কার্য্যে লাগাইবার অথবা বিক্রয়ের জন্য না হইয়া কেবল কিমীয় পরীক্ষা কার্য্যের নিমিত্ত অল্প পরিমাণে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা গেলে তৎপ্রতি কিম্বা

(খ) এই বিধিতে ব্যক্তি বিশেষের ব্যবহারের জন্য নিকটে রাখিবার নিমিত্ত যে পরিমাণের অনুমতি দেওয়া গেল বিক্রয়ের জন্য না হইয়া ব্যক্তিবিশেষের ব্যবহারার্থে নির্ব্বিঘ্নকর টোটা সেই পরিমাণে ভরা গেলে তৎপ্রতি,

—এই ধারা খাটিবে না।

৩। যে কোন ব্যক্তি ২ বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবে তাহার ৩০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

৪। এই বিধিমতে প্রদত্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্সের নিয়মাধীনে ও তদনুসারে না হইলে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখা যাইবে না।

কিন্তু এই বিধি নিম্নলিখিত স্থলে খাটিবে না,—

(১) কোন ব্যক্তি বিক্রয়ের জন্য না হইয়া আপন ব্যবহারের নিমিত্ত —

(ক) একই বাটীতে ৩০ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ বারুদ কিম্বা উক্ত পরিমাণ বারুদের পরিবর্ত্তে ১৫ পৌণ্ড পরিমিত অন্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য কিম্বা তদপেক্ষা কম পরিমাণ যে বারুদ তদভিপ্রায়ে নিকট রাখা না যায় তাহার পরিবর্ত্তে অন্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের ঐ পরিমাণের অর্দ্ধেক, কিম্বা

(খ) ১৫০ পৌণ্ড পরিমাণের অনধিক যে বারুদ নির্ব্বিঘ্নকর টোটার মধ্যে থাকে তাহা কিম্বা তৎপরিবর্ত্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ম বিভাগের যুদ্ধোপকরণের মধ্যে যে স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে তাহার ১৫০ পৌণ্ড কিম্বা তদপেক্ষা কম পরিমাণে যে বারুদ তদভিপ্রায়ে নিকটে রাখা না যায় তাহার পরিবর্ত্তে অন্য যে স্ফোটনীয় দ্রব্য তদ্রূপে মধ্যে থাকে তাহার ঐ পরিমাণ নিকটে রাখিলে তৎপ্রতি এই বিধি খাটিবে না।

ব্যতিক্রম স্থল।—এই ধারার নিয়মবিধির উপরিলিখিত অংশের কোন কথা ক্রমে কোন ব্যক্তি আপন ব্যবহারার্থে নিম্নলিখিত কোন দ্রব্য নিকটে রাখিবার অনুমতি পাইলেন বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে না।—

(ক) ৪ক ধারার নিয়মের অধীনে না হইলে ৩য় (নাইট্রো কম্পৌণ্ড) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য, কিম্বা ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য কিম্বা,

(খ) স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় (১৮৮৪ সালের ৪ আইনের) ৬ ধারামত বিজ্ঞাপনক্রমে যে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে সম্পূর্ণরূপে নিষেধ করা গিয়াছে তাহা, কিম্বা

(গ) উক্ত ধারামত বিজ্ঞাপনক্রমে যে স্থলে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিয়মাধীনে নিকটে রাখিতে নিষেধ করা গিয়াছে সেই স্থলে উক্ত সকল নিয়মাধানে না হইলে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য।

২। বিক্রয়ের জন্য না হইয়া অবিলম্বে ব্যবহার করিবার নিমিত্তে আনীত ও অভিপ্রেত আতসবাজি পরিমাণে যতই হউক নিকটে রাখা গেলে এবং সর্ব্বসাধারণের নির্ব্বিঘ্নতার জন্য যথারীতি সাবধানতা সহকারে কোন নির্ব্বিঘ্ন ও উপযুক্ত স্থানে ১৪ দিনের অনধিক কাল উহা রক্ষিত হইলে তৎপ্রতি এই বিধি খাটিবে না।

৩। স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় (১৮৮৪ সালের ৪ আইন) মতে প্রণীত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের চালান বিষয়ক বিধির বিধান অনুসারে উহা রক্ষা বা চালান করা গেলে চালান করিবা জন্য কোন বাহক বা অন্য ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য নিকটে রাখিলে তৎপ্রতি এই বিধি খাটিবে না।

৪। সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইন সমূহের বিধানানুসারে কিম্বা ঐ সকল আইনমত কোন আদেশ বা নিয়মানুসারে কোন জাহাজে বারুদ, হায়ুই কিম্বা অন্য স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখা গেলে, তৎপ্রতি এই বিধি খাটিবে না।

৪ ক। নিম্নলিখিত নিয়মগুলির কোন একটীর অধীনে না হইলে ৩য় (নাইট্রো কম্পোণ্ড) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে পারা যাইবে নাঃ—

(ক) D কিম্বা E ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সের অধীনে না হইলে।

(খ) D কিম্বা E ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তি কর্তৃক তাঁহার অধীনে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তিকে প্রদত্ত ছাড় পত্রের অধীনে না হইলে। ঐ ছাড়পত্রে ৫ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার অনুমতি থাকিবে এবং উহা ২৪ ঘণ্টার অধিক বলবৎ থাকিবে না। প্রত্যেক ছাড়পত্রে অধীনস্থ কর্ম্মকারী যে ব্যক্তিকে দেওয়া হইল তাঁহার নাম, যে পরিমাণ রাখিবার অনুমতি দেওয়া গেল তাহা এবং যে তারিখের যে ঘণ্টায় দেওয়া গেল তাহা লিখিত থাকিবে।

(গ) E ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তি D ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তির অধীনে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তিকে মোহরাঙ্কিত বদ্ধ বাক্সে করিয়া ৬০ পৌণ্ডের অনধিক ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য ঐ লাইসেন্সধারির নিকটে লইয়া যাইবার জন্য কিম্বা E ফারমে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কোন ব্যক্তির অধীনে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ বাক্সে করিয়া ঐ লাইসেন্সধারির নিকটে ১০০ পৌণ্ডের অনধিক ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য লইয়া যাইবার জন্য যে ছাড়পত্র দেন তদনুসারে না হইলে। ঐ ছাড়পত্র ২৪ ঘণ্টার অধিক বলবৎ থাকিবে না।

এই ধারার প্রয়োজনার্থ “লাইসেন্সধারী” শব্দে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকেও বুঝাইবেঃ—

(১) কোন কোম্পানিকে প্রদত্ত লাইসেন্সের স্থলে ঐ কোম্পানির স্থানীয় এজেণ্ট কিম্বা কার্য্যাধ্যক্ষকে কিম্বা ঐ কোম্পানির

অধীনে কর্ম্মকারী যে ব্যক্তিকে ঐ স্থানীয় এজেণ্ট বা কার্য্যাধ্যক্ষ এই ধারামত আপন ক্ষমতা পরিচালনার্থ লিখিত অনুমতি দেন তাঁহাকে। ঐ অনুমতিপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার কর্ত্তৃপক্ষ ক্রোড় স্বাক্ষর করিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি বিশেষকে প্রদত্ত লাইসেন্সের স্থলে ঐ ব্যক্তির অধীনে কর্ম্মকারী যে ব্যক্তি এই ধারামত তাঁহার ক্ষমতা পরিচালনার্থ উপরোক্ত নিয়মাধীনে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন তাঁহাকে।

৫। কোন ব্যক্তি ৪ কিম্বা ৪ক বিধি লঙ্ঘন করিয়া কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিলে তাহার এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

৬। এই বিধিমতে প্রদত্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার লাইসেন্সের নিয়মাধীনের ও তদনুসারে না হইলে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তি আপন ব্যবহারার্থে আইনমতে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে পারে উহা তৎকর্ত্তৃক যে ব্যক্তির উহা নিকটে রাখিবার পক্ষে আইনে নিষেধ নাই তাঁহাকে বিক্রয় করণের প্রতি এই বিধি খাটিবে না।

৭। কোন ব্যক্তি ৬ বিধি লঙ্ঘন করিয়া স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিলে তাহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(খ) বারুদ এবং কোনং স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

৮। ১ম (বারুদ) শ্রেণীর কিম্বা ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার কিম্বা নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার কিম্বা নিকটে রাখিবার লাইসেন্স প্রবল থাকিবার সময়ে লাইসেন্স-দাতা কর্ত্তৃপক্ষ মোট যে পরিমাণের ও যে যে স্থানের অনুমোদন করেন সেই পরিমাণে তত্তৎস্থানে উক্ত দ্রব্য প্রস্তুতাদি করিবার লাইসেন্স কোন প্রেসিডেন্সী নগর ও উহার শাখানগরে হইলে পোলিসের কমিশনর সাহেব এবং অন্যত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইতে পারিবে।

কিন্তু কোন লাইসেন্সধারী যে স্থানের প্রতি লাইসেন্স খাটে সেই স্থানে একই সময়ে ২০০ পৌণ্ডের অধিক বারুদ, ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের যুদ্ধোপকরণ অন্তর্গত ৫০০ পৌণ্ডের অধিক কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য ও ২০০ পৌণ্ডের অধিক আতসবাজি অথবা ঐ সকল স্ফোটনীয় দ্রব্যের মধ্যে কোনটীর যত কম পরিমাণ লাইসেন্সদাতা কর্ত্তৃপক্ষ এতদর্থে আদেশ করেন তাহার অধিক রাখিতে পারিবেন ঐরূপ লাইসেন্সের কোন কথায় এইরূপ বিবেচনা করিতে হইবে না।

৯। ঠিক পূর্ব্ব বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য নিম্নলিখিত ফী দিতে হইবে।—

(১) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে অত্যুচ্চ পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে সেই পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ২০৲ টাকা ফী।

(২) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ১০৲ টাকা ফী।

(৩) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার সিকি পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ৫৲ টাকা ফী।

(৪) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে অত্যুচ্চ পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে সেই পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার জন্য ১০৲ টাকা ফী।

(৫) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার অর্দ্ধেক পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার জন্য ৫৲ টাকা ফী।

(৬) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণের উল্লেখ হইয়াছে তাহার সিকি পরিমাণে কিম্বা তদপেক্ষা ন্যূন পরিমাণে ঐ দ্রব্য নিকটে রাখিবার ও বিক্রয় করিবার জন্য ২॥০ টাকা ফী, এবং

(৭) স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ॥০ আনা ফী।

১০। ৮ বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স এতৎসংযুক্ত তফসীলের A বা B, কিম্বা স্থলবিশেষে C চিহ্নিত ফারমে প্রদত্ত হইবে এবং ঐ ফারমের নির্দ্দিষ্ট নিয়মসমূহের অধীন হইবে।

১১। যে সকল নিয়মের অধীনে ৮ বিধিমতে লাইসেন্স প্রদত্ত হয় যে কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করেন, তাঁহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(গ) অন্যান্য স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

১২। ৮ বিধির উল্লিখিত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্যান্য স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব প্রত্যেক স্থলে যত ফী, যে ফারম, যে মিয়াদ এবং যে যে নিয়ম নির্দ্দেশ করেন সেই ফী দিলে সেই ফারমে সেই মিয়াদের জন্য এবং সেই সেই নিয়মাধীনে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে।

কিন্তু মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ঐরূপ কোন লাইসেন্সের বেলা, স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স যে প্রকার ও যে পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য সম্পর্কীয় হয় সেই প্রকার ও সেই পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্সের জন্য পরে যে সকল নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সেই সকল নিয়ম নির্দ্দেশ করিবেন।

১৩। যে সকল নিয়মের অধীনে ১২ বিধিমত লাইসেন্স প্রদত্ত হয় কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাঁহার ৩০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(ঘ) অন্যান্য স্ফোটনীয় দ্রব্য অল্প পরিমাণে নিকটে রাখিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

১৪। লাইসেন্সদাতা কর্ম্মচারী যে যে স্থানের অনুমোদন করেন ৮ বিধির উল্লিখিত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য স্ফোটনীয় দ্রব্য সেই সেই স্থানে নিকটে রাখিবার লাইসেন্স উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য যদি ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর না হয় ও একই সময়ে যে পরিমাণ উক্ত দ্রব্য নিকটে রাখা যাইবে তাহা ৬০ পৌণ্ডের অধিক না হয় তাহা হইলে কোন প্রেসিডেন্সী নগরে ও উহার শাখা নগরে পোলীসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত হইবে।

১৫। ১৪ বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স এতৎসংযুক্ত তফসীলের D চিহ্নিত ফারমে প্রদত্ত হইবে, এবং ঐ ফারমের নির্দ্দিষ্ট নিয়মসমূহের অধীন হইবে। ঐরূপ প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ৫৲ টাকা ফী দিতে হইবে।

১৬। যে সকল নিয়মের অধীনে ১৪ বিধিমত লাইসেন্স প্রদত্ত হয় কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(ঙ) সাধারণতঃ স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

১৭। ৮ ও ১৪ বিধিমতে যে লাইসেন্স দেওয়া যায় স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার জন্য তদ্ভিন্ন অন্য লাইসেন্স যদি উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর না হয়, তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নিম্নলিখিত কার্য্যপ্রণালী অনুসারে প্রদত্ত হইতে পারিবে :—

(১) দরখাস্তকারী জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট, কিম্বা প্রেসিডেন্সী নগর ও উহার শাখা নগরে হইলে পোলীসের কমিশনর সাহেবের নিকট একখানি লিখিত দরখাস্ত অর্পণ করিবেন। যে স্থানে স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার প্রস্তাব করা হয় (ঐ স্থান পরে ইহাতে বারুদখানা বলিয়া উল্লিখিত হইল) তাহার ও তাহা যেখানে থাকে তাহার একখানি নক্সা (যে কোন ইস্কেল অনুসারে প্রস্তুত) ঐ দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

(২) দরখাস্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির মধ্যে যেগুলি খাটে তাহার বিশেষ বিবরণ থাকিবে, অর্থাৎ—

(ক) যে জমির উপর বারুদখানা থাকে তাহার চৌহদ্দী এবং ঐ স্থান বেষ্টন করিয়া যে পরিমাণ জমী ফাঁকা রাখিতে হইবে ও যে ইমারতাদি হইতে পৃথক করিয়া উহা ফাঁকা রাখিতে হইবে তাহা কিম্বা বারুদখানা বা উহার কোন অংশের এবং অন্যান্য ইমারতাদির মধ্যে যে দুরত্ব রাখিতে হইবে তাহা।

[যদি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক এতদর্থে সর্ব্বাপেক্ষা কম দূরত্বের একটী টেবিল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে দূরত্ব সম্বন্ধীয় গবর্ণমেণ্টের তালিকায় ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্যের জন্য (যে পরিমাণ অভিপ্রেত সেই পরিমাণ গুদামজাত করা হইলে) যে দূরত্ব নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে বারুদখানা ও নানা শ্রেণীর ইমারতাদির মধ্যে দূরত্ব তদপেক্ষা কম করিয়া রাখিতে হইবে না।]

(খ) বারুদখানার বা তৎসংক্রান্ত সকল মাটির ঢিবী ও ইমারতাদির অবস্থান, প্রকৃতি ও নির্ম্মাণ প্রণালী এবং উহাদের এক হইতে অন্যের দূরত্ব।

(গ) যে পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং সম্পূর্ণরূপেই হউক বা আংশিক রূপেই হউক উহার মিশ্রিত উপকরণগুলির যে পরিমাণ একই সময়ে বারুদখানার সীমার মধ্যে লইয়া যাইবার অনুমতি দিতে হইবে, এবং

(ঘ) কোন ইমারতাদি যে স্থানে আছে বা যেরূপে অবস্থিত বা যেরূপে নির্ম্মিত তৎসংক্রান্ত বিশেষ কোন অবস্থা হেতুক অথবা কোন কার্য্যপ্রণালীর ভাব বশতঃ বা অন্য কোন কারণে দরখাস্তকারী যে বিশেষ কোন নিয়মের প্রস্তাব করেন তাহা।

(৩) উক্ত দরখাস্ত পাওয়া গেলে,

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব অথবা স্থল বিশেষে পোলীসের কমিশনর সাহেব ঐ দরখাস্তের নোটিস প্রকাশ করাইয়া একটি দিন ধার্য্য করিয়া দিবেন। প্রস্তাবিত স্থানে বারুদখানা স্থাপন সম্বন্ধে যে ব্যক্তিদের আপত্তি থাকে তাঁহারা শুননীর দিনের অন্যূন পূর্ণ সাত দিন পূর্ব্বে উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কমিশনর সাহেবের এবং দরখাস্তকারির নিকট তাঁহাদের উপস্থিত হইয়া আপত্তি করিবার অভিপ্রায় আছে ইহার নোটিস এবং তাঁহাদের নাম, ঠিকানা ও ব্যবসায়ের কথা এবং তাঁহাদের আপত্তির হেতুর সংক্ষিপ্ত বিবরণপত্র পাঠাইয়া দিলে ঐ দিনে তাঁহাদের আপত্তি শুনা যাইবে।

(খ) যে স্থলে প্রস্তাবিত বারুদখানা কোন মিউনিসিপালিটী বা কোন বন্দরের কর্ত্তৃপক্ষের এলাকার সীমার মধ্যে কিম্বা উহার এক মাইলের মধ্যে থাকে, সে স্থলে দরখাস্তকারী দরখাস্তের এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক যে দিন শুননি হইবে তাহার নোটিস ঐ কর্ত্তৃপক্ষের উপর জারী করাইবেন।

(গ) জিলার মাজিষ্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনর সাহেব শুননির দিনের অন্যূন এক মাস পূর্ব্বে দরখাস্তকারির ব্যয়ে ঐ ২ নোটিস প্রকাশ ও জারি করাইবেন।

(ঘ) জিলার মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কমিশনর সাহেব তাঁহার নিকট দরখাস্ত করা যাইবার পর যত শীঘ্র সুসাধ্য হয়, শুননীর দিন ধার্য্য করিবেন এবং ঐরূপে যে সময় ধার্য্য হয় তাহা দরখাস্তকারী কর্ত্তৃক নোটিসগুলি প্রকাশ ও জারী করণ হইতে উক্ত এক মাস অতীত হইবার পর যত শীঘ্র সম্ভব হয় হইবে।

(ঙ) দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিয়া ও যেরূপ তদন্ত করা আবশ্যক বিবেচনা হয় তাহা করিবার পর, জিলার মাজিষ্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনর সাহেব প্রস্তাবিত স্থানে ঐরূপ নূতন বারুদখানা স্থাপন সম্বন্ধে সম্পূর্ণরূপ অমত করিতে পারিবেন অথবা তাহা করিতে বিনা সর্ত্তে কিম্বা অতিরিক্ত নিয়ম বা সতর্কতাসূচক সর্ত্ত করিয়া সম্মতি দিতে পারিবেন।

(চ) তদন্ত শেষ হইলে, জেলার মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কমিশনর সাহেব তাঁহার অনুরোধ সহিত ঐ দরখাস্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে প্রেরণ করিবেন। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার পর, জিলার মাজিষ্ট্রেট বা পোলিসের কমিশনর সাহেবের অনুরোধানুযায়ী কিম্বা যেরূপ উপযুক্ত বিবেচিত হয় তদ্রূপ অতিরিক্ত নিয়ম ও সতর্কতার সর্ত্ত যোগ করিয়া দিয়া হয় প্রার্থিত লাইসেন্স দিতে পারিবেন, নয় ঐরূপ লাইসেন্স দিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি প্রস্তাবিত বারুদখানা কোন বসতবাটী, বড় রাস্তা, ষ্ট্রীট, সাধারণের গমনাগমনের দুই মুখ খোলা পথ বা সাধারণ স্থান হইতে ২০০ গজের কম দূর হয় কিম্বা যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য কোন কারণে পরামর্শসিদ্ধ বিবেচনা করেন তাহা হইলে লাইসেন্স দিবার পূর্ব্বে স্ফোটনীয় দ্রব্যের কোন ইনস্পেক্টরের দ্বারা ঐ স্থান পরিদর্শন করাইবার পর তাঁহার মত গ্রহণ করিবেন।

যে পরিমাণ দূরত্ব রক্ষা করিতে হইবে যদি তাহার একটি টেবিল নির্দ্দিষ্ট হইয়া থাকে তাহা হইলে ঐ স্থলের নিমিত্ত সর্ব্বাপেক্ষা যে কম দূরত্ব ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তৎসম্বন্ধীয় বিধান লঙ্ঘন করা না হয় ইহা দেখিলেই যথেষ্ট হইবে।

কিন্তু দূরত্বের টেবিল প্রচারিত হইবার পূর্ব্বে দেওয়া হইয়াছে এমন কোন লাইসেন্স নূতন করিয়া লইবার জন্য দরখাস্ত হইলে যদি স্ফোটনীয় দ্রব্যের ইন্স্পেক্টর এরূপ পরামর্শ দেন যে দূরত্বের টেবিল মান্য না করিয়াও বিনা বিপদে লাইসেন্স নূতন করিয়া দেওয়া যাইতে পারে তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ টেবিল মান্য করিতে হইবে এরূপ আদেশ না দিয়াও লাইসেন্স নূতন করিয়া দিতে পারিবেন।

(ছ) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট লাইসেন্স দিলে উহা জিলার মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কমিশনর সাহেবের নিকট পাঠাইয়া দিবেন। ঐ বারুদখানার ব্যবহার হইতে পারিবার নিমিত্ত লাইসেন্স অনুযায়িক উহার নির্ম্মাণ কার্য্য যথেষ্টরূপ হইয়াছে তাঁহারা ইহা স্ববোধমতে জানিলে ঐ লাইসেন্স দৃঢ় করিবেন। কিন্তু যাবৎ ঐরূপে দৃঢ়ীকৃত না হয় তাবৎ ঐ লাইসেন্স বলবৎ হইবে না।

১৮। ১৭ বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ২০৲ টাকা ফী দিতে হইবে।

১৯। ১৭ বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স এতৎ সংযুক্ত তফসীলের E চিহ্নিত ফারমে প্রদত্ত হইবে এবং ঐ ফারমের নির্দ্দিষ্ট নিয়ম সমূহের অধীন হইবে।

১৯ ক। অগ্রে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া এবং যে কোন নিয়ম বা নিষেধ করা আবশ্যক বিবেচিত হয় তদধীনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ১৭ বিধি অনুসারে কোন ভাসমান বারুদখানায় স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও ঐরূপ সকল বিশেষ স্থলে ১৭ বিধির নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালীর ও লাইসেন্সের E চিহ্নিত ফারমের আবশ্যকমত পরিবর্ত্তন করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

২০। যে সকল নিয়মের অধীনে ১৭ বিধিমত লাইসেন্স প্রদত্ত হয় কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

২১। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব প্রত্যেক স্থলে যে ফী, যে ফারম ও যে২ নিয়ম নির্দ্দেশ করেন সেই ফী দিলে সেই ফারমে সেই২ নিয়মাধীনে তৎকর্ত্তৃক ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স প্রদত্ত হইবে।

২২। যে সকল নিয়মের অধীনে ২১ বিধিমত লাইসেন্স প্রদত্ত হয়, কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে তাহার ১০০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(ঙ) অন্যান্য স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার লাইসেন্স দিবার বিধি।

২৩। ৮ বিধির উল্লিখিত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া অন্য স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার লাইসেন্স প্রেসিডেন্সী নগর ও উহার শাখানগরে পোলীসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক, এবং অন্যত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তিকে প্রদত্ত হইতে পারিবে।

২৪। ২৩ বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্সের জন্য ৫৲ টাকা ফী দিতে হইবে।

২৫। ২৩ বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স এতৎসংযুক্ত তফসীলের F চিহ্নিত ফারমে প্রদত্ত হইবে এবং ঐ ফারমের নির্দ্দিষ্ট নিয়মসমূহের অধীন হইবে।

২৬। যে সকল নিয়মের অধীনে ২৩ বিধিমত লাইসেন্স প্রদত্ত হয় কোন ব্যক্তি তাহার কোন নিয়ম ভঙ্গ করিলে, তাহার ৫০০৲ টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

(চ) অতিরিক্ত বিধি।

২৭। এই বিধিতে নিম্নে যে কর্ম্মচারিদের উল্লেখ করা হইল তাঁহারা যথাক্রমে পশ্চাল্লিখিত স্থানের মধ্যে নিম্নোক্ত কর্ম্ম সকল করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলেন।—

(ক) স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনক্রমে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স অনুসারে যে কোন স্থান, গাড়ী বা জলযানে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা, নিকটে রাখা, ব্যবহার করা বিক্রয় করা, চালান করা বা আমদানী করা হইতেছে কিম্বা কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য ঐ আইন কিম্বা ঐ আইনমত বিধি লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুত করা, নিকটে রাখা, ব্যবহার করা, বিক্রয় করা, চালান করা বা আমদানী করা হইয়াছে বা হইতেছে বলিয়া তাঁহাদের বিশ্বাস করিবার কারণ আছে সেই স্থান, গাড়ী বা জলযানে প্রবেশ করিবার ও তাহা দেখিবার ও পরীক্ষা করিবার।

(খ) তাহার মধ্যে স্ফোটনীয় দ্রব্যের জন্য তালাস করিবার।

(গ) তাহার মধ্যে প্রাপ্ত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের নমুনার মুল্য দিয়া তাহা গ্রহণ করিবার, এবং

(ঘ) তথায় প্রাপ্ত যে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য সম্বন্ধে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে উক্ত আইনের কিম্বা উক্ত আইনমত বিধির বিধান লঙ্ঘন করা হইয়াছে তাহা আপন বিবেচনানুসারে ধৃত করিবার, আটক করিবার, স্থানান্তরিত করিবার ও সর্ব্বসাধারণের নিরাপত্তার নিমিত্ত আবশ্যক হইলে, নষ্ট করিবার।

স্থান।	কর্ম্মচারী।
বঙ্গদেশের সমস্ত অংশে ...	ইছাপুরের বারুদের কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট। ইছাপুরের বারুদের কারখানার আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট।
আপন২ জেলার মধ্যে ...	সমস্ত জেলার মাজিষ্ট্রেট।
আপন২ এলাকার অন্তর্গত স্থানের মধ্যে।	জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন সমস্ত মাজিষ্ট্রেট।
কলিকাতা নগরে ও সহরতলীতে।	কলিকাতার পুলিসের কমিশনর এবং পুলিসের কমিশনর হইতে বিশেষমতে তদর্থে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে ইন্স্পেক্টরের পদের নিম্ন পদধারী না হন এমন সমস্ত পুলিসের কর্ম্মচারী।

কিন্তু—

(১) যখনই ইছাপুরের বারুদের কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য ধৃত করেন, আটক করেন বা স্থানান্তরিত করেন তাঁহাকে তখনই ঐ বিষয় জেলার মাজিষ্ট্রেটকে রিপোর্ট করিতে হইবে, এবং

(২) উক্ত কারখানার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট বা আসিষ্টাণ্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট কিম্বা জেলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট অগ্রে জেলার মাজিষ্ট্রেটের মঞ্জুরি না লইয়া ঐরূপ কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নষ্ট করিবেন না।

২৮। কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আপনার বারুদখানা বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত প্রেমিস-সম্বন্ধে উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য দিয়া বিক্রয়ের নিমিত্ত বা অন্য কোন প্রয়োজনার্থে ছোট ছোট বন্দুক প্রভৃতির কোন টোটা পূরণ করেন বলিয়া তাঁহাকে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স লইতে হইবে না।

কিন্তু তাঁহার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ ঃ—

(১) যে ঘরে ঐরূপ পূরণ কার্য্য চলিতেছে সেই ঘরে পাঁচ পৌণ্ডের বেশী বারুদ কিম্বা অপর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে নির্দ্দিষ্ট করেন সেই দ্রব্যের সেই পরিমাণের বেশী থাকিবে না। কিন্তু উহা লইয়া নির্ব্বিঘ্ন টোটা প্রস্তুত করা হইলে থাকিতে পারিবে।

(২) ঐরূপ পূরণ কার্য্য চলিবার সময় টোটা প্রস্তুত করিবার সহিত যাহার সংস্রব নাই এরূপ কোন কার্য্য ঐ ঘরে করা যাইবে না।

(৩) ঐরূপ পূরণ কার্য্য চলিবার সময় ঐ ঘরে আগুন বা কোন প্রকার কৃত্রিম আলো থাকিবে না। কিন্তু এরূপ গঠন, অবস্থান বা রকমের আলো থাকিতে পারিবে যাহা হইতে আগুন লাগিবার বা স্ফোটন হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

(৪) যে ঘরে ঐ পূরণ কার্য্য চলে তাহা বারুদখানা হইতে পৃথক করা হইবে কি উহার খুব নিকট থাকিবে এবং বারুদখানা হইতে উহার যেরূপ দূর হইবার কথা লাইসেন্সদায়ী কর্ত্তৃপক্ষ লাইসেন্সে লিখিয়া দেন তত দূরে হইবে। এবং

(৫) দখীলকার লাইসেন্সদায়ী কর্ত্তৃপক্ষকে নুটিস দিবেন যে, এই বিধি অনুসারে টোটা যেরূপ পূরণ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল তাঁহার তদ্রূপ পূরণ কার্য্য চালাইবার অভিপ্রায় আছে।

২৮ক। কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স-প্রাপ্ত কোন ব্যক্তি আপনার বারুদখানা বা লাইসেন্স প্রাপ্ত প্রেমিস সম্বন্ধে টোটা পূরণ করিয়া, চার্জ্জ প্রস্তুত করিয়া শুষ্ক করিয়া, ঝাড়িয়া, লাগাইয়া দিয়া বা অন্য রকমে কেবলমাত্র আপন সুড়ঙ্গে কিম্বা খনিতে কিম্বা আপনার চালান অথবা আপন কর্ত্তৃত্বাধীন কোন খাদ বা ওয়ার্কে ব্যবহারার্থ উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য উপযোগী করেন বা প্রস্তুত করেন বলিয়া তাঁহাকে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স লইতে হইবে না।

কিন্তু তাঁহার নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি পালন করিতে হইবে, অর্থাৎ :—

(১) যে কারখানায় ঐরূপ উপযোগীকরণ বা প্রস্তুতকরণ কার্য্য চলে তথায় ১০০ পৌণ্ডের বেশী বারুদ কিম্বা অপর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের যে পরিমাণ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তদর্থে নির্দ্দিষ্ট করেন সেই দ্রব্যের সেই পরিমাণের বেশী থাকিবে না।

(২) ঐরূপ উপযোগীকরণ বা প্রস্তুত করণ কার্য্য চলিবার সময় ঐ কার্য্যের সহিত যাহার সংশ্রব নাই এরূপ কোন কার্য্য উক্ত কারখানায় করা যাইবে না।

(৩) উক্ত কারখানা বারুদখানা হইতে পৃথক রাখা হইবে কিন্তু উহার খুব নিকটে থাকিবে এবং বারুদখানা হইতে উহার যেরূপ দূর হইবার কথা লাইসেন্সদায়ী কর্ত্তৃপক্ষ লাইসেন্সে লিখিয়া দেন তত দূরে হইবে।

(৪) এক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য পরিবর্ত্তিত করিয়া অন্য প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য করা হইবে না ও উহা নষ্ট বা বিশ্লিষ্ট করিয়া উহার উপাদান বাহির করা হইবে না। এবং

(৫) দখীলকার লাইসেন্সদায়ী কর্ত্তৃপক্ষকে নুটিস দিবেন যে, এই বিধি অনুসারে যেরূপ উপযোগীকরণ বা প্রস্তুত করণ কার্য্যের অনুমতি দেওয়া হইল তাঁহার তদ্রূপ কার্য্য চালাইবার অভিপ্রায় আছে।

ঘ। সাধারণ বিধি।

২৯। এই সকল বিধিমতে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্স যেং নিয়মাধীনে প্রদত্ত হয়, তাহার কোন নিয়ম লঙ্ঘন হইলে ঐ লাইসেন্স রহিত করা যাইতে পারিবে।

৩০। স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, নিকটে রাখিবার বা বিক্রয় করিবার লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে কি তিনি দেউলিয়া হইলে কিম্বা মানসিক ভ্রমে অপারগ কি অন্য রকমে অক্ষম হইয়া পড়িলে, উক্ত লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির কর্ম্ম যে ব্যক্তি চালান তাঁহার ঐ লাইসেন্সদায়ী কর্ত্তৃপক্ষের নিকট মূল লাইসেন্সের অবশিষ্ট কাল ঐ লাইসেন্সক্রমে কার্য্য করণার্থে আপন নামে নূতন লাইসেন্স পাইবার নিমিত্ত দরখাস্ত করিতে হইলে যুক্তিসিদ্ধ যে কাল আবশ্যক সেই কালের জন্য কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় (১৮৮৪ সালের ৪) আইনমতে কি ঐ আইনক্রমে প্রণীত বিধিমতে সম্পত্তি—দণ্ড বা অন্য কোন দণ্ড হইতে পারিবে না। এক টাকা দিলে ঐ নূতন লাইসেন্স দেওয়া যাইবে।

৩১। এই সকল বিধিমতে যে ফী আদায় করা যাইবে তাহা "ছাপা করা ইষ্টাম্প" যোগে লওয়া যাইবে। লাইসেন্স পাইবার কি লাইসেন্স নূতন করিয়া লইবার দরখাস্ত, তৎসম্বন্ধে অন্য রকমের বিধান না হইয়া থাকিলে সাদা কাগজে লেখা যাইবে। তদ্রূপ লাইসেন্স দিতে হইলে বা নূতন করিয়া দিতে হইলে যে ফী লওয়া যাইতে পারে সেই ফীর তুল্য মূল্যের "ছাপা করা ইষ্টাম্প" কাগজে লাইসেন্সগুলি লিখিতে হইবে।

৩২। ১২ বিধিমতে স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার লাইসেন্স কিম্বা ২১ বিধিমতে ৫ম (ফুলমিনেট) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স ছাড়া অন্য সকল লাইসেন্সের মিয়াদ যে বৎসরের জন্য ঐ লাইসেন্স দেওয়া যায় সেই বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর তারিখে ফুরাইবে। ১২ ও ২১ বিধিমতে প্রদত্ত লাইসেন্স ঐ২ লাইসেন্সের লিখিত মিয়াদের জন্য প্রবল থাকিবে। কিন্তু কোন লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হইবার পূর্ব্বে দরখাস্ত করা গেলে ও প্রথম বারের ফি দিলে ঐ লাইসেন্স নূতন করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে। কিন্তু যদি ভাবগতিকের এরূপ পরিবর্ত্তন হইয়া থাকে যে আইন ও বিধি অনুসারে নূতন লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারে না অথবা যদি লাইসেন্সদাতা কর্ত্তৃপক্ষ লাইসেন্স দিতে আপত্তি আছে বিবেচনা করেন তাহা হইলে উহা নূতন করিয়া দেওয়া যাইবে না।

৩৩। এই সকল বিধিমতে প্র ত্ত লাইসেন্স হারান গেলে কি দৈবাৎ নষ্ট হইলে লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ।।০ আট আনা ফী দিলে দোকর লাইসেন্স পাইতে পারিবেন।

৩৪। এই সকল বিধি অনুসারে প্রদত্ত লাইসেন্সধারী কি ঐরূপ লাইসেক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তি, **স্ফোটনীয় দ্রব্য সমূহের কোন ইনস্পেক্টর** কোন মাজিষ্ট্রেট, কি পোলিস ষ্টেশনের অধ্যক্ষ কি পোলিসের ঊর্দ্ধতন পদধারী কোন পোলিসের কর্ম্মচারী তাঁহার প্রতি ঐ লাইসেন্স উপস্থিত করিবার আদেশ করিলে, উহা উপস্থিত করিতে বাধ্য হইবেন।

৩৫। মাজিষ্ট্রেটেরা কি অন্য যে কর্ত্তৃপক্ষেরা এই সকল বিধিক্রমে কার্য্য করেন তাঁহাদিগকে আপন২ শাসনসংক্রান্ত উপরিস্থ কর্ত্তৃপক্ষের ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে আপন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে।

৩৬। পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিসমূহ অনুসারে লাইসেন্স দিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ত্তৃপক্ষ উচিত বোধ করিলে লাইসেন্সের উপর লিখিত আজ্ঞা দিয়া ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমত উক্ত প্রকারের লাইসেন্সের ন্যায় ঐ লাইসেন্স ফলবৎ হইবে, এই আদেশ করিতে পারিবেন।

৩৭। যে ব্যক্তিরা ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনক্রমে কি ঐ আইনমতে প্রণীত বিধিক্রমে ঐ আইনের অর্থমত যুদ্ধোপকরণের মধ্যে গণ্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য আইনমতে রাখিতে পারেন তাঁহারা আপন২ ব্যবহারার্থ যুক্তিযুক্ত পরিমাণে ঐরূপ স্ফোটনীয় দ্রব্য এই সকল বিধিমতে লাইসেন্স বিনা রাখিতে পারিবেন।

তফসীল।

A ফারম।

(৮ ধারা দেখ।)

ইষ্টাম্প যোগে টাকা ফী।

বারুদ কিম্বা ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কিম্বা
৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার, বিক্রয় করিবার
ও নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।
প্রেসিডেন্সী নগরে এবং উহার শাখানগরে পোলিসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক এবং
অন্যত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান।	যে স্থানে ব্যবসা হয় বা কুঠি বা দোকান থাকে।	কোন এক সময়ে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইবে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ।	বৎসরের মধ্যে যাহা প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা কত ও কি প্রকারের।	বৎসরের মধ্যে যাহা নিকটে রাখিতে ও বিক্রয় করিতে হইবে তাহা কত ও কি প্রকারের।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।
					১৮৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

জিলা (স্বাক্ষর।)

(মোহর।)

র

১৮৯ সাল তাং

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও ঐ আইন ক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে দেওয়া গেল।

২। স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে যে ফারমের আদেশ করেন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই ফারমে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করা গেল, হাতে যত মৌজুত থাকে এবং যত বিক্রয় হয় তাহার কাগজপত্র ও হিসাব রাখিবেন।

৩। কোন মাজিস্ট্রেট বা ইনস্পেক্টরের নিম্নপদস্থ নহেন এমন কোন পোলিসের কর্ম্মচারী আদেশ করিলেই লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহাকে আপন মৌজুত দ্রব্য এবং প্রস্তুত ও বিক্রয় সম্বন্ধীয় বহি দেখাইবেন।

৪। স্ফোটনীয় দ্রব্য কোন তাম্বুতে কিম্বা কম মজবুত রূপে নির্ম্মিত কোন বিলডিঙের মধ্যে প্রস্তুত করিতে হইবে এবং ঐ স্থান কেবল মাত্র ঐ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে, এবং কোন বসত বাটী হইতে নিম্নলিখিত রূপ দূর থাকিবে।—

(ক) বারুদ হইলে, ১০০ গজ,

(খ) ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য হইলে, ৫০ গজ।

এবং কোন বড় রাস্তা, ষ্ট্রীট, দুই মুখ খোলা সাধারণের পথ, কিম্বা সাধারণ স্থান হইতেও ঐ পরিমাণ দূর হইবে। ছোট ছোট বন্দুক প্রভৃতির জন্য টোটা পূরণ কার্য্য করিতে হইলে, ঐ কার্য্য, যদি ভাল বিবেচনা করা হয় তবে, কোন বিলডিঙের উপরকার ঘরে করা যাইতে পারিবে। কিন্তু যে ঘরে ঐ কার্য্য চলিতেছে সেই ঘরে স্ফোটনীয় দ্রব্যের ৫ পৌণ্ডের বেশী (নির্ব্বিঘ্ন টোটার মধ্যগত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া) থাকিবে না। অপর সকল স্থলেই প্রস্তুতকরণ কার্য্য একটি একতালা বিলডিঙে চালাইতে হইবে।

৫। এই লাইসেন্সমত স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে ঐ বিক্রয় কার্য্য লাইসেন্সের লিখিত বাটীতেই সম্পন্ন করিতে হইবে।

৬। যাহাকে ১৩ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বলিয়া বোধ হয় এমন কোন ছেলেকে স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে না।

৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নিকট যে স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকে তাহা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারির অনুমোদিত কোন শক্তরূপে নির্ম্মিত এবং জ্বলনশীল নহে এমত বিলডিঙে রাখিতে হইবে অথবা কোন বসতবাটী, বড় রাস্তা, ষ্ট্রীট, দুই মুখ খোলা সাধারণের পথ বা সাধারণ স্থান হইতে ৪ নং নিয়মের নির্দ্দিষ্টমত দূরে অবস্থিত একটি দহনভয়রহিত সিন্দুকে রাখা যাইবে। ঐ সিন্দুক এরূপে প্রস্তুত ও বন্ধ করিতে হইবে যেন অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই এমন লোকে উহার নিকট যাইতে না পারে এবং যেন বাহির হইতে উহার কোন বিপদ না হয় এমন করিয়া উহার কায়দা করা হয়।

কিন্তু ৫০ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ বারুদ কিম্বা ঐরূপে যাহা রক্ষিত হয় নাই এরূপ বারুদের প্রতি পৌণ্ডের পরিবর্ত্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ম বিভাগের যুদ্ধোপকরণের অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্যের ২ পৌণ্ড অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের ঐ পরিমাণ কোন বসতবাটীর মধ্যে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমত বিলডিঙ ছাড়া অন্য বিলডিঙের মধ্যে কেবল মাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত কোন আধারে রাখা যাইতে পারিবে।

আরও এই বিধান করা গেল যে ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর প্রথম বিভাগের স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া যে কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের আপনি জ্বলিয়া উঠিবার উপায় আছে তাহা দহনভয়রহিত সিন্দুকে রাখা যাইবে না।

৮। স্ফোটনশীল বা অত্যন্ত জ্বলনশীল সমস্ত দ্রব্য বা পদার্থ ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য হইতে এবং যে কোন ঘর বা বিলডিঙের অংশ বা দহনভয়রহিত সিন্দুক বা আধারে উহা থাকে তাহা হইতে এরূপ দূরে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন বিপদাশঙ্কা না হয় এবং যে কোন ব্যক্তি ঐ ঘর বা বিলডিঙের অংশ বা সিন্দুক বা আধারে প্রবেশ করে তাহার নিকট বা তাহার বুট বা জুতা সংলগ্ন বা বুট বা জুতায় কোন লোহা বা ইস্পাত থাকিবে না।

৯। যে বিলডিঙ কেবল স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রস্তুত করিবার বা রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার কিম্বা দহনভয়রহিত সিন্দুকের কিম্বা আধারে ভিতরদিকে প্রস্তুত করিবার জন্য প্রয়োজনীয় কল কারখানা ভিন্ন কোন লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকিবে না।

১০। ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর ২য় বিভাগের অন্তর্গত ৫ পৌণ্ডের অধিক পরিমিত সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং ১ পৌণ্ডের অধিক পরিমিত অন্য সকল স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্ত বাক্স, থলিয়া, কানেস্তারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে। ঐ বাক্স প্রভৃতি এরূপে নির্ম্মাণ ও বন্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে। এবং উক্ত দ্রব্য যদি সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হয় বা বিক্রীত হয় তাহা হইলে উক্ত দ্রব্য থাকিবার বাহিরের আধারের উপর বড়২ অক্ষরে ছেঁকা দিয়া কিম্বা শক্ত করিয়া লাগান লেবেল বা অপর মার্কা দিয়া উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্যের নাম লাগাইয়া দিতে হইবে।

১১। এই লাইসেন্সমতে যে প্রত্যেক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইতে পারে তাহার ও ঐরূপ অন্য দ্রব্যের মধ্যে এরূপ ও এমন পদার্থের ব্যবধান থাকিবে অথবা এরূপ ফাঁক থাকিবে যাহাতে ঐরূপ একটী স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি লাগিলে বা স্ফোটন ঘটিলে তাহা অপরটিতে সংক্রামিত হইতে না পারে।—কিন্তু এক শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য সকল একত্র রাখা যাইতে পারিবে এবং বারুদ নির্ব্বিঘ্নকর পলিতার সহিত রাখা যাইতে পারিবে।

১২। * লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত বিধির ১১ বিধির আদেশানুসারে আপন দোকান বা ব্যবসায় স্থানে একটী সাইনবোর্ড লাগাইয়া দিবেন। ও আপন দোকানে ঐ আইনের ২৮ ধারার একখানি নকল লটকাইয়া দিবেন।

১৩। * লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে নির্দ্দিষ্ট ফারমের ৮ বা ৯ নং ফারম অনুযায়িক লাইসেন্সধারী প্রত্যেক ক্রেতার লাইসেন্স ক্রয় করিবার সময়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি পৃষ্ঠলিপি করিয়া দিবেন :—

(ক) বিক্রীত দ্রব্য যাহাকে অর্পণ করা যায় সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা।

(খ) বিক্রীত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

(গ) বিক্রয়ের তারিখ।

এবং ঐ পৃষ্ঠলিপিতে আপনার স্বাক্ষর সংযোগ করিবেন।

* লাইসেন্সদাতা কর্তৃপক্ষ লাইসেন্সের উপর লিখিত আজ্ঞাক্রমে যদি এরূপ আদেশ করেন যে, এই লাইসেন্স ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রদত্ত ঐরূপ লাইসেন্সের ন্যায় ফলবৎ হইবে তাহা হইলেই কেবল এই নিয়মগুলি যোগ করিয়া দিতে হইবে।

B ফারম।

(৮ ধারা দেখ।)

ইষ্টাম্প যোগে টাকা ফী।

বারুদ কিম্বা ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কি ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার ও নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।

প্রেসিডেন্সী নগরে এবং উহার শাখানগরের পোলীসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান।	যে স্থানে ব্যবসায় হয় বা কুঠি বা দোকান থাকে।	কোন এক সময়ে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইবে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ।	বৎসরের মধ্যে যে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে ও বিক্রয় করিতে হইবে তাহা কত ও কি প্রকারের।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।
				১৮৯ সালের ৩১ ডিসেম্বর।

জিলা } (মোহর।) (স্বাক্ষর।)

১৮৯ সাল তাং ———————— র

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও ঐ আইন ক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে দেওয়া গেল।

২। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে২ যে ফারমের আদেশ করেন লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি সেই ফারমে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য হাতে মৌজুদ থাকে এবং যত বিক্রয় হয় তাহার কাগজপত্র ও হিসাব রাখিবেন।

৩। কোন মাজিষ্ট্রেট বা ইন্স্পেক্টরের নিম্নপদস্থ নহেন এমন কোন পোলিসের কর্ম্মচারী আদেশ করিলেই লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি তাঁহাকে আপন মৌজুদ দ্রব্য এবং বিক্রয় সম্বন্ধীয় বহী ও কাগজপত্র দেখাইবেন।

৪। এই লাইসেন্সমত স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা গেলে ঐ বিক্রয় কার্য্য লাইসেন্সের লিখিত বাটীতে সম্পন্ন করিতে হইবে।

৫। যাহাকে ১৩ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বলিয়া বোধ হয় এমন কোন ছেলেকে স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে না।

৬। স্ফোটনীয় দ্রব্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারির অনুমোদিত কোন শক্তরূপে নির্ম্মিত ও জ্বলনশীল নহে এমত বিল্ডিঙ্গ রাখিতে হইবে অথবা কোন বসতবাটী, বড় রাস্তা, ষ্ট্রীট, দুই মুখ খোলা সাধারণের পথ, বা সাধারণ স্থান হইতে নির্দ্দিষ্টমত দূরে * অবস্থিত একটী দহনভয়রহিত

* বারুদ হইলে, ১০০ গজ।

৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য হইলে, ৫০ গজ।

সিন্দুকে রাখা যাইবে। ঐ সিন্দুক এরূপে প্রস্তুত ও বন্ধ করিতে হইবে যেন অনুমতি প্রাপ্ত হয় নাই এমন লোক উহার নিকট যাইতে না পারে ও যেন বাহির হইতে উহার কোন বিপদ না হয় এমন করিয়া উহার কায়দা করা হয়।

কিন্তু ৫০ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ বারুদ কিম্বা ঐরূপে যাহা রক্ষিত হয় নাই এরূপ বারুদের প্রতি পৌণ্ডের পরিবর্ত্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ম বিভাগের (যুদ্ধোপকরণের) অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্যের ২ পৌণ্ড অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের ঐ পরিমাণ কোন বসতবাটীর মধ্যে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমত বিল্‌ডিঙ ছাড়া অন্য বিল্‌ডিঙের মধ্যে কেবলমাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার নিমিত্তে ব্যবহৃত কোন আধারে রাখা যাইতে পারিবে।

আরও এই বিধান করা গেল যে ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া যাহার আপনি জ্বলিয়া উঠিবার উপায় আছে এমন অন্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য দহনভয়রহিত সিন্দুকে রাখিতে হইবে না।

৭। স্ফোটনীয় বা আশুজ্বলনশীলভাবের বস্তু বা পদার্থ সকল ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য হইতে এবং যে গৃহে বা বিল্‌ডিঙের অংশে দহনভয়রহিত সিন্দুক বা আধারে উহা থাকে তাহা হইতে এরূপ দূরে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন বিপদ ঘটিতে না পারে এবং যে কেহ সেই গৃহে বা বিলডিঙের অংশে অথবা দহনভয়রহিত সিন্দুকে বা আধারে প্রবেশ করেন তিনি কোন লৌহ বা ইস্পাত নিকটে রাখিতে পারিবেন না বা তাঁহার জুতা বা বুটের উপরে বা জুতায় বা বুটে উহা সংলগ্ন থাকিবে না।

৮। যে বিল্‌ডিঙ কেবলমাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার কিম্বা উপরিলিখিত দহনভয়রহিত সিন্দুকের কিম্বা আধারের ভিতরদিকে কোন লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকিবে না।

৯। ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর ২য় বিভাগের অন্তর্গত ৫ পৌণ্ডের অধিক পরিমিত সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং ১ পৌণ্ডের অধিক পরিমিত অন্য সকল স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্ত বাক্স, থলিয়া, কানেস্তারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে। ঐ বাক্স প্রভৃতি এরূপে নির্ম্মাণ ও বন্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে। এবং উক্ত দ্রব্য যদি সাধারণের নিকটে বিক্রয়ার্থে প্রদর্শিত হয় বা বিক্রীত হয় তাহাহইলে উক্ত দ্রব্য থাকিবার বাহিরের আধারের উপর বড়২ অক্ষরে ছেঁকা দিয়া কিম্বা শক্ত করিয়া লাগান লেবেল বা অপর মার্কা দিয়া উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্যের নাম লাগাইয়া দিতে হইবে।

১০। এই লাইসেন্সমতে যে প্রত্যেক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইতে পারে তাহার ও ঐরূপ অন্য দ্রব্যের মধ্যে এরূপ ও এমন পদার্থের ব্যবধান থাকিবে অথবা এরূপ ফাঁক থাকিবে যাহাতে ঐরূপ একটী স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি লাগিলে বা স্ফোটন ঘটিলে তাহা অপরটিতে সংক্রামিত হইতে না পারে। কিন্তু একই শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য সকল একত্র রাখা যাইতে পারিবে এবং নির্ব্বিঘ্নকর পলিতার সহিত বারুদ রাখা যাইতে পারিবে।

১১। * লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত্র বিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রণীত বিধির ১১ বিধির আদেশ অনুসারে আপন দোকান বা ব্যবসায় স্থানে একটা সাইনবোর্ড লাগাইয়া দিবেন ও আপন দোকানে ঐ আইনের ২৮ ধারার একখানি নকল লটকাইয়া দিবেন।

১২। * লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে নির্দ্দিষ্ট ফারমের ৮ বা ৯ নং ফারম অনুযায়িক লাইসেন্সধারী প্রত্যেক ক্রেতার লাইসেন্সে ক্রয় করিবার সময়ে নিম্নলিখিত কথাগুলি পৃষ্ঠলিপি করিয়া দিবেন।—

ক) বিক্রীত দ্রব্য যাঁহাকে অর্পণ করা যায় সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা।

* লাইসেন্সদাতা কর্ত্তৃপক্ষ লাইসেন্সের উপরিলিখিত অনুক্রমে যদি এরূপ আদেশ করেন যে এই লাইসেন্স ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের ১১ আইনমতে প্রদত্ত ঐরূপ লাইসেন্সের ন্যায় ফলদায়ক হইবে তবে কেবল এই নিয়মগুলি যোগ করিয়া দিতে হইবে।

(খ) বিক্রীত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ।
(গ) বিক্রয়ের তারিখ।
এবং ঐ পৃষ্ঠলিপিতে আপনার স্বাক্ষর সংযোগ করিবেন।

C ফারম।

(৮ ধারা দেখ।)

ইষ্টাম্প যোগে ।।০ আনা ফী।

বারুদ কিম্বা ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর অন্তর্গত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।

কোন প্রেসিডেন্সী নগরে এবং উহার শাখানগর সমূহে পোলিসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান।	বৎসরের মধ্যে যে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিতে হবে তাহা কত ও কি প্রকারের।	যে স্থানে স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখা যাইবে ও তাহার সম্পূর্ণ বিবরণ।	কোন এক সময়ে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিতে পারিবে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।
				১৮৯ সালের ৩১শে ডিসেম্বর।

জিলা (স্বাক্ষর)

১৮৯ সাল তাং (মোহর) ——————র

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও ঐ আইনক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে দওয়া গেল।

২। স্ফোটনীয় দ্রব্য স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক নির্দ্দিষ্ট কর্ম্মচারির অনুমোদিত কোন শক্তরূপে নির্ম্মিত এবং জ্বলনশীল নহে এমন বিলডিঙের মধ্যে রাখিতে হইবে অথবা কোন বসত বাটী, বড় রাস্তা, ষ্ট্রীট, দুই মুখ খোলা সাধারণের পথ কিম্বা সাধারণের স্থান হইতে নির্দ্দিষ্ট মত দূরে * অবস্থিত একটি দহনভয়রহিত সিন্দুকে রাখা যাইবে এবং উহা এরূপে নির্ম্মিত ও বন্ধ হইবে যেন যে ব্যক্তিরা অনুমতিপ্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা উহার নিকটে যাইতে না পারেন ও যেন বাহির হইতে উহার কোন বিপদ সম্ভাবনা না থাকে।

---

* বারুদ হইলে ১০০ গজ।
৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য হইলে, ৫০ গজ।

কিন্তু ৫০ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ বারুদ কিম্বা ঐরূপে যাহা রক্ষিত হয় নাই এরূপ বারুদের প্রতি পৌণ্ডের পরিবর্ত্তে ৬ষ্ঠ শ্রেণীর ১ম বিভাগের (যুদ্ধোপকরণের) অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্যের ২ পৌণ্ড অথবা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর কোন স্ফোটনীয় দ্রব্যের ঐ পরিমাণ কোন বসত বাটীর মধ্যে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমত বিল্‌ডিঙ্গ ছাড়া অন্য বিল্‌ডিঙের মধ্যে কেবলমাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার নিমিত্তে ব্যবহৃত কোন আধারে রাখা যাইতে পারিবে।

আরও এই বিধান করা গেল যে ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের অন্তর্গত স্ফোটনীয় দ্রব্য ছাড়া যাহার আপনি জ্বলিয়া উঠিবার উপায় আছে এমন অন্য কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য দহনভয়-রহিত সিন্দুকে রাখিতে হইবে না।

৩। স্ফোটনীয় বা আশুজ্বলনশীল ভাবের বস্তু বা পদার্থ সকল ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য হইতে এবং যে গৃহে বা বিল্‌ডিঙের অংশে, দহনভয়রহিত সিন্দুক বা আধারে উহা থাকে তাহা হইতে এরূপ দূরে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন বিপদ ঘটিতে না পারে এবং যে কেহ সেই গৃহে বা ইমারতের অংশে অথবা দহনভয়রহিত সিন্দুকে বা আধারে প্রবেশ করেন তিনি কোন লৌহ বা ইস্পাত নিকটে রাখিতে পারিবেন না বা তাঁহার জুতা বা বুটের উপরে বা জুতায় বা বুটে উহা সংলগ্ন থাকিবে না।

৪। যে বিল্‌ডিঙ্গ কেবল মাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার উপরি লিখিত দহনভয়রহিত সিন্দুকের কিম্বা আধারের ভিতর দিকে কোন লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকিবে না।

৫। ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের কিম্বা ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর ২য় বিভাগের অন্তর্গত ৫পৌণ্ডের অধিক পরিমিত সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং ১ পৌণ্ডের অধিক পরিমিত অন্য সকল স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্ত বাক্স, থলিয়া, কানেস্তারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে। ঐ বাক্স প্রভৃতি এরূপে নির্ম্মাণ ও বন্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে।

৬। এই লাইসেন্সমতে যে প্রত্যেক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইতে পারে তাহার ও ঐরূপ অন্য দ্রব্যের মধ্যে এরূপ ও এমন পদার্থের ব্যবধান থাকিবে অথবা এরূপ ফাঁক থাকিবে যাহাতে ঐরূপ একটী স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি লাগিলে বা স্ফোটন ঘটিলে, তাহা অপরটীতে সংক্রামিত হইতে না পারে।

কিন্তু একই শ্রেণীর স্ফোটনীয় দ্রব্য সকল একত্র রাখা যাইতে পারিবে এবং নির্ব্বিঘ্নকর পলিতার সহিত বারুদ রাখা যাইতে পারিবে।

৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্রয় করিবার সময়ে যে বিক্রেতার স্থানে ক্রয় করেন তৎকর্ত্তৃক ও তাঁহার স্বাক্ষরক্রমে আপন লাইসেন্সে নিম্নলিখিত কথাগুলি পৃষ্ঠলিপি করাইয়া লইবেন।—

(ক) ক্রীত দ্রব্য যাঁহাকে অর্পণ করা যায় সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা।
(খ) ক্রীত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ।
(গ) ক্রয়ের তারিখ।

I) ফারম।

(১৪ ধারা দেখ।)

ইষ্টাম্পযোগে ৫, টাকা ফী।

স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।

প্রেসিডেন্সী নগরে এবং উহার শাখানগর সমূহে পোলীসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান।	ব্যবসায়ের বা দোকানের স্থান।	যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য।	কোন এক সময় যত স্ফোটনীয় দ্রব্য (৬০ পৌণ্ডের অধিক না হয়) রাখা যাইবে তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী পরিমাণ।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।

জিলা

১৮৯ সাল তাং

মোহর।

(স্বাক্ষর)

র

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও ঐ আইনক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে দেওয়া গেল।

২। স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্তরূপে নির্ম্মিত বিল্‌ডিঙের মধ্যে রাখিতে হইবে, ঐ বিল্‌ডিঙ কেবলমাত্র ঐ কার্য্যের জন্য ব্যবহৃত হইবে এবং বসতবাটী হইতে পৃথক থাকিবে। উহা বড় রাস্তা, ষ্ট্রীট, দুই মুখ খোলা সাধারণের পথ কিম্বা সাধারণের স্থান হইতে এরূপ দূরে অবস্থিত হইবে যাহাতে কোন বিপদ ঘটিতে না পারে এবং উহা এরূপে নির্ম্মিত ও বন্ধ হইবে যেন যে ব্যক্তিরা অনুমতি প্রাপ্ত হন নাই তাঁহারা উহার নিকটে যাইতে না পারেন ও যেন বাহির হইতে উহার কোন বিপদ সম্ভাবনা না থাকে।

কিন্তু ১৫ পৌণ্ডের অনধিক পরিমাণ ঐরূপ কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য পূর্ব্বোক্তমত বিল্‌ডিঙ ছাড়া অন্য বিল্‌ডিঙের মধ্যে কেবলমাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার নিমিত্তে ব্যবহৃত কোন আধারে রাখা যাইতে পারিবে।

৩। স্ফোটনীয় বা আশুজ্বলনশীল ভাবের বস্তু বা পদার্থ সকল ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য হইতে এবং যে বিল্‌ডিঙ বা আধারে উহা থাকে তাহা হইতে এরূপ দূরে রাখিতে হইবে যাহাতে কোন বিপদ ঘটিতে না পারে।

৪। যে বিল্‌ডিঙ কেবল মাত্র স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার জন্য ব্যবহৃত হয় তাহার কিম্বা আধারের ভিতরদিকে কোন লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকিবে না।

৫। ১ পৌণ্ডের অধিক পরিমিত ঐরূপ সকল স্ফোটনীয় দ্রব্য শক্ত বাক্স, থলিয়া, কানেস্তারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে। ঐ বাক্স প্রভৃতি এরূপে নির্ম্মাণ ও বন্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে।

৬। এই লাইসেন্সমতে যে প্রত্যেক প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্য আইনমতে রাখা যাইতে পারে তাহার ও ঐরূপ অন্য দ্রব্যের মধ্যে এরূপ ও এমন কোন পদার্থের ব্যবধান থাকিবে অথবা এরূপ ফাঁক থাকিবে যাহাতে ঐরূপ একটী স্ফোটনীয় দ্রব্যে অগ্নি লাগিলে বা স্ফোটন ঘটিলে তাহা অপরটিতে কোন মতেই সংক্রামিত হইতে না পারে।

৭। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি ক্রয় করিবার সময়ে যে বিক্রেতার স্থানে ক্রয় করেন তৎকর্ত্তৃক ও তাঁহার স্বাক্ষরক্রমে আপন লাইসেন্সে নিম্নলিখিত বিশেষ বিবরণগুলি পৃষ্ঠলিপি করাইয়া লইবেন—

(ক) ক্রীত দ্রব্য যাঁহাকে অর্পণ করা যায় সেই ব্যক্তির নাম ও ঠিকানা।

(খ) ক্রীত দ্রব্যের প্রকৃতি ও পরিমাণ।

(গ) ক্রয়ের তারিখ।

৮। লাইসেন্সধারী স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রাপ্তির ও বাহির করিয়া দিবার একখানি রেজিষ্টরী রাখিবেন। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লেখা থাকিবে ঃ—

প্রাপ্তির স্থলে—

(ক) প্রাপ্তির তারিখ।

(খ) যে যে ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া গেল তাঁহাদের নাম ও ঠিকানা।

(গ) যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য পাওয়া গেল।

(ঘ) যে পরিমাণ পাওয়া গেল।

বাহির করিয়া দিবার স্থলে—

(ক) বাহির করিয়া দিবার তারিখ।

(খ) যে ব্যক্তিকে বাহির করিয়া দেওয়া গেল তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

(গ) যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়া গেল।

(ঘ) যে পরিমাণ বাহির করিয়া দেওয়া গেল।

E. ফারম।

(১৭ বিধি দেখ।)

ইষ্টাম্প যোগে ২০, টাকা ফী

স্ফোটনীয় দ্রব্য নিকটে রাখিবার লাইসেন্স।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান।	যে বারুদখানা সম্বন্ধে লাইসেন্স খাটে তাহা থাকিবার জায়গার চতুঃসীমা।	বারুদখানা সংক্রান্ত বিলডিঙ্ ও ওয়ার্কের অবস্থান, ভাব ও নির্ম্মাণপ্রণালী।	যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিতে হইবে তাহা।	বারুদখানার মধ্যে ও তাহার থাকিবার জায়গার চতুঃসীমার মধ্যে এক কালে যে পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইবে।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।

জিলা
১৮৯ সাল তাং

(মোহর।)

(স্বাক্ষর)
—————— র ——————

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও ঐ আইনক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে প্রদত্ত হইল।

২। লাইসেন্সে যে পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্যের উল্লেখ আছে বারুদখানায় এক কালে তাহার অধিক পরিমাণ স্ফোটনীয় দ্রব্য থাকিবে না।

৩। লাইসেন্সের নির্দ্দিষ্ট স্ফোটনীয় দ্রব্য বা দ্রব্য সমূহ, তাহাদের আধারপাত্র এবং সেই সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার জন্য যে সকল হাতিয়ার ও যন্ত্রাদির প্রয়োজন, কেবল তাহাই রাখিবার জন্য বারুদখানা ব্যবহৃত হইবে।

৪। বারুদখানার অভ্যন্তর ভাগ ও তথাকার বেঞ্চ, আলমারি এবং অন্যান্য সরঞ্জাম এরূপে নির্ম্মাণ করিতে হইবে অথবা মুড়িতে বা আবৃত করিতে হইবে যে কোন স্থানে লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া না থাকে, এবং কোনরূপ কাঁকর, লোহা, ইস্পাত অথবা তদ্রূপ কোন পদার্থ এরূপ ভাবে পৃথক হইয়া না পড়ে যাহাতে স্ফোটনীয় দ্রব্যের সহিত তাহাদের সংস্পর্শ ঘটিতে পারে। ঐ অভ্যন্তর ভাগ বেঞ্চ, আলমারী এবং সরঞ্জাম যুক্তযুক্ত রূপে যতদূর সম্ভব কাঁকরশূন্য করিয়া রক্ষা করিতে হইবে এবং অন্য প্রকারেও পরিষ্কার রাখিতে হইবে। যদি জলসংযোগে বিপজ্জনক হইয়া উঠে এরূপ কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখিবার কথা থাকে তাহা হইলে ঐ দ্রব্যে যাহাতে জল না লাগিতে পারে তজ্জন্য যথারীতি সাবধান হইতে হইবে।

৫। বারুদখানায় উপযুক্তমত বিদ্যুত পরিচালক দণ্ড সংযুক্ত করিতে হইবে, এবং তাহা বৎসরে অন্ততঃ একবার করিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে।

৬। বারুদখানা অথবা কোন ঘরের কোন অংশ বা অংশে মেরামত করিবার পূর্ব্বে, যতদূর সম্ভব সমস্ত স্ফোটনীয় দ্রব্য অথবা তাহার মিশ্রিত উপকরণাদি সরাইয়া উহাকে পরিষ্কার করিতে হইবে এবং ঐ ঘর বা তাহার অংশ সম্পূর্ণরূপে ধোয়াইতে হইবে। এই রূপে ধোয়াইবার পর স্ফোটনীয় দ্রব্য যতক্ষণ আবার ঐ ঘরে বা বারুদখানার অংশে লইয়া না যাওয়া হয় ততক্ষণ এই সকল নিয়ম খাটিবে না।

৭। এইরূপে ধোয়াইবার পর ভিন্ন বারুদখানার কোন অংশের মধ্যে অথবা উহার মেরামতের জন্য যে সকল হাতিয়ার বা যন্ত্রাদির ব্যবহার করিতে হইবে তাহা কেবল কাষ্ঠ, তামা, পিতল অথবা অন্য কোমল ধাতু বা পদার্থে নির্ম্মিত কিম্বা কোন নিরাপদ এবং উপযুক্ত পদার্থে আচ্ছাদিত হওয়া আবশ্যক।

৮। পকেটশূন্য উপযুক্ত কারিকরের কাপড় অথবা উপযুক্ত জুতা ব্যবহার করিয়া ও ঝাড়া দিয়া বা অন্য প্রকারে অথবা যে কোন উপায় অবলম্বন করিয়া বারুদখানার মধ্যে অগ্নি, বিলাতি দেসলাই, অথবা যে কোন দ্রব্য বা পদার্থে স্ফোটন বা অগ্নি উৎপত্তি হওয়া সম্ভব তাহা, অথবা লোহা, ইস্পাত বা কাঁকর আনয়ন বন্ধ করিবার জন্য বিহিত বিধান করিতে হইবে। কিন্তু যে কৃত্রিম আলোকের নির্ম্মাণ প্রণালী, অবস্থান, ও প্রকৃতি বিবেচনায় অগ্নি বা স্ফোটনজনিত বিপদের সম্ভাবনা নাই, এই বিধি দ্বারা সেরূপ আলোক আনয়ন রহিত করা হইবে না।

৯। বারুদখানার কোন অংশে কেহ ধূমপান করিবে না।

১০। কোন বয়ঃপ্রাপ্ত ব্যক্তির তত্ত্বাবধান ও তাঁহার সাক্ষাতে ভিন্ন ১৬ বৎসর অপেক্ষা অল্প বয়স্ক ব্যক্তি বারুদখানায় নিযুক্ত হইবে না অথবা প্রবেশ করিবে না।

১১। লাইসেন্সপ্রাপ্ত বারুদখানায় আইনমতে যে দুই বা ততোধিক প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখা যাইতে পারে তাহা একই বারুদখানায় রাখা যাইতে পারিবে যদি তাহারা পরস্পর পৃথক করিয়া রক্ষিত হয় এবং তাহাদের মধ্যে এরূপ পদার্থে নির্ম্মিত এবং এরূপ প্রকৃতির ব্যবধান থাকে অথবা এতটা মধ্যবর্ত্তী স্থান থাকে যাহাতে একটায় আগুন লাগিলে বা স্ফোটন হইলে সেই আগুন বা স্ফোটন আর একটায় কোন মতেই গিয়া লাগিতে না পারে। এইরূপ দুই বা ততোধিক স্ফোটনীয় দ্রব্য রাখার নিম্নলিখিত বিশেষ বিধান হইল:—

(ক) (১) বারুদ, (২) নাইট্রেট মিশ্র (৩) নাইট্রো-কম্পৌণ্ড ও (৪) ক্লোরেট মিশ্র, শ্রেণীর-নানা স্ফোটনীয় দ্রব্য এবং ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগের নির্ব্বিঘ্নকর পলিতা এবং ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ২য় বিভাগের যে নানা প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্যে লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া না থাকে তাহা একত্র রাখিতে হইলে মধ্যে স্থান রাখা অথবা ব্যবধান দেওয়া আবশ্যক না হইতে পারে।

(খ) ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ১ম বিভাগে যে সকল স্ফোটনীয় দ্রব্যের উল্লেখ আছে তাহাও মধ্যে স্থান বা ব্যবধান না দিয়াও একত্র রাখা যাইতে পারে।

(গ) ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ২য় বিভাগের যে সকল স্ফোটনীয় দ্রব্যে লোহা বা ইস্পাত বাহির হইয়া থাকে তাহাও মধ্যে ব্যবধান বা স্থান না দিয়াও একত্র রাখা যাইতে পারে।

(ঘ) ৬ষ্ঠ (যুদ্ধোপকরণ) শ্রেণীর ৩য় বিভাগের নানা প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য মধ্যে স্থান বা ব্যবধান না দিয়া রাখা যাইতে পারে।

(ঙ) ৭ম (আতসবাজি) শ্রেণীর নানা প্রকার স্ফোটনীয় দ্রব্যের মধ্যে স্থান ও ব্যবধান না দিয়া একত্র রাখা যাইতে পারে।

পূর্ব্বে যেরূপ উক্ত হইল **তদ্ভিন্ন** দুই বা ততোধিক প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য এক বারুদখানায় রক্ষিত হইবে না।

১২। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি এবং বারুদখানায় বা তাহার নিকটে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিই ঐ বারুদখানায় আগুন লাগিয়া বা স্ফোটন হইয়া যাহাতে দুর্ঘটনা উপস্থিত না হয়, যাহাতে অনুমতিপ্রাপ্ত ব্যক্তি ভিন্ন আর কেহ বারুদখানা বা তাহার স্ফোটনীয় দ্রব্যের নিকট যাইতে না পারে তজ্জন্য বিহিত রূপে সাবধান থাকিবেন এবং যাহাতে আগুন লাগে বা স্ফোটন হয় এবং যাহা বারুদখানার কার্য্যের জন্য যুক্তিযুক্ত রূপে আবশ্যক নহে এরূপ কোন কার্য্য করিতে নিরস্ত থাকিবেন।

১৩। লাইসেন্সধারী স্ফোটনীয় দ্রব্য প্রাপ্তির ও বাহির করিয়া দিবার একখানি রেজিষ্টরী রাখিবেন। উহাতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি লেখা থাকিবে ঃ—

প্রাপ্তির স্থলে—

(ক) প্রাপ্তির তারিখ।

(খ) যে ব্যক্তির নিকট হইতে পাওয়া গেল তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

(গ) যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য পাওয়া গেল।

(ঘ) যে পরিমাণ পাওয়া গেল।

বাহির করিয়া দিবার স্থলে—

(ক) বাহির করিয়া দিবার তারিখ।

(খ) যে ব্যক্তিকে বাহির করিয়া দেওয়া গেল তাঁহার নাম ও ঠিকানা।

(গ) যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য বাহির করিয়া দেওয়া গেল।

(ঘ) যে পরিমাণ বাহির করিয়া দেওয়া গেল।

F ফারম।

(২৩ বিধি দেখ।)

ইষ্টাম্প যোগে ৫৲ টাকা ফী।

স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করিবার লাইসেন্স।

কোন প্রেসিডেন্সী নগরে বা উহার শাখা নগরসমূহে পোলিসের কমিশনর সাহেব কর্ত্তৃক এবং অন্যত্র জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কর্ত্তৃক প্রদত্ত।

লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির নাম প্রভৃতি ও বাসস্থান।	ব্যবসায়ের বা দোকানের স্থান।	যে প্রকারের স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা যাইবে।	যে তারিখে লাইসেন্সের মিয়াদ অতীত হয়।

জিলা } (মোহর।) (স্বাক্ষর।)

১৮৯ সাল তাং । } ———— র

নিয়ম।

১। এই লাইসেন্স স্ফোটনীয় দ্রব্য বিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৮৪ সালের ৪ আইনের ও ঐ আইন-ক্রমে প্রণীত বিধির নিয়মাধীনে দেওয়া গেল।

২। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে ফারমের আদেশ করেন লাইসেন্স প্রাপ্ত ব্যক্তি সেই ফারমে যত স্ফোটনীয় দ্রব্য মৌজুদ থাকে এবং যত বিক্রয় হয় তাহার কাগজপত্র ও হিসাব রাখিবেন।

৩। যাহাকে ১৩ বৎসরের ন্যূনবয়স্ক বলিয়া বোধ হয় এমন ছেলেকে স্ফোটনীয় দ্রব্য বিক্রয় করা হইবে না।

৪। ১ পৌণ্ডের অধিক পরিমিত কোন স্ফোটনীয় দ্রব্য সাধারণের নিকট বিক্রয়ার্থ প্রদর্শিত হইলে বা বিক্রীত হইলে শক্ত বাক্স, থলিয়া, কানেস্তারা বা অন্য আধারে রাখিতে হইবে। ঐ বাক্স প্রভৃতি এরূপে নির্ম্মাণ ও বন্ধ করিতে হইবে যে ঐ স্ফোটনীয় দ্রব্য তাহার ভিতর হইতে বাহিরে আসিতে না পারে। এবং উক্ত দ্রব্য থাকিবার বাহিরের আধারের উপর বড়২ অক্ষরে ছেঁকা দিয়া কিম্বা শক্ত করিয়া লাগান লেবেল বা অপর মার্কা দিয়া উক্ত স্ফোটনীয় দ্রব্যের নাম ও "Explosive" এই শব্দটি লাগাইয়া দিতে হইবে।

MARINE DEPARTMENT.

The 4th September 1897.

No. 167 Marine.—The following Notifications Nos. 172 and 173, dated the 24th August 1897, issued by the Government of Burma, removing quarantine restrictions against vessels arriving from Karachi, are published for general information.

A. D. McArthur, *Colonel*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

Copy of a Notification No. 172, dated the 24th August 1897, by the Government of Burma, General Department.

In exercise of the power conferred by Act I of 1870, and with the previous sanction of the Governor-General in Council, the Lieutenant-Governor directs that the rules for quarantine against plague at the ports of Akyab, Moulmein, and Bassein, which were published in this Department Notifications Nos. 13, 17, and 18, dated the 20th, 25th, and 26th January 1897, respectively, shall be cancelled from this date, so far as they relate to vessels arriving from Karachi.

Copy of a Notification No. 173, dated the 24th August 1897, by the Government of Burma, General Department.

In exercise of the power conferred by Act I of 1870, and with the previous sanction of the Governor-General in Council, the Lieutenant-Governor directs that the rules published in this Department Notification No. 1, dated the 1st January 1897, as amended by Notification No. 101, dated the 27th May 1897, for quarantine against plague in respect of vessels arriving from Karachi, shall be cancelled from this date.

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ৪ সেপ্টেম্বর।

মেরিন্ ১৬৭ নম্বর।—করাচীহইতে আগত সকল জাহাজের বিরুদ্ধে করাণ্টাইন নিষেধ বিধি রহিত করণার্থ ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের প্রচারিত ১৮৯৭ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের ১৭২ ও ১৭৩ নং নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, মাকআর্থর, কর্ণেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের জেনরল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের ১৭২ নং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭০ সালের ১ আইনমতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি অগ্রে পাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে, আক্যাব, মৌলমেন ও বেসিনের বন্দর সমূহে মড়কের বিরুদ্ধে যেং কারাণ্টাইন বিধি ক্রমান্বয়ে এই ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ২০, ২৫, ও ২৬ জানুয়ারি তারিখের ১৩, ১৭ ও ১৮ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত হইয়াছে সেইং বিধি করাচী হইতে আগত জাহাজের সহিত যত দূর সম্পর্ক রাখে তত দূর অদ্যকার তারিখ হইতে রহিত হইবে।

ব্রহ্মদেশের গবর্ণমেণ্টের জেনরল ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ২৪ আগষ্ট তারিখের ১৭৩নং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি।

শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব ১৮৭০ সালের ১ আইনমতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি অগ্রে পাইয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে করাচী হইতে আগত জাহাজ সম্বন্ধে মড়কের বিরুদ্ধে যে কারাণ্টাইন বিধি এই ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের মে মাসের ২৭ তারিখের ১০১ নং বিজ্ঞাপন দ্বারা সংশোধিত ১৮৯৭ সালের ১ জানুয়ারি তারিখের ১নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশ করা গিয়াছে তাহা অদ্যকার তারিখ হইতে রহিত হইবে।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 14, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৪ সেপ্টেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নীলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
০১ নং	হেরুকা, পরগণা আকবরসাহি থানা মৌড়েশ্বর।	১৫৫৯৶০	সম্পূর্ণ	......	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	......	৪১।৬	......
০৯ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩⁄০	......	এজমালি অংশ রকম ।৶১৯ গণ্ডা ২ দন্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	৯২৩॥১	......	৮(৪ পাই।
০৩ নং	খন্না, পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩৶০	......	এজমালি অংশ রকম ॥৯।—১৫ তিল এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৭৩২⁄০	......	৫॥২
১০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মৌড়েশ্বর।	১৮৩২॥৶০	......	১৭০ / ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগবাদিনী ও তুড়িগ্রাম মৌজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নওয়াবাদ মৌজার রকম ।⁄০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিগর।	৫৭২॥৵০	......	২৯।⁄০

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Suri, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।

জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত-মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১২/১	দান্দরা হিঃ ৵১।=১০ ক্রান্তী পং দান্দরা।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।৵১০॥/৮ তিল।	শ্রী চন্দ্রনাথ গুপ্ত চৌধুরী।	৮০৯৸৬	......	৪৮০।৶২
৪৫	কিসমত মহেন্দ্র নানারায়ণ পং শুন্দ্বীপ।	৬৩৭/১১	সম্পূর্ণ ...	......	শ্রীমতী আইজা-মেছা।	......	১২২।১১	.....
২১১/২	চাকলে বামনী জমিদারী চাং বামনী।	......	অংশ ...	হিসাব পৃথক হিঃ ।০ আনা।	মেঃ পি, জে, ডেলনি গং নাবালগান পক্ষে মাতা অভিভাবক মিস এলেনা জে, ডেলনি সাহেবা।	২৭৭৬৸	......	৫৫৬৸৯
			খাস মহাল টেনিউর—					
৬৭৫	চর উশ্বর রায় মধ্যে ২ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা নজুদলাল।	৮৫৫৻৫	সম্পূর্ণ	......	আবদুল হাকিম মিঞাজি গং।	......	২৮৷০	......
৬৭৫	ঐ চর মধ্যে ৩ নং গঃ মঃ ম্যাদি হাওলা ব্রজরাম মাঝি গং।	৭২০॥৶০	ঐ	......	ব্রজরাম মাঝি গং	......	২৩৶০	......

LALIT KUMAR DAS,
Deputy Collector in charge.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈজুদ্দীন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী ৸৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৸৶৪	......	৬।৶।। পাই।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩৲	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	৯৯৮৲	......
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২৲	সম্পূর্ণ মহালের তালুকদারী স্বত্ব নিলাম হইবে	.. ...	শশীকুমার বসু গং	......	৬০৮৲	......
৪৬৪২	তুষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫৶৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	......	এরফানুদ্দি গং ...	.. ..	১১১৸৵০	......
ঐ	তুষখালা মহাল অধীন ৬৮।৮৪।২১৮ নং যোত।	৯০১৲	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	মদন গং ...	....	৬০১৲	......
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গর-মকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১।৵১০	সম্পূর্ণ হাওলা নিলাম হইবে।	......	কাশীচন্দ্র দাস গং	......	৮৪২৸৵৩	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের মিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জেলা বৰ্দ্ধমান। - নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বৰ্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহলে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বৰ্দ্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সৰ্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার উৰ্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পৰ্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			মন্তব্য।
		একর	রুড	পোঃ।	টাঃ	আঃ	পাই।	
৬৪৪৮	কালুওক দিঃ পং মজাফরসাহি	৯	২	২	৪৮	৶	৯	
৬৪৪৯	কর্জ্জলা দিঃ পং বৰ্দ্ধমান …	৭	১	১৮	৩৩	।	৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজাফরসাহি …	৫	২	২	২৮	৸৴	৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি …	৫	৩	৩৯	২৭	॥৶	৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামালপুর পং খণ্ডঘোষ …	৬	১	২২	৩৬	।৴	৬	
৬৪৫১	বুলচন্দ্রপুর পং সমরসাহি	৭	১	২২	৩৭	॥৵	৬	
৬৪৫২	নিগোন পং ধেঞা …	৭	০	৩৬	৫২	॥৶	০	
৭৩	ডফরপুর পং অম্বিকা …	৪	৩	১৬	১৭	।৴	৩	
৬৩২০	পাঁচরখী পং জাহাঙ্গিরাবাদ …	৪	০	১৭	১৫	।	৬	
৩৪৯৪	কোঙারডিহি পং সেরগড় …	০	৩	৩৯	১	৵	৩	
৬৪৯৭	কোঙারডিহি পং সেরগড় …	০	০	১৮	০	০	০	
৩৫২৪	কোঙারডিহি পং সেরগড় …	০	২	৯	২	॥৵	৬	
৩১২৬	কোঙারডিহি পং সেরগড় …	০	০	৯	০	০	০	
৩৫২৭	কোঙারডিহি পং সেরগড় …	০	০	২২	০	০	০	
৩৫৩৭	কোঙারডিহি পং সেরগড় …	০	০	৯	০	০	০	
৩৫৪৪	কোঙারডিহি পং সেরগড় …	০	০	৭	০	০	০	
৩৫১৩	কোঙারডিহি পং সেরগড় …	০	০	৩২ ১/২	১৲	০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বৰ্দ্ধমান
তারিখ ২১ আগষ্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালাতের সন ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির রাজস্ব ২৮ জুন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে বেওজর নিলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ
১	১	পং মাগুরা কিং চেতলা দিং।	৫৪২২৸২	...	শ্রীপুর ও বাগেরখোল ও রাজু মোল্লার চক ৩ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ॥০ আনা বাদে অবশিষ্ট ॥০ আনা ও অন্যান্য সমস্ত মৌজা।	হরিশ্চন্দ্র রায় ...	৫০১৫৸৴২	.....	১৮৷৴১১॥
২	৩৬	পং মাগুরা কিং ধাপামানপুর।	২৭৭৮ ।৶৪ $\frac{১}{২}$	...	৸২৸৭ $^{২}_{৩}$ দন্তি স্বতন্ত্র হিসাব বাদে অবশিষ্ট ৶১৭৻১ $^{১}_{৩}$ দন্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	৬৬৭॥৶৮৷	.....	৬৯৷৶৫।
৩	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর দিং।	৩১৯৬৴৫	...	আলিপুর দিং ১৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ১৬ যোল [illegible] চক্রবেড়ে দিং [illegible] মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ।৴১৯।—ক্রান্তী ও রামেশ্বরপুর মৌজায় ৸৴১৩৻২ কাগ অংশ।	ঐ	২১৬২॥৩৷।	......	১৯॥৴৪
৪	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৸৶ ৭	...	৩ মৌজা বাদে অবশিষ্ট ১০ মৌজার ৭ মৌজায় ১৬ যোল আনা চক কাঠালিয়া মৌজায় ॥৴০ আনা ও বাবনপুর ও নোনা মৌজায় ৸৴.৮॥ অংশ।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী	৮৬১॥৶১০	......	৮৬৶২
৫	৩১৪	পং মু [illegible]গাছা কিং হরিনারায়ণপুর।	১২২১২ ৸৴৪॥	...	॥৴১৪॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ।৶১৯৸৶৫। —ক্রান্তী।	রাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী দিং।	৬৩৫৩৸৪	......	৫১॥৶৩।
৬	৩৪১। ৯	পং মড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২ ॥$\frac{১}{২}$	...	৸৴৬॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩।— ক্রান্তী।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৸০	......	৮০৶১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
[illegible]	তৌজির নম্বর	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবে তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
৭	৩৯২	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৶৮	...	৸৶৬।' = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩ — ক্রান্তী।	সারদা দাসী ...	১৩৮৫॥৴২	......	৬৸৶১০৸
৮	৩৯২।৪	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৶৮	..	৸৶৬॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩। — ক্রান্তী।	বাঁকেবিহারিলাল মণ্ডল।	১৩৮৫॥৴৪	......	৯৯।৶১
৯	৪০৩	পং আজিমাবাদ কিং পাথর বেড়িয়া দিং।	৫১৪৩৶৩	...	।৴১৪॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ।৶৫। — ক্রান্তী।	ব্রজেন্দ্রনাথ রায় দিং।	২০১৪।৶৬৸	......	৩২।৪॥
১০	১৫৩৪।৫	পং ময়দা কিং বাঁটরা।	১৪৩৮১।৶৪	...	৸১৬ — ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶৩৸ = ক্রান্তী।	সুরেন্দ্র নাথ দত্ত	২৯৩২।৶৪	......	১৮০৸৴৬
১১	২০৩৬	পং উখড়া কিং দাতারি।	৫৪৭॥৶৪	পূরা মহাল।	.....	সারদা চরণ দত্ত দিং।	......	১৩।৴৮	......
১২	২১৬৬	পং উখড়া কিং পাটডাঙ্গা।	৫৫০৸৴০	ঐ	......	বীরেশ্বর দে দিং	......	১৭।৴২	.....

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর চেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯॥০	সমুদয় ...	......	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।	......	১৮৭৲	......

OPENDRA CHUNDRA MOZUMDAR,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার মামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে যেই সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকি পড়া খাজনা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে,। ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	থানা, মৌজা ও তালুকের নাম।	মালীকের নাম	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২/৪০১	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে ছোট ছনুয়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছনুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় স্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৪৩,	৪২৬৶/৬	৮৩৪।০	১০২৻৯	৯৩৬।৯	১৮৯৪। ৯৫ হইতে ২২৪৩, ১৮৯৭।৯৮ ইস্তক ১৮৯৮। ৯৯ হইতে ৩৩৬০০ ১৯০৩।০৪ ইস্তক ১৯০৪।০৫ হইতে ৩৪৩৬, ১৯১৩।১৪ ইস্তক ১৯১৪। ১৫ হইতে ৩৫৭৪।।০ ১৯২৫ ইস্তক
৩/৪০২	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৸০	৭৮।।৶৬	৭২।৶৬	......	৭২।৶৬	......
৪/৪০৩	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আলী বক্সা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্সা আলী ও হামিদ উল্লা চৌং স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা ছৈয়দ উল্লা. আজমল্লা ভগ্নি ছৈয়দন্নিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজমল্লা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬,	২৯৫।৶৬	১৭৭৪।।০	১৮৬।৶৬	১৯৬০৸৶৬	১৮৯৫। ৯৬ হইতে ১৯৬৬, ১৯০০। ০১ ইস্তক ১৯০১। ০২ ইস্তক ২৯৪৯, ১৯০২। ০৩ হইতে ৩১২০, ১৯২৫ ইস্তক

২০/৪২০	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং তাজম্মিছা চৌং।	ফজর আলী পিং মমুহর আলী চৌং সাং তৈলারদ্বীপ।	১৬৩৭)	১৬১॥/৬	১৬৬॥/২	......	১৬৬॥/২	......
৬৯/৪৭৭	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং আবতুল মজিদ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১।৵০	৬৫॥৵০	৪৮(১	......	৪৮(১	......
৫২৮৮/৪৫৬৬	থানা সাতকানিয়া মৌজে চূড়ামনি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও সুরেন্দ্র বিজয় রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	৫১১৸৵০	৭।৶০	১৬৩৵৯	......	১৬৩৵৯	......

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd September 1897.

জেলা ফরিদপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোলআনা	......	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়রহ।	......	৫০১৻৩	......
৬৫১৮	পং হাবেলী তপ্পা মামুদপুর সোলপুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭৲	ঐ	......	প্রসন্নকুমার সেন	......	২৬১৲	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. Temple,
Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্ত্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগষ্ট।

নম্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১নং রেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুল্লা।	হার্ব্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পাতলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬।৵	৬৯৸০	২৫৩॥৵৩ ১৮৯৬।৯৭ ইং সম্পূর্ণ বাকি। ৬৭৬।৵ ৯৩০৻৩	২৩।০ ৬৯৸০ ৯৩৴	১০২৩৻৩	
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮॥/	৯২॥৬	২৫৮৶৩	৩০৸/৬	২৮৯৻৯	
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তম আলী।	আমির বানু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে নাজির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছরী ওগয়রহ।	১০৭১।০	১২২/	৪০১৸০	৪০॥৶০	৪৪২।৶০	
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটাখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহালিয়ে মৌলবি আজমল্লা খাঁ সাং হারবাঙ্গ।	৮৫৮৸৴	১০৴।/০	২১৫৴	৩৩৸০	২৪৮৸৩	
১৮৮	২৫০	থানা রামু মৌজে ভারুয়াখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ রাজা।	মৌলবী মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়াখালী ওগয়রহ।	৫৫০॥০	১৪১৸/৬	১৩৭।৵০	৪৭।/০	১৮৪॥৶০	
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামানিকচর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জাহাবক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯৴	১৬৮॥/০	৫৭৭৵	৫৬৬৶০	৬৩৩।/০	
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবিপ্রাক।	গোলনেছ নিছা, বলকিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহাম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।৵০	৯১।৵৬	২৯৮॥৶৯ ১৮৯৬ ইং সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি। ৪০৬৸৵৩ ৭০৫॥৵৬	৩০।৶১০ ৩০॥০ ০৸৶১০	৭৬৬॥/১০	
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টৈটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহদ্দার।	এর্সাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহাম্মদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩৴	১৯১।৵৬	১৮১৴	৬৩৸/০	২৪৪৸/০	

CHITTAGONG COLLECTORATE, The 31st August 1897.

BAGALA PRASANA MAZUMADER, For Offg. Collector.

জিলা বর্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ। উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পলশোনা পং ধেঞা	৭৪০০॥৶১১	......	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	৯২৫/৬	.....	৩১৮৶৯
৬২	পলশোনা পং ধেঞা	৭৪০০॥৶১১	......	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মূল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	২৫১৮।৭	......	৮৬১৸৶৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE.
Deputy Collector in Charge,
For Collector on tour.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেল ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭	তৌজি মহাল সুবরা পরগণে পাজ-নৌর।	১৯৪১৩৮/১	......	১৬৭।২ নং তৌজি সুবরা /১৪।১৬।।৶০ এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা এক কড়া ষোল তিল দুই কড়ার তিল দুই কাগ তিন রকম অংশ কেবল অংশমাত্র বিক্রয় হইবে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর তারিণীপ্রসাদ সুর দিগর।	২০০৬৮৩	......	৭।১০ সার্টিফিকে-টের বাকী।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিনকোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ।।০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৷৷০ ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸০

II আধ ,, ,, ৯৲ ,, ,, ,, ,, ৯।৷০

। শিকি ,, ,, ৪৷৷০ ,, ,, ,, ,, ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২৷৷০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		৵০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		৵০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half ,, ,,	...	...	...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০১
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	১০১
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পঙ্ক্তি	...	...	...	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও,এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৵• পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-ষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

63a—13-9-97—1503—120

Numb. 3034 [৩০৩৪]

REGISTERED No. 3·

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২১ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 487T.M.—The 6th September 1897.—Whereas a notification No. 2442M., dated the 30th April 1897, was published at page 112, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 5th May 1897, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of section 260 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Netrokona Municipality, in the district of Mymensingh, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Netrokona Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 622T.M.—The 11th September 1897.—Whereas a Notification No. 821M., dated the 13th February 1897, was published at page 46, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 17th idem, sanctioning the extension of the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act III of 1884, as amended by Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Baruipur Municipality in the district of the 24-Parganas, and whereas the Municipal Commissioners resolved, under Section 222 of the Act, to bring the provisions of Part IX into operation within the Municipality, with effect from the 1st April 1898, thus exceeding the limit of time fixed by the proviso to the aforesaid Section, it is therefore necessary to renew the sanction then accorded. It is accordingly notified, for general information, that in the exercise of the powers vested in the Local Government by Section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Baruipur Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the said part of the Municipal Act to the above Municipality.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৪৮৭ টি, এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৬ সেপ্টেম্বর।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৬০ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৩০ আপ্রিল তারিখের ২৪৪২ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ১৮৯৭ সালের মে মাসের ৫ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ১১২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং নেত্রকোণা মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

সি, ই, এ, ডবলিউ, ওল্‌ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৬২২ টি, এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১১ সেপ্টেম্বর।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত বারুইপুর মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৪ সালের ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপলাটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে ১৮৯৭ সালের ১৩ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৮২১ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৭ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ৪৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও এবং মুনিসিপল কমিশনরেরা উক্ত আইনের ২২২ ধারামতে ১৮৯৮ সালের ১ আপ্রিল হইতে উক্ত মুনিসিপালিটীতে নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করিবার জন্যে কল্পনা করা প্রযুক্ত উক্ত ধারার নিয়ম বিধির নিরূপিত কাল অতিক্রম হওয়ায় তৎকালে প্রদত্ত অনুমতি নূতন করিয়া দেওয়া আবশ্যক হওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং বারুইপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত পরিচ্ছেদ উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

সি, ই, এ, ডবলিউ ওল্‌ডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 21, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২১ সেপ্টেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৭ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১০১ নং	হেরুকা, পরগণা আকবরসাহি থানা মৌড়েশ্বর।	১৫৫৯৶০	সম্পূর্ণ	......	ভোলানাথ ঘোষ দিগর।	......	৪১।৬	.....
১০৯ নং	দাঁড়কা, পরগণা ইছাপুখুরিয়া থানা লাভপুর।	১৮০৩৵০	...	এজমালি অংশ রকম ।৶১৯ গণ্ডা ২ দন্তী এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র রায় দিগর।	৯২৩।।১	......	৮(৪ পাই।
১০৩ নং	খন্না, পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	১৩৮৩৶০	......	এজমালি অংশ রকম ।।৯।—১৫ ভিন্ন এই এজমালি অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	গিরিশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।	৭৭২৵০	......	৫।।২
১৭০ নং	আকুনি পরগণা স্বরূপসিংহ থানা মৌড়েশ্বর।	১৮৩২।৶০	......	১৭০ ২ নং পৃথক হিসাব কাজিপুর বাগবাদিনী ও ভুড়ি গ্রাম মৌজার রকম ষোল আনা এবং সাহাজাদপুর চক ও সাহাজাদপুর নওয়াবাদ মৌজার রকম ।৵০ আনা এই পৃথক হিসাব ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায় দিগর।	৫৭২।।৵০	......	২৯৵০

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব বাধা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BEERBHUM COLLECTORATE,
Dated Sooree, the 9th August 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা বর্দ্ধমান।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৪ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশের বা ঐ অংশের বিশেষ বিবরণ। উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৬২	পলশোনা পং ধেঞা	৭৪০০॥৶১১	......	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে ১নং পৃথক হিসাবের মহাল নিলাম হইবে মূল মহাল ও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	৯২৫/৬	......	৩১৮৶৯
৬২	পলশোনা পং ধেঞা	৭৪০০॥৶১১	......	এই মহালে ২,৩, ৪ ও ৫ নং পৃথক হিসাবের মহাল বাদে মূল মহাল নিলাম হইবে ১ নং পৃথক হিসাবও বাকি পড়িয়াছে তাহার নিলাম জন্য পৃথক ইস্তাহার দেওয়া গেল।	আশুতোষ চন্দ্র দিং	২৫১৮।৭	......	৮৬১৸৶৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

BEJOY K. BOSE.
Deputy Collector in Charge,
For Collector on tour.

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সনের ২৪ সেপ্টেম্বর শুক্রবার তারিখে মোং বাং ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭। ২ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭৭	তালুক সৈজুদ্দীন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী ৸৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৸৶৪	......	৬।৶।। পাই।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩৲	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	৯৯৮৲	......
৬২৯২	চক কচুপাতরা পং চন্দ্রদ্বীপ।	৭৩২৲	সম্পূর্ণ মহালের তালুকদারী স্বত্ব নিলাম হইবে	......	শশীকুমার বসু গং	......	৬০৮৲	......
৪৬৪২	তুষখালী মহাল অধীন ৪নং নিম হাওলা পং সৈদপুর।	৫৩৫৶৩	সম্পূর্ণ নিম হাওলা নিলাম হইবে।	......	এরফানুদ্দি গং ...	......	১১১৸৵০	......
ঐ	তুষখালা মহাল অধীন ৬৮৮৮৪।২১৮ নং যোত।	৯০১৲	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	মদন গং ...	......	৬০১৲	......
৫২২২	চর কৃষ্ণপুরা মহাল অধীন ৮ নং গরমকররি হাওলা পং জজীরা।	১০৬১।৵১০	সম্পূর্ণ হাওলা নিলাম হইবে।	......	কাশীচন্দ্র দাস গং	......	৮৪২৸৵৩	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জেলা বর্দ্ধমান।—নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বর্দ্ধমান জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহলে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বর্দ্ধমান জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২৪শে সেপ্টেম্বর তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ৯ আশ্বিন তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিকস্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থ রূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভিনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্বস্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০, টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০, টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদুর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			মন্তব্য।
		একর	কড	পোঃ।	টাঃ	আঃ	পাই।	
৬৪৪৮	কালুগুক দিঃ পং মজাফরসাহি ...	৯	২	২	৪৮	✓	৯	
৬৪৪৯	কজলা দিঃ পং বর্দ্ধমান ...	৭	১	১৮	৩৩	I	৩	
৬৪৫৪	বটগ্রাম দিঃ পং মজাফরসাহি ...	৫	২	২	২৮	৸৴	৩	
৬৪৫০	উচালন পং সমরসাহি ...	৫	৩	৩৯	২৭	॥৴	৬	
৬৪৫৩	কৃষ্ণপুর ওরফে কামালপুর পং খণ্ডঘোষ ...	৬	১	২২	৩৬	I৴	৬	
৬৪৫১	বুলচন্দ্রপুর পং সমরসাহি ...	৭	১	২২	৩৭	॥৵	৬	
৬৪৫২	নিগোন পং খেঞা ...	৭	২	৩৬	৫২	॥৴	০	
৭৩	ডকরপুর পং অম্বিকা ...	৪	৩	১৬	১৭	I৴	৩	
৬৩২০	পাঁচরথী পং জাহাঙ্গিরাবাদ ...	৪	০	১৭	১৫	I	৬	
৩৪৯৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	৩	৩৯	১	৵	৩	
৬৪৯৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	১৮	০	০	০	
৩৫২৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	২	৯	২	॥৵	৬	
৩৫২৬	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	২৯	০	০	০	
৩৫২৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	২২	০	০	০	
৩৫৩৭	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	৯	০	০	০	
৩৫৪৪	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ...	০	০	৭	০	০	০	
৩৫৫৩	কোণ্ডারডিহি পং সেরগড় ..	০	০	৩২ ১/২	১,	০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা বর্দ্ধমান
তারিখ ২১ আগষ্ট ১৮৯৭

C. FISHER,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারামতে সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে যে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালাতের সন ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির রাজস্ব ২৮ জুন সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৯৭ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টরিতে বেওজর নিলামে ধরা যাইবেক।

প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
১	১	পং মাগুরা, কিং চেতলা দিং।	৫৪২২৸২	...	শ্রীপুর ও বাগেরখোল ও রাজু মোল্লার চক ৩ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ॥০ আনা বাদে অবশিষ্ট ॥০ আনা ও অন্যান্য সমস্ত মৌজা।	হরিশ্চন্দ্র রায় ...	৫০১৫৸৴২	......	১৮।৴১১॥
২	৩৬	পং মাগুরা কিং ধাপামানপুর।	২৭৭৮ ।৶৪ $\frac{১}{২}$	...	৸২৸৭ $\frac{২}{৩}$ দন্তি স্বতন্ত্র হিসাব বাদে অবশিষ্ট ৶১৭৲১ $\frac{১}{৩}$ দন্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	৬৬৭॥৹৮।	......	৬৯।৶৫।
৩	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর দিং।	৩১৯৬৴৫	...	আলিপুর দিং ১৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ১৬ ষোল আনা চক্রবেড়ে দিং ৪ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ॥৴১৯।—ক্রান্তা ও রামেশ্বরপুর মৌজায় ৸৴১৩৲২ কাগ অংশ।	ঐ	২১৬২॥৩।।	......	১৯॥৴৪
৪	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৸৶ ৭	...	৩ মৌজা বাদে অবশিষ্ট ১০ মৌজার ৭ মৌজায় ১৬ ষোল আনা চক কাঠালিয়া মৌজায় ॥৴০ আনা ও বাবনপুর ও নোনা মৌজায় ৸৴১৮॥ অংশ।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী	৮৬১॥৶১০	.....	৮৬৷৴২
৫	৩১৪	পং মুড়াগাছা কিং হরিনারায়ণপুর।	১২২১২ ৸৴৪॥	...	।৸৴১৪॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ।৶১৯৸৶৫। —ক্রান্তী।	রাজেন্দ্র নাথ রায় চৌধুরী দিং।	৬৩৫৩৸৪	......	৫১॥৶৩॥
৬	৩৫১। ৯	পং ঘড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২ ।৴ $\frac{১}{২}$	...	৸৴৬॥ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩।—ক্রান্তী।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৸০	......	৮০৶১

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকি করপরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
৭	৩৯২	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৶ ৮	...	৵৬৷৷ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩.— ক্রান্তী।	সারদা দাসী ...	১৩৮৫৷।/২	......	৬৵৶১০৵
৮	৩৯২।৪	পং আজিমাবাদ কিং হুদা জয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।.৴ ৮	...	৵৬৷৷ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶১৩।— ক্রান্তী।	বাঁকেবিহারিলাল মণ্ডল।	১৩৮৫৷।/৪	......	৯৯।৶১
৯	৪০৩	পং আজিমাবাদ কিং পাথর বেড়িয়া দিং।	৫১৪৩৶৩	...	৷৷/১৪৷৷ = ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ।৵৫।— ক্রান্তী।	ব্রজেন্দ্রনাথ রায় দিং।	২০১৯।৵৬৵	......	৩২।৪৷৷
১০	১৫৩৪।৫	পং ময়দা কিং বাঁটরা।	১৪৬৮১ ।৵৪	...	৵১৬—ক্রান্তী বাদে অবশিষ্ট ৶৩৵ = ক্রান্তী।	সুরেন্দ্র নাথ দত্ত	২৯৩২।৶৪	......	১৮০৵/৬
১১	২০৩৬	পং উখড়া কিং দাতানি।	৫৪৭৷৷৶৪	পূরা মহাল।	.. ...	সারদাচরণ দত্ত দিং।	......	১৩।/৮	......
১২	২১৬৬	পং উখড়া কিং প. টডাঙ্গা।	৫৫০৵/০	ঐ	......	বীরেশ্বর দে দিং	......	১৭।/২	......

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর হেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯৷৷০	সমুদয় ...	......	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।	......	১৮৭)	......

OPENDRA CHUNDRA MOZUMDAR,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকি পড়া খাজানা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	থানা, মৌজা ও তালুকের নাম।	মালীকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২ ৪০১	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে ছোট ছহুয়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছহুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৪৩)	৪২৬৵৬	৮৩৪৷০	১০২(৯	৯৩৬৷৯	১৮৯৪। ৯৫ হইতে ২২৪৩) ১৮৯-।৯৮ ইস্তক ১৮৯৮। ৯৯ হইতে ৩৩৬০।০ ১৯০৩। ০৪ ইস্তক ১ ০৪। ০৫ হইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩। ১৪ ইস্তক ১৯১৪ । ১৫ হইতে ৩৫৭৪॥০ ১৯২৫ ইস্তক
৩ ৪০২	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজ্জান।	৬৯৬৮০	৭৮॥৵৬	৭২৷৵৬	......	৭২৷৵৬	......
৪ ৪০৩	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আলী বক্সা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্সা আলী ও হামিদ উল্লা চৌং স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা ছৈয়দ উল্লা আজমল্লা ভগ্নি ছৈয়দন্নিছা. জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজমল্লা খাঁ মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬)	২৪৫।৶৬	১৪৭৪॥০	১৮৬।৶৬	১৬৬০৸৶৬	১৮৯৫। ৯৬ হইতে ১৯৬৬) ১৯০০। ০১ ইস্তক ১৯০১। ০২ ইস্তক ২৯৪৯) ১৯০২। ০৩ হইতে ৩১২০) ১৯২৫ ইস্তক

২০ / ৪২০	থানা সাতকানিয়া হাল বাস-খালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং তাজম্বিছা চৌং।	ফজর আলী পিং মমুহর আলী চৌং সাং তৈলার-দ্বীপ।	১৬৩৭)	১৬১॥/৬	১৬৬॥/২	......	১৬৬॥/২	......
৬৯ / ৪৭৭	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং আবদুল মজিদ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১।৵০	৬৫॥/০	৪৮(১	......	৪৮(১	......
৫২৮৮ / ৪৫৬৬	থানা সাতকানিয়া মৌজে চূড়ামণি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র চৈতন্যচরণ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও সুরেন্দ্র বিজয় রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	৫১১৸৵০	৭।৶০	১৬৩৵৯	......	১৬৩৵৯	......

J. PHILLIMORE,
Offy. Collector.

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd September 1897.

জেলা ফরিদপুর।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ফরিদপুর জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ১৮৯৭। ১০ আগষ্ট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৫০	পং কাশীম নগর মহাল পঞ্চাশ হাজারী।	৩৮৯২	ষোলআনা	......	ঈশ্বরচন্দ্র সাহা গয়রহ।	......	৫০১(৩	......
৬৫১৮	পং হাবেলী তপ্পা মামুদপুর সোলপুরের অতিরিক্ত মহাল।	১০৪৭)	ঐ	......	প্রসন্নকুমার সেন	......	২৬১)	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

J. H. Temple,
Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্ত্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগস্ট।

নম্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১নং রেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুল্লা।	হার্ব্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পাতলা মাছুয়াখালী।	৬৭৬।৵	৬৯॥০	২৫৩॥৵৩ ১৮৯৬।৯৭ ইং সম্পূর্ণ বাকি। ৬৭৬।৵ ৯৩০৲৩	২৩।০ ৬৯৸০ ৯৩৲	১০২৩৲৩	
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮॥/	৯২॥৬	২৫৮৶৩	৩০৸/৬	২৮৯৲৯	
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তম আলী।	আমির বানু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে নাজির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছরী ওগয়রহ।	১০৭১।০	১২২/	৪০১৸০	৪০॥৶০	৪৪২।৶০	
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটাখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহালিয়ে মৌলবি আজমল্লা খাঁ সাং হারবাঙ্গ।	৮৫৮৸/	১০৶।/০	২১৫৲	৩৩৸০	২৪৮৸৩	
১৮৮	২৫০	থানা রামু মৌজে ভারুয়াখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ রাজা।	নৈবী মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়াখালী ওগয়রহ।	৫৫০॥০	১৪১৸/৬	১৩৭।৵০	৪৭।/০	১৮৪॥৶০	
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামানিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জাহাবক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯৲	১৬৮॥/০	৫৭৭৵	৫৬৬৶০	৬৩৩।/০	
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	গোলনেছ নিছা, বলকিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহাম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।৵০	৯১।৵৬	২৯৮॥৶৯ ১৮৯৬ ইং সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি। ৪০৬৸৵৩ ৭০৫॥৵৬	৩০।৶১০ ৩০॥০ ০৸৶১০	৭৬৬॥/১০	
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টৈটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহদ্দার।	এর্সাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহাম্মদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩৲	১৯১।৵৬	১৮১৲	৬৩৸/০	২৪৪৸০	

CHITTAGONG COLLECTORATE,　　BAGALA PRASANA MAZUMADER,

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৭ সেপ্টেম্বর তারিখে বেলা ১১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৬৭	তৌজি মহাল দুবরা পরগণে রাজ-নৌর।	১৯৪১৩৷৶১	......	১৬৭।২ নং তৌজি দুবরা /১৪।১৬॥৶০ এক আনা চৌদ্দ গণ্ডা এক কড়া ষোল তিল দুই কড়ার তিল দুই কাগ তিন রকম অংশ কেবল অংশমাত্র বিক্রয় হইবে সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবেক না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর তারিনীপ্রসাদ সুর দিগর।	২০০৬৸৩	......	৭।১০ সার্টিফিকেটের বাকী।

টীকা।– যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৩ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের আর বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

W. MAXWELL,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8*; per eight-ounce tin, *Rs. 5*; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3*; per eight-ounce tin, *Rs. 6*, per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডেনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত দাম ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸০
॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯॥০
। শিকি „ „ ৪॥০ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	„	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲
ডাকমাশুল	„	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	„	।০
ডাকমাশুল		৵০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		৵০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐং গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
অর্দ্ধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্যানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

INSOLVENCY NOTICE.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTTA.

In the matter of RAMASEWAR BARRICK AND ANOTHER, Insolvents.

NOTICE is hereby given that Tuesday, the 7th day of December next, is appointed for the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an account in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 2nd day of May 1896 until the 31st day of August 1897, has been filed, and may be inspected in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested who may intend to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent will be heard, notice having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of SRIDAM CHUNDER SEAL, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 15th April to 31st August 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of ISSUR DASS JUGGERNATH, Insolvents. Wherein the account of the Official Assignee, from 10th March to 31st August 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of RAMRICK DASS NUNDRAM, Insolvents. Wherein the account of the Official Assignee, from 30th March to 31st August 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of HADJEE SALLAY MAHOMED ELIAS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 16th September 1896 to 31st August 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JUMMNA DASS, an Insolvent. Wherein the account of the Official Assignee, from 19th September 1896 to 31st August 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of NUONCORUN MULL AND OTHERS, Insolvents. Wherein the account of the Official Assignee from 12th May to 31st August 1897, has been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE,
Calcutta, 17th September 1897.

A. B. MILLER,
Official Assignee.

(13—1)

কালেবাজা বোলিংডেজী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুক্ত জেম্‌স পেচ সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 64a—20-9-97—1524—120

Numb. 3035 [৩০৩৫]

REGISTERED No. 3

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

CONTENTS

নির্ঘণ্ট।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 661T.M.– The 15th September 1897.—Whereas a Notification No. 1925M., dated the 3rd April 1897, was published at page 85, Part IB. of the *Calcutta Gazette* of the 7th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act III of 1884, as amended by Bengal Act IV of 1894, to such portion of the Kotechandpur Municipality in the district of Jessore, as is comprised in the area the boundaries of which are stated below, and whereas no valid objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kotechandpur Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said area of the Municipality.

The aforesaid boundaries are :—

On the North.—Kotechandpur, Muchipara, Musulmanpara and Dhopapara.

On the East.—Syedtola, and a line from it to the Municipal tank at Ba i Bamundah.

On the South.—Katakhal and the river Bhairub.

On the West.—The river Bhairub, Kotechandpur, Mitterpara Ghât Road and Mitterpara.

C. E. A. W. OLDHAM,
Offg. Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৬৬১ টি, এম; নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১৫ সেপ্টেম্বর।—যশোহর জিলার অন্তর্গত কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর যে অংশের সীমা নিম্নভাগে দেওয়া গেল সেই অংশে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৩ আপ্রিল তারিখের ১৯২৫ এম নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ৭ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ৮৫ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে যুক্তিসিদ্ধ কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং কোটচাঁদপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীর উক্ত সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

পূর্ব্বোক্ত সীমা এই,—

উত্তর সীমা।—কোটচাঁদপুর, মুচিপাড়া, মুসলমানপাড়া ও ধোপাপাড়া।

পূর্ব্ব সীমা।—সৈয়েদটোলা এবং ঐ স্থান হইতে বাজিবামুনদার মুনিসিপল পুষ্করিণী পর্য্যন্ত এক রেখা।

দক্ষিণ সীমা।—কাটা খাল ও ভৈরব নদ।

পশ্চিম সীমা।—ভৈরব নদ, কোটচাঁদপুর, মিত্রপাড়া ঘাটের পথ ও মিত্রপাড়া।

সি. ই, এ, ডবলিউ, ওলড হ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

তৃতীয় খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের নিম্নলিখিত আইনটী ১৮৯৭ সালের ২২এ জুলাই তারিখে মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রচারিত করা গেল।—

১৮৯৭ সালের ১৪ আইন।

কোন কোন আইনের উল্লেখের সুবিধা করণার্থ আইন।

কোন কোন আইনের উল্লেখের সুবিধা করিবার বিধান করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল ঃ—

নাম ও আরম্ভের কথা।

১ ধারা। (১) এই আইনটীকে সংক্ষেপ নাম বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ভারতবর্ষীয় আইন বলা যাইতে পারিবে, এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে।

তফসীলের বর্ণিত আইনের উল্লেখের কথা।

২ ধারা। তফসীলের প্রথম তিন ঘরের বর্ণিত আইনের, উল্লেখ করিবার জন্য ঐ তফসীলের চতুর্থ ঘরে যে সংক্ষেপ নাম দেওয়া হইল, উল্লেখ করিবার অন্য কোন রীতির ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া যাবতীয় প্রয়োজনার্থ, উহার সেই সংক্ষেপ নামে উল্লেখ করা যাইতে পারিবে।

তফসীল।

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৩৪	২	গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরিগণকে প্রধান সেক্রেটরির ক্ষমতা পরিচালন করিবার ক্ষমতা প্রদান করণার্থ।	গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী বিষয়ক ১৮৩৪ সালের আইন।
১৮৩৭	৪	শ্রীশ্রীমতীর সকল প্রজাকে ভূমি অধিকারে রাখিবার ক্ষমতা দেওনার্থ।	ভূসম্পত্তি বিষয়ক ১৮৩৭ সালের আইন।
১৮৩৮	২৫	চরমপত্র	চরমপত্র বিষয়ক ১৮৩৮ সালের আইন।
১৮৩৯	২৯	যৌতুক বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ...	যৌতুক বিষয়ক ১৮৩৯ সালের আইন।
”	৩০	উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ...	উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৩৯ সালের আইন।
”	৩২	কোন কোন স্থলে সুদ দিবার সম্বন্ধে ...	সুদ বিষয়ক ১৮৩৯ সালের আইন।
১৮৪১	১০	ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির শাসনাধীন দেশের অন্তর্গত বন্দরের কিম্বা দেশীয় রাজা বা রাজ্যের কিম্বা তাঁহাদের প্রজাদের জাহাজ বা জলযান যাহাতে বিক্টোরিয়ার ৩য় ও ৪র্থ বৎসরের আইনের ৫৬ অধ্যায়ানুসারে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কৃত এক ঘোষণানুসারে বৃটিশ জাহাজের অধিকার পাইতে স্বত্ববান্ হয় তজ্জন্য যে বিধি পালন করিতে হইবে সেই বিধি নির্দ্দেশ করণার্থ।	জাহাজের রেজিষ্টরী করণবিষয়ক ১৮৪১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
”	১৯	উত্তরাধিকারিত্বের বিষয়ী স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অন্যায়রূপে দখল নিবারণার্থ।	উত্তরাধিকারিত্ব (সম্পত্তি সংরক্ষণ) বিষয়ক ১৮৪১ সালের আইন।
”	২৪	উইলকারিদিগের সম্পত্তির যে অবশিষ্টাংশ সম্বন্ধে বিলি ব্যবস্থা হয় নাই তৎসম্বন্ধে, ইলিউসরি আপয়েন্টমেন্ট সম্বন্ধে, আদালতের আদেশানুসারে অক্ষমতাধীন ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক সম্পত্তির হস্তান্তর সম্বন্ধে, এবং ঐরূপ সকল ব্যক্তির সম্পত্তির অধিকতর সন্তোষজনক ভাবে কার্য্যাধ্যক্ষতা সম্বন্ধে এবং অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে ইংলণ্ডে যেরূপে আইন পরিচালিত হয় তাহার সহিত শ্রীশ্রীমতীর সুপ্রিম কোর্টের জজদিগের কর্ত্তৃক পরিচালিত আইনের অধিকতর সাদৃশ্যের বিধান করণার্থ।	ইলিউসরি আপয়েন্টমেণ্ট এবং শিশুদিগের সম্পত্তি বিষয়ক ১৮৪১ সালের আইন।
”	২৭	যোত্রহীনদের সম্পত্তির যে ডিবিডেণ্ড অর্থাৎ অংশের দাওয়া না হয় তাহা বিলি করিয়া দেওনের।	যোত্রহীনদের সম্পত্তি বিষয়ক (যে ডিবিডেণ্ডের দাওয়া না হয়, তদ্বিষয়ক) ১৮৪১ সালের আইন।
১৮৪৩	৫	ভারতবর্ষের কোম্পানি বাহাদুরের অধিকারের মধ্যে গোলামী অবস্থার বিষয়ী আইন নির্ণয় ও সংশোধন করণের।	দাসত্ব বিষয়ক ১৮৪৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
১৮৪৬	১	কোম্পানি বাহাদুরের আদালতে উকীলদিগকে নিযুক্ত করণ ও মেহনতানা দেওনের বিষয়ী আইন শুধরিবার।	ব্যবহারাজীবদের সম্বন্ধীয় ১৮৪৬ সালের আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৪৭	২০	কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত দেশের মধ্যে গ্রন্থস্বত্ব নামক স্বত্ব নির্ণয় ও প্রবল করণের দ্বারা ঐ দেশের মধ্যে বিদ্যার সাহায্য করণের।	গ্রন্থস্বত্ব বিষয়ক ১৮৪৭ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
১৮৪৮	১৫	সুপ্রিম কোর্টের কার্য্যকারকদিগকে ব্যবসা করিতে নিষেধ করণের।	সুপ্রিম কোর্টের কার্য্যকারকদিগের ব্যবসায় করণ বিষয়ক ১৮৪৮ সালের আইন।
১৮৫০	৫	ভারতবর্ষের সমুদ্রের তীরস্থ বন্দরে ২ অবাধিতরূপে বাণিজ্য হওনের।	সমুদ্রকূলে বাণিজ্য বিষয়ক ১৮৫০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
,,	১১	১৮৪১ সালের ১০ আইন শুধরিবার ...	জাহাজের রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৪১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৫০ সালের আইন।
,,	১২	সরকারী হিসাবীর ত্রুটি প্রযুক্ত ক্ষতি নিবারণের ...	সরকারী হিসাবকারিদের ত্রুটি বিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন।
,,	১৮	বিচারকর্ত্তাদের রক্ষা করণের ...	বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারিদের রক্ষার্থ ১৮৫০ সালের আইন।
,,	১৯	আপ্রেণ্টিসকে বদ্ধকরণের বিষয়ী ...	আপ্রেণ্টিস বিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন।
,,	২১	বাঙ্গলা দেশের চলিত ১৮৩২ সালের ৮ আইনের ৯ ধারার মূল নিয়ম কোম্পানি বাহাদুরের শাসিত সকল দেশে চালাইবার।	জাতিনিবন্ধন অক্ষমতা দূরীকরণার্থ ১৮৫০ সালের আইন।
,,	৩৪	শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে যে যে লোককে কয়েদ করিবার হুকুম হয় তাহাদিগকে পূর্ব্বাপেক্ষা ভালমতে কয়েদ করিয়া রাখিবার।	রাজকীয় কয়েদিবিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন।
১৮৫১	৮	সরকারী রাস্তা ও সাঁকোর উপর মাসুল বসাইতে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা দেওনের।	মাসুলবিষয়ক ১৮৫১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
১৮৫২	৮	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন এবং দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন অনুসারে মফঃসলের পরওয়ানা জারী করণার্থে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের সরিফ সাহেবকে মেহনতানা দেওনের বিষয়ী।	সেরিফের ফী বিষয়ক ১৮৫২ সালের আইন।
,,	৩০	বিদেশীয়দিগকে দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত করিবার বিধান করণার্থ।	দেশবাসী বলিয়া পরিগণিত করণ বিষয়ক ১৮৫২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
১৮৫৩	২	ভূম্যধিকারী কি তাঁহাদের গোমাশতা অথবা সরবরাহকারদের যে সরকারী ও পোলিসের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতে হয় ও যে সরকারী খরচ দিতে হয় তৎসম্পর্কে এদেশীয় লোকেরা যে২ আদালতের অধীন আছে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সকল প্রজার সেই সেই আদালতের অধীন হওনের যোগ্যতার বিষয়ে যে সন্দেহ আছে তাহা ভঞ্জনের আইন।	ভূম্যধিকারিদের সরকারী খরচ ও কর্ত্তব্য বিষয়ক ১৮৫৩ সালের আইন।
,,	২০	কোম্পানি বাহাদুরের আদালতের মধ্যে উকীলদের বিষয়ী আইন সংশোধনের।	ব্যবহারাজীবদের সম্বন্ধীয় ১৮৫৩ সালের আইন।
১৮৫৪	৩১	ইজলণ্ডীয় আইন যে২ স্থলে খাটে সেই২ স্থলে ভূমি হস্তান্তর করণের নিয়ম সহজ করিবার।	ভূমি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৫৪ সালের আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৫৫	১১	ইঙ্গলণ্ডীয় আইন যেং স্থলে খাটিতে পারে সেই সেই স্থলে ওয়াসিলাতের বিষয়ের এবং দুর্ব্বল অধিকার-ক্রমে যাহারা দখীলকার হয় তাহারা ভূমির যে উত্তমতা করে তদ্বিষয়ের।	মধ্যবর্ত্তী কালের লাভ ও উৎকর্ষ বিষয়ক ১৮৫৫ সালের আইন।
”	১২	অছিদের কি আডমিনিষ্ট্রেটরদের কি স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিদের কোনং নোকসানের বিষয়ে নালিশ করিবার ও তাহাদের নামে নালিশ হইবার ক্ষমতা দেওনের।	আইনমত স্থলাভিষিক্ত ব্যক্তিগণের মোকদ্দমা বিষয়ক ১৮৫৫ সালের আইন।
”	১৩	যে ক্ষতির বাবৎ দাবীর নালিশ হইতে পারে এমত ক্ষতির দ্বারা কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে তাহার পরিবারের ঐ ক্ষতি পুরণ পাইবার বিধান করনের।	যে সকল দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটে তদ্বিষয়ক ১৮৫৫ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
”	২৩	মৃত ব্যক্তিদের যে ইষ্টেটের উপর বন্ধকক্রমে কোন টাকার দায় থাকে তাহার কার্য্য নির্ব্বাহের বিষয়ের আইন সংশোধন করিবার।	বন্ধকী মহালের কার্য্যনির্ব্বাহ বিষয়ক ১৮৫৫ সালের আইন।
”	২৪	ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় বন্দুয়ানদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের পরিবর্ত্তে খাটনীর দণ্ড নিরূপণ করণের।	দণ্ডরূপে প্রযুক্ত শ্রমদণ্ড বিষয়ক ১৮৫৫ সালের আইন।
”	২৮	অধিক সুদ লইবার আইন রদ করিবার	সুদ বিষয়ক আইন রহিত করণার্থ ১৮৫৫ সালের আইন।
১৮৫৬	৯	বিল অফ লেডিঙ্গ অর্থাৎ মাল বোঝাই করিবার একরারনামা বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার।	বিল অফ লেডিঙ্গ অর্থাৎ মাল বোঝাই করিবার একরারনামা বিষয়ক ১৮৫৬ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
”	১১	ভারতবর্ষের মধ্যে ডাঙ্গায় শ্রীশ্রীমতীর যে ফৌজ আছে ইউরোপীয় সৈনিকগণের তাহা ছাড়িয়া চলিয়া যাওয়া নিবারণের উৎকৃষ্টতর বিধান করণার্থ।	পলাতক ইউরোপীয় সৈনিকগণ বিষয়ক ১৮৫৬ সালের আইন।
”	১৫	হিন্দু বিধবাদের বিবাহের আইনঘটিত সকল বাধা রহিত করিবার।	হিন্দু বিধবাদের বিবাহ বিষয়ক ১৮৫৬ সালের আইন।
১৮৫৭	২	কলিকাতায় উনিবর্সিটি সংস্থাপনের ও চার্টর দেওনের	কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।
”	১১	রাজ্য বিপরীত অপরাধ নিবারণ করিবার ও সেই অপরাধের বিচার ও দণ্ড করিবার।	রাজ্যের বিরুদ্ধে অপরাধ বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।
”	২২	বোম্বাইয়ে উনিবর্সিটি সংস্থাপনের ও চার্টর দেওনের	বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।
”	২৫	কোনং স্থলে সম্পত্তি জব্দ হইবার আজ্ঞা করিবার ও তাহা ফিরিয়া পাইবার বিধান করিবার।	জব্দকরণ বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।
”	২৭	মান্দ্রাজে উনিবর্সিটি সংস্থাপনের ও চার্টর দেওনের	মান্দ্রাজ বিশ্ববিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৫৭ সালের আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৫৮	৩	রাজ্যের বিপরীত অপরাধী যে লোকদের কয়েদ হইবার হুকুম শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল বাহাদুরের হুজুর কৌন্সেল হইতে হয় তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিবার ও কয়েদ রাখিবার আইন সংশোধন করিবার।	রাজকীয় কয়েদী বিষয়ক ১৮৫৮ সালের আইন।
„	৩৪	রাজকীয় চার্টর দ্বারা স্থাপিত আদালতে ক্ষিপ্ত লোক সম্পর্কীয় কার্য্যের বিধি করিবার।	(সুপ্রিম কোর্টে) ক্ষিপ্তগণের বিচার সম্বন্ধীয় কার্য্য বিষয়ক ১৮৫৮ সালের আইন।
„	৩৫	ক্ষিপ্ত যে লোকেরা সুপ্রিম কোর্টের এলাকার মধ্যে না থাকে তাহাদের ইষ্টেট রক্ষা করিবার আরও উত্তম বিধান করিবার।	(জিলা কোর্টের অধান) ক্ষিপ্তব্যক্তিগণ বিষয়ক আইন।
„	৩৬	ক্ষেপা লোকদের আশ্রয়ের ...	বাতলাগার বিষয়ক ১৮৫৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
১৮৫৯	১	সওদাগরী জাহাজী লোকদের আইন সংশোধনের	সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক ১৮৫৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
„	৯	ধৃত করা বা জব্দ করা সম্পত্তির উপর দাওয়া হইলে সেই দাওয়ার বিচার করিবার বিধানের।	জব্দকরণ বিষয়ক ১৮৫৯ সালের আইন।
„	১৩	কোন২ স্থলে কারিগর কি কর্ম্মকারক কি মজুর চুক্তি ভঙ্গ করিলে তাহাদের দণ্ডের বিধান করিবার	কারিগরের চুক্তিভঙ্গকরণ বিষয়ক ১৮৫৯ সালের আইন।
১৮৬০	৯	রেলরোডে ও সরকারী অন্য কর্ম্মেতে যাহারা খাটে তাহাদের মুনিবদের সঙ্গে ঐ কর্ম্মকারিদের কোন২ বিবাদ ত্বরায় নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণের।	নিযোক্তা ও কর্ম্মকারকগণের (বিবাদ) সম্বন্ধীয় ১৮৬০ সালের আইন।
„	২১	সাহিত্য ও বিদ্যাঘটিত ও দানাদি কার্য্যের সমাজ রেজিষ্টরী করিবার।	সভা রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৬০ সালের আইন।
„	৩৪	সম্প্রতিকার গোলযোগের কালে সরকারী কার্য্যকারক সাহেবেরা ও অন্য লোকেরা যে সকল জরিমানার ও চাঁদার টাকা আদায় করিলেন ও যে২ কর্ম করিলেন তাহার নিমিত্ত তাঁহাদিগকে দায় হইতে মুক্ত করিবার।	গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিদের ক্ষতিনিষ্কৃতি বিষয়ক ১৮৬০ সালের আইন।
„	৪৭	১৮৫৭ সালের ২,২২ এবং ২৭ আইনে যে যে উপাধি উল্লিখিত হইয়াছে কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয়কে তদ্ভিন্ন অন্য উপাধি দিবার ক্ষমতা প্রদানার্থ।	ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয় (উপাধি) বিষয়ক ১৮৬০ সালের আইন।
১৮৬১	৫	পোলীসের বিধান করিবার	পুলিস বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন।
„	১৬	ডাকের গাড়ির অনুমতিপত্র দিবার ও তাহার বিধান করিবার।	ডাকগাড়ী বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন।
১৮৬২	৩	গবর্ণমেন্টের মোহর ব্যবহার করণ বিষয়ী আইন সংশোধনের।	গবর্ণমেন্টের মোহর বিষয়ক ১৮৬২ সালের আইন।
১৮৬৩	১৬	কেবল শিল্পাদি কর্ম্মে কি কিমিয়া বিদ্যাতে যে মদিরার ব্যবহার হয় তাহার উপর একসাইসের মাসুল আদায় করিবার বিশেষ বিধান করণার্থ।	আবকারী (উগ্র সরাব) বিষয়ক ১৮৬৩ সালের আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে)।

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৬৩	২০	ধর্ম্মার্থে দত্ত ভূম্যাদির তত্ত্বাবধারণ কার্য্য গবর্ণমেণ্টের ত্যাগ করিবার ক্ষমতা দানার্থ।	ধর্ম্মার্থে দত্ত সম্পত্তি বিষয়ক ১৮৬৩ সালের আইন।
,,	২৩	পতিত ভূমির উপর দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান করণার্থ।	পতিতভূমি (দাওয়া) বিষয়ক ১৮৬৩ সালের আইন।
,,	৩১	ইণ্ডিয়া গেজেটে কোন২ আজ্ঞা ও অন্যান্য বিষয় প্রচারিত হইলে তাহা বলবৎ করণার্থ।	সরকারী গেজেট বিষয়ক ১৮৬৩ সালের আইন।
১৮৬৪	৩	ভিন্নদেশীয় ব্যক্তিদের বিষয়ে গবর্ণমেণ্টকে ক্ষমতা বিশেষ দান করিবার।	বিদেশীয় ব্যক্তিগণ বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন।
,,	৬	কোন২ স্থলে কশাঘাত দণ্ড করণের অনুমতি দিবার	কশাঘাত দণ্ড বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন।
,,	১৫	১৮৫১ সালের ৮ আইন (অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টকে সরকারী রাস্তার ও সাঁকোর উপর মাস্থল বসাইবার ক্ষমতা দেওনের আইন) সংশোধন করিবার।	মাস্থল বিষয়ক ১৮৬৪ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
,,	১৭	রাজকীয় ট্রষ্টীর পদ সংস্থাপনের ...	রাজকীয় ট্রষ্টী বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন।
১৮৬৫	২১	পারসী লোকদের মধ্যে চরমপত্রাভাব ঘটিত উত্তরাধিকারিত্ব ব্যবস্থা নিরূপণ ও সংশোধনার্থ।	চরমপত্রের অভাবে পারসীদের মধ্যে উত্তরাধিকারিত্ব বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইন।
১৮৬৬	৫	ভারতবর্ষের বাণিজ্য বিষয়ক আইন কোন কোন অংশে সংশোধন করণার্থ।	মেরিণ ও ফায়র ইন্‌সিউরেন্স পলিসি কাহারও নামে লিখিয়া দেওন বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইন।
,,	২৫	ফোর্ট উলিয়ম্‌ ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাইকোর্টে যে২ কোম্পানির কাগজ ও টাকা গচ্ছিত হইয়াছে তাহা ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হস্তগত করণার্থ।	বেওয়ারিস গচ্ছিত টাকা বিষয়ক ১৮৬৬ সালের আইন।
১৮৬৭	১৬	কোন ২ বিচারালয়ের কর্ত্তৃপক্ষদিগকে কিয়ৎকালীন কর্ম্মকরণার্থ নিযুক্ত করিবার ক্ষমতা প্রদান করণের।	একটিং জজ বিষয়ক ১৮৬৭ সালের আইন
,,	২৫	মুদ্রাযন্ত্রের ও সম্বাদপত্রের বিধান করণার্থ এবং ব্রিটনীয় ভারতবর্ষে মুদ্রিত পুস্তকের কয়েক প্রস্থ রক্ষা ও ঐ ২ পুস্তক রেজিষ্টরী করণার্থ।	মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় ও পুস্তকের রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৬৭ সালের আইন।
১৮৭০	১	ক্বারান্টাইন বিষয়ক বিধি করিবার ...	ক্বারান্টাইন বিষয়ক ১৮৭০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
,,	৫	গবর্ণমেণ্টের হস্তগত টাকা পাইবার দরখাস্ত হইলে রাজধানীর হাইকোর্টের প্রতি সেই দরখাস্তের খরচের বিধান করিবার ক্ষমতা প্রদান করণার্থ।	বেওয়ারিস গচ্ছিত টাকা বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন।
,,	৮	বালিকাবধ নিবারণার্থ	বালিকাবধ নিবারণার্থ ১৮৭০ সালের আইন।
,,	২০	আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইনের দুই স্থানে যে ভ্রম হইয়াছে তাহা সংশোধন করণার্থ	আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭০ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন।
,,	২৭	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করিবার	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭০ সালের আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৭২	৩	যে ব্যক্তিরা খ্রীষ্টীয় কি ইহুদী কি হিন্দু কি মুসলমান কি পারসী কি বৌদ্ধ কি শিখ কি জৈন ধর্ম্ম স্বীকার না করেন তাঁহাদের বিবাহ প্রথার বিধান করণার্থ।	বিশেষ বিবাহ বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইন।
,,	১৯	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনে "মুদ্রা" শব্দের যে অর্থ করা গেল তৎসংশোধনার্থ।	ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইন সংশোধনার্থ ১৮৭২ সালের আইন।
১৮৭৫	৫	কোন কোন দেশীয় সৈনিকের স্বত্ব ও দায়িত্ব সম্বন্ধে সন্দেহ মোচনার্থ।	তসদিক্ না করা সিপাহী বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।
,,	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করণের ক্ষমতা পক্ষে হাইকোর্টের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ।	এডবোকেট জেনরলের ক্ষমতা বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।
,,	১৩	প্রবেট ও দ্রব্য নিরূপণাধিকারিত্ব পত্র বিষয়ক আইন সংশোধন করিবার।	প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন।
১৮৭৬	১৬	ডাক গাড়ী বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ...	ডাক গাড়ী বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭৬ সালের আইন।
১৮৭৭	২	১৮৭৫ সালের ১৩ আইন সংশোধন করণার্থ ...	প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন।
,,	৪	নানা রাজধানীর মাজিস্ট্রেটদের আদালতের কার্য্যপ্রণালীর বিধান করণার্থ ও বিচারাধিপত্য বৃদ্ধি করণার্থ।	প্রেসিডেন্সি মাজিষ্ট্রেটের আদালতের রসুম বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন।
১৮৭৯	১২	রেজিস্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন ও মোকদ্দমার মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইন সংশোধনার্থ।	রেজিস্টরী করণ বিষয়ক আইন ও মোকদ্দমার মিয়াদ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৭৯ সালের আইন।
১৮৮২	৮	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন সংশোধনার্থ ...	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮২ সালের আইন।
১৮৮৩	২	হস্তী সংরক্ষণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	হস্তী সংরক্ষণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৩ সালের আইন।
১৮৮৪	১	কলিকাতা, মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক সম্মানার্থ উপাধিপ্রদান বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ।	ভারতবর্ষীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের সম্মানার্থ উপাধি বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন।
১৮৮৫	৩	সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	সম্পত্তি হস্তান্তর করণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৫ সালের আইন।
,,	৯	১৮৮১ সালের আবকারী আইন, আবকারী বিষয়ক বঙ্গদেশের ১৮৭৮ সালের আইন ও সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	আবকারী আইন এবং সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৫ সালের আইন।
,,	১৫	স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের ঋণগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধনার্থ।	স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদের ঋণগ্রহণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৫ সালের আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে)।

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৮৬	২	কৃষিছাড়া অন্য উপায়ে যে আয় হয় তাহার উপর কর নির্দ্ধারণার্থ।	আয়কর বিষয়ক ১৮৮৬ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
,,	৪	চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইনের ২৬৫ ধারা সংশোধনার্থ।	চুক্তি বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ ১৮৮৬ সালের আইন
,,	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন ও অন্য কোন২ আইন সংশোধন করণার্থ।	ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৬ সালের আইন।
,,	১৮	১৮৫৮ সালের ৩৬ আইন সংশোধনার্থ	বাতুলাগার বিষয়ক ১৮৫৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৬ সালের আইন।
১৮৮৭	২	সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন, ১৮৮১ সালের আবকারী আইন ও তারিফ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৭ সালের আইন।
,,	৩	সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ।	সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৭ সালের আইন।
,,	৫	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ।	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৭ সালের আইন।
,,	৬	কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ।	কোম্পানি বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৭ সালের আইন।
১৮৮৮	১	ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ।	ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৮ সালের আইন।
,,	২	পেট্রোলিয়মের উপর কষ্টম মাস্থল আদায়ের বিধান করণার্থ।	পেট্রোলিয়মের কষ্টম মাস্থল বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইন।
,,	৮	কোন কোন টোল আদায় করা আইন সঙ্গত কি না সেই বিষয় সম্বন্ধীয় সন্দেহ দূর করণার্থ।	টোল বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
,,	১০	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন ও রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৮ সালের আইন।
,,	১১	টেলিগ্রাফ বিষয়ক ১৮৮৫ সালের ভারতবর্ষীয় আইনে একটা ধারা যোগ করণার্থ।	(রাজধানীস্থ) টেলিগ্রাফ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
,,	১৭	মেরিন বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	মেরিন্ বিষয়ক ১৮৮৭ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
১৮৮৯	৮	সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন এবং তারিফ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৯ সালের আইন।

তফসীল—(চলিতেছে।)

	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৮৯	২০	১৮৫৮ সালের ৩৬ আইন সংশোধন করণার্থ। ...	বাতুলাগার বিষয়ক ১৮৫৮ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৮৯ সালের আইন।
১৮৯০	২	১৮৬৪ সালের ১৭ আইন, ১৮৬৫ সালের ১০ আইন, ১৮৭৪ সালের ২ আইন ও ১৮৮১ সালের ৫ আইন সংশোধন করণার্থ।	প্রবেট ও ধনাধ্যক্ষতা বিষয়ক ১৮৯০ সালের আইন।
,,	৩	১৮৮৪ সালের ৬ ও ৭ আইন সংশোধন করণার্থ	ষ্টীম জাহাজ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
,,	১০	১৮৬৭ সালের ২৫ আইন সংশোধন করণার্থ ...	মুদ্রাযন্ত্র সম্বন্ধীয় এবং পুস্তকের রেজেষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৬৭ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
,,	১৪	পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইনের তফসীল সংশোধন করণার্থ।	পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
,,	১৬	জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	জন্ম, মৃত্যু ও বিবাহ রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
,,	১৮	দেশান্তর গমনবিষয়ক ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	দেশান্তর গমন বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।
,,	১৯	লবণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯০ সালের আইন।	লবণ সম্বন্ধীয় ১৮৮২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ ১৮৯০ সালের আইন
১৮৯১	১	পরের ভূমিতে গো মেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ এবং তাহার সহিত ১৮৮৩ সালের ১৮ আইন সম্মিলিত করণার্থ।	পরের ভূমিতে গো মেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
,,	২	খৃষ্টানদিগের বিবাহবিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	খৃষ্টানদিগের বিবাহবিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
,,	৩	সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন এবং ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
,,	৪	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
,,	৫	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন ও উহাতে অতিরিক্ত কথা সংযোগ করণার্থ।	বন্দর বিষয়ক ১৮৯১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৯১	৬	ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক কয়েকটী আইন সংশোধন করণার্থ।	ভারতবর্ষীয় সওদাগরী জাহাজ বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
,,	৭	১৮৪১ সালের ১০ আইন সংশোধন করণার্থ ...	জাহাজের রেজিষ্টরী করণ বিষয়ক ১৮৪১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
,,	৯	বাণিজ্য দ্রব্যের মার্কা বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন ও সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	বাণিজ্য দ্রব্যের মার্কা বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন এবং সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
,,	১০	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
,,	১৩	দেশাভ্যন্তরিক বাষ্পীয় পোত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	দেশাভ্যন্তরিক বাষ্পীয় পোত বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন।
১৮৯২	২	খৃষ্টীয়ানদের বিবাহ বিষয়ক ১৮৭২ সালের ভারতবর্ষীয় আইনের ষষ্ঠাধ্যায়ানুসারে সাধন করা কোন কোন বিবাহ সিদ্ধ করণার্থ।	বিবাহ সিদ্ধ করণার্থ ১৮৯২ সালের আইন।
,,	৬	মিয়াদ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের ভারতবর্ষীয় আইন ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ।	মিয়াদ বিষয়ক ভারতবর্ষীয় আইন ও দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯২ সালের আইন।
১৮৯৩	৫	বৃটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত রাজ্যের মধ্যে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের যে বিচারাধিকার আছে, যে সকল বৃটিষ আদালত সেই রাজ্যের মধ্যে বা সম্বন্ধে সেই বিচারাধিকার পরিচালন করেন, সেই সকল বৃটিষ আদালত যে সকল প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দেন, কোন স্থলে বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে সেই সকল প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা তামিল করা আইন সঙ্গত করণার্থ।	বিদেশীয় বিচারাধিকার (প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা) বিষয়ক ১৮৯৩ সালের আইন।
১৮৯৪	২	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধনার্থ।	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের আইন।
,,	৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন এবং ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের ভারতবর্ষীয় আইন।
,,	৬	সামুদ্রিক ও অগ্নিবিষয়ক বিমাপত্র ও নিলামের সার্টিফিকেট সম্বন্ধে ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের আইন।

তফসীল।—(চলিতেছে।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৯৪	৭	বন্দিদের ১৮৭১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ...	বন্দিদের ১৮৭১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের আইন।
,,	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৪ সালের আইন।
১৮৯৫	৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন, ১৮৬৪ সালের ৬ আইন এবং ভারতবর্ষের ডাকঘরের ১৮৬৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ভারতবর্ষীয় ফৌজদারী আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন।
,,	৪	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩৬৬ ও ৩৭১ ধারা সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন।
,,	৭	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের এবং পঞ্জাবের আইন বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের কোন কোন ধারা সংশোধন করণার্থ।	পঞ্জাবের আইন বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন।
,,	৮	১৮৬১ সালের ৫ আইন (পুলিসের বিধান করিবার আইন) সংশোধন করণার্থ।	পুলিস বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন।
,,	১৩	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৩২ ও ৬৫২ ধারা সংশোধনার্থ।	দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৫ সালের আইন।
১৮৯৬	১	দেশান্তর গমন বিষয়ক ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	দেশান্তর গমনবিষয়ক ১৮৮৩ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	৩	তারিফ বিষয়ক ১৮৯৪ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	তারিফ বিষয়ক ১৮৯৪ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	৪	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	বন্দর বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	৫	ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক ও অপরাধিদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ভিন্নদেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক ও অপরাধিদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করণার্থ ...	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	৭	রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	রাজধানীস্থ ছোট আদালত বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।

তফসীল।—(সমাপ্ত।)

১	২	৩	৪
বৎসর।	নম্বর।	বিষয়।	সংক্ষেপ নাম।
১৮৯৬	৯	রেলওয়ে বিষয়ক ১৮৯০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	রেলওয়ে বিষয়ক ১৮৯০ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	১১	ব্যবহারাজীবদিগের সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ব্যবহারাজীবদিগের সম্বন্ধীয় ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	১৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশো-ধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	১৫	অশ্বাদির সর্দ্দি ও কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন করণার্থ।	অশ্বাদির সর্দ্দি ও কুষ্ঠরোগ সম্বন্ধীয় ১৮৭৯ সালের আইন সংশোধন কর-ণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
,,	১৬	ভারতবর্ষের ডাকঘরের ১৮৬৬ সালের আইন সংশো-ধন করণার্থ।	ভারতবর্ষের ডাকঘরের ১৮৬৬ সালের আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৬ সালের আইন।
১৮৯৭	১	(সরকারী কর্ম্মকারকদের আচরণের বিষয়ের তদার-কের নিয়ম করণের) ১৮৫০ সালের ৩৭ আইন সংশোধন করণার্থ।	রাজকীয় কর্ম্মচারিদের সম্বন্ধে অনুসন্ধান বিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন সংশো-ধন করণার্থ ১৮৯৭ সালের আইন।
,,	১৩	ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারতবর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ।	ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ভারত-বর্ষীয় আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৭ সালের আইন।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ২রা সেপ্টেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রি-সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।

১৮৯৭ সালের ১২ আইন।

ডাকের গাড়ি বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন আরো সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

ডাকের গাড়ি বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইন আরো সংশোধন করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিত-মত বিধান করা গেল :—

সংক্ষিপ্ত নাম।

১ ধারা। এই আইনটীকে ডাকের গাড়ি বিষয়ক (১৮৬১ সালের) আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৭ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে।

১৮৬১ সালের ১৬ আইনের ১ ধারার নিয়মবিধি রহিত করিবার কথা।

২ ধারা। ডাকের গাড়ি বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ১ ধারার নিয়মবিধি রহিত করা গেল।

১৮৬১ সালের ১৬ আইনের ২০ ধারার পর নূতন ধারা যোগ করিবার কথা।

৩ ধারা। উক্ত আইনের ২০ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটী যোগ করিতে হইবে অর্থাৎ :—

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

"২০ক ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্বীয় শাসনাধীন প্রদেশ সকলে কিম্বা উক্ত প্রদেশ সকলের কোন অংশে এই আইনের অভিপ্রায় ও উদ্দেশ্য অনুসারে কার্য্য করিবার জন্য স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(২) বিশেষভাবে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত ক্ষমতা সাধারণের ব্যতিক্রম না ঘটাইয়া ঐরূপ বিধিতে –

(ক) আইনানুযায়িক লাইসেন্সের ফারম, এবং যে সকল নিয়মে লাইসেন্স দেওয়া যাইতে পারিবে তাহা এবং যে সকল স্থলে লাইসেন্স রহিত করিতে পারা যাইবে তাহা নির্দ্দেশ করিতে পারা যাইবে।

(খ) ডাকের গাড়ির পরিদর্শনের ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে। এবং

(গ) ডাকের গাড়ির ঘোড়াকে যত আড্ডা চালান যাইতে পারিবে তাহার সংখ্যা ও দৈর্ঘ্য কত হইবে এবং উহাদিগকে কি রকম সাজ পরাইতে হইবে ও কেমন করিয়া যুতিতে হইবে তৎসম্বন্ধে ব্যবস্থা করিতে পারা যাইবে।

(৩) এই ধারানুসারে কোন বিধি প্রণয়ন করিবার সময় স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে ঐ বিধি ভঙ্গ করিলে একশত টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।"

A Bill to further amend the Stage-Carriages Act, 1861.

উদ্দেশ্য ও হেতুর বিবরণ।

কুড়ি মাইলের অধিক পথ যাইবার জন্য যে সকল গাড়ি সাধারণতঃ ব্যবহৃত হয় ডাকের গাড়ি বিষয়ক ১৮৬১ সালের (১৮৬১ সালের ১৬ আইনের) আইনের ১ ধারার নিয়মবিধি অনুসারে কেবল সেই সকল গাড়ি সম্বন্ধে উক্ত আইন খাটে। এই নিয়মটী অসুবিধাজনক দৃষ্ট হইয়াছে। কারণ যে সকল ডাকের গাড়ির আইন মানিয়া চলা উচিত সেই সকল ডাকের গাড়ি অনেক সময় কুড়ি মাইলের কম পথও গমনাগমন করে। এই নিমিত্ত পাণ্ডুলিপির ২ ধারায় উপরি উক্ত নিয়মবিধি রহিত করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

২। ইহাও দৃষ্ট হইয়াছে যে এই আইনের বিধানগুলির সহায়তা পক্ষে যে সকল বিধি প্রণয়ন করা আবশ্যক ইহাতে সেই সকল বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা না থাকায় কার্য্যতঃ ইহা অসম্পূর্ণ হইয়াছে। কোন লাইসেন্সপ্রাপ্ত গাড়ির ঘোড়াকে যত আড্ডা চালান যাইতে পারিবে তাহার দৈর্ঘ্য কত হইবে এইরূপ নানা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিষয়ের ব্যবস্থা করণার্থ এবং সাধারণতঃ শাসনবিভাগায় কর্ত্তৃপক্ষদিগকে এই আইনটীকে কার্য্যে পরিণত করিতে পরিচালিত করিবার জন্য সহকারী বিধির আবশ্যকতা ভূয়োদর্শনে সপ্রমাণিত হইয়াছে। এইরূপ বিধি প্রণয়ন করিতে যে ক্ষমতার প্রয়োজন পাণ্ডুলিপির ৩ ধারায় স্থানীয় গবর্নমেণ্টকে সেই ক্ষমতা প্রদান করা অভিপ্রেত।

জে, উড্বরণ।

৩রা আগষ্ট, ১৮৯৭ সাল। জে. এম্., ম্যাকফার্সন,

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

ষষ্ঠ খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

৪০৫৬ এস, আর,—বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সাল ১৭ই জুলাই।—লবণ বিষয়ক ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইন সংশোধন করণার্থ নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণসহ বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের মন্ত্রি-সভার ব্যবস্থাপন কার্য্য চালাইবার নিমিত্ত বিধিসমূহের ১৪ বিধি অনুসারে সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত করা গেল।—

সি. ই, এ. ডবলিউ, ওলডহ্যাম,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের লবণবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

সূচীপত্র।

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

A Bill to Amend the Salt-Law in Bengal.

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ত্তৃত্ব ও শিরিস্তা বিষয়ক বিধি।

তৃতীয় অধ্যায়।

লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা পোক্তানকরণ খননকরণ, সংগ্রহকরণ, স্থানান্তরকরণ, চালানকরণ, গুদামজাতকরণ, নিকটেরাখন ও বিক্রয়করণ বিষয়ক বিধি।

চতুর্থ অধ্যায়।

তালাস, গ্রেপ্তার ও ধৃত করিবার ও বিচারের ক্ষমতার কথা।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ্রামের মণ্ডল ও অপর ব্যক্তিদের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অপরাধ, দণ্ড ও ক্ষতিপূরণের কথা।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবিধ বিধান।

বঙ্গদেশের লবণবিষয়ক আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

বঙ্গদেশের যে সকল অংশ উপস্থিত সময়ে ভারতবর্ষীয় লবণবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের অধীন নয় লবণবিষয়ক যে আইন সেই সমস্ত অংশে প্রবল আছে তাহার সংশোধন করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

সংক্ষেপ নাম, ব্যাপ্তি ও আরম্ভের কথা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে বঙ্গদেশের লবণবিষয়ক ১৮৯ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ভারতবর্ষীয় লবণবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন উপস্থিত সময়ে যে সকল প্রদেশে প্রচলিত আছে ইহা তদ্ভিন্ন উপস্থিত সময়ে বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন সমস্ত প্রদেশে প্রচলিত হইবে, কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে কোন স্থানকে এই ধারা ও ২ ধারা ভিন্ন এই আইনের সমস্তটির বা কোন অংশের কার্য্য হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন। এবং

(৩) ইহা শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতি প্রাপ্ত হইবার পর যে দিবস কলিকাতা গেজেটে প্রথম প্রকাশিত হয় সেই দিবসে আমলে আসিবে।

রহিত করিবার ও বাঁচাইবার কথা।

২ ধারা। ঐ দিবসে ও ঐ দিবস হইতে লবণবিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন ও লবণবিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইন সংশোধনার্থ ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইন রহিত হইবে।

কিন্তু—

(ক) লবণবিষয়ক ১৮৬৪ সালের উক্ত আইন অনুসারে কিম্বা ঐ আইনের দ্বারা রহিত করা কোন আইন অনুসারে যে সমস্ত লাইসেন্স প্রদত্ত হইয়াছে, আদেশ, বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়াছে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইয়াছে, স্থানীয় সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে ও ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তৎসমুদয় যত দূর এই আইনের সহিত সঙ্গত হয় তত দূর যথাক্রমে এই আইন অনুসারে প্রদত্ত, কৃত, প্রকাশিত, নির্দ্দিষ্ট ও অর্পিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

(খ) উক্ত তারিখের পূর্ব্বে অপর যাহা কিছু কৃত হয় কিম্বা যে কোন অপরাধ করা হয় কিম্বা যে কোন জরিমানা বা দণ্ডভোগের আদেশ হয় কিম্বা যে কোন কার্য্য আরম্ভ করা হয় উক্ত আইনগুলি রহিত হইবার দরুন তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

অর্থ নির্দ্দেশের কথা।

৩ ধারা। (১) বিষয় বা সংযুক্ত বাক্যাবলিতে বিরোধীভাবের কোন কথা না থাকিলে এই আইনে—

(ক) "লবণ" বলিতে সোডিয়মের ক্লোরাইড এবং

(৵০) অকৃত্রিম লবণ, এবং

(৵০) কোন লবণ দ্রব্য বা লবণাক্ত মৃত্তিকা হইতে প্রস্তুত করা বা উৎপন্ন লবণ বা লবণ দ্রবও বুঝাইবে।

(খ) "অকৃত্রিম লবণ" বলিতে স্বতঃ উৎপন্ন লবণ, লবণের স্বাভাবিক সঞ্চয় ও লবণের প্রস্ফোটনকে বুঝাইবে।

(গ) "লবণাক্ত মৃত্তিকা" বলিতে যে মৃত্তিকা স্বভাবতঃ লবণাক্ত কিম্বা যাহার সহিত লবণ মিশ্রিত আছে সেই মৃত্তিকাকে বুঝাইবে।

(ঘ) "সোরা" বলিতে পোটাশের নাইট্রেট বুঝাইবে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে যে কোন স্থান এতদর্থে নির্দ্দিষ্ট করেন সেই স্থানে ঐ বিজ্ঞাপনের লিখিত সোডা ও পটাশের সকল প্রকার কার্বনেট, নাইট্রেট বা সলফেটকেও বুঝাইবে।

(ঙ) (৴০) এই আইন কিম্বা লবণ রাজস্ব সম্বন্ধীয় উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপর কোন আইন, কিম্বা

(৵০) এই আইন বা পূর্ব্বোক্তমত অপর কোন আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধি বা আদেশ, কিম্বা

(৶০) এই আইন বা পূর্ব্বোক্তমত অপর কোন আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা পর্মিট —

উল্লঙ্ঘন করিয়া যে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা কোন খালাড়িতে বা খালাড়ি হইতে কিম্বা কোন গবর্ণমেণ্টের গুদাম বা ভাণ্ডারে কি গুদাম বা ভাণ্ডার হইতে পোস্তান করা হয়, খনন করা হয়, সংগ্রহ করা হয়, বস্তাবন্দি করা হয়, গুদামজাত করা হয়, জলযান হইতে নামান হয়, চালান করা হয় বা স্থানান্তরিত করা হয় কিম্বা নিকটে রাখা হয় "বেআইনী লবণ" বলিতে সেই লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরাকে বুঝাইবে।

কিন্তু যে লবণাক্ত মৃত্তিকা কেবল খনন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা ১৫ ধারামতে বিজ্ঞাপিত কোন স্থানের সীমার মধ্যে পাওয়া না গেলে বেআইনী বলিয়া বিবেচিত হইবে না।

(চ) "পোখ্তান" শব্দে অকৃত্রিম লবণ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ ও স্থানান্তর করণ এবং লোণা জল কি মৃত্তিকা কিম্বা অপর কোন দ্রব বা পদার্থ হইতে যে সকল প্রক্রিয়া দ্বারা লবণ পৃথক করা হয় তাহার প্রত্যেক প্রক্রিয়া এবং লবণ বা সোরা পরিষ্কার বা বিশুদ্ধ করণের প্রত্যেক প্রক্রিয়াও গণ্য।

(ছ) যে কোন স্থান লবণ বা সোরা পোখ্তানের নিমিত্ত কিম্বা মাশুল দিবার অপেক্ষায় উহা গুদামজাত করিবার বা রাখিবার নিমিত্ত ব্যবহার করা হয় কিম্বা ব্যবহারার্থ অভিপ্রেত হয় "লবণের কারখানা" বলিতে সেই স্থানকে বুঝাইবে,

এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া কোন লবণের কারখানার সীমার অন্তর্গত যে সকল বাঁধ, জলপ্রণালী, জলাশয়, ভূমি, বিলডিঙ ও পতিত স্থান সময়ে সময়ে এতদর্থে নির্দ্দিষ্ট করেন ঐ শব্দদ্বয়ে তাহাও গণ্য।

কিন্তু সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইন অনুসারে নিযুক্ত বা লাইসেন্সপ্রাপ্ত কোন ওয়েরহৌসকে বুঝাইবে না।

(জ) কোন লবণের কারখানার মধ্যে যে নির্দ্দিষ্ট স্থান লবণ বা সোরা পোখ্তানের নিমিত্ত ব্যবহৃত হয় এবং সরকারী হিসাবের মধ্যে খালাড়ি বলিয়া স্বতন্ত্রভাবে লিখিত হয় "খালাড়ি" শব্দে সেই স্থানকে বুঝাইবে।

(ঝ) এই আইন কিম্বা লবণ রাজস্ব সম্বন্ধীয় উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপর কোন আইন অনুসারে যে কোন মূল্য, মাশুল ফী, ট্যাক্স বা জরিমানা বসান যায় বা যাহা জব্দ করিবার বা যে টাকা দিবার আদেশ করা হয় তাহা হইতে যে রাজস্ব উৎপন্ন হয় বা হইতে পারে "লবণ রাজস্ব" বলিতে সেই রাজস্বকে বুঝাইবে।

(ট) "বোর্ড বলিতে উপস্থিত সময়ে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশ সমূহের নিমিত্ত রেবিনিউ বোর্ডকে বুঝাইবে।

(ঠ) "কালেক্টর" শব্দে কোন জিলার রাজস্ব কার্য্য নির্ব্বাহের ভারপ্রাপ্ত প্রধান কর্ম্মচারীকে বুঝাইবে।

(ড) "লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মচারী" বলিতে এই আইনমত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীর সমস্ত বা কোন ক্ষমতা পরিচালনার্থ কিম্বা সমস্ত বা কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনার্থ ৬ ধারানুসারে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(ঢ) "ইন্স্পেক্টর" বলিতে এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগের বিচার করণার্থ বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারীকে বুঝাইবে।

(ণ) "লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তি" বলিতে যে ব্যক্তিকে এই আইনের তৃতীয় অধ্যায় অনুসারে কোন লাইসেন্স প্রদত্ত হয় সেই ব্যক্তিকে বুঝাইবে।

(ত) "কারাদণ্ড" বলিতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের অর্থনির্দ্দেশমত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড বুঝাইবে।

(থ) "স্থান" শব্দে কোন বাটী, বিলডিঙ, দোকান, তাঁবু বা জলযানও গণ্য, এবং

(দ) "ধারা" শব্দে এই আইনের কোন ধারা বুঝাইবে।

(২) কোন ব্যক্তির চাকর বা এজেণ্ট ঐ ব্যক্তির জন্য লবণ নিকটে রাখিলে বা স্থানান্তরিত করিলে তাহা এই আইনের প্রয়োজনার্থ ঐ লবণ ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক স্বয়ং নিকটে রাখা বা স্থলভেদে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে বলিয়া বিবেচিত হইবে।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

কর্ত্তৃত্ব ও শিরিস্তা বিষয়ক বিধি।

বোর্ডের কর্ত্তৃত্বের কথা।

৪ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কর্ত্তৃত্বাধীনে লবণ বিভাগের কার্য্য নির্ব্বাহের ও লবণ রাজস্ব আদায়ের উপর বোর্ডের কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

কালেক্টরের কর্ম্ম ও তাঁহার কর্ম্ম সম্পাদনার্থ কোন ব্যক্তির নিয়োগের কথা।

৫ ধারা। ডিবিসনের কমিশনর সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে অপর যে কর্ম্মচারির আদেশ করেন তাঁহার কর্ত্তৃত্ব ও আদেশাধীনে, কালেক্টর সাহেব আপন জিলার মধ্যে লবণ রাজস্ব আদায় কার্য্যের ও এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করিবার ভারপ্রাপ্ত হইবেন।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশিত করিয়া সময়ে সময়ে কোন জিলার বা জিলার অংশে কালেক্টর সাহেবের অধীনে কিম্বা কালেক্টর সাহেবের পরিবর্ত্তে কালেক্টরের সমস্ত বা কোন ক্ষমতা পরিচালনার্থ কিম্বা সমস্ত বা কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনার্থ অপর কোন কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ কোন নিয়োগ রহিত করিতে পারিবেন।

৬ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সাধারণ কর্তৃত্বাধীনে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যত ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন সময়ে সময়ে তত ব্যক্তিকে নাম উল্লেখ করিয়া বা তাঁহাদের পদের বলে লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মচারী স্বরূপ কিম্বা লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারীর এই আইনমত সমস্ত বা কোন ক্ষমতা পরিচালনার্থ অথবা সমস্ত বা কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম সম্পাদনার্থ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মচারিদের কিম্বা তাঁহাদের কর্ম্ম সম্পাদনার্থ ব্যক্তিদের নিয়োগের কথা।

(২) পূর্ব্বোক্তমত ক্ষমতা পরিচালনার্থ কিম্বা কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনার্থ নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ আখ্যা উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ আখ্যা দিয়া নিযুক্ত করিতে পারা যাইতে পারিবে।

৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া বোর্ড সময়ে সময়ে যে সকল আদেশ প্রদান করেন কালেক্টর কিম্বা ৫ ধারার নিয়মবিধি অনুসারে নিযুক্ত কোন কর্ম্মচারী তদধীনে,

লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় অধীন কর্ম্মচারিদের নিয়োগ দণ্ড ও পদচ্যুতির কথা।

(ক) যত ব্যক্তিকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় অধীন কর্ম্মচারী স্বরূপ সময়ে সময়ে তত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং

(খ) অযোগ্যতা কিম্বা লবণ বিভাগের বিধি বা শাসনভঙ্গের নিমিত্ত কিম্বা অসাবধানতা কর্ত্তব্যকর্ম্মে অবহেলা বা অপর কোন অসদাচরণের নিমিত্ত পুলিসের কর্ম্মচারী ছাড়া ঐরূপে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে যে কোন সময়ে তদন্ত করিবার ও তদন্তের কথা লিপিবদ্ধ করিবার পর জরিমানা করিতে, কর্ম্ম হইতে স্থগিত করিতে, নামাইয়া দিতে বা পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

তৃতীয় অধ্যায়।

লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা পোশ্তানকরণ, খনন করণ, সংগ্রহকরণ, স্থানান্তরকরণ, চালানকরণ, গুদামজাতকরণ, নিকটে রাখন ও বিক্রয়করণ বিষয়ক বিধি।

লবণ বা সোরা পোশ্তান করিবার কিম্বা অকৃত্রিম লবণ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করিবার বা নিকটে রাখিবার নিমিত্ত লাইসেন্স লইতে হইবার কথা।

৮ ধারা। কালেক্টর কর্তৃক প্রদত্ত লাইসেন্স অনুসারে ভিন্ন—

(ক) লবণ বা সোরা পোশ্তান করা যাইবে না, এবং

(খ) অকৃত্রিম লবণ এবং ১১ ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে না হইলে, লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন করা, সংগ্রহ করা, স্থানান্তর করা বা নিকটে রাখা যাইবে না।

৯ ধারা। (১) ৮ ধারানুসারে প্রদত্ত প্রত্যেক লাইসেন্সে—

লাইসেন্সের লিখিত বিষয় ও ফারমের ও লাইসেন্সের নিমিত্ত ফীর কথা।

(ক) উহা যে ব্যক্তিকে প্রদত্ত হয় তাঁহার নাম;

(খ) যে সীমার মধ্যে পোশ্তান, খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করা যাইবে এবং যে সীমার মধ্যে নিকটে রাখা যাইতে পারিবে তাহা, এবং

(গ) পোশ্তান, খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তরকরণের পর যে স্থানে লবণ, সোরা বা লবণাক্ত মৃত্তিকা গুদামজাত করা যাইবে তাহা

লিখিত হইবে এবং ৩৭ ধারামতে প্রণীত বিধির অধীনে বোর্ড কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে যেরূপ নির্দ্দিষ্ট করেন ঐ লাইসেন্স সেইরূপ ফারমে হইবে ও উহাতে সেইরূপ সকল নিয়ম থাকিবে ও উহা সেইরূপ ফী দিবার নিয়মাধীন হইবে।

(২) কালেক্টর যে কোন সময়ে ঐরূপ কোন লাইসেন্স তলব করিতে এবং ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট নিয়মানুসারে তাহা পরিবর্ত্তিত বা সংশোধিত করিতে পারিবেন।

১০ ধারা। লাইসেন্সপ্রাপ্ত ব্যক্তির এই আইনমত কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইলে বোর্ড ঐরূপ কোন লাইসেন্স রহিত করিতে পারিবেন এবং ঐরূপ কোন লাইসেন্সের কোন নিয়ম ভঙ্গ হইলে উহা স্থগিত বা রহিত করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স রহিত বা স্থগিত করিবার ক্ষমতার কথা।

১১ ধারা। কোন ব্যক্তি বা কোন শ্রেণীর ব্যক্তিদিগকে কালেক্টরের নিকট লাইসেন্স ব্যতিরেকে বিধির নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানে লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করিবার কিম্বা নিকটে রাখিবার অনুমতি দিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

লাইসেন্স ব্যতিরেকে লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ, বা স্থানান্তর করিবার বা নিকটে রাখিবার অনুমতি-সূচক বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

এবং ঐরূপ খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তরকরণ বা নিকটে রাখন কার্য্যের সীমা নির্দ্দেশ ও ব্যবস্থা করিবার জন্য যেরূপ উপযুক্ত বিবেচনা করেন ঐ বিধিতে সেইরূপ বিধান করিতে এবং ঐরূপে পাওয়া বা নিকটে রাখা লবণাক্ত মৃত্তিকার যেরূপ ব্যবহার করা যাইতে পারিবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন।

লবণের কারখানা বা গুদামজাত করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত স্থান হইতে লবণ বা সোরা স্থানান্তর করিবার কথা।

১২ ধারা। ১৩ ধারামতে কোন বিধি প্রণীত হইয়া থাকিলে তাহা মান্য করিয়া—

(ক) গবর্ণমেণ্টের নিমিত্ত কিম্বা বোর্ড হইতে গুদামজাত করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত কোন স্থানে চালান করিবার নিমিত্ত না হইলে, লবণ বা সোরা কোন লবণের কারখানা হইতে স্থানান্তরিত করা যাইবে না। এবং

(খ) কালেক্টর কিম্বা এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক প্রদত্ত পর্মিট অনুসারে না হইলে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ভারতবর্ষীয় লবণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনমতে যে মাসুল স্থাপিত করেন সেই মাসুল ও কোন লবণ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে কোন চার্জ্জ দেয় হইলে সেই চার্জ্জ প্রদত্ত না হইলে, গুদামজাত করিবার অনুমতিপ্রাপ্ত ঐরূপ কোন স্থান হইতে ঐ লবণ স্থানান্তরিত করা যাইবে না।

স্থান নির্দ্দেশ করিয়া ও ঐ স্থানে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা ও সোরা স্থানান্তর করণ, চালানকরণ, গুদামজাতকরণ, নিকটে রাখন বা বিক্রয়করণের ব্যবস্থা করিয়া বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধি করিয়া সময়ে সময়ে—

(ক) কোন কষ্টমের বন্দরের চতুর্দ্দিকে বা যে স্থানে লবণ বা সোরা পোখ্তান হয় তাহার চতুর্দ্দিকে বেষ্টন করিয়া কোন স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন ;

(খ) যাহা লবণোৎপাদক স্থান বলিয়া বিবেচিত হইবে এরূপ স্থান সকল নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন ; এবং

(গ) ঐরূপ কোন স্থান বা কোন কোন স্থানের মধ্যে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা ও সোরা স্থানান্তর করণের, চালান করণের, গুদামজাত করণের, নিকটে রাখনের ও বিক্রয় করণের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন।

ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট স্থানে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা চালান করিবার বা নিকটে রাখিবার সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

১৪ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ১৩ ধারার (গ) দফামতে প্রণীত বিধিক্রমে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট করেন কোন ব্যক্তি ঐ ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট কোন স্থানের মধ্যে তাহার অধিক পরিমাণ লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা—

(ক) ঐ লবণ ১২ ধারার (খ) দফানুসারে প্রদত্ত পর্মিট ক্রমে স্থানান্তরিত হইতেছে কিম্বা এই ধারার (২) প্রকরণানুসারে প্রদত্ত বিশেষ পর্মিট দ্বারা রক্ষিত এইরূপ না হইলে ; কিম্বা

(খ) ঐ লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা কোন ভিন্নদেশীয় বন্দর বা স্থান হইতে উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন বন্দর বা স্থানে আইনমতে আমদানী করা হইয়াছে এবং উহার উপর যে আমদানী মাসুল আদায় হয় তাহা প্রদত্ত হইয়াছে বলিয়া কোন কষ্টমের কর্ম্মচারির স্বাক্ষরিত একখানি সার্টিফিকেট দ্বারা উহা রক্ষিত এইরূপ না হইলে,—

চালান করিবেন না বা নিকটে রাখিবেন না।

(২) কালেক্টর কিম্বা কোন ডেপুটী কালেক্টর বা আসিষ্টাণ্ট কালেক্টর কিম্বা এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারী যে ব্যক্তিদিগকে উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাঁহাদিগকে নিজের ব্যবহারের জন্য অথবা ১৩ ধারানুসারে নির্দ্দিষ্ট কোন স্থান হইতে বাহির করিয়া লইয়া যাইবার জন্য ঐ ধারার (গ) দফামতে প্রণীত বিধিক্রমে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হয় তাহার অধিক পরিমাণ লবণ নিকটে রাখিবার অনুমতি দিয়া বিশেষ পর্মিট দিতে পারিবেন।

কোন কোন স্থানে লবণাক্ত মৃত্তিকাকে বেআইনী বলিয়া ব্যক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

১৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এরূপ ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে, যে লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন বা সংগ্রহ করা হইয়াছে তাহা যদি ঐ বিজ্ঞাপনের লিখিত কোন স্থানের সীমান্তের মধ্যে দেখা যায় তাহা হইলে বেআইনী বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তি কৃষি কার্য্য বা ইমারতী কার্য্যের প্রয়োজনার্থ ভিন্ন (১) প্রকরণানুসারে বিজ্ঞাপিত কোন স্থানে লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন বা সংগ্রহ করিবেন না বা নিকটে রাখিবেন না।

চতুর্থ অধ্যায়।

তালাস, গ্রেপ্তার ও ধৃত করিবার ও বিচারের ক্ষমতার কথা।

মাজিষ্ট্রেটের তালাস করিবার ওয়ারেণ্ট বাহির করিবার ক্ষমতার কথা।

১৬ ধারা। (১) কোন মাজিষ্ট্রেট তাঁহার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে—

(ক) এই আইনানুসারে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে লবণ বা সোরা পোখ্তান করা, খনন করা, সংগ্রহ করা বা স্থানান্তর করা হইতেছে, কিম্বা,

(খ) লবণের স্বাভাবিক সঞ্চয় আছে, কিম্বা
(গ) বেআইনী লবণ গুদামজাত করা বা লুক্কায়িত আছে—

এইরূপ সংবাদ পাইয়া সংবাদদাতার শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক জবান বন্দি গ্রহণ করিবার পর ঐ লবণ বা সোরা তালাস করিবার নিমিত্ত অথবা স্থলভেদে ঐ লবণ সঞ্চয় পরিদর্শন করিবার নিমিত্ত ওয়ারেণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক জবানবন্দি লিখিয়া লইতে হইবে ও সংবাদদাতা ও মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক স্বাক্ষরিত হইবে।

বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারিদিগের প্রতি ওয়ারেণ্ট বিনা তালাস করিবার ও গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতা দিবার কথা।

১৭ ধারা। (১) যখনই এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারী বা পুলিস বা ভূমিরাজস্ব বা কষ্টম বিভাগের কোন কর্ম্মচারীর এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে তাঁহার ক্ষমতাধীন কোন স্থানে—

(ক) এই আইনানুসারে প্রদত্ত লাইসেন্স ব্যতিরেকে লবণ বা সোরা পোশ্তান করা, খনন করা, সংগ্রহ কর, বা স্থানান্তর করা হইতেছে, কিম্বা

(খ) বেআইনী লবণ গুদামজাত বা লুক্কায়িত আছে—

এবং তালাস করিবার ওয়ারেণ্ট লইবার জন্য বিলম্ব করিলে উহার আবিষ্কার ঘটিবে না, তিনি তখনই সাধ্যমত—

(৵০) যদি কোন সংবাদদাতা থাকে তবে তাহার নাম, বাসস্থান ও পেশা।

(৶০) যে স্থানে এবং যে ব্যক্তির নিমিত্ত বা যে ব্যক্তির কর্ত্তৃক লবণ বা সোরা লইয়া বেআইনীমতে কার্য্য করা হইতেছে সেই স্থান যথায় ও সেই স্থানের বিবরণ এবং সেই ব্যক্তির নাম, এবং

(৷৵০) উক্ত লবণ বা সোরার আনুমানিক পরিমাণ ও প্রকার এবং তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ যে কৃত হইতেছে তাহা বিশ্বাস করিবার হেতু—

লিপিবদ্ধ করিবেন এবং তদনন্তর দিবাভাগে বা রাত্রিকালে যে কোন সময়ে ঐ স্থানে প্রবেশ ও তাহা তালাস করিতে পারিবেন,

এবং এই আইনমতে জব্দকরণ যোগ্য যে বেআইনী লবণ ও অপর দ্রব্য দেখিতে পান তৎসমস্তই ধৃত করিয়া লইয়া যাইতে পারিবেন,

এবং ঐ লবণ বা সোরা পোশ্তান করিবার জন্য কিম্বা লবণ স্বতঃ উৎপাদিত করাইবার নিমিত্ত বা স্বতঃ উৎপাদিত হইবার সাহায্যার্থ ঐ স্থানে যে কোন ওয়ার্ক নির্ম্মিত হয় তাহা নষ্ট করিতে পারিবেন,

এবং ঐ লবণ বা সোরার পোশ্তান, খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তরকরণ কার্য্যে কিম্বা ঐরূপ বেআইনী লবণ গুদামজাত বা গোপনকরণ কার্য্যে সংস্পৃক্ত কোন ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে যে ব্যক্তিকে গ্রেফ্তার করা হয় কোন ইন্স্পেক্টরের নিকট তাহার হাজির হইবার জন্য যথেষ্টরূপ জামিন উপস্থিত করা গেলে তালাসকারী কর্ম্মচারী তাহার জামিন লইবেন।

খোলা জায়গায় তালাস, ধৃত ও গ্রেফ্তার করিবার ক্ষমতার কথা।

১৮ ধারা। লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারী কিম্বা পুলিস, ভূমি রাজস্ব বা কষ্টম বিভাগের কোন কর্ম্মচারী সাধারণের গমনাগমনের দুই মুখ খোলা কোন পথে কিম্বা বসতবাটী ছাড়া কোন খোলা জায়গায়—

(ক) যে কোন ব্যক্তি, জলযান, যান, জন্তু, বস্তা বা আবরণের নিকটে, মধ্যে বা উপরে এই আইন অনুসারে জব্দ হইবার যোগ্য কোন বস্তু আছে বলিয়া তাঁহার সন্দেহ করিবার যুক্তিযুক্ত কারণ থাকে তাহা তালাস করিতে পারিবেন, এবং

(খ) যে কোন বস্তু এই আইন অনুসারে জব্দ হইবার যোগ্য বলিয়া তাঁহার বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে তাহা ধৃত ও আটক করিতে পারিবেন, এবং

(গ) যে কোন ব্যক্তিকে এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিতে দেখা যায় তাহাকে ওয়ারাণ্ট ব্যতিরেকে গ্রেফ্তার করিতে পারিবেন।

তালাস ও গ্রেফ্তার যেরূপে করিতে হইবে তাহার কথা।

১৯ ধারা। এই অধ্যায় অনুসারে যে সকল তালাস ও গ্রেফ্তার করা যায় তাহা যথাক্রমে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনমতে কৃত তালাস ও গ্রেফ্তার সম্বন্ধীয় উক্ত আইনের বিধান অনুসারে করিতে হইবে।

যে দ্রব্য তালাস বা পরীক্ষা করিতে হইবে তাহা যে ব্যক্তির নিকট থাকে আদিষ্ট হইলে তাঁহার তাহা বস্তা খুলিয়া ওজন করিতে কিম্বা স্থানান্তর বা মৌজুত করিতে বাধ্য হইবার কথা।

২০ ধারা। (১) যে কোন কর্ম্মচারী এই আইনমত কোন তালাস করেন কিম্বা এই আইনের বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধির কোন প্রয়োজনার্থ কোন লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা পরীক্ষা করেন তিনি যে কোন জন্তু, যান, জলযান, মাল বা বস্তা তালাস করিতে ইচ্ছা করেন কিম্বা যে কোন লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা পরীক্ষা করিতে ইচ্ছা করেন

তাহা যে ব্যক্তির অব্যবহিত দখলে বা কর্ত্তৃত্বাধীনে থাকে তাঁহাকে অবিলম্বে ও ঐ কর্ম্মচারী যে প্রকারে আজ্ঞা করা উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই প্রকারে—

(ক) ঐরূপ কোন জন্তু, যান, বা জলযানের বোঝাই খালাস করিবার, মাল বা বস্তা খুলিবার এবং ঐরূপ কোন লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা ওজন করিবার, কিম্বা

(খ) ঐরূপ তালাস, পরীক্ষা বা ওজন সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বে বা পরে ঐরূপ কোন জন্তু, যান, মাল বা বস্তা যাবৎ অন্য আদেশ না হয় তাবৎ কোন সুবিধামত স্থানে সরাইয়া লইয়া যাইবার কিম্বা ঐ মাল বা বস্তা কোন সুবিধামত স্থানে মৌজুদ করিয়া রাখিবার—

আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) যদি উক্ত ব্যক্তি ঐরূপ কোন আদেশ পালন করিতে অপারগ হন তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারী যে প্রকারে আদেশ করেন সেই প্রকারে ঐ জন্তু, যান, জলযান, মাল বা বস্তা ভারমুক্ত করাইতে, খুলাইতে, স্থানান্তরিত করাইতে বা মৌজুদ করাইতে পারিবেন কিম্বা ঐ লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা ওজন করাইতে পারিবেন, এবং উক্ত কর্ম্মচারী উক্ত ব্যক্তির স্থানে ঐরূপ করিবার খরচা আদায় করিয়া লইতে পারিবেন।

গ্রেপ্তার করা ব্যক্তিদিগকে ইন্‌স্পেক্টরের নিকট পাঠাইবার কথা।

২১ ধারা। (১) যখনই কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যায়ের বিধানমতে গ্রেপ্তার করা হয় এবং ১৭ ধারার (২) প্রকরণমতে জামীনে খালাস করা না হয় তখনই যে ব্যক্তি তাঁহাকে গ্রেপ্তার করেন তিনি তাহাকে অবিলম্বে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন কিম্বা যে স্থান যুক্তিযুক্তমত দূর যদি সেই স্থানের মধ্যে কোন ইন্‌স্পেক্টর না থাকেন তাহা হইলে তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থিত পুলিস ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(২) যখন কোন ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে কোন পুলিস ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির নিকট পাঠান হয় তখন ঐ কর্ম্মচারী সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট সমনপ্রাপ্ত হইলেই হাজির হইবার জন্য তাহার জামিন লইবেন কিম্বা যদি জামিন দেওয়া না হয় তাহা হইলে স্বয়ং ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত করিয়া ঐ ইন্‌স্পেক্টরের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

ইন্‌স্পেক্টরের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২ ধারা। (১) এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি কোন ইন্‌স্পেক্টরের নিকট আনীত হইলে কিম্বা জামীনে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলে, ইন্‌স্পেক্টর যেরূপ তদন্ত উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ তদন্ত করিবার পর হয়—

(ক) ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবেন, নয়

(খ) বিচারাধিকারবিশিষ্ট কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট উপস্থিত হইবার জন্য তাহার জামীন লইবেন, কিম্বা জামীন দেওয়া না হইলে তাহাকে হেফাজত করিয়া ঐরূপ কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইয়া দিবেন।

(২) কোন পুলিস ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী কোন ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার অনুসন্ধান করণ সময়ে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন অনুসারে যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারেন ও যে সকল বিধানের অধীন হন এই ধারানুযায়িক কার্য্যানুষ্ঠানের প্রয়োজনার্থ ইন্‌স্পেক্টর তত্তুল্য ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন এবং সেই সকল বিধানের অধীন হইবেন।

কিন্তু অভিযোগ আর অধিক দূর চালান বাঞ্ছনীয় নয় যদি ইন্‌স্পেক্টর কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করেন তাহা হইলে তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহার উপস্থিত হইবার জন্য জামীন লইতে বাধ্য হইবেন না।

যাহাদের সম্বন্ধে সন্দেহ হয় ইন্‌স্পেক্টরের এরূপ ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

২৩ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি এই আইন অনুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার সম্বন্ধে কোন ইন্‌স্পেক্টরের সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলে ঐ ইন্‌স্পেক্টর আপনার হেতু লিপিবদ্ধ করিবার পর ঐ ব্যক্তিকে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইবার জন্য সমন করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ কোন ব্যক্তি ইন্‌স্পেক্টরের নিকট উপস্থিত হইলে, তাহার সম্বন্ধে ২২ ধারার বিধান অনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

পঞ্চম অধ্যায়।

গ্রামের মণ্ডল ও অপর ব্যক্তিদের কর্ত্তব্যকর্ম্মের কথা।

গ্রামের মণ্ডল ও কোন কোন বিভাগের কর্ম্মচারিদের—

২৪ ধারা। প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল ও পুলিস, কষ্টম, আফীম, আবকারী ও বন বিভাগের প্রত্যেক কর্ম্মচারির পক্ষে—

এই আইন মতে দণ্ডনীয় অপরাধের সম্বাদ দিতে এবং

(ক) এই আইনমতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ের কিম্বা কৃত হইবার কোন সম্বাদ পাইলে তাহা সব-ইন্‌স্পেক্টরের নিম্ন পদস্থ না হন লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় এরূপ কোন কর্ম্মচারিকে জ্ঞাপন করা,

(খ) সাধ্যমত সমস্ত যুক্তিযুক্ত উপায় প্রয়োগ দ্বারা ঐরূপ কোন অপরাধ নিবারণের নিমিত্ত বাধা প্রদান করা ও উহা নিবারণ করা, এবং

ঐরূপ অপরাধ নিবারণ করিতে এবং

(গ) লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারির নিকট হইতে কোন নুটিস বা অনুরোধ প্রাপ্ত হইলে ঐ কর্ম্মচারিকে এই আইনের কোন বিধান কার্য্যে পরিণত করিতে সাহায্য করা—

লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মচারিদের সাহায্য করিতে বাধ্য হইবার কথা।

অবশ্য কর্ত্তব্য হইবে।

২৫ ধারা। যে সমস্ত মালিক, প্রজা, অধীন প্রজা, কৃষক বা অপর ব্যক্তি এমন জমী অধিকার বা ভোগ করেন যাহার উপর কোন বেআইনী লবণের পোখ্তান আছে তাঁহারা ও তাঁহাদের এজেন্টেরা ঐ বিষয় অবগত হইবামাত্র, যুক্তি-যুক্ত ওজর না থাকিলে কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা লবণ বা পুলিস বিভাগের কোন কর্ম্মচারির নিকট ঐ বিষয়ের নুটিস দিতে বাধ্য হইবেন।

মালিক প্রভৃতির বে-আইনী লবণ পোখ্তানের নুটিস দিতে বাধ্য হইবার কথা।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

অপরাধ, দণ্ড ও ক্ষতিপূরণের কথা।

৮, ১২ ১৪ বা ১৫ ধারা উল্লঙ্ঘন করিবার, বেআইনী লবণ গ্রহণ বা রক্ষা করিবার, কিম্বা বিধি, লাইসেন্স বা পর্মিট উল্লঙ্ঘন করিবার দণ্ডের কথা।

২৬ ধারা। যে কোন ব্যক্তি—

(ক) ৮ ধারা বা ১২ ধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া লবণ বা সোরা পোখ্তান বা স্থানান্তর করে, কিম্বা

(খ) ৮ ধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া অকৃত্রিম লবণ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করে বা নিকটে রাখে, কিম্বা

(গ) ১৪ ধারা উল্লঙ্ঘন করিয়া লবণ বা লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা চালান করে বা নিকটে রাখে, কিম্বা

(ঘ) ১৫ ধারার (২) প্রকরণ উল্লঙ্ঘন করিয়া লবণাক্ত মৃত্তিকা খনন করে, সংগ্রহ করে বা নিকটে রাখে, কিম্বা

(ঙ) এই আইন কি উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অপর কোন আইন দ্বারা বা আইন অনুসারে তাঁহার প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় সেই ক্ষমতার পরিচালনক্রমে ভিন্ন কিম্বা যে কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অর্পিত হয় তাহার সম্পাদনক্রমে ভিন্ন বেআইনী লবণকে বেআইনী জানিয়া বা বেআইনী করিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিতেও তাহা গ্রহণ করে কিম্বা আইনসঙ্গত ওজর ব্যতিরেকে তাহা রক্ষা করে, কিম্বা

(চ) এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধি কিম্বা এই আইন অনুসারে প্রদত্ত কোন লাইসেন্স বা পর্মিটের কোন নিয়ম উল্লঙ্ঘন করিয়া কিছু করে—

তাহার ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা কিম্বা ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড বা উভয় দণ্ডই হইতে পারিবে।

২৭ ধারা। কোন ব্যক্তির পূর্ব্বে ২৬ ধারামত কোন অপরাধ কিম্বা লবণ বিষয়ক ১৮৬৪ সালের আইনের ৫ ধারামত কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইবার পর উক্ত ২৬ ধারামত কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইলে, ২৬ ধারামত প্রথম কোন অপরাধের নিমিত্ত যে দণ্ড হয় তদতিরিক্ত তাহার ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

২৬ ধারামতে দ্বিতীয়বার ও তাহার পর অপরাধ সাব্যস্ত হইলে দণ্ডের কথা।

এবং ঐরূপ প্রত্যেক ব্যক্তির ২৬ ধারামত পরে কোন অপরাধ সাব্যস্ত হইলে তাহার ঠিক পূর্ব্ববার অপরাধ সাব্যস্ত হইবার সময় সে যতকাল কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইবার যোগ্য হইয়াছিল তদতিরিক্ত তাহার প্রত্যেক-বার ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

২৮ ধারা। যদি লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম-চারী কিম্বা গ্রামের মণ্ডল কিম্বা পুলিস, কষ্টম, আফীম, আব-কারী বা বন বিভাগের কোন কর্ম্মচারী—

কোন কোন ব্যক্তির অস-দাচরণের কথা।

(ক) এই আইন বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধি উল্লঙ্ঘন করিয়া কোন কার্য্য করেন কিম্বা কোন কার্য্য না করিবার অপরাধে অপরাধী হন, কিম্বা

(খ) কোন ব্যক্তির ক্ষতি করিবার বা বিরক্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে এই আইন বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধিক্রমে তাঁহার প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদত্ত হয় বিরক্তিজনকভাবে বা অনাবশ্যকমতে সেই ক্ষমতার ব্যবহার করেন,—

তাহা হইলে ঐরূপ প্রত্যেক অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

২৯ ধারা। যে ব্যক্তি ২৫ ধারামতে নুটিস দিতে বাধ্য যদি সে ব্যক্তি ইচ্ছা-পূর্ব্বক ঐ নুটিস না দেয় বা দিতে বিলম্ব করে তাহা হইলে তাহার পাঁচশত টাকা পর্য্যন্ত জরিমানা হইতে পারিবে।

বেআইনী লবণ পোখ্তা-নের নুটিস না দিবার দণ্ডের কথা।

৩০ ধারা। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার অন্যূন ক্ষমতা পরিচালনকারী কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এই আইনমত সমস্ত অপরাধ বিচরিত হইবে।

যে মাজিষ্ট্রেটদের কর্ত্তৃক অপরাধ বিচার্য্য তাঁহাদের কথা।

৩১ ধারা। এই আইনমত কোন অপরাধ কৃত হইবার পর ছয় মাসের মধ্যে তৎসম্বন্ধে কোন নালিস উপস্থিত করা না গেলে ঐ নালিস গ্রাহ্য হইবে না।

অভিযোগের মিয়াদের কথা।

৩২ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই আইন অনুসারে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে, নিম্নলিখিত দ্রব্য, অর্থাৎ —

জব্দকরণের কথা।

(ক) সমস্ত বেআইনী লবণ;

(খ) যে সকল জন্তু, যান ও জলযান বেআইনী লবণ বহন করিবার জন্য ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রায় থাকে তাহা;

(গ) যে সকল মাল, বস্তা ও আবরণের ভিতর বা মধ্যে বেআইনী লবণ পাওয়া যায় তাহা, এবং

(ঘ) লাইসেন্স ব্যতিরেকে লবণ, লবণাক্ত মৃত্তিকা বা সোরা পোস্তান, খনন, সংগ্রহ বা স্থানান্তর করিবার নিমিত্ত কিম্বা এই আইনের বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধির বিধানের বিরুদ্ধে অকৃত্রিম লবণ কার্য্যে লাগাইবার নিমিত্ত যে সকল যন্ত্র, হাতিয়ার, পাত্র ও মাল মশলার প্রয়োগ করা হয় বা প্রয়োগ করিবার অভিপ্রায় থাকে তাহা

মোকদ্দমার বিচারকারী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে জব্দ করা যাইতে পারিবে।

৩৩ ধারা। ৩২ ধারামতে জব্দ করিবার আজ্ঞা করা গেলে কালেক্টর ৩৭ ধারার (ঘ) দফানুসারে যে কোন বিধি প্রণীত হয় তদধীনে জব্দ দ্রব্যের অধিকারীকে কালেক্টর যেরূপ জরিমানা উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেইরূপ জরিমানা দিয়া ঐ দ্রব্য উদ্ধার করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

জব্দ দ্রব্য উদ্ধার করিবার কথা।

৩৪ ধারা। এই আইনক্রমে কিম্বা এই আইন অনুসারে প্রণীত কোন বিধিক্রমে কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম অর্পিত হয় বা ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তিনি তদনুসারে সরলভাবে কোন কার্য্য বা কোন আজ্ঞা করিলে সেই কার্য্য বা আজ্ঞার জন্য তাঁহার কোন দণ্ড হইতে পারিবে না বা কোন ক্ষতিপূরণ দিতে হইবে না।

সরলভাবে কৃত কার্য্যের নিমিত্ত দণ্ড বা ক্ষতিপূরণ দিতে না হইবার কথা।

৩৫ ধারা। (১) পূর্ব্বোক্তমত কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম বা ক্ষমতার ব্যপদেশে কিম্বা পূর্ব্বোক্তমত কোন কর্ত্তব্যকর্ম্ম বা ক্ষমতা অতিক্রম করিয়া যে কোন কার্য্য করা হয় কিম্বা করা হইয়াছে বলিয়া আদালত বিবেচনা করেন তদ্দ্বারা অনিষ্ট হইয়াছে বলিয়া কথিত হইলে তন্নিমিত্ত কোন ব্যক্তির পক্ষে ক্ষতিপূরণার্থ প্রত্যেক মোকদ্দমা —

ক্ষতিপূরণের জন্য মোকদ্দমার কথা।

(ক) যে অনিষ্ট সম্বন্ধে নালিস হয় যদি সেই অনিষ্ট হইবার পর তিন মাস অতীত হইলে ঐ মোকদ্দমা উপস্থিত করা হয়, কিম্বা

(খ) যদি বাদী এক মাস পূর্ব্বে প্রতিবাদীকে যে অনিষ্ট সম্বন্ধে নালিস হয় তাহার প্রচুর বিবরণ সমেত মোকদ্দমা উপস্থিত করিবার লিখিত নুটিস দিয়া না থাকেন —

তাহা হইলে ডিসমিস করা যাইবে।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আরজীতে পূর্ব্বোক্তমত একটি নুটিস যে প্রতিবাদীর উপর জারী করা হইয়াছে এই কথা ও ঐরূপ জারী করিবার তারিখ প্রকাশ থাকা চাই এবং প্রতিবাদী ক্ষতি পূরণার্থ কোন প্রস্তাব করিয়াছেন কি না ও করিয়া থাকিলে কি প্রস্তাব করিয়াছেন ইহারও ঐ আরজিতে উল্লেখ থাকা চাই।

(৩) উক্ত নুটিস যে সময়ে ও যে প্রকারে জারী করা হইল বাদী তাহা নির্দ্দেশ করিয়া উহার একখানি নকলে পৃষ্ঠলিপি করিবেন কিম্বা ঐ নকলের সঙ্গে ঐ নির্দ্দেশপত্র দিবেন এবং ঐ নকল আরজীতে সংযুক্ত করিয়া দিতে হইবে।

সপ্তম অধ্যায়।

বিবিধ বিধান।

৩৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া —

কোন কোন কর্ম্মচারীকে বিশেষ ক্ষমতা প্রদান করিবার অনুমতির কথা।

(১) লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারির প্রতি—

(ক) ১২ ধারার (খ) দফা অনুসারে পার্মিট দিবার;

(খ) ১৪ ধারার (২) প্রকরণ মতে বিশেষ পার্মিট দিবার; কিম্বা

(গ) এই আইন মতে দণ্ডনীয় অপরাধের অভিযোগের বিচার করিবার—

বিশেষ মতে ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন; কিম্বা

(২) লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কোন কর্ম্মচারিকে কিম্বা পুলিস, ভূমিরাজস্ব বা কষ্টম বিভাগের কোন কর্ম্মচারিকে ১৭ ধারাক্রমে প্রদত্ত সমস্ত বা কোন ক্ষমতা পরিচালনার্থ বিশেষ করিয়া ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকে ইতিপূর্ব্বে যে সমস্ত বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে ঐ গবর্ণমেণ্ট তদতিরিক্ত সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত সমস্ত বা কোন বিষয়ের ব্যবস্থা করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, অর্থাৎ ঃ—

বিধি প্রণয়ন করিবার সাধারণ ক্ষমতার কথা।

(ক) কোন খালাড়ীতে বা কোন খালাড়ী হইতে লবণ বা সোরা পোগুান, জমা গুদামজাত, বিক্রয় বা স্থানান্তর করণের ;

(খ) যাহার উপর মাসুল দেওয়া হয় নাই এরূপ লবণ জমা বা গুদামজাত করণার্থে ব্যবহৃত কোন ঘেরা স্থানে বা কোন ঘেরা স্থান হইতে লবণ বা সোরা জমা, গুদামজাত ও স্থানান্তর করণের ;

(গ) এই আইন অনুসারে যে কোন লাইসেন্স, পর্মিট, পাস, সার্টিফিকেট, দাখিলা, রওয়ানা বা ঐরূপ কোন দলিল প্রদত্ত হয় বা বাহির হয় তাহার জন্য যে ফী চার্জ করিতে হইবে তাহার ;

(ঘ) ধৃত বা জব্দ করা দ্রব্যের বিলি ব্যবস্থার ও গোয়েন্দা প্রভৃতিকে পুরস্কার দিবার ;

(ঙ) লবণের উপর মাসুল দিবার ;

(চ) এই আইন অনুসারে লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মচারিদের কৃত আজ্ঞার উপর যে সকল স্থলে, যে কর্ম্মচারিদের নিকট ও যে সকল নিয়মাধানে আপীল হইতে পারিবে তাহার ;

(ছ) আমদানী করা লবণ ব্যবসায়ীদের ও আবকারী লবণ পোগুানকারীদের সংখ্যা, পরিমাণ ইত্যাদি সম্বলিত যে সকল রিটর্ণ দিতে হইবে তাহার ;

(জ) সাধারণতঃ, এই আইনের বিধান কার্য্যে পরিণত করণের।

৩৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই আইনমতে কোন বিধি প্রণয়ন করিবার পূর্ব্বে প্রস্তাবিত বিধির দ্বারা যে ব্যক্তিদের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা তাঁহাদের অবগাতর নিমিত্ত উহার একখানি পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত করিবেন।

বিধির পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশ করণের কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে প্রকার আদেশ করেন উক্ত পাণ্ডুলেখ্য সেই প্রকারে প্রকাশিত করিতে হইবে।

(৩) যে তারিখে বা যে তারিখের পর ঐ পাণ্ডুলেখ্য বিবেচনা করিয়া দেখা হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া ঐ পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একখানি নুটিস প্রকাশিত করিতে হইবে।

(৪) ঐরূপে নির্দ্দিষ্ট তারিখের পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন ব্যক্তির নিকট হইতে ঐ পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন আপত্তি বা পরামর্শ প্রাপ্ত হইলে তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

৩৯ ধারা। এই আইন অনুসারে প্রণীত সমস্ত বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করা যাইবে এবং বিধিগুলি যে যথারীতি প্রণীত হইয়াছে ঐরূপ প্রকাশিত করাই তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

বিধি চূড়ান্তরূপে প্রকাশ করণের কথা।

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

এই পাণ্ডুলিপিখানির প্রধান উদ্দেশ্য এই এই ঃ—

(ক) রওয়ানা প্রণালী রহিত করণার্থ বিধান করা ;

(খ) বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টকে উড়িষ্যার লবণ বিভাগের কার্য্যনির্ব্বাহভার পুনর্ব্বার গ্রহণ করণার্থ সক্ষম করা ; এবং

(গ) আইনে এরূপ কয়েকটি পরিবর্ত্তন করা যাহা ভূয়োদর্শনক্রমে লবণ রাজস্বের হিতার্থে আইনে সন্নিবেশিত করা আবশ্যক বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে।

২। এই কারণে ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় ৭ আইনটি পাণ্ডুলিপির দ্বারা রহিত করা হইল। ১৮৭৩ সালের বঙ্গীয় ১ আইন দ্বারা সংশোধিত উক্ত আইন পাটনা, ভাগলপুর ও উড়িষ্যা বিভাগ এবং কলিকাতা নগর ছাড়া সমস্ত বঙ্গদেশে এক্ষণে প্রচলিত আছে। প্রথমোক্ত স্থানগুলিতে ১৮৮২ সালের ১২ আইনটি প্রচলিত হওয়াতে তথায় পূর্ব্বোক্ত আইনটি আর বলবৎ নাই।

৩। ৩ (ক ধারায় "লবণ" শব্দের যে অর্থ নির্দ্দেশ করা হইয়াছে তাহা ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় আইনের ৩ ধারার প্রদত্ত অর্থ অপেক্ষা বেশী ঠিক ও সম্পূর্ণ এবং "যাহা খাদ্যের সহিত ব্যবহৃত হয় বা ব্যবহৃত হইবার অভিপ্রায় থাকে" এই নিয়মটী নূতন অর্থ নির্দ্দেশক্রমে রহিত হওয়ায় "লবণ" শব্দের অর্থের প্রসর বৃদ্ধি হইয়াছে।

৪। ৩ (ঙ) ধারায় "বেআইনী লবণের" যেরূপ অর্থ করা হইয়াছে তাহাতে লবণাক্ত মৃত্তিকাও উক্ত শব্দ দ্বয়ের অর্থ মধ্যে গণ্য হইবে। লবণাক্ত মৃত্তিকা খাদ্যের সহিত ব্যবহৃত হয় না বা ব্যবহৃত হইবার জন্য অভিপ্রায় থাকে না বলিয়া ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় আইনের ৩ ধারায় প্রদত্ত "লবণ" শব্দের অর্থ মধ্যে গণ্য হয় না।

৫। শিরিস্তা ও কর্ত্তৃত্ব বিষয়ে ১৮৬৪ সালের বঙ্গীয় আইনে যেরূপ বিধান আছে ৪ হইতে ৭ পর্য্যন্ত ধারাগুলিতে তাহার অপেক্ষা অধিকতর সম্পূর্ণরূপ বিধান করা হইল। ঐ দুইটী বিষয়ে উক্ত আইনটি অসম্পূর্ণ বলিয়া স্বীকৃত হইয়া থাকে।

৬। ৮ হইতে ১৫ পর্য্যন্ত ধারাগুলি লবণ বিষয়ক বোম্বাই ও মান্দ্রাজের আইনের রুক্ষ রুক্ষ বিধান অবলম্বন করিয়া প্রণীত হইয়াছে। উক্ত ধারাগুলির দ্বারা অকৃত্রিম লবণ ও লবণাক্ত মৃত্তিকা কিম্বা সোরার পরিমাণ যতই হউক না. তৎসম্বন্ধীয় কার্য্যের কর্ত্তৃত্ব করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে।

৭। কষ্টমের বন্দর এবং লবণ বা সোরার কারখানার নিকটবর্ত্তী স্থানে লবণের চলাচলের ব্যবস্থা করণার্থ ১২ ও ১৩ ধারা দুইটিতে ক্ষমতা রক্ষিত হইয়াছে।

৮। ১১ ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে না হইলে কোন পরিমাণ লবণাক্ত মৃত্তিকাই নিকটে রাখা যাইতে পারিবে না ৮ ধারায় এই যে কঠোর নিষেধাত্মক ব্যবস্থা আছে শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেব দাঁড়ামত হুকুম দিয়া যাহাতে সেই ব্যবস্থার কঠোরতা হ্রাস করিতে পারেন ১১.১৩ ও ১৪ ধারায় এইরূপ বিধান করা হইয়াছে। পাক্কা লবণ বিক্রয়ার্থ পোশ্তান করিবার জন্য যে ব্যক্তিরা বহু পরিমাণে লবণাক্ত মৃত্তিকা সংগ্রহ করে তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমা করিবার ক্ষমতা রক্ষা করিয়াও দরিদ্র শ্রেণীদের ঘর খরচের জন্য যে অল্প পরিমাণ লবণাক্ত মৃত্তিকার প্রয়োজন হয় লবণোৎপাদক স্থানের অধিবাসীদিগকে তাহা নিকটে রাখিবার অনুমতি এই সকল ধারানুসারে দেওয়া যাইতে পারিবে।

৯। মান্দ্রাজে লবণ সম্পর্কীয় কর্ম্মচারিরা তালাস. পরিদর্শন, ধৃতকরণ, গ্রেপ্তারকরণ, তদন্তকরণ, জামিন লওন ও ছাড়িয়া দেওন সম্বন্ধে যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করেন ১৬ হইতে ২৩ পর্য্যন্ত ধারাক্রমে লবণ রাজস্ব সম্পর্কীয় কর্ম্মচারীদিগকে সাধারণতঃ তদ্রূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। বিশেষ জরুরি স্থল ভিন্ন কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারাণ্ট লইয়াই কেবল তালাস করা যাইতে পারিবে। যে স্থলে ঐরূপ ওয়ারাণ্ট লওয়া না হয় সে স্থলে কর্ম্মচারী যে সম্বাদ পাইয়া কার্য্য করিলেন তাঁহাকে তাহা লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

১০। পাণ্ডুলিপির অবশিষ্টাংশে কেবল কতকগুলি অতিরিক্ত বিধান আছে। এই গুলির অধিকাংশই ভারতবর্ষীয় লবণ বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন এবং লবণ বিষয়ক মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের আইন অবলম্বনে প্রণীত হইয়াছে।

এচ. এচ. রিস্‌লী।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

১৮৯৭ সাল, ৬ই জুলাই।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮শে সেপ্টেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর অর্ডর।

[ফৌজদারী]

২ নং। তারিখ ১৮৯৭ সাল ২৭ এ আগষ্ট।

হাই কোর্টের (ফৌজদারী) সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডর পুস্তকের ৫১ পৃষ্ঠায় ১ অধ্যায়ের ৬১ A বিধির পর নিম্নলিখিত বিধিটী সন্নিবেশিত করিতে হইবে :—

সামরিক পেন্সন প্রাপ্ত দেশীয় ব্যক্তি।

৬১ B। [অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার পর সামরিক পেন্সনপ্রাপ্ত দেশীয় ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা। —১৮৯৭ সালের ২ রা আগষ্ট তারিখের ২ নং সরকুলর অর্ডর।] মাজিষ্ট্রেটেরা সামরিক পেন্সনপ্রাপ্ত দেশীয় ব্যক্তিদিগের কৃত অপরাধের নিমিত্ত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবার সময় অপরাধ সাব্যস্ত হইলে ঐ পেন্সনপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণ পেন্সন রহিত হওন স্বরূপ অতিরিক্ত দণ্ডের ও অধীন হইবে অনেক সময় তাঁহাদের এই বিশ্বাসের উল্লেখ করিয়া থাকেন এবং এই বিষয় বিবেচনা করিয়া অপরাধীদিগকে কিরূপ কঠোর দণ্ড দিবেন তাহার নিষ্পত্তি করিয়া থাকেন, এ কথা হাই কোর্টের গোচরে আনীত হইয়াছে। মাজিষ্ট্রেটদিগের এই কার্য্যপ্রণালী ঠিক নহে। কারণ যে সকল পেন্সন প্রাপ্ত ব্যক্তির ঐরূপে অপরাধ সাব্যস্ত হইবে তাঁহাদের পেন্সন নিশ্চিতই রহিত হইবে এই কথা ধরিয়া লইয়া ঐরূপ কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হয়। ভারতবর্ষের সেনা বিষয়ক ব্যবস্থার ১ বালমের ২ খণ্ডের দেশীয় সৈনিক সম্বন্ধে পার্শ্বোদ্ধৃত ৪৯৬ আর্টিকেল অনুসারে এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা হয় এবং ঐ আর্টিকেলের শব্দের প্রতি মাজিষ্ট্রেটদের মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। কোন স্থলে পেন্সন কমাইয়া দিতে হইবে কি না অথবা পেন্সন সম্পূর্ণভাবে রহিত করিতে হইবে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তির সম্পূর্ণ ভার এই আর্টিকেল অনুসারে গবর্ণমেণ্টের হস্তে আছে এবং এই বিষয় নিষ্পত্তি করিবার সময় আদালত প্রত্যেক স্থলে প্রকৃত পক্ষে যে দণ্ডাজ্ঞা করেন গবর্ণমেণ্ট তাহা যথাযথরূপে বিবেচনা করিয়া দেখেন। সুতরাং এরূপ স্থলে পেন্সন রহিত হওয়া যে অপরাধ সাব্যস্ত হওয়ার নিশ্চিত ফল ইহা যেন মাজিষ্ট্রেটেরা ধরিয়া না লন।

" প্রত্যেক পেন্সন ভাবতঃ এই নিয়মে প্রদত্ত হয় যে পেন্সনধারী ভবিষ্যতে সদাচরণ করিবেন। পেন্সনধারী কোন গুরুতর অপরাধে অপরাধী সাব্যস্ত হইলে কিম্বা বিশেষ অসদাচরণ দোষে দোষী হইলে সম্পূর্ণরূপে বা আংশিক ভাবে পেন্সন আটকাইয়া রাখিবার বা রহিত করিবার স্বত্ব গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে রাখিলেন।"

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, SEPTEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ সেপ্টেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০) টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১২ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকীর পরিমাণ।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
		মৌজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।—							
১	৮৮৭ / ২০১৩৪ / ৫৫৯	তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছুপ ও কোর্ব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী নুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে হিং নুরল হক্ ও আছফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালেগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।৴৬	৩৬।।৶৯	১৬।।৶০	৫৩।৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০) টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেহ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদান্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেহ।	খাজানা।	ছেহ	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ / ২৩৮৭৮ / ৫৮৮ / ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪)	১৬৬৸৹	৬৯৩)	৩৭৷৶৩	৭৩০৷৶৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মুরশিদাবাদ।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকির জন্য।—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর মোং ১৩০৪ সালের ১৩ আশ্বিন তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪৫৩	চর ছেতানী থানা বড়ুয়া।	৭৪৯৷৹	সমুদয় ...	......	ধনেশ প্রকাশ গাঙ্গুলী সাং কলিকাতা নং ৯ প্রসন্ন কুমার ঠাকুরের ষ্ট্রীট।	......	১৮৭)	......

OPENDRA CHUNDRA MOZUMDAR,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকি পড়া খাজানা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	থানা, মৌজা ও তালুকের নাম।	মালীকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২ ৪০১	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে ছোট ছয়য়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছয়য়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় স্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৪৩৲	৪২৬৵৬	৮৩৪৷৹	১০২৻৯	৯৩৬৷৯	১৮৯৪। ৯৫ হইতে ২২৪৩৲ ১৮৯৭। ৯৮ ইস্তক ১৮৯৮। ৯৯ হইতে ৩৩৬৹।৹ ১৯০৩। ০৪ ইস্তক ১৯০৪। ০৫ হইতে ৩৪৩৬৲ ১৯১৩। ১৪ ইস্তক ১৯১৪। ১৫ হইতে ৩৫৭৪৷৹ ১৯২৫ ইস্তক
৩ ৪০২	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৸৹	৭৮৷৵৬	৭২৷৵৬	......	৭২৷৵৬	......
৪ ৪০৩	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আলী বক্সা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্সা আলী ও হামিদ উল্লা চৌং স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা ছৈয়দ উল্লা, আজমল্লা ভগ্নি ছৈয়দন্নিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজমল্লা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬৲	২৪৫৷৴৬	১৪৭৪৷৹	১৮৬৷৴৬	১৬৬০৸৬	১৮৯৫। ৯৬ হইতে ১৯৬৬৲ ১৯০০। ০১ ইস্তক ১৯০১। ০২ ইস্তক ২৯৪৯৲ ১৯০২। ০৩ হইতে ৩১২০৲ ১৯২৫ ইস্তক

২০ ৪২০	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং তাজমিছা চৌং।	ফজর আলী পিং মনুহর আলী চৌং সাং তৈলারদ্বীপ।	১৬৩৭)	১৬১॥৴৬	১৬৬॥৴২	......	১৬৬॥৴২	......
৬৯ ৪৭৭	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং আবদুল মজিদ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১।৶০	৬৫॥৴০	৪৮৲১	......	৪৮৲১	......
৫২৮৮ ৪৫৬৬	থানা সাতকানিয়া মৌজে চূড়ামণি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও সুরেন্দ্র বিজয় রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	৫১১৸৶০	৭।৶০	১৬৩৶৯	......	১৬৩৶৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd September 1897.

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্ত্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগষ্ট।

নম্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১নং রেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ্।	খাজানা।	ছেচ্।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুল্লা।	হার্ব্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পাতলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬।৵	৬৯৸০	২৫৩॥৵৩ ১৮৯৬।৯৭ ইং সম্পূর্ণ বাকি। ৬৭৬।৶০ ৯৩০৻৩	২৩।০ ৬৯৸০ ৯১)	১০২৩৻৩	
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮॥৴	৯২॥৬	২৫৮৶৩	৩০৸৶৬	২৮৯৻৯	
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তম আলী।	আমির বানু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে নাজির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছরা ওগয়রহ।	১০৭১।০	১২২৴০	৪০১৸০	৪০॥৶০	৪৪২।৶০	
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটাখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহালিয়ে মৌলবি আজমল্লা খাঁ সাং হারবাঙ্গ।	৮৫৮৸৵	১০৶৴০	২১৫)	৩৩৸০	২৪৮৸৩	
১৮৮	২৫০	থানা রামু মৌজে ভারুয়াখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ রাজা।	মৌলবী মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়াখালী ওগয়রহ।	৫৫০॥০	১৪১৸৶৬	১৩৭।৶০	৪৭।৴০	১৮৪॥৶০	
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামাণিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জাহাবক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯)	১৬৮॥৴০	৫৭৭৵	৫৬৬৶০	৬৩৩৷৴০	
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	গোলনেছ নিছা, বসকিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহাম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।৵০	৯১।৶৬	২৯৮॥৶৯ ১৮৯৬ ইং সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি। ৪০৬৸৵৩ ৭০৫॥৵	৩০।৶১০ ৩০॥০ ৬০৸৶১০	৭৬৬॥৴১০	
২৮৮	৭৮।৫০৮ / ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টৈটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহদ্দার।	এর্সাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহাম্মদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩)	১৯১।৵৬	১৮১)	৬৩৸৴০	২৪৪৸৴০	

CHITTAGONG COLLECTORATE, The 21st August 1897.

BAGALA PRASANA MAZUMADER, *For Offg. Collector.*

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐং অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গীয়া তং মৌং গারাঙ্গীয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫।/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	……	শ্রীযুক্ত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল কর্ত্তা খাঁ শ্রীদানু মিঞা গং।	……	৩০৸৶০	……
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা— বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১৶৩	ঐ	……	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্ত্তা খাঁ গং।	……	৩৯৮।৶২	……
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহল লাখেরাজ বাজেআপ্তী— মৌজে মিটাছরি থানা রাস্তু— তাং মাহাং কালু …	৫১৮।/৬	ঐ	……	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌংপক্ষে।	……	৪৮।৭	……

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীক।—যে স্থলে উপরের লিখত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা নোয়াখালী।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্বরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হারে আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ পাইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬
		এঃ রোঃ পোঃ	টাঃ আঃ পাঃ		
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়ী পরগণা ভুলুয়া।	২৭ ০ ০	৮২ ০ ১	শতকরা ২৫৲ টাকা হারে।	
১৪৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭ ০ ০	২৪ ০ ০	ঐ	
১৬১২	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দ্বীপ।	৩৭ ০ ০	৯৬ ৸/ ৬	ঐ	
১৬৪৫	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র।	১ ০ ০	১ ॥ ০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ...	১ ০ ০	১ ০ ০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা নোয়াখালী।

S. K. AGASI,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷৹ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।৹, আট ঔন্স টিনের ৷৷৹ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸৹ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹
৷৷ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯৷৷৹
। শিকি „ „ ৪৷৷৹ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের স্থপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		৶০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		/০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		/০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের ...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা ...	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি ...	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিস্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-ষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 65a—27-9-97—1552—120

Numb. 3036 [৩০৩৬]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 5, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৫ অক্টোবর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 28th September 1897.

No. 174Marine.—The following notifications, Nos. 2133, 2144, 2145 and 2146, issued under the provisions of the Pilgrim Ships' Act, 1895, and published by the Government of India, are republished for general information.

A. D. McArthur, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 2133, dated Simla, the 17th September 1897.

NOTIFICATION—By the Government of India, Home Department.

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Pilgrim Ships' Act (XIV of 1895), the Governor-General in Council is pleased to direct that the following clause shall be inserted after clause (3) of Rule 67 of the rules published in the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 262, dated the 5th October 1896:—

(4) If the owner or agent neglects or refuses, on presentation, as provided by clause (3) of the cancelled ticket, to refund to the pilgrim the passage money paid by him, such owner or agent shall be punishable with fine which may extend to two hundred rupees, and with a further fine which may extend to twenty rupees for each day after the day on which the ticket was presented, during which the refund remains unpaid.

No. 2144, dated Simla, the 17th September 1897.

NOTIFICATIONS—By the Government of India, Home Department.

In exercise of the power conferred by section 5, clause (1), of the Pilgrim Ships' Act, 1895 (XIV of 1895), the Governor General in Council is pleased to cancel the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 261, dated the 5th October 1896.

No. 2145.

In exercise of the power conferred by section 19, sub-section (1), of the Pilgrim Ships' Act, 1895 (XIV of 1895), and in supersession of the orders contained in the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 260, dated the 5th October 1896, the Governor-General in Council is pleased to order that every pilgrim ship shall contain at least sixteen superficial feet and ninety-six cubic feet of space available for each pilgrim in the between deck on which he is accommodated.

No. 2146.

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Pilgrim Ships'Act, 1895 (XIV of 1895), the Governor-General in Council is pleased to direct that the following amendment shall be made in the rules published in the Notification of the Government of India in the Home Department, No. 262, dated the 5th October 1896:—

(i) In rule 74, after the word "rules," the following shall be inserted, namely:—
"and of Articles 3 and 31 to 41 (both inclusive) set forth in Part B of Annexure I to the Paris Convention of 1894."

(ii) In Form VI, for the Statement headed "Pilgrims," the following shall be substituted, namely:—

Pilgrims.

	Names of male pilgrims.			Number of female pilgrims.			Number of infants (if any) under one year of age accompanying pilgrims entered in preceding columns.		
	1st class.	2nd class.	Lowest class.	1st class.	2nd class.	Lowest class.	1st class.	2nd class.	Lowest class.
Total									

J. P. HEWETT,
Secretary to the Government of India.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ২৮এ সেপ্টেম্বর।

মেরিন্ ১৭৪ নম্বর —তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের বিধানমতে প্রচারিত এবং ভারতবর্ষের গবর্নমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশিত ২১৩৩, ২১৪৪, ২১৪৫ ও ২১৪৬ নং বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ. ডি. ম্যাকআর্থর, কর্ণেল, আর, ই,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

সিমলা, ২১৩৩ নম্বর, ১৮৯৭ সাল ১৭ই সেপ্টেম্বর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞাপন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক ১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের ৫৮ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া তিনি এই আদেশ করিলেন যে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের ২৬২ নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিধির ৬৭ বিধির ৩ দফার পর নিম্নলিখিত দফা দিতে হইবে:—

(৪) বাতিল করা টিকিট (৩) দফার বিধানমতে দেখান গেলে জাহাজের অধিকারী বা এজেণ্ট যদি তীর্থযাত্রিকে তাঁহার দত্ত জাহাজ ভাড়ার টাকা ফেরত দিতে শৈথিল্য বা অস্বীকার করেন তাহা হইলে সেই অধিকারির বা এজেণ্টের ২০০, টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে এবং ঐ টিকিট দেখাইবার তারিখের পর যত দিন ঐ ভাড়ার টাকা ফেরত দেওয়া না হয় তাহার দিন প্রতি আরও ২০, টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

সিমলা ২১৪৪ নম্বর, ১৮৯৭ সাল ১৭ই সেপ্টেম্বর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞাপন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক (১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের) ১৮৯৫ সালের আইনের ৫ ধারার (১) দফামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের ২৬১ নং বিজ্ঞাপন রহিত করিলেন।

২১৪৫ নম্বর।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক (১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের) ১৮৯৫ সালের আইনের ১৯ ধারার (১) প্রকরনমতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের ২৬০ নং বিজ্ঞাপনের লিখিত আজ্ঞা রহিত করিয়া এই আদেশ করিলেন যে তীর্থযাত্রির প্রত্যেক জাহাজে প্রত্যেক তীর্থযাত্রির নিমিত্ত তাঁহাকে যে মধ্যের তুতকে থাকিবার স্থান দেওয়া হয় সেই তুতকে অন্ততঃ ষোল বর্গ ফুট ও ছিয়ানব্বই ঘন ফুট স্থান থাকা চাই।

২১৪৬ নম্বর।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি তীর্থযাত্রিদিগের জাহাজবিষয়ক (১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের) ১৮৯৫ সালের আইনের ৫৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের ২৬২নং বিজ্ঞাপনে প্রকাশিত বিধিতে নিম্নলিখিত সংশোধন করিবার আদেশ করিলেন.—

(১) ৭৪ বিধিতে "বিধির" শব্দের পর নিম্নলিখিত কথাগুলি সন্নিবেশ করিতে হইবে, যথা—
"এবং ১৮৯৪ সালের পারিস কনভেন্সনের ১ নং সংযুক্ত পত্রাদির B খণ্ডে সন্নিবিষ্ট ৩ ও ৩১ হইতে ৪১ পর্য্যন্ত আর্টিকেলের"।

(২) ষষ্ঠ ফারমে "তীর্থযাত্রী" এই শীর্ষযুক্ত বিবরণপত্রের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিবরণপত্র দিতে হইবে, যথা—

তীর্থযাত্রী।

পুরুষ তীর্থযাত্রিদিগের নাম।			স্ত্রী তীর্থযাত্রিদিগের সংখ্যা।			পূর্ব্ব২ ঘরে লিখিত তীর্থযাত্রিদিগের সঙ্গে এক বৎসরের কম বয়স্ক শিশু থাকিলে তাহাদের সংখ্যা।		
প্রথম শ্রেণী।	দ্বিতীয় শ্রেণী।	নিম্নতম শ্রেণী।	প্রথম শ্রেণী।	দ্বিতীয় শ্রেণী।	নিম্নতম শ্রেণী।	প্রথম শ্রেণী।	দ্বিতীয় শ্রেণী।	নিম্নতম শ্রেণী।
মোট								

জে, পি, হিউয়েট,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মেরিন্ ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ২৮ সেপ্টেম্বর তারিখের মেরিন্ ১৭৫ নং বিজ্ঞাপনের প্রতিলিপি।

সমস্ত সিনদ্ প্রদেশ মড়কমুক্ত এই কথা ব্যক্ত করণার্থ এবং সমস্ত নিষেধবিধি উঠাইয়া দিবার অনুমতি প্রদানার্থ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ১১ই সেপ্টেম্বর তারিখের নিম্নলিখিত টেলিগ্রাম সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রকাশিত হইল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর, কর্ণেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

সিমলাস্থ হোম ডিপার্টমেণ্ট হইতে। | কলিকাতাস্থ বঙ্গদেশের মেরিন্ ডিপার্টমেণ্টের নিকট।

সিমলা, ১৮৯৭ সাল ১১ই সেপ্টেম্বর।

সিলজের চীফ্ কমিশনর, স্বাস্থ্যবিষয়ক ২১১০ ড্যাস্ ২১১৭ নং, আমার ২১ আগষ্ট তারিখের ২০১১ ড্যাস্ ২০১৮ নং টেলিগ্রামের অনুক্রমে সমস্ত সিনদ্ প্রদেশে মড়কমুক্ত বলিয়া ব্যক্ত করা গেল, সিনদ্ প্রদেশ হইতে আগত ভ্রমণকারী সম্বন্ধে সকল পরিদর্শন ও নিষেধবিধি রহিত করিতে হইবে। সিনদ্ প্রদেশ হইতে নেকড়া চোকড়া প্রভৃতি আমদানীর বিরুদ্ধে নিষেধাজ্ঞা রহিত করণার্থ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিতেছেন।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৫ ই অক্টোবর।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত।

দেওয়ানী।

১৮৯৭ সালের ১৬ই সেপ্টেম্বর তারিখের ১ নং বিধি।

দেওয়ানী সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডর পুস্তকের ৩৮২ পৃষ্ঠায় ৭ অধ্যায়ের ১ বিধির ১২ উপ-বিধির পর নিম্নলিখিত উপবিধিটী বসাইতে হইবে ঃ—

১২ ক। (৩৭২ পৃষ্ঠাস্থ) ৩ উপবিধিতে যাহা কিছু থাকে তাহা সত্ত্বেও অপর রকমে উকীল হইবার উপযুক্ত হইলেও কোন ব্যক্তি যদি কলিকাতা, আলাহাবাদ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই কয় বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন একটীর গ্রাজুয়েট ইন্ ল না হন তাহা হইলে তাঁহাকে কলিকাতার ছোট আদালতে ওকালতী করিতে দেওয়া হইবে না।

১৮৯৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ১১৫ পৃষ্ঠায় এবং ঐ মাসের ১১ তারিখের আসাম গেজেটের ৩ খণ্ডের ৮৩১ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, OCTOBER 5, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৫ অক্টোবর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০৲ টাকার উৰ্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছুপ ও কোর্ব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী নুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে হিং নুরল হক্ ও আছুফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালেগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬॥০	২৩৬।⁄৬	৩৬॥৵৯	১৬॥৶০	৫৩।৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা নোয়াখালী।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হারে আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ পাইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ।	মন্তব্য।
১	২	৩			৪			৫	৬
		এঃ	বোঃ	পোঃ	টাঃ	আঃ	পাঃ		
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়ী পরগণা ভুলুয়া।	২৭	০	০	৮২	০	১	শতকরা ২৫৲ টাকা হারে।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭	০	০	২৪	০	০	ঐ	
১৬১২	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দ্বীপ।	৩৭	০	০	৯৬	৸৵	৬	ঐ	
১৬৪৫	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র।	১	০	০	১	॥	০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ...	১	০	০	১	০	০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা নোয়াখালী।

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকি পড়া খাজনা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	থানা, মৌজা ও তালুকের নাম	মালীকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজনা।	ছেছ।	খাজনা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২/৪০১	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে ছোট ছনুয়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছনুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৪৩৴	৪২৬৵৬	৮৩৪।০	১০২৻৯	৯৩৬৷৯	১৮৯৪। ৯৫ হইতে ২২৪৩৴ ১৮৯৭।৯৮ ইস্তক ১৮৯৮। ৯৯ হইতে ৩৩৬০।০ ১৯০৩। ০৪ ইস্তক ১৯০৪। ০৫ হইতে ৩৪৩৬৴ ১৯১৩। ১৪ ইস্তক ১৯১৪। ১৫ হইতে ৩৫৭৪॥০ ১৯২৫ ইস্তক
৩/৪০২	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৸০	৭৮॥৵৬	৭২।৵৬	......	৭২।৵৬	......
৪/৪০৩	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আলী বক্সা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্সা আলী ও হামিদ উল্লা চৌং স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা ছৈয়দ উল্লা, আজমল্লা ভগ্নি ছৈয়দন্নিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজমল্লা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬৴	২৪৫।৴৬	১৪৭৪॥০	১৮৬।৴৬	১৬৬০৸৴৬	১৮৯৫। ৯৬ হইতে ১৯৬৬৴ ১৯০০। ০১ ইস্তক ১৯০১। ০২ ইস্তক ২৯৪৯৴ ১৯০২। ০৩ হইতে ৩১২০৴ ১৯২৫ ইস্তক

২০ / ৪২০	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং তাজম্নিছা চৌং।	ফজর আলী পিং মনুহর আলী চৌং সাং তৈলারদ্বীপ।	১৬৩৭)	১৬১॥৴৬	১৬৬॥৴২	......	১৬৬॥৴২	......
৬৯ / ৪৭৭	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং আবদুল মজিদ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১।৵০	৬৫॥৴০	৪৮(১	......	৪৮(১	......
৫২৮৮ / ৪৫৬৬	থানা সাতকানিয়া মৌজে চূড়ামণি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও সুরেন্দ্র বিজয় রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	৫১১৸৵০	৭।৶০	১৬৩৶৯	......	১৬৩৶৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd September 1897.

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখে বাকী পড়া খাজানা ও ছেচ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্ত্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রা কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগষ্ট।

নম্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১নং রেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ্।	খাজানা।	ছেচ্।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুল্লা।	হার্ব্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পাতলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬৶	৬৯৸০	২৫৩॥৶৩ ১৮৯৬।৯৭ ইং সম্পূর্ণ বাকি। ৬৭৬।৶০	২৩।০ ৬৯৸০	১০২৩৻৩	
						৯৩০৻৩	৯৩৻		
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮॥/০	৯২॥৬	২৫৮৶৩	৩০৸/৬	২৮৯৻৯	
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তম আলী।	আমির বানু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে নাজির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়রহ।	১০৭১।০	১২২/০	৪০১৸০	৪০॥৶০	৪৪২।৶০	
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটাখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহালিয়ে মৌলবি আজমল্লা খাঁ সাং হারবাঙ্গ।	৮৫৮৸/০	১০১।/০	২১৫৻	৩৩৸০	২৪৮৸৩	
১৮৮	২৫০	থানা রামু মৌজে ভারুয়াখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ রাজা।	মৌলবী মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়াখালী ওগয়রহ।	৫৫০॥০	১৪১৸/৬	১৩৭।৶০	৪৭।/০	১৮৪॥৶০	
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামানিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জাহাবক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯৻	১৬৮॥/০	৫৭৭৶	৫৬৶০	৬৩৩।/০	
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	গোলনেছ নিছা, বলকিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহাম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।৶০	৯১।৶৬	২৯৮॥৶৯ ১৮৯৬ ইং সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি। ৪০৬৸৶৩	৩০।৶১০ ৩০॥০	৭৬৬॥/১০	
						৭০৫॥৶	৬০৸৶১০		
২৮৮	৭৮।৫০৮ / ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টৈটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহদ্দার।	এর্সাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহাম্মদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩৻	১৯১।৶৬	১৮১৻	৬৩৸/০	২৪৪৸/০	

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 31st August 1897.

BAGALA PRASANA MAZUMADER,
For Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গীয়া তং মৌং গারাঙ্গীয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫।/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	......	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল কর্ত্তা খাঁ শ্রীদামু মিঞা গং।	......	৩০৸৶০	......
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা—বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১৵৩	ঐ	......	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্ত্তা খাঁ গং।	......	৩৯৮॥৶২	......
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজেআপ্তী—মৌজে মিটাছুরি থানা রাঙ্গু—তাং মাহাং কালু ...	৫১৮।/৬	ঐ	......	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌং পক্ষে।	......	৪৮॥৭	......

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার মাম্মা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদাব্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪)	১৬৬৸০	৬৯৩)	৩৭৷৶৩	৭৩০৷৶৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০) টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩) টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২) টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড	টিন	১৮৲	বা ডাক মাশুল সমেত	১৮৸৹
॥ আধ "	"	৯৲	" " " "	৯॥৹
। শিকি "	"	৪॥৹	" " " "	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage

E. N. Baker.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাসুল	"	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	"	৪৲
ডাকমাসুল	"	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	"	।৹
ডাকমাসুল		৴৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাসুল		৴৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half " "	10

Casual advertisement---4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হলের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেটি সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 67a—4-10-97—1609—120

Numb. 3037 [৩০৩৭]

REGISTERED No. 3

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 12, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১২ অক্টোবর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS OF THE GOVERNMENT OF INDIA.

FINANCE AND COMMERCE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

Simla, the 27th September 1897.

No. 4327S.-R.—In exercise of the power conferred by section 28, clause (*a*), of the Indian Salt Act, 1882 (XII of 1882), and in supersession of paragraph 2 of the Notification of the Government of India in the Department of Finance and Commerce, No. 769, dated the 11th February 1888, the Governor-General in Council is pleased to make a rule that, in respect of the districts of the Orissa Division in the territories administered by the Lieutenant-Governor of Bengal, anything to be done under the said Act by the Commissioner of Northern India Salt Revenue shall, on and with effect from the 1st day of October 1897, be done by the Commissioner of Excise, Bengal.

J. F. FINLAY,
Secy. to the Govt. of India.

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

সিমলা, ১৮৯৭ সাল ২৭এ সেপ্টেম্বর।

৪৩২৭ এস্ আর নং।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ভারতবর্ষীয় লবণবিষয়ক ১৮৮২ সালের ১২ আইনের ২৮ ধারার (ক) দফাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন করতঃ এবং ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগের ১৮৮৮ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ৭৬৯ নং বিজ্ঞাপনের ২য় পারাগ্রাফ রহিত করিয়া এই বিধি করিলেন যে উক্ত আইনানুসারে উত্তর ভারতবর্ষের লবণ রাজস্বের কমিশনরকে যাহা যাহা করিতে হয় বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের অন্তর্গত উড়িষ্যা খণ্ডের জিলাসমূহ সম্বন্ধে তাহা ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসের ১ম দিবস হইতে বঙ্গদেশের আবকারী কমিশনর কর্ত্তৃক কৃত হইবে।

জে, এফ্, ফিন্‌লে,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, OCTOBER 12, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১২ অক্টোবর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকাব নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকেব নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্ব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী নুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে হিং নুরল হক্ ও আছফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালেগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬॥৵৯	১৬॥৵০	৫৩।৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector

জিলা নোয়াখালী।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ীরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হারে আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ পাইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ।	মন্তব্য।
১	২	৩			৪			৫	৬
		এ:	রো:	পো:	টা:	আ:	পা:		
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়া পরগণা ভুলুয়া।	২৭	০	০	৮২	০	১	শতকরা ২৫৲ টাকা হারে।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭	০	০	২৪	০	০	ঐ	
১৬১২	জিম্বে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দ্বীপ।	৩৭	০	০	৯৬	৮/	৬	ঐ	
১৬৪৫	জিম্বে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র।	১	০	০	১	॥	০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ...	১	০	০	১	০	০	০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা নোয়াখালী।

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকি পড়া খাজানা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	থানা, মৌজা ও তালুকের নাম।	মালীকের নাম	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২/৪০১	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে ছোট ছন্নুয়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছন্নুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৪৩)	৪২৬৵৬	৮৩৪।০	১০২(৯	৯৩৬।৯	১৮৯৪। ৯৫ হইতে ২২৪৩) ১৮৯৭।৯৮ ইস্তক ১৮৯৮। ৯৯ হইতে ৩৩৬০।০ ১৯০৩। ০৪ ইস্তক ১৯০৪। ০৫ হইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩। ১৪ ইস্তক ১৯১৪। ১৫ হইতে ৩৫৭৪।।০ ১৯২৫ ইস্তক
৩/৪০২	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৮০	৭৮।।৵৬	৭২।৵৬	......	৭২।৵৬	......
৪/৪০৩	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আল। বক্সা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্সা আলী ও হামিদ উল্লা চৌং স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা ছৈয়দ উল্লা, আজমল্লা ভগ্নি ছৈয়দন্নিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজমল্লা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬)	২৪৫।৴৬	১৪৭৪।।০	১৮৬।৴৬	১৬৬০৸৶৬	১৮৯৫। ৯৬ হইতে ১৯৬৬, ১৯০০। ০১ ইস্তক ১৯০১। ০২ ইস্তক ২৯৪৯) ১৯০২। ০৩ হইতে ৩১২০, ১৯২৫ ইস্তক

২০ / ৪২০	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং তাজন্নিছা চৌং।	ফজর আলী পিং মনুহর আলী চৌং সাং তৈলারদ্বীপ।	১৬৩৭)	১৬১॥/৬	১৬৬॥/২	......	১৬৬॥/২	......
৬১ / ৪৭৭	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং আবদুল মজিদ।	মেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১।৵০	৬৫॥/০	৪৮(১	......	৪৮(১	......
৫২৮৮ / ৪৫৬৬	থানা সাতকানিয়া মৌজে চূড়ামণি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র চৈতন্যচরণ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও সুরেন্দ্র বিজয় রায় স্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	৫১১৸৵০	৭।৶০	১৬৩৵৯	......	১৬৩৵৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd September 1897.

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্ত্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগষ্ট।

নম্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১নং রেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ্।	খাজানা।	ছেচ্।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুল্লা।	হাব্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পাতলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬৷৶	৬৯৸০	২৫৩৷৶৩ ১৮৯৬।৯৭ ইং সম্পূর্ণ বাকি। ৬৭৬৷৶০ ৯৩০৻৩	২৩৷০ ৬৯৸০ ৯৩৲	১০২৩৻৩	
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮৷৷৵০	৯২৷৷৬	২৫০৶৩	৩০৸৶৬	২৮৯৻৯	
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তম আলী।	আমির বানু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে নাজির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়রহ।	১০৭১৷০	১২২৵০	৪০১৸০	৪০৷৷৶০	৪৪২৷৶০	
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটাখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহালিয়ে মৌলবি আজমল্লা খাঁ সাং হারবাঙ্গ।	৮৫৮৸৶০	১০১৷৵০	২১৫৲	৩৩৸০	২৪৮৸৩	
১৮৮	২৫০	থানা রামু মৌজে ভারুয়াখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ রাজা।	মৌলবী মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলা মাছুয়াখালী ওগয়রহ।	৫৫০৷৷০	১৪১৸৵৬	১৩৭৷৶০	৪৭৷৵০	১৮৪৷৷৶০	
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামানিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জাহাবক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯৲	১৬৮৷৷৵০	৫৭৭৶	৫৬৶০	৬৩৩৷৵০	
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	গোলনেছ নিছা, বলকিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহাম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬৷৶০	৯১৷৶৬	২৯৮৷৷৶৯ ১৮৯৬ ইং সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি। ৪০৬৸৶৩ ৭০৫৷৷৶৬	৩০৷৶১০ ৩০৷৷০ ০৸৶১০	৭৬৬৷৷৵১০	
২৮৮	৭৮।৫০৮ ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টৈটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহদ্দার।	এর্সাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহাম্মদ জমা সাং তৈলাবদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩৲	১৯১৷৶৬	১৮১৲	৬৩৸৵০	২৪৪৸৵০	

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 31st August 1897.

BAGALA PRASANA MAZUMADER,
For Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কোন মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গীয়া তং মৌং গারাঙ্গীয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫॥/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	......	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল কর্ত্তা খাঁ শ্রীদানু মিঞা গং।	......	৩০৸৶০	......
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা— বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১৶৩	ঐ	......	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্ত্তা খাঁ গং।	......	৩৯৮॥৴২	......
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজেআপ্তী— মৌজে মিটাছরি থানা রাঙ্গু— তাং মাহাং কালু ...	৫১৮।/৬	ঐ	......	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌং পক্ষে।	......	৪৮॥৭	......

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নামত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০৲ টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদান্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪৲	১৬৬৸০	৬৯৩৲	৩৭।৶৩	৭৩০।৶৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8*; per eight-ounce tin, *Rs. 5*; per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3*; per eight-ounce tin, *Rs. 6*, per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এইং হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹

॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯॥৹

। শিকি „ „ ৪॥৹ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage

E. N. Baker.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	„	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲
ডাকমাশুল	„	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	„	।৹
ডাকমাশুল		৵৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		৵৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটারী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor F. Max Müller, M.A., in two Volumes. *Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half „ „	...	...	...	10

Casual advertisement---4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

				টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	...	...	...	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল। ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি. ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেন্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।— উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড -রেষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা বোমডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেটি সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 68a—11-10-97—1619—120

Numb. 3038 [৩০৩৮]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 19, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৯ অক্টোবর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭! ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছুপ ও কোর্ব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী নুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে ৺িং নুরল হক্ ও আছফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মনীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালেগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।৴৬	৩৬॥৵৯	১৬॥৵০	৫৩।৯	... ...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা নোয়াখালী।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হারে আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ পাইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ।	মন্তব্য।
১	২	৩			৪			৫	৬
		এঃ	রোঃ	পোঃ	টাঃ	আঃ	পাঃ		
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়ী পরগণা ভুলুয়া।	২৭	০	০	৮২	০	১	শতকরা ২৫৲ টাকা হারে।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭	০	০	২৪	০	০	ঐ	
১৬১২	জিম্বে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দীপ।	৩৭	০	০	৯৬	৸/	৬	ঐ	
১৬৪৫	জিম্বে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র।	১	০	০	১	॥	০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ...	১	০	০	১	০	০	০	

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জিলা চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মানুসারে নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইংরেজী ২৫শে মেই সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত বাকি পড়া খাজানা ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ ইংরেজী ২১ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাঙ্গালা ৫ কার্ত্তিক রোজ বৃহস্পতিবার জিলা চট্টগ্রামের কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে, । ইতি ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১ সেপ্টেম্বর।

তালুকের নম্বর।	থানা, মৌজা ও তালুকের নাম।	মালীকের নাম	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
			খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
২ / ৪০১	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে ছোট ছনুয়া মহল নয়াবাদ তাং ছোট ছনুয়া।	বাবু যোগেশ চন্দ্র রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার।	২২৪৩)	৪২৬৯/৬	৮৩৪।০	১০২৻৯	৯৩৬।৯	১৮৯৪। ৯৫ হইতে ২২৪৩) ১৮৯৭।৯৮ ইস্তক ১৮৯৮। ৯৯ হইতে ৩৩৬০।০ ১৯০৩।০৪ ইস্তক ১৯০৪।০৫ হইতে ৩৪৩৬) ১৯১৩।১৪ ইস্তক ১৯১৪। ১৫ হইতে ৩৫৭৪।।০ ১৯২৫ ইস্তক
৩ / ৪০২	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং কৃষ্ণরঞ্জিত।	গোলোক চন্দ্র সিকদার পিং রামসেবক সিকদার সাং কলাউজান।	৬৯৬৸০	৭৮।।৵৬	৭২।৵৬	......	৭২।৵৬	......
৪ / ৪০৩	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে পুইছরী মহাল নয়াবাদ তাং মোবারেক আলী বক্সা আলী।	আনোয়ার আলী পিং বক্সা আলী ও হামিদ উল্লা চৌং স্বয়ং ও নাবালক ভ্রাতা ছৈয়দ উল্লা, আজমল্লা ভগ্নি ছৈয়দন্নিছা, জমিলা খাতুনের পক্ষে হিং আজমল্লা খাঁ, মতিয়র রহমান স্বয়ং ও নাবালক এজাহার মিঞার পক্ষে হিং।	১৯৬৬)	২৪৫।৴৬	১৪৭৪।।০	১৮৬।৴৬	১৬৬০৸৶৬	১৮৯৫। ৯৬ হইতে ১৯৬৬, ১৯০০।০১ ইস্তক ১৯০১।০২ ইস্তক ২৯৪৯) ১৯০২।০৩ হইতে ৩১২০) ১৯২৫ ইস্তক

২০ / ৪২০ / ৬৯	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং তাজন্নিছা চৌং ।	ফজর আলী পিং মনুহর আলী চৌং সাং তৈলারদ্বীপ ।	১৬৩৭৴	১৬১॥৴৬	২৬৬॥৴২	......	১৬৬॥৴২		......
৪৭৭ / ৫২৮৮	থানা সাতকানিয়া হাল বাসখালী মৌজে চাম্বল মহাল নয়াবাদ তাং আবদুল মজিদ ।	নেজামত আলী পিং মাহাং রফি সাং বারখাইন ...	৫৩১।৶০	৬৫॥৴০	৪৮৲১	......	৪৮৲১		......
৪৫৬৬	থানা সাতকানিয়া মৌজে চূড়ামনি মহাল নয়াবাদ তাং মহেশ চন্দ্র, চৈতন্যচরণ ।	রাজচন্দ্র সেন পিং রাজকিশোর সেন ও বংশীমোহন সেনের পক্ষে ও সুরেন্দ্র বিজয় রায় ষ্টেট পক্ষে রায় কৈলাস চন্দ্র দাস বাহাদুর জেনেরল ম্যানেজার ।	৫১১৸৵০	৭।৶০	১৬৩৵৯	......	১৬৩৵৯		......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 3rd September 1897.

J. PHILLIMORE,
Offg. Collector.

ইস্তাহার নামা কাছারী কালেক্টরী জেলা চট্টগ্রাম।

ইহার দ্বারা জানান যাইতেছে যে এই কাছারী সংক্রান্ত নিম্নলিখিত তালুকাদির ১৮৯৭ ইং সনের ২৫শে মেই শেষ তারিখের বাকী পড়া খাজানা ও ছেচ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সালের ৭ আইন ও ১৮৭১ সালের ২ আইনের বিধানমতে ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারায় মর্ম্মানুসারে ১৮৯৭ ইং সনের ২০ অক্টোবর মোতাবেক ১৩০৪ বাং সনের ৪ কার্ত্তিক রোজ বুধবার জেলা চট্টগ্রাম কালেক্টর কাছারিতে বিনা ওজরে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইং তারিখ ২৪ আগষ্ট।

নম্বর ও মহাল।		থানা, মৌজা ও মহালের নাম।	মালিকের নাম।	বার্ষিক জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
১মং রেং নম্বর।	তালুকের নম্বর।			খাজানা।	ছেচ।	খাজানা।	ছেচ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
৮৫	১২১	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক খএরুল্লা।	হার্ব্বান আলী চৌধুরি পিং মাহামুদ হারি সিকদার সাকিন পাতলী মাছুয়াখালী।	৬৭৬।৵	৬৯৸০	২৫৩॥৵৩ ১৮৯৬।৯৭ ইং সম্পূর্ণ বাকি। ৬৭৬।৵০ ৯৩০৻৩	২৩।০ ৬৯৸০ ৯৩৻	১০২৩৻৩	
৮৬	১২২	থানা রামু মৌজে খুরুলিয়া মহাল নয়াবাদ তালুক বকুসালি।	মহব্বত আলী চৌধুরি পিং আজগর আলী চৌধুরি সাং জলদি।	৬৮৮॥৴০	৯২॥৬	২৫৮৶৩	৩০৸৶৬	২৮৯৻৯	
১২১	১৬৫	থানা রামু মৌজে উত্তর মিঠাছড়ি মহাল নয়াবাদ তালুক রস্তম আলী।	আমির বাহু চৌধুরীয়া মেহের নিছা চৌধুরিয়া আহালিয়ে নাজির আলী চৌং সাং উত্তর মিঠাছড়ী ওগয়রহ।	১০৭১।০	১২২৴০	৪০১৸০	৪০॥৶০	৪৪২।৶০	
১৭৭	২৩৭	থানা রামু মৌজে খুটাখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মোবারক আলী।	জামিলা খাতুন আহালিয়ে মৌলবি আজমল্লা খাঁ সাং হারবাঙ্গ।	৮৫৮৸৴০	১০১।৴০	২১৫৻	৩৩৸০	২৪৮৸৩	
১৮৮	২৫০	থানা রামু মৌজে ভারুয়াখালী মহাল নয়াবাদ তালুক মাহাম্মদ রাজা।	মৌলবী মহব্বতালী ও ছৈয়দ আলী পিং আনয়ার আলী চৌং সাং পাতলী মাছুয়াখালী ওগয়রহ।	৫৫০॥০	১৪১৸৶৬	১৩৭।৵০	৪৭।৴০	১৮৪॥৶০	
২৭২	২৭৪	থানা চকরিয়া মৌজে ভেওলামানিক চর মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	আসমত আলী জাহাবক্স পিং মাগন আলী সাং হরিণা থানা সাতকানিয়া।	১৫৩৯৻	১৬৮॥৴০	৫৭৭৵	৫৬৶০	৬৩৩।৴০	
২৮০	২৮৩	থানা চকরিয়া মৌজে সিলখালি মহাল নয়াবাদ তালুক বিবি প্রাক।	গোলনেছ নিছা, বসকিচ বিবি নাবালকা কন্যা ও সেখ মাহাম্মদ কালু চৌং সাং জলদি ওগয়রহ।	৭৯৬।৵০	৯১।৶৬	২৯৮॥৶৯ ১৮৯৬ ইং সেপ্টেম্বর, ডিসেম্বর কিস্তীর বাকি। ৪০৬৸৵৩ ৭০৫॥৵	৩০।৶১০ ৩০॥০ ৬০৸৶১০	৭৬৬॥৴১০	
২৮৮	৭৮।৫০৮ / ৪৬৪।৫৬০	থানা চকরিয়া মৌজে টৈটং মহাল নয়াবাদ তালুক হরিদাস বহদ্দার।	এর্সাদ আলী চৌং পিং সেখ মাহাম্মদ জমা সাং তৈলারদ্বীপ থানা বাঁশখালী।	৭৬৩৻	১৯১।৵৬	১৮১৻	৬৩৸৴০	২৪৪৸৴০	

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 31st August 1897.

BAGALA PRASANA MAZUMADER,
For Offg. Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐং অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ / ১০১৭ / ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গীয়া তং মৌং গারাঙ্গীয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫।/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	......	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল কর্ত্তা খাঁ শ্রীদামু মিঞা গং।	......	৩০৮৵০	......
৩৩০ / ২২০৯ / ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা— বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১৵৩	ঐ	......	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্ত্তা খাঁ গং।	......	৩৯৮।৶২	......
৬৬৭ / ২০১৭৫ / ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজেআপ্তী— মৌজে মিটাছরি থানা রাঙ্গু— তাং মাহাং কালু ...	৫১৮।/৬	ঐ	......	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌং পক্ষে।	......	৪৮।।৭	......

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাক খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদান্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ / ২৩৮৭৮ / ৫৮৮ / ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪)	১৬৬৸০	৬৯৩)	৩৭।৶৩	৭৩০।৶৩	...

Chittagong Collectorate,
The 22nd September 1897.

F. P. Dixon,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ্ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹
॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯॥৹
। শিকি „ „ ৪॥৹ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker.
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	„	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲
ডাকমাশুল	„	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	„	।৹
ডাকমাশুল		৵৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		৵৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half „ „	...	...	...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে [illegible]মিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গ[illegible] সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন [illegible] ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

					টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	...	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		...	...	...	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্স পেটি সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 69a—18-10-97—1656—120

Numb. 3039 [৩০৩১]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 26, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৬ অক্টোবর।

CONTENTS.

সূচিপত্র।

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

২২৩৬ নং।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

সিমলা, ১৮৯৭ সাল ১১ই অক্টোবর।

বিজ্ঞাপন।

যেহেতু উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার অন্তর্গত কনখল নামক স্থানে কোন কোন ব্যক্তি মড়কাক্রান্ত হইয়াছে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুক্ত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এইরূপ প্রতীতি জন্মিয়াছে যে লোকজনকে জওয়ালপুর ষ্টেশন হইতে কি জওয়ালপুর ষ্টেশনে রেল পথে যাইতে দিলে মড়কের প্রচার হইবার আশঙ্কা আছে,

অতএব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া এই আজ্ঞা করিলেন যে অপর আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত জওয়ালপুর ষ্টেশন হইতে কি জওয়ালপুর ষ্টেশনে রেল পথে যাইবার টিকিট দেওয়া হইবে না।

জে, পি, হিউয়েট,

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরীর নিকট উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার গবর্ণমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ১৯এ অক্টোবর তারিখের টেলিগ্রামের উদ্ধৃতাংশ।

যে সকল ব্যক্তির আগামী সম্বতী অমাবস্যা ও পৌর্ণমাসী মেলার মধ্যে হরিদ্বারে যাইবার অভিপ্রায় আছে তাঁহাদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়া যাইতেছে যে হরিদ্বার মুনিসিপল ইউনিয়নের অন্তর্গত এবং হরিদ্বার হইতে এক মাইল মাত্র দূরে অবস্থিত কনখল নগরে মড়কের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে। গমনেচ্ছুক তীর্থযাত্রিগণকে এই পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে যে তাঁহারা যেন উপস্থিত সময়ে হরিদ্বারে না যান। কারণ সেখানে গেলে তাঁহাদের বিপদ ও অসুবিধা ঘটিবে।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, OCTOBER 26, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৬ অক্টোবর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 1083T.M.—The 16th October 1897.—It is hereby notified for general information that on the application of the Commissioners of the Nasirabad Municipality, in the district of Mymensingh, the Lieutenant-Governor has been pleased to declare that the provisions of section 3, Act XX of 1887, with respect to wild birds, shall apply, so far as regards the rules framed by the Commissioners of the aforesaid Municipality, to hares and deer.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপাল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

১০৮৩ টি, এম্ নং।—১৮৯৭ সাল ১৬ই অক্টোবর।—সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নসীরাবাদ মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রার্থনাক্রমে শ্রীযুক্ত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব এই কথা ব্যক্ত করিলেন যে বন্য পক্ষী সম্বন্ধে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনরগণের প্রণীত বিধির বেলা খরগস ও হরিণ সম্বন্ধেও খাটিবে।

এচ, এচ, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, OCTOBER 26, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৬ অক্টোবর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০৲ টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ৷ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া থানা সহর, মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্ব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী নুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে হিং নুরল হক ও আছফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালেগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬॥৵৯	১৬॥৵০	৫৩।৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা নোয়াখালী।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থায়ীরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫, টাকা হারে আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ পাইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০, টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০, টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬
		এঃ বোঃ পোঃ	টাঃ আঃ পাঃ		
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়া পরগণা ভূলুয়া।	২৭ ০ ০	৮২ ০ ১	শতকরা ২৫, টাকা হারে।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭ ০ ০	২৪ ০ ০	ঐ	
১৬১২	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দ্বীপ।	৩৭ ০ ০	৯৬ ৸/ ৬	ঐ	
১৬৪৫	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র।	১ ০ ০	১ ॥ ০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ..	১ ০ ০	১ ০ ০	০	

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐং অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহা বাকী।
২০২ / ১০১৭ / ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গায়া তং মৌং গারাঙ্গীয়া বাং তং মজত রাম হাজারি।	২০১৫৷/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	……	শ্রীযুত বাবু কৈলাসচন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল কর্ত্তা খাঁ শ্রীদানু মিঞা গং।	……	৩০৸৵০	……
৩৩০ / ২২০৯ / ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা— বাং তং মজত রাম হাজারি।	৩৩৫১৵৩	ঐ	……	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্ত্তা খাঁ গং।	……	৩৯৮৷৶২	……
৬৬৭ / ২০১৭৫ / ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী— মৌজে মিটাছরি থানা রাস্তু— তাং মাহাং কাসু …	৫১৮৷/৬	ঐ	……	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌং পক্ষে।	……	৪৮৷৷৭	……

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ্ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদান্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪)	১৬৬৸০	৬৯৩)	৩৭।৶৩	৭৩০।৶৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four ounce tin, *Rs. 3,* per eight-ounces tin. *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিনকোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত দাব ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹
॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯।৹
। শিকি „ „ ৪৸৹ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage ...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	„	২৸৹
৩, ৪, ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲
ডাকমাশুল	„	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	„	।৹
ডাকমাশুল		৴৹
৩, ৪, ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		৴৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies fo the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half „	...	...	...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন.
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

					টাকা
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	...	১০৲
কখন কখন ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	...	...	...	...	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-অট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা বেঙ্গিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জে ম্স গেট সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 70a—26-10-97—1677—120

Humb. 3040 [৩০৪০]

REGISTERED No 3

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 2, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২ নবেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

সমর বিভাগ।

বিচার সম্পর্কীয়।

১১৪৮ নং।—ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সমর বিভাগের ১৮৯৭ সালের ৯ই জুলাই তারিখের ৭৫০ নং বিজ্ঞাপনের অনুক্রমে এবং শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ১৮৯৫ সালের ৩রা মে তারিখের ৪৬০ নং আদেশে প্রকাশিত বিধি এবং এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত যে সকল বিধির এতদ্দ্বারা প্রকাশিত বিধির সহিত সঙ্গতি না থাকে সেই সকল বিধি রহিত করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ১৩ আইনের ২৬ ও ২৭ ধারানুসারে নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রণয়ন করিলেন এবং এই আদেশ করিলেন যে ইহা বৃটিশ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সকল কাণ্টনমেণ্টে আমলে আনা হয়:—

অর্থ নির্দ্দেশের কথা।

১। এই সকল বিধিতে—

(ক) "বাজার" শব্দে দেশীয় সৈনিকদিগের থাকিবার গৃহশ্রেণী ছাড়া আর যে সকল জমি ভারতবর্ষবাসী ব্যক্তিদিগের দখলের নিমিত্ত স্বতন্ত্র করিয়া রাখা হয়, সেই জমি বুঝাইবে।

(খ) "রেজিমেণ্টের বাজার" এই শব্দদ্বয়ে রেজিমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধান কোন বাজার বুঝাইবে।

(গ) "সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগ" এই শব্দগুলিতে ওলাউঠা, কুষ্ঠ, এণ্টেরিক জ্বর, উপদংশ এবং প্রত্যেক সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক পীড়া বুঝাইবে।

(ঘ) "ষ্ট্রীট" শব্দে সাধারণের যাহার উপর চলিবার স্বত্ব আছে এমন প্রত্যেক পথ, রাস্তা, গলি, চত্তর, উঠান, ঘুঁজি, সড়ক, বা ফাঁকা জায়গা বুঝাইবে এবং কোন সরকারী সাঁকো বা তোলা রাস্তার উপর চলাচলের ও হাঁটিবার পথও বুঝাইবে। ঐ সকল পথ প্রভৃতির দুমুখ খোলা থাকুক আর নাই থাকুক কিম্বা তাহার উপর ইমারত থাকুক আর নাই থাকুক তাহাতে আসিয়া যাইবে না।

হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরির কথা।

২। (১) কাণ্টনমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষের হাতে যত টাকা থাকে তাহাতে যতদূর সম্ভব হয় তিনি ততদূর—

(ক) কাণ্টনমেণ্টের ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক আবশ্যক সংখ্যক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি করিয়া দিবেন এবং রাখিবেন, কিম্বা

(খ) যে সর্ত্ত করা উপযুক্ত বোধ করেন সেই সর্ত্তে কাণ্টনমেণ্টের অন্তর্গত বা বহির্ভূত আপনার অরক্ষিত কোন হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সিরতে সাহায্য দান করিতে পারিবেন।

(২) এই বিধি অনুসারে যে সকল হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত হইবে তাহার প্রত্যেকটিতে সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগাক্রান্ত ব্যক্তিদের চিকিৎসার নিমিত্ত ওয়ার্ড থাকিবে।

হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরির ভার ডাক্তারের হাতে থাকিবার কথা।

৩। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরির ভার এক জন ডাক্তারের হাতে থাকিবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই ডাক্তারকে যে রকমে নিযুক্ত করিতে বলিয়া দেন তাঁহাকে সেই রকমে নিযুক্ত করিতে হইবে।

১৮৮৯ সালের ১৩ আইন। হাঁস্পাতালের বা ডিসপেন্সরির অধস্তন সিরেস্তার কথা।

৪। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরির জন্য কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৮৯সালের আইনের ২৩ ধারা ক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি কাণ্টনমেণ্ট ফণ্ডের উপর যে কর্ত্তৃত্ব অর্পিত হইয়াছে সেই কর্ত্তৃত্বাধীনে আবশ্যকমত অধস্তন সিরেস্তা নিযুক্ত করিতে হইবে।

চিকিৎসা সংক্রান্ত সরঞ্জাম প্রভৃতি।

৫। কাণ্টনমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে যে টাকা থাকে তাহাতে যতদূর সম্ভব হয় তিনি ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরিতে ততদূর —

(ক) আবশ্যক সমস্ত ভৈষজ্যদ্রব্য, অস্ত্রাদি, সরঞ্জাম ও আসবাব:

(খ) যে সকল রোগী হাঁস্পাতালে থাকিবে তাহাদের নিমিত্ত উপযুক্ত সংখ্যক খাটিয়া, বিছানা এবং কাপড়, এবং

(গ) আর আর যে সকল দ্রব্য আবশ্যক হয় তাহা —

যোগাইয়া দিবেন।

সিবিল হাঁস্পাতাল সংক্রান্ত বিধি খাটিবার কথা।

৬। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি পরিচালনের নিমিত্ত সাধারণ ভাবে বা বিশেষ করিয়া যে বিধি প্রণয়ন করেন সেই বিধি অনুসারে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ উপযুক্ত বোধ করেন তদনুসারে পরিবর্ত্তিত ঐ সকল বিধি অনুসারে রক্ষিত হইবে।

বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত পীড়িত ব্যক্তির কথা।

৭। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্য প্রাপ্ত প্রত্যেক হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরিতে কাণ্টনমেণ্টের পীড়িত দরিদ্র ব্যক্তিরা, কাণ্টনমেণ্টস্থ যে সকল ব্যক্তি সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগ ভোগ করিতেছে তাহারা এবং কাণ্টনমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষের অনুমোদন সহ অপর যে কোন পীড়িত ব্যক্তি বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইতে পারিবে। এবং তাহারা যদি হাঁস্পাতালে অবস্থানকারী রোগী স্বরূপ চিকিৎসিত হয় তাহাহইলে হয় তাহাদিগকে বিনা ব্যয়ে পথ্য দিতে হইবে কিম্বা ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার আদেশ করিলে কাণ্টনমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ যে ইস্কেল নির্দ্ধারণ করিবেন সেই ইস্কেল অনুসারে তাহাদিগকে খোরাকির টাকা দিতে হইবে।

কিন্তু উপস্থিত সময়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৩৮ ধারা অনুসারে ডিক্রীমত খাতকদের নিম্নতম যে খোরাকির টাকা নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ খোরাকির টাকা তাহার অপেক্ষা কম হইবে না।

১৮৮২ সালের ১৪ আইন।

টাকা দিয়া চিকিৎসিত রোগির কথা।

৮। যে পীড়িত ব্যক্তি ২বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি অনুসারে বিনা ব্যয়ে চিকিৎসিত হইবার অনুপযুক্ত তিনি কাণ্টনমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ যে সর্ত্ত নির্দ্ধারণ করা উপযুক্ত বোধ করেন সেই সর্ত্ত অনুসারে ঐরূপ হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরিতে চিকিৎসার্থ ভর্ত্তি হইতে পারিবেন।

যে সকল ব্যক্তি সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগ ভোগ করিতেছেন সেই সকল ব্যক্তিকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত কিম্বা হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে থাকিবার নিমিত্ত আদেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

৯। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কোন হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরির ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের আপাতঃ দৃষ্টিতে যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে কাণ্টনমেণ্ট নিবাসী কোন ব্যক্তি সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগ ভোগ করিতেছে তাহাহইলে তিনি তফসালের নির্দ্দিষ্ট ফারমে কিম্বা তদনুরূপ কোন ফারমে লিখিত নুটিস দিয়া ঐ ব্যক্তিকে ঐ নুটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদেশ করিবেন এবং প্রয়োজন হইলে পরীক্ষা করিয়া ঐ ব্যক্তি প্রকৃত পক্ষে ঐ রোগ ভোগ করিতেছে না কিম্বা এখন আর ভোগ করিতেছে না ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারে যদি এই প্রতীতি না হয় তাহা হইলে এবং যতক্ষণ ঐ প্রতীতি না হয় ততক্ষণ বিনা অনুমতিতে হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি ছাড়িয়া না যাইবার নিমিত্ত আদেশ করিবেন।

কিন্তু রোগের প্রকৃতি এবং রোগগ্রস্ত ব্যক্তির অবস্থা এবং তাঁহার সাধারণতঃ চারিদিকের অবস্থা বিবেচনায় ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের যদি এরূপ বোধ করেন যে ঐ ব্যক্তিকে হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে হাজির করান যুক্তিসঙ্গত নহে তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে হাজিরা হইতে মুক্তি দিতে পারিবেন এবং যেরূপ উপায় অবলম্বন করা এবং আদেশ দেওয়া উপযুক্ত বোধ করেন সেইরূপ উপায় অবলম্বন করিতে এবং আদেশ দিতে পারিবেন।

কাণ্টনমেণ্ট হইতে তাড়াইবার ক্ষমতার কথা।

১০। ২ বিধি অনুসারে রক্ষিত বা সাহায্যপ্রাপ্ত কোন হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরির ডাক্তার যদি কাণ্টনমেণ্টের কমাণ্ডিং আপিসরের নিকট লিখিয়া এই কথা রিপোর্ট করেন যে কোন ব্যক্তি ৯ বিধির বিধানানুযায়ী নুটিস পাইয়া হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরিতে হাজির হইতে অস্বীকার করিয়াছেন কি হাজির হন নাই কিম্বা ঐ ব্যক্তি হাঁস্পাতালে বা ডিসপেন্সরিতে হাজির হইয়া ঐ ডাক্তারের বিনা অনুমতিতে হাঁস্পাতাল বা ডিসপেন্সরি ছাড়িয়া গিয়াছেন তাহাহইলে কমাণ্ডিং আপিসর যুক্তিসঙ্গত বিবেচনা করিলে লিখিত আদেশ প্রদান করিয়া ঐ ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে কাণ্টনমেণ্ট ছাড়িয়া যাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং তাঁহার লিখিত অনুমতি বিনা এ

২৪ ঘন্টার অধিক কাল কান্টনমেণ্টে থাকিতে কিম্বা কান্টনমেণ্টে ফিরিয়া আসিতে নিষেধ করিতে পারিবেন।

বেশ্যা বা বেশ্যালয় স্থানান্তরিত করণের কথা।

১১। কান্টনমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ লিখিত নুটিস দিয়া কান্টনমেণ্টের মধ্যে কিম্বা কান্টমেণ্টের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশে—

(ক) বেশ্যালয় রাখা, কিম্বা

(খ) কোন প্রকাশ্য বেশ্যার অবস্থান নিষেধ করিতে পারিবেন।

প্রকাশ্য বেশ্যাদিগকে রেজিমেণ্টের বাজার হইতে তাড়াইবার কথা।

১২। কোন প্রকাশ্য বেশ্যাকে কান্টনমেণ্টের মধ্যে অবস্থিত রেজিমেণ্টের বাজারের সীমার মধ্যে বাস করিতে দেওয়া হইবে না।

অবৈধ মৈথুনের নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকা কি অনুরোধ করা নিষিদ্ধ হইবার কথা।

১৩। কোন ব্যক্তি কান্টনমেণ্টের সীমামধ্যস্থ কোন রাস্তায় বা প্রকাশ্য স্থানে বেশ্যাবৃত্তির নিমিত্ত দাঁড়াইয়া থাকিবে না কিম্বা অবৈধ মৈথুনার্থ কোন ব্যক্তিকে অহ্বান করিবে না।

কিন্তু যে ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয় সেই ব্যক্তি কিম্বা কান্টনমেণ্টে নিযুক্ত এবং কান্টনমেণ্টের কমাণ্ডিং আফিসর কর্ত্তৃক এতদর্থে বিশেষরূপে ক্ষমতা প্রাপ্ত বৃটিশ মিলিটরি পুলিস দলের কোন ব্যক্তি কিম্বা কান্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের অর্থমত কোন আপিসর নালিশ না করিলে কোন ব্যক্তি এই বিধি ভঙ্গের জন্য অভিযুক্ত হইবে না।

১৮৮৯ সালের ১৩ আইন।

দণ্ডের কথা।

দণ্ডের কথা।

১৪। কোন ব্যক্তি—

(ক) ১০ বিধি অনুসারে তাহাকে কান্টনমেণ্টে থাকিতে কি কান্টমেণ্টে পুনরায় প্রবেশ করিতে নিষেধ করা গেলেও কমাণ্ডিং আপিসরের লিখিত অনুমতি বিনা কান্টনমেণ্টে থাকিলে কিম্বা কান্টনমেণ্টে পুনরায় প্রবেশ করিলে, কিম্বা

(খ) ১১ বিধি অনুযায়ী নুটিস অনুসারে কার্য্য না করিলে, কিম্বা

(গ) ১৩ বিধি ভঙ্গ করিলে—

তাহার পঞ্চাশ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কিম্বা ৮ দিন কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তারের কথা।

১৫। যে ব্যক্তি ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধির (ক) ও (গ) দফানুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করেন কিম্বা করিয়াছেন বলিয়া অভিযুক্ত হন কান্টনমেণ্টে নিযুক্ত পুলিস দলভুক্ত যে কোন ব্যক্তি তাঁহাকে বিনা ওয়ারেণ্টে গ্রেপ্তার করিতে পারিবেন, কিন্তু—

(৵০) অভিযোক্তা বা গ্রেপ্তারকারী কর্ম্মচারী যে ব্যক্তির নাম ও ধাম জানেন সে ব্যক্তিকে ঐরূপে গ্রেপ্তার করা হইবে না।

(৵০) যে ব্যক্তি তাঁহার নাম ও ধাম দিতে স্বীকার করেন সেই ব্যক্তি যে নাম ও ধাম দিলেন তাহা অপ্রকৃত এইরূপ সন্দেহ করিবার যুক্তিসঙ্গত হেতু না থাকিলে তাঁহাকে ঐরূপে গ্রেপ্তার করা হইবে না। নাম ও ধাম অপ্রকৃত বলিয়া সন্দেহ করিবার যে যুক্তিসঙ্গত হেতু আছে, ইহা প্রমাণ করিবার ভার গ্রেপ্তারকারী কর্ম্মচারীর উপর থাকিবে।

(৶০) যে ব্যক্তিকে এইরূপে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁহার নাম ও ধাম নির্ণীত হইবার পর তাঁহাকে আর আটকাইয়া রাখা হইবে না।

(।০) যে ব্যক্তিকে এইরূপে গ্রেপ্তার করা হয় তাঁহাকে মাজিষ্ট্রেটের আদেশ ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করিবার নিমিত্ত যে সময় আবশ্যক হয় তাহা অপেক্ষা বেশী সময় আটক করিয়া রাখা হইবে না। এবং

১৮৮৯ সালের ১৩ আইন।

(।৵০) (ক) যে ব্যক্তিকে আহ্বান করা হয় তাঁহার কিম্বা কান্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনের অর্থানুযায়ি যে আপিসরের সাক্ষাতে নিয়মভঙ্গ করা হয় তাঁহার অনুরোধক্রমে না হইলে, কিম্বা

(খ) কান্টনমেণ্টে নিযুক্ত এবং কান্টনমেণ্টের কমাণ্ডিং আপিসরের নিকট হইতে এতদর্থে বিশেষরূপে ক্ষমতাপ্রাপ্ত বৃটিয় মিলিটরী পুলিস দলের যে ব্যক্তির সাক্ষাতে নিয়মভঙ্গ করা হয় সেই ব্যক্তি কর্ত্তৃক কিম্বা তাঁহার অনুরোধক্রমে না হইলে—

১৩ বিধিভঙ্গের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে এইরূপে গ্রেপ্তার করা যাইবে না।

তফসীল।

(৯ বিধি দেখ)

——————————— শ্রী ———————————

———————————প্রতি।

তোমাকে এই নুটিস দেওয়া যাইতেছে যে ১৮৯৭ সালের ইণ্ডিয়া গেজেটের ১ খণ্ডের——— পৃষ্ঠায় প্রকাশিত কাণ্টনমেণ্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের ১৩ আইনানুসারে প্রণীত বিধির ৯ বিধি অনুসারে তোমাকে এই আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি ১৮৯ সালের ———— মাসের ———— দিবসে ———— ঘণ্টায় ———————————— হাজির হইবে এবং ভার-প্রাপ্ত ডাক্তারের যদি এইরূপ প্রতীতি না হয় যে তুমি প্রকৃত পক্ষে কোন সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক পীড়া অর্থাৎ ———————————— ভোগ করিতেছ না কিম্বা এক্ষণে আর ভোগ করিতেছ না তাহা হইলে এবং যতক্ষণ না ঐরূপ প্রতীতি হয় ততক্ষণ ঐ ডাক্তারের অনুমতি বিনা হাস্পাতাল/ডিস্‌পেন্সারি ছাড়িয়া যাইবে না।

———————————র

ভারপ্রাপ্ত ডাক্তার।

তারিখ ———————————— ১৮৯৭ সাল।

পি, জে, মেটল্যাণ্ড, মেজর জেনরল,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 2, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২ নবেম্বর।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

JUDICIAL DEPARTMENT.

NOTIFICATION—No. 1184J.D.

The 25th October 1897.—It is hereby notified for general information that, under section 2 of Act II (B.C.) of 1867 (an Act to provide for the punishment of public gambling and the keeping of common gaming houses), the Lieutenant-Governor authorises the extension, from the 1st November 1897, of the provisions of the said Act to the town of Nabadwipa, in the district of Nadia.

C. W. BOLTON,

Chief Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

জুডিশ্যাল ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ২৫এ অক্টোবর। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব সামান্য দ্যূতক্রীড়ার এবং সাধারণ দ্যূতগৃহ রাখিবার দণ্ডবিধায়ক ১৮৬৭ সালের বঙ্গীয় ২ আইনের ২ ধারানুসারে ১৮৯৭ সালের ১লা নবেম্বর তারিখ হইতে উক্ত আইনের বিধান নদীয়া জিলার অন্তর্গত নবদ্বীপ নগরে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 2, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২ নবেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০, টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্ব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী নুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে হিং নুরল হক্ ও আছফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালেগ ভ্রাতা আলামিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬॥৵৯	১৬॥৶০	৫৩।৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা নোয়াখালী।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হারে আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ পাইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।			গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।			আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ।	মন্তব্য।
১	২	৩			৪			৫	৬
		এ:	বো:	পো:	টা:	আ:	পা:		
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়ী পরগণা ভুলুয়া।	২৭	০	০	৮২	০	১	শতকরা ২৫৲ টাকা হারে।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭	০	০	২৪	০	০	ঐ	
১৬১২	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দ্বীপ।	৩৭	০	০	৯৬	৵	৬	ঐ	
১৬৪৫	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র।	১	০	০	১	॥	০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ...	১	০	০	১	০	০	০	

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ / ১০১৭ / ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গীয়া তং মৌং গারাঙ্গীয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫।/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	......	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল ফর্ত্তা খাঁ শ্রীদানু মিঞা গং।	......	৩০৸৶০	......
৩৩০ / ২২০৯ / ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা— বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১৶৩	ঐ	......	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল ফর্ত্তা খাঁ গং।	......	৩৯৮॥৴২	......
৬৬৭ / ২০১৭৫ / ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী— মৌজে মিটাছরি থানা রাস্তু— তাং মাহাং কালু	৫১৮।/৬	ঐ	......	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌং পক্ষে।	......	৪৮।৭	......

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০৲ টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদান্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮/২৩৮৭৮ ৫৮৮/১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪৲	১৬৬৸০	৬৯৩৲	৩৭।৶৩	৭৩০।৶৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত দর ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹
॥ আধ „ „ ৯৲ „ „ „ „ ৯॥৹
। শিকি „ „ ৪॥৹ „ „ „ „ ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনোডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum
Postage	2	8	0	„
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	„
Postage	1	0	0	„
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage

E. N. Baker.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন-লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	„	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	„	৪৲
ডাকমাশুল	„	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	„	।৹
ডাকমাশুল		৴৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		৴৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor F. Max Müller, M.A., in two Volumes. *Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies fo the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half ,, ,,	...	...	...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেন্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্ত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য — কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

					টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	..	...	..	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	...	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		.	...	...	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-অট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকোঁণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।/• পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 71a—2-11-97—1716—120

Numb. 3041 [৩০৪১]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 9, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

GOVERNMENT OF INDIA.

No. 2327, dated Simla, the 23rd October 1897.

NOTIFICATION—By the Government of India, Home Department.

WHEREAS cases of plague have occurred in Kankhal and in the neighbourhood of Hardwar, and there is consequently danger of an outbreak at Hardwar if large numbers of persons assemble there:

In exercise of the powers conferred by section 2, sub-section (1) of the Epidemic Diseases Act (III of 1897), the Governor-General in Council is pleased to direct that no tickets to travel by railway to Roorkee, Landhaura, Lhaksar, Pathri, Jawalapur and Hardwar shall be sold from the 23rd day of October 1897 till the 16th day of November 1897.

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

২৩২৭ নং। সিমলা, তারিখ ২৩ এ অক্টোবর ১৮৯৭ সাল।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞাপন।

যেহেতু কনখলে এবং হরিদ্বারের নিকটবর্ত্তী স্থানে কোন কোন ব্যক্তি মড়কাক্রান্ত হইয়াছে, সুতরাং হরিদ্বারে অধিক সংখ্যক লোক একত্রিত হইলে সেখানে মড়কের প্রাদুর্ভাবের আশঙ্কা আছে,

অতএব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণানুসারে প্রদত্ত ক্ষমতা পরিচালন পূর্ব্বক এই আদেশ করিলেন যে ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসের ২৩শ দিবস হইতে ১৮৯৭ সালের নবেম্বর মাসের ১৬শ দিবস পর্য্যন্ত রেল পথে রুড়কি, লন্ধৌরা, লাকুসর, পাথ্‌রি, জওয়ালপুর, এবং হরিদ্বার যাইবার টিকিট বিক্রয় করা যাইবে না।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 9, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 1208T.M.—The 27th October 1897.—Whereas a notification No. 3646S., dated the 13th July 1897, was published at page 170, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 14th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 1 to 8, 10 to 12 and 26 to 33 of the Bengal Vaccination Act, V of 1880, as amended by Act II of 1887, to certain places in the Rampur Hât subdivision of the district of Birbhum, within the limits noted below, and whereas no objection has been raised to the proposal within six weeks from the date of the publication of the above notification within the places referred to, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 1 of Act V of 1880, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the aforesaid sections of the Act to those places, viz., Rampur Hât, Khalasipara, Bogtoi, Kalisara and Brahmanigram—

Bounded on the—

North.—By the Railway Volunteers' Rifle Range and the Dighi tank.

South.—By the Shanghata stream.

East.—By the western boundaries of villages Dakhalbati, Benegram, Khanpura and Kumedda.

West.—By the eastern boundary of village Srifala.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1252T.M.—The 29th October 1897.—Whereas a notification No. 4142M., dated the 9th August 1897, was published at page 193, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the rules set forth below, which were framed by the Commissioners of the Barisal Municipality, in the district of Backergunge, under section 3, Act XX of 1887, for the protection of wild birds and game within the limits of the above Municipality, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified that the said rules are confirmed by the Lieutenant-Governor under clause 4, section 3 of the Act, and are published for general information, under clause 5, section 6 of the General Clauses Act I of 1887 :—

RULES UNDER SECTION 3 OF ACT XX OF 1887 FOR THE BARISAL MUNICIPALITY.

Rules.

1. "Wild birds" for the purposes of these rules shall include jungle-fowl, pea-fowl, partridges, quail, plover, whistling teal, painted snipe, cotton teal and every bird killed for the sake of its plumage.

2. The Local Government having by notification declared that the provision of section 3, Act XX of 1887, shall apply to hares and deer, the following rules will apply to those animals as well as to wild birds.

3. The breeding season for the purposes of these rules shall extend from the 1st April to the 30th September.

4. Whoever during the breeding season has in his possession within the limits of the Municipality of Barisal any wild bird, deer, or hare, recently killed or taken or exposes for

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

১২০৮ টি, এম্ নং।—১৮৯৭ সাল ২৭এ অক্টোবর।—১৮৮৭ সালের ২ আইনের দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশে গোবীজে টিকাদান বিষয়ক ১৮৮০ সালের ৫ আইনের ১ হইতে ৮ পর্য্যন্ত, ১০ হইতে ১২ পর্য্যন্ত এবং ২৬ হইতে ৩৩ পর্য্যন্ত ধারার বিধান বীরভূম জিলার অন্তর্গত রামপুরহাট মহকুমার অন্তর্গত কোন কোন স্থানে নিম্নলিখিত সীমার মধ্যে প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ১৩ই জুলাই তারিখের ৩৬৪৬ এস্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৪ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ১৭০ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উল্লিখিত স্থান সমূহে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি ছয় সপ্তাহের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারনের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি ১৮৮০ সালের ৫ আইনের ১ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া উক্ত আইনের পূর্ব্বোক্ত ধারাগুলি ঐ সকল স্থানে অর্থাৎ রামপুরহাটে, খালাসিপাড়ায়, বগটৈয়ে, কালিসারায় এবং ব্রাহ্মণীগ্রামে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন :—

উত্তর সীমা।—রেলওয়ের বলণ্টিয়রদের চাঁদমারি লক্ষ করিবার স্থান এবং দিঘী পুষ্করিণী।

দক্ষিণ সীমা।—সানঘাটা নদী।

পূর্ব্বসীমা।—দখলবাটী, বেণেগ্রাম, খাঁপুরা এবং কুমেদ্দা গ্রামের পশ্চিম সীমা।

পশ্চিম সীমা।—শ্রীফল গ্রামের পূর্ব্ব সীমা।

এচ্, এচ্, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১২৫২ টি, এম্ নং ১৮৯৭ সাল ২৯এ অক্টোবর।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশাল মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে, বন্যপক্ষী ও শীকারোপযোগী পশু রক্ষা করণার্থ উক্ত মুনিসিপালিটির কমিশনরগণ কর্তৃক ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারামতে প্রণীত নিম্নপ্রদর্শিত বিধি দৃঢ় করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ই আগষ্ট তারিখের ৪১৪২এম নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১১ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ১৯৩ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটিতে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে এক মাসের মধ্যে, উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে উক্ত বিধিগুলি শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব কর্তৃক উক্ত আইনের ৩ ধারার ৪ দফাক্রমে দৃঢ়ীকৃত হইল এবং সাধারণের অবগত্যর্থে সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৫ দফানুসারে প্রকাশিত হইল :—

বরিশাল মুনিসিপালিটির নিমিত্ত ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারানুসারে প্রণীত বিধি।

বিধি।

১। এই ২ বিধির কার্য্য পক্ষে "বন্য পক্ষী" শব্দে বন্য কুক্কুট ময়ুর, তিতির পক্ষী, বটের পক্ষী, টিটির পক্ষী, সিস দেওয়া বালহাঁস, রঞ্জিত কাদা খোঁচা, তুলা বালহাঁস, (কটন্‌টিল্) এবং যে সকল পক্ষীকে পালকের জন্য মারা হয় সেই সকল পক্ষীও বুঝাইবে।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনক্রমে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান খরগোস ও হরিণের প্রতি বর্ত্তিবে, এই আদেশ করায় নিম্নলিখিত বিধি যেরূপ বন্য পক্ষির প্রতি বর্ত্তে সেই রূপ ঐ২ জন্তুর প্রতিও বর্ত্তিবে।

৩। এই২ বিধির কার্য্যপক্ষে প্রসব করিবার ঋতু এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে।

৪। প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে বরিশাল মুনিসিপালিটির সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন বন্য পক্ষী, হরিণ, বা খরগোস থাকিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবিত

sale any such bird or animal, living or dead, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

5. Whoever during the breeding season imports into the town the plumage of any kind of wild bird, recently killed or taken or the fur or skin of any hare or deer recently killed or taken, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for the plumage of every such bird or the fur or skin of every such hare or deer.

6. In the case of a second conviction the fine may extend to Rs. 10 for each such bird, hare, deer, plumage fur or skin.

7. All birds, plumage, fur or skin, &c., in respect in which a conviction has been had under Rules 4, 5 and 6 shall be confiscated.

8. A reward, not exceeding half the fine imposed and realised under Rules 4, 5, and 6, may be granted by the adjudicating Magistrate to any person who has afforded information leading to a conviction for a breach of any of the above rules.

H. H. Risley,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বা মৃত তদ্রূপ কোন পক্ষী বা জন্তু বিক্রয়ার্থে দেখাইলে প্রত্যেক পক্ষীর বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫, পাঁচ টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন ব্যক্তি সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন প্রকার বন্য পক্ষীর পালক কিম্বা সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন খরগোসের বা হরিণের লোম বা চর্ম্ম প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে সহরে আমদানী করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক পক্ষীর পালকের কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক খরগোস বা হরিণের লোমের বা চর্ম্মের নিমিত্ত তাহার ৫, টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬। দ্বিতীয়বার অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐরূপ প্রত্যেক পক্ষী, খরগোস, হরিণ, পালক, লোম বা চর্ম্মের নিমিত্ত ১০, টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৭। যে সকল পক্ষী, পালক, লোম ও চর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধির ৪,৫,৬ ধারামতে অপরাধ প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা জব্দ হইবে।

৮। উপরোক্ত বিধির ৪,৫,৬ ধারা লঙ্ঘন জন্য অপরাধ যাহাতে প্রমাণ হয় এমত সন্ধান যে ব্যক্তি দেন, বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট উক্ত কএক ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য্য হইয়া আদায় করা যায়, তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক তাঁহাকে পুরস্কার দিতে পারিবেন।

এচ, এচ, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।

পঞ্চম খণ্ড।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রণীত আইন।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রণীত নিম্নলিখিত আইনটী ১৮৯৭ সালের ৭ই সেপ্টেম্বর তারিখে শ্রীযুত মান্যবরের সম্মতি লাভ করায় এবং ১৮৯৭ সালের ৫ই অক্টোবর তারিখে মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধি ও গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক অনুমোদিত হওয়ায় সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা প্রকাশিত করা গেল।—

ছোট নাগপুরের পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন।

সূচীপত্র।

CHOTA NAGPUR COMMUTATION ACT, 1897.

১৮৯৭ সালের ৪ আইন।

ছোট নাগপুরের কোন কোন অংশে জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে অপর বন্দোবস্ত সম্বন্ধে ব্যবস্থা করণার্থ আইন।

যেহেতু ছোট নাগপুর ডিবিসনের অন্তর্গত কএকটি জেলায় খাজানা ছাড়া জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক অপর বন্দোবস্ত করণ সম্বন্ধীয় আইন সংশোধন করা বিহিত এবং উক্ত সকল জেলায় পূর্ব্বোক্তমত সকল নিয়ম বা খাটনি উহার পরিবর্ত্তে কৃত বন্দোবস্ত সমেত বা তদ্ব্যতীত লিপিবদ্ধ করিবার অবশ্য কর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে বিধান করা বিহিত।

অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা যাইতেছে।—

প্রথম অধ্যায়।

সূচনা।

সংক্ষিপ্ত নাম, ব্যাপ্তি ও আরম্ভের কথা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে ছোট নাগপুরের পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্ত বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে।

(২) ইহা ছোটনাগপুর ডিবিসনের অন্তর্গত হাজারিবাগ, লোহারডগা, পালামৌ ও সিংহভূম জেলায় প্রচলিত হইবে। এবং

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া তদর্থে যে দিবস নিরূপিত করেন ইহা ঐরূপ কোন জেলায় বা উহার কোন অংশে সেই দিবসে আমলে আসিবে।

রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। ছোটনাগপুরের ভূম্যধিকারী ও প্রজার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ২৫ ও ২৬ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল।

অর্থনির্দ্দেশের কথা।

৩ ধারা। (১) বিষয় বা সংযুক্ত বাক্যাবলীতে বিরোধিভাবের কোন কথা না থাকিলে, এই আইনে —

(ক) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে যে কোন কর্ম্মচারিকে নাম করিয়া বা তাঁহার পদোপলক্ষে এই আইনমত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারির কোন কর্ম্ম সম্পাদন করিতে নিযুক্ত করেন "রাজস্ব কর্ম্মচারী" বলিতে সেই কর্ম্মচারিকে বুঝাইবে।

(খ) "জমির দখল সংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনি" বলিতে খাজানা ছাড়া জমির দখলসংক্রান্ত সকল নিয়ম বা খাটনিকে বুঝাইবে।

(গ) দেশাচার অনুসারে রায়তদের যে সকল রকুমত বা আবওয়াব আপন ভূম্যধিকারীকে দিতে হয় 'নিয়ম" বলিতে তাহাও বুঝাইবে। এবং

(ঘ) "কৃষিবৎসর" বলিতে কোন স্থানে কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনার্থ যে বৎসর প্রচলিত থাকে সেই বৎসরকে বুঝাইবে।

(২) কৃষিকার্য্যের প্রয়োজনার্থ বিশেষ কোন স্থানে কোন্ বৎসর প্রচলিত আছে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা সন্দেহের স্থল বলিয়া বিবেচনা করিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া যথাক্রমে যে যে তারিখে ঐ বৎসর আরম্ভ ও শেষ হয় বলিয়া বিবেচনা করিতে হইবে তাহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে বন্দোবস্ত করিবার ও ঐ নিয়ম বা খাটনি লিপিবদ্ধ করিবার কথা।

ইচ্ছাপূর্ব্বক জমির দখল সংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে বন্দোবস্ত করিবার কথা।

৪ ধারা। (১) জমির দখলসংক্রান্ত কোন নিয়ম বা খাটনির অধীনে কোন জমি ভোগ করা হইলে, ঐ জমির প্রজা কিম্বা ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির উপকার পাইবার স্বত্ববান্ ব্যক্তি ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে বন্দোবস্তের জন্য রাজস্ব কর্ম্মচারির নিকট লিখিয়া দরখাস্ত করিতে পারিবেন।

(২) তদনন্তর, (১) প্রকরণানুসারে অপর যে ব্যক্তিদের ঐরূপ দরখাস্ত করিবার স্বত্ব থাকে রাজস্ব কর্ম্মচারী তাঁহাদের প্রত্যেকের উপর একখানি নুটিস জারী করাইবেন এবং ঐ দরখাস্ত বিবেচনা করিয়া দেখিবার জন্য একটি দিন ধার্য্য করিবেন। এবং সেই দিনে কিম্বা তাহার পর যে কোন দিন পর্য্যন্ত শুনানি মুলতবি রাখা হয় সেই দিনে তিনি ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান লইতে ও ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে যত টাকা তাঁহার বিবেচনায় উপযুক্ত ও ন্যায্যরূপে দেয় হয় তাহা স্থির করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

(৩) উক্ত টাকার হিসাব করিবার সময় প্রাচীন দেশাচার অনুসারে প্রজা যে সকল নিয়ম বা খাটনি সম্বন্ধে দায়ী রাজস্ব কর্ম্মচারী তাহার প্রতি এবং ঐ হিসাব করিবার সময়ে ঐ নিয়ম বা খাটনির নগদান মূল্যের প্রতি লক্ষ্য রাখিবেন।

কিন্তু রকুমৎ ভিন্ন নিয়ম বা খাটনির স্থলে, তৎপরিবর্ত্তে যে টাকা দেয় হয় তাহা প্রজার দেয় বার্ষিক খাজানার সিকির বেশী হইবে না।

জমির দখলসংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনি উহার পরিবর্ত্তে কৃত বন্দোবস্ত সমেত বা তদ্ব্যতীত লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ দিবার ক্ষমতার কথা।

৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় কোন স্থলে বিহিত বোধ হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ স্থলে—

(ক) কোন স্থান বা কোন মহাল, মধ্যস্বত্ব বা উহার কোন অংশের অন্তর্গত জমি জমির দখলসংক্রান্ত যে সকল নিয়ম বা খাটনির অধীন কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্তৃক তাহার একটি লিখন প্রস্তুত করা হউক এবং ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে বন্দোবস্ত করা হউক, কিম্বা

(খ) পূর্ব্বোক্তমত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে কোনরূপ বন্দোবস্ত ব্যতীত কোন রাজস্ব কর্ম্মচারী কর্তৃক পূর্ব্বোক্তমত একটি লিখন প্রস্তুত করা হউক—

এইরূপ আদেশসূচক আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) কলিকাতা গেজেটে এই ধারানুযায়িক কোন আজ্ঞার বিজ্ঞাপনই ঐ আজ্ঞা যে যথারীতি করা হইয়াছে তাহার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৩) নিয়ম বা খাটনির লিখন ১৩ ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে প্রস্তুত করিতে হইবে।

লিখন প্রস্তুত করিতে হইবে, ইহার কথা।

৬ ধারা। (১) ৫ ধারানুসারে কোন আজ্ঞা দেওয়া হইলে পর রাজস্ব কর্ম্মচারী নিম্নলিখিত বিশেষ বিবরণ সম্বলিত একটি লিখন প্রস্তুত করিতে প্রবৃত্ত হইবেন, অর্থাৎ :—

(ক) প্রত্যেক প্রজার নাম।

(খ) তাহার ভূম্যধিকারির নাম।

(গ) যে সময়ে লিখন প্রস্তুত হইতেছে সেই সময়ে তাহার ভোগ করা জমির জন্য যত খাজানা দিতে হয়।

(ঘ) ঐরূপ সমস্ত বা কোন জমি জমির-দখলসংক্রান্ত যে সকল নিয়ম বা খাটনির অধীন।

(ঙ) ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে যত টাকা রাজস্ব কর্ম্মচারির বিবেচনায় ন্যায়মতে দেয় বলিয়া বোধ হইতে পারে। এবং

(চ) রেবিনিউ বোর্ড কর্তৃক সময়ে সময়ে অপর যে সকল বিশেষ বিবরণ নির্দ্দিষ্ট হয়।

(২) ঐরূপ নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে দেয় টাকার পরিমাণের হিসাব করিবার সময় রাজস্ব কর্ম্মচারী ৪ ধারার (৩) প্রকরণের বিধানানুসারে কার্য্য করিবেন।

লিখন প্রকাশিত করিবার কথা।

৭ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারী ৬ ধারানুযায়িক লিখন প্রস্তুত করিলে পর ১৩ ধারামতে প্রণীত বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও নির্দ্দিষ্ট কালের নিমিত্ত ঐ লিখনের একখানি পাণ্ডুলেখ্য ঐ স্থানে প্রকাশিত করাইবেন এবং প্রকাশিত করিবার কালের মধ্যে ঐ লিখনের অন্তর্গত কোন দফা সম্বন্ধে বা ঐ লিখন হইতে কোন কথা ছাড় হইয়া থাকিলে তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করা হইলে তাহা গ্রহণ করিয়া বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(২) ১৩ ধারামতে প্রণীত বিধি অনুসারে আপত্তিগুলির বিবেচনা ও নিষ্পত্তি করা হইলে ঐ বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকারে লিখন চূড়ান্তরূপে প্রস্তুত ও প্রকাশিত করা যাইবে।

(৩) ভিন্ন ভিন্ন স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের জন্য (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণ অনুসারে পৃথক পৃথক পাণ্ডুলেখ্য বা লিখন প্রকাশিত করা যাইতে পারিবে।

রাজস্ব কর্ম্মচারিদের আদেশের বিরুদ্ধে আপীলের কথা।

৮ ধারা। (১) রাজস্ব কর্ম্মচারির এই অধ্যায়মত কোন আদেশের বিরুদ্ধে ডেপুটী কমিশনরের নিকট আপীল চলিবে কিম্বা যদি রাজস্ব কর্ম্মচারী নিজেই ডেপুটি কমিশনর হন তাহা হইলে ডিবিসনের কমিসশরের নিকট আপীল চলিবে।

(২) ডেপুটি কমিশনর (১) প্রকরণমতে কোন আপীলের নিষ্পত্তি করিলে তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে কমিশনরের নিকট আপীল চলিবে।

(৩) আপীল সম্বন্ধীয় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের বিধান যতদূর সম্ভব (১) প্রকরণ বা (২) প্রকরণমত সকল আপীল সম্বন্ধে খাটিবে।

(৪) যে স্থলে কমিশনর ডেপুটি কমিশনরের সহিত একমত হন সে স্থলে ঐ আদেশ চূড়ান্ত হইবে। কিন্তু অন্যান্য স্থলে কমিশনরের আদেশের বিরুদ্ধে রেবিনিউ বোর্ডে আপীল চলিবে।

(৫) ১ প্রকরণমত প্রত্যেক আপীল যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয় তাহার তারিখ হইতে তিন মাসের মধ্যে এবং (২) প্রকরণ কিম্বা (৪) প্রকরণমত প্রত্যেক আপীল যে আদেশের বিরুদ্ধে আপীল হয় তাহার তারিখের এক মাসের মধ্যে উপস্থিত করিতে হইবে।

কমিশনর বা বোর্ড কর্তৃক পুনরালোচনার কথা।

৯ ধারা। কমিশনর কিম্বা রেবিনিউ বোর্ড এই অধ্যায়মতে প্রস্তুত কোন লিখনের কিম্বা ঐরূপ লিখনের কোন অংশের ঐ লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার তারিখ হইতে দুই বৎসরের মধ্যে কোন সময়ে পুনরালোচনা হইবার আদেশ করিতে পারিবেন, কিন্তু তাহাতে যে কোন নিষ্পত্তির বিরুদ্ধে ৮ ধারানুসারে আপীল করা হইয়াছে তাহার যেন ব্যাঘাত না হয়।

কিন্তু যাবৎ সম্পর্কযুক্ত পক্ষদিগকে উপস্থিত হইয়া বিচার্য্য বিষয় সম্বন্ধে তাঁহাদের বক্তব্য বলিবার যুক্তিযুক্ত নুটিস দেওয়া না হয় তাবৎ ঐরূপ কোন আদেশ দেওয়া হইবে না।

১০ ধারা। (১) কোন স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের জন্য এই অধ্যায় অনুসারে জমির দখলসংক্রান্ত কোন নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে বন্দোবস্ত করা হইলে লিখন চূড়ান্তরূপে প্রকাশিত হইবার ঠিক পরবর্ত্তী কৃষি বৎসরের আরম্ভ হইতে ঐ বন্দোবস্ত কার্য্যকর হইবে এবং সেই সময় হইতে ঐ স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের কোন প্রজার উপর জমির দখলসংক্রান্ত কোন নিয়ম বা খাটনি স্থাপন করা আইনবিরুদ্ধ হইবে এবং ঐ স্থান বা মহাল বা মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশের মধ্যে ঐরূপ নিয়ম বা খাটনি দিবার বা চাহিবার নিমিত্ত সমস্ত চুক্তি ও রক্ষণার্থক নিয়ম ব্যর্থ হইবে।

পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্তের আরম্ভ ও ফলের কথা।

(২) জমির দখল সংক্রান্ত নিয়ম বা খাটনির পরিবর্ত্তে কোন প্রজার দেয় বলিয়া রাজস্ব কর্ম্মচারী এই অধ্যায় অনুসারে যত টাকা অবধারিত করেন তাহা ঐ প্রজার দেয় খাজানার অংশ বলিয়া বিবেচিত হইবে এবং তদনুসারে আদায় করা যাইতে পারিবে।

১১ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্তের জন্য ৪ ধারানুসারে দরখাস্ত করিলে ঐ ধারামতে যত টাকা খরচ লাগিবে বলিয়া অনুমান করা হয় রাজস্ব কর্ম্মচারী তত টাকার সমস্ত বা কোন অংশ তাহাকে অগ্রিম আমানত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

স্বেচ্ছাপূর্ব্বক পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্তের খরচের কথা।

(২) কোন স্থলে ৪ ধারানুযায়িক কার্য্য সমাপ্ত হইলে উক্ত কার্য্যের মোট খরচ রাজস্ব কর্ম্মচারী সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় যে অনুপাত উপযুক্ত বিবেচনা করেন ভূম্যধিকারী ও প্রজার মধ্যে সেই অনুপাতানুসারে বণ্টন করিয়া দিবেন এবং যে টাকা ঐরূপে বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় তাহা ভূমিরাজস্বের বাকীর ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

(৩) কোন ব্যক্তি (১) প্রকরণানুসারে যত টাকা আমানত করেন যদি তাহা (২) প্রকরণমতে তাহার প্রতি যে টাকা বণ্টন করিয়া দেওয়া হয় সেই টাকার বেশী হয় তাহা হইলে কার্য্য সমাপ্ত হইলে ঐ বাড়তি টাকা তাঁহাকে ফেরত দেওয়া যাইবে।

১২ ধারা। (১) ৫ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় কোন স্থান বা কোন মহাল, মধ্যস্বত্ব বা উহার অংশে তাহা কার্য্যে পরিণত করিতে গবর্ণমেণ্টের যে খরচ লাগে সেই খরচ কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার যে অংশের আদেশ করেন সেই অংশ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমস্ত অবস্থা বিবেচনা করিয়া যে অনুপাত স্থির করেন সেই অনুপাতানুসারে ঐ স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা অংশের অন্তর্গত জমির ভূম্যধিকারী ও প্রজাদের দিতে হইবে।

লিখনের ও অবশ্য-কর্ত্তব্য পরিবর্ত্তিত বন্দোবস্তের খরচের কথা।

(২) কোন ব্যক্তি পূর্ব্বোক্ত খরচের যে অংশ দিবার দায়ী হন উক্ত স্থান, মহাল, মধ্যস্বত্ব বা অংশ সম্বন্ধে প্রাপ্য ভূমিরাজস্বের বাকীর ন্যায় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারায় "মধ্যস্বত্ব" শব্দে কোন স্থান, মহাল বা মধ্যস্বত্বের অন্তর্গত সমস্ত নিষ্কর ও লাখেরাজ মধ্যস্বত্ব ও যোতও বুঝাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়।

বিধির কথা।

১৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কলিকাতা গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া সময়ে সময়ে নিম্নলিখিত কার্য্যের নিমিত্ত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন—

বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(১) এই আইনক্রমে বা এই আইন অনুসারে রাজস্ব কর্ম্মচারিদিগের উপর যে কোন কর্ত্তব্য কর্ম্ম স্থাপিত হয় তাহা সম্পাদনে তাঁহাদের যে কার্য্যপ্রণালী অনুসরণ করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত। এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ বিধিক্রমে যে কোন রাজস্ব কর্ম্মচারীকে—

(ক) মোকদ্দমার বিচার করণার্থ কোন দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক যে কোন ক্ষমতা পরিচালিত হয় সেই ক্ষমতা,

(খ) কোন জমিতে প্রবেশ করিবার ও তাহা জরিপ করিবার, তাহাতে চিহ্ন দিবার ও তাহার মানচিত্র প্রস্তুত করিবার ক্ষমতা, এবং

(গ) বঙ্গদেশের জরিপ করণবিষয়ক ১৮৭৫ সালের আইন অনুসারে কোন কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যে কোন ক্ষমতা পরিচালিত হইতে পারে সেই ক্ষমতা—

প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) ৪ ধারানুসারে যে প্রকারে নুটিস জারী করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত।

(৩) দ্বিতীয় অধ্যায়ানুসারে যে প্রকারে লিখন প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত;

(৪) ৭ ধারানুসারে যে প্রকারে ও যত কালের জন্য লিখনের পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত করিতে হইবে তাহা এবং যে প্রকারে কোন লিখনের পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে

আপত্তির নিষ্পত্তি করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত।

(৫) ৭ ধারানুসারে যে প্রকারে লিখন চূড়ান্ত-রূপে প্রকাশিত করিতে হইবে তাহা নির্দ্দিষ্ট করিবার নিমিত্ত। এবং

(৬) সাধারণতঃ দ্বিতীয় অধ্যায়ের বিধান কার্য্যে পরিণত করণে রাজস্ব কর্ম্মচারি-দিগের অনুসরণের নিমিত্ত।

বিধি প্রণীত ও প্রকাশিত করিবার কার্য্য প্রণালীর কথা।

১৪ ধারা। (১) ১৩ ধারামতে বিধি প্রণীত করিবার পূর্ব্বে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রস্তাবিত বিধি হইতে যে ব্যক্তিদের ক্ষতিবৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা তাহাদের অবগতির নিমিত্ত উহার একটী পাণ্ডুলেখ্য প্রকাশিত করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় যে প্রকারে প্রকাশিত করিলে স্বার্থযুক্ত ব্যক্তিদিগকে জানাইবার পক্ষে যথেষ্ট হয় ঐ পাণ্ডুলেখ্য সেই প্রকারে প্রকাশিত করিতে হইবে। কিন্তু ঐরূপ প্রত্যেক পাণ্ডুলেখ্যই কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করিতে হইবে।

(৩) ঐ পাণ্ডুলেখ্যের সহিত একটী নুটিস প্রকাশিত করিতে হইবে। উহা প্রকাশিত করণের তারিখের পর এক মাস অতীত হইবার পূর্ব্বে না হয় এমন যে দিনে বা যে দিনের পর ঐ পাণ্ডুলেখ্যের বিবেচনা করিয়া দেখা যাইবে ঐ নুটিসে সেই দিনের উল্লেখ থাকিবে।

(৪) ঐরূপে উল্লিখিত দিনের পূর্ব্বে ঐ পাণ্ডুলেখ্য সম্বন্ধে কোন ব্যক্তির নিকট হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন আপত্তি বা প্রস্তাব প্রাপ্ত হন ঐ গবর্ণমেণ্ট তাহা বিবেচনা করিয়া দেখিবেন।

(৫) এই আইনমতে প্রণীত হইয়াছে বলিয়া প্রতীয়মান কোন বিধি কলিকাতা গেজেটে প্রকাশিত করা গেলে ঐ প্রকাশিত করণই ঐ বিধি যথানিয়মে প্রণীত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

(৬) এই আইনমতে প্রণীত সমস্ত বিধি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক সময়ে সময়ে সংশোধিত, পরিবর্দ্ধিত বা রহিত হইতে পারিবে।

কলিকাতা ;
১৮৯৭ সাল
১৯ অক্টোবর।

এফ, জি, উইগলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থা বিভাগে
একটিং আসিষ্টাণ্ট সেক্রেটরী।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.
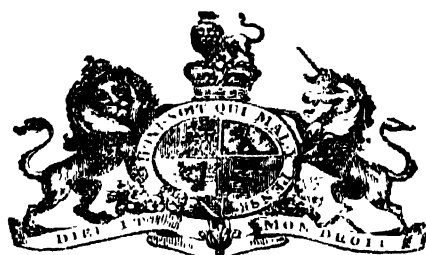
গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 9, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০) টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাষ তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছুপ ও কোর্ব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী মুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে হিং মুরল হক্ ও আছফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালেগ ভ্রাতা আলা মিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬॥৵৯	১৬॥৶০	৫৩।৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা নোয়াখালী।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নোয়াখালী জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ৯ নবেম্বর মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৪ কার্ত্তিক তারিখে প্রকাশ্য নিলাম বিক্রয় হইবেক।

খরিদারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবেক খরিদারগণ শতকরা ২৫৲ টাকা হারে আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ পাইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণে যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন এক ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি ১৫ দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্বোপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত-হইবেক (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায় খরিদারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	আখরাজাত খরচ স্বরূপে সদর রাজস্ব বাদ।	মন্তব্য।
১	২	৩	৪	৫	৬
		এঃ বোঃ পোঃ	টাঃ আঃ পাঃ		
১৫৮৮	আনন্দচন্দ্র গড়গড়ী পরগণা ভুলুয়া।	২৭ ০ ০	৮২ ০ ১	শতকরা ২৫৲ টাকা হারে।	
১৫৮৯	ঐ ঐ দ্বিতীয় খণ্ড...	৭ ০ ০	২৪ ০ ০	ঐ	
১৬১২	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা সুন্দ্বীপ।	৩৭ ০ ০	৯৬ ৸/ ৬	ঐ	
১৬৪৫	জিম্মে ছৈয়দ আকবর পরগণা রামভদ্র চক্র।	১ ০ ০	১ ॥ ০	ঐ	
১৭১৯	চণ্ডিপুর রাস্তা ...	১ ০ ০	১ ০ ০	০	

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ / ১০১৭ / ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গীয়া তং মৌং গারাঙ্গীয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫৸৴৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	......	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল ফত্তা খাঁ শ্রীদানু মিঞা গং।	......	৩০৸৶০	......
৩৩০ / ২২০৯ / ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা—বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১৶৩	ঐ	......	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল ফত্তা খাঁ গং।	......	৩৯৮৷৶২	......
৬৬৭ / ২০১৭৫ / ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী—মৌজে মিটাছরি থানা রাঙ্গু—তাং মাহাং কালু ...	৫১৮৷৴৬	ঐ	......	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌং পক্ষে।	......	৪৮৷।৭	......

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মালদহ।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত মালদহ জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২০ ডিসেম্বর তারিখে মোতাবেক বাঙ্গালা ১৩০৪ সনের ৬ পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত ;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
		একর, রুড, পোল	টাঃ আঃ পাঃ	
২০ নং	বিটোরী ধোবরা মহালের অবিভক্ত এজমালী ॥০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	১৩০—২--৩৬	১০৫॥৵ ১০	এই মহালের এজমালী অবিভক্ত গবর্ণমেণ্টের ॥০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্ণমেণ্টের ॥০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। এই মহাল বর্ত্তমান সনের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত আছে আগামী ১৮৯৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ইজারার ম্যাদ শেষ হইবে আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
১৫৪ নং	॥৵০ দশ আনা তরফ মহদীপুর মহালের অবিভক্ত এজমালী ॥০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	৩৫২৯---২--১৩	১৭১৫ ॥৴ ২	এই মহালের অবিভক্ত এজমালী গবর্ণমেণ্টের ॥০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্ণমেণ্টের ॥০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
২২৪ নং	ডোরাপাড়া সোণাপুর। পরগনা কাশিমনগর।	২২৮---১—৮	১৭৬ ৵ ১১	আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।

কালেক্টরের কাছারি
জেলা মালদহ
তারিখ ২৮শে অক্টোবর ১৮৯৭।

J. H. LEA,
Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনি জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ ...	......	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মোনছারআব মিয়া ফৌজা ষ্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	..	৫০৫৫॥৶১১	......
			খাস মহাল টেনিউর —					
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৸৬	সম্পূর্ণ ...	.....	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	..	১৪৯৶৫	......
১৬৬২	চর মধধরা গং মং হাওলা আজম- তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৸৶৭	ঐ	......	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	......	১০০॥৯	......
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭।৵৪	ঐ	....	জমিয়ত আলি ..	......	৪৮৭।০	......
১৬৭১	ঐ চরে ২ নং দখল	১৫৫৯॥১১	ঐ	......	ঐ	......	৩৭৩।৴৬	......
১৬৮৬	চর আলেকজণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৸৴৭	ঐ	......	নবকুমার বসু ...	......	১৩৬৶৯	......
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৸৯	ঐ	......	ঐ	......	১৭০।৶৯	......

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদাব্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকাব নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকাব নাম।	মালিকেব নাম।	সদব জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ / ২৩৮৭৮ / ৫৮৮ / ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪)	১৬৬৸০	৬৯৩)	৩৭৷৶৩	৭৩০৷৶৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE, *The 22nd September 1897.*

F. P. DIXON, *For Collector.*

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিক্যাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০) টাকায় পাইবেন সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩) টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২) টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸৹

॥ আধ " " ৯৲ " " " " ৯॥৹

। শিকি " " ৪॥৹ " " " " ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনোডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	"	২॥৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	"	৪৲
ডাকমাশুল	"	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	"	।৹
ডাকমাশুল		৴৹
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴৹ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		৴৹

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. *Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface.*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half ,, ,,	...	...	...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

					টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	...		...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	...	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	...		...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্ল্যানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্লেসে. থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 72a 9-11-97.-1744.-120

Numb. 3042 [৩০৪২]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট্ গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 16, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৬ নবেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART I.

Resolutions, Orders and Notifications of the Government of India.

প্রথম খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

GOVERNMENT OF INDIA.

FINANCE AND COMMERCE DEPARTMENT.

NOTIFICATION.

SEPARATE REVENUE.

STAMPS.

Simla, the 22nd October 1897.

No. 4718S.R.—In exercise of the power conferred by section 9 of the Indian Stamp Act, 1879 (I of 1879), the Governor-General in Council is pleased to make the following rule:—

The stamp duty payable under article 22 of Schedule I to the Indian Stamp Act, 1879, on copies of maps or plans certified to be true copies shall be denoted by means of an eight-anna adhesive Court-fee Stamp.

J. F. FINLAY,
Secy. to the Govt. of India.

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

রাজস্ব ও বাণিজ্য সম্পর্কীয় কার্য্যবিভাগ।

বিজ্ঞাপন।

স্বতন্ত্র রাজস্ব।

ইষ্টাম্প বিষয়ক।

সিমলা, ১৮৯৭ সাল ২২ অক্টোবর।

৪৭১৮ এস, আর, নম্বর।—মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ১ আইনের ৯ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি নিম্নলিখিত বিধি প্রণয়ন করিলেন।

ম্যাপ বা নক্সার যে নকল সম্বন্ধে প্রকৃত নকল বলিয়া সার্টিফিকেট দেওয়া হয় সেই নকলের উপর ভারতবর্ষীয় ইষ্টাম্প বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনের ১ তফসীলের ২২ দফামতে যে ইষ্টাম্প মাসুল দিতে হয় তাহা আট আনার আটাল কোর্ট ফী ইষ্টাম্প লাগাইয়া দিতে হইবে।

জে, এফ, ফিনলে,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 16, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৬ নবেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 1378T.M.—The 4th November 1897.—Whereas a Notification No. 1263M., dated the 3rd March 1897, was published at page 61, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 10th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Acts IV of 1894 and II of 1896, to Wards Nos. VI and VII of the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Parganas, and whereas objections which have been accepted as valid have been raised to the proposed extension of Part IX to certain portions of the wards abovementioned within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the modified recommendation by the Commissioners of the North Barrackpore Municipality made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the portions of Wards Nos. VI and VII of the Municipality included within the boundaries specified below:—

The area bounded on the west by the Ganges, on the south by the Mannapara road, on the east by the Rampada Marik's road, Kalitola, the Feeder road and Satgopepara road, and on the north by the southern extremity of the Gunpowder Factory (with the exception of Posuri Bazar and the Jalapara), both sides of the Feeder road from Kalitola road to the northern terminus of Baruipara road, and the northern side of the Sreedhor Bansidhor road from the Kalitola road to the southern terminus of Baruipara road, and both sides of Mukherjeepara road.

H. H. Risley,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1412T.M.—The 8th November 1897.—Whereas a notification No. 485T.M., dated the 6th September 1897, was published at page 211, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 15th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 261 and 273 (2) and (3) of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Netrakona Municipality, in the district of Mymensingh, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Netrakona Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. Risley,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1225T.M.—The 26th October 1897.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power conferred on him by section 414 of the Calcutta Municipal Consolidation Act, II of 1888, to confirm the following revised

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

১৩৭৮ টি, এম্ নং।—১৮৯৭ সাল ৪ নবেম্বর।—২৪ পরগনা জিলার অন্তর্গত উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর ৬ও ৭ নং পল্লীতে ১৮৯৪ সালের ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের নবম পরিচ্ছেদের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৩ মার্চ্চ তারিখের ১২৬৩এম্. নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১০ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B খণ্ডের ৬১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলে এবং উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে, উপরোক্ত পল্লীর কোনং অংশে নবম পরিচ্ছেদ প্রচলনের প্রস্তাব সম্বন্ধে এক মাসের মধ্যে যেং আপত্তি উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়ায় সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং উত্তর বারাকপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের পরিবর্ত্তিত অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীর ৬ ও ৭ নং পল্লীর নিম্ননির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

ঐ স্থানের পশ্চিম সীমা গঙ্গা, দক্ষিণ সীমা মান্নাপাড়া রোড, পূর্ব্ব সীমা রামপদ মল্লিকের রোড, কালীতলা, ফাঁডর রোড সদ্গোপপাড়া রোড, এবং উত্তর (পশ্চিমবাজার ও জলাপাড়া ভিন্ন) বারুদখানার দক্ষিণ সীমার শেষ, কালীতলা রোড হইতে বারুইপাড়া রোডের উত্তর সীমার শেষ পর্য্যন্ত ফাঁডর রোডের দুই পার্শ্ব এবং কালীতলা রোড হইতে বারুইপাড়া রোডের দক্ষিণ সীমার শেষ পর্য্যন্ত শ্রীধর বংশীধর রোডের উত্তর পার্শ্ব এবং মুখর্য্যাপাড়া রোডের দুই পার্শ্ব।

এচ্, এচ্, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৪১২ টি এম, নম্বর। –১৮৯৭ সাল ৮ নবেম্বর।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত নেত্রকোণা মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৬১ ধারার ও ২৭৩ ধারার (২) ও (৩) প্রকরণের বিধান প্রচলিত করণার্থে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৬ সেপ্টেম্বর তারিখের ৪৮৫ টি, এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১৫ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ B. খণ্ডের ২১১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিয়া এবং নেত্রকোণা মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

এচ্, এচ্, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১২২৫ টি, এম্ নং।—১৮৯৭ সাল ২৬ অক্টোবর। সাধারণের অবগতির নিমিত্ত এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহ করণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ২ আইনের ৪১৪ ধারাক্রমে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে

bye-laws framed by the Commissioners of the Calcutta Municipality under section 413 of the said Act:—

Revised Bye-laws for the Regulation of Cow-houses.

1. Every new cow-house, cattle-shed and stable constructed on a new site, and every extension of an existing cow-house, cattle-shed and stable to a new site, shall be a detached building and not within 15 feet of any other inhabited building, and shall be provided with a paved passage behind the manger at least 2 feet in width.

2. Before beginning to build the sanction of the Commissioners shall be obtained, and with the application a plan of the premises and sections of the building in which it is proposed to carry on the business shall be sent in for approval, and the plan shall show the provision made or proposed to be made for the drainage, lighting, ventilation and water-supply of the same, and shall also furnish a site plan of the locality showing the buildings and streets within 40 feet of the premises.

3. Every cow-house, cattle-shed and stable or building in which an animal is kept shall be subject to section 335, and be properly lighted and ventilated by the owner to the satisfaction of the Commissioners.

4. Every cow-house, cattle-shed, stable or building, etc., shall be well paved by the owner with asphalte, iron, stone or bricks-on-edge with cement pointing, flag stones set in cement, or other suitable impermeable material, and shall have a channel or gutter sloping towards a gully or cess-pool which shall be situated outside the shed.

5. Every cow-shed, etc., shall be provided by the owner with an adequate supply of filtered water. If a cistern is used, it shall be situated outside the shed, and its waste pipe shall terminate in the open air and be cut off from all direct communication with the drains.

6. No wells shall be allowed on the cow-shed premises.

7. Every shed shall be provided on the outside but protected from the rain with an iron bin or other suitable receptacle for keeping dung or other refuse. All cow-dung retained for the preparation of cakes shall be kept in this receptacle, and not allowed to accumulate on the ground.

8. Every person occupying a cow-shed shall keep in it only such number of cows as shall be specified in his license. The space for each cow shall not be less than 500 cubic feet in the case of country cows, and 600 cubic feet for cows imported from the North-West Provinces and other places and for buffaloes. In all cases the actual measurements of the sheds shall be taken as the basis of calculation for cubic space; provided that no height of the shed in excess of 15 feet shall be taken into account in estimating the cubic space. The stalls for single cows shall not be less than 4 feet in width, and a double stall for cows shall not be less than 7 feet 6 inches in width. The stall partitions, if any, shall not extend in front line of the manger and shall leave a clear open space above the manger.

9. Every shed shall be kept clean to the satisfaction of the Commissioners.

10. Every cow-shed, etc., shall be thoroughly flushed and cleansed twice a day; the first time before 7 A.M., each day.

11. Every person occupying a cow-shed shall cause all dung manure to be removed daily in a properly constructed vehicle before 7 A.M.

N.B.—A person who has paid his trade refuse fees shall be held to have discharged his liability under this bye-law.

12. No person occupying a cow-shed shall allow it to be used for any purpose other than that for which it is licensed, or shall keep or permit to be kept therein any fowl or any pig.

কার্য্য করিয়া তিনি কলিকাতা মুনিসিপালিটীর কমিশনরগণ কর্ত্তৃক উক্ত আইনের ৪১৩ ধারানুসারে প্রণীত নিম্নলিখিত সংশোধিত উপবিধি দৃঢ় করিলেন:—

গোয়াল ঘর সমন্ধে ব্যবস্থা করিবার নিমিত্ত সংশোধিত উপবিধি।

১। কোন নূতন জায়গায় প্রস্তুত করা প্রত্যেক নূতন গোয়ালঘর, গোমহিষাদির চালা ও আস্তাবল এবং যে গোয়ালঘর, গোমহিষাদির চালা ও আস্তাবল এক্ষণে আছে তাহার প্রত্যেকের কোন নূতন জায়গা পর্য্যন্ত বাড়ান স্বতন্ত্র বিল্‌ডিং হইবে এবং অন্য যে বিল্‌ডিঙ্গে লোক আছে তাহার ১৫ ফুটের মধ্যে হইবে না এবং তাহাতে গোমহিষাদির জাব খাইবার যে পাত্র থাকে তাহার পশ্চাদ্দিকে অন্ততঃ ২ ফুট চওড়া পাকা পথ করিয়া দিতে হইবে।

২। প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কমিশনরদের মঞ্জুরি লইতে হইবে। যে প্রেমিসে এবং যে বিল্‌ডিঙ্গে কার্য্য চালান হইবে দরখাস্তের সহিত সেই প্রেমিসের এবং সেই বিলডিঙ্গের সেকশনের এক খানি নকৃশা অনুমোদনের নিমিত্ত পাঠাইতে হইবে, এবং তাহার জল নিকাশের, আলোর, বাতাস খেলিবার ও জল সরবরাহের যে বিধান করা হয় বা বিধান করিবার প্রস্তাব করা হয় ঐ নকৃশায় তাহা দেখাইতে হইবে এবং উহাতে ঐ পল্লীরও নকৃশা দিতে হইবে। ঐ প্রেমিস হইতে ৪০ ফুটের মধ্যে যে সমস্ত বিল্‌ডিং ও ষ্ট্রীট আছে পল্লীর নকৃশায় তাহা দেখাইতে হইবে।

৩। যে গোয়ালঘরে, গোমহিষাদির চালায় ও আস্তাবলে কিম্বা বিল্‌ডিঙ্গে কোন জন্তু রাখা যায় তাহা ৩৩৫ ধারার নিয়মাধীন হইবে ও কমিশনরদের সন্তোষজনক হয় মালিক তাহাতে আলোর ও বাতাস খেলিবার এরূপ উপযুক্ত উপায় করিয়া দিবে।

৪। মালিক প্রত্যেক গোয়ালঘর, গোমহিষাদির চালা, আস্তাবল বা বিলডিং প্রভৃতির মেজে আস্ফাল্ট, লোহা, পাতর কিম্বা ইট দিয়া খাদরি করিয়া সীমেণ্ট দিয়া তাহার বাইন মারিয়া, সীমেণ্টে ফাগ ষ্টোন বসাইয়া কিম্বা যাহাতে জল প্রবেশ করিতে পারে না এমন কোন উপযুক্ত দ্রব্য দিয়া ভাল করিয়া পাকা করাইয়া দিবে এবং ময়লার গর্ত্তের দিকে গড়ানিয়া নালা করাইবে, ঐ ময়লার গর্ত্ত চালার বাহিরে থাকিবে।

৫। মালিক প্রত্যেক গোয়ালঘর প্রভৃতিতে যথেষ্ট পরিষ্কৃত জল যোগাইবে। জলাধার বা, ট্যাঙ্ক রাখা হইলে তাহা চালার বাহিরে থাকিবে এবং তাহার ওয়েষ্ট পাইপ ফাঁকায় শেষ হইবে ও সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ড্রেনের সহিত তাহার যোগ থাকিবে না।

৬। গোয়ালবাড়ির প্রেমিসে পাতকুয়া করিতে দেওয়া হইবে না।

৭। প্রত্যেক চালার বাহিরে যে খানে বৃষ্টির জল না পড়িতে পায় এমন স্থানে গোবর বা অন্য আবর্জনা রাখিবার জন্যে লোহার বিন্ বা অন্য উপযুক্ত পাত্র রাখাইয়া দিতে হইবে। ঘুঁটে করিবার জন্যে যত গোবর রাখা হয় তাহা এই পাত্রে রাখিতে হইবে, মাটিতে জমা করিতে দেওয়া হইবে না।

৮। গরুর চালার দখীলকারের লাইসেন্সে যত গরুর কথা লেখা থাকে সে তথায় কেবল ততগুলি গরু রাখিবে। দেশী গরু হইলে এক একটা গরু থাকিবার স্থান ৫০০ ঘন ফুটের কম হইবে না এবং উত্তর পশ্চিম-প্রদেশ বা অন্যান্য স্থানহইতে আনীত প্রত্যেক গরুর স্থান ও প্রত্যেক মহিষের স্থান ৬০০ ঘন ফুটের কম হইবে না। সকল স্থলেই চালার প্রকৃত পরিমাণ ধরিয়া ঘন ফুটের হিসাব করিতে হইবে। কিন্তু ঘন ফুট হিসাব করিবার সময় চালার ১৫ ফুটের অধিক যে উচ্চতা থাকে তাহা ধরা যাইবে না। এক একটা গরু থাকিবার স্থান ৪ ফুটের কম প্রশস্ত হইবে না, ও ঘোড়া গরু থাকিবার স্থান ৭ ফুট ৬ ইঞ্চির কম হইবে না। থাকিবার স্থানের বিভাগ থাকিলে তাহা জাব খাইবার পাত্রের সম্মুখ লাইনে থাকিবে না এবং জাব খাইবার পাত্রের উপর খানিকটা খোলা থাকিবে।

৯। প্রত্যেক চালা কমিশনরদের সন্তোষজনকরূপে পরিষ্কার রাখিতে হইবে।

১০। প্রত্যেক গরুর চালা প্রভৃতি দিনে দুইবার ভাল করিয়া ধুইতে ও পরিষ্কার করিতে হইবে প্রতি দিন সকালে ৭ টার পূর্ব্বে প্রথমবার ধুইতে ও পরিষ্কার করিতে হইবে।

১১। গরুর চালার প্রত্যেক দখলিকার উপযুক্তরূপে প্রস্তুত করা গাড়িতে প্রতিদিন সকালে ৭ টার পূর্ব্বে সমস্ত গোবরের সার স্থানান্তর করাইবে।

মন্তব্য —যে ব্যক্তি আবর্জনা ফেলিবার ফী দিয়াছে এই উপবিধিমতে তাহার আর দায়িত্ব থাকিবে না এইরূপ বিবেচনা করা যাইবে।

১২। যে জন্য গরুর চালার লাইসেন্স দেওয়া হয় ঐ চালার দখীলকার তাহা ভিন্ন অন্য কোন কাজের জন্য উহা ব্যবহার করিতে দিবে না। এবং সেই দখীলকার তথায় কুক্কুটাদি পক্ষী কিম্বা শূকর শাবক রাখিবে না এবং রাখিতে দিবে না।

13. These bye-laws shall not, except in special cases, apply to any cow-house in which less than five cows are kept without the express orders of the Commissioners.

14. Every license-holder shall be bound to keep hung up in a conspicuous place in his cow-shed such license and to show it to any legally authorised person requiring its production.

Rule 15.—"Every person occupying a cow-shed shall give notice in writing within 24 hours to the Inspector of the ward in which the cow-house, etc., is situated of the existence of any contagious or infectious or dangerous disease amongst his cows, and shall destroy or allow to be destroyed all milk in his cow-shed which there shall be reason to think has been liable to contamination. The Inspector of the ward, on receiving information of the existence of any contagious or infectious disease in any cow-house, shall give intimation of the fact to the Police Inspector of the section for the purpose of segregating the diseased animals; it shall be the duty of the person occupying the cow-shed to get the cow-house cleansed, disinfected and limewashed."

Rule 16.—"No person suffering from any loathsome, contagious or infectious disease shall live in or enter any cow-house in which milch-cows or milch-buffaloes are kept or shall take any part in the conduct of the trade or business of cow-keeper or purveyor of milk; and every person affected with such disease in any cow-house shall remove or shall be removed immediately therefrom, and the part of the cow-house in which the sick person shall have been shall be thoroughly cleansed, disinfected and limewashed."

H. H. RISLEY,

Secy. to the Govt. of Bengal.

১৩। যে গোয়ালঘরে ৫টা গরুর কম গরু রাখা হয় বিশেষ বিশেষ কারণ ছাড়া অন্য কারণে কমিশনরদিগের স্পষ্ট আদেশ ব্যতীত সেই গোয়ালঘর সম্বন্ধে এই সকল উপবিধি খাটিবে না।

১৪। প্রত্যেক লাইসেন্সধারী আপন গরুর চালার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাইসেন্স টাঙ্গাইয়া রাখিতে বাধ্য হইবে এবং আইন অনুসারে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি তাহা দেখাইতে বলিলে দেখাইতে বাধ্য হইবে।

১৫ বিধি। গরুর মধ্যে কোন সংক্রামক বা স্পর্শক্রামক বা সঙ্কটজনক রোগ উপস্থিত হইলে গরুর চালা প্রভৃতি যে ওয়ার্ডে থাকে গরুর চালার দখীলকার সেই ওয়ার্ডের ইনস্পেক্টরের নিকট ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তাহার লিখিত নোটিস দিবে। ও তাহার গরুর চালার মধ্যস্থিত যত দুগ্ধ দূষিত হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ থাকে তাহা নষ্ট করিবে কিম্বা নষ্ট করিতে দিবে। কোন গোয়ালঘরে সংক্রামক বা স্পর্শাক্রাক রোগ উপস্থিত হওয়ার সংবাদ পাইলে ওয়ার্ডের ইনস্পেক্টর রোগগ্রস্ত জন্তু পৃথক করিবার নিমিত্ত সেই সেকশনের পোলীসের ইনস্পেক্টরকে ঐ কথা জানাইবেন। গোয়ালঘরের দখীলকারকে গরুর চালা পরিষ্কার করিয়া দিতে হইবে, দোষ শূন্য করিয়া দিতে হইবে এবং কলি ফিরাইয়া দিতে হইবে।

১৬ বিধি। যে গোয়ালঘরে দুগ্ধবতী গরু বা দুগ্ধবতী মহিষ রাখা হয় সেই গোয়ালে ঘৃণাজনক, সংক্রামক বা স্পর্শাক্রামক রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তি থাকিবে না ও যাইবে না এবং ঐরূপ ব্যক্তি গোয়ালার কিম্বা দুগ্ধ সরবরাহ করিবার কার্য্য করিবে না। গরুর গোয়ালে উক্ত রোগগ্রস্ত কোন ব্যক্তির এইরূপ কোন রোগ হইলে সে তৎক্ষণাৎ সেখান হইতে সরিয়া যাইবে অথবা তাহাকে তৎক্ষণাৎ সেখানহইতে সরাইয়া দিতে হইবে। গরুর গোয়ালের যে অংশে পীড়িত ব্যক্তি ছিল সেই অংশ ভাল করিয়া পরিষ্কার করিতে, দোষশূন্য করিতে ও কলি ফিরাইয়া দিতে হইবে।

এচ্, এচ্, রীসলি,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৬ নবেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।—

১৮৯৭ সালের ১৭ নং।

অধিকার বহির্ভূত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

অধিকার বহির্ভূত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করা বিহিত। অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভ হইবার কথা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ ১৮৯৮ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে, এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে।

১৮৬০ সালের ৪৫ আইনের ৪ ধারার পরিবর্ত্তে নূতন ধারা বসাইবার কথা।

২ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪ ধারা এতদ্দ্বারা রহিত করা গেল এবং তৎপরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত ধারাটি সন্নিবেশিত হইল, অর্থাৎ—

অধিকার বহির্ভূত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে আইন খাটিবার কথা।

'৪ ধারা। (১) বৃটিশ ভারতবর্ষের বহির্ভূত কোন স্থানে শ্রীশ্রীমতীর কোন এদেশীয় ভারতীয় প্রজা কর্ত্তৃক,

(২) ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে অপর কোন বৃটিশ প্রজা কর্ত্তৃক,

(৩) ভারতবর্ষের কোন দেশীয় রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে মহারাণীর কোন চাকর, বৃটিশ প্রজা হউন আর নাই হউন, তাঁহার কর্ত্তৃক—

কোন অপরাধ কৃত হইলে তৎসম্বন্ধে এই আইনের বিধান খাটিবে।

ব্যাখ্যা।—বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতরে করা গেলে যে কার্য্য এই আইনানুসারে দণ্ডনীয় হয় বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে সেই কার্য্য করা হইলে এই ধারায় "অপরাধ" শব্দে তাহাও বুঝাইবে।

উদাহরণ।

(ক) ক নামক একজন কুলি এদেশবাসী ভারতীয় প্রজা। সে উগাণ্ডায় একটা হত্যা করে। বৃটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার এবং হত্যাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

(খ) খ একজন ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজা। সে আফগানস্থানের প্রান্তদেশের যে দিকে বৃটিশ আধিপত্য সেই দিকের অসভ্য জাতিদিগের দেশে একটী বলাৎ

A Bill to amend the Indian Penal Code in relation to Extra-territorial Offences.

কারের অপরাধ করে। বৃটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার এবং বলাৎকারাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

(গ) গ নামক একজন বিদেশীয় ব্যক্তি পঞ্জাব গবর্ণমেণ্টের অধীনে চাকরী করে। সে ঝিন্দে একটী হত্যাপরাধ করে। বৃটিশ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় তথায় তাহার বিচার এবং হত্যাপরাধ সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

(ঘ) ঘ একজন ইন্দোরবাসী বৃটিশ প্রজা। সে ঙকে বোম্বাইয়ে একটী হত্যাপরাধ করিতে উত্তেজিত করে। ঘ হত্যাপরাধের সহায়তাকরণাপরাধে অপরাধী।'।

বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কৃত অপরাধের সহায়তা করিবার কথা।

৩ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১০৮ ধারার পর নিম্নলিখিত ধারাটী যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ—

বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতর বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে কৃত অপরাধের সহায়তা করিবার কথা।

"১০৮ ক ধারা। যে কার্য্য বৃটিশ ভারতবর্ষে কৃত হইলে অপরাধ হয় কোন ব্যক্তি বৃটিশ ভারতবর্ষে থাকিয়া বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে সে কার্য্যের সহায়তা করিলে সেই ব্যক্তির এই আইনের অর্থানুসারে অপরাধের সহায়তা করা হয়।

উদাহরণ।

ক বৃটিশ ভারতবর্ষে থাকিয়া খ নামক গোয়ার এক জন বিদেশীয় ব্যক্তিকে গোয়াতে একটী হত্যাপরাধ করিতে উত্তেজিত করে। ক হত্যাপরাধের সহায়তা করণ অপরাধে অপরাধী।"

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিষয়ক ১৮৩৩ সালের আইনের (৪র্থ উইলিয়মের ৩য় ও ৪র্থ বৎসর; ৮৫ অধ্যায়) ৪৩ ধারাক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে ১৮৬০ সালে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন প্রণীত হয়। বোম্বাইয়ের ফৌজদারী মোকদ্দমা বিষয়ক ৭নং পুস্তকের ১০০ পৃষ্ঠায় ১৮৭৮ সালের রাজ্ঞী বনাম এলমষ্টোন মোকদ্দমা দেখ।

২। তাহার পর পার্লেমেণ্ট ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভাকে অধিকারবহির্ভূত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে আইন করিবার বিবিধ ক্ষমতা প্রদান করিয়াছেন। কিন্তু ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনে তদনুরূপ সংশোধন করা হয় নাই। ভিন্নদেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধিদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধারা প্রণয়ন করিবার সময় পূর্ণমাত্রায় না হইলেও বহুল পরিমাণে ঐ উক্ত ক্ষমতামত কার্য্য করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন অধিকারবহির্ভূত স্থানে কতদূর খাটে তাহা ঐ আইনেই নির্দ্দিষ্ট থাকা বাঞ্ছনীয় বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান সময়ে ঐ আইনে এই বিষয় যেরূপে নির্দ্দিষ্ট আছে তাহা অসম্পূর্ণ এবং তাহা পাঠ করিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। আবার ঐ সকল বিধান একত্র সংগ্রহ করা ছাড়া আরও কিছু বেশী করা আবশ্যক। অতএব বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিখানি প্রস্তুত করা হইয়াছে। দণ্ডবিধির আইন সংশোধন করণার্থ সময়ে সময়ে যে ভিন্ন ভিন্ন আইন প্রণীত হইয়াছে শেষে তৎসমুদয় সংগ্রহ করিবার প্রস্তাব করা হইয়াছে। কিন্তু সংগ্রহ করণ ও সংশোধন কার্য্য পৃথক রাখাই ভাল।

৩। অধিকারভুক্ত স্থানে কৃত হইলেই অপরাধের বিচার হইতে পারে ইংরাজী আইনের এই নীতিটি খাঁটি কমান লার নীতি। আসামীর জবাব সম্বন্ধীয় প্রাচীন বিধি হইতেই বোধ হয় ইহার উদ্ভব। অন্যান্য জাতিরা এই নীতি গ্রহণ করে নাই—হলের আন্তর্জাতিক আইনের ৩য় সংস্করণের ২০৬ পৃষ্ঠা এবং ইণ্ডিয়ান লা রিপোর্টের বোম্বাই সিরিজের ৫ নং পুস্তকের ৩৬২ পৃষ্ঠায় (১৮৮১ সালের) রাজ্ঞী বনাম মুর্গা চেট্টির মোকদ্দমায় জজ ওয়েষ্ট সাহেবের রায় দেখ। পার্লামেণ্ট ভারতবর্ষের অবস্থার প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ইংলণ্ডের বিচার প্রথার ব্যতিক্রম করিয়া ভারতবর্ষের ব্যবস্থাপক সভাকে কোন কোন স্থলে অধিকারবহির্ভূত স্থানে কৃত অপরাধ সম্বন্ধে ব্যবস্থা করিবার ক্ষমতা দিয়াছেন। এই সকল ক্ষমতার পূর্ণ মাত্রায় পরিচালন করা ন্যায্য বলিয়া বোধ হয়। বর্ত্তমান পাণ্ডুলিপিখানিতে সেই উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। তাহা হইলেও কতকগুলি অনিয়ম থাকিয়া যাইবে, কিন্তু পার্লামেণ্টের নূতন আইন ব্যতীত ঐ সকল অনিয়ম সংশোধিত হইতে পারে না।

ধারা সম্বন্ধে মন্তব্য।

২ ধারা।—এই ধারায় দণ্ডবিধির আইনের ৪ ধারা রহিত করিয়া তৎপরিবর্ত্তে নূতন ধারা বসাইবার প্রস্তাব করা হইয়াছে।

নূতন ধারার (১) দফায় ভারতবর্ষীয় কৌন্সিল বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনের (ভিক্টোরিয়ার ৩২ ও ৩৩ বৎসরের ৯৮ অধ্যায়) ১ ধারার শব্দাবলি অনুসৃত হইয়াছে এবং উহা ভিন্নদেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক এবং অপরাধিদিগকে স্বস্বদেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধারার (১) দফার অনুরূপ।

নূতন ধারার (২) দফায় "বৃটিশ প্রজা" এই শব্দদ্বয় ব্যবহার করিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট বিষয়ক ১৮৬৫ সালের আইনের (ভিক্টোরিয়ার ২৮ ও ২৯ বৎসর, ১৭ অধ্যায়) ১ ধারার শব্দের অনুসরণ করা হইয়াছে। ১৮৭৯ সালের ২১ আইনের ৮ ধারার (২) দফা কেবল ইউরোপীয় বৃটিশ প্রজা সম্বন্ধে খাটে। পাণ্ডুলিপির নূতন ধারার (২) দফা দ্বারা উক্ত ৮ ধারার (২) দফার প্রসর বর্দ্ধিত হইবে। এমন অনেক বৃটিশ প্রজা আছে যাহারা আইনের অর্থনির্দ্দেশমত ইউরোপীয় ব্রিটিশ প্রজাও নহে আর এদেশীয় ভারতবর্ষীয় প্রজাও নহে। যথা সিংহলবাসী, টাসমানিয়াবাসী কিম্বা ষ্ট্রেট সেটেলমেণ্টবাসী।

৩ ধারা সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে ভারতবর্ষের কৌন্সিল বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের (ভিক্টোরিয়ার ২৪ ও ২৫ বৎসর, ৬৭ অধ্যায়) ২২ ধারাক্রমে ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার প্রতি "শ্রীশ্রীমতীর সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ সকল রাজা ও রাজ্যের অধিকার মধ্যস্থ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সকল চাকরের" নিমিত্ত আইন করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪ ধারাক্রমে উক্ত আইনের বিধান "ইহার পূর্ব্বে কোম্পানি বাহাদুরের সঙ্গে কোন রাজ্যের কি দেশের যে সন্ধি কি করার হইয়া থাকে তাহার নিয়মানুসারে, কিম্বা ভারতবর্ষের কোন গবর্ণমেণ্টের দ্বারা শ্রী শ্রীমতী মহারাণীর নামে যে সন্ধি কি করার করা গিয়াছে কিম্বা পরে করা যায় তাহার নিয়মানুসারে, শ্রীশ্রীমতীর সঙ্গে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ কোন রাজা বা রাজ্যের অধিকার মধ্যস্থ" মহারাণীর প্রত্যেক চাকর সম্বন্ধে খাটান হইয়াছে। কি ভারতবর্ষীয় আইনে কি ইংলণ্ডীয় আইনে গবর্ণমেণ্টের যে সকল কর্ম্মচারী বৃটিশ প্রজা তাঁহাদের এবং যে সকল কর্ম্মচারী তাহা নয় তাঁহাদের মধ্যে কোন প্রভেদ করা হয় নাই। অতএব ইণ্ডিয়ান লা রিপোর্টের বোম্বাই সিরিজের ১৬ নং পুস্তকের ১৭৮ পৃষ্ঠায় (১৮৯১ সালের) ভারতবর্ষের অধীশ্বরী বনাম নাটওয়ারাই মোকদ্দমায় রায় নাকচ করিবার নিমিত্ত "বৃটিশ প্রজা হউন আর নাই হউন" এই শব্দগুলি পাণ্ডুলিপিতে সন্নিবেশিত করা হইল। ঐ রায়ে এইরূপ মত প্রকাশ করা হয় যে গবর্ণমেণ্টের যে কর্ম্মচারী কোন দেশীয় রাজ্যের প্রজা তিনি বৃটিশ ভারতবর্ষের বাহিরে যে অপরাধ করেন তজ্জন্য তাঁহার বৃটিশ ভারতবর্ষের ভিতরে বিচার হইতে পারে না। ইহার জন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে যে সংশোধন করা আবশ্যক হয় তাহা করা যাইবে।

সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ১০ আইনের ৩ ধারার (২৭) দফায় "ভারতবর্ষ" শব্দের অর্থ-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। ঐ অর্থনির্দ্দেশ অর্থ করণ বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইনে (ভিক্টোরিয়ার ৫২ ও ৫৩ বৎসর, ৬৩ অধ্যায়) ঐ শব্দের অর্থনির্দ্দেশের সহিত মিলে।

৩ ধারা। এক ব্যক্তি বৃটিশ ভারতবর্ষে থাকিয়া এক জন পর্টুগিজকে গোয়ায় একটা হত্যা অপরাধ করিতে উত্তেজিত করায় বোম্বাই হাইকোর্ট তাহার কোন অপরাধ হয় নাই এই মর্ম্মে রায় প্রকাশ করাতে (ইণ্ডিয়ান লা রিপোর্টের বোম্বাই সিরিজের ১৯ নং পুস্তকের ১০৫ পৃষ্ঠায় ১৮৯৪ সালের ভারতবর্ষের অধী-শ্বরী বনাম গণপৎরাও মোকদ্দমা দেখ।) বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যে পরামর্শ দেন সেই পরামর্শ কার্য্যে পরিণত করিবার অভিপ্রায়ে এই ধারাটী প্রণীত হইয়াছে। হত্যাকারী যদি এদেশীয় ভারতীয় প্রজা হইত তাহা হইলে বোধ হয় বর্ত্তমান আইন তাহার সম্বন্ধে খাটিত, কিন্তু এবিষয়ে কোন তর্কবিতর্ক হয় নাই। ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার বৃটিশ ভারতবর্ষের সকল ব্যক্তিরই নিমিত্ত আইন করিবার ক্ষমতা আছে এবং যে সকল লোক অপর লোককে অপরাধ করিতে উত্তেজিত করে তাহারা বৃটিশ ভারতবর্ষে থাকিয়া কেন যে নিরাপদে ঐরূপ করিতে পারিবে তাহার কোন কারণই দেখা যায় না।

এম্, ডি. কালমার্স।

জে, এম্, ম্যাক্ফার্সন,

১৮৯৭ সাল ৭ই অক্টোবর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 16, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৬ নবেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাস তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী নুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে হিং নুরল হক্ ও আছফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং তৎ নাবালেগ ভ্রাতা আলা মিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬৷৷৵৯	১৬৷৷৵০	৫৩।৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মালদহ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭।২০ ডিসেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে. ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহার বাকী।
৫৮১	কাশিমপুর পরগণা কাশিমপুর।	২৩১১৸৶৹	না	এই মহালে মোট ৩৯টী মৌজা আছে। এই সম্পূর্ণ মহালের রেসিড়ুয়ারী অংশ নিলাম হইবে কিন্তু নীচের লিখিত অংশগুলি যাহার জন্য স্বতন্ত্র তিনটী পৃথক হিসাব খোলা আছে তাহা নিলাম হইবেক না যথা ;— (১) এই সম্পূর্ণ মহালের ৩৯টী মৌজার মধ্যে ৯১৫ দ্বীপ অংশ, (২) ইন্দ্রসইল, উত্তরজোই, ওয়ালতোর, গাজিপুর. খোদ্দ-মালঞ্চা, গোপালপুর, ছয়পুরা. জলকর গাজিপুর, প্রজাপতি শ্রীপাতী, জোতজাহাঙ্গীর, জোতমণি, দুহিল, দেওগাঁও. নলতোর, পানপাড়া, পাহাড়াভিটা, বাউল, বিল আন্ধারু, বিল ওলানী, বিল দহডারা, বিল পারনা, বিল হাতিয়া, ভবানীপুর, মবারকপুর, মুদাফত খালিমনগর, রসিকপুর সুজইল, সুলতানপুর ও সাহাজাদপুর মৌজার ৶১৬৷৷২ দ্বীপ অংশ ও (৩) দুহিল সাহাবাজপুর নলতোর, জোতমণি, সুজইল ও উত্তর জোই মৌজার ।৴২ গণ্ডা অংশ।	শিবগোবিন্দ খোকদার, বিবি মরগুতন নেসা, বিবি উজিয়ন নেসা. বিবি উজিরেণ সেনা স্বয়ং ও উজিরণ নেসা পক্ষে মৃজা আবেদ হোসেন. জাবেদা খাতুন, ও আমলা খাতুন ; গোলাম হোসেন চৌধুরী মৃজা আমজাদ আলা বেগ, নুরজাঁহা নেসা স্বয়ং ও নুরজাঁহা নেসা পক্ষে আমিলন নেসা ও নজিবন নেসা ; মধুসূদন ঘোষ, পিয়ারী খানম, হৃদয় মোহন পাল স্বয়ং ও হৃদয় মোহন পাল পক্ষে উপেন্দ্র নারায়ণ পাল ও সুরেন্দ্র নারায়ণ পাল: ভৈরবচন্দ্র নন্দী. লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী স্বয়ং ও লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী পক্ষে শশিভূষণ নন্দী ; বিহারীলাল নন্দী, অদ্বৈত চন্দ্র খোকদার আবির মহম্মদ চৌধুরী স্বয়ং ও আবির মহম্মদ চৌধুরী পক্ষে রবিউল্লা চৌধুরী, জহর মহম্মদ চৌধুরী ও কিশোর নেসা ; সমনজান নেসা ও পরতী নেসা।	১৬৭০৸৶	......	৮২।০

উল্লিখিত রেসিড়ুয়ারী অংশ ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA COLLECTORATE,
The 1st November 1897.

J. H. LEA,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ / ১০১৭ / ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গায়া তং মৌং গারাঙ্গায়া বাং তং মঙ্গত রায় হাজারি।	২০১৫।/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	......	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল কর্ত্তা খাঁ শ্রীদানু মিঞা গং।	......	৩০৸৶০	......
৩৩০ / ২২০৯ / ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা— বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১৶৩	ঐ	......	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল কর্ত্তা খাঁ গং।	......	৩৯৮॥৴২	......
৬৬৭ / ২০১৭৫ / ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী— মৌজে মিটাছরি থানা রাস্তু— তাং মাহাং কালু ...	৫১৮।/৬	ঐ	.. ..	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌং পক্ষে।	......	৪৮।৭	......

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।— যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে এ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মালদহ।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত মালদহ জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২০ ডিসেম্বর তারিখে মোতাবেক বাঙ্গালা ১৩০৪ সনের ৬ পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বাকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়-কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হই য়াছে।	মন্তব্য।
		একর, রুড পোল	টা: আ: পা:	
২০ নং	বিটোরী খোবরা মহালের অবিভক্ত এজমালী ৷৷৹ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	১৩০—২—৩৬	১০৫৷৷৶১০	এই মহালের এজমালী অবিভক্ত গবর্ণমেন্টের ৷৷৹ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্ণমেন্টের ৷৷৹ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। এই মহাল বর্ত্তমান সনের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত আছে আগামী ১৮৯৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ইজারার ম্যাদ শেষ হইবে আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
১৫৪ নং	৷৷৶৹ দশ আনা তরফ মহদীপুর মহালের অবিভক্ত এজমালী ৷৷৹ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	৩৫২৯—২—১৩	১৭১৫৷৷৴২	এই মহালের অবিভক্ত এজমালী গবর্ণমেন্টের ৷৷৹ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্ণমেন্টের ৷৷৹ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
৫২৪ নং	ভোরাপাড়া সোণাপুর। পরগনা কাশিমনগর।	২২৮—১—৮	১৭৬৶১১	আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।

কালেক্টরের কাছারি
জেলা মালদহ
তারিখ ২৮শে অক্টোবর ১৮৯৭।

J. H. LEA,
Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী. রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনি জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ ...	......	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মোনছারআব মিয়া ফৌজা ষ্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫॥৶১১	......
			খাস মহাল টেনিউর —					
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৸৬	সম্পূর্ণ ...	......	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	......	১৪৯৵৫	......
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজমতুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৸৵৭	ঐ	. .	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	......	১০০॥৯	......
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭৷৶৪	ঐ	....	জমিয়ত আলি ..	......	৪৮৭৷০	......
১৬৭১	ঐ চরে ২ নং দখল	১৫৫৯॥১১	ঐ	......	ঐ	......	৩৭৩৷৴৬	......
১৬৮৬	চর আলেকজণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৸৵৭	ঐ	......	নবকুমার বসু ...	......	১৩৬৵৯	......
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৸৯	ঐ	......	ঐ	......	১৭০৷৵৯	......

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০৲ টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদাক্ষরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছুরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪৲	১৬৬৸০	৬৯৩৲	৩৭৷৶৩	৭৩০৷৶৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের নিকট গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২৷৷০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেন্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ৷৷০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১	এক পৌণ্ড টিন	১৮৲	বা	ডাক মাশুল সমেত		১৮৷৵০
॥	আধ "	" ৯৲	" "	"	"	৯॥০
।	শিকি "	" ৪॥০	" "	"	"	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum
Postage	2	8	0	"
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	"
Postage	1	0	0	"
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে:—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	"	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	"	৪৲
ডাকমাশুল	"	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	"	।০
ডাকমাশুল		৵০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		৵০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একৃটিং ছোট সেক্রেটরী।

The Hymns of the Rig-Veda in the Sanhita and Pada Text, by Professor

F. Max Müller, M.A., in two Volumes. *Price Rs. 24 : packing and postage Re. 1-12.*

*** The Rig-Veda, the oldest book of Indian literature, has very properly been made one of the principal class-books of those who study Sanskrit in the schools and colleges in India, and though at present a scholar-like knowledge of the Vedic hymn is in the examinations required of the more advanced student only, yet as soon as editions, translations, grammars, and dictionaries shall have rendered the study of these ancient documents more accessible, I doubt not that the time will come when no one in India will call himself a Sanskrit scholar, who cannot construe the hymns of the ancient Rishis of his country—*Extract from Preface*

OFFICE OF SUPDT., GOVT. PRINTING, No. 8, Hastings Street, Calcutta.

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazette-, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE — *Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half ,, ,,	...	...	...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্ত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি, ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

					টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	...	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	...	...	...		।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-অটা-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫, পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্ল্যানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্স পেটি সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 74a—15-11-97—1774—120

Numb. 3043 [৩০৪৩] REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 23, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৩ নবেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 15th November 1897.

No. 187 Marine.—The following notification No. 2376, dated 29th October 1897, issued by the Government of India, Home Department, under the provisions of section 58 of the Pilgrim Ships Act, XIV of 1895, is published for general information.

A. D. McArthur, *Colonel*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

No. 2376, dated Simla, the 29th October 1897.

NOTIFICATION—By the Government of India, Home Department.

In exercise of the powers conferred by section 58 of the Pilgrim Ships Act, XIV of 1895, the Governor-General in Council is pleased to direct that the following rule shall be substituted for rule 22 of the rules published with the Notification of the Government of India, in the Home Department, No. 262, dated the 5th October 1896:—

22. The upper deck and the between decks of every pilgrim ship shall be either of wood, or of iron or steel sheathed with wood and caulked.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ১৫ নবেম্বর।

মেরিন্ ১৮৭ নম্বর।—তীর্থযাত্রীদিগের জাহাজ বিষয়ক ১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের ৫৮ ধারার বিধানমতে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের প্রকাশিত ১৮৯৭ সালের অক্টোবর মাসের ২৯ তারিখের ২৩৭৬ নং নিম্নলিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল।

এ, ডি, ম্যাকআর্থর. কর্ণেল, আর, ই,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

২৩৭৬ নং, সিমলা ১৮৯৭ সাল ২৯ অক্টোবর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের বিজ্ঞাপন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের প্রতি তীর্থযাত্রিদের জাহাজবিষয়ক ১৮৯৫ সালের ১৪ আইনের ৫৮ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি এই আদেশ করিলেন যে, ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৬ সালের ৫ অক্টোবর তারিখের ২৬২ নং বিজ্ঞাপনের সঙ্গে প্রকাশিত বিধির ২২ বিধির পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত বিধি দেওয়া যায়।—

২২। তীর্থযাত্রীদিগের প্রত্যেক জাহাজের উপরকার তূতক ও মধ্যের তূতক কাষ্ঠের হইবে কিম্বা কাষ্ঠে মোড়া ও কালাপাতি করা লোহা বা ইস্পাতের হইবে।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 23, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৩ নবেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 1431 T.M.—The 9th November 1897.—Whereas a Notification No. 4140M., dated the 9th August 1897, was published at page 192, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, declaring the intention of the Lieutentant-Governor to confirm the rules set forth below, which were framed by the Commissioners of the Sherpur Municipality, under section 3, Act XX of 1887, for the protection of wild birds and game within the limits of the above Municipality, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified that the said rules are confirmed by the Lieutenant-Governor under clause 4, section 3 of the Act, and are published for general information under clause 5, section 6 of the General Clauses Act I of 1887 :—

RULES UNDER SECTION 3 OF ACT XX OF 1887 FOR THE SHERPUR MUNICIPALITY.
Rules.

1. "Wild bird" for the purposes of these rules shall include jungle-fowl, pea-fowl partridges, quail, plover, whistling teal, painted snipe, cotton teal, and every bird killed for the sake of its plumage.

2. The Local Government having by notification declared that the provision of section 3, Act XX of 1887, shall apply to hares and deer, the following rules will apply to those animals as well as to wild birds.

3. The breeding season for the purposes of these rules shall extend from the 1st April to the 30th September.

4. Whoever during the breeding season has in his possession, within the limits of the Municipality of Sherpur, any wild bird, deer or hare, recently killed or taken, or exposes for sale any such bird or animal, living or dead, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

5. Whoever during the breeding season imports into the town the plumage of any kind of wild bird recently killed or taken, or the fur or skin of any hare or deer recently killed or taken, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for the plumage of every such bird, or the fur or skin of every such hare or deer.

6. In the case of a second conviction the fine may extend to Rs. 10 for each such bird, hare, deer, plumage, fur or skin.

7. All birds, plumage, fur or skin, &c., in respect of which a conviction has been had under rules 4, 5 and 6, shall be confiscated.

8. A reward, not exceeding half the fine imposed and realised under rules 4, 5, and 6, may be granted by the adjudicating Magistrate to any person who has afforded information leading to a conviction for a breach of any of the above rules.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1432 T.M.—The 9th November 1897.—Whereas a Notification No. 4141M., dated the 9th August 1897, was published at page 192, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to confirm the rules set forth below, which were framed by the Commissioners of the Dacca Municipality, under section 3,

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

১৪৩১ টি, এম্, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।—শেরপুর মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বন্য পক্ষী ও শীকারোপযোগী পশু পক্ষ্যাদি রক্ষাকরণার্থ উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরগণ কর্ত্তৃক ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারামতে প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি দৃঢ় করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ আগষ্ট তারিখের ৪১৪০ এম্, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১১ তারিখে কলিকাতা গেজেটের 1B খণ্ডের ১৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনের ৩ ধারার ৪ দফামতে উক্ত বিধিগুলি দৃঢ় করিয়া সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৫ দফা অনুসারে সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করিলেন।

শেরপুর মুনিসিপালিটীর নিমিত্ত ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারানুসারে প্রণীত বিধি।

বিধি।

১। এইং বিধির কার্য্য পক্ষে "বন্য পক্ষী" শব্দে বন্য কুক্কুট, ময়ূর, তিতির পক্ষী, বটের পক্ষী টিটির পক্ষী, সিস দেওয়া বালহাঁস, রঞ্জিত কাদা খোঁচা, তুলা বালহাঁস, (কটনটিল) এবং যে সকল পক্ষীকে পালকের জন্য মারা হয় সেই সকল পক্ষীও বুঝাইবে।

২। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনক্রমে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান খরগোস ও হরিণের প্রতি বর্ত্তিবে, এই আদেশ করায় নিম্নলিখিত বিধি যেরূপ বন্য পক্ষীর প্রতি বর্ত্তে সেইরূপ ঐং জন্তুর প্রতিও বর্ত্তিবে।

৩। এইং বিধির কার্য্যপক্ষে প্রসব করিবার ঋতু এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে।

৪। প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে শেরপুর মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন বন্য পক্ষী, হরিণ, বা খরগোস থাকিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত তদ্রূপ কোন পক্ষী বা জন্তু বিক্রয়ার্থে দেখাইলে প্রত্যেক পক্ষীর বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫) পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন ব্যক্তি সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন প্রকার বন্য পক্ষীর পালক কিম্বা সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন খরগোসের বা হরিণের লোম বা চর্ম্ম প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে সহরে আমদানী করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক পক্ষীর পালকের কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক খরগোস বা হরিণের লোমের বা চর্ম্মের নিমিত্ত তাহার ৫) টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬। দ্বিতীয়বার অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐরূপ প্রত্যেক পক্ষী, খরগোস, হরিণ, পালক, লোম বা চর্ম্মের নিমিত্ত ১০) টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৭। যে সকল পক্ষী, পালক, লোম ও চর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধির ৪, ৫, ৬ ধারামতে অপরাধ প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা জব্দ হইবে।

৮। উপরোক্ত বিধির ৪, ৫, ৬ ধারা লঙ্ঘন জন্য অপরাধ যাহাতে প্রমাণ হয় এমত সন্ধান যে ব্যক্তি দেন, বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট উক্ত কএক ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য্য হইয়া আদায় করা যায়, তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক তাঁহাকে পুরস্কার দিতে পারিবেন।

এচ, এচ, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৪৩২ টি, এম্, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।—ঢাকা মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে বন্য পক্ষী ও শীকারোপযোগী পশু পক্ষ্যাদি রক্ষা করণার্থ উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরগণ কর্ত্তৃক ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারামতে প্রণীত নিম্নলিখিত বিধি দৃঢ় করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৯ আগষ্ট তারিখের ৪১৪১ এম্, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১১ তারিখের কলিকাতা গেজেটের 1B খণ্ডের ১৯২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি

Act XX of 1887, for the protection of wild birds and game within the limits of the abov Municipality, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified that the said rules are confirmed by the Lieutenant-Governor under clause 4, section 3 of the Act, and are published for general information under clause 5, section 6 of the General Clauses Act I of 1887:—

RULES UNDER SECTION 3 OF ACT XX OF 1887 FOR THE DACCA MUNICIPALITY.

Rules.

1. "Wild bird" for the purposes of these rules shall include jungle-fowl, pea-fowl, partridges, quail, plover, whistling teal, painted snipe, cotton teal and every bird killed for the sake of its plumage.

2. The Local Government having by notification declared that the provision of section 3, Act XX of 1887, shall apply to hares and deer, the following rules will apply to those animals as well as to wild birds.

3. The breeding season for the purposes of these rules shall extend from the 1st April to the 30th September.

4. Whoever during the breeding season has in his possession, within the limits of the Municipality of Dacca, any wild bird, deer or hare, recently killed or taken, or exposes for sale any such bird or animal, living or dead, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for each bird or animal.

5. Whoever during the breeding season imports into the town the plumage of any kind of wild bird recently killed or taken, or the fur or skin of any hare or deer recently killed or taken, shall be liable to a fine not exceeding Rs. 5 for the plumage of every such bird or the fur or skin of every such hare or deer.

6. In the case of a second conviction the fine may extend to Rs. 10 for each such bird, hare, deer, plumage, fur or skin.

7. All birds, plumage, fur or skin, &c., in respect of which a conviction has been had under rules 4, 5 and 6, shall be confiscated.

8. A reward, not exceeding half the fine imposed and realised under rules 4, 5 and 6, may be granted by the adjudicating Magistrate to any person who has afforded information leading to a conviction for a breach of any of the above rules.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 1437T.M.—The 9th November 1897.—Whereas a notification No. 2538M., dated the 7th May 1897, was published at page 116, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 12th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of sections 254 to 260, 260A and 274 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Muktagacha Municipality, in the district of Mymensingh, and whereas objections which have been accepted as valid have been raised to the proposed extension of the said provisions to certain portions of the Municipality within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the modified recommendation of the Commissioners of the Muktagacha Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the portions of the Municipality included within the boundary specified below:—

On the north by the Aiman river, on the east by the Dowla bill, on the south by the Subarnakhally Road, and on the west by the Hari Datta's Road.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৪৭৯ টি, এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১২ নবেম্বর।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহ-করণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ২ আইনের ৪১৪ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ৪১৩ ধারামতে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের প্রণীত নিমতলা ও শানগর এবং কাশী মিত্রের শবদাহ ঘাটে জ্বালানি কাষ্ঠের হার প্রভৃতি বিষয়ক নিম্নলিখিত সংশোধিত উপবিধি দৃঢ় করিলেন।

কলিকাতা কর্পোরেশন।

শবদাহ ঘাটে খরচ।

শবদাহ ঘাটে শবদাহকরণসম্বন্ধীয় উপবিধির মধ্যে ১৯ নং বিধি সংশোধন করাতে এক্ষণে এইরূপ পাঠ করিতে হইবে, যথা—

নিমতলার ও শানগরের শবদাহ ঘাটে।

	টাকা	আনা	পাই।
মণকরা ।৴১০ আনার হিসাবে জ্বালানি সুঁদরি কাষ্ঠ ৫৴ মণ	১	॥৶	৬
সুঁদরির সরু চেলা ৮ আটি	০	৶	০
ধধ্বজা ৮ আটি	০	।	০
পাটকাটি ৬ আটি	০	৵	৩
মাটির কলসী (একটা)	০	০	৯
পিণ্ড	০	০	৬
ঘৃত ৴০ ছটাক	০	৴	০
ধুনা ।০ পোয়া	০	৴	০
৵০ আনা গজের কাপড় ২ গজ	০	।	০
গরাণ ২ খান	০	৴	০
চন্দন কাষ্ঠ ৴০ ছটাক	০	৴	০
ব্রাহ্মণ	০	।৴	৩
ডোম	০	৵	৬
মোট ...	৩	।৴	৯

বেশী লাগিলেও উপরোক্ত দরে দিতে হইবে।

	টাকা	আনা	পাই।
দশ বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের	১	॥৶	৬

শানগরের ও কাশী মিত্রের ঘাটে নিঃস্ব লোকদের দাহ করিবার খরচ।

	টাকা	আনা	পাই।
পূর্ণ বয়স্ক লোকদের	১	॥৴	৬
১০ বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের	০	৸৴	৬

পূর্ণ বয়স্ক লোকদের দাহ করিবার দ্রব্য।

	টাকা	আনা	পাই।
জ্বালানী কাষ্ঠ ৫৴ মণ	১	॥	০
ডোম	০	৴	৬
মোট ...	১	॥৴	৬

দশ বৎসরের কম বয়সের ছেলেদের দাহ করিবার দ্রব্য।

	টাকা	আনা	পাই।
জ্বালানী কাষ্ঠ ২॥০ মণ	০	৸	০
ডোম	০	৴	৬
মোট ...	০	৸৴	৬

মন্তব্য।—বাঙ্গলা, হিন্দি, উড়িয়া এবং ইংরাজী ভাষায় এই সকল উপবিধির এক খান নকল শবদাহ ঘাটে প্রবেশ করিবার পথের পার্শ্বে সকলের নজরে পড়ে এমন জায়গায় একখান তক্তায় টাঙ্গাইয়া রাখিতে হইবে।

এচ্, এচ্, রীস্লি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

NOTIFICATION.

No. 4786M.—The 15th November 1897.—Whereas a notification No. 4539M., dated the 30th August 1897, was published at page 205, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 1st September 1897, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part X of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the North Barrackpore Municipality, in the district of the 24-Parganas, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the North Barrackpore Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. Risley,

Secy. to the Govt. of Bengal.

উপস্থিত করা না যাওয়াতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনের ৩ ধারার ৪ দফামতে উক্ত বিধিগুলি দৃঢ় করিয়া সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৮৭ সালের ১ আইনের ৬ ধারার ৫ দফা অনুসারে সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করিলেন।

ঢাকা মুনিসিপালিটীর নিমিত্ত ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারানুসারে প্রণীত বিধি।

বিধি।

১। এই২ বিধির কার্য্য পক্ষে "বন্য পক্ষী" শব্দে বন্য কুক্কুট, ময়ুর, তিতির পক্ষী, বটের পক্ষী, টিটির পক্ষী, সিস দেওয়া বালহাঁস, রঞ্জিত কাদা খোঁচা, তূলা বালহাঁস, (কটনুটিল) এবং যে সকল পক্ষীকে পালকের জন্য মারা হয় সেই সকল পক্ষীও বুঝাইবে।

২। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিজ্ঞাপনক্রমে ১৮৮৭ সালের ২০ আইনের ৩ ধারার বিধান খরগোস ও হরিণের প্রতি বর্ত্তিবে, এই আদেশ করায় নিম্নলিখিত বিধি যেরূপ বন্য পক্ষীর প্রতি বর্ত্তে সেইরূপ ঐ২ জন্তুর প্রতিও বর্ত্তিবে।

৩। এই২ বিধির কার্য্যপক্ষে প্রসব করিবার ঋতু এপ্রিল মাসের ১ তারিখ হইতে সেপ্টেম্বর মাসের ৩০ তারিখ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইবে।

৪। প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে ঢাকা মুনিসিপালিটীর সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তির নিকট সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন বন্য পক্ষী, হরিণ, বা খরগোস থাকিলে কিম্বা কোন ব্যক্তি জীবিত বা মৃত তদ্রূপ কোন পক্ষী বা জন্তু বিক্রয়ার্থে দেখাইলে প্রত্যেক পক্ষীর বা জন্তুর নিমিত্ত তাহার ৫৲ পাঁচ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৫। কোন ব্যক্তি সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন প্রকার বন্য পক্ষীর পালক কিম্বা সম্প্রতি মারা বা ধরা কোন খরগোসের বা হরিণের লোম বা চর্ম্ম প্রসব করিবার ঋতুর কালের মধ্যে সহরে আমদানী করিলে তদ্রূপ প্রত্যেক পক্ষীর পালকের কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক খরগোস বা হরিণের লোমের বা চর্ম্মের নিমিত্ত তাহার ৫৲ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৬। দ্বিতীয়বার অপরাধ প্রমাণ হইলে ঐরূপ প্রত্যেক পক্ষী, খরগোস, হরিণ, পালক, লোম বা চর্ম্মের নিমিত্ত ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

৭। যে সকল পক্ষী, পালক, লোম ও চর্ম্ম প্রভৃতি সম্বন্ধে বিধির ৪, ৫, ৬ ধারামতে অপরাধ প্রমাণ করা হইয়াছে তাহা জব্দ হইবে।

৮। উপরোক্ত বিধির ৪, ৫, ৬ ধারা লঙ্ঘন জন্য অপরাধ যাহাতে প্রমাণ হয় এমত সন্ধান যে ব্যক্তি দেন, বিচারকারী মাজিষ্ট্রেট উক্ত কএক ধারামতে যে অর্থদণ্ড ধার্য্য হইয়া আদায় করা যায়, তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক তাঁহাকে পুরস্কার দিতে পারিবেন।

এচ্, এচ্, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

১৪৩৭ টি, এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ৯ নবেম্বর।—ময়মনসিংহ জিলার অন্তর্গত মুক্তাগাছা মুনিসিপালিটীতে বঙ্গীয় ১৮৯৪ সালের ৪ আইন ও বঙ্গীয় ১৮৯৬ সালের ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ২৫৪ অবধি ২৬০ পর্য্যন্ত ও ২৬০ক এবং ২৭৪ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৭ মে তারিখের ২৫৩৮ এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১২ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ১১৬ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও এবং উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত মুনিসিপালিটীর কোন২ অংশে উক্ত সকল বিধান প্রচলনের সম্বন্ধে যে২ আপত্তি উপস্থিত করা গিয়াছিল তাহা যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া গ্রাহ্য হওয়ায় সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং মুক্তাগাছা মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের পরিবর্ত্তিত অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীর নিম্ননির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

উত্তর সীমা।—আয়মন নদী।
পূর্ব্ব সীমা।—দোলা বিল।
দক্ষিণ সীমা।—স্বুবর্ণখালী রোড।
পশ্চিম সীমা।—হরিদত্তের রোড।

এচ্, এচ্, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৩ নবেম্বর।

সপ্তম খণ্ড।

হাই কোর্টের ও রেবিনিউ বোর্ডের সাধারণ জ্ঞাপনপত্র।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাই কোর্টের আদেশমতে প্রচারিত সরকুলর অর্ডর।

বর্ত্তমান বিধি।

২।—উকীল হইবার নিমিত্ত আবশ্যক গুণের কথা।

(৩) হাই কোর্টের অধীন আদালত সমূহে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণকে উকীলস্বরূপ ভর্ত্তি করিতে পারা যাইবে. অর্থাৎ:—

প্রথমতঃ, যে কোন ব্যক্তি কলিকাতা, আলাহাবাদ, মান্দ্রাজ ও বোম্বাই এই কয় বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোন একটির বাচিলার অফ্ ল উপাধি কিম্বা উক্ত বিশ্ববিদ্যালয়গুলির একটীর লাইসেন্সিয়েট অফ্ ল বলিয়া লাইসেন্স প্রাপ্ত হন তাঁহাকে। কিন্তু উকীলস্বরূপ ভর্ত্তি হইবার নিমিত্ত তাঁহার দরখাস্ত তাঁহার ঐরূপ উপাধি বা লাইসেন্স পাইবার এক বৎসরের মধ্যে কিম্বা হাই কোর্ট কোন বিশেষ কারণে ইহার অপেক্ষা যে বেশী সময় দেন সেই বেশী সময়ের মধ্যে করিতে হইবে।

[দেওয়ানী।]

২ নং বিধি, তারিখ ১৮৯৭ সাল ২২এ সেপ্টেম্বর।

হাই কোর্টের (দেওয়ানী) সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডরের ৩৭২ পৃষ্ঠায় ২ খণ্ডের ৭ অধ্যায়ের ১ বিধির ৩ দফার প্রথম পারাগ্রাফের শেষ পংক্তির "হইবে" এই শব্দটির পর নিম্নলিখিত শব্দগুলি যোগ করিতে হইবে:—

কিন্তু আলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের যে বাচিলার অফ ল ঐ রূপে দরখাস্ত করেন তাঁহার বাচিলার অফ আর্ট উপাধি পাইয়া থাকা চাই এবং তিনি যে জিলাতে সাধারণতঃ ওকালতী করিবার অভিপ্রায় করেন সেই জিলার চলিত দেশীয় ভাষা পড়া, লেখা এবং কহা সম্বন্ধে জিলার জজের আদেশানুসারে গৃহীত একটী পরীক্ষায় তাঁহার উত্তীর্ণ হওয়া চাই।

১৮৯৭ সালের ৮ই সেপ্টেম্বর তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১ খণ্ডের ১১৬১ পৃষ্ঠায় এবং ঐ মাসের ১৮ই তারিখের আসাম গেজেটের ৩ খণ্ডের ৮৬৯ পৃষ্ঠায় প্রকাশিত।

বঙ্গদেশের অন্তর্গত ফোর্ট উইলিয়মস্থ হাই কোর্টের আদেশ মতে প্রচারিত সরকুলর অর্ডর।

[ফৌজদারী।]

৩ নং। তারিখ ১৮৯৭ সাল ২৫ এ সেপ্টেম্বর।

(ফৌজদারী) সাধারণ বিধি ও সরকুলর অর্ডর পুস্তকের ক্রোড়পত্রের ২ পৃষ্ঠায় প্রদত্ত ১৮৯০ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের ৭ নং সরকুলর অর্ডরের পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত সরকুলর অর্ডরটি সন্নিবেশিত করিতে হইবে:—

বর্ত্তমান বিধি।

ফারমের নিমিত্ত ইণ্ডেণ্ট।

[বিচার বিভাগীয় পাঠের জন্য বাৎসরিক ও বিশেষ প্রয়োজনীয় ইণ্ডেণ্টের কথা।—১৮৯০ সালের ১০ই ডিসেম্বর তারিখের ৭ নং সরকুলর অর্ডর।]—(ক) অনুমোদিত বিচার বিভাগীয় পাঠের জন্য বাৎসরিক ইণ্ডেণ্ট প্রতি বৎসর ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখের পর না হয় এমন তারিখে পরবর্ত্তী ১লা আগষ্ট অবধি ৩১শে জুলাই পর্য্যন্ত বার মাসের জন্য সরবরাহের নিমিত্ত ষ্টেশনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(খ) বিশেষ প্রয়োনীয় ইণ্ডেণ্ট বৎসরের যে কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারে এবং তদনুসারে বৎসরের যে কোন সময়ে দ্রব্য সরবরাহ করা যাইবে কিন্তু এইরূপ সকল ইণ্ডেণ্ট হাই কোর্টের মারফত পাঠাইতে হইবে।

ফারমের নিমিত্ত ইণ্ডেণ্ট।

[বিচার বিভাগায় ফারমের নিমিত্ত বাৎসরিক ও জরুরি ইণ্ডেণ্ট—১৮৯৭ সালের ২৫ এ সেপ্টেম্বর তারিখের ৩ নং সরকুলর অর্ডর।]—

(ক) ১লা আগষ্ট হইতে পরবর্ত্তী ৩১ এ জুলাই পর্য্যন্ত ১২ মাসের জন্য অনুমোদিত বিচার বিভাগীয় ফারমের সরবরাহের নিমিত্ত বাৎসরিক ইণ্ডেণ্ট প্রতি বৎসর ১লা জানুয়ারির পর না হয় এমন তারিখে ষ্টেশনরির সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(খ) জরুরি ইণ্ডেণ্ট বৎসরের যে কোন সময়ে পাঠান যাইতে পারিবে এবং তদনুসারে বৎসরের যে কোন সময়ে দ্রব্য সরবরাহ করা যাইবে। কিন্তু ঐরূপ ইণ্ডেণ্ট হাই কোর্টের হাত দিয়া পাঠাইতে হইবে।

(গ) ষ্টেশনরি বিষয়ক ১৮৯০ সালের বিধিপুস্তকের ১১ পৃষ্ঠায় ৮ বিধির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করা যাইতেছে। ঐ বিধিতে এই কথা লিখিত আছে যে কোন কর্ম্মচারী কোন দ্রব্যের যে পরিমাণ চাহিয়া পাঠান তাহা যদি ঐ দ্রব্যের গড় খরচের উপর শতকরা ১০ ভাগের বেশী হয় তাহা হইলে ইণ্ডেণ্টে সন্তোষজনক কৈফিয়ত না লিখিলে ১০ ভাগ বেশীর উপর যে অধিক পরিমাণ ইণ্ডেণ্ট করা হয় তাহা পাশ করা হইবে না। ভবিষ্যতে সকল স্থলেই এই বিধি কড়াকড় রকমে কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 23, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৩ নবেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা চট্টগ্রাম।

ইস্তিহার নামা কাছারি কলেক্টরী জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে, ১৮৯৭ ইং ২৫ মে শেষ তারিখের অনাদায় ১০) টাকার উর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ ও খাস তরফ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার নিলামের দিন ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৮৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তালুকার নম্বর।	মৌজা, থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৮৮৭ ২০১৩৪ ৫৫৯	মৌজে বাকলিয়া থানা সহর মহাল নওয়াবাদ।— তাং আহাম্মদ আলী ও মাহাং ইছপ ও কোর্ব্বান আলী ও আজগর আলী ও শ্রীমতী নুরবিবি।	জব্বার আলী সদাগর জানিবে শ্রীমতী ময়মুনা খাতুন ও করিমন্নিছা পক্ষে হিং নুরল হক্ ও আছুফা খাতুন, নেজামত আলী চৌধুরী ও মণীন্দ্র চন্দ্র ঘোষ, মোবারেক আলী, আবদুল রহমান ও নেজামত আলী ও আবদুল হাকিম স্বয়ং ওং নাবালেগ ভ্রাতা আলা মিঞা ও ইছমাইল হিতৈষী উক্ত আবদুল হাকিম।	৬৮৬।০	২৩৬।/৬	৩৬৷।৵৯	১৬৷।৵০	৫৩।৯	......

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মালদহ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২০ ডিসেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজিব নম্বর।	মহাল ও পবগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদব জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহাব বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে. তাহাব বাকী।
৫৮১	কাশিমপুর পরগণা কাশিমপুর।	২৩১১৸৶০	না	এই মহালে মোট ৩৯টী মৌজা আছে। এই সম্পূর্ণ মহালের রেসিডুয়ারী অংশ নিলাম হইবে কিন্তু নীচের লিখিত অংশগুলি যাহার জন্য স্বতন্ত্র তিনটী পৃথক হিসাব খোলা আছে তাহা নিলাম হইবেক না যথা ;— (১) এই সম্পূর্ণ মহালের ৩৯টী মৌজার মধ্যে ৷৯৷৫ দ্বীপ অংশ, (২) ইন্দ্রসইল, উত্তরজোই, ওয়ালতোর, গাজিপুর, খোদ্দমালঞ্চা, গোপালপুর, ছয়পুরা, জলকর গাজিপুর, প্রজাপতি শ্রীপতি, জোতজাহাঙ্গীর, জোতমনি, দুহিল, দেওগাঁও, নলতোর, পানপাড়া, পাহাড়ীভিটা, বাউল, বিল আন্ধারু, বিল ওলানা, বিল দহডারা, বিল পারনা, বিল হাতিয়া, ভবানীপুর, মবারকপুর, মুদাফত খালিমনগর, রসিকপুর সুজইল, সুলতানপুর ও সাহাজাদপুর মৌজার ৶১৬৷৷২ দ্বীপ অংশ ও (৩) দুহিল সাহাবাজপুর নলতোর, জোতমনি, সুজইল ও উত্তর জোই মৌজার ।৴২ গণ্ডা অংশ।	শিবগোবিন্দ খোকদার, বিবি মরকতন নেসা, বিবি উজিরন নেসা, বিবি উজিরেণ সেনা স্বয়ং ও উজিরণ নেসা পক্ষে মির্জা আবেদ হোসেন, জাবেদা খাতুন, ও আমনা খাতুন ; গোলাম হোসেন চৌধুরী মির্জা আমজাদ আলী বেগ, নুরজাঁহা নেসা স্বয়ং ও নুরজাঁহা নেসা পক্ষে আমিলন নেসা ও নজিবন নেসা ; মধুসূদন ঘোষ, পিয়ারী খানম, হৃদয় মোহন পাল স্বয়ং ও হৃদয় মোহন পাল পক্ষে উপেন্দ্র নারায়ণ পাল ও সুরেন্দ্র নারায়ণ পাল ; ভৈরবচন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী স্বয়ং ও লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী পক্ষে শশিভূষণ নন্দী ; বিহারীলাল নন্দী, অদ্বৈতচন্দ্র খোকদার আবির মহম্মদ চৌধুরী স্বয়ং ও আবির মহম্মদ চৌধুরী পক্ষে রবিউল্লা চৌধুরী, জহর মহম্মদ চৌধুরী ও কিশোর নেসা ; সমনজান নেসা ও পরতী নেসা।	১৬৭০৸৶	......	৮২।০

উল্লিখিত রেসিডুয়ারী অংশ ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে।

টীকা—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA COLLECTORATE, The 1st November 1897.

J. H. LEA, Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে চট্টগ্রাম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত সন ১৮৯৭ ইংরেজির ২৬শে নবেম্বর তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ ইংরেজী তারিখ ১৮ সেপ্টেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২০২ ১০১৭ ১২৮২	থানে শাতকানীয়া মৌং গারাঙ্গীয়া তং মৌং গারাঙ্গীয়া বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	২০১৫।/৯	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রী হইবেক।	......	শ্রীযুত বাবু কৈলাস চন্দ্র দাস মেনেজার জাং আবদুল ফর্ত্তা খাঁ শ্রীদানু মিঞা গং।	......	৩০৸৵০	......
৩৩০ ২২০৯ ১৭৪০	তরফ মৌজে লোহাগারা—বাং তং মঙ্গত রাম হাজারি।	৩৩৫১৵১	ঐ	.. ...	শ্রীগমির সিং হাজারি শ্রীআবদুল ফর্ত্তা খাঁ গং।	......	৩৯৮৷৶২	.. ...
৬৬৭ ২০১৭৫ ১৭৯৪৭	মহাল লাখেরাজ বাজে আপ্তী—মৌজে মিটাছরি থানা রাঙ্গু—তাং মাহাং কালু ...	৫১৮৷/৬	ঐ	......	শ্রীসেখ হাবিব আহাম্মদ চৌং জাং তৎপিতা মকবুল আলী চৌং পক্ষে।	......	৪৮৷৷৭	......

সন ১৮৯৭ ইংরেজীর ২৫মেই শেষ তারিখের বাকি পড়া।

টীকা।– যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 24th September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

জিলা মালদহ।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত মালদহ জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৭ সনের ২০ ডিসেম্বর তারিখে মোতাবেক বাঙ্গালা ১৩০৪ সনের ৬ পোষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত;—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়-কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একাবর হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
		একর. রুড পোল	টাঃ আঃ পাঃ	
২০ নং	বিটোরী খোবরা মহালের অবিভক্ত এজমালী ॥০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	১৩০—২—৩৬	১০৫॥৶ ১০	এই মহালের এজমালী অবিভক্ত গবর্ণমেন্টের ॥০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্ণমেন্টের ॥০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। এই মহাল বর্ত্তমান সনের জন্য ইজারা বন্দোবস্ত আছে আগামী ১৮৯৮ সালের ৩১শে মার্চ্চ তারিখে ইজারার ম্যাদ শেষ হইবে আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
১৫৪ নং	॥৵০ দশ আনা তরফ মহদীপুর মহালের অবিভক্ত এজমালী ॥০ আট আনা অংশ। পরগনা কাশিমনগর।	৩৫২৯—২—১৩	১৭১৫ ॥৴ ২	এই মহালের অবিভক্ত এজমালী গবর্ণমেন্টের ॥০ আট আনা অংশ নিলাম হইবে। তৃতীয় ঘরে মোট মহালের রকবা দেখান হইল। চতুর্থ ঘরে গবর্ণমেন্টের ॥০ আট আনা অংশের রাজস্ব দেখান হইল। আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।
৫২৪ নং	ডোরাপাড়া সোণাপুর। পরগনা কাশিমনগর।	২২৮—১—৮	১৭৬ ৵ ১১	আগামী ১৮৯৮ সালের ১লা এপ্রেল হইতে নিলাম খরিদ্দার এই মহালের মালিক স্বরূপ গণ্য হইবে।

কালেক্টরের কাছারি
জেলা মালদহ
তারিখ ২৮শে অক্টোবর ১৮৯৭।

J. H. LEA,
Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ ...	......	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব প্রিস কোর্জ্জন স্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫॥৶১১	......
			খাস মহাল টেনিউর —					
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৸৬	সম্পূর্ণ ..	..	য়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	.. ...	১৪৯৵৫	......
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজম-তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৸৵৭	ঐ	. .	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	......	১০০॥৯	.. ...
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭।৶৪	ঐ	....	জমিয়ত আলি ...	.. ...	৪৮৭।০	......
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯॥১১	ঐ	......	ঐ	......	৩৭৩।৴৬	......
১৬৮৬	চর আলেকজণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৸৴৭	ঐ	......	নবকুমার বসু ...	......	১৩৬৵৯	......
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৸৯	ঐ	......	ঐ	......	১৭০।৵৯	......

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা চট্টগ্রাম।—ইস্তিহার নামা কাছারি কালেক্টরি জিলে চট্টগ্রাম।

ইহাদ্বারা জানান যাইতেছে যে ১৮৯৬ ইং ২৬ ডিসেম্বর শেষ তারিখের অনাদায় ৫০্ টাকার ঊর্দ্ধ জমার নওয়াবাদ তালুকাদির বাকী খাজনা ও ছেছ আদায়ের নিমিত্ত ১৮৯৭ সাং ৬ এপ্রিল তারিখে নিলাম হইয়া তদাব্দরে যে সমস্ত তালুকা বায়না জব্দ হইয়াছে সেই সমস্ত তালুকাদির বাকী আদায়ের নিমিত্ত ১৮৬৮ সাং ৭ আং ও ১৮৭১ সাং ২ আং ও ১৮৫৯ সাং ১১ আইনের ৬ ধারার মর্ম্মমতে ১৮৯৭ ইং তাং ২৫ নবেম্বর মোং ১৩০৪ সালের বাং তাং ১১ অগ্রহায়ণ রোজ বৃহস্পতিবার ধার্য্যে জিলার কালেক্টরী কাছারিতে প্রকাশ্য ছানি নিলামে ধরা যাইবে। ইতি ১৬৯৭ ইং তাং ১৬ সেপ্টেম্বর।

ক্রমিক নম্বর।	তলুকার নম্বর।	মৌজা থানা, মহাল ও তালুকার নাম।	মালিকের নাম।	সদর জমা।		বাকী।			মন্তব্য।
				খাজানা।	ছেছ।	খাজানা।	ছেছ।	মোট।	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১	৪৮১৮ ২৩৮৭৮ ৫৮৮ ১৫৪৮	মৌজে জুজখলা থানা ফটীকছরী মহাল নওয়াবাদ।— তালুক এয়ার আলি খাঁ, হাং তাং ওবেদর রহমান খাঁ।	ওবেদর রহমান খাঁ ও মেহের আলি খাঁ।	২৩৪৪্	১৬৬৮০	৬৯৩্	৩৭।৶৩	৭৩০।৶৩	...

CHITTAGONG COLLECTORATE,
The 22nd September 1897.

F. P. DIXON,
For Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫্ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০্ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এইং হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩্ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬্ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২্ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধানং ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সলফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸০

॥ আধ ,, ,, ৯৲ ,, ,, ,, ,, ৯।।০

। শিকি ,, ,, ৪।।০ ,, ,, ,, ,, ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy— Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage

E. N. BAKER,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে

		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২।।০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		৵০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাশুল		৵০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃস্বলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

				Rs.
Full page, per issue	...	...	...	20
Half „ „	...	...	...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন ।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

					টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	...	...	...	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	...	...	...	...	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি		..	...	...	।০

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে এতদ্দ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী নদীর তটে প্রতি বৎসর যে কার্ত্তিক বারুণী মেলা হইয়া থাকে তাহা খৃষ্টীয় ১৮৯৭ সালের ২৫এ নবেম্বর অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে আরম্ভ হইয়া ১৮৯৮ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত থাকিবে। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি এই ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

জিলা বোর্ডের আপিস,
ঢাকা, ১৮৯৭ সাল ২৮এ অক্টোবর।

কে, মহম্মদ ইউসুফ্,
চেয়ারম্যানের পরিবর্ত্তে।

কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট প্রেস যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 76a—22-11-97—1818—120

Numb. 3044 [৩০৪৪]

REGISTERED No 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 30, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩০ নবেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

প্লেগ-বিষয়ক বিজ্ঞাপন।—৯ নম্বর।

দার্জ্জিলিঙ্গ, ১৮৯৭ সাল ১০ই নবেম্বর।

ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণ ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি তারিখের ৩০২ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে প্রদত্ত ক্ষমতার পরিচালন করিয়া বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব প্লেগ বিষয়ক ১০ই ফেব্রুয়ারি তারিখের ১, ৪ ও ৫ নং বিজ্ঞাপন ও ১২ই মার্চ্চ তারিখের ৬ ও ৭ নং বিজ্ঞাপনক্রমে নির্দ্দিষ্ট ব্যবস্থা রহিত করিয়া বুবনিক প্লেগের প্রচার নিবারণার্থ নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিলেন।—

প্রথম ভাগ।—প্লেগ কমিশনের নিয়োগ।

১। বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন দেশের মধ্যে যাহাতে বুবনিক প্লেগ হইতে না পারে ও হইলে তাহার প্রচার হইতে না পারে তন্নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টকে জিলার ও রেলওয়ের কর্ম্মচারীদিগকে, ডিপার্টমেণ্ট সকলের প্রধান রাজপুরুষদিগকে ও মুনিসিপালিটী ও জিলা বোর্ড সকলকে পরামর্শ প্রদান করিবার জন্য এবং অতঃপর অন্য যে সকল কর্ত্তব্যকর্ম্মের ভার নিম্নলিখিত ব্যক্তিদিগের প্রতি অর্পিত হয় তাহা নির্ব্বাহার্থে একটী প্লেগ কমিশন হইবেন বলিয়া ঐ সকল ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা গেল।—

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের মেডিকাল ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী, মান্যবর এচ্, এচ্, রিসলী, সি, আই, ই, ...	সভাপতি।
মান্যবর সার পেট্রিক প্লেফেয়ার, নাইট, সি, আই, ই, ...	সভ্য।
মান্যবর এম, সি, টর্নর, ...	সভ্য।
বেঙ্গল চেম্বর অব কমার্সের সভাপতি	সভ্য।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের সেক্রেটরী ...	সভ্য।
বঙ্গদেশের সিবিল হাঁস্পাতাল সমূহের ইনস্পেক্টর জেনরল	সভ্য।
বঙ্গদেশের সানিটরী কমিশনর	সভ্য।
কলিকাতার মেডিকাল কলেজের প্রিন্সিপাল	সভ্য।
ব্রিগেড সর্জন লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল আর, সি, সণ্ডার্স	সভ্য।
ব্রিগেড সর্জন লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল জে, ও'ব্রাইয়েন	সভ্য।
ব্রিগেড সর্জন লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল সি, এচ্, জুবেয়ার	সভ্য।
ব্রিগেড সর্জন লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল ই, জি, রসেল	সভ্য।
সর্জন লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল জে, লিউটাস	সভ্য।
সর্জন মেজর এ, ডবলিউ, ডি, লাহি	সভ্য।
বঙ্গদেশের পোলীসের ইনস্পেক্টর জেনরল	সভ্য।
কলিকাতা করপোরেশনের সভাপতি	সভ্য।
ডাক্তর মহেন্দ্রলাল সরকার	সভ্য।
ডাক্তর কৈলাস চন্দ্র বসু	সভ্য।
মহিমবর শ্রীযুত রাজপ্রতিনিধির অনারারি আসিস্টাণ্ট সর্জন মৌলবী জহিরুদ্দীন আহাম্মদ	সভ্য।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের পবলিক ওয়ার্কস ডিপার্টমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী, ডবলিউ, ব্যাঙ্কস্ গুইদর	সেক্রেটরী।

দ্বিতীয় ভাগ।—গ্রাম ও মুনিসিপালিটির বহির্ভূত নগর সম্বন্ধীয় বিধি।

২। প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষের নিয়োগ।—যেখানে প্লেগ হইবার আশঙ্কা আছে এরূপ প্রত্যেক স্থানে জিলার মাজিস্ট্রেট কমিশনর সাহেবের সাধারণ উপদেশ মান্য করিয়া প্লেগের প্রচার নিবারণার্থ যে সকল উপায় আবশ্যক জিলার মাজিস্ট্রেটের সাধারণ আদেশানুসারে তাহা উদ্ভাবন ও কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্ত নামোল্লেখ করিয়া কিম্বা সরকারী পদধারী বলিয়া বিশেষ কর্ম্মচারীদিগকে নিযুক্ত করিতে পারিবেন। এই সকল বিধি অনুসারে কোন স্থানের নিমিত্ত যে বিশেষ কর্ম্মচারীরা নিযুক্ত হন তাঁহারা প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া খ্যাত হইবেন।

৩। জমির মালিকদের কর্ত্তব্যকর্ম্ম।—প্রত্যেক গ্রামের মণ্ডল, জমির প্রত্যেক অধিকারী ও দখীলকার ও তাহার এজেন্ট এবং গবর্ণমেন্ট বা কোর্ট অব ওয়ার্ডস কর্ত্তৃক রাজস্ব আদায় কার্য্যে নিযুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিকে তাঁহার সম্পত্তির মধ্যে প্লেগ হইলে প্রত্যেক প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তির বিষয় সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ পোলীস ষ্টেশনে তৎক্ষণাৎ রিপোর্ট করা সম্বন্ধে, পীড়িত ব্যক্তিদিগকে ও তাহাদের পরিচারক প্রভৃতিকে স্বতন্ত্র রাখা সম্বন্ধে, যাহারা প্লেগাক্রান্ত হইয়াছিল তাহাদের বাড়ীর সংক্রামক দোষ নষ্ট করা সম্বন্ধে এবং মৃত ব্যক্তিদের স্ব স্ব ধর্ম্মানুগত প্রথানুসারে দেহের সৎকার সম্বন্ধে যাহাতে নিম্নলিখিত বিধানগুলি সম্পূর্ণরূপে পালিত হয় তন্নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিতে হইবে।

৪। ষ্টেশনের ও আউট-পোষ্টের কর্ম্মচারীদিগের ও গ্রাম্য পোলীস ও চৌকীদারী পঞ্চায়তের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।—কোন স্থানে বুবনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত করা হইলে যদি তথা হইতে কোন চৌকীদারের গ্রামে কোন লোক আসিয়া পহুঁছায় তাহা হইলে ঐ চৌকীদারকে অবিলম্বে ঐ লোকের নাম ও যে গৃহস্থের বাটীতে সে বাস করিতেছে তাহার নাম আপন পোলীস ষ্টেশনে বা আউট-পোষ্টে রিপোর্ট করিতে হইবে ও তাহার পর ঐরূপ নূতন লোক আসিয়া পহুঁছিলেই সেই কথা রিপোর্ট করিতে হইবে। উপরি লিখিত কর্ত্তব্য কর্ম্মটি ঠিকভাবে সম্পাদিত হইতেছে কি না, চৌকীদারী পঞ্চায়তের মেম্বরদিগের তাহা দেখিতে হইবে। পোলীস ষ্টেশনে ও আউট পোষ্টে একখানি বিশেষ তালিকা রাখা যাইবে এবং ঐরূপে যে সকল নাম রিপোর্ট করা যায় তাহা ঐ তালিকায় তারিখ দিয়া লিখিতে হইবে। রেলওয়ে পোলীস ১৩ বিধি অনুসারে ষ্টেশনের কর্ম্মচারির নিকট প্লেগাক্রান্ত স্থান হইতে আগত যে সকল রাহীলোকের নাম ও ঠিকানা রিপোর্ট করেন তিনি ঐ বিশেষ তালিকায় তাহাও লিখিবেন। তিনি আরও ঐ বিশেষ তালিকার লিখিত ব্যক্তিদের তাঁহার এলাকায় পহুঁছিবার ঠিক পরবর্ত্তী দশ দিন ধরিয়া ঐ ব্যক্তিদের স্বাস্থ্যের অবস্থা সম্বন্ধে আপনার নিকট বিশেষ রিপোর্ট আনাইবেন।

৫। বেশী ইন্দুর বা বানর মরিতেছে এরূপ জানিতে পারিলে প্রত্যেক চৌকীদারের তাহা রিপোর্ট করিতে হইবে।

৬। পোলীস ষ্টেশন বা আউট পোষ্টের কর্ম্মচারী আদেশ করিলেই ঐ পোলীস ষ্টেশন বা আউট-পোষ্টের এলাকার মধ্যস্থিত কোন রেলওয়ে ষ্টেশনে প্রত্যেক চৌকীদারকে ২৪ ঘটা মোতাএন থাকিতে হইবে ও পরে সরকুলর বা পোলীস বিভাগের হুকুম ক্রমে যে যে কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হয় ঐ রেলওয়ে ষ্টেশনে থাকিয়া সেই সেই কর্ত্তব্যকর্ম্ম করিতে হইবে।

৭। রেলওয়ে ষ্টেশনে চৌকীদারদের হাজির থাকিতে হইবে।—পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জিলার মাজিষ্ট্রেটের সহিত পরামর্শ করিয়া এইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যে তাঁহার জিলার অন্তর্গত যে সকল রেলওয়ে ষ্টেশনের নাম অতঃপর সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপিত হইবে সেই সকল রেলওয়ে ষ্টেশনে দুই দুই জন অথবা আবশ্যক হইলে দুই দুই জনের বেশী চৌকীদার ২৪ ঘণ্টাই হাজির থাকিবে। এই বন্দোবস্ত ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের আজ্ঞাধীনে পোলীস ষ্টেশন বা আউট-পোষ্টের কর্ম্মচারীকে করিতে হইবে, এবং ২৪ ঘণ্টা কর্ম্ম করিবার পর ঐ দুই দুই জন চৌকীদার বা ঐ চৌকীদারের দল নিয়মিত রূপে রিলিব হয় ও প্রত্যেক ব্যক্তি দিন দুই আনা হারে খোরাকী পায় ইহার নিমিত্ত ঐ কর্ম্মচারির জবাবদিহি থাকিবে। মাজিষ্ট্রেট যেরূপ বন্দোবস্ত করিবেন সেইরূপ বন্দোবস্ত অনুসারে ঐ খোরাকী জিলা বোর্ডের তহবীল বা জিলার অন্য কোন তহবীল হইতে প্রদত্ত হইবে।

৮। বিশেষ তালিকার লিখিত ব্যক্তির মৃত্যুর রিপোর্ট হইলে তদন্ত করিতে হইবে।—৪ বিধির উল্লিখিত বিশেষ তালিকায় যে ব্যক্তির নাম লেখা হয় তাহার কিম্বা সে যে বাড়ীতে থাকে সেই বাড়ীর কোন ব্যক্তির পীড়া কি মৃত্যু হইয়াছে এরূপ সম্বাদ পাওয়া গেলে, মৃত ব্যক্তির এতৎসংযুক্ত লিপির লিখিত মত প্লেগের লক্ষণ আছে কিম্বা ছিল কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ ষ্টেশনের বা আউট-পোষ্টের কর্ম্মচারী তদন্ত করিবেন এবং ঐ তদন্ত সম্বন্ধে যাহা করিলেন ষ্টেশনের রোজনামচায় লাল সেহাই দিয়া তাহার রিপোর্ট লিখিয়া রাখিবেন, এবং সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষকে ঐ কথা জানাইবেন।

৯। গ্রামে মৃত্যুর সংখ্যা অধিক হইলে তদন্ত করিতে হইবে।—কোন গ্রাম হইতে যে সকল মৃত্যুর কথা রিপোর্ট করা হয় তাহার সংখ্যা সচরাচর যত মৃত্যু ঘটে তাহার বেশী হইলে, বিশেষতঃ জ্বর হইয়া হঠাৎ মৃত্যু সংখ্যা ঐরূপ বেশী হইলে, বুবনিক প্লেগের লক্ষণ বিদ্যমান ছিল কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ ষ্টেশনের বা আউট-পোষ্টের কর্ম্মচারী অবিলম্বে তদন্ত করিবেন এবং বঙ্গীয় পোলীসের ১৮৯৭ সালের মার্চ্চ মাসের ২ নং সরকুলরের নির্দ্দিষ্ট "সিবিল সর্জনের নিকট মৃত্যুর যে সাপ্তাহিক বিবরণপত্র" দিতে হয় তাহা পাঠাইবার সময় মৃত্যুর ঐ বর্দ্ধিত হারের প্রতি সিবিল সর্জনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবেন।

১০। পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিমত তদন্তের ফল সিবিল সর্জনের নিকট রিপোর্ট করিতে হইবে।—ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি দুইটির কোন বিধি অনুসারে তদন্ত করিয়া যে ফল হয় ষ্টেশনের বা আউট-পোষ্টের কর্ম্মচারী তাহা অবিলম্বে সিবিল সর্জন ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং ষ্টেশনের যে রোজনামচা প্রতিদিন পাঠান হয় ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও মাজিষ্ট্রেটের অবগতির নিমিত্ত তাহাতে লাল সেহাই দিয়া ঐ কথা লিখিবেন।

১১। মাজিষ্ট্রেট ও পোলীসের বড় কর্ম্মচারীদিগকে তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।—এই ব্যবস্থায় যে সকল বিধি নির্দ্দিষ্ট হইল তদনুসারে যথারীতি কার্য্য করা হইতেছে কি না যাহাতে মাজিষ্ট্রেটেরা ও পোলীসের বড় কর্ম্মচারীরা জিজ্ঞাসা করিয়া ও তদন্ত লইয়া তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া লইতে পারেন এই নিমিত্ত তাঁহারা যখনই পারিবেন চৌকীদারদের যে সাপ্তাহিক কুচকাওয়াজে সকল চৌকীদার একত্র হয় তাহাতে উপস্থিত হইবেন।

১২। প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষকে জিলার ও গ্রাম্য পোলীসের সাহায্য করিতে হইবে।—এই ব্যবস্থা অনুসারে প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষকে যে সকল কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদন করিতে হইবে তাহা সম্পাদন করিতে পারিবার নিমিত্ত তাঁহাদের যে সাহায্যের প্রয়োজন হয় জিলার ও গ্রাম্য পোলীস তাঁহাদিগকে সেই সাহায্য প্রদান করিবেন।

১৩। রেলওয়ে পোলীসের কর্ত্তব্যকর্ম্ম।—রেলওয়ে পোলীসের আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর জেনরলদিগকে জিলার পোলীসের সহিত সর্ব্বান্তঃকরণে একযোগে কার্য্য করিতে আদেশ করা যাইতেছে। তাঁহারা এইরূপ বন্দোবস্ত করিবেন যে, ট্রেন আসিয়া পঁহুছিলেই রেলওয়ে পোলীস প্লেগাক্রান্ত স্থান হইতে আগত রাহীলোকদের নাম ও বাসস্থানের তালিকা প্রস্তুত করে। যে সকল টিকিট লওয়া হয় তাহার সহিত এই তালিকাগুলি মিলাইয়া দেখিবার পর ষ্টেশন পোলীসে পাঠাইয়া দেওয়া যাইবে। কোন রাহী ঠিক নাম বা ঠিক বাসস্থান বলে নাই এরূপ সন্দেহ করিবার কারণ থাকিলে, সে যে নাম ও বাসস্থান বলিয়াছে তাহা সত্য কি না জানিবার জন্য ৭ বিধির লিখিত একজন চৌকীদারকে তাহার সহিত পাঠান যাইবে। যে সকল বিধি রেলওয়ে ষ্টেশনে পালিত হইবার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুযায়ী ঠিক ঠিক কার্য্য হইতেছে কি না ও কোন রাহী মধ্যবর্ত্তী কোন ষ্টেশনে নামিয়া নূতন টিকিট লইয়া পরীক্ষা ও পরিদর্শন এড়াইতেছে কি না ইহা দেখিবার জন্য প্রত্যেক আসিষ্টাণ্ট ইন্‌স্পেক্টর জেনরলের নিমিত্ত এরূপ কয়েকজন লোক মঞ্জুর করা যাইবে যাহারা নিয়ত যাতায়াত করিয়া এই সকল বিষয়ে লক্ষ্য করিবে।

১৪। রেলওয়েতে যাইতে২ পথে নামা।—কোন রাহী প্লেগাক্রান্ত কোন স্থান হইতে আসিতেছে ইহা গোপন করিবার জন্য নূতন টিকিট পাইবার অভিপ্রায়ে কোন মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিলে, রেলওয়ে পোলীস তাহার নাম ও তাহাকে যে নূতন টিকিট দেওয়া হইল তাহার নম্বর লিখিয়া লইবেন ও নীচের ষ্টেশনে ঐ সম্বাদ পাঠাইয়া দিবেন। তাহা হইলে ঐ ব্যক্তি নামিলেই তাহাকে পরিদর্শনাধীনে রাখা যাইতে পারিবে।

১৫। প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষের কর্ত্তব্যকর্ম্ম।—পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি অনুসারে সম্বাদ পাইলেই কিম্বা যখনই প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ বাড়ীতে গিয়া দেখা আবশ্যক বিবেচনা করেন তখনই তিনি লক্ষিত স্থানে যাইবেন, এবং যদি ঐ স্থান বাড়ী কি বাসস্থান হয় এবং তিনি তথায় প্রবেশ করিতে চাহিলে উহার দখীলকারেরা তাঁহাকে তথায় প্রবেশ করিতে না দেয় ও তথাকার কোন ব্যক্তি প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করণার্থ তাঁহার যুক্তিযুক্তরূপ সুবিধা করিয়া না দেয় তাহা হইলে ঐ কর্ত্তৃপক্ষ ঐ বাড়ী বা উহার কোন অংশে বলপূর্ব্বক প্রবেশ করিতে পারিবেন এবং তথায় কোন ব্যক্তিকে প্লেগাক্রান্ত দেখা গেলে কিম্বা প্লেগাক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ করা গেলে কিম্বা সে সম্ভবমত (যথা কোন প্লেগাক্রান্ত রোগীর সহিত এক বাড়ীতে বাস করিবার দরুন) রোগের বীজপ্রাপ্ত হইয়াছে বলিয়া তাঁহার বিবেচনা হইলে সেই ব্যক্তিকে ডাক্তর দিয়া পরীক্ষা করাইবার জন্য আটক রাখিতে পারিবেন। উক্ত প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ স্বয়ং ডাক্তর না হইলে গবর্ণমেণ্টের বা কোন স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষের চাকরীতে নিযুক্ত সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ ডাক্তরকে অবিলম্বে সম্বাদ পাঠাইবেন এবং ঐ ডাক্তর ঐ স্থানের জন্য প্লেগকর্ত্তৃপক্ষ নিযুক্ত হইয়া থাকুন বা না থাকুন ঐ লক্ষিত স্থানে আসিয়া রোগীকে পরীক্ষা করিতে ও তাহার সম্বন্ধে রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইবেন। রোগী প্লেগাক্রান্ত বলিয়া প্রমাণ হইলে প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ আপন বিবেচনামতে ৪৩ হইতে ৫২ পর্য্যন্ত বিধিগুলি যত দূর খাটে ততদূর ঐ সকল বিধি অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

১৬। প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ প্রত্যেক স্থলেই মৃত্যুর কারণ সম্বন্ধে তদন্ত করাইতে পারিবেন এবং আপনার প্রতীতি না হইলে ঐ মৃত্যু প্লেগে মৃত্যু বলিয়া গণ্য করিতে পারিবেন।

১৭। প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া এই সকল বিধি অনুসারে নিযুক্ত প্রত্যেক ডাক্তর যাহাদিগকে খুঁজিয়া বাহির করেন বা পূর্ব্ববর্ত্তী বিধির বিধানানুসারে যাহাদের বিষয়ে সম্বাদ পান তাহাদের সকলকেই

পরীক্ষা করিতে পারিবেন এবং যাহারা প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে কিম্বা প্লেগাক্রান্ত বলিয়া তাঁহার সন্দেহ হয় যথাক্রমে সেই২ ব্যক্তিদের থাকিবার জন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে জিলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক বিশেষমতে নিযুক্ত কর্ম্মচারী যে সকল স্থান নিরূপিত করেন সেই সেই স্থানে তাহাদিগকে আটক ও স্বতন্ত্র করিয়া রাখিতে পারিবেন। লোকদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার জন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে তাঁহাহইতে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কোন খালি জায়গা বা বিল্‌ডিঙ্‌ অধিকার করিয়া তাহা দখলে রাখিতে পারিবেন। ৫৫ বিধি অনুসারে ক্ষতিপূরণার্থ যে টাকা ধার্য্য হয় ঐ জায়গা বা বিল্‌ডিঙের অধিকারী বা দখীলকারকে ক্ষতিপূরণার্থ সেই টাকা পরে দেওয়া যাইবে।

১৮। এই সকল বিধি অনুসারে যে ডাক্তর প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া নিযুক্ত হন তাঁহার যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, যে বিল্‌ডিঙ বা বাটী বসত বাটী স্বরূপ ব্যবহার করা হইতেছে কি বসত বাটী স্বরূপ ব্যবহার করিবার অভিপ্রায় আছে সেই বিল্‌ডিঙ বা বাটীতে কোন প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তি আছেন কি ছিলেন কিম্বা তাঁহার যদি এরূপ বোধ হয় যে ঐরূপ কোন বিল্‌ডিঙ বা বাটী এরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় আছে যে তাহা মনুষ্যের বাসের অযোগ্য তাহা হইলে তিনি লিখিত আদেশ দিয়া ঐ বাটীর বসতবাটীস্বরূপ আর ব্যবহার হওয়া নিষেধ করিতে পারিবেন। ঐরূপ নিষেধ করা গেলে উক্ত কর্ম্মচারী যতদিন ঐ বাটী মনুষ্যের বাসের নিমিত্ত ব্যবহার করিবার জন্য আবার লিখিত অনুমতি না দেন ততদিন ঐ বাটীর কোন অধিকারী বা দখীলকার উহা মনুষ্যের বাসের নিমিত্ত ব্যবহার করিবেন না ও করিতে দিবেন না। এই বিধি জারি করিবার নিমিত্ত যদি কাহাকেও ঐ বাটী হইতে জোর করিয়া সরান আবশ্যক হয় উক্ত কর্ম্মচারী তাহা করিতে পারিবেন।

১৯। এই সকল বিধি অনুসারে যে ডাক্তর প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ বলিয়া নিযুক্ত হন তিনি যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, যে গ্রামে বুবনিক প্লেগের প্রাদুর্ভাব হইয়াছে সেই গ্রামের লোকদিগকে ৫০ বিধিতে যে রকম বলা গিয়াছে সেই রকমে গ্রাম হইতে দূরে স্থিত কোন স্থানে কিছু কালের নিমিত্ত রাখা আবশ্যক তাহা হইলে তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ মর্ম্মে রিপোর্ট করিবেন এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট ঐ গ্রামের লোকদিগকে তদনুসারে বাটী ছাড়িয়া যাইতে আদেশ করিতে পারিবেন। এইরূপ স্থলে ঐ সকল বাটী সম্পূর্ণরূপে দোষশূন্য করা হইয়াছে বলিয়া যতদিন কোন ডাক্তর সার্টিফিকেট না দেন ততদিন বাটীগুলি পুনরায় দখল করিতে পারা যাইবে না।

২০। কোন গ্রামে প্লেগ দেখা দিলে যতদিন রোগ সম্পূর্ণরূপে অদৃশ্য না হয় ততদিন চারি পাশের গ্রামের লোকদিগকে এই বলিয়া সতর্ক করিয়া দিতে হইবে, তাঁহারা যেন দূষিত গ্রামের সহিত কোন সংস্রব না রাখেন।

২১। সর্ব্বসাধারণের কর্ত্তব্যের কথা।—কোন প্লেগ কর্ত্তৃপক্ষ কোন ব্যক্তিকে স্বতন্ত্র থাকিবার নিমিত্ত কিম্বা তাঁহার বাটী কি কাপড় চোপড় আসবাব প্রভৃতি দোষশূন্য করিবার নিমিত্ত আদেশ করিলে কিম্বা এই সকল বিধির মধ্যে পড়ে এমন অপর কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন আদেশ করিলে ঐ ব্যক্তি যথারীতি সেই আদেশ পালন করিবেন।

তৃতীয় ভাগ।—মুনিসিপাল টৌন ও কান্টনমেন্ট সম্বন্ধীয় বিধি।

২২। নিম্নলিখিত বিধিগুলি প্রত্যেক মুনিসিপালিটী এবং কান্টনমেন্ট সম্বন্ধে খাটিবে। ২৩ হইতে ৪২ পর্য্যন্ত বিধি এবং ৫৫ হইতে ৫৭ পর্য্যন্ত বিধি এবং বেসরকারী হাঁস্পাতাল ও ক্যাম্প স্থাপন সম্বন্ধে প্রস্তাবাদি প্রস্তুত করণের সহিত এবং স্থলভেদে প্লেগ কমিশন কিম্বা হেল্‌থ আপিসর কর্ত্তৃক ঐ প্রস্তাবাদি মঞ্জুর হওনের সহিত ৪৬ বিধির যতদূর সম্পর্ক থাকে ততদূর পর্য্যন্ত ঐ বিধি অবিলম্বে আমলে আসিবে। ঐ সকল বিধি অবিলম্বে জিলার চলিত ভাষায় তরজমা করিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেটের, কান্টনমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষের এবং মুনিসিপাল কমিশনরদের আপিসে রাখা যাইবে এবং উহার এক এক খণ্ড ঐ সকল আপিসের এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট, কান্টনমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষ এবং কলিকাতার কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান্ অপর যে২ প্রকাশ্য স্থানের কথা বলেন সেই সেই প্রকাশ্য স্থানের এমন জায়গায় লটকাইয়া রাখিতে হইবে যে সকলে উহা দেখিতে পায়, এবং মুনিসিপালিটী বা কান্টনমেন্টের সর্ব্বত্র ঢেঁড়রা দিয়া এই কথা প্রকাশ্যরূপে ঘোষণা করা যাইবে যে ঐ সকল বিধির এক খণ্ড নকল ঐরূপে লটকাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং আসল বিধি মুনিসিপাল কমিশনরদের কিম্বা কান্টনমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষের আপিসে দেখিতে পাওয়া যাইবে। যে মাত্র জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কান্টনমেন্টের কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা কলিকাতা হইলে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের এইরূপ প্রতীতি হয় যে কোন মুনিসিপালিটী কিম্বা কান্টনমেন্টের মধ্যে কোন ব্যক্তির প্লেগ হইয়াছে কিম্বা উহার এমন কাছাকাছি স্থানে কোন ব্যক্তির প্লেগ হইয়াছে যে সেখান হইতে রোগ সহজেই ঐ মুনিসিপালিটীতে বা কান্টনমেন্টে যাইতে পারে তৎক্ষণাৎ বাকী

বিধিগুলি ঐ মুনিসিপালিটী বা কাণ্টনমেণ্টে আমলে আসিবে। যখনই এইরূপ ঘটিবে তখনই উপরের লিখিত প্রণালীতে বিধিগুলি প্রকাশিত করিতে হইবে।

২৩। হেল্‌থ আপিসর বলিতে কাহাকে বুঝাইবে সেই কথা।—নিম্নলিখিত বিধিতে "হেল্‌থ আপিসর" বলিতে জিলার সিবিল সার্জনকে বুঝাইবে এবং সিবিল মেডিকেল আপিসর, কোন কাণ্টনমেণ্টের ভারপ্রাপ্ত মিলিটরি মেডিকল আপিসর, কোন জিলা, মহকুমা বা মুনিসিপাল ডিস্পেনসরির চিকিৎসা কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত আসিষ্টাণ্ট সার্জন এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ২৪ বিধি অনুসারে নিযুক্ত ডাক্তরকেও বুঝাইবে। কলিকাতায় হেল্‌থ আপিসর বলিতে কলিকাতার হেল্‌থ আপিসরকে বুঝাইবে এবং কোন আসিষ্টাণ্ট হেল্‌থ আপিসরকেও বুঝাইবে।

২৪। হেল্‌থ আপিসরের নিয়োগের কথা।—যে সকল মুনিসিপালিটী বা কাণ্টনমেণ্টে প্লেগ হইবার আশঙ্কা আছে জিলার মাজিষ্ট্রেট কমিশনরের সাধারণ উপদেশের অধীনে সেই সেই জিলায় ও কাণ্টনমেণ্টে তাঁহার (জিলার মাজিষ্ট্রেটের) সাধারণ উপদেশানুসারে প্লেগের প্রচার নিবারণার্থ সকল প্রকার উপায় স্থির করিবার এবং তদনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত নাম ধরিয়া বা পদের উল্লেখ করিয়া হেল্‌থ আপিসর নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাঁহার বেতন নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। ঐ হেল্‌থ্ আপিসরের কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে সাহায্য করিবার নিমিত্ত তিনি যেরূপ অধস্তন কর্ম্মচারির দল নিযুক্ত করা আবশ্যক বিবেচনা করেন সেইরূপ অধস্তন কর্ম্মচারির দলও নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তাঁহাদের বেতন নির্দ্ধারণ করিতে পারিবেন। এই বিধি অনুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট কতকগুলি মুনিসিপালিটী ও কাণ্টনমেণ্ট একত্রে লইয়া তাহাদের এলাকাভুক্ত সমস্ত স্থানের নিমিত্ত এক জন হেল্‌থ আপিসর ও অধস্তন কর্ম্মচারির একটী দল নিযুক্ত করিতে পারিবেন। কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের উপদেশাধীনে এই সকল ক্ষমতার পরিচালন করিবেন।

২৫। রেলওয়ে ষ্টেশনে টৌন পোলীসের কর্ত্তব্যকর্ম্মের কথা।—কোন রেলওয়ে ষ্টেশন কোন মুনিসিপালিটীর সীমার ভিতরে কি নিকটে থাকিলে রেলওয়ে পোলীস টৌন পোলীসের সহিত এক যোগে ট্রেন পৌঁছিলে তাহার নিকটে থাকিবার এবং দূষিত স্থান হইতে আগত যে সকল রাহী নামেন তাঁহাদিগের নাম ও বাসস্থানের তালিকা প্রস্তুত করিবার বন্দোবস্ত করিবেন। যে সকল টিকিট জড় করা হয় তাহার সহিত এই তালিকা মিলাইয়া টৌনের পোলীস ষ্টেশনে পাঠাইতে হইবে। কোন রাহী নাম ও বাসস্থান মিথ্যা করিয়া বলিয়াছেন এরূপ সন্দেহ হইলে তাঁহার কথার সত্যাসত্য নির্ণয়ার্থ টৌন পোলীসের যে সকল লোক তথায় উপস্থিত থাকেন তাঁহাদের একজনকে তাঁহার সঙ্গে পাঠান হইবে।

২৬। দূষিত স্থান হইতে লোক আসিলে টৌন পোলীসের তাহা রিপোর্ট করিবার এবং তাহাদিগকে পরিদর্শনাধীনে রাখিবার কথা।—দেশের যে সকল অংশ বুবনিক প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে সেই সকল অংশ হইতে আসিয়া যে সকল লোক টৌন পোলীসের বিটের সীমার মধ্যে কিছুকালের নিমিত্ত বা স্থায়ীরূপে বাস করেন টৌন পোলীসকে অবিলম্বে তাঁহাদের প্রত্যেকের নাম পোলীস ষ্টেশনে রিপোর্ট করিতে হইবে। সমস্ত টৌন পোলীস ষ্টেশনে যে বিশেষ তালিকা বা লিষ্টি রাখিতে হইবে তাহাতে এইরূপে যে সকল নাম পাওয়া যায় তাহা এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে যে সকল নামের উল্লেখ করা গেল তাহা লিখিয়া লিখিবার তারিখ শুদ্ধ লিখিতে হইবে। এই বিশেষ তালিকার বা লিষ্টির একখানি নকল জিলার কিম্বা কাণ্টনমেণ্টের মাজিষ্ট্রেটের নিকট এবং হেল্‌থ আপিসরের নিকট পাঠাইতে হইবে এবং সমস্ত নূতন নাম তাঁহাদিগকে অবিলম্বে জানাইতে হইবে। যে সকল ব্যক্তির নাম বিশেষ তালিকায় লেখা হয় তাঁহাদিগের আগমনের তারিখ হইতে দশ দিন কাল অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত টৌন পোলীসের তাঁহাদের স্বাস্থ্য সম্বন্ধে দৈনিক রিপোর্ট দাখিল করিতে হইবে। কলিকাতায় ঐ তালিকা ও রিপোর্ট পোলীসের কমিশনর সাহেব ও হেল্‌থ আপিসরের নিকট পাঠাইতে হইবে।

২৭। দূষিত স্থান হইতে আগত রাহীরা পথিমধ্যে থামিয়া নূতন টিকিট লইলে রেলওয়ে পোলীসের কর্ত্তব্যকর্ম্ম।—কোন দূষিত স্থান হইতে আগত কোন রাহী ঐরূপ স্থান হইতে আসিয়াছেন ইহা লুকাইবার অভিপ্রায়ে নূতন টিকিট লইবার নিমিত্ত কোন মধ্যবর্ত্তী ষ্টেশনে নামিলে রেলওয়ে পোলীস তাঁহার নাম এবং যে নূতন টিকিট দেওয়া হইল তাহার নম্বর লিখিয়া লইবেন এবং ঐ রাহী ট্রেন হইতে নামিলে যাহাতে তাঁহাকে পরিদর্শনের অধীনে রাখিতে পারা যায় তন্নিমিত্ত ঐ সংবাদ ঐ রেলওয়ে লাইনের নীচের ষ্টেশনে পাঠাইবেন।

২৮। কোন ব্যক্তির বুবনিক প্লেগ হইলে কিম্বা ঐ রোগে মৃত্যু হইলে টৌন পোলীসের তাহা রিপোর্ট করিতে হইবে।—কোন টৌন পোলীস ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির বুবনিক প্লেগ হইবার কিম্বা ঐ রোগে মৃত্যু হইবার সংবাদ পাইলে অবিলম্বে সেই কথা জিলার বা কাণ্টনমেণ্টের মাজিষ্ট্রেটের নিকট রিপোর্ট করিবেন এবং ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং মাজিষ্ট্রেটের অবগতির নিমিত্ত ঐ কথা ষ্টেশনের

রোজনামচায় লাল সেহাইতে লিখিবেন। কলিকাতায় পোলীসের কমিশনর এবং হেল্‌থ আপিসরের নিকট ঐরূপ রিপোর্ট করিতে হইবে।

২৯। অন্যপ্রকারে বিশেষ ক্ষমতা প্রদত্ত না হইলে টৌন পোলীসের কেবল রিপোর্টই করিতে হইবে। শাসন সংক্রান্ত কিম্বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের লিখিত আদেশানুসারে ভিন্ন অন্য কোন প্রকারে কোন পোলীস কর্ম্মচারী পীড়া বা মৃত্যুর কথা রিপোর্ট করা ছাড়া এই ভাগের বিধি অনুসারে আর কোন কার্য্য করিবেন না। বাড়ীর কর্ত্তা দেখিতে চাহিলে তিনি ঐ আদেশ দেখাইতে বাধ্য।

৩০। মাজিষ্ট্রেটের এবং বড় বড় পোলীসের কর্ম্মচারীদের তত্ত্বাবধান করিতে হইবে।—মাজিষ্ট্রেট এবং পোলীসের বড় বড় কর্ম্মচারীদিগকে স্বয়ং ঘন ঘন পরিদর্শন করিয়া দেখিতে হইবে যে, উপরিলিখিত যে সকল বিধিতে পোলীসের কর্ত্তব্যকর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদনুসারে কড়াকড়ি রকমে কার্য্য করা হইতেছে কি না।

৩১। হেল্‌থ আপিসরকে পোলীসের সাহায্য করিতে হইবে।—এই বিজ্ঞাপনের লিখিত বিধি অনুসারে কার্য্য করণার্থ হেল্‌থ আপিসর যেরূপ সাহায্য আবশ্যক বিবেচনা করেন পোলীসের সমস্ত কর্ম্মচারির তাঁহাকে সেইরূপ সাহায্য করিতে হইবে। কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের প্রার্থনা ক্রমে পোলীসের কমিশনর ঐরূপ সাহায্য করিবেন।

৩২। পরিদর্শন কমিটী।—হেল্‌থ আপিসরের এই সকল বিধি অনুযায়ী কর্ত্তব্যকর্ম্ম সম্পাদনে তাঁহাকে সাহায্য করিবার নিমিত্ত জিলার বা কাণ্টনমেণ্টের মাজিষ্ট্রেট প্রতি মুনিসিপালিটী ও কাণ্টনমেণ্ট পরিদর্শন কমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। প্রত্যেক কমিটীতে সাধারণতঃ মুনিসিপালিটীর প্রত্যেক ওয়ার্ডের নিমিত্ত কিম্বা কাণ্টনমেণ্টের কোন নির্দ্দিষ্ট অংশের নিমিত্ত চারিজন করিয়া সভ্য থাকিবেন। তাঁহাদের দুইজন হিন্দু এবং দুইজন মুসলমান হইবেন। হেল্‌থ আপিসর যখন পরিদর্শনার্থ ঘুরিবেন তখন তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে যাওয়া, স্বাস্থ্যরক্ষার নিমিত্ত যে সকল উপায় অবলম্বন করা হয় তাহার প্রয়োজনীয়তা বুঝাইয়া দেওয়া, ঐ গুলি কার্য্যে পরিণত করণে সাহায্য করা এবং যে সকল অভিযোগ করা হয় তাহা এবং ক্ষমতার যে সকল অপব্যবহারের কথা জানিতে পারেন তাহা রিপোর্ট করা ঐ সকল সভ্যের প্রধান কর্ত্তব্যকর্ম্ম হইবে। সম্ভব হইলে প্রত্যেক কমিটীর হিন্দু সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন এবং মুসলমান সভ্যদের মধ্যে অন্ততঃ একজন চিকিৎসাব্যবসায়ী থাকিবেন। কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান পোলীসের কমিশনরের সহিত পরামর্শ করিয়া কমিটী নিযুক্ত করিতে পারিবেন। যে সকল স্থানে অধিবাসীদের মধ্যে বহুসংখ্যক ব্যক্তি হিন্দু বা মুসলমান নহেন সেই সকল স্থানে যে ওয়ার্ডে যে সকল জাতির ও ধর্ম্মের লোকদিগের সম্বন্ধে বিধিগুলি প্রধানতঃ খাটিবে সম্ভব হইলে সেই ওয়ার্ডের কমিটীতে সেই জাতির ও ধর্ম্মের প্রতিনিধি থাকিবে।

৩৩। স্বাস্থ্য সংক্রান্ত সাধারণ সতর্কতা।—কোন মুনিসিপালিটী বা কাণ্টনমেণ্টে জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার নিকট হইতে এই বিষয়ে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কাণ্টনমেণ্টের মাজিষ্ট্রেট এইরূপ সাধারণ আদেশ প্রচার করিতে পারিবেন যে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখের মধ্যে স্বাস্থ্য রক্ষার্থ কয়েকটী সামান্য সামান্য সতর্কতার কার্য্য করা যাইবে যথা, বাড়ীর কলিফিরান, পায়খানা পরিষ্কার করা, ময়লা এবং জঞ্জাল সরাইয়া ফেলা এবং যে সকল প্রাচীরাদিতে আলো আসার ও বাতাস খেলার ব্যাঘাত হয় সেই সকল প্রাচীরাদি সরাইয়া ফেলা। এবং উক্ত স্থান নিবাসী সকল ব্যক্তি ঐ সকল আদেশ পালন করিতে বাধ্য হইবে। কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান এই সকল ক্ষমতার পরিচালন করিবেন। ঐ সকল ব্যক্তি ঐ সময়ের মধ্যে নুটিসের নির্দ্দিষ্ট কার্য্যাদি সম্পন্ন না করিলে হেল্‌থ আপিসর জিলার কিম্বা কাণ্টনমেণ্টের মাজিষ্ট্রেটের মঞ্জুরি লইয়া এবং কলিকাতা হইলে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মঞ্জুরি লইয়া অবস্থানুসারে আপনার অভিপ্রায়ের যেরূপ নুটিস দেওয়া আবশ্যক বোধ করেন সেইরূপ নুটিস দিবার পর সূর্য্যোদয় এবং সূর্য্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ সকল প্রেমিসে প্রবেশ করিয়া উপরিলিখিত কার্য্য সকল করিতে পারিবেন। কিন্তু দেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে যে স্ত্রীলোক সর্ব্বসাধারণের সম্মুখে বাহির হন না, কোন বাড়ীর কোন মহাল সেই স্ত্রীলোকের দখলে থাকিলে হেল্‌থ আপিসর অন্ততঃ এক ঘণ্টা পূর্ব্বে ঐ মহালে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায়ের নুটিস দিবেন এবং তিনি ঐ মহালের যে অংশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন সেই অংশ হইতে সরিয়া যাইবার নিমিত্ত ঐ স্ত্রীলোকের সর্ব্বপ্রকার যুক্তিসঙ্গত সুবিধা করিয়া দিবেন। যে খরচা হয় তাহা জিলার মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় এবং কলিকাতা হইলে কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের বিবেচনায় যাঁহাদিগকে ন্যায্যভাবে দায়ী বলিয়া ধরা যাইতে পারে তাঁহাদিগের নিকট হইতে বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইনের ১২০ হইতে ১২৯ পর্য্যন্ত ধারায় যে প্রকারে খরচা আদায় করিবার বিধান করা হইয়াছে সেই প্রকারে কিম্বা স্থলভেদে কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইনের ৬ অধ্যায়ানুযায়ী রেটস্বরূপ আদায় করা যাইতে পারিবে।

৩৪। অস্বাস্থ্যকর বাটী ও চালা ঘরের বুক।—যদি কোন প্রেমিস বা চালা ঘরের ব্লক এরূপ অস্বাস্থ্যকর অবস্থায় থাকে যে হেল্‌থ আপিসরের মতে তাহার অধিবাসীগণের বুবনিক প্লেগাক্রান্ত হওয়ার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা হইলে তিনি ঐ প্রেমিসের বা ব্লকের অধিকারীকে নুটিস দিয়া তাহার সমস্তটা বা কতকাংশ নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পরিষ্কার করিতে আদেশ করিবেন। হেল্‌থ আপিসর যে প্রকারে পরিষ্কার করা আবশ্যক মনে করিবেন সেই প্রকারে পরিষ্কার করিতে হইবে। প্রয়োজন বোধ করিলে হেল্‌থ আপিসর কোন উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া বায়ু ও আলোকের পথ রোধ করিতেছে এরূপ গাঁথনি, ব্যবধান প্রাচার বা বাটীর দেয়ালের অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে অধিকারীকে আদেশ করিতে পারিবেন। অধিকারী যদি নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নুটিসের লিখিত কার্য্য না করেন, তাহা হইলে হেল্‌থ আপিসর, ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের অনুমতি লইয়া সূর্য্যোদয় ও সূর্য্যাস্তের মধ্যে যে কোন সময়ে ঐ প্রেমিসে প্রবেশ করিবেন ও পূর্ব্বোল্লিখিত সমুদায় কার্য্য সম্পাদন করিবেন। তবে প্রেমিসে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে তিনি অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ নুটিস যুক্তিযুক্ত মনে করেন সেইরূপ নুটিস দিয়া অধিকারীকে নিজের অভিপ্রায় জানাইবেন। এদেশের প্রচলিত রীতি অনুসারে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না এরূপ কোন স্ত্রীলোক কোন মহলে বাস করিতেছেন এরূপ হইলে, হেল্‌থ আপিসর সেই মহলে প্রবেশ করিবার অভিপ্রায় জানাইয়া অন্ততঃ এক ঘণ্টার নুটিস দিবেন এবং তিনি মহলের যে অংশে প্রবেশ করিতে ইচ্ছা করেন সেই অংশ হইতে ঐ স্ত্রীলোক যাহাতে বাহির হইয়া যাইতে পারেন তাঁহাকে এরূপ সমস্ত যুক্তিযুক্ত সুবিধা প্রদান করিবেন। এই সকল কার্য্য করিতে যে খরচ হইবে তাহা ১৮৮৪ সালের বঙ্গীয় মুনিসিপাল আইনের ১২০ হইতে ১২১ ধারার উল্লিখিত প্রকারে অথবা কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইনের ষষ্ঠ অধ্যায়ের অধীনে রেট বলিয়া আদায় হইতে পারিবে। অধিকারীর নিকট হইতে অথবা ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট কিম্বা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের মতে যিনি খরচের জন্য দায়ী তাঁহার নিকট হইতে এই খরচ আদায় করা যাইতে পারিবে।

৩৫। অত্যধিক সংখ্যক লোকপূর্ণ বসতবাটী।—যদি কোন বাটীতে এত অধিক সংখ্যক লোক বাস করে যে হেল্‌থ আপিসরের মতে উহার অধিবাসীগণের বুবনিক প্লেগাক্রান্ত হইবার বিশেষ সম্ভাবনা, তাহা হইলে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান সকলে দেখিতে পায় ঐ বাটীর এরূপ স্থানে নুটিস মারিয়া অধিকারী কিম্বা দখীলকার যদি বসতবাটীতে প্রকৃতপক্ষে বাস করিতেছেন এরূপ হয় তবে তাঁহাকে, কিম্বা ঐ বসতবাটীর প্রজাগণকে কিম্বা প্রকৃত অধিবাসীদিগকে আদেশ করিবেন যেন নুটিসের লেখামত ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উক্ত বসতবাটীর প্রজা বা অপর অধিবাসীর সংখ্যা কমাইয়া বাটীর ভিড় কমাইয়া দেন অথবা বাটী একেবারে খালি করেন। নুটিসের লিখিত আদেশ অনুসারে কার্য্য না হইলে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে মুনিসিপালিটীর চেয়ারম্যান বাটীর সকল অধিবাসীকেই আপন ক্ষমতায় বাহির করিয়া দিতে পারিবেন কিম্বা যেরূপ প্রকারে ও যে পরিমাণে আবশ্যক বোধ হয় সেই প্রকারে ও সেই পরিমাণে অধিবাসীর সংখ্যা কমাইয়া দিতে পারিবেন। যে সকল অধিবাসীকে এইরূপে বাহির করিয়া দেওয়া হইবে আবশ্যক হইলে তাহাদিগকে কিছু কালের জন্য বাসস্থানের যোগাড় করিয়া দিতে হইবে।

৩৬। নেকড়া কুড়ান নিষেধ।—মুনিসিপালিটী বা কাণ্টনমেণ্টের চাকর ছাড়া আর কেহ রাস্তা বা অন্য কোন স্থান হইতে নেকড়া বা অন্য কোন আবর্জ্জনা কুড়াইতে পারিবে না। এবং হেল্‌থ আপিসর যে সকল নিয়ম নির্দ্দেশ করেন সেই সকল নিয়মানুসারে ভিন্ন অন্য কোন রকমে নেকড়া বা অন্য কোন আবর্জ্জনা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে লইয়া যাইতে পারা যাইবে না। কেহ রাস্তায় বা অন্য কোন স্থানে নেকড়া বা অন্য কোন আবর্জ্জনা কুড়াইলে পোলীসকর্ত্তৃক ধৃত হইতে পারিবে। যাহারা নেকড়া কুড়ায় তাহাদের বাটীতে বা নেকড়া রাখিবার স্থানে যে নেকড়া থাকে ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা, কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাহা দোষশূন্য করিতে বা আপন বিবেচনামতে নষ্ট করিতে পারিবেন।

৩৭। হাঁস্পাতালের ব্যবস্থা। হেল্‌থ আপিসর যে স্থান উপযুক্ত বিবেচনা করেন ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট, অথবা কলিকাতায় হইলে, কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের পক্ষে প্লেগাক্রান্ত রোগীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য তথায় কোন স্থান বাছিয়া লইয়া তাহাতে হাঁস্পাতাল নির্ম্মাণ করা বা পূজার স্থান নয় এরূপ যে কোন বাটী হাঁস্পাতালরূপে পরিণত করা আইন সঙ্গত কার্য্য হইবে। এরূপ হাঁস্পাতালে স্ত্রীলোকদিগের সামাজিক অবস্থাদি বিবেচনায় থাকিবার স্বতন্ত্র ও যথোপযুক্ত বন্দোবস্ত করিতে হইবে। যতদিন ঐ স্থান বা বাটী ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট

বা চেয়ারম্যানের দখলে থাকিবে ততদিন উহার অধিকারী বা পাট্টাদার তাঁহার কাছে যুক্তিযুক্ত ভাড়ার বেশী কিছু দাবী করিতে পারিবেন না। বাড়ী ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা চেয়ারম্যান উহার ভিতর ও বাহিরভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও দোষশূন্য করাইবেন।

৩৮। থাকিবার স্থানের বন্দোবস্ত।—প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া যাহাদিগকে সন্দেহ করা যায় তাহাদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য, কিম্বা এই সকল ব্যবস্থানুসারে যাহাদিগকে বাটী ছাড়িতে বাধ্য করা হইয়াছে তাহাদের বাসের জন্য কোন স্থান বাছিয়া লইয়া তাহাতে বাসস্থান নির্ম্মাণ করা বা পূজার স্থান নয় এরূপ যে কোন বাটী বাসস্থান রূপে পরিণত করা ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট, অথবা, কলিকাতায় হইলে, মুনিসিপালিটীর চেয়ারম্যানের পক্ষে আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে। যতদিন ঐ স্থান বা বাটী ডিষ্ট্রিক্ট মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্টের কর্ত্তৃপক্ষ বা চেয়ারম্যানের দখলে থাকিবে তত দিন উহার অধিকারী বা পাট্টাদার যুক্তিযুক্ত ভাড়ার বেশী কিছু দাবী করিতে পারিবেন না। বাটী ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট বা চেয়ারম্যান উহার ভিতর ও বাহির ভাগ সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কৃত ও দোষশূন্য করাইবেন।

৩৯। ফ্যাক্টরি হইতে রিপোর্ট।—বুবনিক প্লেগাক্রান্ত হইয়াছে বলিয়া ব্যক্ত হওয়া স্থান হইতে আগত কোন লোককে কার্য্যে নিযুক্ত করিবার সময় প্রত্যেক ফ্যাক্টরির দখীলকারকে ঐ কথা এবং নিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বাসস্থান জিলার মাজিষ্ট্রেটকে লিখিয়া রিপোর্ট করিতে হইবে। কলিকাতায় ঐরূপ রিপোর্ট কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের নিকট করিতে হইবে।

এই বিধিতে উল্লিখিত "ফ্যাক্টরি" অর্থে এরূপ কোন বাটী বুঝাইবে যেখানে কোন দ্রব্য বা দ্রব্যের অংশ প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত বা মেরামত বা ভূষিত বা সম্পূর্ণ বা প্রকারান্তরে ব্যবহারের বা বিক্রয়ের উপযোগী করণের কিম্বা তদানুষঙ্গিক কোন কার্য্য চালান হয় এবং যেখানে তদ্রূপ কার্য্যের সাহায্যার্থ বাষ্প, জল বা অন্য কোন যন্ত্রচালক শক্তির ব্যবহার হয়।

৪০। বাটীওয়ালা কর্ত্তৃক রিপোর্ট।—যদি কোন বাটীতে কোন লোকের হঠাৎ জ্বর হয় এবং জ্বরের সহিত গলা, বগল বা কুঁচ্‌কির বীচি ফুলিয়া উঠে, কাশী থাকে, বুকে বেদনা বা চাপ অনুভূত হয় বা রোগী প্রলাপ বকিতে থাকে তাহা হইলে, অথবা এইরূপ জ্বরে বা এইরূপ কোন লক্ষণ যুক্ত হইয়া যদি রোগীর মৃত্যু হয়, তাহা হইলে ঐ বাটীর অধিকারী বা অধিকারী না থাকিলে ঐ বাটীর দখীলকার অথবা যে ব্যক্তি ঐ বাটীর বা উহার কোন অংশের ভাড়া আদায় করেন তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ থানায় ঐরূপ পীড়ার বা মৃত্যুর রিপোর্ট করিবেন। কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইনের ১৮৬ ধারা অনুসারে বাটীতে মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি তাহার সংবাদ দিতে বাধ্য, কলিকাতায় হইলে, তাঁহাকে হেল্‌থ আপিসরের নিকট বা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করিতে হইবে।

৪১। বুবনিক প্লেগাক্রান্ত বলিয়া ব্যক্ত হইয়াছে এমন কোন স্থান হইতে আগত কোন লোক কোন বাটীতে আছেন বা ছিলেন এরূপ হইলে ঐ বাটীর অধিকারী বা অধিকারী তথায় না থাকিলে, যে ব্যক্তি ঐ বাটীর বা উহার কোন অংশের ভাড়া আদায় করেন তিনি (১) এইরূপ বাটীতে কোন লোকের কোন পীড়া হইলে তাহা প্রকাশ হইবামাত্র অথবা (২) তথায় কোন লোকের মৃত্যু হইলে মৃত্যু ঘটিবামাত্র সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করিবেন। যে ব্যক্তি কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইনের ১৮৬ ধারা অনুসারে বাটীতে মৃত্যু হইলে যে ব্যক্তি তাহার সংবাদ দিতে বাধ্য, কলিকাতায় হইলে, তাঁহাকে হেল্‌থ আপিসরের নিকট বা সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ থানায় রিপোর্ট করিতে হইবে।

৪২। চিকিৎসক কর্ত্তৃক রিপোর্ট।—যদি কোন চিকিৎসক কোন বাটীতে এরূপ কোন পীড়ার চিকিৎসা করেন যাহা বুবনিক প্লেগ বলিয়া বিবেচনা করিবার তাঁহার হেতু আছে তাহা হইলে তিনি তৎক্ষণাৎ সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ থানায় ঐ পীড়ার রিপোর্ট করিবেন। কলিকাতায় হেল্‌থ আপিসরের নিকট ঐ রিপোর্ট করিতে হইবে।

৪৩। বাটীওয়ালা কর্ত্তৃক সংক্রামক দোষনাশকরণ, পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি।—যে কোন বাটীতে প্লেগ হইয়াছে তাহার অধিকারী ও দখীলকার এবং সেই বাটীতে বাস করে এমন কোন পরিবারের কর্ত্তা বাটী পরিষ্কার ও দোষশূন্য করা, বিছানা কাপড় চোপড় ও এইরূপ প্রকারের অন্য কোন দ্রব্য নষ্ট করা বা দোষশূন্য করা, প্রেমিসের স্বাস্থ্য সম্বন্ধীয় অবস্থার উন্নতি করা, উপযুক্ত ইঞ্জিনিয়ারের সহিত পরামর্শ করিয়া বায়ু ও আলোকের গমনাগমনের পথ রোধ করিতেছে এরূপ ব্যবধান, প্রাচীর বা বাটীর দেয়ালের অংশ ভাঙ্গিয়া ফেলা এবং অন্য কোন স্বাস্থ্যসংক্রান্ত বিষয় সম্বন্ধে হেল্‌থ আপিসর

যে আদেশ প্রচার করেন সেই আদেশ পালন করিবেন এবং হেল্‌থ আপিসরকে পরিদর্শন করিবার জন্য বাটী বা প্রেমিসে প্রবেশ করিতে দিবেন। কিন্তু প্রবেশকালে হেল্‌থ আপিসর ৩২বিধি অনুসারে নিযুক্ত কমিটির একজন সভ্যকে সঙ্গে লইতে চেষ্টা করিবেন। কিন্তু যদি কোন মহল এরূপ কোন স্ত্রীলোকের দখলে থাকে যিনি দেশের রীতি অনুসারে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না তাহা হইলে হেল্‌থ আপিসর নুটিস না দিয়া এবং ঐরূপ স্ত্রীলোককে চলিয়া যাইবার অবসর না দিয়া ঐরূপ মহলে প্রবেশ করিবেন না। সম্ভব হইলে এইরূপ পরিদর্শনের সময় হেল্‌থ আপিসর সর্ব্বদাই পরিবারস্থ কোন পুরুষকে সঙ্গে লইবেন।

৪৪। হেল্‌থ আপিসর কর্ত্তৃক সংক্রামক দোষ নাশকরণ, পরিষ্কারকরণ প্রভৃতি।—আবশ্যক বোধ করিলে হেল্‌থ আপিসর নিজে বাটীর দোষ নাশকরণ সম্বন্ধে এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিধির লিখিত অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে কার্য্য করিবেন। দাহ্য এবং ইষ্টকনির্ম্মিত নয় এরূপ কোন গৃহ প্রভৃতি পুড়ান বা অন্য কোন প্রকারে নষ্ট করা আবশ্যক ও সাধ্য মনে করিলে হেল্‌থ আপিসর জিলার মাজিষ্ট্রেট, কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের নিকট ঐ বিষয়ে রিপোর্ট করিবেন এবং তাঁহার আদেশমত কার্য্য করিবেন। যদি দোষ অন্য কোন প্রকারে সন্তোষজনক রূপে নষ্ট করা না যায় তাহা হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার অনুপস্থিতিতে তাঁহার কার্য্যের ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট অথবা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট এবং কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান যে কোন চালা ঘর বা অন্য কোন অস্থায়ী গৃহ প্রভৃতি পুড়াইবার আদেশ করিতে পারিবেন। যে সকল লোক এত গরিব যে যে গৃহ প্রভৃতি পোড়ান বা ভাঙ্গা হইয়াছে তাহা নিজেদের খরচে পুনরায় নির্ম্মাণ করাইতে পারিবে না তাহাদিগের তিনি ক্ষতি পুরণ করিয়া দিবেন।

৪৫। প্রবেশ ও পরীক্ষা করিবার ক্ষমতা।—কোন বাটীর অধিকারী এবং দখীলকার হেল্‌থ আপিসরকে তাঁহার প্রেমিসে প্রবেশ করিতে দিবেন এবং তিনি যে কোন ব্যক্তিকে বুবনিক প্লেগাক্রান্ত বলিয়া বিবেচনা করিবার কারণ আছে মনে করেন তাহাকে পরীক্ষা করিতে দিবেন। যদি ঐ ব্যক্তি এরূপ কোন স্ত্রীলোক হন যিনি এ দেশের রীতি অনুসারে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না তাহা হইলে তাঁহার পরীক্ষা মেয়ে ডাক্তার, মেয়ে হাঁস্পাতাল এসিষ্টাণ্ট অথবা অন্য কোন স্ত্রীলোক দিয়া করিতে হইবে।

৪৬। স্বতন্ত্র করিয়া রাখা।—(১) ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী বিধি অনুসারে কোন ব্যক্তিকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার পর যদি হেল্‌থ আপিসর এরূপ সন্দেহ করেন যে ঐ ব্যক্তি প্লেগাক্রান্ত অথবা প্লেগের দোষযুক্ত হইয়াছেন তাহা হইলে তিনি ঐ ব্যক্তিকে হাঁস্পাতালে পাঠাইয়া দেওয়াইতে পারিবেন এবং সেখানে তাঁহার আটক থাকিবার, খাইবার ও চিকিৎসার বন্দোবস্ত করিতে পারিবেন। ঐ ব্যক্তি যে বাটীতে বাস করেন সেই বাটীতে অপর যাঁহারা বাস করেন হেল্‌থ আপিসর তাঁহাদিগেরও সকলকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ক্যাম্পে পাঠাইতে পারিবেন এবং তাঁহাদিগকে দশ দিন পরিদর্শনের অধীনে আটক রাখাইতে পারিবেন।

(২) বিশেষ জাতি, শ্রেণী, একান্নবর্ত্তী পরিবার বা পরিবার সমিতির দ্বারা বা নিমিত্ত বেসরকারী প্লেগ হাঁস্পাতাল বা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করা হইলে এবং উক্ত হাঁস্পাতাল বা ক্যাম্প সমস্ত প্রয়োজনীয় দ্রব্যে সজ্জিত হইলে এবং হেল্‌থ আপিসর বা কলিকাতায় প্লেগ কমিশনের প্রেসিডেণ্টের নিকট তন্নিমিত্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঐ কমিশনের অন্ততঃ দুইজন মেম্বর লিখিয়া ঐরূপ হাঁস্পাতাল এবং ক্যাম্পের স্থান, প্ল্যান, আসবাব, পৃথক করিয়া রাখিবার ও চিকিৎসাদির বন্দোবস্তের অনুমোদন করিলে যদি পীড়িত লোকেরা অথবা যাহাদিগকে সন্দেহ করা যায় তাহারা ইচ্ছা করে তাহা হইলে তাহাদিগকে সরকারী হাঁস্পাতালে বা ক্যাম্পে না লইয়া গিয়া তাহারা যে জাতি, শ্রেণী বা পরিবারভুক্ত সেই জাতি, শ্রেণী বা পরিবারের ব্যবহারের নিমিত্ত প্রস্তুত বেসরকারী হাঁস্পাতালে বা স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার ক্যাম্পে স্থান থাকিলে তাহাদিগকে তথায় লইয়া যাওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) সরকারী ও বেসরকারী উভয়বিধ ক্যাম্প এবং হাঁস্পাতালে স্ত্রীলোকদিগের জন্য পৃথক ও উপযুক্ত স্থানের বন্দোবস্ত করিতে হইবে। এবং যে স্ত্রীলোক দেশের রীতি অনুসারে সাধারণের সম্মুখে বাহির হন না তাঁহাকে ক্যাম্প বা হাঁস্পাতালে লইয়া যাইবার সময় ও তথায় তাঁহার থাকিবার সময় তাঁহার আব্রু কড়াকড়ি ভাবে রক্ষা করিতে হইবে।

(৪) হেল্‌থ আপিসর যে সকল সতর্কতার উপায় অবলম্বন আবশ্যক বিবেচনা করেন কেবল সেই সকল সতর্কতার দিকে দৃষ্টি রাখিলে পীড়িত ব্যক্তিদের আত্মীয়, বন্ধু হাকিম, বৈদ্য ও পুরোহিতদিগকে দিনের বেলায় অবাধে তাঁহাদের কাছে যাইতে দেওয়া হইবে।

(৫) পীড়িত ব্যক্তির পরিবারভুক্ত যে সকল লোক তাঁহার সেবায় নিযুক্ত থাকেন তাঁহাদিগকেও সরকারী বা বেসরকারী হাঁস্পাতালে প্রবেশ করিতে দিতে পারা যাইবে। কিন্তু তাঁহাদিগকে হাঁস্পাতালে

ঘুমাইতে দেওয়া হইবে না। হাঁস্পাতালের কম্পাউণ্ডে তাঁহাদের নিদ্রার জন্য যে উপযুক্ত স্থানের বন্দোবস্ত করা হয় তথায় তাঁহাদিগকে ঘুমাইতে হইবে।

১ম ব্যাখ্যা।—এই বিধি অনুসারে যে সকল হাঁস্পাতাল করা হয় তাহা দূরে অথবা অসুবিধাজনক স্থানে নির্ম্মাণ করিবার প্রয়োজন নাই।

২য় ব্যাখ্যা।—কলিকাতায় যে সকল লোক (২) দফার সুবিধা পাইতে ইচ্ছা করেন তাঁহারা অবিলম্বে প্লেগ কমিশনকে পত্র লিখিবেন এবং প্লেগ উপস্থিত হইলে তাঁহারা যে উপযুক্ত হাঁস্পাতাল ও ক্যাম্পের বন্দোবস্ত করিতে সক্ষম তদ্বিষয়ে উক্ত কমিশনের প্রতীতি জন্মাইবেন। অন্যত্র হেল্‌থ আপিসরের নিকট দরখাস্ত করিতে হইবে।

৩য় ব্যাখ্যা।—কলিকাতায় যদি হেল্‌থ আপিসর রিপোর্ট করেন যে বেসরকারী হাঁস্পাতালে ও ক্যাম্পে রোগীদিগকে স্বতন্ত্র করিয়া রাখার ও তাঁহাদিগের চিকিৎসার বন্দোবস্তে তাঁহার সন্তোষ জন্মিতেছে না অথবা যে সকল নিয়মে ঐরূপ ক্যাম্প বা হাঁস্পাতাল খুলিতে দেওয়া হইয়াছিল সেই সকল নিয়ম পালন করা হইতেছে না তাহা হইলে প্লেগ কমিশনের আজ্ঞাক্রমে উক্তরূপ হাঁস্পাতাল ও ক্যাম্প বন্ধ করিতে পারা যাইবে। অন্যত্র হেল্‌থ আপিসরের রিপোর্টের উপর নির্ভর করিয়া জিলার মাজিষ্ট্রেট বেসরকারী হাঁস্পাতাল ও ক্যাম্প বন্ধ করিবার ক্ষমতার পরিচালন করিবেন।

৪৭। যে ব্যক্তিকে সরকারী বা বেসরকারী হাঁস্পাতালে লইয়া যাওয়া যায় যদি কোন স্থলে সেই ব্যক্তির সঙ্গে বন্ধু বান্ধব বা পরিচারকাদি যান তাহা হইলে তাঁহাদিগের মধ্যে যাঁহারা রোগীর সেবায় নিযুক্ত নহেন তাঁহাদিগকে হেল্‌থ আপিসর হাঁস্পাতালের কাছেই স্বতন্ত্র করিয়া রাখিবার জন্য প্রস্তুত যে খোলার ঘর বা তাঁবুতে থাকিতে বলেন তাহাতে থাকিতে হইবে এবং যতদিন না হেল্‌থ আপিসর যাইবার অনুমতি দেন ততদিন তাঁহাদিগকে ঐ স্থানে থাকিতে হইবে।

৪৮। এইরূপে স্বতন্ত্র থাকিবার সময় যদি কোন ব্যক্তির বুবনিক প্লেগ হয় তাহা হইলে হেল্‌থ আপিসর তাঁহাকে কোন সরকারী বা বেসরকারী হাঁস্পাতালে পাঠাইবেন এবং পূর্ব্ববর্ত্তী বিধিতে যে ব্যবস্থা করা হইল তাঁহার বন্ধু বান্ধব ও পরিচারকদিগকে সেই বিধির অধীন করিতে পারিবেন।

৪৯। কোন রোগীর বুবনিক প্লেগে মৃত্যু হইলে যে বাড়ীতে তিনি পীড়িত ছিলেন বা মরিয়াছেন হেল্‌থ আপিসর সেই বাড়ীতে অপর যে সকল লোক থাকেন তাঁহাদিগকে স্বতন্ত্র রাখিবার ক্যাম্পে পাঠাইতে ও তথায় তাঁহাদিগকে ১০ দিন আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু যে সকল ডাক্তর, হাকিম বা বৈদ্য কোন সময়ে রোগী দেখিতে যান তাঁহাদের সম্বন্ধে এই বিধি খাটিবে না। এবং পেসাদার মৃতদেহ বাহক, পেসাদার শোককারী এবং যে সকল বন্ধু বান্ধব মৃত ব্যক্তির সেবায় নিযুক্ত ছিলেন না তাঁহাদিগের সম্বন্ধেও এই বিধি খাটিবে না। এই বিধি অনুসারে যে সকল ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা হয় জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান তাঁহাদিগকে তাঁহাদিগের নিজ নিজ অবস্থার উপযোগী হারে খোরাকী দিতে পারিবেন।

৫০। রাস্তা বা পল্লী খালি করিতে হইবে।—কোন মুনিসিপালিটী বা কাণ্টনমেণ্টের কোন অংশে বুবনিক প্লেগ প্রবল হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট বা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া কোন রাস্তা, মহল্লা বা অন্য স্থানের অধিবাসীদিগকে তাঁহাদের বাসগৃহ খালি করিয়া দূষিত পল্লী হইতে দূরে কোন স্থানে কিছু দিনের নিমিত্ত যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। জিলার মাজিষ্ট্রেট বা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্রয়োজন হইলে এইরূপ লোকদিগকে কিছু দিনের জন্য থাকিবার স্থান দিতে পারিবেন। প্রত্যেক গৃহস্বামিকেই তাঁহার অনুপস্থিতি কালে তাঁহার বাটী ও সম্পত্তির তত্ত্বাবধানের জন্য উপযুক্তরূপ বন্দোবস্ত করিতে দেওয়া হইবে এবং স্থলভেদে মুনিসিপাল কমিশনরেরা অথবা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট খালি বাটী চৌকীদিবার বন্দোবস্ত করিবেন। বাটী ছাড়িয়া দিবার পর হেল্‌থ আপিসর ঐ বাটীগুলি সম্পূর্ণরূপে পরিষ্কার ও দোষশূন্য করিবার বন্দোবস্ত করিবেন এবং বাটীগুলি দোষশূন্য হইয়াছে এইরূপ সার্টিফিকেট প্রদত্ত না হওয়া পর্য্যন্ত অধিবাসীদিগকে উহাতে ফিরিয়া আসিতে দেওয়া হইবে না।

৫১। আদেশ পালন করিতে হইবে।—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে পূর্ব্বোক্ত বিধিমতে কার্য্য করা যায় এবং যে ব্যক্তিকে সামরিক মেডিকাল কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা কলিকাতার বন্দরের হেল্‌থ আপিসরের আজ্ঞাক্রমে কোন হাঁস্পাতালে পাঠান যায় হেল্‌থ আপিসর তাঁহাদের কোন পরিদর্শনের ঘরে, সরকারী বা বেসরকারী হাঁস্পাতালে অথবা স্বতন্ত্র হইয়া থাকিবার স্থানে যাওয়া ও থাকা সম্বন্ধে এবং শয্যা, বস্ত্র ও ঐরূপ দ্রব্য জ্বালাইয়া দেওয়া বা দোষশূন্য করা সম্বন্ধে কিম্বা স্বাস্থ্য সংক্রান্ত অন্য কোন বিষয়

সম্বন্ধে যে কোন আদেশ করেন তাহা তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবে। হেল্‌থ আপিসরের লিখিত অনুমতি ব্যতিরেকে ঐরূপ কোন স্থান হইতে তাঁহারা চলিয়া যাইবেন না।

৫২। মৃতদেহের কি করিতে হইবে।—মৃত ব্যক্তির বন্ধুদিগকে মৃতদেহ লইয়া আপন আপন ধর্ম্মাচার অনুসারে দাহ করিবার বা কবর দিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে। কিন্তু হেলথ আপিসর কিম্বা অন্য স্বাস্থ্য সংক্রান্ত বা শাসন সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষ মৃতদেহ দাহ করিবার বা কবর দিবার স্থানে লইয়া যাইবার যে সময়, পথ ও প্রণালীর আদেশ করেন তাহা তাঁহাদিগকে পালন করিতে হইবে। মৃত ব্যক্তির আত্মীয় বা বন্ধুবর্গ তাঁহার মৃতদেহ লইয়া না যাইলে বা লইয়া যাইতে অস্বীকার করিলে, হেল্‌থ আপিসর মৃতদেহ সম্বন্ধে মৃত ব্যক্তির ধর্ম্মানুযায়ী ব্যবস্থা করিবেন। যে সকল ইউরোপীয়ান বা মুসলমানের প্লেগে মৃত্যু হয় তাঁহাদের মৃতদেহ সম্ভব হইলে অন্ততঃ ছয় ফুট মাটির নীচে পুঁতিতে হইবে। কোন অনুমোদিত গোরস্থানে কবর দেওয়া না হইলে, কবরের স্থান লোকের বাসস্থান হইতে দূরে হইবে এবং এরূপ স্থানে হইবে যে কোন জল সরবরাহের স্থান বা জলাশয় দূষিত হইবার সম্ভাবনা না থাকে। যে কফিন ও কাপড়ে মৃতদেহ আচ্ছাদিত থাকে মৃতদেহের সহিত তাহা পুঁতিয়া ফেলা, না হইলে বিনষ্ট করিতে হইবে। যে সকল স্থলে দাহ করিবার প্রথা, সে সকল স্থলে মৃত দেহটীকে সচরাচর যে ঘাটে শবদাহ করা হয় সেই ঘাটে অথবা অন্য স্বতন্ত্র স্থানে প্রথানুসারে সম্পূর্ণরূপে দাহ করিতে হইবে। মৃত দেহের সহিত যে বস্ত্রাদি আনা হয় তাহা প্রথানুসারে পোড়াইয়া ফেলিতে হইবে অথবা দোষশূন্য করিতে হইবে।

৫৩। রোগী লইয়া যাইবার যান।—জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান প্লেগাক্রান্ত ব্যক্তিদিগকে অথবা যাঁহাদিগকে রোগাক্রান্ত বলিয়া সন্দেহ করা যায় তাঁহাদিগকে বিনা ভাড়ায় লইয়া যাইবার জন্য সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে এমন করিয়া রং দেওয়া উপযুক্ত যানের বন্দোবস্ত করিবেন। এইরূপ যান যে কোন সরকারী বা বেসরকারী রাস্তা দিয়া চালাইয়া বা বহিয়া লইয়া যাওয়া আইনসঙ্গত কার্য্য হইবে।

৫৪। সরকারী যান দোষশূন্য করিতে হইবে।—যে কোন সরকারী বা বেসরকারী যান প্লেগের দোষযুক্ত কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক অথবা যে ব্যক্তিকে উক্তরূপ দোষযুক্ত বলিয়া সন্দেহ করা যায় তাঁহা কর্ত্তৃক ব্যবহৃত হইয়াছে তাহা পুনর্ব্বার ব্যবহার করিবার পূর্ব্বে সম্যক্‌রূপে দোষশূন্য করিতে হইবে এবং অন্ততঃ চব্বিশ ঘণ্টা বাতাস ও সূর্য্যের আলোকে রাখিতে হইবে। এবং উহার যে সকল সাজসজ্জা হেল্‌থ আপিসরের মতে উপযুক্ত রূপে দোষশূন্য করা যায় না তাহা অগ্নি দ্বারা নষ্ট করিতে হইবে।

চতুর্থ ভাগ।—সাধারণের প্রতি খাটিবার বিধি।

৫৫। ক্ষতিপূরণ।—এই সকল ব্যবস্থা অনুসারে কৃত কোন কার্য্যের জন্য কোন ব্যক্তির বিশেষ ক্ষতি বা হানি হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান আপন বিবেচনানুসারে উক্ত ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে পারিবেন। কিন্তু কোন ব্যক্তিই ক্ষতিপূরণ পাইবার অধিকার আছে বলিয়া কোন ক্ষতিপূরণের দাবী করিতে অধিকারী হইবেন না। ক্ষতিপূরণের দাবীর মীমাংসার সময় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতায় চেয়ারম্যান ৩২ নিয়মানুসারে নিযুক্ত কমিটীর সহিত পরামর্শ করিবেন কিন্তু ঐ কমিটীর পরামর্শানুসারে কার্য্য করিতে বাধ্য হইবেন না।

৫৬। কর্ত্তৃত্ব।—হেল্‌থ আপিসর বা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট বা প্লেগের কোন কর্ত্তৃপক্ষকে এই বিধিগুলি অনুসারে যে সমস্ত ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তাহা জিলার মাজিষ্ট্রেটের অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যানের সাধারণ কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালন করিতে হইবে।

৫৭। খরচ।—এই বিধিগুলি কার্য্যে পরিণত করিতে যে খরচ হইবে সে সমস্ত খরচ ৩৩ ও ৩৪ বিধির বিধানের অধীনে প্রথমতঃ মুনিসিপাল বা ডিষ্ট্রিক্ট ফণ্ড হইতে অথবা স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষদিগের (গুরুতর প্রয়োজনার্থ) ঋণ বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনানুসারে কৃত ঋণ হইতে দেওয়া যাইবে। কিন্তু জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কাণ্টনমেণ্ট মাজিষ্ট্রেট অথবা কলিকাতায় কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান যে কোন ব্যক্তি স্থলভেদে বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের আইন বা কাণ্টনমেণ্ট আইন বা বিধি অথবা কলিকাতার মুনিসিপাল আইন সংগ্রহকরণ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের আইন অনুসারে অনুরূপ অবস্থায় কমিশনরদিগকে যে টাকা দিতে দায়ী তাহা তাঁহার নিকট আদায় করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, NOVEMBER 30, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩০ নবেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 4924M.—The 18th November 1897.—Whereas a notification No. 3898M., dated the 26th July 1897, was published at page 182, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 28th idem, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction, under section 86 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, the levy by the Commissioners of the Kharar Municipality, in the district of Midnapore, of a fee on the registration, under section 142, of all carts kept or used in the ordinary course of business within the Municipality, and whereas no objections have been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor hereby sanctions the levy by the Commissioners of the Kharar Municipality of the said fee on the registration of carts at rates not exceeding those mentioned in section 143 of the Act.

H. H. RISLEY,

Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 4926M.—The 18th November 1897.—Whereas a notification No. 4098M., dated the 7th August 1897, was published at page 191, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 11th idem, declaring the Lieutenant-Governor's intention to sanction the levy by the Commissioners of the Ramjibanpore Municipality, in the district of Midnapore, of a fee on the registration, under section 142 of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, of all carts kept or used in the ordinary course of business within the Municipality, and whereas no objections have been raised to the proposal within one month from the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power conferred upon him by section 86 of the Act, the Lieutenant-Governor sanctions the levy of the said fee by the Commissioners of the Ramjibanpore Municipality at rates not exceeding those mentioned in section 143 of the Act.

H. H. RISLEY,

Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ ।

মুনিসিপল ও স্থানীয় ।

বিজ্ঞাপন ।

৪৯২৪ এম্, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ১৮ নবেম্বর ।— মেদিনীপুর জেলার অন্তর্গত খড়ার মুনিসিপালিটীর মধ্যে কার্য্য চলনের সাধারণ নিয়মানুসারে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় বা ব্যবহার হয় উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের কর্ত্তৃক ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৪২ ধারামতে তাহার রেজিষ্টরী করণের উপর ফী আদায় হইবার নিমিত্ত উক্ত আইনের ৮৬ ধারামতে অনুমতি দিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ২৬ জুলাই তারিখের ৩৮৯৮ এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৮ তারিখের কলিকাতা গেজেটের 1B খণ্ডের ১৮২ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার লিখিত হারের অনধিক হারে খড়ার মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের দ্বারা গরুর গাড়ী রেজিষ্টরী করিবার নিমিত্ত উক্ত ফী আদায় হইবার এতদ্দ্বারা অনুমতি দিলেন ।

এচ, এচ, রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী ।

বিজ্ঞাপন ।

৪৯২৬ এম্, নম্বর ।—১৮৯৭ সাল ১৮ নবেম্বর ।—মেদিনীপুর জিলার অন্তর্গত রামজীবনপুর মুনিসিপালিটীর মধ্যে কার্য্য চলনের সাধারণ নিয়মানুসারে যে সকল গরুর গাড়ী রাখা যায় বা ব্যবহার হয়, উক্ত মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের কর্ত্তৃক ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১৪২ ধারামতে তাহার রেজিষ্টরী করণের উপর ফী আদায় হইবার নিমিত্ত অনুমতি দিতে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ৭ আগষ্ট তারিখের ৪০৯৮ এম্ নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ১১ তারিখের কলিকাতা গেজেটের 1B খণ্ডের ১৯১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি উক্ত আইনের ৮৬ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি উক্ত আইনের ১৪৩ ধারার লিখিত হারের অনধিক হারে রামজীবনপুর মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের দ্বারা উক্ত ফী আদায় হইবার অনুমতি দিলেন ।

এচ্, এচ্ রীসলি,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী ।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, NOVEMBER 30, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৩০ নবেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩৲	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	২০২৪৲	......
৪৬০৫	চর সমসদী বালিগাও পং সায়েস্তানগর।	১৪৪৫৲	ঐ	. ...	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	......	৭৪৮৶৮	......
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪৲	ঐ	......	হরিমোহন ঘোষাল	.....	৯৮৲	... ..
১৭২৫	মৌজা চিকনাকান্দী পং চন্দ্রদ্বীপ।	......	......	এজমালী— ।৵৪॥৻৭ = $\frac{১}{৪}$ তিন অংশ নিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৮৭	......	২৮১৮৶৮
১৯৯৩	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং খাঞ্জাবাহাদুর নগর।	৫৭০।৵১১॥	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	রামনারায়ণ সেন গং	....	১৪২।৵৮॥	......
১৯৯৭	তালুক ফতে মাহামুদ পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৭৩৮৶৯	ঐ	......	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	.. ..	৯২৴৮	......
১৬৭৭	তালুক সৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী— ৮৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৮৶৪	......	২৩।৶১১॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপারজোর গং পং বোজরগোমেদপুর।	৫১৪৵০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	......	৯৯৸৶১১	......
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর সাবাজপুর।	১৪৯৪।৵৫	ঐ	......	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	......	১৩১৵৪	......
১৯১৬	(১০ গণ্ডা জমিদারী তপ্পে হাবেলী সীলিমাবাদ।	১০৪৫৶৯॥	ঐ	......	সৌদামিনী গুপ্তা গং।	......	১১১৵৫॥	......
৫২৫৬	চর উমেদ মহালাধীন ৬৪ নং যোত পং জজীরা।	৯৫৮৵৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	হরিচরণ হাওলাদার গং।	.....	২৩৫৵৩	......
৫২৪৩	চর পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরমকররি তালুক গুপিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পং দক্ষিণ সাবাজপুর।	৪০৭৩৵৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে	......	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	......	৫৪১)	......

টীকা। যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোনা মং মামুদরাজা।	১৬৭০৸৵ ১০॥	......	অবশিষ্ট ...	শশীকুমার পোদ্দার গং।	৯১৬।৵২৸	... ...	২৬৭॥২।
১০১৩	চর মুজাপুরের মধ্যগত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২)	ষোলআনী	......	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা গং	.. ...	১৭৮৸৶	......

DACCA COLLECTORATE,
The 18th November 1897.

OKHOY COOMAR SEN,
For Collector.

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মলিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যত-দূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর ...	মোট মহালের ৩ কাগ অংশ।	।১০ চারি আনা দশ-পাই মাত্র।	থানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রাম-নিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫-৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টিফিকেট জারিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরের কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. MANISTY,
Collector.

জিলা মালদহ।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে মালদহ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৭। ২০ ডিসেম্বর তারিখে বেলা দুই প্রহর ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐর অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, তাহার বাকী।
৫৮১	কাশিমপুর পরগণা কাশিমপুর।	২৩১১৸৵০	না	এই মহালে মোট ৩৯টী মৌজা আছে। এই সম্পূর্ণ মহালের রেসিডুয়ারী অংশ নিলাম হইবে কিন্তু নীচের লিখিত অংশগুলি যাহার জন্য স্বতন্ত্র তিনটী পৃথক হিসাব খোলা আছে তাহা নিলাম হইবেক না যথা ;— (১) এই সম্পূর্ণ মহালের ৩৯টী মৌজার মধ্যে ৻৯৷৫ দ্বীপ অংশ, (২) ইন্দ্রসইল, উত্তরজোই, ওয়ালতোর, গাজিপুর, খোর্দ্দ-মালঞ্চা, গোপালপুর, ছয়পুরা, জলকর গাজিপুর, প্রজাপতি শ্রীপতি, জোতজাহাঙ্গীর, জোতমনি, গুহিল, দেওগাঁও, নলতোর, পানপাড়া, পাহাড়ীভিটা, বাউল, বিল আন্ধারু, বিল ওলানী, বিল দহডারা, বিল পারনা, বিল হাতিয়া, ভবানীপুর, মবারকপুর, মুদাফত খালিমনগর, রসিকপুর সুজইল, সুলতানপুর ও সাহাজাদপুর মৌজার ৵১৬৷৷২ দ্বীপ অংশ ও (৩) গুহিল সাহাবাজপুর নলতোর, জোতমনি, সুজইল ও উত্তর জোই মৌজার ।৴২ গণ্ডা অংশ।	শিবগোবিন্দ থোকদার, বিবি মরছতন নেসা, বিবি উজিরণ নেসা, বিবি উজিরেণ নেসা স্বয়ং ও উজিরণ নেসা পক্ষে মুর্জা আবেদ হোসেন, জাবেদা খাতুন, ও আমনা খাতুন ; গোলাম হোসেন চৌধুরী মুর্জা আমজাদ আলী বেগ, নুরজাঁহা নেসা স্বয়ং ও নুরজাঁহা নেসা পক্ষে আমিলন নেসা ও নজিবন নেসা ; মধুসূদন ঘোষ, পিয়ারী খানম, হৃদয় মোহন পাল স্বয়ং ও হৃদয় মোহন পাল পক্ষে উপেন্দ্র নারায়ণ পাল ও সুরেন্দ্র নারায়ণ পাল ; ভৈরবচন্দ্র নন্দী, লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী স্বয়ং ও লক্ষ্মী নারায়ণ নন্দী পক্ষে শশিভূষণ নন্দী ; বিহারীলাল নন্দী, অদ্বৈত চন্দ্র থোকদার আবির মহম্মদ চৌধুরী স্বয়ং ও আবির মহম্মদ চৌধুরী পক্ষে রবিউল্লা চৌধুরী, জহর মহম্মদ চৌধুরী ও কিশোর নেসা ; সমনজান নেসা ও পরতী নেসা।	১৬৭০৸৵	......	৮২।০

উল্লিখিত রেসিডুয়ারী অংশ ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির বাকী রাজস্ব আদায় জন্য নিলাম হইবে।

টীকা—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

MALDA COLLECTORATE,
The 1st November 1897.

J. H. LEA,
Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১.	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ ...	......	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্জ্জন ষ্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫৷৶১১	......
			খাস মহাল টেনিউর —					
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৸৬	সম্পূর্ণ ...	......	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	......	১৪৯৶৫	......
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজমতুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৸৴৭	ঐ	.....	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	......	১০০৷৯	......
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭৷৶৪	ঐ	.....	জমিয়ত আলি ..	......	৪৮৭৷০	......
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯৷৷১১	ঐ	......	ঐ	......	৩৭৩৷৵৬	......
১৬৮৬.	চর আলেকজণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৸৵৭	ঐ	......	নবকুমার বসু ...	......	১৩৬৶৯	......
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৸৯	ঐ	......	ঐ	......	১৭০৷৶৯	......

S. K. AGASTI,
Collector

জিলা বর্দ্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পরগণা পাটুলী।	৫৭৮৬৸৩	......	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী দিং।	২৮৯৩।৴১০	......	৪৪৻৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. Fisher,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৸৶০	......	এজমালি অংশ—দেবীপুর, দড়িবাজে জমি বাজে আপ্তি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মৌজায় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৸৶০	......	৩৸৴৭

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

Birbhum Collectorate,
Dated Suri, the 18th November 1897.

F. N. Fischer,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।৷৹ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের।৹, আট ঔন্স টিনের ৷৷৹ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸৹ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১	এক পৌণ্ড টিন	১৮৲	বা ডাক মাশুল সমেত	১৮৸৹
৷৷	আধ ,, ,,	৯৲	,, ,, ,, ,,	৯৷৷৹
।	শিকি ,, ,,	৪৷৷৹	,, ,, ,, ,,	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনীডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. Baker,

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন ।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি ।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্ন লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা ।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		৵০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		৵০

কলিকাতায় ।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না ।

ই, এন, বেকার ।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী ।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐং গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেন্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টান্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই।— টং

পূরা এক পৃষ্ঠা একং বার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি ...	।০

For SALE at the BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টান্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে এতদ্দ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী নদীর তটে প্রতি বৎসর যে কার্ত্তিক বারুণী মেলা হইয়া থাকে তাহা খৃষ্টীয় ১৮৯৭ সালের ২৫এ নবেম্বর অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে আরম্ভ হইয়া ১৮৯৮ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত থাকিবে। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি এই ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

জিলা বোর্ডের আপিস,
ঢাকা, ১৮৯৭ সাল ২৮এ অক্টোবর।

কে, মহম্মদ ইউসুফ,
চেয়ারম্যানের পরিবর্ত্তে।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত জে, এ, পেটি সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 769-29-11-97--1896--120

Numb. 3045 [৩০৪৫]

REGISTERED No 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ ডিসেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের মুনিসিপাল (মেডিক্যাল) ডিপার্টমেন্টের সেক্রেটরির নিকট প্রেরিত ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত জে, পি, হিউয়েট সি, আই, ই, সাহেবের ২৫০৫ নং পত্র।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

কলিকাতা, ২১শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।

আপনার ১৫ই তারিখের সাঙ্কেতিক টেলিগ্রামে যে লেখালেখি শেষ হয় তাহারই জেরস্বরূপ বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অবগতির নিমিত্ত হেজাজে তীর্থযাত্রা করিবার চলিত কালের মধ্যে ঐ তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন অনুসারে ২০শে তারিখের ২৪৯৫ নং যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছেন তাহার একখানি নকল প্রেরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

২। আমার এই অনুরোধ যে ঐ সকল আদেশের মর্ম্ম যাহাতে অবিলম্বে এবং বিস্তৃতভাবে জানান হয় এবং যে সকল হেতুতে ঐ সকল আদেশ প্রচার করা হইয়াছে তাহা বুঝান হয় তজ্জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা অবলম্বিত হয়। জিলার মাজিস্ট্রেটদিগের দ্বারা, মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের দ্বারা, তীর্থযাত্রীদিগের দালালদিগের দ্বারা এবং বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট অন্য যে উপায় ভাল বিবেচনা করেন তদ্দারা যাহাতে তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে এ বৎসর হেজাজে যাইতে বিরত করা যায় তৎপক্ষে যত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য তাহাও করা উচিত।

৩। ভারতবর্ষের যে সকল অংশ হইতে তীর্থগমনের নিষেধ আজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইয়াছে হেজাজে গমনার্থ জাহাজে চড়াইবার নিমিত্ত সেই সকল অংশ হইতে তীর্থযাত্রীদিগকে করাচি এবং চট্টগ্রামে পাঠাইবার বন্দোবস্ত করা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং আড্‌মিনিষ্ট্রেশন সমূহের নিকট যে সারকুলার প্রেরণ করা হইয়াছে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের অবগতির নিমিত্ত আমি তাহারও একখানি নকল পাঠাইতেছি। দৃষ্ট হইবে যে আপনার ৬ই তারিখের টেলিগ্রামে যে প্রস্তাব করা হইয়াছে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট তাহা গ্রাহ্য করিয়াছেন এবং বঙ্গদেশ আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার পূর্ব্ব ভাগের তীর্থযাত্রীদিগকে প্রথমতঃ একটী প্রাদেশিক পরিদর্শনের ক্যাম্পে পরিদর্শনাধীনে আটকাইয়া রাখিয়া এবং তথা হইতে স্পেশল ট্রেনে এবং একজন জবাবদিহিসম্পন্ন কর্ম্মচারির জিম্মায় তাঁহাদিগকে রাণীগঞ্জের সেণ্ট্রাল ক্যাম্পে প্রেরণ করিয়া তাহার পর চট্টগ্রামে জাহাজে চড়াইয়া দেওয়া হইবে। যে সকল স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং আড্‌মিনিষ্ট্রেশনের সহিত এই কার্য্যের সংস্রব আছে তাঁহারা যে সকল বন্দোবস্ত করেন তৎসম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টকে সংবাদ দিবার নিমিত্ত এবং রাণীগঞ্জে গমন করিবার নিমিত্ত যে সকল লোক প্রাদেশিক ক্যাম্পে থাকেন তাঁহাদের সংখ্যা সম্বন্ধে এবং তাঁহারা যত সময় পরিদর্শনাধীন থাকিয়াছেন তৎসম্বন্ধে সময়ে সময়ে সংবাদ দিবার নিমিত্ত ঐ সকল স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং আড্‌মিনিষ্ট্রেশনকে আদেশ করা হইয়াছে। আমার এই অনুরোধ যে প্রাদেশিক ক্যাম্প হইতে রাণীগঞ্জে তীর্থযাত্রী গ্রহণ করিবার বন্দোবস্ত সম্বন্ধে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্ট ঐ সকল স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এবং আড্‌মিনিষ্ট্রেশনের সহিত লেখালেখি করেন। বঙ্গদেশের এবং অপর প্রদেশের তীর্থযাত্রীদিগকে রাণীগঞ্জে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া দিবার এবং তথায় জাহাজে চড়াইয়া দিবার নিমিত্ত যে সকল বন্দোবস্ত করা হয় তৎসম্বন্ধে সংবাদ প্রাপ্ত হইলে ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্ট আহ্লাদিত হইবেন।

৪। পরিদর্শনের ক্যাম্প ভিন্ন অন্য কোথাও টিকিট বিক্রয় করা হইবে না এবং আমার এই অনুরোধ যে এই আদেশ জারি করিবার নিমিত্ত এবং তীর্থযাত্রীদিগের দালালদিগকে ইহা জানাইবার নিমিত্ত উপায় অবলম্বন করা হয়। বন্দোবস্তের বিষয় জাহাজের এজেণ্টদিগকে অবগত করিবার নিমিত্ত এবং কত জাহাজ পাওয়া যাইতে পারে যতদূর সম্ভব তাহার সংখ্যা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত, যে যে তারিখে ঐ সকল জাহাজ রওয়ানা হইবে সেই সেই তারিখ নির্ণয় করিবার নিমিত্ত এবং ঐ সকল জাহাজ করাচি হইতে কি চট্টগ্রাম হইতে ছাড়িবে তাহা নির্ণয় করিবার নিমিত্ত বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে। চট্টগ্রাম হইতে যে সকল জাহাজ রওয়ানা হইবে তৎসম্বন্ধে যে সংবাদ সংগ্রহ করা যাইতে পারে বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টকে তাহা প্রেরণ করিবার নিমিত্তও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্টকে অনুরোধ করা হইয়াছে।

৫। মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সী হইতে এবং মহীশূর ও হাইদরাবাদ রাজ্য হইতে যে সকল তীর্থযাত্রী গমন করিবে তাহাদিগকে করাচিতে কিম্বা চট্টগ্রামে জাহাজে চড়ান হইবে এই বিষয় এখনও বিবেচনাধীন রহিয়াছে এবং এবিষয়ে আর এক পত্র প্রেরণ করা যাইবে।

জে, পি হিউয়েট্,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুক্ত জে, পি, হিউয়েট্ সি, আই, ই, সাহেবের নিকট হইতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সমূহের নিকট প্রেরিত ২৫০৯। ১৪ নং সারকুলার।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

কলিকাতা, ২১শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।

হেজাজে তীর্থযাত্রা করিবার চলিত কালের মধ্যে ঐ তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন অনুসারে ২০শে তারিখের ২৪৯৫ নং যে বিজ্ঞাপন প্রচারিত করিয়াছেন আপনার অবগতির নিমিত্ত তাহার একখানি নকল প্রেরণ করিতে আদিষ্ট হইয়াছি।

২। আমার এই অনুরোধ যে ঐ সকল আদেশের মর্ম্ম যাহাতে অবিলম্বে এবং বিস্তৃতভাবে জানান হয় এবং যে সকল হেতুতে ঐ সকল আদেশ প্রচার করা হইয়াছে তাহা বুঝান হয় তজ্জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা সম্ভব তাহা অবলম্বিত হয়। জিলার মাজিস্ট্রেটদিগের দ্বারা, মুসলমানদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের দ্বারা, তীর্থ যাত্রীদিগের দালালদিগের দ্বারা এবং আপনারা অন্য যে উপায় ভাল বিবেচনা করেন তদ্দারা যাহাতে তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে এবৎসর হেজাজে যাইতে বিরত করা যায় তৎপক্ষে যত চেষ্টা করা কর্ত্তব্য তাহাও করা উচিত।

৩। দৃষ্ট হইবে যে কেবলমাত্র সিন্ধু প্রদেশের করাচি বন্দরে এবং নিম্ন বঙ্গের চট্টগ্রাম বন্দরে তীর্থযাত্রীদিগকে জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে। চট্টগ্রাম দিয়া যে পথ তাহা বঙ্গদেশ, আসাম এবং উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যার পূর্ব্ব ভাগের লোকদিগের নিমিত্ত এবং করাচি দিয়া যে পথ তাহা সিন্ধু ও অপার ইণ্ডিয়ার লোকদিগের নিমিত্ত। উত্তর-পশ্চিম প্রদেশ ও অযোধ্যা, পঞ্জাব, মধ্য-প্রদেশ, আসাম ও নিকটবর্ত্তী দেশীয় রাজ্য, রাজপুতানা এবং মধ্য-ভারতবর্ষের যে সকল লোক তীর্থ গমনের ইচ্ছা পরিত্যাগ না করিবেন তাঁহাদিগকে প্রদেশে / রাজপুতানা ও মধ্য ভারতবর্ষ হইলে এজেন্সিতে একটী পরিদর্শনের ক্যাম্পে জড় করিতে হইবে ও তথায় তাঁহাদিগকে অন্ততঃ ১০ দিনের জন্য একজন কমিশনপ্রাপ্ত ডাক্তারের বিশেষ তত্ত্বাবধানে আটকাইয়া রাখিতে হইবে। যে সকল তীর্থযাত্রী করাচিতে জাহাজে চড়িবেন তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক পরিদর্শনের ক্যাম্প হইতে একবারে বন্দরে পাঠান যাইবে এবং যে সকল তীর্থযাত্রী চট্টগ্রামে জাহাজে চড়িবেন তাঁহাদিগকে প্রথমতঃ প্রাদেশিক ক্যাম্প হইতে রাণীগঞ্জস্থিত সেণ্ট্রাল ক্যাম্পে পাঠাইয়া পরে তথা হইতে বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্ট যে সকল বন্দোবস্ত করিবেন তদনুসারে চট্টগ্রামে পাঠান হইবে। যে সকল তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তি ১০ দিন পরিদর্শনাধীন থাকিয়াছেন এবং যাঁহাদের সংক্রামকদোষশূন্যতা সম্বন্ধে সার্টিফিকেট দেওয়া হইয়াছে কর্ত্তৃপক্ষেরা তাঁহাদিগকে লইতে প্রস্তুত আছেন আপনারা সিন্ধু বা বঙ্গদেশ হইতে এই সংবাদ প্রাপ্ত হইবামাত্র তাঁহাদিগকে স্থলভেদে করাচি বা রাণীগঞ্জে পাঠাইয়া দেওয়া হইবে। কত জাহাজ পাওয়া যাইতে পারে এবং কোন্ তারিখে ঐ সকল জাহাজ ছাড়িবে তাহারই উপর ইহা নির্ভর করিবে। প্রাদেশিক ক্যাম্প হইতে তীর্থযাত্রীদিগকে স্পেশল ট্রেনে এবং একজন জবাবদিহিসম্পন্ন কর্ম্মচারির জিম্মায় পাঠাইতে হইবে। দেশীয় রাজ্য হইতে প্রাদেশিক পরিদর্শনের ক্যাম্পে তীর্থযাত্রী গ্রহণ করা সম্বন্ধে ঐ সকল রাজ্যস্থিত পলিটিকাল কর্ত্তৃপক্ষদিগকে পত্রলেখা আবশ্যক হইবে। হেজাজে যাইবার টিকিট কেবলমাত্র পরিদর্শনের ক্যাম্পে বিক্রয় করা যাইতে পারিবে এবং আমার এই অনুরোধ যে এই আদেশ জারি করিবার জন্য এবং বোম্বাই ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া জাহাজের এজেণ্ট এবং তীর্থযাত্রীদিগের দালালদিগকে ইহা জানাইবার জন্য যে সকল উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক তাহা অবলম্বিত হয়।

৪। আমার এই অনুরোধ যে পরিদর্শনের ক্যাম্পের নিমিত্ত একটী স্থান অবিলম্বে পছন্দ করা হয়, এই পত্রে যে সকল উপদেশ প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য করিবার পক্ষে যত শীঘ্র সম্ভব বন্দোবস্ত করা হয় এবং যে সকল বন্দোবস্ত করা হয় তাহার সংবাদ ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট এবং বোম্বাই ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টকে প্রেরণ করা হয়। করাচি বা রাণীগঞ্জে যাইবার নিমিত্ত যত লোক প্রাদেশিক ক্যাম্পে থাকেন তাঁহাদের সংখ্যার এবং তাঁহারা যত সময় পরিদর্শনাধীন থাকিয়াছেন তাহার এক একখানি সাময়িক বিবরণ দিবার নিমিত্ত এবং প্রাদেশিক ক্যাম্প হইতে তীর্থযাত্রীদিগকে স্থলভেদে করাচি বা রাণীগঞ্জের ক্যাম্পে পাঠাইবার জন্য বোম্বাই ও বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সহিত পরামর্শ করিয়া বন্দোবস্ত করিতে হইবে।

জে, পি, হিউয়েট্,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

২৪৯৫ নম্বর।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

হোম ডিপার্টমেণ্ট।

স্বাস্থ্য বিষয়ক।

কলিকাতা, ১৮৯৭ সাল ২০এ নবেম্বর।

বিজ্ঞাপন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৬২৫ নং বিজ্ঞাপনে ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ ধারার (১) প্রকরণের প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে এই আদেশ করা হয় যে ১৮৯৭ সালে হেজাজে তীর্থযাত্রার কালে ঐ তীর্থযাত্রা স্থগিত থাকিবে।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট এরূপ আবশ্যক বিবেচনা করেন না যে তীর্থযাত্রার চলিত কালের মধ্যে তীর্থযাত্রা একবারে বন্ধ করা হয়। কিন্তু বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে মড়কের প্রাদুর্ভাব বহুদূর ব্যাপ্ত হইয়া পড়ায় তুরস্কসুদ্ধ ইউরোপের সমস্ত গবর্ণমেণ্ট ইউরোপে মড়ক যাওয়ার আশঙ্কা আছে বলিয়া দৃঢ়তা সহকারে যে মত প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বিবেচনা করিয়া এবং তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণ কর্তৃক ভারতবর্ষের দূষিত স্থান হইতে অদূষিত স্থানে মড়ক ব্যাপ্ত হইবার যে আশঙ্কা আছে তাহা বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট উক্ত তীর্থযাত্রীগণকে সাবধানে নিয়মের অধীন করা নিতান্ত আবশ্যক মনে করেন।

অতএব মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের হোম ডিপার্টমেণ্টের ১৮৯৭ সালের ২০এ ফেব্রুয়ারি তারিখের ৬২৫ নং বিজ্ঞাপন রহিত করিলেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব আরও আদেশ করিলেন যে অন্য আদেশ না হওয়া পর্য্যন্ত সিন্ধু ভিন্ন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অপর কোন অংশের কোন স্থায়ী বা অস্থায়ী অধিবাসীকে মেক্কায় তীর্থযাত্রায় যাইবার অভিপ্রায়ে ভারতবর্ষের কোন বন্দরে জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব নিম্নলিখিতমত আদেশও করিলেন :—

(১) সিন্ধু প্রদেশের করাচি বন্দর এবং নিম্নবঙ্গ প্রদেশের চট্টগ্রাম বন্দর ভিন্ন অপর কোন বন্দর হইতে, মেক্কায় তীর্থযাত্রার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তিকে জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না। এবং কোন ব্যক্তি কর্তৃক মড়কের বীজ ব্যাপ্ত হইবার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে বলিয়া যতক্ষণ পরিদর্শনার্থ নিরূপিত কোন স্থানের ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের প্রতীতি না জন্মে ততক্ষণ তাঁহাকে তথায় পরিদর্শনাধীনে রাখা না গেলেও এবং পরিদর্শনের স্থান হইতে জাহাজে চড়িবার স্থানে তীর্থযাত্রীদিগকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত হন সেই কর্ম্মচারী ঐ ব্যক্তিকে জাহাজে চড়িবার স্থানে লইয়া না গেলেও তাঁহাকে জাহাজে চড়িতে দেওয়া হইবে না।

(২) তীর্থগমনেচ্ছুক পরিদর্শনাধীন যাত্রীগণকে আটকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত যে সকল স্থান নিরূপিত হয় তদ্ভিন্ন অপর কোন স্থানে হেজাজে যাইবার টিকিট বিক্রয় করা যাইবে না।

(৩) ভারপ্রাপ্ত ডাক্তারের যতক্ষণ এইরূপ প্রতীতি না হয় যে, যে সকল ব্যক্তি হেজাজে যাইবার অভিপ্রায়ে সিন্ধু প্রদেশ ভিন্ন বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অপর কোন অংশে প্রবেশ করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে মড়ক দেখা দিবার আশঙ্কা সম্পূর্ণরূপে দূর হইয়াছে ততক্ষণ সেই সকল ব্যক্তিকে পরিদর্শনের ক্যাম্পে বা তাঁবুতে রাখা হইবে। তাহার পর তাঁহাদিগকে বাড়ী পাঠান যাইবে।

উপরিলিখিত সতর্কতা সহকারে হেজাজে তীর্থযাত্রা করিতে দেওয়া যাইতে পারে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট এইরূপ সিদ্ধান্ত করিলেও সমস্ত অবস্থা বিবেচনায় এবং তুরস্ক গবর্ণমেণ্ট যে কড়াকড় কারান্টাইনের নিয়ম ধার্য্য করিয়াছেন তাহা বিশেষভাবে বিবেচনা করিয়া এবং আরব দেশে উপস্থিত হইয়া তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিগণকে সম্ভবতঃ যে অসুবিধা ও নিগ্রহ ভোগ করিতে হইবে তাহা বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের দৃঢ় বিশ্বাস এই যে তীর্থগমনেচ্ছুক ব্যক্তিরা আগামী তীর্থযাত্রার কাল পর্য্যন্ত আপনাদের সঙ্কল্প হইতে বিরত থাকিলে সুবুদ্ধির কার্য্য করিবেন।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট খুব সম্প্রতি যে সংবাদ পাইয়াছেন তাহা হইতে জানা যায় যে হেজাজে এখনও ঘোর অশান্তি চলিতেছে এবং মেক্কায় গমন করিলে ধন প্রাণ নাশের আশঙ্কা আছে।

জে, পি, হিউয়েট্,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

মুনিসিপাল ডিপার্টমেণ্ট।

মেডিক্যাল।

৫০৭১ নং মেডিক্যাল।

কলিকাতা, ১৮৯৭ সাল ২৬ এ নবেম্বর।

শ্রীযুত ই, আর, হেন্‌রী, সি, এস্, সাহেবের নিকট প্রেরিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী শ্রীযুত এচ্, এচ্, রিস্‌লী, সি, আই, ই, সাহেবের পত্র।

আপনার অবগতির নিমিত্ত হেজাজে তীর্থযাত্রা করিবার চলিত কালের মধ্যে ঐ তীর্থযাত্রা সম্বন্ধে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের এই মাসের ২১ তারিখের ২৫০৫ নং পত্রের প্রতিলিপি পাঠাইতে আদিষ্ট হইয়াছি।

২। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের উক্ত পত্রের ২ পারাগ্রাফ সম্বন্ধে এই আপিসের পোলিটিকাল ডিপার্টমেণ্ট হইতে আদেশ প্রদত্ত হইবে। এরূপ আশা করা যায় যে তীর্থযাত্রীদিগকে সতর্ক করিয়া দেওয়াতে অনেক মুসলমানই এই বৎসর হেজাজ যাত্রা হইতে নিবৃত্ত হইতে পারে।

৩। ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের পত্রের ৩ পারাগ্রাফের লিখিত প্রকারে তীর্থযাত্রীদিগকে চট্টগ্রাম হইতে প্রেরণ করিবার যে সকল বন্দোবস্ত করিতে হইবে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব আপনাকে তাহার ভার প্রদান করিতে স্থির করিয়াছেন। আমার অনুরোধ এই যে আপনি আবশ্যকমত তদন্ত করিবার পর বঙ্গদেশ ও অন্যান্য প্রদেশের তীর্থযাত্রীদিগকে রাণীগঞ্জে গ্রহণ করিবার নিমিত্ত এবং তাহাদিগকে চট্টগ্রামে পাঠাইয়া তথা হইতে জাহাজে উঠাইবার জন্য যে সকল বন্দোবস্ত করিবার প্রস্তাব করেন যতদুর সম্ভব তাহার সম্পূর্ণ ও বিস্তারিত বিবরণ সম্বলিত একখানি রিপোর্ট শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অবগতির নিমিত্ত ও ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাপন করিবার নিমিত্ত অর্পণ করেন। এ বিষয়ে আপনাকে নিম্নলিখিত মন্তব্যও জ্ঞাপন করণার্থ আদিষ্ট হইয়াছি।

৪। রাণীগঞ্জ ক্যাম্প।—কোন জাহাজেই এক হাজারের বেশি লোকের জায়গা হইতে পারে না, এই জন্য ঐ ক্যাম্প এরূপ বড় হওয়া চাই যে উহাতে প্রায় এক হাজার লোক ধরিতে পারে। সানিটরী কমিশনরের সহিত পরামর্শ করিয়া ক্যাম্পের নক্‌সা করিতে হইবে এবং যদি সম্ভব হয়

তাহা হইলে এরূপ বন্দোবস্ত করিতে হইবে যেন ক্যাম্পের কোন অংশে সংক্রামক রোগ দেখা দিলে সমস্ত তীর্থযাত্রীকে আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হইয়া না পড়ে। ক্যাম্পে পর পর ভিন্ন ভিন্ন তীর্থযাত্রীর দলকে থাকিতে হইবে বলিয়া জল সরবরাহ ও পাইখানা সম্বন্ধে ও যে প্রণালীতে মল স্থানান্তর ও তাহার বিলিব্যবস্থা করিতে হইবে তৎসম্বন্ধে বিশেষ দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তীর্থযাত্রীদিগকে ক্যাম্পে আটক করিয়া রাখিবার সময় তাহাদিগের খাদ্য সরবরাহ করা আবশ্যক হইবে; এস্থলে মন্তব্য এই যে, এই বিষয়ে ও স্ত্রী যাত্রীদিগের বাসা দিবার সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত তদ্বিষয়ে প্রধানং জন কয়েক তীর্থযাত্রীর দালালের সহিত পরামর্শ করিলে ভাল হয়। ক্যাম্পের কিয়দংশে উৎকৃষ্টতর থাকিবার জায়গার বিধান করিয়া তাহা উচ্চ শ্রেণীর তীর্থযাত্রীদের জন্য স্বতন্ত্র করিয়া রাখা উচিত কি না ইহাও আপনাকে বিবেচনা করিয়া দেখিতে হইবে। তীর্থযাত্রীর দালালদের থাকিবার বন্দোবস্ত করা চাই, তাহারা ক্যাম্পেই আপনাদের ব্যবসা চালাইবে। এসম্বন্ধে মন্তব্য এই যে, সাধারণ তীর্থযাত্রীরা যে অংশ দখল করিবে দালালদের থাকিবার স্থান তাহা হইতে পৃথক রাখিতে হইবে। ক্যাম্প তীর্থযাত্রীদিগকে গ্রহণ করিবার উপযুক্ত হইলেই প্রধানং মুসলমান, দালাল ও গ্রাম্য চৌকীদার দ্বারা ঐ কথা যতদূর সম্ভব প্রচার করিতে হইবে। গমনেচ্ছু তীর্থযাত্রীরা যাহাতে কলিকাতায় প্রবেশ না করিয়া একবারে ক্যাম্পে যায় তাহাদিগকে এইরূপে উৎসাহিত করা বাঞ্ছনীয়। আমার পরামর্শে, যে পথ দিয়া তীর্থযাত্রীদের যাওয়া উচিত প্রত্যেক জিলায় তাহার বিজ্ঞাপন দিলে ও তীর্থযাত্রীদিগকে আটকাইয়া ক্যাম্পে লইয়া যাইবার জন্য নৈহাটী ও রাণীগঞ্জে বা থানায় দালাল রাখিলে ঐ অভিপ্রায় সিদ্ধ হইতে পারে।

৫। টিকিট বিক্রয়।—তীর্থযাত্রীদিগকে আটক করিয়া রাখিবার জন্য যে সকল স্থান নির্দ্দিষ্ট হয় হোম ডিপার্টমেণ্টের ২০এ নবেম্বরের ২৪৯৫ নং বিজ্ঞাপন অনুসারে কেবল সেই সকল স্থানেই হেজাজে যাইবার টিকিট বিক্রয় করা যাইতে পারিবে। এই নিয়মটি বহুলোকে জানিতে পারিলে ও এই নিয়মানুসারে ভালরূপ কার্য্য করিতে পারিলেই উপস্থিত প্রস্তাবটির অধিক পরিমাণে সফলতা লাভ করিবার সম্ভাবনা। এই বৎসরের প্রথম কয়েক মাস বহুসংখ্যক তীর্থযাত্রী বোম্বাইয়ে টিকিট ক্রয় করিয়া জাহাজে উঠিতে না পাওয়ায়, কলিকাতা হইতে যে সকল তীর্থযাত্রী লইয়া যাইবার ষ্টীমার বা পাইলভরে গামী আরবদেশীয় জাহাজ সুপসাগরে বা পারস্য উপসাগরে যায় তাহাতে উঠিতে পারিবে এই আশা করিয়া কলিকাতায় আসিয়াছিল। যাহাতে পুনর্ব্বার এরূপ না হইতে পারে তন্নিমিত্ত সাবধান হইতে হইবে। এ বিষয়ে পরামর্শ এই যে, আপনি এখানে ও বোম্বাইয়ে এবং অপার ইণ্ডিয়ার সমস্ত বড়ং নগর ও সহরে এই কথা প্রচার করিয়া দিবেন যে কোন টিকিটে যদি কোন ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারীদের স্বাক্ষরিত এমন সার্টিফিকেট লিখিত না থাকে যে (১) ঐ টিকিট ঐ ক্যাম্পে বিক্রয় করা হইয়াছে এবং (২) টিকিটধারীকে প্রস্থান করিবার সময় পর্য্যন্ত পরিদর্শনাধীনে আটক রাখা হইয়াছিল, তাহা হইলে ঐ টিকিট কায়েম টিকিট বলিয়া গ্রাহ্য করা যাইবে না। তীর্থগমনেচ্ছুক সকল ব্যক্তিকে ইহাও পরিষ্কার করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইবে যে, যাহার জেদ্দায় ফিরিয়া আসিবার টিকিট ক্রয় করিবার টাকা নাই তাহাকে রাণীগঞ্জ ক্যাম্পে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে না। যে তীর্থযাত্রীরা অন্যান্য প্রদেশ হইতে আসিবে তাহাদের ইতিপূর্ব্বেই টিকিট লইয়া আসা আবশ্যক।

৬। রাণীগঞ্জ হইতে চট্টগ্রামে গমন।—নির্দ্দিষ্টসংখ্যক তীর্থযাত্রী গ্রহণ করণার্থ চট্টগ্রামে কোন জাহাজ প্রস্তুত আছে রাণীগঞ্জে এই সম্বাদ প্রাপ্ত হওয়া গেলেই, ক্যাম্পের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী পরিদর্শনাধীন ব্যক্তিদের মধ্য হইতে ঐ সংখ্যক লোক বাছাই করিবেন ও তাহাদিগকে ডাক্তারের দ্বারা পরীক্ষা করাইবেন। তাহার পর তাহাদিগকে প্রহরীর জিম্মায় স্পেশল ট্রেনে কুষ্টিয়ায় লইয়া যাইতে হইবে। তথা হইতে চাঁদপুরে যাইবার জন্য তাহারা একখানি স্পেশল ষ্টীমারে উঠিবে। তাহাদিগকে চট্টগ্রামে লইয়া যাইবার জন্য চাঁদপুরে একখানি স্পেশল ট্রেন তৈয়ারি থাকা চাই। আমার অনুরোধ এই যে, যে সকল রেলওয়ে ও ষ্টীমার কোম্পানির সহিত এ কার্য্যের সংস্রব আছে তাঁহাদের সহিত লেখালেখি করিয়া এই সকল বন্দোবস্তঘটিত প্রত্যেক বিষয় স্থির করা হয় এবং রাণীগঞ্জ হইতে চট্টগ্রাম যাত্রার পথে কোন্ কোন্ স্থানে তীর্থযাত্রীরা আহার করিবার জন্য নামিতে পারিবে তৎপ্রকাশক একখানি টাইম টেবিল সমেত সম্পূর্ণরূপে ঐ সকল বিষয় রিপোর্ট করা হয়। যাত্রাকালের মধ্যে তাহাদিগকে কি প্রকারে জল সরবরাহ করা যাইবে ইহাও উল্লেখ করিতে হইবে। কুষ্টিয়ায় জাহাজে উঠা, চাঁদপুরে জাহাজ হইতে নামা এবং চট্টগ্রামে জাহাজে উঠা এই সকল কার্য্য দিবাভাগে করা বিশেষ আবশ্যক।

৭। চট্টগ্রামে জাহাজে উঠা।—চট্টগ্রাম হইতে তীর্থযাত্রীদের জাহাজ ছাড়িবার সময়ের নুটিস গ্রহণার্থ তীর্থযাত্রীদের জাহাজ বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের ৮ ধারানুসারে চট্টগ্রামের পোর্ট আপিসরকে নিযুক্ত করা হইবে। উক্ত আইন ও উক্ত আইন অনুসারে প্রণীত বিধির বিধানমতে ঠিক কার্য্য হইতেছে ইহা দেখা তাঁহার কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে।

তীর্থযাত্রীদিগকে জাহাজে উঠাইয়া দিবার সম্বন্ধে কোন গোলযোগ হইবার আশঙ্কা নাই। চাঁদপুর হইতে যে ট্রেনে তাহাদিগকে লইয়া আসা হইবে তাহা জাহাজের পার্শ্বে আনা হইবে এবং তৎকালের জন্য প্রস্তুত জেটীর উপর দিয়া তাহারা জাহাজে উঠিবে। তাহারা নগরে প্রবেশ করিতে কিম্বা চট্টগ্রামের অধিবাসীদের সহিত কোনরূপ সংস্রব রাখিতে না পারে ইহা দেখিবার জন্য পোর্ট আপিসরকে আদেশ করা হইবে।

৮। জাহাজের দ্রব্য সামগ্রী।—আপনি দেখিবেন যে, চট্টগ্রাম হইতে যে সকল জাহাজ ছাড়ে তৎসম্বন্ধে কোন সমাচার প্রাপ্ত হওয়া গেলে বোম্বাইয়ের গবর্ণমেণ্ট এই গবর্ণমেণ্টকে ঐ সমাচার দেন উক্ত গবর্ণমেণ্টকে এইরূপ অনুরোধ করা হইয়াছে। কিন্তু বোম্বাইয়ের এজেণ্ট ও জাহাজওয়ালাদের চট্টগ্রাম বন্দরের অবস্থা সম্বন্ধে সবিশেষ অভিজ্ঞতা না থাকিতে পারে এবং এই বিষয়ে অনভিজ্ঞতা বশতঃ ও ঝড়ে চট্টগ্রামের ক্ষতি হইয়াছে বলিয়া আশঙ্কা থাকায় তাঁহারা আপন আপন অভিপ্রায় ব্যক্ত করিতে তত ইচ্ছুক না হইতে পারেন এই বিবেচনায় আপনাকে এই পরামর্শ দেওয়া যাইতেছে যে, আপনি আলোর বয়ার ও নঙ্গরের বন্দোবস্ত, ভাটার সময় চড়ায় কত জল থাকে, জাহাজ সজ্জিত করিবার, মেরামত করিবার ও দ্রব্য সামগ্রী পাইবার কিরূপ সুবিধা আছে, চট্টগ্রাম সম্বন্ধীয় এইরূপ সকল প্রধান২ বিবরণ কলিকাতার পোর্ট আপিসরের নিকট হইতে জানিয়া লইয়া সাধারণতঃ যে সকল জাহাজওয়ালা হেজাজে যাত্রী লইয়া যায় তাহাদিগের নিকট ঐ সকল বিষয়ের একটি সংক্ষেপ বিবরণ পাঠাইয়া দিবেন।

৯। যাত্রাকালের জন্য খাদ্য সরবরাহ।—পরিশেষে, তীর্থযাত্রীদের জাহাজ বিষয়ক ১৮৯৫ সালের আইনের ১২ ও ১৮ ধারা এবং ৩১ ও ৩২ বিধির প্রতি আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি। এরূপ বিশ্বাস করা যায় যে তীর্থযাত্রীরা সাধারণতঃ জাহাজে উঠিবার পূর্ব্বেই আপন২ খাদ্য ক্রয় করিয়া জাহাজে লইয়া আইসে। জাহাজে উঠিবার যে প্রণালীর এক্ষণে প্রস্তাব করা যাইতেছে তদনুসারে উক্তরূপ করা সম্ভব হইবে বলিয়া বোধ হয় না। আমার অনুরোধ এই যে আপনি জাহাজের দালাল ও চার্টররদের সহিত লেখালেখি করিয়া এই বিষয়ে বিশেষ তদন্ত লইবেন ও খাদ্য সরবরাহ সম্বন্ধে কিরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত তৎসম্বন্ধে রিপোর্ট করিবেন।

এচ্, এচ্, রিসলী।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ ডিসেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 5099M.—The 26th November 1897.—Whereas a notification No. 640T.M., dated the 15th September 1897, was published at page 217, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 22nd idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of section 252 of Part VI of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as amended by Bengal Acts IV of 1894 and II of 1896, to the Barisal Municipality, in the district of Backergunge and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Barisal Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৫০৯৯ এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ২৬ নবেম্বর।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত বরিশাল মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৪ সালের বঙ্গীয় ৪ আইন ও ১৮৯৬ সালের বঙ্গীয় ২ আইন দ্বারা সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ষষ্ঠ পরিচ্ছেদের ২৫২ ধারার বিধান প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ১৫ সেপ্টেম্বর তারিখের ৬৪০ টি, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২২ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ২১৭ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং বরিশাল মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

এচ্, এচ্, রিসলী,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ ডিসেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ৫ই নবেম্বর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রি-সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।—

১৮৯৭ সালের ১৯ নম্বর।

পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন অধিকতর সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইন অধিকতর সংশোধন করা বিহিত, অতএব এতদ্দ্বারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

সংক্ষেপ নাম ও আরম্ভের কথা।

১ ধারা। (১) এই আইনটিকে পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইন বলা যাইতে পারিবে, এবং

(২) ইহা অবিলম্বে আমলে আসিবে।

১৮৮৬ সালের ১২ আইনের ৩ ধারায় "পেট্রোলিয়ম" শব্দের নূতন অর্থ নির্দ্দেশ বসাইবার কথা।

২ ধারা। পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইনের ৩ ধারায় (১) দফার পরিবর্ত্তে নিম্নলিখিত দফাটি বসাইতে হইবে, অর্থাৎ—

'(১) "পেট্রোলিয়ম" শব্দে—

(ক) যে সকল তরল পদার্থ মাটিয়া তৈল, রাঙ্গুন তৈল, ব্রহ্মদেশীয় তৈল, কেরোসাইন, প্যারাফাইন তৈল, খনিজ তৈল, পেট্রোলাইন, গ্যাসোলাইন, বেঞ্জোল, বেঞ্জোলাইন ও বেঞ্জাইন নামে সাধারণতঃ খ্যাত;

(খ) যে কোন আশুজ্বলনশীল তরল পদার্থ পেট্রোলিয়ম বা পাথরিয়া কয়লা বা শ্লেটাকার প্রস্তর বা উদ্ভিজ্জ বস্তুজাত মৃত্তিকাদি বা অন্য কোন আলকাতরার তুল্য দ্রব্য হইতে বা পেট্রোলিয়মজাত কোন বস্তু হইতে প্রস্তুত হয়, এবং

(গ) অন্য দ্রব্যের সহিত পূর্ব্বোক্ত কোন তরল পদার্থ মিশাইয়া যে কোন তরল বা আটাল মিশ্র হয়—

তাহাও গণ্য।

কিন্তু যে কোন তৈল সাধারণতঃ মসৃণ করিবার নিমিত্ত ব্যবহৃত হয়, এবং যাহার প্রভানির্গম স্থল ফারণহিটের তাপমান যন্ত্রের দুইশত অংশ বা তদুপরি হয় পেট্রোলিয়ম শব্দে তদ্রূপ কোন তৈল বুঝায় না।'

১৮৮৬ সালের ১২ আইনের ৪ ধারায় নূতন প্রকরণ যোগ করিবার কথা।

৩ ধারা। উক্ত আইনের ৪ ধারায় নিম্নলিখিত প্রকরণটি যোগ করিতে হইবে, অর্থাৎ:—

'(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া নূতন বা

A Bill to further amend the Petroleum Act, 1886.

পরিবর্ত্তিত পরীক্ষা ও ঐ সকল পরীক্ষার আয়োজন ও প্রয়োগার্থ উপদেশ নির্দ্দেশ করিয়া এই আইনের তফসীলের পরিবর্ত্তন বা তাহাতে যোগ করিতে পারিবেন। এবং ঐ তফসীল পরিবর্ত্তিত হইলে বা উহাতে যোগ করা গেলে এই আইনে ঐ তফসীলের উল্লেখ হইলে তাহার এইরূপ অর্থ করিতে হইবে যেন উপস্থিত সময়ের ঐরূপে পরিবর্ত্তিত বা যোগ করা ঐ তফসীলের উল্লেখ হইয়াছে। ”

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

রং, বার্ণিশ ও ঐরূপ অন্যান্য যে সকল দ্রব্যের মধ্যে আশুজ্বলনশীল পদার্থ থাকে তাহার আমদানী, তাহা নিকটে রাখা ও তাহা চালান দিবার সম্বন্ধে সতর্কতা অবলম্বনের আবশ্যকতা বিষয়ে ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টকে জ্ঞাত করা হইয়াছে ও এই বিষয়ে শ্রীশ্রীমতীর ষ্টেট সেক্রেটরী সাহেবের সহিত লিখন পঠনাদিও হইয়াছে। এই জন্য পাণ্ডুলিপির ২ ধারাক্রমে এক্ষণে প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, পেট্রোলিয়ম বিষয়ক ১৮৮৬ সালের আইনের (১৮৮৬ সালের ১২ আইন) বিধান উক্ত রূপ পদার্থ সম্বন্ধেও খাটিবে। যে সকল তরল পদার্থ ইতিপূর্ব্বেই “ পেট্রোলিয়ম ” শব্দের অর্থের অন্তর্গত করা হইয়াছিল তাহার কোনটির সহিত অপর দ্রব্য মিশাইয়া তরল বা আটাল মিশ্র প্রস্তুত হইলে তাহাও যাহাতে ঐ শব্দের অর্থ মধ্যে গণ্য হয় এইভাবে উহার অর্থ প্রসারিত করা গেল। এই উপলক্ষে অর্থনির্দ্দেশটি উৎকৃষ্টতর আকারে রচিত হইল, কাজের পরিবর্ত্তন এই যে কএকটি শব্দ সংযোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে মাত্র।

২। আইনের তফসীলে যে সকল পরীক্ষা ও যন্ত্র নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদ্ভিন্ন অন্য পরীক্ষা ও যন্ত্রও কোন কোন স্থলে প্রয়োগ করিলে সুবিধা হইতে পারে দেখা গিয়াছে। এই কারণে পাণ্ডুলিপির ৩ ধারা দ্বারা আইনের ৪ ধারায় যে সংযোগ বিহিত হইল তাহা এই অভিপ্রায়ে করা গেল যে তাহার বলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ইণ্ডিয়া গেজেটে সময়ে সময়ে বিজ্ঞাপন দিয়া ঐ তপসীল পরিবর্ত্তিত বা উহাতে সংযোগ করিতে পারিবেন।

সি, এম, রিবাজ।

১৮৯৭ সাল ২৭এ অক্টোবর।

জে, এম, ম্যাককাস´ন,

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

CHUNDER NATH BOSE,

Bengali Translator.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, DECEMBER 7, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ৭ ডিসেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৪৪৬	পদ্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	২০২৪	......
৪৬০৫	চর সমসদী বালিগাও পং সায়েস্তানগর।	১৪৪৫	ঐ	......	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	......	৭৪৮৶৮	......
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪	ঐ	......	হরিমোহন ঘোষাল	......	৯৮	......
১৭২৫	মৌজা চিকনীকান্দী পং চন্দ্রদ্বীপ।	......	......	এজমালী— ।৵৪॥৻৭ = $\frac{১}{৪}$ তিন অংশ নিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৮৭	......	২৮১৮৶৮
১৯৯৪	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৫৭০।৵১১॥	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	রামনারায়ণ সেন গং	......	১৪২।৵৮॥	......
১৯৯৭	তালুক ফতে মাহামুদ পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৭৩৮৶৯	ঐ	......	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	......	৯২৴৮	......
১৬৭৭	তালুক সৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী— ৮৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৮৶৪	......	২৩।৶১১॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপারজোর গং পং বোজরগোমেদপুর।	৫১৪৵০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	......	৯৯৮৶১১	......
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর সাবাজপুর।	১৪৯৪।৵৫	ঐ	......	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	......	১৩১৵৪	......
১৯১৬	(১০ গণ্ডা জমিদারী তপ্পে হাবেলী সৌলিমাবাদ।	১০৪৫।৶৯।।	ঐ	......	সৌদামিনী গুপ্তা গং।	......	১১১৵৫।।	......
৫২৫৬	চর উমেদ মহালাধীন ৬৪ নং যোত পং জজীরা।	৯৫৮৵৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	হরিচরণ হাওলাদার গং।	......	২৩৫৵৩	......
৫২৪৩	চর পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরমকররি তালুক গুপিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পং দক্ষিণ সাবাজপুর।	৪০৭৩৵৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে	......	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	......	৫৪১)	......

টিকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্রবিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. Bell,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোলা মং মামুদরাজা।	১৬৭০৮৵ ১০।।	......	অবশিষ্ট ...	শশীকুমার পোদ্দার গং।	৯১৬।৵২৮	......	২৬৭।।০
৯০১৩	চর মুজাপুরের মধ্যগত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২)	ষোলআনী	......	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা গং	......	১৭৮৵	......

Dacca Collectorate,
The 18th November 1897.

Okhoy Coomar Sen,
For Collector.

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মলিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজিব নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যত-দূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হই-য়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর ...	মোট মহালের ৩ ভাগ অংশ।	।১০ চারি আনা দশ-পাই মাত্র।	থানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিঘা গ্রাম-নিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫-৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টিফিকেট জারিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরের কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. MANISTY,
Collector.

জিলা নদীয়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নদীয়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৭শে পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
১০৯৭	সিমুলিয়া পরগণে শ্রীনগর ...	একর — ২০.৮৬ অর্থাৎ ৬৩/২। বিঘা।	টাঃ আঃ পাঃ ১৬৲ ০ ০	.

কালেক্টরের কাছারি
জেলা নদীয়া
তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল।

R. A. Rossiter,
For Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ ...	......	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্জ্জন ষ্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫॥৶১১	......
			খাস মহাল টেনিউর —					
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৸১	সম্পূর্ণ ...	......	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	......	১৪৯৵৫	......
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজমতুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৸৵৭	ঐ	. . . .	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	......	১০০॥৯	......
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭।৶৪	ঐ	...	জমিয়ত আলি ...	......	৪৮৭।০	......
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯॥১১	ঐ	......	ঐ	......	৩৭৩।৴৬	......
১৬৮৬	চর আলেকজেণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৸৴৭	ঐ	......	নবকুমার বসু ...	......	১৩৬৵৯	......
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৸৯	ঐ	......	ঐ	......	১৭০।৵৯	......

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা বর্দ্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পরগণা পাটুলী।	৫৭৮৬৫৩	......	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী	২৮৯৩।৴১০	......	৪৪৻৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৸৶০	......	এজমালি অংশ—দেবীপুর, দড়িবাজে জমি বাজে আপ্তি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মৌজায় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৸৶০	......	৩৸৴৭

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Suri, the 18th November 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫,৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেইস্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১	মহাল আলমপুর পরগণে আলমপুর।	৯২৯৬৬।।/৮ পুলিস ১০৪৯।৵৫	না	১।০ নং অংশ ।৵৬৮৪।।৵১০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবেক না।	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৪২৬৩৭/৩ পুলিস ৪৮২।৫	......	২৩১।।৵৪
১৬৭নং	মহাল ধুবরা পরগণে পাচ নউর।	১৯৪১৩।৵১ পুলিস রেভিনিউ ২১৩/৪	না	১৬৭।২ নং অংশ /১৪।১৬।।৵০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর অন্নপূর্ণা দাসী দিগর।	২০০৬৸৩ পুলিস ২২/৩	......	৭।।১০

[ILLEGIBLE.]
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২।।০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত দর ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ।।০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১	এক পৌণ্ড টিন		১৮৲	বা ডাক	মাশুল	সমেত		১৮৷৵০
॥	আধ	,, ,,	৯৲	,,	,,	,,	,,	৯॥০
।	শিকি	,, ,,	৪॥০	,,	,,	,,	,,	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারান্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেন্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিন্টেণ্ডেন্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেন্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাসুল	,,	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাসুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাসুল		৵০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৵০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাসুল		৵০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গালা সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর /০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য —কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।— উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ইষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

সাধারণকে এতদ্দ্বারা অবগত করা যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত মুন্সিগঞ্জের নিকট ধলেশ্বরী নদীর তটে প্রতি বৎসর যে কার্ত্তিক বারুণী মেলা হইয়া থাকে তাহা খৃষ্টীয় ১৮৯৭ সালের ২৫এ নবেম্বর অর্থাৎ বাঙ্গালা ১৩০৪ সালের ১১ই অগ্রহায়ণ তারিখে আরম্ভ হইয়া ১৮৯৮ সালের ৫ই জানুয়ারি তারিখ পর্য্যন্ত থাকিবে। ব্যবসায়ী ও বিক্রেতাগণ ও অন্যান্য ব্যক্তি এই ছয় সপ্তাহ কালের মধ্যে ক্রয় বিক্রয় করিতে পারিবেন।

জিলা বোর্ডের আপিস,
ঢাকা, ১৮৯৭ সাল ২৮এ অক্টোবর।

কে, মহম্মদ ইউসুফ্,
চেয়ারম্যানের পরিবর্ত্তে।

কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট প্রেস যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুত জেমস পেটী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 79a—6-12-97—1913—120

Numb. 3046 [৩০৪৬]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 14, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৪ ডিসেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 5267M.—The 1st December 1897.—It is hereby notified for general information that the Lieutenant-Governor is pleased, in the exercise of the power conferred on him by section 414 of the Calcutta Municipal Consolidation Act, II of 1888, to confirm the following revised bye-law relating to the wearing of metal tickets by the drivers of carts, which has been framed by the Commissioners of the Calcutta Municipality under section 412 of the said Act:—

"Every driver of a registered cart shall, at all times while acting as such driver, wear a metal ticket exposed to view, marked or engraved with a number corresponding with the registration number of the cart; and such ticket shall, on application, be delivered by the Commissioners free of cost at the time of the registration of the cart to the owner or the person in charge at the time for the use of the driver of the cart for the time being. On the expiry of the period for which such license is granted, the owner or person in charge of the cart is bound to return such ticket to the Commissioners. But in the case of the words or figures on the metal ticket becoming disfigured or obliterated, or of a metal ticket being lost or stolen within the period for which such ticket is issued, a duplicate ticket may, with the sanction of the Commissioners, be issued on payment of a fee of two rupees."

H. H. RISLEY,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৫২৬৭ এম্, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১ ডিসেম্বর।—সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের প্রতি কলিকাতার মুনিসিপল আইন সংগ্রহ বিষয়ক ১৮৮৮ সালের ২ আইনের ৪১৪ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তদনুসারে কার্য্য করিয়া তিনি গরুর গাড়ির গাড়ওয়ানদের ধাতুনির্ম্মিত টিকিট ধারণ করণ সম্বন্ধে উক্ত আইনের ৪১২ ধারাক্রমে কলিকাতা মুনিসিপালিটীর কমিশনরদের প্রণীত নিম্নলিখিত সংশোধিত উপবিধি দৃঢ় করিলেন।

"রেজিষ্টরীকরা গরুর গাড়ির প্রত্যেক গাড়ওয়ান গাড়ী চালাইবার সময়ে সকলে দেখিতে পায় এমন করিয়া একখানি ধাতুনির্ম্মিত টিকিট ধারণ করিবে। গরুর গাড়ির রেজিষ্টরীর যে নম্বর ঐ টিকিটে সেই নম্বর চিহ্নিত বা খোদিত থাকিবে। দরখাস্ত করা হইলে, যখন যে গাড়ওয়ান থাকে তাহার ব্যবহারের জন্য গাড়ী রেজিষ্টরী করিবার সময়ে কমিশনরগণ বিনা খরচায় এইরূপ একখানি টিকিট গাড়ির মালিক বা গাড়ী যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহাকে দিবেন। যে সময়ের নিমিত্ত লাইসেন্স দেওয়া যায় তাহা অতীত হইলে গাড়ির মালিক কিম্বা যে ব্যক্তির জিম্মায় গাড়ী থাকে সেই ব্যক্তি কমিশনরগণকে ঐ টিকিট ফিরাইয়া দিতে বাধ্য। কিন্তু যে সময়ের নিমিত্ত ধাতুনির্ম্মিত টিকিট দেওয়া যায় যদি সেই সময়ের মধ্যে উহার শব্দ বা অঙ্কগুলি বিকৃত হয় বা উঠিয়া যায় কিম্বা ঐ টিকিট খোয়া বা চুরি যায় তবে দুই টাকা ফি দেওয়া গেলে কমিশনরগণের মঞ্জুরিক্রমে দোকর টিকিট দেওয়া যাইতে পারিবে।"

এচ্, এচ্, রিসলী,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, DECEMBER 14, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ১৪ ডিসেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৫৪৬	পাদ্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩)	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	২০২৪)	......
৪৬০৫	চর সমসদী বালিগাও পং সায়েস্তানগর।	১৪৪৫)	ঐ	. ...	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	......	৭৪৮৶৮	.. ...
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪)	ঐ	......	হরিমোহন ঘোষাল	.. ..	৯৮)	... ..
১৭২৫	মৌজা চিকনাকান্দা পং চন্দ্রদ্বীপ।	......	......	এজমালী— ।৶৪॥৻৭ $\equiv \frac{1}{8}$ তিল অংশ নিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৮৭	......	২৮১৮৶৮
১৯৯২	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৫৭০।৶১১॥	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	রামনারায়ণ সেন গং	...	১৪২।৶৮॥	......
১৯৯৭	তালুক ফতে মাহামুদ পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৭৩৮৶৯	ঐ	......	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	.. .	৯২৴৮	......
১৬৭৭	তালুক সৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	.. ...	এজমালী— ৮৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৮৶৪	....	২৩।৶১১॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপারজোর গং পং বোজরগোমেদপুর।	৫১৪৵০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	......	৯৯৮৶১১	......
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর সাবাজপুর।	১৪৯৭।৵৫	ঐ	......	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	......	১৩১৵৪	......
১৯১৬	(১০ গণ্ডা জমিদারী তপে হাবেলী সালিমাবাদ।	১০৪৫।৶৯॥	ঐ	......	সৌদামিনী গুপ্তা গং।	...	১১০৵৭।	......
৫২৫৬	চর উমেদ মহালাধীন ৬৪ নং যোত পং জজীরা।	৯৫৮৵৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	হরিচরণ হাওলাদার গং।	....	২৩১৵৩	......
৫২৪৩	চর পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরমকরারি তালুক গুপিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পং দক্ষিণ সাবাজপুর।	৪০৭৩৵৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে	.. ..	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	. .	[illegible]	.

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্রবিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. Bell,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলির মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোলা মং মামুদরাজা।	১৬৭০৮৵ ১০॥	......	অবশিষ্ট ...	শশীকুমার পোদ্দার গং।	৯১৬।৵২৮	. ...	২৬৭॥২।
৯০১৩	চর মুজাপুরের মধ্যগত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২)	ষোলআনী	......	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা গং	.. ...	১৭৮৮৵	...

Dacca Collectorate,
The 18th November 1897.

Okhoy Coomar Sen,
For Collector.

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মলিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত :—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০্ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০্ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর ...	মোট মহালের ৩ ভাগ অংশ।	।১০ চারি আনা দশ-পাই মাত্র।	থানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রামনিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫-৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টিফিকেট জারিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরের কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. MANISTY,
Collector

জিলা নদীয়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নদীয়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৭শে পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে। —

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক. নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
		একর—	টাঃ আঃ পাঃ	
১০৯৭	সিমুলিয়া পরগণে শ্রীনগর ...	২০.৮৬ অর্থাৎ ৬৩/২। বিঘা।	১৬৲ ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা নদীয়া
তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল।

R. A. ROSSITER,
For Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ ..	....	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্জ্জন ষ্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	.	৫০৫৫॥৶১১	.....
			খাস মহাল টেনিউর —					
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৸৬	সম্পূর্ণ ...	..	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	.....	১৪৯৶৫	......
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজ.- তুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৸৶৭	ঐ	. . .	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	......	১০০॥৯	......
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭৶৪	ঐ	.....	জমিয়ত আলি ..	......	৪৮৭।০	......
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯॥১১	ঐ	.. ...	ঐ	......	৩৭৩।৴৬	......
১৬৮৬	চর আসেকজেণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৸৭	ঐ	. ...	নবকুমার বসু ...	......	১৩৬৶৯	......
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৸৯	ঐ	....	ঐ	......	১৭০৶৯	......

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা বর্দ্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্ন-লিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পরগণা পাটুলা।	৫৭৮৬৸৩	......	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী দিং।	২৮৯৩।৴১০	......	৪৪৻৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৬৸৴০	......	এজমালি অংশ দেবীপুর, দড়িবাজে জমি বাজে আপ্তি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মৌজায় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৬৸৴০	.....	৩৬৴৭

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE.
Dated Suri, the 18th November 1897.

F. N. FISCHER,
Collector

জেলা ত্রিপুরা।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন খ।

৬৫৫ নং—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদি নিম্নের লিখিত বাকী রাজস্ব আগামী রাজস্ব দিবার শেষ দিনে অর্থাৎ ১৮৯৮ ইং ১২ জানুয়ারি তারিখে বা তৎপূর্ব্বে না দেওয়া হয় তাহা হইলে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে উক্ত বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৯৮ ইং ২৫শে মার্চ্চ তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইং ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	যে দাবির জন্য নিলাম হইবে তাহার প্রকার ও পরিমাণ।
১৯৩৩	মেয়াদি বন্দোবস্তী জোয়ার দৌলতপুর পং বরদাখাত ১২৬১ সন হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসর।	১৩৭৯৶ ৫১০	সম্পূর্ণ	......	উমা নাথ ঘোষ গং	......	১৭৸৵৬	......	দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ক্রোকী মহাল ১৮৯৭ ইং ২৮শে সেপ্টেম্বরের দেয় বাকী ১৭৸৵৬ পাই।

টীকা।—যে স্থলে উপরুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

যে২ প্রকারের বাকির এই ইস্তাহারের ফারম ব্যবহার হইবে তাহা আইনের ৫ ধারাতে উল্লিখিত আছে এবং তদনুসারে ১০ ঘরের বিবরণ লিখিতে হইবে।

TIPPERA COLLECTORATE, J. KENNEDY,
The 7th December 1897. *Collector.*

জিলা রাজসাহী।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ইং ১১ই জানুয়ারি মোঃ ১৩০৪ বাং ২৮ পৌষ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ২। ২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং ৬ হিস্যা বিশেষ নং ১।	হাটরা দিগর পরগণে তেগাছী।	৯৩০৸৴০	......	* ৷৵০ আনা	ধনরাজ মল ওরফে ঝড়ু বাবু, বজাজ হীরালাল বাবু বজাজ গিরীধারী বজাজ।	৫৮১৸৴০	......	১৭

* উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

RAJSHAHI COLLECTORATE, R. S. GREENSHIELDS,
The 7th December 1897. *Collector.*

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫,৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১	মহাল আলমপুর পরগণে আলমপুর।	৯২৯৬৬৸৶৵ পুলিস ১০৪৯।৶৫	না	১।০ নং অংশ ।৶৬৮৪৸৶১০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবেক না।	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৪২৬৩৭৶৩ পুলিস ৪৮২।৫	......	২৩৷৸৶৪
১৬৭নং	মহাল জুবড়া পরগণে পাচ নউর।	১৯৪১৩৶১ পুলিস রেভিনিউ ২১৩৶৪	না	১৬৭।২ নং অংশ /১৪।১৬৸৶০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর, অন্নপূর্ণা দাসী দিগর।	২০০৬৮৩ পুলিস ২২৶৩	......	৭৸১০

E. A. Gait,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates : per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8 ;* per eight-ounce tin, *Rs. 5 ;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates : per four-ounce tin, *Rs. 3 ;* per eight-ounce tin, *Rs. 6 ;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥৹ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।৹, আট ঔন্স টিনের ॥৹ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸৹ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১	এক	পৌণ্ড	টিন	১৮৲	বা	ডাক	মাশুল সমেত	১৮৸৹
॥	আধ	,,	,,	৯৲	,,	,,	,, ,,	৯॥৹
।	শিকি	,,	,,	৪॥৹	,,	,,	,, ,,	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance :—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the Mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্ন লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০
ডাকমাসুল	,,	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৫১
ডাকমাসুল	,,	১১
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাসুল		৴০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর এক২ আনা।
ডাকমাসুল		৴০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এল, বেকার।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮১ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৵০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮১ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

For SALE at the BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল্য ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৵০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্টারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেসে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেন্টের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞানুসারে নৌভঙ্গ গ্রাহকস্বরূপ পোর্ট-কমিশনরেরা নিম্নলিখিত যে সকল দ্রব্য অধিকারে লইয়াছেন তাহার মূল্য ১০০৲ টাকার অধিক হওয়াতে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭৬ ধারার বিধানমতে তাহার বর্ণনা সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল :—

তারিখ।	প্রাপণের নম্বর।	দ্রব্যের বর্ণনা।	কাছাকাছি মূল্য।	যে স্থানে পাওয়া গেল।	যে স্থানে আছে।
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।	৪ পি, এ,	শাল (মোটা তুলার) ... ১৩ খানি ভিন্ন২ রঙ্গের ডোরা কাটা সূতীবস্ত্র ... ... ৯ „ ড্রিল (ডোরা কাটা ও শাদা)... ১৪ „ বেগুনিয়া রংঙ্গের ডোরা কাটা কটন রোল ... ১ „ তুলা ও পাট মিশ্রিত শাদা চাদর ... ... ২ „ লাল রঙ্গের সূতীকাপড় ... ১ „ লাল রঙ্গের পশমী কম্বল ... ৩ „ কাশ্মিরী চাদর ... ১ „ লাল, সবুজ ও কাল রঙ্গের সার্জ ... ... ৩ „ লাল ও সবুজ ফ্লানেল ... ২ „ নীল রঙ্গের সূতীবস্ত্র (চেক) ... ২ „ সৌখিন রঙ্গিন শাড়ী (সূতী). ১২ „ রেশম ও সূতা মিশ্রিত চাদর ৬ „ নানা রঙ্গের সামান্য বস্ত্রাদি ... ৫ „ মিশ্রিত টের্চা বুননের কাল রঙ্গের রোল ... ১ „ গাঢ় নীল রঙ্গের মোটা সার্জ ৩ „ ভিন্ন২ রঙ্গের ডোরাকাটা ফ্লানেল ... ... ৭ „ কাল আলপাকা ... ২ „ কাল সার্জের শাল ... ২ „ ১ খানি শাদা ও ১ খানি নীল রঙ্গের টের্চা বুননের মিহি সার্জ ... .. ২ „ তসর কাপড়... .. ১১ „ পাটকিলা রঙ্গের সার্জ ... ২ „ টের্চা বুননের ও চেকের সূতী চাদর ... ... ৯ „	টাকা। ৪০০৲	হুগলী পইন্ট	পোর্ট কমিশনরদের হাবড়ার ডক্ ইয়ার্ডে।

পোর্ট কমিশনরদের আপিস,
কলিকাতা, ২৪শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।

এ, জি, হফ্,
আসিষ্টান্ট কনসারভেটর।

কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট প্রেস যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত জে ম্যাসপেট্রী সাহেব কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 80a—13-12-97—1937—120

Numb. 3047 [৩০৪৭]

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 21, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২১ ডিসেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের লাগায়ত সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৫৪৬	পদ্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩,	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	……	হরকুমার সেন গং	……	২০২৪,	……
৪৬০৫	চর সমসদী বালিগাও পং সায়েস্তানগর।	১৪৪৫,	ঐ	……	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	……	৭৪৮৶৮	……
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪,	ঐ	……	হরিমোহন ঘোষাল	……	৯৮,	……
১৭২৫	মৌজা চিকনীকান্দী পং চন্দ্রদ্বীপ।	……	……	এজমালী — ।৵৪৷৲৭ ≡ ১/৪ তিন অংশ নিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৸৭	……	২৮১৸৶৮
১৯৯৪	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৫৭০।৵১১৷	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	……	রামনারায়ণ সেন গং	……	১৪২।৵৮৷	……
১৯৯৭	তালুক ফত্তে মাহামুদ পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৭৩৮৶৯	ঐ	……	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	……	৯২৴৮	……
১৬৭৭	তালুক সৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	……	……	এজমালী — ৸৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে; এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৸৶৪	……	২৩৶১১৷

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপারজোর গং পং বোজরগোমেদপুর।	৫১৪✓০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	......	৯৯৮✓১১	......
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর শাবাজপুর।	১৪৯৪।✓৫	ঐ	......	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	......	১৩১✓৪	......
১৯১৬	১০ গণ্ডা জমিদারী তপ্পে হাবেলী সৌলিমাবাদ।	১০৪৫।✓৯॥	ঐ	......	সৌদামিনী গুপ্তা গং।	......	১১১✓৫॥	......
৫২৫৬	চর উমেদ মহালাধীন ৬৪ নং যোত পং জজীরা।	৯৫৮✓৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	হরিচরণ হাওলাদার গং।	.....	২৩৫✓৩	......
৫২৪৩	চর পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরমকররি তালুক গুপিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পং দক্ষিণ সাবাজপুর।	৪০৭৩✓৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে	......	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	......	৫৪১)	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্রবিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. Bell,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকা রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকা রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহালও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোলা মং মামুদরাজা।	১৬৭০৮✓ ১০॥	......	অবশিষ্ট ...	শশীকুমার পোদ্দার গং।	৯১৬৷✓২ দ	......	২৬৭।।২।
৯০১৩	চর মুজাপুরের মধ্যগত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২)	ষোলআনী	......	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা গং	...	১৭৮৮✓	...

Dacca Collectorate,
The 18th November 1897.

Okhoy Coomar Sen.
For Collector.

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যত-দূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হই-য়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর ...	মোট মহালের ৩ কাগ অংশ।	।১০ চারি আনা দশ-পাই মাত্র।	থানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রাম-নিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫-৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টিফিকেট জারিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরের কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. Manisty,
Collector.

জিলা নদীয়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নদীয়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৭শে পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে।—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
১০৯৭	সিমুলিয়া পরগণে শ্রীনগর ...	একর—২০.৮৬ অর্থাৎ ৬৩/২। বিঘা।	টাঃ আঃ পাঃ ১৬৲ ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা নদীয়া
তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল।

R. A. ROSSITER,
For Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ ...	......	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্জ্জন ষ্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫।৶১১	......
			খাস মহাল টেনিউর —					
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৸৬	সম্পূর্ণ ...	......	ওয়াজদ্দিন ঘাট মাজি।	......	১৪৯৵৫	......
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজমতুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৸৵৭	ঐ	......	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	......	১০০।৯	......
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭।৶৪	ঐ	......	জমিয়ত আলি ...	......	৪৮৭।০	......
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯।।১১	ঐ	......	ঐ	......	৩৭৩।/৬,	......
১৬৮৬	চর আসেকজেণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৸/৭	ঐ	......	নবকুমার বসু ...	......	১৩৬৵৯	......
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৸৯	ঐ	......	ঐ	......	১৭০।৵৯	......

S. K. Agasti,
Collector.

জিলা বর্দ্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐং অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পরগণা পাটুলী।	৫৭৮৬৸৩	……	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী দিং।	২৮৯৩।৴১০	……	৪৪৻৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐং অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৸৶০	……	এজমালি অংশ—দেবীপুর, দড়িবাজে জমি বাজে আপ্তি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মৌজায় রকম যোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৸৶০	……	৩৸৴৭

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Suri, the 18th November 1897.

F. N. FISCHER,
Collector

জেলা ত্রিপুরা।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন খ।

৬৫৫ নং—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদি নিম্নের লিখিত বাকী রাজস্ব আগামী রাজস্ব দিবার শেষ দিনে অর্থাৎ ১৮৯৮ ইং ১২ জানুয়ারি তারিখে বা তৎপূর্ব্বে না দেওয়া হয় তাহা হইলে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে উক্ত বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৯৮ ইং ২৫শে মার্চ্চ তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইং ৩ ডিসেম্বর ১৮৯৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	যে দাবির জন্য নিলাম হইবে তাহার প্রকার ও পরিমাণ।
১৯৩৩	মেয়াদি বন্দোবস্তী জোয়ার দৌলতপুর পং বরদাখাত ১২৬১ সন হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসর।	১৩৭৯৶ ।১০	সম্পূর্ণ	......	উমা নাথ ঘোষ গং	......	১৭৮৶৬	......	দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ক্রোকী মহাল ১৮৯৭ ইং ২৮শে সেপ্টেম্বরের দেয় বাকী ১৭৮৶৬ পাই।

টীকা।—যে স্থলে উপরুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

যেং প্রকারের বাকির এই ইস্তাহারের ফারম ব্যবহার হইবে তাহা আইনের ৫ ধারাতে উল্লিখিত আছে এবং তদনুসারে ১০ ঘরের বিবরণ লিখিতে হইবে।

TIPPERA COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

J. KENNEDY,
Collector.

জিলা রাজসাহী।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ইং ১১ই জানুয়ারি মোঃ ১৩০৪ বাং ২৮ পৌষ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ২। ২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৩৪ নং ৯ হিস্যা বিশেষ নং ১।	হাটরা দিগর পরগণে তেগাছী।	৯৩০৮৶০	.....	* ॥৵০ আনা	ধনরাজ মল ওরফে ঝড়ু বাবু বজাজ হীরালাল বাবু বজাজ গিরীধারী বজাজ।	৫৮১৸০	......	১০)

* উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে উহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

RAJSHAHI COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

R. S. GREENSHIELDS,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালের সন ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির রাজস্ব ২৮ সেপ্টেম্বর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে সন ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টারিতে বেওজর নিলামে ধরা যাইবেক।

১। প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
১	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর।	৩১৯৬/৫	...	মৌজে চাকারবেড়ে, ,, পার্ব্বতিপুর, ,, রায়পুর, ,, রামচন্দ্রপুর, এই চারি মৌজায় ।৶- ॥= ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ॥/১৯।— ক্রান্তি। মৌজে রামেশ্বরপুর ৶৬৸৶ কাগ বাদে অবশিষ্ট ৸/৩৶ কাগ আলীপুর প্রভৃতি অবশিষ্ট ১৪ মৌজায় ১৬ আনা।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	২১৬২॥৩$\frac{১}{২}$	......	৫৯/৬
২	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৸৶৭	...	মৌজে চক কাঁটালে ।৶০ বাদে॥/০ আনা। মৌজে বাবনপুর ও নোনা প্রত্যেক মৌজায় ৶১॥ বাদে অবশিষ্ট ৸/১৮॥ আনা। অবশিষ্ট আবগাছিয়া দিং ৭ মৌজরা প্রত্যেক মৌজায় ১৬ আনা।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী দিং।	৮৬১॥৶১০	......	১৭৮।৫
৩	১৫৯	পং মাগুরা কিং ইন্দ্রপালা দিং।	৮৪৫৸৶- ৬$\frac{৩}{৪}$	পূরা মহাল।	......	মানদাসুন্দরী দেবী দিং।	......	৭৩।৶১০।	......
৪	৩৪১।৯	পং ঘড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২॥$\frac{১}{২}$	...	৸/৬॥= ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৶১৩— ক্রান্তি।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৸০	......	১৩৮।৶৮
৫	৩৮৫	পং আজিমাবাদ কিং হুদারসখালি দিং।	১৯৪২৪॥১$\frac{১}{২}$	...	৩৩ মৌজার মধ্যে ৩২ মৌজায় ৸৶৫ আনা বাদে অবশিষ্ট ৴১৫ গণ্ডা।	বাঁকে বিহারী লাল মণ্ডল।	৯০০৶৭॥	......	৯২/৬
৬	৩৯২	পং আজিমাবাদ কিং হুদাজয়চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৶৮	...	৸/৬॥= ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৶১৩।— ক্রান্তি।	বিশ্বেশ্বর লালা	১৩৮৫॥/২	......	২৫৩॥/১১।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পুরা মহালের সদর জমা।	পুরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তাহার সদর জমা।	যদি পুরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
৭	৩৯২। ৪	পং আজিমাবাদ কিং হুদাজয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৶ ৮	...	৸৬৷৷= বাদে অবশিষ্ট ৵১৩।— ক্রান্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	১৩৮৫৷৷/০	......	২৫৩।৶৩
৮	৪০১	পং আজিমাবাদ কিং হুদারাম-কৃষ্ণপুর দিং।	৮৯৪১৷৷/ ৭	...	৸৵৯৷৷ – ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট /১০।— ক্রান্তি।	বাঁকে বিহারী লাল মণ্ডল দিং	৮৪৭৷৷/১০	......	৯১৸/৭৷৷
৯	১৫২১	পং বালিয়া কিং দৌলতপুর।	১৮২৫৸/ ১	পুরা মহাল।	......	চণ্ডিলাল সিং দিং	......	৩৬৷৷৶৩	......

আলিপুর,
সন ১৮৯৭। ১৮ ডিসেম্বর।

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector.

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ০ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫,৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১	মহাল আলমপুর পরগণে আলমপুর।	৯২৯৬৬৷৷/৮ পুলিস ১০৪৯।৶৫	না	১।০ নং অংশ ।৵৬৮৪৷৷৵১০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবেক না।	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৪২৬৩৭/৩ পুলিস ৪৮২।৫	......	২৩২৷৷৵৪
১৬৭নং	মহাল ডুবডা পরগণে পাঁচ নউর।	১৯৪১৩।৵১ পুলিস রেভিনিউ ২১৩।/৪	না	১৬৭।২ নং অংশ /১৪।১৬৷৷৵০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর, অন্নপূর্ণা দাসী দিগর।	২০০৬৸৩ পুলিস ২২/৩	......	৭৷৷১০

E. A. GAIT,
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10*. The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only*, at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12*. This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৸০ ডাক মাশুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১ এক পৌণ্ড টিন ১৮৲ বা ডাক মাশুল সমেত ১৮৸০
॥ আধ ,, ,, ৯৲ ,, ,, ,, ,, ৯॥০
। শিকি ,, ,, ৪॥০ ,, ,, ,, ,, ৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

	Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	10	0	0	per annum.
Postage	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	4	0	0	,,
Postage	1	0	0	,,
For a single copy—				
Entire Gazette	0	4	0	
Postage	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER,
Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাসুল এই অবধি নিম্ন লিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে:—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাসুল	,,	২॥০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাসুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাসুল		৴০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		৴০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হই তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাসুল		৴০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাসুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

IN continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers or offices under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the Rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE —*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে এই গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮৭ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্ত্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপ-রোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশ্‌তিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ৴০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বল্টন,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮২ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিবার হার এই।—

	টাকা।
পূরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	১০৲
কখন কখন ইশ্‌তিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	।০

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-ল ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিল্ড, এম, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।৴০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েষ্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজি-ষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সকল আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্রেশে, থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন।

গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞানুসারে নৌভঙ্গ গ্রাহকস্বরূপ পোর্ট-কমিশনরেরা নিম্নলিখিত যে সকল দ্রব্য অধিকারে লইয়াছেন তাহার মূল্য ১০০৲ টাকার অধিক হওয়াতে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭৬ ধারার বিধানমতে তাহার বর্ণনা সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল ঃ—

তারিখ।	প্রাপণের নম্বর।	দ্রব্যের বর্ণনা।	কাছাকাছি মূল্য।	যে স্থানে পাওয়া গেল।	যে স্থানে আছে।
১	২	৩	৪	৫	৬
			টাকা।		
২৪শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।	৪ পি, এ,	শাল (মোটা তুলার) ... ১৩ খানি ভিন্ন২ রঙ্গের ডোরা কাটা সূতীবস্ত্র ... ... ৯ ,, ড্রিল (ডোরা কাটা ও শাদা)... ১৪ ,, বেগুনিয়া রংঙ্গের ডোরা কাটা কটন রোল ... ১ ,, তুলা ও পাট মিশ্রিত শাদা চাদর ... ... ২ ,, লাল রঙ্গের সূতীকাপড় ... ১ ,, লাল রঙ্গের পশমী কম্বল ... ৩ ,, কাশ্মিরী চাদর ... ১ ,, লাল, সবুজ ও কাল রঙ্গের সার্জ ... ... ৩ ,, লাল ও সবুজ ফ্লানেল ... ২ ,, নীল রঙ্গের সূতীবস্ত্র (চেক) ... ২ ,, সৌখিন রঙ্গিন শাড়ী (সূতী)... ১২ ,, রেশম ও সূতা মিশ্রিত চাদর ৬ ,, নানা রঙ্গের সামান্য বস্ত্রাদি .. ৫ ,, মিশ্রিত টের্চা বুননের কাল রঙ্গের রোল ... ১ ,, গাঢ় নীল রঙ্গের মোটা সার্জ ৩ ,, ভিন্ন২ রঙ্গের ডোরাকাটা ফ্লানেল ... ... ৭ ,, কাল আলপাকা ... ২ ,, কাল সার্জ্জের শাল ... ২ ,, ১ খানি শাদা ও ১ খানি নীল রঙ্গের টের্চা বুননের মিহি সার্জ ... ... ২ ,, তসর কাপড়... ... ১১ ,, পাটকিলা রঙ্গের সার্জ ... ২ ,, টের্চা বুননের ও চেকের সূতী চাদর ... ... ৯ ,,	৪০০৲	হুগলী পইণ্ট	পোর্ট কমিশনরদের হাবড়ার ডক্ ইয়ার্ডে।

পোর্ট কমিশনরদের আপিস,
কলিকাতা, ২৪শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।

এ, জি, হক্,
আসিষ্টাণ্ট কনসারভেটর।

কলিকাতা প্রেসিডেন্সী জেল যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেণ্টের জন্য শ্রীযুক্ত জেম্‌স পেট্টী সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।
B 81a—20-12-97—1991—120

অতিরিক্ত গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২১ ডিসেম্বর।

চতুর্থ খণ্ড।

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভার আইনের পাণ্ডুলিপি।

ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট।

ব্যবস্থা বিভাগ।

নিম্নলিখিত আইনের পাণ্ডুলিপিখানি ১৮৯৭ সালের ১৫ই অক্টোবর তারিখে আইন ও ব্যবস্থা প্রণয়নার্থ ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রি-সভায় উপস্থিত করা হইয়াছিল।—

১৮৯৭ সালের ১৮ নম্বর।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের পাণ্ডুলিপি।

সুচীপত্র।

A Bill to consolidate and amend the law relating to Criminal Procedure.

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

---

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

খ।—দৈশিক বিভাগের বিধি।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

ঘ।—প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

(ঙ)।—শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ের বিধি।

চ।—স্থগিত ও অবস্থত হইবার বিধি।

---

৩ তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

ক।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বিষয়ক বিধি।

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

ঘ।—পরওয়ানা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

খ।—তল্লাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিকারের বিধি।

ক। তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়মবিষয়ক বিধি।

২০ বিংশ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২১ একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার বিধি।

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

খ।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

গ। জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

ঘ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের সমাপ্তি পর্য্যন্ত মোকদ্দমার বিচারের বিধি।

২৪ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

---

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

---

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করণার্থ আইনের পাণ্ডুলিপি।

হেতুবাদ।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করা বিহিত, এই হেতু এতদ্দারা নিম্নলিখিতমত বিধান করা গেল।—

প্রথম খণ্ড।

সূচনা।

---

১ প্রথম অধ্যায়।

সংক্ষেপ নামের কথা।
আরম্ভের কথা।

১ ধারা। (১) এই আইন "ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৯৮ সালের আইন" নামে খ্যাত হইতে পারিবে এবং ইহা ১৮৯৮ সালের মাসের দিবসে প্রবল হইবে।

ব্যাপ্তির কথা।

(২) এই আইন সমস্ত বৃটিষ ভারতবর্ষে ব্যাপ্ত হইবে কিন্তু বিপরীত ভাবের বিশেষ বিধান না থাকিলে এই আইনের কোন কথায় এক্ষণে যে বিশেষ কি স্থানীয় আইন প্রচলিত আছে তাহার কিম্বা উপস্থিত সময়ের প্রচলিত অন্য আইনক্রমে যে বিশেষ বিচারাধিকার কি ক্ষমতা প্রদত্ত কিম্বা যে বিশেষ প্রকারের কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না, কিম্বা ইহার কোন কথা—

(ক) কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগরের পোলীসের কমিশনর সাহেবের প্রতি কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি;

(খ) মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীর গ্রামপতিদের প্রতি; কিম্বা

(গ) বোম্বাই প্রেসিডেন্সীর গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারিদের প্রতি

—বর্ত্তিবে না।

কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট উপযুক্ত বিবেচনা করিলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া রাজকীয় গেজেটে বিজ্ঞাপন দিয়া এই আইনের কোন বিধান প্রয়োজনীয় পরিবর্ত্তন সহ ঐরূপ বর্জ্জিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে প্রচলিত করিতে পারিবেন।

আইন রহিত হইবার কথা।

২ ধারা। (১) এই আইনের প্রথম তফসীলে যে যে আইনের উল্লেখ হইয়াছে ঐ তফসীলের চতুর্থ ঘরে যে পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইল ১৮৯৮ সালের মাসের দিবসে ও ঐ দিবস হইতে সেই সেই আইন সেই পরিমাণ রহিত করা যাইবে, কিন্তু তৎকালে যে বিচারাধিকার কি যে প্রকারের কার্য্যপ্রণালী না থাকে কি না অবলম্বিত হয় এই রাহিত্য বলে তাহা পুনর্জ্জীবিত হইবে না, কিম্বা তৎকালে যে কারাদণ্ড বৈধ থাকে এই রাহিত্যক্রমে তাহা অবৈধ হইবে না।

রহিত করা আইন অনুযায়িক বিজ্ঞাপনাদির কথা।

(২) এতৎক্রমে রহিত করা, কি এতদ্দারা রহিত করা আইনক্রমে রহিত করা কোন আইনক্রমে যে সকল বিজ্ঞাপন প্রকাশিত, ঘোষণাপত্র প্রচারিত, ক্ষমতা প্রদত্ত, পাঠ নিরূপিত, স্থানীয় সীমা-নির্দ্দিষ্ট, দণ্ডাজ্ঞা দত্ত ও আজ্ঞা ও বিধি ও নিয়োগ কৃত হইয়া ১৮৯৮ সালের মাসের দিবসের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত থাকে, তৎসমুদয় এই আইনের তত্তৎ বিষয়ক ধারাক্রমে প্রকাশিত, প্রচারিত প্রদত্ত, নিরূপিত, নির্দ্দিষ্ট, দত্ত ও কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ও অন্য রহিত করা আইনের উল্লেখ হইলে তাহার কথা।

৩ ধারা। (১) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের কিম্বা ১৮৭২ সালের ১০ আইনের কিম্বা ১৮৮২ সালের ১০ আইনের কি তাহার কোন অধ্যায়ের কি ধারার কিম্বা এই আইনক্রমে রহিত করা অন্য আইনের উল্লেখ হইয়া থাকিলে, এই আইনের কিম্বা তত্তৎ বিষয়ক এই আইনের অধ্যায়ের কি ধারার উল্লেখ হইয়াছে যথাসাধ্য এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

পূর্ব্ব পূর্ব্ব আইনে ব্যবহৃত শব্দের কথা।

(২) এই আইন প্রচলিত হইবার পূর্ব্বে প্রণীত কোন আইনে "মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতা (কি "পূর্ণ ক্ষমতা") মতে কর্ম্মকারী কর্ম্মচারী" ও "অধঃস্থ প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "অধঃস্থ দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" এই২ শব্দ থাকিলে, তদ্দারা যথাক্রমে "প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" ও "তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, "জিলার খণ্ডের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "মহকুমার মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে, "জিলার মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "জিলার মাজিষ্ট্রেট" এবং "পোলীসের মাজিষ্ট্রেট" শব্দে "প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট" বুঝাইবে বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে এবং "জাইণ্ট সেশন জজ" শব্দে "আডিশনল সেশন জজ" বুঝাইবে।

অর্থনির্দ্দেশের কথা।

৪ ধারা। (১) এই আইনে নিম্নলিখিত কথা ও শব্দের যে অর্থ নিম্নে করা যাইতেছে, বিষয়ের কিম্বা পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না হইলে সেই কথার ও শব্দের সেই অর্থ ধরিতে হইবে :—

(ক) যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন নালিশ করা হয় কিম্বা এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত

করা কি উপস্থিত করিবার চেষ্টা করা হয় "অভিযুক্ত" বলিতে সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(খ) "আডবোকেট জেনরল" এই শব্দে গবর্ণমেন্ট আডবোকেটকে অথবা যেখানে আডবোকেট জেনরল কি গবর্ণমেন্ট আডবোকেট নাই সেখানে তৎকার্য্য পক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়ে সময়ে যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"আডবোকেট জেনরল।"

(গ) দ্বিতীয় তফসালের লিখিতমতে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচালিত থাকে তদনুসারে কোন অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে "জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ" শব্দে সেই অপরাধ বুঝাইবে। "জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ" শব্দে অন্যান্য অপরাধ বুঝাইবে।

"জামিন লইবার উপযুক্ত অপরাধ।"
"জামিন লইবার অনুপযুক্ত অপরাধ।"

(ঘ) চার্জ্জে একাধিক দফা থাকিলে "চার্জ্জ" অভিযোগ শব্দে চার্জ্জের যে কোন দফাও বুঝাইবে।

"চার্জ্জ।"

(ঙ) "চীফ জষ্টিস" শব্দে পঞ্জাবের চীফ কোর্টের ও রাঙ্গুনের রিকার্ডারের আদালতের পদজ্যেষ্ঠ জজ সাহেবও বাচ্য।

"চীফ জষ্টিস।"

(চ) এই আইনের দ্বারা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের কর্ত্তব্য বলিয়া যে কর্ম্ম নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে চীফ জষ্টিস সাহেব সেই কর্ম্ম নির্ব্বাহার্থে যে কর্ম্মচারীকে বিশেষমতে নিযুক্ত করেন, "ক্লার্ক অফ দি ক্রৌণ" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন।"

(ছ) এই আইনের দ্বিতীয় তফসীল অনুসারে কিম্বা যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে পোলীসের কর্ম্মচারী রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক যে অপরাধের নিমিত্ত ও যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন "ধর্ত্তব্য অপরাধ" ও "ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"ধর্ত্তব্য অপরাধ।"
"ধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।"

(জ) "পোলীসের কমিশনর" বলিতে পোলীসের ডেপুটি কমিশনরকেও বুঝাইবে।

(ঝ) জ্ঞাত কি অজ্ঞাত কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছেন কিম্বা এই আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার পক্ষে অন্য রকমে যোগ্য হইয়াছেন, এই আইন অনুসারে কার্য্য উপস্থিত করিবার উদ্দেশে কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট বাচনিক কি লিখিত এরূপ বর্ণনা করা গেলে, "নালিশ" শব্দে তাহা বুঝাইবে। পরের ভূমিতে গোমেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত নালিশও ইহার অন্তর্গত, কিন্তু কোন পোলীস কর্ম্মচারির রিপোর্ট ইহার অন্তর্গত নয়।

"নালিশ।"

(ঞ) "সেশন আদালত" বলিতে সেশন জজ, আডিশনল সেশন জজ ও আসিষ্টাণ্ট সেশন জজকেও বুঝাইবে।

(ট) "ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা" শব্দে ইহাদিগকে বুঝাইবে।

"ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা।"

(৵০) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর যে কোন প্রজা গ্রেট-বৃটন ও আয়রলণ্ড সংযুক্ত রাজ্যে কিম্বা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর কোন ইউরোপীয় কি আমেরিকা দেশীয় কি অষ্ট্রেলীয় উপনিবেশে কি অধিকৃত দেশে কি নবজীলণ্ড উপনিবেশে কি উত্তমাশা কি নেটাল উপনিবেশে জন্ম গ্রহণ করেন কি প্রজাধিকার প্রাপ্ত হন কি চিরবাসী হন, তিনিও

(৵০) তাঁহার ঔরস পুত্র কন্যা কি পৌত্র পৌত্রী কি দৌহিত্র দৌহিত্রী।

(ঠ) ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের নামে কিম্বা ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের সহিত অন্য ব্যক্তিদের নামে অভিযোগ হইলে, যে কার্য্যানুষ্ঠান হয় তৎসম্পর্কে "হাই কোর্ট" শব্দে কলিকাতার ও মান্দ্রাজের ও বোম্বাইয়ের হাই কোর্ট ও উত্তর-পশ্চিম প্রদেশের হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ও রাঙ্গুনের রিকার্ডার বুঝাইবে।

"হাই কোর্ট।"

অন্য স্থলে "হাই কোর্ট" শব্দে কোন স্থানীয় চক্রের মধ্যে ফৌজদারী মোকদ্দমার আপীল গ্রাহ্য কিম্বা সেই মোকদ্দমার পুনর্দৃষ্টি করণার্থ উচ্চতম আদালত বুঝাইবে; কিম্বা উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনক্রমে তদ্রূপ কোন আদালত সংস্থাপন করা না গেলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এতদর্থে যে কর্ম্মচারীকে নিযুক্ত করেন "হাই কোর্ট" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে।

(ড) বিচারের পূর্ব্বে এই আইনমতে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কর্ত্তৃক যে তদন্তের কার্য্য করা যায় বা যে তদন্তে কোন বিচার করা না যায় "তদন্ত" শব্দে তাহাও বাচ্য।

"তদন্ত।"

(ঢ) এই আইনমতে প্রমাণ সংগ্রহ করিবার জন্য পোলীসের দ্বারা কিম্বা এতৎপক্ষে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ক্ষমতা প্রাপ্ত (মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মচারী ছাড়া) কোন ব্যক্তি দ্বারা যে সকল কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার অনুমতি আছে "অনুসন্ধান" শব্দে তাহাও বাচ্য।

"অনুসন্ধান।"

(ণ) যে কার্য্যের অনুষ্ঠান কালে আইনমতে সাক্ষ্য লওয়া যায় বা লওয়া যাইতে পারে "বিচার ঘটিত কার্য্য" শব্দে সেই কার্য্য বুঝাইবে। তাহার ফলস্বরূপ অপর প্রত্যেক কার্য্যানুষ্ঠানও তাহার অন্তর্গত।

"বিচার ঘটিত কার্য্য।"

(ত)। যে অপরাধ হইলে ও যে মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মচারী রাজধানী নগরের ভিতরেই হউক আর বাহিরেই হউক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে না পারেন "অধর্ত্তব্য অপরাধ" ও "অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ ও সেই মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"অধর্ত্তব্য অপরাধ।" "অধর্ত্তব্য মোকদ্দমা।"

(থ) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে যে কোন কার্য্য বা ত্রুটি দণ্ডনীয় হয় তাহাই "অপরাধ" শব্দে বাচ্য।

"অপরাধ।"

(দ) পোলীস থানার অধ্যক্ষ থানাঘরে অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা পাড়া বশতঃ আপন কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে তৎপরবর্ত্তী নিম্ন পদের যে কর্ম্মচারী কনষ্টেবলের ঊর্দ্ধতন পদস্থ হইয়া থানাঘরে উপস্থিত থাকেন, "পোলীস থানার অধ্যক্ষ" শব্দে তাঁহাকেও বুঝাইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, অন্য যে পোলীস কর্ম্মচারী তদ্রূপে উপস্থিত থাকেন তাঁহাকেও বুঝাইবে।

"পোলীস থানার অধ্যক্ষ।"

(ধ) "স্থান" শব্দে বাটী ও ইমারত ও তাঁবু ও জলযান কি অপর গঠিত জিনিশও বুঝাইবে।

"স্থান।"

(ন) কোন আদালতের কার্য্যানুষ্ঠান সম্বন্ধে "উকীল" শব্দ ব্যবহৃত হইলে উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন আইনক্রমে উক্ত আদালতে কর্ম্ম করিতে ক্ষমতাপন্ন উকীল বা মোক্তার বুঝায় এবং (১) তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন হাই কোর্টের আডবোকেট ও উকীল ও আটর্নি ও (২) আদালতের অনুমতিক্রমে তৎ কার্য্যানুষ্ঠানে কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিও উক্ত শব্দে বাচ্য।

"উকীল।"

(প)। যে আড্ডা বা স্থান এই আইনের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ মতে বা বিশেষ মতে পোলীস থানা বলিয়া ব্যক্ত করেন "পোলীস থানা" শব্দে সেই স্থান বুঝাইবে ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে কোন স্থানীয় চক্র নির্দ্দেশ করেন, তাহাও বুঝাইবে।

"পোলীস থানা।"

(ফ) "রাজকীয় অভিযোক্তা" শব্দে ৪৯২ ধারা মতে নিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে ও রাজকীয় অভিযোক্তার আদেশক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তিকে ও কোন হাইকোর্টে আদৌ ফৌজদারী বিচারাধিকারক্রমে কার্য্যকালে শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পক্ষে যে ব্যক্তি অভিযোগ চালান সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

"রাজকীয় অভিযোক্তা।"

(ব) "মহকুমা" শব্দে এই আইন মতে করা বা রাখিয়া দেওয়া জিলার মহকুমা বুঝাইবে।

"মহকুমা"

(ভ) "সমনের মোকদ্দমা" শব্দে ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা নয় কোন অপরাধ সংক্রান্ত এরূপ মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"সমনের মোকদ্দমা।"

(ম) চার্জ লিখিত হইবার পর আদালতে যে সকল কার্য্যানুষ্ঠান হয় "বিচার" শব্দে তাহা বুঝাইবে ও অপরাধীর প্রতি কোন দণ্ডাজ্ঞা হইলে তাহাও বুঝাইবে।

"বিচার।"

অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত হইবার সময় হইতে বিংশ ও দ্বাবিংশ অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানও ইহার অন্তর্গত।

(য) মৃত্যু কি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাবাস যে অপরাধের দণ্ড "ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা" শব্দে সেই অপরাধ সংক্রান্ত মোকদ্দমা বুঝাইবে।

"ওয়ারণ্টের মোকদ্দমা।"

(২) যে যে শব্দে কৃত কার্য্যের উল্লেখ আছে তৎসমুদয় অবৈধ ত্রুটির প্রতিও বর্ত্তিবে। এবং

যে যে শব্দে কার্য্যের উল্লেখ আছে তাহার কথা।

এই আইনে যে যে শব্দ ও পদ ব্যবহৃত হইয়াছে ভারতবর্ষীয় দণ্ড বিধি-আইনে তাহার অর্থ করা হইয়া থাকিলে ও ইহাতে হাতপর্ব্বে না হইয়া থাকিলে ঐ দণ্ড বিধির আইনে যথাক্রমে সেই সেই শব্দের ও পদের যে যে অর্থ আছে সেই সেই অর্থে ব্যবহার হইয়াছে জ্ঞান করিতে হইবে।

দণ্ডবিধির আইনে কোন শব্দের যে অর্থ আছে সেই অর্থ থাকিবার কথা।

৫ ধারা। (১) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত সমুদয় অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত ও বিচার ও তৎসংক্রান্ত অন্যরূপকার্য্য ইহার পর প্রদত্ত বিধান অনুসারে হইবে।

দণ্ডবিধির আইনমত অপরাধের বিচারের কথা।

(২) অন্য কোন আইনমত অপরাধের অনুসন্ধান ও তদন্ত ও বিচার ও তৎসংক্রান্ত অন্যরূপ কার্য্য ঐ বিধান অনুসারেই হইবে, কিন্তু সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচারের প্রণালী বা স্থান নিয়ামক উপস্থিত সময়ের প্রচলিত কোন ব্যবস্থা থাকিলে তাহা মানিতে হইবে।

অন্যান্য আইনের বিরুদ্ধ অপরাধের বিচারের কথা।

দ্বিতীয় খণ্ড।

ফৌজদারী আদালত ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপন ও ক্ষমতার বিধি।

---

২ দ্বিতীয় অধ্যায়।

ফৌজদারী আদালতের ও কার্য্যালয়ের সংস্থাপনের বিধি।

ক।—ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণী বিষয়ক বিধি।

ফৌজদারী আদালতের নানা শ্রেণীর কথা।

৬ ধারা। বৃটিষ ভারতবর্ষে হাই কোর্ট ভিন্ন এবং এই আইন ব্যতীত অন্য যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তৎকালে তৎক্রমে সংস্থাপিত আদালত ভিন্ন পাঁচ শ্রেনীর ফৌজদারী আদালত থাকিবে; যথা,

১। সেশন আদালত।
২। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট।
৩। প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫। তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

খ।—দৈশিক বিভাগের বিধি।

সেশন খণ্ডের ও জিলার কথা।

৭ ধারা। (১) রাজধানী ব্যতিরিক্ত প্রত্যেক প্রদেশ একটি সেশন খণ্ড হইবে কিম্বা নানা সেশন খণ্ডের সমষ্টি হইবে এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক সেশন খণ্ড একটি জিলা কি নানা জিলার সমষ্টি হইবে।

খণ্ড ও জিলা পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট ঐ২ খণ্ডের ও জিলার সীমা, কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক, সংখ্যা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

যাবৎ পরিবর্ত্তন না হয় বর্ত্তমান খণ্ড ও জিলা থাকিবার কথা।

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে২ সেশন খণ্ড ও জিলা থাকে পূর্ব্বোক্তমতে পরিবর্ত্তন করা না গেলে যত কাল পরিবর্ত্তন করা না যায় ততকাল তৎসমুদয় সেশন খণ্ড ও জিলা থাকিবে।

রাজধানীগুলি জিলা বলিয়া গণ্য হইবার কথা।

(৪) এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে প্রত্যেক রাজধানী এক একটী জিলা বলিয়া গণ্য হইবে।

জিলা মহকুমায় বিভক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন জিলা মহকুমায় বিভক্ত কিম্বা উক্ত জিলার কোন অংশ মহকুমায় পরিণত করিতে পারিবেন ও কোন মহকুমার সীমা পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন।

এইক্ষণকার মহকুমা থাকিবার কথা।

(২) জিলার বর্ত্তমান যে সকল মহকুমা সচরাচর মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাধীন রাখা গিয়া থাকে তৎসমুদয় এই আইনক্রমে কৃত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গ।—রাজধানীর বহিঃস্থ আদালতের ও কার্য্যালয়ের বিধি।

সেশন আদালতের কথা।

৯ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট প্রত্যেক সেশন খণ্ডের নিমিত্ত এক একটী সেশন আদালত সংস্থাপন করিবেন এবং তদ্রূপ আদালতের এক এক জন জজ নিযুক্ত করিবেন।

(২) তদ্রূপ এক কি একাধিক আদালতে বিচারাধিকার পরিচালন করিবার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আডিশনল সেশন জজ ও আসিষ্টান্ট সেশন জজ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(৩) এই আইন প্রচলিত হইবার সময়ে যে সকল সেশন আদালত থাকে তৎসমুদয় এই আইনমতে সংস্থাপিত বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের কথা।

১০ ধারা। (১) রাজধানীর বহিঃস্থ প্রত্যেক জিলায় স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক এক জন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবেন, যিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেন্টে সময়ে সময়ে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তিন মাসের অনধিক কালের নিমিত্ত আডিশনল জিলার মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং এই আইনমত জিলার মাজিষ্ট্রেটের যে সমস্ত বা যে কোন ক্ষমতা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট আদেশ করেন ঐ আডিশনল জিলার মাজিষ্ট্রেটের সেই সমস্ত বা সেই ক্ষমতা হইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হইলে যে ব্যক্তি কিয়ৎকালের নিমিত্ত সেই পদে থাকেন তাঁহার কথা।

১১ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেটের পদ শূন্য হওয়া প্রযুক্ত যে কর্ম্মচারী কিয়ৎকালের নিমিত্ত ঐ জিলায় ফৌজদারী ব্যাপার সম্বন্ধীয় কার্য্য নির্ব্বাহ করণের প্রধান পদ প্রাপ্ত হন, তিনি স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় এই আইনক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেটের যে সকল ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হইল, সেই সকল ক্ষমতা পরিচালন করিবেন ও সেই সকল কর্ত্তব্য কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিবেন।

অধঃস্থ মাজিষ্ট্রেটদের কথা।

১২ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেন্ট জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য যত ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা বিহিত বোধ করেন তাঁহাদিগকে রাজধানীর বহিঃস্থ জিলায় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন; এবং উক্ত ব্যক্তির

যে যে স্থানীয় চক্রমধ্যে এই আইনক্রমে প্রাপ্ত সমুদয় বা কোন ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে জিলার মাজিস্ট্রেট সময়েং তাহা নির্ণয় করিয়া দিতে পারিবেন।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

(২) তদ্রূপে নির্ণয় করিয়া না দিলে ঐ ব্যক্তিরা সাধারণতঃ উক্ত জিলার সর্ব্বস্থলে উক্ত বিচারাধিকার ও ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন।

১৩ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেটকে জিলার কোন মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার দিতে পারিবেন এবং প্রয়োজনমতে ঐ অধ্যক্ষতা ভার হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিতে পারিবেন।

মাজিস্ট্রেটের প্রতি মহকুমার অধ্যক্ষতা ভার দিবার ক্ষমতার কথা।

(২) সেই মাজিস্ট্রেট মহকুমার মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আপনার এই ধারামত ক্ষমতা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি অর্পণ করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি ক্ষমতার্পণের কথা।

১৪ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানীয় চক্রে বিশেষ মোকদ্দমা সম্পর্কে কিম্বা বিশেষ এক প্রকারের কিম্বা বিশেষং নানা প্রকারের মোকদ্দমা সম্পর্কে কি সাধারণতঃ সকল মোকদ্দমা সম্পর্কে কোন ব্যক্তির প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের সকল কি অন্যতর ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

বিশেষ মাজিস্ট্রেটদের কথা।

(২) সেইং মাজিস্ট্রেট বিশেষ মাজিস্ট্রেট নামে খ্যাত হইবেন।

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদ্রূপ নিয়ম বিহিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন কোন কর্ম্মচারির প্রতি (১) প্রকরণক্রমে প্রদত্ত ক্ষমতা অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৪) আসিষ্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপরিণ্টেণ্ডেণ্টের নিম্নশ্রেণীস্থ কোন পোলীস কর্ম্মচারির প্রতি এই ধারামতে কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না, এবং শান্তি রক্ষার্থ ও অপরাধ নিবারণার্থ ও অপরাধীদিগকে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনিবার জন্য তাহাদের অপরাধ আবিষ্কার পুর্ব্বক তাহাদিগকে ধৃত করণার্থ ও আটক করিয়া রাখিবার নিমিত্ত এবং উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইনক্রমে ঐ কর্ম্মচারির অপর যে কর্ম্ম করিতে হয় সেই কর্ম্ম সম্পাদনার্থ আবশ্যক না হইলে ঐরূপ কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইবে না।

১৫ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন দুই কি তদধিক জন মাজিস্ট্রেটকে রাজধানীর বহিঃস্থ কোন স্থানে বিচারকার্য্যে বেঞ্চস্বরূপ বসিতে আদেশ করিতে পারিবেন ও আদেশ প্রদান করিয়া সেই বেঞ্চের প্রতি এই আইনক্রমে দত্ত কি দেয় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের যে কোন ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন, ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে সীমার মধ্যগত স্থানে তাঁহাদের দ্বারা যে যে মোকদ্দমার বা যে যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে সেই সীমার মধ্যে ঐ ক্ষমতাক্রমে সেইং মোকদ্দমার বিচার করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের কথা।

(২) এই ধারামত কোন আজ্ঞায় অন্যরূপ বিধান না থাকিলে, যে মাজিস্ট্রেটেরা অধিবিষ্ট কার্য্যে প্রবৃত্ত হন তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি উচ্চতম যে শ্রেণীভুক্ত হন ঐ বেঞ্চ এই আইনক্রমে প্রদত্ত সেই শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন এবং এই আইনের অভিপ্রায়ানুসারে যতদূর সম্ভব সেই শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিশেষ আদেশ না থাকিলে বেঞ্চ যে ক্ষমতা পরিচালন করিতে পারিবেন তাহার কথা।

১৬ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে সময়ে সময়ে কোন জিলার মধ্যে মাজিস্ট্রেটদের বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতির বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন। সেই বিধি এই আইনসঙ্গত হইবে, তন্মধ্যে এইং বিষয়ের বিধান থাকিবে।

বেঞ্চের কার্য্যপদ্ধতি দর্শাইবার বিধি প্রণয়ন করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) যে যে প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইবে।

(খ) অধিবেশনের সময় ও স্থান।

(গ) বিচারকার্য্য চালাইবার জন্যে কে কে অধিবিষ্ট হইবেন।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিস্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে যেরূপে তাঁহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করা যাইবে।

১৭ ধারা। (১) ১২ ও ১৩ ও ১৪ ধারামতে নিযুক্ত সমুদয় মাজিস্ট্রেট ও ১৫ ধারামতে সংস্থাপিত সমুদয় বেঞ্চ জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন হইবেন, ও তিনি উক্ত মাজিস্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়েং এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে কিম্বা বিশেষ আজ্ঞা করিতে পারিবেন; এবং

মাজিস্ট্রেটদের ও বেঞ্চদের জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের অধীন থাকিবার কথা।

(২) মহকুমার মাজিস্ট্রেট ভিন্ন মহকুমার মধ্যে যত মাজিস্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়া তৎক্রমে কার্য্য করেন, তাঁহারা সেই মহকুমার মাজিস্ট্রেটেরও অধীন হইবেন। কিন্তু এই বিষয়ে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের সাধারণ কর্ত্তৃত্ব থাকিবে।

মহকুমার মাজিস্ট্রেটের অধীন থাকিবার কথা।

(৩) যে সেশন জজের আদালতে আসিষ্টান্ট সেশন জজেরা বিচারাধিকারক্রমে কার্য্য করেন তাঁহারা তাঁহার অধীন হইবেন ও তিনি উক্ত আসিষ্টান্ট সেশন জজদের মধ্যে কর্ম্ম বিভাগ করিয়া দিবার সম্বন্ধে সময়েং এই আইনের সঙ্গত বিধি করিতে পারিবেন।

আসিষ্টান্ট সেশন জজদের সেশন জজের অধীন থাকিবার কথা।

(৪) সেশন জজ স্বয়ং অপরিহার্য্য কারণে অনুপস্থিত হইলে কি কর্ম্ম করিতে অশক্ত হইলে, আসিষ্টান্ট সেশন জজ কর্ত্তৃক কোন জরুরি দরখাস্ত বা বিষয়ের নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তও বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ দরখাস্ত বা বিষয় লইয়া কার্য্য করণার্থ আসিষ্টান্ট সেশন জজের বিচারাধিকার থাকিবে।

(৫) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা ১২ ও ১৩ ও ১৪ ও ১৫ ধারামতে নিযুক্ত কি সংস্থাপিত মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ ইহার পর স্পষ্টতঃ যতদূর ও যদ্রূপ বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে সেশন জজ সাহেবের অধীন হইবেন না।

ঘ। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত বিষয়ক বিধি।

১৮ ধারা। (১) প্রত্যেক রাজধানীর মাজিষ্ট্রেট হইবার নিমিত্ত যত ব্যক্তির প্রয়োজন, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট সময়েং তাঁহাদিগকে নিযুক্ত করিবেন। তাঁহারা ইহার পর প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নামে অভিহিত হইবেন, এবং প্রত্যেক রাজধানীতে তন্মধ্যে একজন প্রধান মাজিষ্ট্রেটের পদে নিযুক্ত হইবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিবার কথা।

(২) নিম্নলিখিতমতে প্রাপ্ত ক্ষমতাক্রমে প্রধান মাজিষ্ট্রেট যে বিধি প্রণয়ন করেন পূর্ব্বোক্ত দুই কি তদধিক ব্যক্তি সেই বিধি মানিয়া বেঞ্চস্বরূপ একত্র বসিতে পারিবেন।

১৯ ধারা। প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে রাজধানীর নিমিত্ত নিযুক্ত হয়েন তাহার সীমার অন্তর্গত সকল স্থানে, এবং বন্দর ও বন্দরীয় মাসুল বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রবল থাকে তদনুসারে ঐ নগরের বন্দরের ও বন্দরে পঁহুছিবার নৌকাগম্য কোন নদীর কিম্বা জলপথের যে সীমা নির্দ্দিষ্ট থাকে, সেই সীমার মধ্যে বিচারাধিকারক্রমে কার্য্য করিবেন।

তাঁহাদের বিচারাধীন স্থানের সীমার কথা।

২০ ধারা। ১৮৭৭ সালের আপ্রিল মাসের ১ তারিখের অব্যবহিত পূর্ব্বে প্রচলিত কোন আইনমতে পেটি সেশন আদালতের বোম্বাই নগরে যে যে বিচারাধিকার ছিল, বোম্বাই নগরে প্রত্যেক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সেই সমুদয় বিচারাধিকার পরিচালন করিবেন।

বোম্বাইয়ের পেটি সেশন আদালতের কথা।

কিন্তু বোম্বাই মুনিসিপালিটী সম্বন্ধে যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎক্রমে আপীল কেবল প্রধান মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইবে।

২১ ধারা। এই আইনমতে কোন প্রধান মাজিষ্ট্রেটকে যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইল কিম্বা এই আইন প্রচলিত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে বলবৎ যে কোন আইন কি বিধিমতে কোন সীনিয়র বা প্রধান মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে সকল ক্ষমতা পরিচালন করিবার আদেশ থাকে প্রধান মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিচারাধীন স্থানের সীমার মধ্যে সেই সকল ক্ষমতা পরিচালন করিবেন, এবং নিম্নলিখিত বিষয়ের যে বিধি এই আইনের বিধান সঙ্গত হয় স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক সময়েং এমত বিধি করিতে পারিতে পারিবেন, যথা,

প্রধান মাজিষ্ট্রেটের কথা।

(ক) নগরের অন্তর্গত মাজিষ্ট্রেটদের নানা আদালতে কার্য্য নির্ব্বাহ ও বিলি করিবার ও রীতি নির্দ্দেশ করিবার বিধি।

(খ) মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ যে যে সময়ে ও স্থানে অধিবিষ্ট হইবেন তাহার বিধি।

(গ) যাঁহাদিগকে লইয়া ঐ বেঞ্চ হইবে তদ্বিষয়ের বিধি।

(ঘ) অধিবিষ্ট মাজিষ্ট্রেটদের মতের অনৈক্য হইলে তাহা যেরূপে নিষ্পত্তি করা যাইবে তাহার বিধি।

(ঙ) জিলার মাজিষ্ট্রেটের অধীন মাজিষ্ট্রেট দিগের উপর কর্ত্তৃত্ব করিবার তাঁহার যে সাধারণ ক্ষমতা আছে তদনুসারে অপর যে কোন বিষয় লইয়া তিনি কার্য্য করিতে পারিতেন তাহার বিধি।

(ঙ)।—শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদিগের বিষয়ের বিধি।

২২ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব রাজধানী ভিন্ন বৃটিষ ভারতবর্ষের সমুদয় কি কোন স্থান সম্পর্কে,

মফঃসলের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

এবং প্রত্যেক স্থানীয় গবর্ণমেন্ট পূর্ব্বোক্ত রাজধানী ভিন্ন স্বীয় শাসনাধীন দেশ সম্পর্কে,

রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করণ পূর্ব্বক যে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদিগকে যোগ্য জ্ঞান করেন তাঁহাদিগকে জ্ঞাপনপত্রে লিখিত দেশমধ্যে বা দেশের নিমিত্ত শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৩ ধারা। কলিকাতা ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই নগর সম্পর্কে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপন প্রকাশ করণ পূর্ব্বক, ভিন্নাধিকারদেশের প্রজা ভিন্ন বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যবাসী যে কোন ব্যক্তিদিগকে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিবার যোগ্য

রাজধানীর শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

জ্ঞান করেন, তাঁহাদিগকে ঐ জ্ঞাপনপত্রের লিখিত নগরের সীমার মধ্যে ঐ কর্ম্মে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

২৪ ধারা। (১) যে প্রত্যেক ব্যক্তি কোন হাই কোর্টের প্রচারিত কোন কমিশন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত রাজধানী ভিন্ন বৃটিষ ভারতবর্ষের কোন অংশের মধ্যে ও জন্যে তদ্বলে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করিতেছেন তিনি ২২ ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক উক্ত সকল নগর ভিন্ন বৃটিষ ভারতবর্ষের সমস্ত স্থানের শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত হইয়াছেন, এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

বর্ত্তমান শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

(২) যে ব্যক্তি তদ্রূপ কোন কমিশন প্রাপ্ত হইয়া এইক্ষণে উক্ত কোন নগরের সীমার মধ্যে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসের কর্ম্ম করেন, তিনি ২৩ ধারামতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়াছেন এমত জ্ঞান করিতে হইবে।

২৫ ধারা। স্বস্বপদের বলে শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার নিয়মিত সভ্যগণ ও হাই কোর্টের সমুদয় জজ ও রাজস্বের রিকার্ডার সাহেব বৃটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত সমস্ত স্থানের মধ্যে ও তন্নিমিত্ত শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন সেশনের জজ ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবেরা যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীনে কর্ম্ম করিতেছেন, সেই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন দেশের সমস্ত স্থানের মধ্যে ও তন্নিমিত্ত শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস হইয়া থাকেন। এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটেরা যে রাজধানী নগরের মাজিষ্ট্রেট হন সেই নগরের মধ্যে তথাকার শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসও হইয়া থাকেন।

পদোপলক্ষে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিসদের কথা।

চ।—স্থগিত ও অবসৃত হইবার বিধি।

২৬ ধারা। রাজকীয় সনন্দক্রমে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন ফৌজদারী আদালতের সকল জজ ও সকল মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত হইতে পারিবেন।

জজদের ও মাজিষ্ট্রেটদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

কিন্তু এইক্ষণে কেবল মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবই যে জজ ও মাজিষ্ট্রেটদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত করিতে পারেন অন্য কোন কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাদিগকে কর্ম্ম হইতে স্থগিত কি অবসৃত করিবেন না।

২৭ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত ভারতবর্ষের শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে তিনি স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট শান্তিরক্ষার্থ যে কোন জষ্টিসকে নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই গবর্ণমেণ্ট স্থগিত রাখিতে কি পদচ্যুত করিতে পারিবেন।

শান্তিরক্ষার্থে জষ্টিসদের স্থগিত ও অবসৃত হইবার কথা।

তৃতীয় অধ্যায়।

আদালতের ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

ক।—প্রত্যেক আদালতের বিচার্য্য অপরাধের বর্ণনা।

২৮ ধারা। এই আইনের অন্যান্য বিধানের নিয়মাধানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনমত কোন অপরাধ—

দণ্ডবিধির আইনমত অপরাধেরকথা।

(ক) হাই কোর্ট কর্ত্তৃক, অথবা
(খ) সেশন আদালত কর্ত্তৃক অথবা
(গ) ঐ অপরাধ অপর যে কোন আদালতের বিচার্য্য বলিয়া দ্বিতীয় তফসীলের অষ্টম ঘরে দেখান গেল সেই আদালত কর্ত্তৃক

—বিচারিত হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দকে অপরাধযুক্ত নরহত্যা চার্জে সেশন আদালতে সোপরর্দ্দ করা গেল। তাহার মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান অপরাধটী মাত্র সাব্যস্ত হইতে পারিবে।

২৯ ধারা। (১) অন্য আইনমত অপরাধ হইলে যদি ঐ আইনে এতদর্থে কোন আদালতের উল্লেখ থাকে, তবে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের বিচার করিবেন।

অন্য আইনমত অপরাধের কথা।

(২) যদি কোন আদালতের উল্লেখ না থাকে, তবে হাই কোর্ট কি এই আইনমতে সংস্থাপিত কোন আদালত তাহার বিচার করিবেন।

কিন্তু—

(ক) এইরূপ যে অপরাধে ৭ বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না;

(খ) এইরূপ যে অপরাধে তিন বৎসরের অধিক কাল পর্য্যন্ত কারা দণ্ড হইতে পারে দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না; এবং

(গ) এইরূপ যে অপরাধে এক বৎসরের অধিককাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সেই অপরাধের বিচার করিবেন না।

৩০ ধারা। (১) পঞ্জাবের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের শাসিত দেশে এবং অযোধ্যার ও মধ্য প্রদেশের ও কুর্গের ও আসামের প্রধান কমি-

প্রাণ দণ্ডের অপরাধ ভিন্ন অপরাধের কথা।

শনর সাহেবদের শাসিত দেশে এবং অন্য২ প্রদেশের যে যে অংশে ডেপুটী কমিশনরেরা কি আসিস্টান্ট কমিশনরেরা থাকেন সেই২ অংশে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ২৯ ধারায় ভাবান্তরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে মাজিস্ট্রেটস্বরূপ প্রাণদণ্ডের অপরাধ ভিন্ন সমুদয় অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

(২) এই ধারার বিধান নিম্ন ব্রহ্ম সম্বন্ধেও খাটিবে।

খ।—নানা শ্রেণীর আদালত যে২ দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারিবেন তদ্বিষয়ক বিধি।

হাই কোর্ট ও সেশনের জজ সাহেব যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩১ ধারা। (১) হাই কোর্ট আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) সেশন জজ কি আডিশনল সেশন জজ সাহেব আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন, কিন্তু তদ্রূপ কোন জজ প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দিলে তাহা হাই কোর্টের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে।

(৩) আসিস্টান্ট সেশন জজ প্রাণদণ্ড ও সাতবৎসরের অধিক মিয়াদের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ড ভিন্ন আইনমত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু আসিস্টান্ট সেশন জজ চারিবৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কি কোন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিলে তাহা সেশন জজ বা আডিশনল সেশন জজ সাহেবের অনুমোদন সাপেক্ষ থাকিবে।

মাজিস্ট্রেটেরা যে যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৩২ ধারা। (১) মাজিস্ট্রেটদের আদালত নিম্নলিখিত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, যথা,

(ক) প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটদের ও প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত দুইবৎসরের অনধিক কালের কারাদণ্ড। এক হাজার টাকার অনধিক অর্থ দণ্ড; কশাঘাত দণ্ড।
(খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত	আইনমত নির্জ্জন কারাদণ্ড সমেত ছয় মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড; দুইশত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড। কশাঘাত দণ্ড।
(গ) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটদের আদালত	এক মাসের অনধিক কালের কারাদণ্ড। পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ড।

(২) কোন মাজিস্ট্রেটের আদালত আইনমত যে২ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন তন্মধ্যে একাধিক যে কোন দণ্ড একত্র করিয়া আইনসঙ্গত সংযুক্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) দ্বিতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ করিয়া ক্ষমতা না পাইলে, তাঁহার আদালত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে মাজিস্ট্রেটদের কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৩৩ ধারা (১) অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়াতে আইনমতে যত কালের কারাদণ্ড হইতে পারে মাজিস্ট্রেটের আদালত ঐরূপ ত্রুটি ঘটিলে ততকালের কারাদণ্ড দিতে পারিবেন।

কিন্তু—

(ক) ততকালের কারাদণ্ড যেন এই আইনমত মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার অতিরিক্ত না হয়।

কোন২ স্থল সম্বন্ধে নিয়মবিধির কথা।

(খ) মাজিস্ট্রেটদের দ্বারা কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইলে যদি মূলদণ্ডের একাংশ বলিয়া কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়া থাকে তবে অর্থ দণ্ডের টাকা না দেওয়াতে কারাদণ্ডস্বরূপ ভিন্ন তিনি ঐ অপরাধের দণ্ডস্বরূপে যতকালের নিমিত্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে ক্ষমতাপন্ন হন অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত তাহার চতুর্থাংশের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা দিবেন না।

(২) ৩২ ধারামতে মাজিস্ট্রেট অত্যধিক যতকালের মূল কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন, এই ধারামত কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইতে পারিবে।

কোন২ জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের উচ্চতর ক্ষমতার কথা।

৩৪ ধারা। ৩০ ধারামতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের আদালত প্রাণদণ্ড কিম্বা সাত বৎসরের অধিক কালের দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা সাত বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা ছাড়া আইনসম্মত যে কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিন্তু চারি বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা এবং কোন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা সেশন জজ বা আডিশনল সেশন জজ সাহেবের অনুমোদনসাপেক্ষ থাকিবে।

একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার দণ্ডাজ্ঞার কথা।

৩৫ ধারা। (১) একই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির দুই কি ততধিক স্বতন্ত্র অপরাধের প্রমাণ হইলে তাহার যে যে অপরাধের প্রমাণ হয় ঐ আদালত সেই২ অপরাধের যে যে দণ্ড করিতে সক্ষম হন ঐ ব্যক্তির সেই২ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কারাদণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে আদালত যে ক্রমের আদেশ করেন সেই ক্রমে এক দণ্ড ভোগ হইলে পর অন্য দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

(২) ঐ আদালত একই অপরাধের নিমিত্তে যত দূর দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন হন, ঐ সমুদয় অপরাধের দণ্ড মসকি তদতিরিক্ত বলিয়া অপরাধীকে উপরিস্থ

আদালতে বিচার হইবার নিমিত্তে প্রেরণ করা আবশ্যক হইবে না।

অত্যধিক যত কাল দণ্ড হইবে তাহার কথা।

কিন্তু (ক) কোন স্থলে সেই ব্যক্তির চৌদ্দ বৎসরের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

(খ) আরো ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই মোকদ্দমার বিচার হইলে, তিনি স্বীয় নিয়মিত ক্ষমতাক্রমে যৎপরিমাণে দণ্ড করিতে পারেন, পূর্ব্বোক্ত দণ্ড সমুদয় তাহার দ্বিগুণের অধিক না হয়।

(৩) একই বিচারে অনেক অপরাধের প্রমাণ হইলে এই ধারামত সংযুক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কি আপীলের সময়ে একই আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—পৃথক করা যাইতে পারে এরূপ যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারার বিধানের অন্তর্গত তাহা এই ধারার অর্থমতে স্বতন্ত্রং অপরাধ নয়।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ এমন একটি হাঙ্গামায় লিপ্ত হয় যাহা চলিবার সময় ও যাহার সাধারণ উদ্দেশ্য সাধনার্থ বলরাম চন্দ্রকে গুরুতর পীড়া দেয়। এই ধারার অর্থমতে আনন্দ স্বতন্ত্রং অপরাধ করে নাই, কিন্তু বলরাম করিয়াছে।

(খ) আনন্দ চৌর্য্যাভিপ্রায়ে অযথারূপে কোন বাটীতে প্রবেশ করে এবং তথায় সম্পত্তি চুরি করে। আনন্দ স্বতন্ত্রং অপরাধ করে নাই।

গ।—নিয়মিত ও অতিরিক্ত ক্ষমতা বিষয়ক বিধি।

৩৬ ধারা। জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও প্রথম ও দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি নিম্নে যথাক্রমে যে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়া তৃতীয় তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা সেইং ক্ষমতা প্রাপ্ত হইয়াছেন। এই ক্ষমতাকে তাঁহাদের "নিয়মিত ক্ষমতা" বলে।

মাজিষ্ট্রেটদের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

৩৭ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটকে যে ক্ষমতা দিতে পারেন বলিয়া চতুর্থ তফসীলে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেটকে কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেটকে তাঁহারা নিয়মিত ক্ষমতার অতিরিক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থল বিশেষে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সেই ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি অতিরিক্ত ক্ষমতা দিবার কথা।

৩৮ ধারা। ৩৭ ধারা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি যে ক্ষমতা অর্পিত হইল তাহা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কর্ত্তৃত্বাধীনে পরিচালন করিতে হইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে ক্ষমতা দিতে পারেন, তাহার নিয়মের কথা।

ঘ।—ক্ষমতার প্রদান, স্থিতি ও বিলোপ বিষয়ক বিধি।

৩৯ ধারা। (১) এই আইনমতে ক্ষমতা প্রদান করিতে হইলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞাক্রমে বিশেষ ব্যক্তিদের নাম করিয়া বা পদোপলক্ষে তাঁহাদিগকে কিম্বা সকল শ্রেণীর কর্ম্মকারকদের পদসংক্রান্ত খ্যাতি ধরিয়া সেই কর্ম্মকারকদিগকে ঐং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

ক্ষমতা প্রদান করিবার নিয়মের কথা।

(২) উক্তরূপ প্রত্যেক আজ্ঞা যে তারিখে ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে জ্ঞাত করা যায়, সেই তারিখ অবধি ফলবৎ হইবে।

৪০ ধারা। কোন ব্যক্তি গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মসংক্রান্ত কোন পদ পাইয়া কোন স্থানীয় চক্রের সর্ব্বত্র এই আইনক্রমে কোন ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে যদি একই স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অধীন তদ্রূপ স্থানীয় চক্রে তত্তুল্য প্রকারের সমান কি উচ্চতর পদে নিযুক্ত হন, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে কি না করিয়া থাকিলে তিনি যে স্থানীয় চক্রে প্রেরিত হইয়াছেন সেই স্থানীয় চক্রে সেই ক্ষমতা পরিচালন করিতে থাকিবেন।

কর্ম্মচারিরা স্থানান্তরে প্রেরিত হইলে তাঁহাদের ক্ষমতা প্রবল থাকিবার কথা।

উদাহরণ।

ক নামক মাজিষ্ট্রেট কিয়ৎকালের জন্য সেক্রেটরী আফিসে নিযুক্ত হন। যখন তিনি সেই জিলায় কি অন্য জিলায় মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ আপন পদে প্রত্যাবর্ত্তন করেন তখন নূতন করিয়া ক্ষমতাপ্রাপ্ত না হইয়াও মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারিবেন।

৪১ ধারা। (১) এই আইনক্রমে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বা তদধীন কোন কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তির প্রতি যে কোন ক্ষমতা প্রদান করেন, উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহার সমস্ত বা কোন ক্ষমতা রহিত করিতে পারিবেন।

ক্ষমতা রহিত হইতে পারিবার কথা।

(২) জিলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক প্রদত্ত কোন ক্ষমতা ঐরূপে জিলার মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক রহিত করা যাইতে পারিবে।

তৃতীয় খণ্ড।

সাধারণ বিধান।

৪ চতুর্থ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদিগকে ও পোলীসকে ও ধৃত করণ কার্য্যে নিযুক্ত ব্যক্তিদিগকে সাহায্য ও সংবাদ দিবার বিধি।

৪২ ধারা। (ক) মাজিষ্ট্রেট বা পোলীসের কর্ম্মচারী যাহাকে ধরিতে সক্ষম হন, এমন কোন ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে,

কোনং স্থলে সকল লোকের মাজিষ্ট্রেটের ও পোলীসের সাহায্য করিতে হইবার কথা।

(খ) কিম্বা শান্তিভঙ্গ নিবারণার্থে, কি রেলওয়ে কি খাল কি টেলিগ্রাফ কি রাজকীয় সম্পত্তির হানির চেষ্টা নিবারণার্থে, কিম্বা

(গ) দাঙ্গা কি হঙ্গমা দমন করণার্থে, কিম্বা বেআইনীমতে জনতা কিম্বা পাঁচজন কি পাঁচজনের অধিক লোকের যে জনতায় সাধারণের শান্তির বিঘ্ন হইবার সম্ভাবনা সেই জনতা ভাঙ্গিয়া দিবার জন্যে—

মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মচারী যে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত সাহায্য চাহেন, রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক, সেই ব্যক্তির তাঁহার সাহায্য করিতেই হইবে।

৪৩ ধারা। পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তির নামে ওয়ারণ্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যদি নিকটে থাকিয়া ওয়ারণ্ট সাধন করিতে প্রবৃত্ত হন, তবে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ ওয়ারণ্ট সাধন কার্য্যে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিবেন।

পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন ওয়ারণ্ট সাধনকারী ব্যক্তিকে সাহায্য করিবার কথা।

৪৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি রাজধানীর ভিতরেই হউক কি বাহিরেই হউক ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১২১, ১২১ক, ১২২, ১২৩, ১২৪, ১২৪ক, ১২৫, ১২৬, ১৩০, ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭, ১৪৮, ৩০২, ৩০৩, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৩৪৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৬, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, ও ৪৬০ ধারামতে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ করণের বা অন্য কোন ব্যক্তির করিবার কল্পনার কথা জানিতে পাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের যে কর্ম্মকারক সর্ব্বাপেক্ষা নিকটে থাকেন তাঁহাকে অগোণে জানাইবেন। যদি না জানাইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ থাকে তবে সেই কারণের প্রমাণ করিবার ভার তাঁহার প্রতি বর্ত্তিবে।

কোনং অপরাধের সন্ধান সকল লোকের দিতে হইবার কথা।

(২) যে কোন কার্য্য বৃটিষ ভারতবর্ষে কৃত হইলে অপরাধ হয় এই ধারার প্রয়োজনার্থ "অপরাধ" শব্দে তাহাও বুঝাইবে।

৪৫ ধারা। (১) নিম্নলিখিত কোন বিষয় সম্বন্ধে কোন সন্ধান পাইলে প্রত্যেক গ্রাম্য মণ্ডল, গ্রাম্য পাটওয়ারি, গ্রাম্য চৌকিদার, গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারী, ভূমির অধিকারী বা দখীলকার এবং এইরূপ কোন অধিকারী বা দখীলকারের এজেন্ট, এবং গবর্ণমেণ্ট কিম্বা কোর্ট অব ওয়ার্ডের পক্ষে ভূমির রাজস্ব বা খাজানা আদায় কার্য্যে নিযুক্ত প্রত্যেক কর্ম্মচারিকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট ও সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ পোলীস ষ্টেশনের ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এই দুই জনের মধ্যে যিনি বেশী নিকটে থাকেন তাঁহাকে অবিলম্বে সেই সন্ধান জানাইতে হইবে—

গ্রামের মণ্ডল, পাটওয়ারি, ভূম্যধিকারী প্রভৃতির কোন কোন বিষয় রিপোর্ট করিতে বাধ্য হইবার কথা।

(ক) তিনি যে গ্রামের মণ্ডল, পাটওয়ারি চৌকিদার বা পোলীস কর্ম্মচারী, কিম্বা যে গ্রামে ভূমি অধিকার বা দখল করেন, কিম্বা এজেণ্ট থাকেন, কিম্বা রাজস্ব বা খাজানা আদায় করেন সেই গ্রামে কোন প্রসিদ্ধ চোরাদ্রব্যের গ্রাহক বা বিক্রেতার নিয়ত বা কিয়ৎকালীন বাস করা সম্বন্ধে।

(খ) যে ব্যক্তিকে ঠগ, দস্যু, পলায়িত কয়েদি কিম্বা ঘোষিত অপরাধী বলিয়া তিনি জানেন কিম্বা ন্যায্যরূপে সন্দেহ করেন সেই গ্রামের মধ্যে কোন স্থানে তাহার সর্ব্বদা আসা সম্বন্ধে কিম্বা সেই গ্রামের ভিতর দিয়া তাহার চলিয়া যাওয়া সম্বন্ধে।

(গ) যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না সেই অপরাধ কিম্বা ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৪৩, ১৪৪, ১৪৫, ১৪৭ কিম্বা ১৪৮ ধারানুসারে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ সেই গ্রামের ভিতর বা নিকটে কৃত হওয়া সম্বন্ধে বা কৃত হইবার অভিপ্রায় থাকা সম্বন্ধে।

(ঘ) সেই গ্রামের ভিতর বা নিকটে কোন আকস্মিক বা অপঘাত মৃত্যু কিম্বা সন্দেহজনক অবস্থায় কোন মৃত্যু ঘটা সম্বন্ধে।

(ঙ) যে কার্য্য বৃটিষ ভারতবর্ষের ভিতর করিলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে, অর্থাৎ, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫, ৪৩৬, ৪৪৯, ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮, ৪৫৯, এবং ৪৬০ এই ধারাগুলির মধ্যে কোন ধারানুসারে দণ্ডনীয় অপরাধ হয় তাহা বৃটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে সেই গ্রামের নিকটে কোন স্থানে করা সম্বন্ধে কিম্বা করিবার অভিপ্রায় থাকা সম্বন্ধে।

(চ) শৃঙ্খলা রক্ষার ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব কিম্বা অপরাধ নিবারণের ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব কিম্বা শরীর বা সম্পত্তি নিরাপদ থাকিবার ব্যাঘাত হওয়া সম্ভব এমন যে বিষয়ের সন্ধান দিবার জন্য জিলার মাজিষ্ট্রেট অগ্রে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া সাধারণ বা বিশেষ হুকুমক্রমে তাঁহাকে আদেশ প্রদান করিয়াছেন সেই বিষয় সম্বন্ধে।

(২) এই ধারায়—

(/০) 'গ্রাম' শব্দে গ্রামের জমিও বুঝাইবে। এবং

(৵০) যে কার্য্য বৃটিষ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের নিম্নলিখিত ধারাগুলির মধ্যে, অর্থাৎ, ৩০২, ৩০৪, ৩৮২, ৩৯২, ৩৯৩, ৩৯৪, ৩৯৫, ৩৯৬, ৩৯৭, ৩৯৮, ৩৯৯, ৪০২, ৪৩৫ ৪৩৬, ৪৪৯. ৪৫০, ৪৫৭, ৪৫৮ ৪৫৯, এবং ৪৬০ এই ধারাগুলির মধ্যে কোন ধারানুসারে দণ্ডনীয় হয় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্তৃক ভারতবর্ষের কোন অংশে স্থাপিত বা রাখিয়া দেওয়া কোন আদালত বা কর্তৃপক্ষ কর্তৃক যে ব্যক্তি সেই কার্য্য সম্বন্ধে অপরাধী বলিয়া ঘোষিত হন 'ঘোষিত অপরাধী' বলিতে সেই ব্যক্তিকেও বুঝাইবে।

(৩) যে গ্রামের নিমিত্ত অন্য কোন আইনানুসারে কোন গ্রাম্য মণ্ডল নিযুক্ত করা হয় নাই জেলার মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে সকল বিধি প্রণয়ন করিবেন তদধীনে এই ধারার প্রয়োজনার্থ সময়ে সময়ে সেই গ্রামে একজন কি তদধিক গ্রাম্য মণ্ডল নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

এই ধারার প্রয়োজনার্থ কোন কোন স্থলে জেলার মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা গ্রামের মণ্ডলের নিয়োগের কথা।

---

৫ পঞ্চম অধ্যায়।

ধৃতকরণ, পলায়ন ও পুনর্দ্ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

ক।—সাধারণতঃ ধৃতকরণ বিষয়ক বিধি।

৪৬ ধারা। (১) ধৃত করণ সময়ে পোলীসের কর্ম্মচারী কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করেন তিনি যাহাকে ধরিবেন তাহার গাত্র স্পর্শ করিবেন কিম্বা তাহাকে আটক করিয়া রাখিবেন। কিন্তু যদি সেই ব্যক্তি কথা কি কর্ম্মদ্বারা আটক থাকিবার সম্মতি দেখায় তবে তাহাকে স্পর্শাদি করিবার প্রয়োজন নাই।

যেরূপে ধৃত করিতে হইবে তাহার কথা।

(২) তাহাকে ধরিবার উদ্যোগ হইলে যদি সেই ব্যক্তি বলক্রমে বাধা দেয় কিম্বা ধৃত হওয়া এড়াইতে চেষ্টা করে, তবে পোলীসের ঐ কর্ম্মচারী কি অন্য ব্যক্তি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার জন্যে যাহা আবশ্যক তাহাই করিতে পারিবেন।

ধরিবার উদ্যোগের বাধা দিবার কথা।

(৩) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড বা যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর দণ্ড হয় না সেই অপরাধে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তি হইলে এই ধারার কোন কথায় তাহার প্রাণহানি করিবার অধিকার জন্মে না।

৪৭ ধারা। যাহাকে ধৃত করিতে হইবে সেই ব্যক্তি কোন স্থানে প্রবেশ করিয়াছে কি আছে, ধৃত করিবার ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্যকারী কোন ব্যক্তির কিম্বা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন পোলীসের কর্ম্মচারির এমত বিশ্বাস করিবার হেতু থাকিলে তিনি ঐ স্থান বাসির কি রক্ষকের অনুমতি চাহিলে, তাঁহার কর্ত্তব্য যে পূর্ব্বোক্তরূপে কার্য্যকারী ঐ ব্যক্তিকে কি পোলীসের সেই কর্ম্মচারিকে অবাধে প্রবেশ করিতে দেন ও সেই স্থানে অন্বেষণ করিতে সর্ব্বপ্রকারে যুক্তিমত সুবিধা করিয়া দেন।

যাহাকে ধরিবার চেষ্টা হয় সে কোন স্থানে প্রবেশ করিলে সেই স্থান অন্বেষণ করিবার কথা।

৪৮ ধারা। যদি ৪৭ ধারামতে উক্ত স্থানে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্যকারী ব্যক্তি যে কোন স্থলে, এবং যে স্থলে ওয়ারণ্ট বাহির হইতে পারে কিন্তু যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তাহাকে পালাইবার সুযোগ না দিয়া ওয়ারণ্ট প্রাপ্ত হওয়া যায় না, সেই স্থলে পোলীসের কর্ম্মচারী সেই স্থানে প্রবেশ করিয়া অন্বেষণ করিতে পারিবেন ও আপনার ক্ষমতা ও অভিপ্রায় জ্ঞাত করিয়া উপযুক্তমতে প্রবেশ করিবার অনুমতি চাহিলে পর, যদি অন্য কোন প্রকারে প্রবেশ করিতে না পারেন, তবে তথায় প্রবেশ করিবার জন্যে যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে সেই ব্যক্তির কি অন্য যাহার হউক ঘরের কি স্থানের সদর কি ভিতর দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিয়া প্রবেশ করিতে পারিবেন।

প্রবেশ করিতে না পাইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিন্তু যদি উক্ত স্থান যে ব্যক্তিকে ধৃত করিতে হইবে তদ্ভিন্ন প্রকৃতপক্ষে স্ত্রীলোকের অধিকৃত অন্তঃপুর হয় ও সেই স্ত্রীলোক যদি স্বজাতীয় আচারমতে প্রকাশ্য স্থানে না যায়, উক্ত ব্যক্তি কি পোলীসের কর্ম্মচারা তাহাকে স্থানান্তরে যাইবার অনুমতি জানাইয়া ও সর্ব্বপ্রকারে তাহার স্থানান্তরে যাইবার যুক্তিমতে সুবিধা করিয়া দিয়া ঐ অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া তথায় প্রবেশ করিতে পারিবেন।

অন্তঃপুরের দ্বারাদি ভাঙ্গিয়া খুলিবার কথা।

৪৯ ধারা। ধৃত করিবার ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন পোলীসের কর্ম্মচারী কি অন্য ব্যক্তি আইনমতে ধৃত করিবার নিমিত্ত কোন গৃহে বা স্থানে প্রবেশ করিয়া তথায় আবদ্ধ হইলে আপনাকে কি অন্য ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার নিমিত্ত সেই গৃহের বা স্থানের সদর কি ভিতর দ্বার কি জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবেন।

মুক্তির উদ্দেশ্যে দ্বার ও জানালা ভাঙ্গিয়া খুলিতে পারিবার কথা।

৫০ ধারা। ধৃত ব্যক্তির পলায়ন নিবারণের জন্য যত দূর আবশ্যক হয় তাহাকে তদধিক কষ্ট দিয়া আটক করিয়া রাখিতে হইবে না।

অনাবশ্যকমতে বদ্ধ না করিবার কথা।

৫১ ধারা। যে ওয়ারেণ্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান না থাকে পোলীসের কোন কর্ম্মচারী এমত ওয়ারণ্টক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে কিম্বা ওয়ারেণ্টে হাজিরজামিন লইবার বিধান থাকিতেও ধৃত ব্যক্তি তাহা দিতে না পারিলে, এবং

ধৃত ব্যক্তির গা তলাশের কথা।

কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা গেলে কিম্বা ওয়ারণ্টক্রমে সামান্য কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ধৃত করা গেলে ও আইনমতে তাহার হাজিরজামিন লইতে না পারা গেলে কিম্বা সে দিতে না পারিলে,

যে কর্ম্মচারী তাহাকে ধৃত করিলেন কিম্বা তাহাকে কোন সামান্য ব্যক্তি ধৃত করিলে উক্ত সামান্য ব্যক্তি সেই ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের যে কর্ম্মচারির হস্তে সমর্পণ করেন, তিনি ঐ ব্যক্তির গা তলাশী করিয়া তাহার প্রয়োজনীয় পরিধেয় বস্ত্রাদি ভিন্ন তাহার নিকট অন্য যত দ্রব্য পান তাহা লইয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখিতে পারিবেন।

৫২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের গা তলাশী করা আবশ্যক হইলে, লজ্জাশীলতার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখিয়া অন্য একজন স্ত্রীলোকের দ্বারা ঐ কার্য্য করিতে হইবে।

যে প্রকারে স্ত্রীলোকের গা তলাশী করিতে হইবে তাহার কথা।

৫৩ ধারা। যে কর্ম্মচারী কি অন্য ব্যক্তি এই আইনমতে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করেন, ধৃত ব্যক্তির সঙ্গে কোন আক্রমণ করিবার অস্ত্র থাকিলে তিনি তাহা লইতে পারিবেন এবং তদ্রূপে যে যে অস্ত্র লন, এই আইনের আদেশমতে তাঁহার ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের কি কর্ম্মচারির সম্মুখে উপস্থিত করিতে হইবে সেই আদালতের কি কর্ম্মচারির নিকট সেইং অস্ত্র সমর্পণ করিবেন।

সাংঘাতিক অস্ত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

খ।—ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার বিধি।

৫৪ ধারা। (১) পোলীসের কর্ম্মচারী মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞা এবং ওয়ারণ্ট না পাইয়াও এইং ব্যক্তিকে ধরিতে পারিবেন, অর্থাৎ,

যে স্থলে পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারেন তাহার কথা।

প্রথম।-যে কোন ব্যক্তি ধর্ত্তব্য কোন অপরাধে লিপ্ত হইয়াছে বা যুক্তিসিদ্ধমতে যাহার নামে তদ্রূপ কোন অপরাধে লিপ্ত থাকার নালিশ করা যায়, কিম্বা যাহার তদ্রূপ অপরাধে লিপ্ত থাকার বিশ্বাসযোগ্য সন্ধান পাওয়া যায় বা যুক্তিমত সংশয় হয় তাহাকে।

দ্বিতীয়।—গৃহ ভাঙ্গিয়া প্রবেশ করিবার কোন যন্ত্র আইনসিদ্ধ কারণ বিনা কোন ব্যক্তির নিকট থাকিলে তাহাকে। আইনসিদ্ধ কারণ থাকিবার প্রমাণের ভার ঐ ব্যক্তির উপর বর্ত্তিবে।

তৃতীয়।—এই আইনানুসারে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হয় তাহাকে।

চতুর্থ।—চোরা দ্রব্য বলিয়া যুক্তিমতে যে দ্রব্যের বিষয়ে সংশয় থাকিতে পারে কোন ব্যক্তির নিকটে এমত দ্রব্য পাওয়া গেলে এবং ঐ দ্রব্য সম্বন্ধে সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ থাকিলে তাহাকে।

পঞ্চম।—কোন ব্যক্তি পোলীসের কর্ম্মচারির কর্ত্তব্যকর্ম্ম করণ সময়ে তাহার বাধা জন্মাইলে কিম্বা আইনমত হেফাজত হইতে পলাইলে কি পলাইবার উদ্যোগ করিলে, তাহাকে।

ষষ্ঠ।—শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর পল্টন হইতে কিম্বা যুদ্ধ জাহাজ হইতে পলাতক বলিয়া অথবা শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ভারতবর্ষীয় মেরিণ সর্ব্বিসের লোক বলিয়া এবং ঐ সর্ব্বিস হইতে বেআইনীমতে অনুপস্থিত আছে বলিয়া যে ব্যক্তির বিষয়ে যুক্তিমত সংশয় থাকে তাহাকে। এবং

সপ্তম।—যে কার্য্য বৃটিষ ভারতবর্ষের ভিতর করা হইলে অপরাধ বলিয়া দণ্ডনীয় হইত সে কার্য্য বৃটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে কোন স্থানে কৃত হওয়ার স্থলে যে ব্যক্তি তাহাতে লিপ্ত হইয়াছে কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে এরূপ যুক্তিযুক্ত অভিযোগ করা হইয়াছে বা বিশ্বাসজনক সংবাদ পাওয়া গিয়াছে বা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহ আছে যে সে সেই কার্য্যে লিপ্ত ছিল এবং যে ব্যক্তিকে তজ্জন্য অপরাধীদিগকে স্ব স্ব দেশে প্রেরণ করা বিষয়ক কোন আইনানুসারে কিম্বা পলাতক অপরাধী বিষয়ক ১৮৮১ সালের আইনানুসারে কিম্বা অন্য কোন রকমে বৃটিষ ভারতবর্ষের ভিতর ধৃত করা বা হাজতে রাখা যাইতে পারে তাহাকে।

অষ্টম।—যে কোন ব্যক্তি ৫৬৫ ধারার অর্থনির্দ্দেশমত পোলীসের তত্ত্বাবধানের সর্ত্ত ভঙ্গ করে তাহাকে।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

(৩) ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করণ সম্বন্ধে এই আইনের বিধান স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপ পরিবর্ত্তন বিহিত বোধ

করেন সেইরূপ পরিবর্ত্তন সহিত গ্রাম্য পোলীসের লোক বা চৌকীদার সম্বন্ধে খাটিবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন।

ভ্রমণকারী ব্যক্তি ও রীতিমত দস্যু প্রভৃতিকে ধৃত করিবার কথা।

৫৫ ধারা। (১) পোলীস থানার অধ্যক্ষ এরূপে এই২ ব্যক্তিদিগকে ধরিতে কি ধরাইতে পারিবেন।

(ক) যদি উক্ত থানার সীমার মধ্যে কোন ব্যক্তিকে এরূপ অবস্থায় আত্ম গোপন করিবার যত্ন করিতে দেখা যায় যাহাতে বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে সে ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়েই তদ্রূপ যত্ন করিতেছে; কিম্বা

(খ) উক্ত থানার সীমার মধ্যে যে ব্যক্তির দিনপাতের স্পষ্ট সঙ্গতি না থাকে কিম্বা যে ব্যক্তি হৃদ্বোধমতে আপনার বৃত্তান্ত জানাইতে না পারে; কিম্বা

(গ) যে ব্যক্তি প্রসিদ্ধ রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহ প্রবেশকারী কি চোর হয়, কিম্বা চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গ্রহণ করা যে ব্যক্তির অভ্যাস আছে, কিম্বা যে ব্যক্তি নিয়ত বলপূর্ব্বক অপহরণ করে কিম্বা অপহরণ করণার্থে নিয়ত হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

পোলীসের কর্ম্মচারী ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার নিমিত্ত আপন অধীন কর্ম্মচারিকে প্রেরণ করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৫৬ ধারা। (১) আইনমতে যে ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে পোলীস থানার অধ্যক্ষ আপনার অনুপস্থিতিতে সেই ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিবার জন্যে আপনার অধীন কোন কর্ম্মকর্ম্মচারিকে আজ্ঞা করিলে, তাঁহাকে আজ্ঞাপত্র দিবেন। যে অপরাধের নিমিত্ত যে ব্যক্তিকে ধরিতে হইবে আজ্ঞাপত্রে এই২ কথা নির্দ্দিষ্ট থাকিবে।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

নাম ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে তাহার কথা।

৫৭ ধারা। (১) যে অপরাধ অধর্ত্তব্য কোন ব্যক্তি এমত অপরাধ পোলীস কর্ম্মচারির সম্মুখে করিলে কি করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে ও সেই ব্যক্তি ঐ কর্ম্মচারির আদেশমতে আপনার নাম ও বাসস্থান জানাইতে স্বীকার না করিলে কিম্বা যে নাম ও বাসস্থান জানায় তাহা ঐ কর্ম্মচারির মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে ঐ কর্ম্মচারী সেই ব্যক্তির নাম বা বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানিবার নিমিত্ত তাহাকে ধৃত করিতে পারিবেন।

(২) ঐ ব্যক্তির প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানা গেলে যদি সে আদেশ হইলেই কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জন্য বৃটিষ ভারতবর্ষের অধিবাসী এক কি একাধিক ঠিক ও উপযুক্ত জামিনদারের সহিত নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহা হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(৩) ধৃত করিবার সময় হইতে চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে তাহার প্রকৃত নাম ও বাসস্থান নিশ্চিতমতে জানা না গেলে, কিম্বা সে ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে বা জামিনদার দিতে অপারগ হইলে, তাহাকে বিচারাধিকারবিশিষ্ট সর্ব্বাপেক্ষা নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটের নিকট অবিলম্বে পাঠাইতে হইবে।

অপরাধীকে ধরিবার জন্য অন্য এলাকায় যাইবার কথা।

৫৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সেই ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিবার নিমিত্ত পোলীসের কর্ম্মচারী সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ২ বৃটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে যাইতে পারিবেন।

সামান্য ব্যক্তিদের দ্বারা ধৃত হওয়ার কথা।

৫৯ ধারা। (১) ধর্ত্তব্য যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন সামান্য ব্যক্তি আপনার দৃষ্টিগোচরে কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপ অপরাধ করিতে দেখিলে তাহাকে কিম্বা অপরাধী বলিয়া যাহার নাম ঘোষণা হইয়াছে তাহাকে ধরিতে পারিবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

এবং অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তদ্রূপ ধৃত ব্যক্তিকে পোলীসের কর্ম্মচারির হাতে সমর্পণ করিবেন। পোলীসের কর্ম্মকারক না থাকিলে তাহাকে নিকটস্থ পোলীস থানায় লইয়া যাইবেন।

(২) ঐ ব্যক্তি ৫৪ ধারার বিধানের মধ্যে আইসে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ না থাকিলে, পোলীস কর্ম্মচারী তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিবেন।

(৩) ঐ ব্যক্তি অধর্ত্তব্য অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, এবং পোলীস কর্ম্মচারির আদেশমতে সে নাম ও ধাম জানাইতে অস্বীকার করিলে কিম্বা যে নাম ও ধাম জানায় উক্ত কর্ম্মচারী তাহা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ৫৭ ধারার বিধানমতে তাহাকে লইয়া কার্য্য করিবেন। সে কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ বিশ্বাস করিবার যথেষ্ট কারণ না থাকিলে, তাহাকে অগৌণে মুক্ত করিতে হইবে।

ধৃত ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেটের কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে উপস্থিত করিবার কথা।

৬০ ধারা। পোলীসের কর্ম্মচারী ওয়ারণ্ট বিনা কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিলে ঐ মোকদ্দমায় যে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা থাকে অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এবং জামিন বিষয়ে এই আইনের বিধান মানিয়া তাঁহার নিকটে কিম্বা

পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে লইয়া যাইবেন কি পাঠাইবেন।

৬১ ধারা। (১) মোকদ্দমার তাবদ্ব্যাপার বিবেচনায় ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত ব্যক্তিকে যুক্তিমতে যত কাল আটক করিয়া রাখা যুক্তিসঙ্গত পোলীসের কোন কর্ম্মচারী তাহা তদধিক কাল আটক করিয়া রাখিবেন না এবং ১৬৭ ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না থাকিলে তাহকে চব্বিশ ঘণ্টার অধিক কাল রাখিবেন না. তাহাকে যে স্থানে গ্রেপ্তার করা গেল সেই স্থান হইতে মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পহুঁছিতে যত সময় লাগে ঐ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে সেই সময় ধরিতে হইবে না।

ধৃত ব্যক্তিকে ২৪ ঘণ্টার অধিক আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

(২) ১৮৬১ সালের ৫ আইনমতে রোলভুক্ত পোলীসের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যে আটক রাখা হয় কেবল তাহারই সহিত এই ধারার বিধানের সম্বন্ধ।

৬২ ধারা। পোলীস থানার কোন অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানে কোন ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরা গেলে ও তাহার হাজিরজমিন দিবার অনুমতি হউক আর নাই হউক ঐ কর্ম্মচারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে কিম্বা তাঁহার আদেশমতে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ কথার রিপোর্ট করিবেন।

ধৃত করণ বিষয়ে পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

৬৩ ধারা। পোলীসের কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি ধৃত হইয়াছে নিজে মুচলকা কি জামিন না দিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের বিশেষ আজ্ঞা না হইলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

ধৃত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

৬৪ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন অপরাধ করা গেলে তিনি আপনি অপরাধীকে ধরিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির প্রতি অপরাধীকে ধরিবার আজ্ঞা দিতে, এবং জামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান মানিয়া তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দৃষ্টিগোচরে যে অপরাধ করা যায় তাহার কথা।

৬৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যৎকালে যে অবস্থায় যে ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, তৎকালে ও সেই অবস্থায় তিনি আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে সেই ব্যক্তিকে ধরিতে বা আপনার সাক্ষাতে ধরিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বা সাক্ষাতে ধরিবার কথা।

৬৬ ধারা। আইনমত হেফাজত হইতে কোন ব্যক্তি পলাইলে কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া গেলে, যে ব্যক্তির হেফাজত হইতে সে পলায় কি তাহাকে ছাড়াইয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি তৎক্ষণাৎ তাহার পশ্চাৎ২ যাইয়া বৃটিষ ভারতবর্ষের যে কোন স্থানে তাহাকে পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবেন।

পলাইলে পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাইবার ও পুনর্ব্বার ধরিতে পারিবার কথা।

৬৭ ধারা। যে ব্যক্তি ৬৬ ধারামতে ধৃত করেন তিনি ওয়ারণ্টক্রমে কার্য্য না করিলেও ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীস কর্ম্মচারী না হইলেও ঐ ধৃত করণ কার্য্যের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

৬৬ ধারামত ধৃতকরণের প্রতি ৪৭ ও ৪৮ ও ৪৯ ধারার বিধান বর্ত্তিবার কথা।

---

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।

উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—সমনের বিধি।

৬৮ ধারা। (১) এই আইনমতে কোন আদালত যে সমন দেন তাহা দুই কেতা করিয়া লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে উক্ত আদালতের আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষের কিম্বা হাই কোর্ট সময়ে সময়ে বিধিক্রমে যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ অন্য কর্ম্মচারির স্বাক্ষর ও মোহর থাকিবে।

সমনের পাঠের কথা।

(২) পোলীসের কর্ম্মচারী দ্বারা সমনজারী হইবে, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এতদর্থে যে বিধি নির্দ্দেশ করেন সেই বিধির নিয়মাধীনে, যে আদালত সমন দেন সেই আদালতের কর্ম্মচারী দ্বারা কিম্বা অপর রাজকীয় কার্য্যকারকের দ্বারা সমন জারী করা যাইবে।

সমন যে জারী করিবে তাহার কথা।

(৩) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তিবে।

৬৯ ধারা। (১) যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সাধ্য হইলে ঐ সমনের এক কেতা নিজ তাঁহাকে দিয়া কি দিতে চাহিয়া তাঁহার উপর জারী করা যাইবে।

সমন কিরূপে জারী করা যাইবে তাহার কথা।

(২) যে প্রত্যেক ব্যক্তির উপর তদ্রূপে সমন জারী করা যায়, জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে তিনি তাহার রসীদ অন্য কেতার পৃষ্ঠে স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

সমনের রসীদে স্বাক্ষর করিবার কথা।

(৩) কোন করপোরেট করা কোম্পানি বা কোন করপোরেট সমাজের নামে সমন জারী করিতে হইলে তাহা ঐ করপোরেশনের সেক্রেটরী, স্থানীয় কার্য্যনির্ব্বাহক কি অপর প্রধান কর্ম্মচারির উপর জারী করিয়া কিম্বা বৃটিষ ভারতবর্ষে ঐ করপোরেশনের প্রধান কর্ম্মচারির ঠিকানায় ডাকযোগে রেজিষ্টরী করা পত্র দিয়া জারী করা যাইতে পারিবে। ঐরূপ স্থলে

ডাকের সাধারণ কার্য্যরীতি অনুসারে যখন ঐ পত্র পহুঁছায় তখনই উক্ত সমন জারী হইয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

সমন যাঁহার নামে দেওয়া যায় তাঁহাকে না পাওয়া গেলে জারী করিবার কথা।

৭০ ধারা। যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় যথাযোগ্য যত্ন করিয়া তাঁহাকে পাওয়া না গেলে, তাঁহার পরিবারের মধ্যে বয়ঃপ্রাপ্ত যে পুরুষ কিম্বা রাজধানী নগর হইলে যে চাকর তাঁহার সঙ্গে বাস করে তাহার নিকট ঐ সমনের এক কেতা তাঁহাকে দিবার নিমিত্ত রাখিয়া দিয়া তাহা জারী করা যাইতে পারিবে। এবং তদ্রূপে যে ব্যক্তির নিকটে ঐ সমন রাখিয়া দেওয়া যায় জারীকারক কর্ম্মচারী আদেশ করিলে, সেই ব্যক্তি অন্য কেতার পৃষ্ঠে উহার রসীদ স্বাক্ষর করিয়া দিবেন।

রসীদ না পাওয়া গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৭১ ধারা। যথাযোগ্য যত্ন করিয়াও ৬৯ ও ৭০ ধারার উল্লিখিত প্রকারে জারী করিতে পাওয়া না গেলে যাঁহার নামে সমন দেওয়া যায় তিনি সচরাচর যে গৃহে বা বাটীতে বাস করেন সেই গৃহের বা বাটীর কোন প্রকাশ্য স্থানে জারীকারক কর্ম্মচারী সমনের এক কেতা লাগাইয়া দিবেন; এবং তাহা করিলে, ঐ সমন যথাযোগ্যরূপে জারী করা হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মকারকের উপর সমন জারী করিবার কথা।

৭২ ধারা। (১) যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা কোন রেলওয়ে কোম্পানির চলিত কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন, তবে যে কার্য্যালয়ে তিনি কর্ম্ম করেন ঐ সমন প্রচারক আদালত সামান্যতঃ সেই কার্য্যালয়ের প্রধান কর্ম্মচারির নিকট ঐ সমনের দুই কেতা পাঠাইবেন। তাহা হইলে যাঁহার নামে সমন হইয়াছে ঐ প্রধান কর্ম্মচারী তাঁহার উপর তাহা ৬৯ ধারার বিহিত প্রকারে জারী করাইবেন এবং ঐ ধারার আদেশমত পৃষ্ঠলিপি সহিত তাহাতে নিজে স্বাক্ষর করিয়া আদালতে ফিরাইয়া দিবেন।

(২) ঐরূপ স্বাক্ষরই আপাত দৃষ্টিতে ঐ সমন যথারীতি জারী হইবার প্রমাণ হইবে।

স্থানীয় সীমার বহির্ভূত স্থানে সমন জারী করিবার কথা।

৭৩ ধারা। কোন আদালত যে সমন দেন তাহা তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে জারী করিতে অভিলাষী হইলে, যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে স্থানে বাস করে কিম্বা থাকে আদালত তথায় তাহার উপর জারী করিবার নিমিত্ত সামান্যতঃ ঐ স্থানের কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ সমনের দোকর লিপি পাঠাইবেন।

তদ্রূপ স্থলেও যে ব্যক্তি সমন জারী করেন তিনি উপস্থিত না থাকিলে সমন জারী হইবার প্রমাণের কথা।

৭৪ ধারা। (১) কোন আদালত যে সমন দেন তাহা সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে ও যে স্থলে যে কর্ম্মচারী কোন সমন জারী করেন তিনি নালিশ শুনিবার সময়ে উপস্থিত না হইলে, সেই স্থলে, ঐ সমন জারী হইয়াছে এই মর্ম্মের আফিডেবিট কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গিয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে তাহা এবং যে ব্যক্তিকে সমন দেওয়া কি দিতে চাহা যায়, কিম্বা যাহার নিকট তাহা রাখিয়া আসা যায় ৬৯ বা ৭০ ধারার বিধানমতে ঐ সমনের দোকরলিপি তাহার পৃষ্ঠলিপি সংযুক্ত হইয়াছে বলিয়া দৃষ্ট হইলে ঐ দোকর লিপি প্রমাণ মধ্যে গৃহীত হইতে পারিবে; এবং যাবৎ বিপরীত প্রমাণ না পাওয়া যায় তাহাতে যাহা লিখিত থাকে যথার্থ বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(২) এই ধারার উল্লিখিত আফিডেবিট ঐ সমনপত্রের দোকর লিপিতে সংযুক্ত করিয়া আদালতের নিকট ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

খ।—ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট বিষয়ক বিধি।

ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠের কথা।

৭৫ ধারা। (১) এই আইনমতে কোন আদালত যে ওয়ারণ্ট দেন তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাতে ঐ আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চ হইলে ঐ বেঞ্চের কোন মেম্বর স্বাক্ষর করিবেন এবং তাহাতে আদালতের মোহর দেওয়া যাইবে।

ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট প্রবল থাকিবার কথা।

(২) তদ্রূপ যে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহা যে আদালত ঐ ওয়ারণ্ট দেন সেই আদালত যত দিন রহিত না করেন, কিম্বা তদনুসারে যত দিন কর্ম্ম সাধন হয়, তত দিন প্রবল থাকিবে।

আদালত যে স্থলে হাজিরজামিন লইবার আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

৭৬ ধারা। (১) কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিলে, যে কর্ম্মচারির নামে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় ঐ ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া তাঁহার প্রতি স্বীয় বিবেচনামতে এই আদেশ করিতে পারিবেন যে উক্ত ব্যক্তি নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও তৎপরে আদালতের ভিন্নরূপ আজ্ঞা না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে সেই জামিন লইয়া ঐ ব্যক্তিকে হেফাজত হইতে ছাড়িয়া দিবেন।

(২) (ক) যত জন জামিন দিতে হইবে,

(খ) তাহারা ও যাহাকে ধরিবার জন্য ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যত টাকা তাইনের বদ্ধ হইবে ও

(গ) আদালতের সম্মুখে যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইবে এই সকল কথা ঐ পৃষ্ঠলিপিতে লেখা যাইবে।

নিবন্ধপত্র পাঠাইবার কথা।

(৩) এই ধারামতে জামিন লওয়া গেলে, যে কর্ম্মচারির নামে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত আদালতের নিকট ঐ নিবন্ধপত্র পাঠাইয়া দবেন।

যাহাদের নামে ওয়ারন্ট দিতে হইবে তাহার কথা।

৭৭ ধারা। (১) ধৃত করিবার ওয়ারন্ট সচরাচর এক কি একাধিক পোলীসের কর্ম্মচারির নামে লিখিয়া দেওয়া যাইবে এবং প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ওয়ারন্ট বাহির করিলে তাহা সর্ব্বদাই তদ্রূপে দেওয়া যাইবে। কিন্তু ত্বরায় জারী করা আবশ্যক হইলে ও তৎকালে পোলীসের কর্ম্মচারিকে পাঠান যাইতে না পারিলে অন্য যে আদালত তাহা প্রচার করেন সেই আদালত অন্য কোন ব্যক্তির কি ব্যক্তিগণের নামে তাহা লিখিয়া দিতে পারিবেন, এবং উক্ত ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ তাহা সাধন করিবেন।

অনেক লোককে ওয়ারন্ট দিবার কথা।

(২) ওয়ারন্ট অনেক কর্ম্মচারির কি ব্যক্তির নামে লিখিয়া দেওয়া গেলে তাঁহাদের সকলের কি তাঁহাদের কোন এক কি অধিক জনের দ্বারা ঐ ওয়ারন্ট জারী হইতে পারিবে।

ভূম্যধিকারী প্রভৃতির নামে ওয়ারন্ট লিখিয়া দিতে পারিবার কথা।

৭৮ ধারা। (১) কোন পলাতক বন্দীকে কিম্বা যে অপরাধীর বিষয়ে ঘোষণাপত্র প্রচার হইয়াছে তাহাকে কিম্বা যে অপরাধের নিমিত্ত হাজির-জামিন লওয়া যাইতে পারে না কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহাকে ধরিবার নানা উদ্যোগ হইলেও ধরা যাইতে না পারিলে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপন জিলার বা মহকুমার অন্তর্গত কোন ভূম্যধিকারী কি ভূমির ইজারদারের কি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে তাহাকে ধরিবার ওয়ারন্ট লিখিয়া দিতে পারিবেন।

(২) ঐ ভূম্যধিকারী কি ইজারদার কি কার্য্যাধ্যক্ষ সেই ওয়ারন্ট পাইবার রসিদ লিখিয়া দিবেন ও যে ব্যক্তিকে ধরিবার নিমিত্ত তাহা বাহির হয় সেই ব্যক্তি তাঁহার মহালে কি ইজারায় কি তাঁহার তত্ত্বাধীন ভূমিতে থাকিলে কি আইলে সেই ওয়ারন্ট জারী করিবেন।

(৩) ঐ ওয়ারন্ট যে ব্যক্তির নামে বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে ওয়ারন্ট সহিত তাহাকে পোলীসের নিকটস্থ কর্ম্মচারির হস্তে সমর্পণ করা যাইবে আর ৭৬ ধারামতে হাজিরজামিন লওয়া না গেলে পোলীসের সেই কর্ম্মচারী মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ ব্যক্তিকে চালান করিবেন।

পোলীসের কর্ম্মচারিকে যে ওয়ারন্ট দেওয়া যায় তাহার কথা।

৭৯ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মচারির নামে ওয়ারন্ট লিখিয়া দেওয়া গেলে কিম্বা পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহাকে দেওয়া গেলে সেই কর্ম্মচারী ঐ ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে পোলীসের অন্য কর্ম্মচারির নাম লিখিয়া দিলে তাঁহার দ্বারা ঐ ওয়ারন্ট জারী করা যাইতে পারিবে।

ওয়ারন্টের মর্ম্ম জ্ঞাত করিবার কথা।

৮০ ধারা। পোলীসের কর্ম্মচারী কি অন্য যে ব্যক্তি ধৃত করিবার ওয়ারন্ট জারী করেন, যাহাকে ধরিতে হইবে তাহার নিকটে তিনি ঐ ওয়ারন্টের মর্ম্ম জানাইবেন ও সেই ওয়ারন্ট দেখাইতে বলিলে দেখাইবেন।

ধৃত ব্যক্তিকে অবিলম্বে আদালতের সম্মুখে আনবার কথা।

৮১ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মচারী কিম্বা অন্য যে ব্যক্তি ওয়ারন্ট জারী করেন আইনের আদেশমতে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে যে আদালতের সম্মুখে তাঁহার উপস্থিত করা হইতে হইবে জামিন সম্বন্ধে ৭৬ ধারার বিধান মানিয়া অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া তিনি তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনিবেন।

ওয়ারন্ট যে স্থানে জারী হইতে পারে তাহার কথা।

৮২ ধারা। ধৃত করিবার ওয়ারন্ট বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোন স্থানে জারী করা যাইতে পারিবে।

বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ওয়ারন্ট পাঠাইবার কথা।

৮৩ ধারা। (১) যে আদালত ওয়ারন্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিতে হইলে, উক্ত আদালত ঐ ওয়ারন্ট পোলীসের কোন কর্ম্মচারিকে না দিয়া যে মাজিস্ট্রেটের কি পোলীসের কমিশনর বা ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের বিচারাধীন স্থানে তাহা জারী করিতে হইবে তাঁহার নিকটে ডাকযোগে কি অন্যরূপে তাহা পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

(২) যে মাজিস্ট্রেট কি কমিশনর কি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেন্ট সাহেবের নিকট উক্ত ওয়ারন্ট তদ্রূপে পাঠান যায়, তিনি তাহার পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিয়া দিয়া সাধ্য হইলে আপন বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহা ইহার পূর্ব্বে যে প্রকারের বিধান হইল সেই প্রকারে জারী করাইবেন।

(৩) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

এলাকার বহির্ভূত স্থানে জারী করণার্থ পোলীসের কর্ম্মচারিকে ওয়ারন্ট দিবার কথা।

৮৪ ধারা (১) যে আদালত ওয়ারন্ট দেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে জারী করিবার নিমিত্ত পোলীসের কোন কর্ম্মচারিকে তাহা দেওয়া গেলে যাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে উক্ত কর্ম্মচারী সামান্যতঃ সেই

মাজিষ্ট্রেটের নিকট কিম্বা থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির অন্যূন পদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মচারির নিকট পৃষ্ঠলিপি করিয়া দিবার নিমিত্ত তাহা লইয়া যাইবেন।

(২) ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের ঐ কর্ম্মচারী ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আপন নাম লিখিবেন তাহা হইলে পোলীসের যে কর্ম্মচারিকে ঐ ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তাঁহার পক্ষে ঐ পৃষ্ঠলিপিই সেই সীমার মধ্যে ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিবার প্রভৃত ক্ষমতা হইবে, ও আদিষ্ট হইলে ঐ ওয়ারণ্ট জারী করণকার্য্যে তৎস্থানের পোলীস ঐ কর্ম্মচারির সহকারিতা করিবেন।

(৩) ওয়ারণ্ট যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মচারির বিচারাধীন স্থানের মধ্যে জারী করিতে হইবে তাঁহার পৃষ্ঠলিপি করাইতে হইলে বিলম্ব সম্ভাবনা হেতুক ঐ ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যাইবে না এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, পোলীসের যে কর্ম্মচারিকে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় তিনি উক্ত প্রকারের পৃষ্ঠলিপি ব্যতীত যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত কোন স্থানে তাহা জারী করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

যাহার নামে ওয়ারণ্ট বাহির হয় তাহাকে ধরা গেলে পর যাহা করিতে হইবে তাহার কথা।

৮৫ ধারা। (১) ধরিবার ওয়ারণ্ট যে জিলায় বাহির হয় সেই জিলার বহির্ভূত স্থানে জারী করা গেলে, যে আদালত ওয়ারণ্ট দিলেন সেই আদালত ধরিবার স্থানের বিশ মাইলের মধ্যে না থাকিলে কিম্বা যাঁহার বিচারাধীন স্থানে ধৃত করা গেলে সেই মাজিষ্ট্রেট কি পোলীসের কমিশনর বা ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব অপেক্ষা নিকটে না থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামতে হাজিরজামিন না লওয়া গেলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর বা ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের নিকট ধৃত ব্যক্তিকে আনিতে হইবে।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

ধৃত ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনা যায় তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৮৬ ধারা। (১) যে আদালত ওয়ারণ্ট দেন ঐ ধৃত ব্যক্তি সেই আদালতের লক্ষিত বোধ হইলে পূর্ব্বোক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর কি ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব তাহাকে পেয়াদার জিম্মায় দিয়া উক্ত আদালতে পাঠাইবার আদেশ করিবেন।

কিন্তু ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও ধৃত ব্যক্তি উক্ত মাজিষ্ট্রেট বা কমিশনর বা ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের সন্তোষজনক জামিন দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে কিম্বা ৭৬ ধারামতে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে আদেশ লেখা গেলে ও ঐ ব্যক্তি উক্ত আদেশমতে প্রতিভূ দিতে চাহিলে ও প্রস্তুত থাকিলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি কমিশনর বা ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব জামিন বা স্থল বিশেষে প্রতিভূ লইয়া সেই জামিনী বা প্রতিভূপত্র যে আদালত ওয়ারণ্ট দিয়াছেন সেই আদালতে পাঠাইয়া দিবেন।

(২) পোলীসের কোন কর্ম্মচারী ৭৬ ধারামতে যে প্রতিভূ লইতে পারেন এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার কোন বাধা হইল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(৩) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

গ।—ঘোষণাপত্র ও ক্রোক করণ বিষয়ক বিধি।

পলাতক ব্যক্তির নিমিত্ত ঘোষণার কথা।

৮৭ ধারা। (১) সাক্ষ্য লইয়াই হউক বা না লইয়াই হউক, যে ব্যক্তির নামে কোন আদালত ওয়ারণ্ট বাহির করিয়াছেন, তাহার উপর ওয়ারণ্ট জারী না হয় এই নিমিত্ত সে পলায়ন করিয়াছে কি গোপনে আছে উক্ত আদালত এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে ঘোষণাপত্র প্রচার করিবেন। তাহাতে সেই ব্যক্তির প্রতি নির্দ্দিষ্ট স্থানে ও ঘোষণাপত্র প্রচারের তারিখ অবধি ত্রিশ দিনের অন্যূন নিরূপিত কোন সময়ে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

(২) ঐ ঘোষণাপত্র নিম্নলিখিতমতে প্রচার করা যাইবে।

(ক) উক্ত ব্যক্তি সচরাচর যে নগরে কি গ্রামে বাস করিয়া থাকে ঐ ঘোষণাপত্র সেই নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে প্রকাশ্যরূপে পাঠ করা যাইবে।

(খ) সে ব্যক্তি সচারাচর যে গৃহে বা বসতবাটীতে থাকে তাহার কিম্বা ঐ নগরের কি গ্রামের কোন প্রকাশ স্থানে ঐ পত্র লাগাইয়া দেওয়া যাইবে, ও

(গ) সেই ঘোষণাপত্রের প্রতিলিপি আদালত ঘরের কোন প্রকাশ স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

(৩) নির্দ্দিষ্ট দিনে নিয়মিতরূপে ঘোষণা করা গিয়াছে ঘোষণাপত্র প্রচারকারী আদালতের এই মর্ম্মের লিখিত উক্তি এই ধারার আদেশ পালন হইবার ও নির্দ্দিষ্ট দিনে ঘোষণাপত্র প্রচারিত হইবার সিদ্ধান্ত প্রমাণ হইবে।

পলাতক ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার কথা।

৮৮ ধারা। (১) আদালত ৮৭ ধারামত ঘোষণাপত্র প্রচার করিবার পর উক্ত ঘোষিত ব্যক্তির স্থাবর কি অস্থাবর কি উভয় প্রকারের কোন সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) যে জিলায় উক্ত আজ্ঞা করা যায় সেই জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তি ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে; এবং ঐ জিলার বহির্ভূত যে জিলায় ঐ ব্যক্তির সম্পত্তি থাকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা রাজধানীর প্রধান

ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ আজ্ঞাপত্রে পৃষ্ঠলিপি লিখিয়া দিলে তাঁহার জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে সম্পত্তি থাকে ঐ আজ্ঞাক্রমে সেই সম্পত্তিরও ক্রোক করিবার অনুমতি হইবে,

(৩) যদি ঋণ বা অন্য অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তবে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তদনুসারে,

(ক) আটক করণ দ্বারা, কিম্বা

(খ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(গ) ঘোষিত ব্যক্তিকে বা তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তিকে উক্ত সম্পত্তি সমর্পণ নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা, কিম্বা

(ঘ) উপরিলিখিত সমুদয় বা কোন দুইটি উপায় দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

(৪) যদি স্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা গবর্ণমেণ্টের মালগুজারী ভূমি হইলে যে জিলায় ভূমি থাকে সেই জিলার কালেক্টর সাহেবের দ্বারা এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে, অন্য স্থলে আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তদনুসারে

(ঙ) দখল করণ দ্বারা, কিম্বা

(চ) গ্রাহক নিযুক্ত করণ দ্বারা, কিম্বা

(ছ) ঘোষিত ব্যক্তিকে কিম্বা তাঁহার পক্ষীয় কোন ব্যক্তিকে খাজানা দেওয়া বা সম্পত্তি সমর্পণ করা সম্বন্ধে নিষেধসূচক লিখিত আজ্ঞা দ্বারা কিম্বা

(জ) এইং উপায়ের মধ্যে সমুদয় কি কোন দুইটী দ্বারা,

এই ধারামতে ক্রোক করা যাইবে।

(৫) যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় তাহা যদি জীবন্ত পশু পক্ষ্যাদি কি নষ্ট হইতে পারে এরূপ সম্পত্তি হয় তাহা হইলে আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা অবিলম্বে বিক্রয় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং ঐরূপ স্থলে ঐ বিক্রয়োৎপন্ন টাকা আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় থাকিবে।

(৬) এই ধারামতে যে গ্রাহক নিযুক্ত হন, তাঁহার ক্ষমতা কর্ত্তব্য ও দায় দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৬ অধ্যায়মতে নিযুক্ত গ্রাহকের ক্ষমতাদির তুল্য হইবে।

(৭) যে ব্যক্তির নামে ঘোষণাপত্র হয় সেই ব্যক্তি ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত না হইলে, ঐ ক্রোক করা সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীন থাকিবে, কিন্তু ক্রোক করিবার তারিখ অবধি ৬ মাস না গেলে বিক্রয় করা যাইবে না। পরন্তু ঐ সম্পত্তি স্বভাবতঃ আশু ক্ষয়শীল হইলে কিম্বা বিক্রয় করা গেলে স্বামীর লাভ হইবার সম্ভাবনা আদালতের এমত বিবেচনা হইলে আদালত যখন উচিত বোধ করেন তখনই উহা বিক্রয় করাইতে পারিবেন।

(৮) যে সম্পত্তি ক্রোক করিবার আজ্ঞা হয় যদি কোন তৃতীয় ব্যক্তি তাহা কি তাহার কোন অংশ দাওয়া করেন তাহা হইলে আদালত দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ২৭৮ ধারাক্রমে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারে দখলের বিষয় অনুসন্ধান ও নিরূপণ করিতে পারিবেন।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কথা।

৮৯ ধারা। ৮৮ ধারার (৭) প্রকরণমতে যে ব্যক্তির সম্পত্তি গবর্ণমেণ্টের স্বেচ্ছাধীনে আইসে সেই ব্যক্তি ঐ সম্পত্তি ক্রোক হইবার পর দুই বৎসরের মধ্যে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উপস্থিত হইলে কিম্বা যে আদালতের আজ্ঞাক্রমে সম্পত্তি ক্রোক করা গিয়াছিল ধৃত হইয়া সেই আদালতের সম্মুখে আনীত হইলে, এবং ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার জন্যে সে পলায়ন করে নাই ও গোপনে থাকে নাই এবং ঘোষণাপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে উপস্থিত হইতে পারে ঘোষণাপত্র প্রচারের এরূপ নোটিস পায় নাই সেই আদালতের হৃদ্বোধমতে এই কথার প্রমাণ করিলে, ঐ সম্পত্তি কিম্বা যদি পূর্ব্বে বিক্রয় হইয়া থাকে তবে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা কিম্বা সম্পত্তির অংশমাত্র বিক্রয় হইয়া থাকিলে বিক্রয়োৎপন্ন নিট টাকা ও অবশিষ্ট সম্পত্তি ক্রোকজনিত সমুদয় খরচ তাহা হইতে পরিশোধ করিয়া লইবার পর যাহাকে দেওয়া যাইবে।

ঘ।—পরওয়ানা সংক্রান্ত অন্যান্য বিধি।

সমনের পরিবর্ত্তে কি তদতিরিক্ত ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

৯০ ধারা। কোন আদালত জুরর বা আসেসর ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত এই আইনক্রমে সমন দিবার ক্ষমতাপন্ন হইলে নিম্নলিখিত স্থলে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ধরিবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন—

(ক) যদি সমন দিবার পূর্ব্বে কিম্বা সমন দিবার পর কিন্তু উক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে, আদালত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে সে পলায়ন করিয়াছে কিম্বা সমন মান্য করিবে না; কিম্বা

(খ) যদি উক্ত নির্দ্দিষ্ট সময়ে সে উপস্থিত না হয় এবং ইহা প্রমাণ করা যায় যে, সমন যে সময়ে নিয়মিত রূপে জারী করা হয় তাহাতে সে তদনুসারে উপস্থিত হইতে পারিত ও তাহার উপস্থিত না হইবার যুক্তিসিদ্ধ কারণ দর্শান না যায়।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইবার ক্ষমতার কথা।

৯১ ধারা। কোন আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ যে ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার কি ধরিবার নিমিত্ত সমন কি ওয়ারণ্ট দিতে ক্ষমতাপন্ন হন, সেই ব্যক্তি উক্ত আদালতে উপস্থিত থাকিলে উক্ত কর্ত্তৃপক্ষ তাহাকে জামিনসহ কি জামিন বিনা উক্ত আদালতে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

৯২ ধারা। কোন ব্যক্তি এই আইনমতে গৃহীত নিবন্ধপত্রক্রমে কোন আদালতে উপস্থিত হইতে বদ্ধ হইয়া তৎক্রমে উপস্থিত না হইলে, উক্ত আদালতে আধিপত্যকারী কর্ত্তৃপক্ষ উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার সম্মুখে উপস্থিত করিবার আদেশ দিয়া ওয়ারণ্ট বাহির করিতে পারিবেন।

উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে, ধৃত করণের কথা।

৯৩ ধারা। এই অধ্যায়ে সমন ও ওয়ারণ্ট এবং সমনের ও ওয়ারণ্টের বাহির করণ ও জারীকরণ ও সাধন সম্বন্ধে যে যে বিধান আছে তৎসমুদয়, যতদূর সম্ভব, এই আইনমত প্রত্যেক সমনের ও প্রত্যেক ধৃত করিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবে।

এই অধ্যায়ের বিধানগুলি সাধারণতঃ সমনের প্রতি ও ধরিবার ওয়ারণ্টের প্রতি বর্ত্তিবার কথা।

---

৭ সপ্তম অধ্যায়।

দলীল ও অন্যান্য অস্থাবর সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার এবং অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তির সন্ধান দিবার পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

ক।—উপস্থিত করাইবার সমন বিষয়ক বিধি।

৯৪ ধারা। (১) কোন আদালত কিম্বা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের সীমার বহিঃস্থ কোন স্থানে পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ আদালত কি কর্ম্মচারির দ্বারা কি তাঁহার সম্মুখে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক কি বাঞ্ছনীয় বোধ করিলে, ঐ দলীল কি দ্রব্য যে ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় আছে বলিয়া বিশ্বাস হয় ঐ আদালত তাহার নামে সমন দিয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মচারী লিখিত আজ্ঞা দিয়া তাহাকে ঐ সমনের বা আজ্ঞার লিখিত সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া বা না হইয়া ঐ দলীল কি দ্রব্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা করিবেন।

দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার সমনের কথা।

(২) এই ধারামতে যে ব্যক্তির প্রতি কেবল দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবার আজ্ঞা হয় তিনি তাহা উপস্থিত করিবার নিমিত্ত স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া ঐ দলীল বা দ্রব্য উপস্থিত করাইলেই আদেশ পালন করিয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

(৩) এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১২৩ ও ১২৪ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইল বলিয়া, কিম্বা ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে যে পত্র কি পোষ্ট কার্ড কি তাড়িত বার্ত্তা কি অন্য দলীল বা দ্রব্য থাকে, তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিল বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

৯৫ ধারা। (১) ডাক কি টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের হস্তে যে দলীল কি পুলিন্দা কি দ্রব্য থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি হাই কোর্ট কি সেশন আদালতের মতে এই আইনমত কোন অনুসন্ধান কিম্বা তদন্ত কি বিচার কি অন্য কার্য্যের অনুষ্ঠান নিমিত্ত তাহার প্রয়োজন হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত দলীল কি পুলিন্দা কি দ্রব্য ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালতের আদেশমত ব্যক্তিকে দিবার জন্য উক্ত ডাক কি স্থলভেদে টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ত্তৃপক্ষের প্রতি আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পত্র ও তাড়িত বার্ত্তা সম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) তদ্রূপ কোন কার্য্যের জন্য তদ্রূপ কোন দলীলের কি পুলিন্দার কি দ্রব্যের প্রয়োজন আছে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন পুলীসের কমিশনর কিম্বা পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেবের এরূপ মত হইলে তিনি ডাক বা স্থলভেদে টেলিগ্রাফ বিভাগের প্রতি উক্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কি আদালতের আজ্ঞা পাইবার অপেক্ষায় ঐ দলীলের সন্ধান লইয়া তাহা আটক করিয়া রাখিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

খ।—তলাশী পরওয়ানা বিষয়ক বিধি।

৯৬ ধারা। (১) যে ব্যক্তির প্রতি ৯৪ ধারামত সমন কি আজ্ঞাপত্র কি ৯৫ ধারার (১) প্রকরণমত আদেশ দেওয়া গিয়াছে কি দেওয়া যাইতে পারিত সে ঐ সমন প্রভৃতির আদেশমতে দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখাইবে না কি দেখাইত না কোন আদালতের এমত বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে

তলাশী পরওয়ানা যে স্থলে বাহির হইতে পারে তাহার কথা।

কিম্বা উক্ত দলীল কি অন্য দ্রব্য কাহার অধিকারে আছে, ঐ আদালতের জানা না থাকিলে,

কিম্বা সাধারণমতে অন্বেষণ করিলে কিম্বা দেখিলে এই আইনমত তদন্তের কি বিচারের কি অন্য কার্য্যানুষ্ঠানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে, ঐ আদালত এরূপ বিবেচনা করিলে,

তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন; এবং যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কর্ম্ম করিবার ভার অর্পিত হয়, তিনি তদনুসারে ও পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে অন্বেষণ করিতে বা দেখিয়া লইতে পারিবেন।

(২) যে দলীল কি পুলিন্দা কি অন্য দ্রব্য ডাক ঘরের কি টেলিগ্রাফের কর্ত্তৃপক্ষের জিম্মায় থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারার কোন কথার বলে সেই দলীলের কি পুলিন্দার কি অন্য দ্রব্যের তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন না।

৯৭ ধারা। যে স্থান কিম্বা তাহার যে অংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুঁজিয়া কি দেখিয়া লইতে হইবে না, আদালত বিহিত বোধ করিলে সেই পরওয়ানায় সেই স্থানটি নির্দ্দিষ্ট করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে ব্যক্তির প্রতি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবার ভার অর্পিত হয় তিনি তদ্রূপ নির্দ্দিষ্ট স্থান কি তদংশ ভিন্ন অন্য স্থানে খুজিবেন কি দেখিবেন না।

পরওয়ানায় স্থান নির্দ্দেশ করিতে পারিবার কথা।

৯৮ ধারা। (১) কোন স্থান চোরা দ্রব্য রাখিবার কি বিক্রয় করিবার স্থান স্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

যে গৃহাদিতে চোরা দ্রব্য কি কৃত্রিম দলীলাদি থাকা অনুমান হয় তাহাতে অন্বেষণ করিবার কথা।

কিম্বা জাল করা দলাল, কিম্বা কৃত্রিম মোহর, কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প বা মুদ্রা, কিম্বা মুদ্রা বা ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম রাখিবার কি বিক্রয় কি প্রস্তুত করিবার স্থানস্বরূপ ব্যবহার হইয়া থাকে,

কিম্বা কোন জাল করা দলীল কি কৃত্রিম মোহর কিম্বা কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি কৃত্রিম মুদ্রা কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার যন্ত্র কি সরঞ্জাম, কোন স্থানে রাখা গিয়া কি গচ্ছিত হইয়া থাকে,

জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট সন্ধান পাইয়া ও যে অনুসন্ধান লওয়া আবশ্যক বোধ করেন তাহা লইয়া ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে,

তিনি পোলীসের কনষ্টাবলের উচ্চ শ্রেণীর কোন কর্ম্মকারককে পরওয়ানা দিয়া,

(ক) তাঁহাকে প্রয়োজনমত সহকারী লোক লইয়া উক্ত কোন স্থানে প্রবেশ করিবার, এবং

(খ) পরওয়ানার নির্দ্দিষ্টমতে তন্মধ্যে অন্বেষণ করিবার, ও

(গ) যে দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা পাওয়া যায়, যুক্তিসিদ্ধমতে তাহা চোরা কি অন্যায়মতে প্রাপ্ত কি জাল কি কৃত্রিম কি কূট জ্ঞান করিলে তাহা, এবং পূর্ব্বোক্ত যন্ত্র ও সরঞ্জাম স্বীয় অধিকারে লইবার, ও

(ঘ) ঐ দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্রাদি কি সরঞ্জাম কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে চালান করিবার কিম্বা অপরাধীকে যতকাল কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা না যায় ততকাল ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যাদির উপর চৌকী রাখিবার কিম্বা তাহা লইয়া কোন নির্বিঘ্ন স্থানে রাখিবার, এবং

(ঙ) ঐ দ্রব্য চোরা কি অন্য প্রকারে অন্যায়মতে পাওয়া গিয়াছে; কিম্বা উক্ত দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম জাল করা কি কূট করা কি কৃত্রিম, কিম্বা মুদ্রা কি ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার কি জাল করিবার জন্যে ঐ যন্ত্রের কি দ্রব্যের ব্যবহার হইয়াছে বা ব্যবহার করিবার কল্পনা আছে, যে ব্যক্তি ইহা জানে কিম্বা যাহার এমত জানিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে ও যাহাকে উক্ত কোন দ্রব্য কি দলীল কি মোহর কি ইষ্টাম্প কি মুদ্রা কি যন্ত্র কি সরঞ্জাম গচ্ছিত করিয়া রাখিবার কি বিক্রয় করিবার কি গড়াইবার কি রাখিবার সংজ্ঞানী বলিয়া বোধ হয়, এমত যেং ব্যক্তিকে সেই স্থানে পান সেই প্রত্যেক ব্যক্তিকে ধরিয়া রাখিবার ও মাজিষ্ট্রেটের নিকট চালান করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

(২) (ক) কৃত্রিম মুদ্রা সম্বন্ধীয়,

(খ) কৃত্রিম বলিয়া সন্দেহ হয় এমন মুদ্রা সম্বন্ধীয় এবং

(গ) মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র বা উপকরণ সম্বন্ধীয় —

এই ধারার বিধান যতদূর খাটান যাইতে পারে ততদূর যথাক্রমে—

(ক) যে সকল ধাতুখণ্ড ধাতব নিদর্শন বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন উল্লঙ্ঘন করিয়া প্রস্তুত করা হয় কিম্বা সামুদ্রিক কষ্টম বিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারানুসারে যখন যে বিজ্ঞাপন প্রবল থাকে তাহা উল্লঙ্ঘন করিয়া বৃটিষ ভারতবর্ষে আনা হয় তৎসম্বন্ধে খাটিবে।

(খ) যে সকল ধাতুখণ্ড ঐরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে বা ঐরূপে বৃটিষ ভারতবর্ষে আনা হইয়াছে বা ঐ আইনদ্বয়ের মধ্যে প্রথমোক্ত আইন লঙ্ঘন করিয়া প্রচার করা অভিপ্রেত বলিয়া সন্দেহ করা যায় তৎসম্বন্ধে খাটিবে। এবং

(গ) ঐ আইন লঙ্ঘন করিয়া ধাতুখণ্ড প্রস্তুত করিবার যন্ত্র বা উপকরণ সম্বন্ধে খাটিবে।

৯৯ ধারা। যে আদালত তলাশী পরওয়ানা দেন সেই আদালতের এলাকার বহির্ভূত স্থানে তাহা জারী করিবার সময়ে, যে যে দ্রব্যের অন্বেষণ হয় তন্মধ্যে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে, ঐ সকল দ্রব্য ও পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে প্রস্তুত ঐ সকল দ্রব্যের ফর্দ্দ ওয়ারণ্টদাতা আদালতের নিকটে অগৌণে লইয়া

এলাকার বাহিরে তলাশক্রমে কোন দ্রব্য পাওয়া গেলে তাহা লইয়া কার্য্য করিবার কথা।

যাইতে হইবে; কিন্তু ঐ স্থান উক্ত আদালতের অপেক্ষা ঐ স্থান যে মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তাঁহার বেশী নিকট হইলে ঐ দ্রব্য ও ফর্দ্দ তাঁহার কাছে অগৌণে লইয়া যাইতে হইবে; ও বিপরীত আজ্ঞা করিবার বিশিষ্ট কারণ না থাকিলে তিনি উক্ত আদালতের নিকটে ঐ দ্রব্যাদি লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিবেন।

গ।—অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে প্রকাশ করণের বিধি।

১০০ ধারা। যদি কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে যাহাতে অপরাধ হয় এমত অবস্থায় কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিয়া রাখা হইয়াছে, তবে তিনি তলাশী পরওয়ানা দিতে পারিবেন এবং যাঁহার নামে ঐ পরওয়ানা দেওয়া যায় তিনি ঐ অবরুদ্ধ ব্যক্তিকে অন্বেষণ করিয়া দেখিতে পারিবেন এবং ঐ পরওয়ানা অনুসারে অন্বেষণ করা যাইবে ও ঐ ব্যক্তিকে পাওয়া গেলে অগৌণে তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে লইয়া যাইতে হইবে এবং তিনি অবস্থা বিবেচনায় যেরূপ আজ্ঞা করা উচিত বোধ করেন করিবেন।

অন্যায়মতে অবরুদ্ধ ব্যক্তিদিগকে তলাশ করিবার কথা।

ঘ।—তলাশ সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

১০১ ধারা। ৯৬ ধারা কি ৯৮ ধারা কি ১০০ ধারমতে যত তলাশী পরওয়ানা দেওয়া যায়, তৎপ্রতি যত দূর সম্ভব ৪৩ ও ৭৫ ও ৭৭ ও ৭৯ ও ৮২ ও ৮৩ ও ৮৪ ধারার বিধান বর্ত্তিবে।

তলাশী পরওয়ানা যাহার নামে দিতে হইবে তৎপ্রতি তব কথা।

১০২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে যে স্থান তলাশ করিবার কি দেখিয়া লইবার যোগ্য তাহা বন্ধ থাকিলে, যে কর্ম্মচারী কি অন্য যে ব্যক্তি ঐ পরওয়ানামতে কার্য্য করিবেন তাঁহার দাওয়া হইলে ও ওয়ারণ্ট দেখান গেলে ঐ স্থানবাসী ব্যক্তি কিম্বা তাহা যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তিনি কর্ম্মচারিকে কি অন্য ব্যক্তিকে অবাধে সেই স্থানে প্রবেশ করিতে দিবেন, ও তথায় তলাশ করিবার যুক্তিমত সর্ব্বপ্রকার সুবিধা করাইয়া দিবেন।

বন্ধস্থান যে ব্যক্তির জিম্মায় থাকে তাহার তলাশ করিবার অনুমতি দিতে হইবার কথা।

(২) যদি সেই স্থানে তদ্রূপে প্রবেশ করিতে না পারা যায়, যে কর্ম্মচারী কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারণ্ট অর্থাৎ পরওয়ানা জারী করিতেছেন তিনি ৪৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৩) যে স্থলে ঐরূপ কোন স্থানে বা স্থানের নকটে কোন ব্যক্তির সম্বন্ধে যুক্তিযুক্তরূপে এরূপ সন্দেহ হয় যে সে আপন গায়ে এমন কোন দ্রব্য গোপন করিয়া রাখিয়াছে যাহার জন্য তলাশ করা উচিত সেই স্থলে ৫১ ও ৫২ ধারাক্রমে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারে সেই ব্যক্তির গাতলাশি করা যাইতে পারিবে।

১০৩ ধারা। (১) যে কর্ম্মচারী কিম্বা অন্য ব্যক্তি তলাশ করিবেন, তিনি এই অধ্যায়মতে তলাশ করিবার পূর্ব্বে যে স্থানে তলাশ করিতে হইবে তথাকার দুই কি তদধিক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত হইয়া ঐ তলাশী কার্য্যের সাক্ষী হইবার নিমিত্তে আহ্বান করিবেন।

সাক্ষীদের সম্মুখে তলাশ করিতে হইবার কথা।

(২) তাঁহাদের সম্মুখে তলাশ করা যাইবে এবং তলাশ কালে যে সকল দ্রব্য ধৃত হয় ও যে স্থানে যে দ্রব্য পাওয়া যায় ঐ কর্ম্মচারী বা অন্য ব্যক্তি তাহার ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন এবং ঐ সাক্ষীরা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন কিন্তু যাঁহারা এই ধারামত তলাশের সাক্ষী থাকেন আদালত তাঁহাদের নামে বিশেষমতে সমন না দিলে আদালতে তাঁহাদের ঐ তলাশের সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত হইবার প্রয়োজন নাই।

(৩) যে স্থানের তলাশ হয়, তথায় তলাশ করিবার সময়ে সেই স্থানবাসির কিম্বা তৎপক্ষে কোন ব্যক্তির সর্ব্বস্থলেই উপস্থিত থাকিবার অনুমতি হইবে; এবং এই ধারামতে যে ফর্দ্দ প্রস্তুত করা যায়, উক্ত সাক্ষীদের স্বাক্ষরিত সেই ফর্দ্দের নকল ঐ স্থানবাসির বা ব্যক্তির প্রার্থনামতে তাঁহাকে দেওয়া যাইবে।

যে স্থানে তলাশ হয় সেই স্থানবাসির উপস্থিত হইতে পারিবার কথা।

ঙ।—বিবিধ বিধি।

১০৪ ধারা। কোন আদালতের সম্মুখে এই আইনমতে কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য আনিয়া দেখান গেলে, ঐ আদালত বিহিত বোধ করিলে তাহা আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

দলীলাদি উপস্থিত করা গেলে তাহা আটক করিয়া রাখিবার ক্ষমতার কথা।

১০৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থানে অন্বেষণ করিবার তলাশী পরওয়ানা দিতে ক্ষমতাপন্ন হন এমত কোন স্থানে আপনার সাক্ষাতে অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের সাক্ষাতে অন্বেষণ হইবার আজ্ঞার কথা।

চতুর্থ খণ্ড।

অপরাধ নিবারণ বিষয়ক বিধি।

---

৮ অষ্টম অধ্যায়।

শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

ক।—অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনের বিধি।

অপরাধ নির্ণয় হইলে শান্তিভঙ্গ না করিবার মুচলকার কথা।

১০৬ ধারা। (১) হঙ্গমা, কি আক্রমণ করণ, কি অন্য প্রকারে শান্তিভঞ্জন কিম্বা তাহাতে সহায়তা করণ কিম্বা তাহা করিবার স্পষ্ট অভিপ্রায় অস্ত্রধারী লোক সংগ্রহ কি বেআইনী অন্য কার্য্য করণাপরাধে যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, কিম্বা অপরাধজনকরূপে ভয় দেখাইয়াছে বলিয়া যে ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয়, হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আদালতের কি জিলার মাজিস্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিস্ট্রেটের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে,

ও উক্ত আদালত সেই ব্যক্তির স্থানে শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে,

ঐ আদালত উক্ত ব্যক্তির উপর দণ্ডাজ্ঞা করিবার সময়ে তাহার সঙ্গতি অনুসারে অর্থদণ্ডের নিয়মে তিন বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্ত তাহাকে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন সহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) আপীলে বা প্রকারান্তরে ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ হইলে, ঐরূপে যে নিবন্ধ পত্র লিখিত হয় তাহা ব্যর্থ হইবে।

(৩) কোন আপীল আদালত কিম্বা পুনর্দৃষ্টির ক্ষমতা পরিচালন কালে হাই কোর্টও এই ধারামত আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

খ। অন্যস্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন ও সদাচরণের জামিন বিষয়ক বিধি।

অন্য স্থলে শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার কথা।

১০৭ ধারা। কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি জিলার মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট যখনই এই মর্ম্মের সম্বাদ পান যে, উক্ত মাজিস্ট্রেটের এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তির দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে কিম্বা সাধারণের সুস্থিরতার ব্যাঘাত হইবার সম্ভাবনা এমত কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা, তখনই উক্ত মাজিস্ট্রেট এক বৎসরের অনধিক যত কাল উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্ত শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে মাজিস্ট্রেট প্রভৃতর কার্য্য-প্রণালীর কথা।

১০৮ ধারা। (১) যে কোন মাজিস্ট্রেট ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন নহেন তিনি কিম্বা সেশন আদালত কিম্বা হাই কোর্ট, যদি এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক শান্তিভঙ্গ হইবার অথবা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইতে পারে এমন কোন অন্যায় কার্য্য করা যাইবার সম্ভাবনা ও উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে না রাখিলে অন্য কোনরূপে শান্তিভঙ্গ নিবারণ করা যায় না, তবে তাহাকে ধরিয়া হাজতে না রাখা গিয়া থাকিলে কিম্বা সে আদালতের সম্মুখে না থাকিলে উক্ত মাজিস্ট্রেট কি আদালত তাহাকে ধরিবার ওয়ারন্ট দিতে এবং ১০৭ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন।

(২) যে মাজিস্ট্রেটের নিকট এই ধারাক্রমে কোন ব্যক্তিকে পাঠান যায় তিনি যাবৎ পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট অনুসন্ধান শেষ না হয় উক্ত ব্যক্তিকে স্বীয় বিবেচনামতে হাজতে রাখিতে পারিবেন।

ভ্রমণকারী ও সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

১০৯ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি জিলার মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট সংবাদ পান যে,

(ক) তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি আত্মগোপন করিবার যত্ন করিতেছে ও কোন ধর্ত্তব্য অপরাধ করিবার অভিপ্রায়ে সে তদ্রূপ যত্ন করিতেছে ইহা বিশ্বাস করিবার কারণ আছে, কিম্বা

(খ) যাহার দিনপাতের কোন প্রকাশ্য উপায় নাই কিম্বা যে আপনার হৃদ্বোধজনক বিবরণ জানাইতে পারে না উক্ত এলাকার মধ্যে তদ্রূপ কোন ব্যক্তি আছে,

তখন উক্ত মাজিস্ট্রেট পশ্চাল্লিখিত প্রকারে বার মাসের অনধিক যত কাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন তত কালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্য সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন

১১০ ধারা। যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা জিলার মাজিস্ট্রেট বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে এতদর্থে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট সংবাদ পান যে তাঁহার এলাকার মধ্যে কোন ব্যক্তি—

পাকা বদমাইসদের স্থানে সদাচরণের জামিন লইবার কথা।

(ক) রীতিমত দস্যু কি দোষভাবে পরগৃহে প্রবেশকারী কি চোর, কিম্বা

(খ) চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া তাহার রীতিমত গ্রহণকারী, কিম্বা

(গ) চোরের রীতিমত রক্ষক বা আশ্রয়দাতা বা চোরাদ্রব্যের গোপন বা বিলিব্যবস্থা করণের রীতিমত সাহায্যকারী, কিম্বা।

(ঘ) সে নিয়ত অপকার বা অপহরণ করে বা করিবার চেষ্টা করে, কিম্বা

(ঙ) অপহরণ করণার্থ নিয়ত লোকদিগকে হানির ভয় দেখায় বা দেখাইবার চেষ্টা করে, কিম্বা

(চ) এরূপ মরিয়া ও বিপজ্জনক লোক যে তাহার বিনা জামিনে স্বাধীন ভাবে থাকিলে সমাজের পক্ষে বিপদের আশঙ্কা আছে—

তখন উক্ত মাজিস্ট্রেট, পশ্চাল্লিখিত প্রকারে, তিন বৎসরের অনধিক যতকাল ধার্য্য করা উচিত বোধ করেন ততকালের নিমিত্ত সদাচরণের জামিনসহ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার জন্যে সেই ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন।

১১১ ধারা। ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের সম্বন্ধে ইউরোপীয় বেটুয়াদের বিষয়ক ১৮৭৪ সালের আইনমতে কার্য্য হইতে পারিলে, তাহাদের প্রতি ১০৯ ও ১১০ ধারার বিধান খাটে না।

ইউরোপীয় বেটুয়াদের সম্বন্ধীয় উপবিধির কথা।

১১২ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট ১০৭ কি ১০৯ কি ১১০ ধারামতে কার্য্য করণ কালে কোন ব্যক্তিকে সেই ধারাক্রমে কারণ দর্শাইবার আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে তিনি লিখিয়া আজ্ঞা দিবেন। তাহাতে যে সংবাদ পাওয়া গিয়াছে তাহার মর্ম্ম, যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহার টাকার পরিমাণ, যতকাল তাহা বলবৎ থাকিবে সেই কাল, ও জামিন দিবার আদেশ হইলে জামিনের সংখ্যা, প্রকৃতি ও শ্রেণী এইং কথা লেখা থাকিবে।

যে আজ্ঞা করিতে হইবে তাহার কথা।

১১৩ ধারা। যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদ্রূপ আজ্ঞা করা যায় সেই ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকিলে, উক্ত আজ্ঞা তাহাকে পড়িয়া শুনান যাইবে কিম্বা তাহার ইচ্ছাক্রমে ঐ আজ্ঞার মর্ম্ম তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন তৎসম্বন্ধে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১১৪ ধারা। উক্ত ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত না থাকিলে মাজিস্ট্রেট তাহাকে উপস্থিত হইবার আদেশ করিয়া সমন দিবেন, কিম্বা উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকিলে যে কর্ম্মচারির জিম্মায় থাকে, সেই কর্ম্মচারির প্রতি ওয়ারাণ্ট দিয়া তাহাকে আদালতের সম্মুখে আনিতে আজ্ঞা করিবেন।

তদ্রূপে কোন ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার কথা।

কিন্তু শান্তিভঙ্গ হইবে এমত আশঙ্কা থাকার কারণ আছে, ও তৎকালেই উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া না রাখা গেলে তাহার নিবারণ হইতে পারিবে না, ঐ মাজিস্ট্রেট পোলীসের কোন কর্ম্মচারির রিপোর্ট কি অন্য সংবাদক্রমে ইহা জানিতে পারিলে, যে সময়ে হউক ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন। উক্ত রিপোর্টের বা সংবাদের মর্ম্ম মাজিস্ট্রেট লিখিয়া রাখিবেন।

১১৫ ধারা। ১১২ ধারামতে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহার এক কেতা নকল ১১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবে, এবং যে যে কর্ম্মচারী সমন জারী করেন কি ওয়ারণ্ট সাধন করেন, তিনি যে ব্যক্তির উপর সমন জারী করেন কিম্বা যাহাকে ওয়ারণ্টক্রমে ধরেন তাহাকে ঐ নকল দিবেন।

১১২ ধারামত আজ্ঞার নকল সমনের কি ওয়ারণ্টের সঙ্গে দিতে হইবার কথা।

১১৬ ধারা। শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা তৎপ্রতি কেন হইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে ব্যক্তির প্রতি আদেশ হয়, মাজিস্ট্রেট উপযুক্ত হেতু দেখিলে সেই ব্যক্তির স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার ও উকীল দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতার কথা।

১১৭ ধারা। (১) ১১২ ধারামত কোন আজ্ঞা ১১৩ ধারামতে আদালতে উপস্থিত কোন ব্যক্তিকে শুনান গেলে কিম্বা বুঝাইয়া দেওয়া গেলে কিম্বা ১৪ ধারামত সমন কি ওয়ারণ্ট জারীক্রমে কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কি আনীত হইলে মাজিস্ট্রেট যে সম্বাদ অনুসারে কার্য্য করিয়াছেন তাহার সত্যতার তদন্ত এবং আর যে প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ হয় তাহা লইতে প্রবৃত্ত হইবেন।

সম্বাদের সত্যতা সম্বন্ধে তদন্তের কথা।

(২) ইহার পর সমনের মোকদ্দমায় বিচার ও সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে উক্ত তদন্ত যত দূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে; এবং ইহার পর ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় বিচার ও সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যে প্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা হইলে, উক্ত তদন্ত

যত দূর সম্ভব সেই প্রণালীমতে লইতে হইবে, বিভেদ এই যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার প্রয়োজন নাই।

(৩) এই ধারার কার্য্যপক্ষে কোন ব্যক্তি যে পাকা বদমাস ইহা সাধারণ প্রসিদ্ধির সাক্ষ্যদ্বারা বা প্রকারান্তরে প্রমাণ করা যাইতে পারিবে।

(৪) যে স্থলে দুই কি তদধিক ব্যক্তির তদন্তাধীন বিষয়ে সাহচর্য্য থাকে সেই স্থলে মাজিস্ট্রেট যেরূপ বিহিত বোধ করেন তদ্রূপে তাহাদিগের সম্বন্ধে একই বা পৃথক২ তদন্ত করা যাইতে পারিবে।

জামিন দিবার আজ্ঞার কথা।

১১৮ ধারা। (১) যদি তদ্রূপ তদন্ত লইয়া প্রমাণ হয় যে শান্তিভঙ্গ না হইবার কিম্বা স্থল বিশেষে সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য যে ব্যক্তির সম্পর্কে তদন্ত লওয়া যায় তাহার জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক, তবে মাজিস্ট্রেট (২) প্রকরণের বিধান মান্য করিয়া তদ্রূপ আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু প্রথমতঃ—১১২ ধারামত আদেশে যাহা নির্দ্দিষ্ট থাকে, তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তাহা অপেক্ষা অধিক টাকার, কি তাহা অপেক্ষা অধিক কালের জামিন দিতে কোন ব্যক্তির প্রতি আজ্ঞা হইবে না।

দ্বিতীয়তঃ-যে নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থা বুঝিয়া সেই নিবন্ধপত্রের টাকার পরিমাণ ধার্য্য করিতে হইবে। উহা অত্যধিক হইবে না।

তৃতীয়তঃ—যে ব্যক্তির সম্বন্ধে তদন্ত লওয়া যায় সেই ব্যক্তি নাবালগ হইলে, কেবল তাহার জামিনেরা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবেন।

(২) (ক) মাজিস্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে উক্ত রূপ আজ্ঞা করিবার পরিবর্ত্তে ঐ ব্যক্তিকে তিন বৎসরের অনধিক কালের জন্য পোলীসের তত্ত্বাবধানাধীনে স্থাপিত করা যায় এরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) উক্তরূপ আজ্ঞাক্রমে পোলীসের তত্ত্বাবধানাধীনে স্থাপিত কোন ব্যক্তি পোলীসের তত্ত্বাবধানের পরিবর্ত্তে তাহার সদাচরণের জামিন লইবার আজ্ঞা পাইবার নিমিত্ত যে কোন সময়ে কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট বা জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট দরখাস্ত করিতে পারিবে।

(গ) পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা করা আবশ্যক উক্ত মাজিস্ট্রেটের এরূপ মত হইলে, তিনি ঐ দরখাস্ত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন. কিন্তু অগ্রাহ্য করিবার হেতু তাঁহার লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

(ঘ) সাধারণ লোকদের কি অন্য কোন ব্যক্তির আপদ সম্ভাবনা ব্যতীত পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞার পরিবর্ত্তে জামিন লওয়া যাইতে পারে, উক্ত মাজিস্ট্রেটের এরূপ মত হইলে, তিনি এই ধারার বিধান মতে জামিনের আজ্ঞা করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১১৯ ধারা। ১১৭ ধারামত তদন্ত লইয়া যে ব্যক্তির সম্বন্ধে উক্ত তদন্ত লওয়া যায় সেই ব্যক্তির শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থলবিশেষে সদাচরণ রক্ষা হইবার জন্য নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া আবশ্যক এরূপ প্রমাণ না হইলে মাজিস্ট্রেট নথীতে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, এবং কেবল ঐ তদন্তের নিমিত্ত উক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া হাজতে রাখা গিয়া থাকিলে, তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন অথবা ঐ ব্যক্তি হাজতে না থাকিলে তাহাকে অভিযোগ হইতে মুক্ত করিবেন।

গ।—জামিন দিবার আজ্ঞার পর সর্ব্বত্র কার্য্যানুষ্ঠানের বিধি।

যে সময়ের নিমিত্ত জামিন দিবার আদেশ হয় তাহার আরম্ভের কথা।

১২০ ধারা। (১) যে ব্যক্তি সম্পর্কে ১০৬ ধারা কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিবার আজ্ঞা করা যায় সেই ব্যক্তি ঐ আজ্ঞা করিবার সময়ে কারাদণ্ডের আজ্ঞা পাইলে কিম্বা কারাদণ্ডাধীন থাকিলে, উক্ত দণ্ডাজ্ঞার মিয়াদ ফুরাইলে উক্ত জামিন দিবার সময়ের আরম্ভ হইবে।

(২) স্থলান্তরে ঐ আজ্ঞার তারিখেই উক্ত সময়ের আরম্ভ হইবে।

নিবন্ধপত্রে যাহা যাহা থাকিবে তাহার কথা।

১২১ ধারা। উক্ত ব্যক্তির যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে হইবে তাহাতে শান্তিভঙ্গ না করিবার কিম্বা স্থল ভেদে সদাচরণ করিবার প্রতিজ্ঞা থাকিবে; এবং শেষোক্ত স্থলে যে কোন স্থানে কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় যে কোন অপরাধ হউক না কেন করা গেলে কি করিবার উদ্যোগ হইলে কি সহায়তা হইলে, ঐ নিবন্ধ ভঙ্গ করা হয়।

জামিন অগ্রাহ্য করিতে পাইবার কথা।

১২২ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে ব্যক্তিকে জামিন দিবার প্রস্তাব হয় সে অনুপযুক্ত এই হেতুতে মাজিস্ট্রেট তাহাকে গ্রাহ্য করিতে অস্বীকার করিতে পারিবেন। অনুপযুক্ত বলিবার হেতু মাজিস্ট্রেট লিপিবদ্ধ করিবেন।

জামিন না দিলে কারাদণ্ডের কথা।

১২৩ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি ১০৬ কি ১১৮ ধারামতে জামিন দিতে আদিষ্ট হইয়া উক্ত জামিন দিবার সময়ারম্ভ হইবার তারিখে কি তৎপূর্ব্বে জামিন না দিলে পশ্চাল্লিখিত স্থল ভিন্ন তাহাকে কারাগারে পাঠান যাইবে, কিম্বা সে কারাগারে থাকিলে যাবৎ উক্ত সময় গত না হয় কিম্বা যে আদালত বা মাজিস্ট্রেট জামিন দিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বা মাজিস্ট্রেটের নিকট কিম্বা ঐ আজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি যে জেলে থাকে সেই জেলের অধ্যক্ষতা ভার প্রাপ্ত কর্ম্মচারির নিকট ঐ সময়ের মধ্যে সে জামিন না দেয় তাবৎ তাহাকে কারাগারে রাখা যাইবে।

(২) জেলের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্মচারির নিকট জামিন দিতে চাহা গেলে, তিনি যে আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেট জামিন দিবার আজ্ঞা করেন সেই আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট অবিলম্বে ঐ বিষয় অর্পণ করিবেন এবং ঐ আদালত বা ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষা করিবেন।

কার্য্যানুষ্ঠানের কাগজপত্র কখন হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে অর্পণ করিতে হইবে, তাহার কথা।

(৩) ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে এক বৎসরের অধিক কালের নিমিত্ত জামিন দিবার আজ্ঞা করিলে, যদি ঐ ব্যক্তি পূর্ব্বোক্তরূপ জামিন না দেয়, তবে উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতের আজ্ঞার অপেক্ষায় এবং উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট হইলে, হাই কোর্টের আজ্ঞার অপেক্ষায় ঐ ব্যক্তিকে কারাগারে রাখিবার ওয়ারণ্ট দিবেন, এবং তদ্বিষয়ের কাগজপত্র সুবিধামতে ত্বরায় উক্ত আদালতের কি কোর্টের সম্মুখে অর্পিত হইবে।

(৪) ঐ আদালত কি কোর্ট তাহা দৃষ্টি করিলে ও অধিক যে সন্ধান কি প্রমাণ আবশ্যক বোধ করেন তাহা গ্রহণ করিলে পর যদ্রূপ উচিত বোধ করেন সেই মোকদ্দমায় তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু কোন ব্যক্তি জামিন না দিলে যত (যদি কোন) কালের নিমিত্ত তাহার কারাদণ্ড হয়, তাহা তিন বৎসরের অধিক হইবে না।

যে প্রকারের কারাদণ্ড হইবে তাহার কথা।

(৫) শান্তি ভঙ্গ না করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয় তাহা সামান্য কারাদণ্ড হইবে।

(৬) সদাচরণ করিবার জামিন না দিলে যে কারাদণ্ড হয়, তাহা প্রত্যেক স্থলে আদালতের কি ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কঠোর কি সামান্য কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যাহারা কারাবদ্ধ হয় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে পারিবার কথা।

১২৪ ধারা। (১) জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কিম্বা তাঁহার পূর্ব্বপদধারী কিম্বা তাঁহার অধীন কোন ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞামতে এই অধ্যায়মত সদাচরণের জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত যে ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও সাধারণ লোকদের কিম্বা অন্য কোন ব্যক্তির কোন আপদ সম্ভাবনা নাই, জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা জামিনের টাকার পরিমাণ কি জামিনদারদের সংখ্যা কি যত কালের জন্য জামিন দিবার আদেশ হইয়াছে তাহা কমাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) এই অধ্যায়মত জামিন না দেওয়া প্রযুক্ত কোন ব্যক্তিকে সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের আজ্ঞামতে কারাবদ্ধ করা গেলে এবং সেই ব্যক্তি মুক্ত হইলেও উক্তরূপ আপদ সম্ভাবনা নাই জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব কি কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, ঐ সেশন আদালতের কিম্বা স্থল বিশেষে হাই কোর্টের আজ্ঞা পাইবার জন্য অগৌণে সেই বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন; এবং উক্ত আদালত বা কোর্ট উচিত বোধ করিলে ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

শান্তিভঙ্গ না করিবার কোন নিবন্ধনপত্র জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবার কথা।

১২৫ ধারা। জিলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব যে কোন সময়ে উপযুক্ত কারণ দেখিলে তাহা লিখিয়া আপন আদালতের উচ্চতর নহে জিলার এরূপ কোন আদালতের আজ্ঞাক্রমে এই অধ্যায়মতে শান্তিভঙ্গ না করিবার কি সদাচরণের জন্য যে কোন নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায় কিম্বা ১১৮ ধারার (২) প্রকরণমত পোলীসের তত্ত্বাবধানের জন্য যে কোন আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা অকর্ম্মণ্য করিতে পারিবেন।

জামিনকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

১২৬ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির শান্ত থাকার কি সদাচরণের জামিন যে কোন সময়েই কোন প্রেসিডেন্সী ম্যাজিষ্ট্রেটের কি জিলার ম্যাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার ম্যাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের নিকটে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে এই অধ্যায়মতে লিখিয়া দেওয়া কোন নিবন্ধপত্র রহিত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

(২) করিলে যে ব্যক্তির নিমিত্ত ঐ জামিন প্রতিজ্ঞাবদ্ধ আছেন ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট আপন বিবেচনামতে তাহার উপস্থিত হইবার কিম্বা তাহাকে আপনার নিকট আনাইবার আজ্ঞাসূচক সমন কি ওয়ারণ্ট দিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি ঐ ম্যাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে, ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিয়া সেই ব্যক্তিকে নিবন্ধপত্রের অবশিষ্ট কালের নিমিত্ত মূল জামিন সদৃশ অন্য জামিন দিতে আজ্ঞা করিবেন। তদ্রূপ প্রত্যেক আজ্ঞা ১২১ ও ১২২ ও ১২৩ ও ১২৪ ধারার কার্য্যপক্ষে ১০৬ ধারামতে কিম্বা স্থলবিশেষে ১১৮ ধারামতে কৃত আজ্ঞা বলিয়া গণ্য হইবে।

---

৯ নবম অধ্যায়।

বেআইনীমত জনতাবিষয়ক বিধি।

ম্যাজিষ্ট্রেটের কিম্বা পোলীসের কর্ম্মচারির আজ্ঞামতে জনতা ভঙ্গ হইবার কথা।

১২৭ ধারা। (১) বেআইনীমত জনতা হইলে কিম্বা পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি যোট হওয়াতে সাধারণের শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা থাকিলে, কোন ম্যাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ সেই জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক হইবার

আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা করিলে তদনুসারে ঐ জনতার লোকদের পৃথক হইয়া যাওয়া কর্ত্তব্য।

(২) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

জনতা ভঙ্গ করিবার জন্যে সৈন্য ছাড়া অপর লোক লইয়া বল প্রয়োগের কথা।

১২৮ ধারা। উক্ত প্রকারের জনতা তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে যদি ভঙ্গ হইয়া না যায় কিম্বা তদ্রূপ আজ্ঞা না পাইলেও এরূপে কার্য্য করে যে ভঙ্গ হইয়া যাইবে না এপ্রকার সঙ্কল্প দেখায়, তবে কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা পোলীস থানার অধ্যক্ষ, রাজধানীর মধ্যেই হউক আর বাহিরেই হউক, বলপূর্ব্বক ঐ জনতা ভঙ্গ করিয়া পৃথক করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। তদর্থে এবং আবশ্যক হইলে, জনতা ভঙ্গ করিবার কি তাহাদিগকে আইনমতে দণ্ড দিবার নিমিত্ত জনতার অন্তর্গত লোকদিগকে ধরিয়া রাখিবার জন্য তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের যে অধ্যক্ষ কি সৈনিক কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৯৬ সালের আইনমতে নাম লিখান বলণ্টিয়র তত্তৎ ব্যক্তি স্বরূপ কার্য্য করিতেছেন তদ্ভিন্ন কোন পুরুষের প্রতি সাহায্য করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সৈন্যদল ব্যবহারের কথা।

১২৯ ধারা। তদ্রূপ জনতা ভঙ্গ করিয়া তদন্তর্গত লোকদিগকে অন্য প্রকারে পৃথক করা যাইতে না পারিলে ও সাধারণের নিরাপত্তার জন্যে ঐ জনতা ভঙ্গ করা আবশ্যক হইলে, অতি উচ্চ শ্রেণীর যে মাজিস্ট্রেট উপস্থিত থাকেন তিনি সৈন্যদলের দ্বারা ঐ জনতা ভঙ্গ করাইতে পারিবেন।

জনতা ভঙ্গ করিবার নিমিত্ত মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা হইলে সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

১৩০ ধারা। (১) কোন মাজিস্ট্রেট সৈন্যদল দ্বারা ঐরূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিতে স্থির করিলে তিনি শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্য দলের কিম্বা ভারতবর্ষীয় বলণ্টিয়র বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইন মতে নাম লিখান বলণ্টিয়র দলের সনন্দপ্রাপ্ত বা সনন্দ অপ্রাপ্ত কোন অধ্যক্ষকে সেই জনতা সৈন্যদল দ্বারা ভঙ্গ করিয়া দিতে আদেশ করিতে পারিবেন, কিম্বা তদন্তর্গত যে সকল ব্যক্তিকে মাজিস্ট্রেট ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আজ্ঞা দেন কিম্বা জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য কি তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য যাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখা আবশ্যক হয়, তাহাদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক সৈন্যাধ্যক্ষের কর্ত্তব্য যে আপনার বিবেচনামতে যদ্রূপে করা উচিত তদ্রূপে উক্ত আদেশ পালন করেন; কিন্তু জনতা ভঙ্গ করিবার এবং উক্ত ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিবার জন্যে যত অল্প বল প্রয়োগ ও ব্যক্তির কি সম্পত্তির যত অল্প হানি করা সঙ্গত হয় তদধিক করিবেন না।

জনতা ভঙ্গ করণার্থে সনন্দপ্রাপ্ত সেনাপতিদের ক্ষমতার কথা।

১৩১ ধারা। উক্তরূপ কোন জনতা দ্বারা স্পষ্টই সাধারণের নিরাপত্তার বিঘ্নাশঙ্কা হইলে ও কোন মাজিস্ট্রেটের সঙ্গে লিখন পঠনাদি হইতে না পারিলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদের সনন্দ প্রাপ্ত কোন সেনাপতি সাহেব বা বলণ্টিয়রেরা সৈন্য দলের বল দ্বারা তদ্রূপ কোন জনতা ভঙ্গ করিয়া দিতে পারিবেন; এবং জনতা ভঙ্গ করিবার জন্য অথবা তাহাদিগকে আইনমত দণ্ড দিবার জন্য তদন্তর্গত যে কোন ব্যক্তিদিগকে ধরিয়া আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন। কিন্তু এই ধারামতে কর্ম্ম করিবার সময়ে তিনি কোন মাজিস্ট্রেটের সঙ্গে লিখন পঠনাদি করিতে পারিলে করিবেন; এবং উক্ত কর্ম্ম করিতে থাকিবেন কি না এবিষয়ে তদবধি ঐ মাজিস্ট্রেটের আদেশ পালন করিবেন।

এই অধ্যায়মতে কর্ম্ম হইলে অভিযোগ না হইবার কথা।

১৩২ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেটের কি উপরিলিখিত অপর কর্ম্মচারী কি ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে কৃত বলিয়া যাহা প্রকাশ এরূপ কোন কার্য্যের জন্য মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি বিনা তাঁহাদের নামে কোন ফৌজদারী আদালতে অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে না; এবং —

(ক) কোন মাজিস্ট্রেট কি পোলীসের কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে সরল মনে কার্য্য করিলে, ও

(খ) কোন কর্ম্মচারী ১৩১ ধারামতে সরল মনে কার্য্য করিলে, ও

(গ) কোন ব্যক্তি ১২৮ কি ১৩০ কি ৪২ ধারামত আদেশ পালন করিতে গিয়া সরল মনে কোন কার্য্য করিলে, ও

(ঘ) কোন অধস্তন কর্ম্মচারী কি সৈনিক কি বলণ্টিয়র যে আজ্ঞা পালন করিতে বাধ্য সেই আজ্ঞা পালন করিতে গিয়া কোন কার্য্য করিলে,

তাহাতে যে তাঁহার কোন অপরাধ করা হইল এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

---

১০ দশম অধ্যায়।

সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয়ের বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে নিয়মাধীন আজ্ঞা করিবার কথা।

১৩৩ ধারা। (১) সাধারণে যাহার আইনমতে ব্যবহার করে বা করিতে পারে এমন কোন পথ কি নদী কি খাল হইতে কিম্বা সাধারণের কোন স্থান হইতে অবৈধ বাধা কি অনিষ্টজনক কোন বিষয় স্থানান্তর করা উচিত, কিম্বা

কোন ব্যবসায় কি কর্ম্ম কিম্বা কোন মাল কি বাণিজ্য দ্রব্য রাখা সাধারণের স্বাস্থ্যের কি শারীরিক স্বচ্ছন্দতার বিঘ্নজনক হওয়া প্রযুক্ত রহিত কি স্থানান্তর কি নিষেধ করা উচিত, কিম্বা

কোন গৃহ নির্ম্মাণ কিম্বা কোন দ্রব্য লইয়া যেরূপ কার্য্য করা যায় তদ্দ্বারা গৃহাদির দাহ কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠা সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা নিবারণ কি বন্ধ-করা উচিত, কিম্বা

কোন গৃহাদির এরূপ অবস্থা যে তাহা পড়িয়া যাও-য়ার সম্ভাবনা ও তাহাতে নিকটে যাহারা বাস করে বা কর্ম্ম করে তাহাদের বা নিকট গমনশীল লোকদের হানি হইবার সম্ভাবনা প্রযুক্ত তাহা স্থানান্তর বা মেরামত বা সংরক্ষণ করা আবশ্যক, কিম্বা

পূর্ব্বোক্ত পথের কি সাধারণের স্থানের নিকটস্থ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত এ প্রকারে ঘেরিয়া রাখা উচিত যাহাতে সাধারণের সঙ্কট নিবারিত হয়

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজি-ষ্ট্রেট কিম্বা তৎপক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা-প্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট রিপোর্ট কি অন্য সম্বাদ পাইয়া ও যদ্রূপ (যদি কোন) সাক্ষ্য লওয়া উচিত বোধ করেন তদ্রূপ সাক্ষ্য লইয়া এমত বোধ করিলে -

যে ব্যক্তির দ্বারা ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় হয়, কিম্বা যে ব্যক্তি ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম করে কিম্বা ঐ মাল কি বাণিজ্যদ্রব্য রাখে, কিম্বা ঐ গৃহ কি দ্রব্য কি পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত যে ব্যক্তির হয় কি যাহার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বে থাকে, তাহার নামে তিনি নিয়মা-ধীন আজ্ঞা লিখিয়া সেই আজ্ঞাতে সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া তাহাকে সেই সময়ের মধ্যে,

ঐ বাধা কি অনিষ্টজনক বিষয় স্থানান্তর করিতে, কিম্বা

স্থলবিশেষে ঐ ব্যবসায় কি কর্ম্ম রহিত কি স্থানা-ন্তর করিতে, কিম্বা

ঐ মাল বা বাণিজ্যদ্রব্য স্থানান্তর করিতে, কিম্বা

ঐ গৃহ নির্ম্মাণ নিবারণ কি বন্ধ করিতে, কিম্বা

তাহা স্থানান্তর কি মেরামত কি সংরক্ষণ করিতে, কিম্বা

ঐ দ্রব্যের ব্যবস্থান্তর করিতে, কিম্বা

ঐ পুষ্করিণী কি কূপ কি গর্ত্ত ঘেরিয়া দিতে, কিম্বা

ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে আপনার কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞা পশ্চাল্লিখিত প্রকারে রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিবার প্রার্থনা করিতে হইবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক নিয়-মিতরূপে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা কোন দেওয়ানী আদালত অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন না।

ব্যাখ্যা।—"সাধারণের স্থান" বলিতে রাজকীয় সম্পত্তি কিম্বা ছাউনী করিবার জায়গা বা স্বাস্থ্যের কিম্বা আমোদের জন্য যে জায়গা খালি রাখা যায় তাহাও বুঝাইবে।

আজ্ঞা কিম্বা তাহার জ্ঞাপনপত্র দিবার কথা।

১৩৪ ধারা। (১) উল্লিখিত আজ্ঞাপত্র যে ব্যক্তির নামে লেখা যায় এই আইনে যে প্রকারে সমন জারী করি-বার বিধান আছে সেই প্রকারে তাহাকেই দেওয়া যাইতে পারিলে দেওয়া যাইবে।

(২) উক্ত আজ্ঞা তদ্রূপে জারি করা অসাধ্য হইলে ঘোষণা করিয়া ঐ আজ্ঞার নোটিস দেওয়া যাইবে। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন সেই প্রকারে ঘোষণাপত্র প্রচার করা যাইবে, ও সেই ব্যক্তির ঐ আজ্ঞার কথা জানিতে পাইবার যাহাতে সুবিধা হয় সেইরূপ কোন এক কি অধিক স্থানে ঐ ঘোষণাপত্রের নকল লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

যাহাকে আজ্ঞা করা যায় তাহার সেই আজ্ঞা মানি-বার।

১৩৫ ধারা। যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় -

(ক) ঐ আজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহার সেই আজ্ঞামত কার্য্য করিতে হইবে, অথবা

কিম্বা কারণ দর্শাইবার কি পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার দাওয়ার কথা।

(খ) ঐ আজ্ঞামতে উপস্থিত হইয়া তদ্বিরুদ্ধে কারণ দর্শাইতে হইবে অথবা সেই আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না এই কথার বিচার করণার্থে জুরি (অর্থাৎ পঞ্চায়ৎ) নিযুক্ত হইবার নিমিত্ত যে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা করিলেন তাঁহার নিকটে প্রার্থনা করিতে হইবে।

তদ্রূপ না করিবার ফলের কথা।

১৩৬ ধারা। উক্ত ব্যক্তি ১৩৫ ধারার আদেশমত ঐ কার্য্য না করিলে কিম্বা উপস্থিত হইয়া কারণ না দর্শা-ইলে অথবা পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হইবার প্রার্থনা না করিলে, ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ১৮৮ ধারায় তদ্বিষয়ের যে দণ্ড নির্দ্দিষ্ট আছে ঐ ব্যক্তি সেই দণ্ডের যোগ্য হইবে; এবং ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

কারণ দর্শাইতে উপস্থিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৩৭ ধারা। (১) ঐ ব্যক্তি উপস্থিত হইয়া ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে কারণ দর্শা-ইলে মাজিষ্ট্রেট সমনের মোক-দ্দমার ন্যায় তদ্বিষয়ে সাক্ষ্য লইবেন।

(২) ঐ আজ্ঞা যুক্তিমত ও উপযুক্ত নহে মাজি-ষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ হৃদ্বোধ জন্মিলে, তদ্বিষয়ে আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না।

(৩) মাজিষ্ট্রেট সাহেবের তদ্রূপ হৃদ্বোধ না জন্মিলে, ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করা যাইবে

১৩৮ ধারা। (১) মাজিস্ট্রেট ১৩৫ ধারামতে পঞ্চায়ৎ নিয়োগের প্রার্থনা পাইলে,

পঞ্চায়তের দাওয় করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(ক) অগৌণে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিবেন। সেই পঞ্চায়তে পাঁচের অন্যূন বিষম সংখ্যক ব্যক্তি থাকিবে। মাজিস্ট্রেট ঐ পঞ্চায়তের প্রধান ব্যক্তিকে ও অবশিষ্ট লোকের অর্দ্ধাংশ মনোনীত করিবেন, অন্য অর্দ্ধাংশ প্রার্থক মনোনীত করিবেন।

(খ) যে স্থানে ও যে সময়ে উচিত বোধ করেন মাজিস্ট্রেট উক্ত প্রধান ব্যক্তিকে ও পঞ্চায়তের মেম্বরদিগকে সেই স্থানে ও সেই সময়ে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন করিবেন, ও

(গ) যে সময়ের মধ্যে তাঁহাদের মত প্রকাশ করিতে হইবে সেই সময় ধার্য্য করিবেন;

(২) ঐ রূপে যে সময় ধার্য্য করা হয় তাহা উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে মাজিস্ট্রেট কর্তৃক বাড়াইয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৩৯ ধারা। (১) পঞ্চায়ৎ কিম্বা তাহার অধিকাংশ মেম্বর যদি মাজিস্ট্রেটের প্রথম আজ্ঞা যুক্তিসিদ্ধ ও উপযুক্ত বিবেচনা করেন কিম্বা তাহা পরিবর্ত্তিত হওয়া উচিত বোধ করিলে যদি মাজিস্ট্রেট সেই মত গ্রাহ্য করেন তবে মাজিস্ট্রেট কোন রূপ পরিবর্ত্তন করা গেলে তাহা মানিয়া ঐ আজ্ঞা চূড়ান্ত করিবেন।

পঞ্চায়ৎ মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা যুক্তিযুক্ত নির্ণয় করিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

(২) স্থলান্তরে, এই আইনমত আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করা যাইবে না। কিন্তু যদি মাজিস্ট্রেট এরূপ বিবেচনা করেন যে পঞ্চায়ৎ অসদাচরণ করিয়াছেন তাহা হইলে তিনি নূতন পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে পারিবেন এবং তদনন্তর নূতন করিয়া কার্য্যানুষ্ঠান হইবে।

১৪০ ধারা। (১) ১৩৬ কি ১৩৭ কি ১৩৯ ধারামতে কোন আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা গিয়াছিল মাজিস্ট্রেট সেই ব্যক্তিকে ইহার নোটিস দিবেন এবং নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে তাহাকে ঐ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে আদেশ দিবেন ও তাহাকে জানাইবেন যে আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারার বিধানমতে তাহার দণ্ড হইতে পারিবে।

আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) নির্দ্দিষ্ট সময় মধ্যে উক্ত কার্য্য করা না গেলে মাজিস্ট্রেট ঐ কার্য্য করাইতে পারিবেন ও তাঁহার আজ্ঞাক্রমে যে গৃহ কি মাল কি অন্য সম্পত্তি স্থানান্তর করা যায় তাহা বিক্রয় করিয়া কিম্বা পূর্ব্বোক্ত ব্যক্তির অস্থাবর অন্য যে সম্পত্তি তাহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কি বাহিরে থাকে তাহা ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া ঐ কার্য্য করিবার খরচের টাকা আদায় করিতে পারিবেন। ঐ অন্য সম্পত্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বাহিরে থাকিলে, যে মাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ঐ সম্পত্তি ক্রোক করা যাইবে তিনি ঐ আজ্ঞাপত্রের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহা ক্রোক ও নীলাম হইবে ঐ আজ্ঞাপত্রে এই মর্ম্মের অনুমতি থাকিবে।

আজ্ঞা অমান্য করা গেলে ফলের কথা।

(৩) এই ধারাবলে সরল মনে যে কোন ক্রিয়া করা যায় তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪১ ধারা। প্রার্থক যদি তাচ্ছল্য করিয়া কি প্রকারান্তরে পঞ্চায়তের নিযুক্ত হওয়া নিবারণ করে, কিম্বা যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত হন তাঁহারা যদি কোন কারণে নির্দ্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কিম্বা মাজিস্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে আর যে সময় দেন তন্মধ্যে আপনাদের মীমাংসা না দেন, তবে মাজিস্ট্রেট যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিতে পারিবেন। সেই আজ্ঞা ১৪০ ধারার বিধানমতে প্রবল করা যাইবে।

পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত না করা গেলে কি তাহারা মত প্রকাশ না করিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪২ ধারা। (১) সাধারণ লোকদের আসন্ন সঙ্কট বা গুরুতর হানি নিবারণের জন্যে অগৌণে কোন কার্য্য করা আবশ্যক, যে মাজিস্ট্রেট ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন তাঁহার এইরূপ বিবেচনা হইলে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতে হইলে বা নিযুক্ত করা গেলে বা না গেলেও ঐ সঙ্কট কি হানি না হইবার জন্যে কি তন্নিবারণার্থে নিষেধসূচক যদ্রূপ আজ্ঞা করা আবশ্যক হয় যে ব্যক্তিকে আজ্ঞা দেওয়া গেল পঞ্চায়তের নির্ণয় কিম্বা ঐ বিষয়ের অন্যরূপ নিষ্পত্তির অপেক্ষায় তাহাকে মাজিস্ট্রেট নিষেধসূচক তদ্রূপ আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

তদন্ত কার্য্য চলন কালে নিষেধসূচক আজ্ঞার কথা।

(২) নিষেধ সূচক সেই আজ্ঞাক্রমে যে সকল কর্ম্ম করা আবশ্যক যদি উক্ত ব্যক্তি তৎকালেই তাহা না করে, তবে ঐ সঙ্কট না হইবার নিমিত্তে কিম্বা ঐ হানি নিবারণার্থে মাজিস্ট্রেট যে কার্য্য উপযুক্ত বিবেচনা করেন আপনি তাহা করিবেন কি করাইবেন।

(৩) এই ধারাক্রমে মাজিস্ট্রেট সরল মনে যে কোন কার্য্য করেন তৎসম্বন্ধে কোন মোকদ্দমা হইতে পারিবে না।

১৪৩ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনে কিম্বা কোন বিশেষ কি স্থানীয় আইনে সাধারণের অনিষ্টজনক বলিয়া যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট থাকে কোন ব্যক্তি অনিষ্টজনক সেই কার্য্য পুনশ্চ না করে বা করিতে না থাকে, জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্ট কি জিলার মাজিস্ট্রেট হইতে এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিস্ট্রেট তাহাকে এমত নিষেধ করিতে পারিবেন।

সাধারণের অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না হইবার বা না চলিবার বারণ করিতে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

১১ একাদশ অধ্যায়।

অনিষ্টজনক বিষয় বা বিপদাশঙ্কা ঘটিত আবশ্যক স্থলে কিয়ৎকালীন আজ্ঞা বিষয়ক বিধি।

অনিষ্টজনক বিষয় বা বিপদাশঙ্কা ঘটিত আবশ্যক স্থলে একবারে চূড়ান্ত আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

১৪৪ ধারা। (১) জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট হইতে" এই ধারাক্রমে কর্ম্ম করিতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের মতে যে স্থলে আপদের অগৌণে নিবারণ বা ত্বরায় প্রতিবিধান করা বাঞ্ছনীয় সেই স্থলে,

উক্ত মাজিষ্ট্রেট যদি বিবেচনা করেন যে তিনি আজ্ঞা করিলে বৈধমতে কর্ম্মকারী কোন ব্যক্তির বাধা কি ক্লেশ কি অপকার বা তাহা হইবার আশঙ্কা বা মনুষ্যের প্রাণের বা স্বাস্থ্যের বা নিরাপত্তার বিঘ্ন বা দাঙ্গা বা হজ্জা নিবারণ হইবার সম্ভাবনা কিম্বা নিবারণের প্রবৃত্তি জন্মিতে পারে, তাহা হইলে তিনি তদ্বিষয়ে প্রয়োজনীয় বৃত্তান্তগুলি বর্ণনা করিয়া লিখিত আজ্ঞা দিবেন ও তাহা ১৩৪ ধারার বিধানমতে জারী করাইয়া কোন ব্যক্তিকে কোন কর্ম্ম না করিতে অথবা তাহার অধিকারগত কি কর্ত্তৃত্বাধীন কোন সম্পত্তি কোন নিয়মমতে রাখিতে আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) অত্যাবশ্যক স্থলে ও যে স্থলের ভাবগতিক বিবেচনায় যাহার বিরুদ্ধে আজ্ঞা করা যায় তাহাকে উপযুক্ত সময়ে নোটিস দিবার অবকাশ না হয় এমত স্থলে কেবল একপক্ষের কথা শুনিয়া এই ধারামত আজ্ঞা করা যাইতে পারিবে।

(৩) এই ধারামতে বিশেষ ব্যক্তির নামে আজ্ঞা লিখিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে কিম্বা সাধারণ লোকে কোন বিশেষ স্থানে নিয়ত গমনাগমন করিলে তাহাদের নামে সাধারণ আজ্ঞা দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৪) কোন মাজিষ্ট্রেট কিম্বা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেট বা তাঁহার পূর্ব্বে সেই পদধারী এই ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তিনি তাহা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৫) মনুষ্যের প্রাণের, স্বাস্থ্যের বা নিরাপত্তার হানি হইবার আশঙ্কা কিম্বা দাঙ্গা কি হজ্জামা হইবার সম্ভাবনা হওয়াতে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে জ্ঞাপন-পত্র প্রকাশ করিয়া প্রকারান্তরের আজ্ঞা না দিলে, এই ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায় তাহা আজ্ঞার তারিখ হইতে দুই মাসের অধিককাল বলবৎ থাকিবে না।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।

স্থাবর সম্পত্তি সম্বন্ধীয় বিবাদ বিষয়ক বিধি।

ভূম্যাদিবিষয়ক কোন বিবাদে শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৪৫ ধারা। (১) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট আপন বিচারাধীন স্থানের অন্তর্গত কোন ভূমি বা জল কি তাহার সীমা লইয়া বিবাদ হইতেছে ও তৎপ্রযুক্ত শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা পোলীসের রিপোর্ট কি অন্য সংবাদ পাইয়া ইহা স্ববোধমতে জানিলে, আপন স্ববোধমতে তদ্রূপ জ্ঞান থাকার হেতুর রূবকারী লিখিয়া ঐ বিবাদে যাহারা লিপ্ত থাকে সেই সকল ব্যক্তিকে আপনার আদালতে নিরূপিত সময়ের মধ্যে স্বয়ং কি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইয়া ঐ বিবাদীয় ভূম্যাদির প্রকৃত দখল বিষয়ে আপন আপন দাওয়ার বৃত্তান্ত লিখিয়া অর্পণ করিতে আজ্ঞা করিবেন।

(২) এই ধারার প্রয়োজনার্থ "ভূমি বা জল" বলিতে বাটী, মৎস্য ধরিবার স্থান, ফসল বা ভূমি হইতে উৎপন্ন অপর দ্রব্য এবং ঐরূপ কোন সম্পত্তির খাজানা কি লভ্যও বুঝাইবে।

(৩) সমন জারী করিবার নিমিত্ত এই আইনমতে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে উক্ত আজ্ঞার একখানি নকল সেই প্রকারে জারী করিতে হইবে।

দখলে থাকিবার তদন্তের কথা।

(৪) উক্ত মাজিষ্ট্রেট দখল করিবার স্বত্ব বিষয়ে ঐরূপ কোন ব্যক্তির দাওয়ার দোষ গুণের প্রতি দৃষ্টি না করিয়া উভয়ের অর্পিত বৃত্তান্ত পড়িয়া দেখিবেন, উভয় পক্ষের কথা শুনিবেন, তাঁহারা যে সাক্ষ্য উপস্থিত করেন তাহা গ্রহণ করিবেন, ঐ সাক্ষ্যের বলবত্তা বিবেচনা করিবেন, আর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক বোধ হইলে তাহা লইবেন ও তদনন্তর সম্ভব হইলে বিবাদীয় বিষয় উপরিলিখিত আজ্ঞার তারিখে কোন পক্ষের দখলে আছে কি না ও থাকিলে কাহার দখলে আছে এই কথার নিষ্পত্তি করিবেন।

যে পক্ষের দখলে থাকে যাবৎ আইনমতে বেদখল না হয় তাহার দখলে থাকিবার কথা।

(৫) বিবাদীয় সম্পত্তি ঐ সময়ে এক পক্ষের দখলে ছিল, ঐ মাজিষ্ট্রেট এরূপ নিষ্পত্তি করিলে. আইনের নিয়মিত কার্য্য ধারামতে সেই পক্ষকে যতকাল বেদখল না করা যায়, ততকাল ঐ বিষয় তাহার দখলে থাকিবে ও ততকাল তাহার দখলের কোন ব্যাঘাত না হয় এমত আজ্ঞা করিবেন।

(৬) যে কোন পক্ষের প্রতি উক্তরূপে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় এই ধারার কোন কথায় তাঁহার পূর্ব্বোক্ত বিবাদ নাই বা ছিল না ইহা দেখাইবার বাধা হইবে না; এবং এরূপ স্থলে মাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিয়া তৎসংক্রান্ত অন্যান্য সমুদয় কার্য্যানুষ্ঠান-

স্থগিত করিবেন, কিন্তু ঐরূপ রহিত করণের অধীনে মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা চূড়ান্ত হইবে।

(৭) এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠানের কোন পক্ষের মৃত্যু হইয়াছে কেবল এই হেতুতে উক্ত কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ হইবে না।

১৪৬ ধারা। (১) বিবাদীয় বিষয় তৎকালে উক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কাহারও দখলে নাই ঐ মাজিস্ট্রেট ইহা নির্দ্ধার্য্য করিলে কিম্বা কাহার দখলে আছে সেই কথা স্থবোধমতে নিশ্চয় করিতে না পারিলে, ঐ ব্যক্তিদের অধিকার কিম্বা ঐ বিষয় কাহার দখলে থাকা উচিত এই কথা যতকাল উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতে নিষ্পত্তি করা না যায় ততকাল তিনি ঐ বিষয় ক্রোক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) মাজিস্ট্রেট বিবাদীয় বিষয় ক্রোক করিলে যদি বিহিত বোধ করেন তবে তন্নিমিত্ত এক জন গ্রাহক নিযুক্ত করিতে পারিবেন। মাজিস্ট্রেটের কর্ত্তৃত্বাধীনে ঐ গ্রাহক দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনমতে নিযুক্ত গ্রাহকের সমস্ত ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবেন।

১৪৭ ধারা। কোন পথস্বত্ব সমেত কোন ভূমি বা জল ব্যবহার করিবার স্বত্ব লইয়া স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে বিবাদ আছে ও তাহাতে শান্তি-ভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ঐরূপ কোন মাজিস্ট্রেট পূর্ব্বোক্ত-রূপ স্থবোধমতে এই কথা জানিলে, ১৪৫ ধারায় যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারে ইহার তদন্ত লইতে পারিবেন ও যে ব্যক্তি সেই কার্য্যে আপত্তি করে অথবা তাহা করিবার দাওয়া করে, সে সেই কার্য্য নিবারণ করিতে কি স্থল বিশেষে, তাহা করিতে স্বত্ববান, উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের এইরূপ নিষ্পত্তি যতকাল না হয় ততকাল ঐ স্বত্ব কাহারও আছে বলিয়া মাজিস্ট্রেট সাহেবের বোধ হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট উক্ত কার্য্য করিতে অনুমতি দিতে কিম্বা স্থলবিশেষে তাহা না করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্বাচ্ছন্দ্যভোগস্বত্ব প্রভৃতি বিষয়ের বিবাদের কথা।

কিন্তু যদি তদ্রূপ কার্য্য করিবার অধিকারমতে বার-মাসই কার্য্য হইতে পারে, তবে সেই তদন্তের অনুষ্ঠান হইবার তারিখের পূর্ব্বে তিন মাসের মধ্যে ঐ অধি-কারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে অথবা যদি বৎ-সরের কালবিশেষে ঐ অধিকারমতে কার্য্য হইয়া থাকে তবে উক্ত রূপ অনুষ্ঠান হইবার পূর্ব্বে শেষবার উক্ত রূপ যে কাল উপস্থিত হয় সেই কালের মধ্যে ঐ অধি-কারক্রমে কার্য্য না হইয়া থাকিলে, মাজিস্ট্রেট এই ধারামত কোন কার্য্য করিবার অনুমতি সূচক কোন আজ্ঞা করিবেন না।

১৪৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের কার্য্যপক্ষে স্থানীয় তদন্ত লওয়া আবশ্যক হইলে, কোন জিলার কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপনার অধীন কোন মাজিস্ট্রেটকে ঐ তদন্ত লইবার জন্যে পাঠা-ইতে পারিবেন, ও তাঁহার কার্য্য পদ্ধতি দর্শাইবার জন্যে যে উপদেশ আবশ্যক বোধ হয় তাঁহাকে সেই উপদেশ লিখিয়া দিতে পারিবেন ও সেই তদন্ত লইবার সমস্ত খরচ কিম্বা তাহার কোন অংশ কাহার দিতে হইবে ইহা ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

স্থানীয় তদন্ত লইবার কথা।

(২) যে ব্যক্তিকে ঐ রূপে পাঠান যায়, তাঁহার রিপোর্ট মোকদ্দমায় সাক্ষ্যস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে।

(৩) এই অধ্যায়মত কার্য্যানুষ্ঠানের কোন পক্ষ সাক্ষীর বা উকীলের ফী বা ঐ উভয় বলিয়া কোন খরচ করিলে যে মাজিস্ট্রেট ১৪৫ কি ১৪৬ কি ১৪৭ ধারামতে নিষ্পত্তি করেন, তিনি কে ঐ খরচ দিবে, উক্ত কার্য্যানুষ্ঠানের ঐ পক্ষ বা অন্য কোন পক্ষ, এবং সমস্ত বা কি অংশ বা পরিমাণ দিবে, এই বিষয়ে আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ঐরূপে যে খরচ দিবার আজ্ঞা হয়, তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পারিবে।

খরচা বিষয়ে আজ্ঞার কথা।

---

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।

পোলীসের নিবারণাত্মক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

১৪৯ ধারা। পোলীসের প্রত্যেক জন কর্ম্মচারী ধর্ত্তব্য অপরাধ নিবারণ কর-ণার্থে হস্তক্ষেপ করিতে পারি-বেন এবং যথাসাধ্য তাহা নিবারণ করিবেন।

ধর্ত্তব্য অপরাধ পোলী-সের নিবারণ করিতে হইবার কথা।

১৫০ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মচারী ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্প-নার কথা অবগত হইলে, তিনি পোলীসের যে কর্ম্মচারির অধীন থাকেন তাঁহাকে ও অন্য যে কর্ম্মচারির তদ্রূপ অপরাধ নিবারণ কিম্বা তাহার অনু-সন্ধান করা কর্ত্তব্য তাঁহাকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন।

ঐ অপরাধ করিবার কল্প-নার সম্বাদ পাইলে তাহার কথা।

১৫১ ধারা। পোলীসের কোন কর্ম্মচারী ধর্ত্তব্য কোন অপরাধ করিবার কল্প-নার কথা অবগত হইলে যদি সেই কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত না করিলে ঐ অপরাধ নিবারণ হইতে পারে না বলিয়া তাঁহার বোধ হয়, তবে ঐ কর্ম্মচারী মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা ও ওয়ারেণ্ট বিনা ঐ কল্পনাকারী ব্যক্তিকে ধৃত করিতে পারিবেন।

ঐ অপরাধ নিবারণার্থে ধৃত করিবার কথা।

১৫২ ধারা। পোলীসের কর্ম্মচারির দৃষ্টি গোচরে রাজকীয় কোন স্থাবর কি অস্থাবর সম্পত্তির কোন হানি করিবার উদ্যোগ করা গেলে ঐ কর্ম্মচারী তাহা নিবারণার্থে, কিম্বা রাজকীয় কোন ভূমির চিহ্ন কি বয়া কি নৌকাদির পথ দর্শাইবার অন্য

রাজকীয় সম্পত্তির হানি নিবারণের কথা।

চিহ্ন স্থানান্তর করা কি তাহার হানি করা নিবারণার্থে, স্বীয় ক্ষমতাক্রমে প্রতিবন্ধক হইতে পারিবেন।

১৫৩ ধারা। (১) কোন স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি আছে পোলীস থানার অধ্যক্ষের ইহা জানিবার কারণ থাকিলে, তিনি বিনা পরওয়ানায় আপন থানার এলাকার অন্তর্গত ঐ স্থানে ব্যবহৃত কি রক্ষিত সেই বাটখারা কি মাপিবার, গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি দৃষ্টি করিবার কিম্বা অন্বেষণ করিবার জন্যে ঐ স্থানে প্রবেশ করিতে পারিবেন।

বাটখারা ও মাপিবার যন্ত্রাদি দৃষ্টি করিবার কথা।

(২) সেই স্থানে অপ্রকৃত কোন বাটখারা কি মাপিবার গজ, কাঠা, পালি প্রভৃতি পাইলে তিনি তাহা লইয়া যে মাজিস্ট্রেটের বিচারাধিকার থাকে তাঁহাকে অগোণে আপনার ঐ দ্রব্য ধরিবার সম্বাদ দিবেন।

পঞ্চম খণ্ড।

পোলীসে সংবাদ দিবার ও তাহাদের অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার বিধি।

---

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।

১৫৪ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকট ধর্ত্তব্য অপরাধ হইবার যে সংবাদ বাচনিক দেওয়া যায় তাহা তৎকর্তৃক বা তাঁহার আদেশমতে লিখিয়া লওয়া যাইবে ও সংবাদ দাতাকে পড়িয়া শুনান যাইবে ও ঐ সংবাদ লিখিয়াই দেওয়া হউক বা পূর্ব্বোক্তমতে লিখিয়াই লওয়া হউক যে ব্যক্তি সংবাদ দেন তিনি তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। পোলীসের ঐ কর্ম্মচারির নিকট এক খান বহী থাকিবে, তন্মধ্যে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট করেন সেই পাঠে ঐ সংবাদের মর্ম্ম লেখা যাইবে।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

১৫৫ ধারা। (১) যে অপরাধ পোলীসের ধর্ত্তব্য নয় পোলীস থানার অধ্যক্ষের ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে এমত অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া তাঁহার নিকট সংবাদ দেওয়া গেলে তিনি পূর্ব্বোক্তমতে যে বহী রাখা যায় তাহাতে সংবাদের মর্ম্ম লিখিবেন ও সংবাদদাতাকে মাজিস্ট্রেটের নিকট যাইতে বলিবেন।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমার সংবাদ দিবার কথা।

(২) অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় পোলীসের কর্ম্মচারী উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়া ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইবেন না।

অধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার কথা।

(৩) পোলীস থানার অধ্যক্ষ ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার যেং ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা ভিন্ন পোলীসের কোন কর্ম্মচারির অনুসন্ধান লইবার সেইং ক্ষমতা থাকিবে।

১৫৬ ধারা। (১) পোলীস থানার অধ্যক্ষ মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞা না পাইয়াও পোলীসের ধর্ত্তব্য এমন কোন মোকদ্দমার অনুসন্ধান লইতে পারিবেন যৎসম্পর্কে উক্ত থানার এলাকার উপর বিচারাধিকার প্রাপ্ত কোন আদালত ১৫ অধ্যায়ের তদন্তের কি বিচারের স্থান বিষয়ক বিধানমতে তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন।

ধর্ত্তব্য মোকদ্দমায় অনুসন্ধান লইবার কথা।

(২) তাঁহার উক্ত প্রকারে কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মচারী এই ধারামতে ঐ মোকদ্দমার অনুসন্ধান করিতে পারেন না বলিয়া সেই কার্য্যের বিষয়ে আপত্তি করা যাইতে পারিবে না।

(৩) ১৯০ ধারামতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিস্ট্রেট উপরি লিখিত মত কোন অনুসন্ধান হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৫৭ ধারা। (১) পোলীস থানার অধ্যক্ষ ১৫৬ ধারামতে যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে পারেন কোন সংবাদ পাইয়া কি প্রকারান্তরে তাঁহার এমত অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে, তিনি পোলীস রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকট ঐ অপরাধের রিপোর্ট অবিলম্বে পাঠাইয়া সেই বিষয়ের বৃত্তান্তের ও পূর্ব্বাপর ঘটনার অনুসন্ধান লইবার নিমিত্ত এবং অপরাধীর সন্ধান লইবার ও তাহাকে ধরিবার জন্য যাহা আবশ্যক হয় তাহা করিবার নিমিত্ত আপনি সরেজমীনে যাইবেন কিম্বা আপনার অধীনে কোন কর্ম্মচারিকে পাঠাইবেন।

ধর্ত্তব্য অপরাধ সংঘটনের সন্দেহ হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

পরন্তু (ক) কোন ব্যক্তির নামে অপরাধ করিবার সংবাদ দেওয়া গেলে যদি গুরুতর ভাবের অপরাধ না হইয়া থাকে, তবে অনুসন্ধান লইবার জন্যে পোলীস থানার অধ্যক্ষের স্বয়ং সেই স্থানে যাইবার কিম্বা অধীন কর্ম্মচারিকে পাঠাইবার প্রয়োজন নাই।

স্থানীয় অনুসন্ধান না লইবার স্থলের কথা।

(খ) অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এমত বোধ করিলে তিনি অনুসন্ধান লইবেন না কিন্তু ঐ কথা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং যদি কেহ নালিশকারী থাকে তবে তাহাকে যাহা করিলেন তাহা জানাইবেন।

পোলীস থানার অধ্যক্ষ অনুসন্ধান লইবার বিশিষ্ট হেতু না দেখিলে তাহার কথা।

(২) ১ প্রকরণের নিয়মবিধির (ক) ও (খ) দফার উল্লিখিত এইরূপ প্রত্যেক স্থলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ

ঐ প্রকরণের আদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে পালন না করিবার হেতু আপনার ঐ রিপোর্টে লিখিবেন।

১৫৮ ধারা। (১) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা করিয়া এই কার্য্যের নিমিত্ত পোলীসের উচ্চপদস্থ যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করিলে, ১৫৭ ধারামতে যে প্রত্যেক রিপোর্ট মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তাহা তাঁহারই দ্বারা পাঠাইতে হইবে।

১৫৭ ধারামত রিপোর্ট কিরূপে পাঠাইতে হইবে তাহার কথা।

(২) উক্ত উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী পোলীস থানার অধ্যক্ষকে যে আদেশ করা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তাহা করিয়া ঐ রিপোর্টের উপর সেই আদেশ লিখিয়া অবিলম্বে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

১৫৯ ধারা। উক্ত মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ রিপোর্ট পাইলে আপনার উচিত বোধ হইলে, অগৌণে ঐ বিষয়ের অনুসন্ধান কিম্বা প্রথম স্থলীয় বা বেজাবেদার রকম তদন্তের আদেশ করিবার জন্য কিম্বা ঐ বিষয় লইয়া অন্য যে কর্ম্ম করা উচিত এই আইনের নির্দ্দিষ্টমতে তাহা করিবার জন্য আপনি প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন, কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটকে পাঠাইতে পারিবেন।

অনুসন্ধান বা প্রথম স্থলীয় তদন্তের ক্ষমতার কথা।

*১৬০ ধারা। পোলীসের যে কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন তিনি যে ব্যাপারের অনুসন্ধান লইতেছেন আপন এলাকার কিম্বা তাহার লাগাও অন্য এলাকার সীমার মধ্যবর্ত্তী কোন ব্যক্তি সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা অবগত আছে, প্রাপ্ত সংবাদক্রমে কি প্রকারান্তরে এমত বোধ করিলে, তিনি অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়া সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন; ও সেই ব্যক্তির সেই আজ্ঞামতে উপস্থিত হইতে হইবে।

সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইতে পোলীসের কর্ম্মচারির ক্ষমতার কথা।

কিন্তু কোন পর্দ্দানশিন স্ত্রীলোকের উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইলে, ঐ বিষয় জিলার কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার নিমিত্ত অর্পণ করিতে হইবে।

১৬১ ধারা। (১) পোলীসের কোন কর্ম্মচারী যে মোকদ্দমার এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইতেছেন, কোন ব্যক্তি সেই মোকদ্দমার বৃত্তান্ত ও পূর্ব্বাপর ঘটনা জ্ঞাত আছে এমত অনুমান হইলে, তিনি সেই ব্যক্তির বাচনিক সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন, ও সেইরূপে যাহার সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহার উক্তি লিখিয়া লইতে পারিবেন।

পোলীসের দ্বারা সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

(২) যে প্রশ্নের উত্তর দিলে সেই ব্যক্তির নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে কি তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন উক্ত কর্ম্মচারী সেই ব্যাপার বিষয়ে যত প্রশ্ন করেন তাহার সেই প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

১৬২ ধারা (১) এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তি কোন পোলীসের কর্ম্মচারির নিকট মৃত্যুকালীন উক্তি ছাড়া যে উক্তি করে যদি তাহা লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে সেই উক্তিকারকের স্বাক্ষর করিতে হইবে না কিম্বা উক্তিকারকের বিরুদ্ধে ১৭২ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ও পরিমাণে ভিন্ন সাক্ষ্যস্বরূপ বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যস্বরূপ তাহার ব্যবহার হইবে না।

পোলীসের নিকট যে উক্তি করা যায় তাহাতে স্বাক্ষর করিতে না হইবার ও তাহা সাক্ষ্যস্বরূপ গ্রাহ্য না হইবার কথা।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৭ ধারার বিধানের কোন বিঘ্ন হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

১৬৩ ধারা। (১) পোলীসের কোন কর্ম্মচারী কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তি আপনি বা অপর কাহার দ্বারা ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ২৪ ধারার উল্লিখিত মত কোন প্রবৃত্তি দিবেন না কি ভয় দেখাইবেন না কি অঙ্গীকার করিবেন না।

প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

(২) কিন্তু এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানকালে কোন ব্যক্তি ইচ্ছা করিয়া কোন কথা প্রকাশ করিতে চাহিলে পোলীসের কর্ম্মচারী কি অন্য ব্যক্তি তাহাকে সতর্ক করিয়া কিম্বা অন্য কোন প্রকারে সেই কথা প্রকাশ করিতে বারণ করিবেন না।

১৬৪ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান কালে কিম্বা তাহার পর তদন্ত বা বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট পোলীসের কর্ম্মচারী না হইলে কোন উক্তি বা স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন।

উক্তি ও স্বীকার বাক্য লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবার যেং প্রকারের বিধান পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট হইল ঐ উক্তি মোকদ্দমার অবস্থা ধরিয়া তন্মধ্যে যাহা তাঁহার মতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বোধ হয় সেই প্রকারে লিপিবদ্ধ করা যাইবে। তদ্রূপ স্বীকারবাক্য ৩৬৪ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে লিপিবদ্ধ ও স্বাক্ষরিত হইবে ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইবেন কি বিচার করিবেন তাঁহার নিকট পাঠান যাইবে।

(৩) স্বেচ্ছাক্রমে স্বীকার করা গেল মাজিষ্ট্রেট স্বীকারকারিকে প্রশ্ন করিয়া এমত জানিবার কারণ না পাইলে ঐরূপ কোন স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিবেন না; ও তিনি কোন স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিলে ঐ লিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের কথা লিখিবেন।—

"এই স্বীকারবাক্য স্বেচ্ছাক্রমে করা গিয়াছে আমার এই বিশ্বাস। ইহা আমার সাক্ষাতে ও শ্রুতিগোচরে গৃহীত হইয়াছে ও যে ব্যক্তি স্বীকার করে, তাহাকে ইহা পড়াইয়া শুনান যায় এবং সে ইহা ঠিক বলিয়া

গ্রাহ্য করে এবং সেই ব্যক্তি যে উক্তি করে ইহাতে তাহার সম্পূর্ণ ও প্রকৃত বিবরণ আছে।

(স্বাক্ষর) শ্রীঅমুক
মাজিষ্ট্রেট।"

ব্যাখ্যা।—যে মাজিষ্ট্রেট কোন স্বীকারবাক্য বা উক্তি গ্রহণ করিয়া লিপিবদ্ধ করেন তাঁহাকে যে ঐ মোকদ্দমায় বিচারাধিকার প্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেট হইতে হইবে ইহা আবশ্যক নহে।

পোলীস কর্ম্মচারির দ্বারা তলাশের কথা।

১৬৫ ধারা। (১) পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা পোলীসের যে কর্ম্মচারী অনুসন্ধান লইতেছেন তিনি যে অপরাধের অনুসন্ধান লইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাহার অনুসন্ধানার্থে কোন দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করিলে, এবং ৯৪ ধারামতে যে ব্যক্তির নামে সমন বা আজ্ঞাপত্র দেওয়া গিয়াছে বা দেওয়া যাইতে পারে সেই ব্যক্তি সমনের বা আজ্ঞাপত্রের আদেশমতে ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য উপস্থিত করিবে না এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকিলে, কিম্বা ঐ দলীল বা অন্য দ্রব্য কোন ব্যক্তির অধিকারে আছে বলিয়া জানা না থাকিলে তিনি যে থানার অধ্যক্ষতাভার প্রাপ্ত হন কি যে থানায় নিযুক্ত থাকেন ঐ থানার এলাকার অন্তর্গত কোন স্থানে সেই দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে কি করাইতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী পারিলে আপনি ঐ দ্রব্য অন্বেষণের কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন।

(৩) আপনি তাহা করিতে না পারিলে ও তৎকালে সেই অন্বেষণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য ব্যক্তি উপস্থিত না থাকিলে তিনি আপনার অধীন কোন কর্ম্মচারির প্রতি ঐ অন্বেষণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, ও সেই কর্ম্মচারিকে আজ্ঞাপত্র দিয়া যে স্থানে যে দলীল বা অন্য দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে হইবে তাহা নির্দ্দেশ করিয়া লিখিবেন; ঐ অধীন কর্ম্মচারী তাহা হইলে ঐ স্থানে ঐ দ্রব্যের অন্বেষণ করিতে পারিবেন।

(৪) এই আইনে তলাশী পরওয়ানা সম্বন্ধে যেং বিধান আছে তাহা এই ধারামত অন্বেষণের কার্য্যের প্রতি, যত দূর সম্ভব, বর্ত্তিবে।

যেস্থলে পোলীস থানার এক অধ্যক্ষ অন্য অধ্যক্ষকে তলাশী পরওয়ানা দিবার আদেশ করিতে পারেন তাহার কথা।

১৬৬ ধারা। (১) কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ যে স্থলে আপন থানার এলাকার মধ্যে অন্বেষণ করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন সেই স্থলে আপন কি অন্য জিলার অন্য পোলীস থানার অধ্যক্ষকে কোন স্থানে কোন দ্রব্যের অন্বেষণ করাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত কর্ম্মচারী তদ্রূপ আজ্ঞা পাইলে ১৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও ঐ দ্রব্য পাইলে যে কর্ম্মচারির আদেশমতে তলাশ করিলেন তাঁহার নিকট পাঠাইবেন।

চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে অনুসন্ধান সমাপ্ত হইতে না পারিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

১৬৭ ধারা। (১) ৬১ ধারার নির্দ্দিষ্ট চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত হইতে পারিবে না দৃষ্ট হইলেই এবং অভিযোগ বা সম্বাদ সমূলক জ্ঞান করিবার হেতু থাকিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পশ্চাল্লিখিত বিধানমত মোকদ্দমা সংক্রান্ত রোজনামচার লিখিত কথার নকল অবিলম্বে পাঠাইবেন এবং তৎকালেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (যদি কেহ থাকে) ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠাইবেন।

(২) যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে এই ধারামতে পাঠান যায় তাঁহার উক্ত মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতা থাকুক বা না থাকুক তিনি সময়েং যেরূপ হেফাজতে উচিত বোধ করেন সেইরূপে হেফাজতে মোটে ১৫ দিনের অনধিক কাল অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিতে পারিবেন। যদি তাঁহার বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকে, এবং তিনি আর আটক করিয়া রাখা অনাবশ্যক বিবেচনা করেন তবে তিনি উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে পোলীসের হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দিলে যেং কারণে সেই অনুমতি দেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট সেই আজ্ঞা করিলে তিনি যে মাজিষ্ট্রেটের অব্যবহিত অধীন তাঁহার নিকট সেই আজ্ঞা করিবার হেতুপত্র সহিত সেই আজ্ঞার প্রতিলিপি প্রেরণ করিবেন।

অধীনস্থ পোলীস কর্ম্মচারী কর্ত্তৃক অনুসন্ধানের রিপোর্টের কথা।

১৬৮ ধারা। পোলীসের অধঃস্থ কোন কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষের নিকটে ঐ অনুসন্ধানের ফল বিষয়ক রিপোর্ট দিবেন।

প্রমাণের ন্যূনতা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

১৬৯ ধারা। (১) যে প্রমাণ কি যদ্রূপ সংশয় থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যাইতে পারে এমত উপযুক্ত প্রমাণ না কি সংশয় করিবার যুক্তিমত হেতু নাই পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া এরূপ বোধ করিলে, যদি উক্ত ব্যক্তি হাজতে থাকে তাহার নিকট জামিন সহ কি জামিন বিনা যদ্রূপ আদেশ করেন তদ্রূপ এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন যে, সে যদি ও যখন আদেশ হয়, পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

(২) মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিতে পারিবেন অথবা ঐ বিষয়ে অপর যেরূপ আজ্ঞা করা ন্যায্য বিবেচনা করেন তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

উপযুক্ত প্রমাণ থাকিলে মোকদ্দমা মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবার কথা।

১৭০ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত অনুসন্ধান লইয়া পোলীস থানার অধ্যক্ষের যদি এরূপ বোধ হয়, যে পূর্ব্বোক্তরূপ উপযুক্ত প্রমাণ কি যুক্তিমত হেতু আছে, তাহা হইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষ ঐ ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার কিম্বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন, অথবা যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার নিমিত্ত জামিন লওয়া যাইতে পারিলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি জামিন দিতে সক্ষম হইলে নিরূপিত দিনে সেই মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার ও যত কাল প্রকারান্তরের আজ্ঞা না হয় ততকাল দিন দিন উপস্থিত থাকিবার জামিন তাহার নিকট হইতে লইবেন।

(২) যখন পোলীস থানার অধ্যক্ষ এই ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান কিম্বা তাহার স্থানে উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার জামিন লন, তিনি যে অস্ত্র কি অন্য দ্রব্য উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা আবশ্যক বোধ করেন তাহাও তৎকালে পাঠাইবেন, এবং বাদী থাকিলে সে ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের মধ্যে যত ব্যক্তির উপস্থিত হওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহারা ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া নিবন্ধপত্রের আদেশমত সময়ে ও প্রকারে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ বিষয়ে নালিশ চালাইবে কি স্থল বিশেষে, সাক্ষ্য দিবে তাহাদের প্রতি এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিবেন।

(৩) নিবন্ধপত্রে জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আদালতের উল্লেখ থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট অন্য যে আদালতের দ্বারা তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত মোকদ্দমা প্রেরণ করেন উল্লিখিত আদালতের মধ্যে সেই আদালতও গণ্য হইবে। কিন্তু ঐ বাদিকে কি ব্যক্তিদিগকে তদ্রূপ প্রেরণের নোটিস দিতে হইবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন লওয়া গেলে তাহার যে দিনে উপস্থিত হইতে হইবে সেই দিন, কিম্বা প্রহরির জিম্মায় তাহাকে চালান করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে তাহার যে দিনে পঁহুছিবার সম্ভাবনা সেই দিন, এই ধারামতে নিরূপিত দিন হইবে।

(৫) ঐ নিবন্ধপত্র যে কর্ম্মচারির সম্মুখে লেখা যায় তিনি তৎসম্পাদনকারী এক জনকে তাহার নকল দিবেন, ও পরে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আপন রিপোর্টের সঙ্গে মূলপত্র পাঠাইবেন।

বাদিদের কি সাক্ষীদের পোলীসের কর্ম্মচারির সঙ্গে না যাইতে হইবার কথা।

১৭১ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের কাছারীতে বাদিদের কি সাক্ষীদের যাইবার সময়ে, পোলীসের কোন কর্ম্মচারির সঙ্গে যাইতে আদেশ হইবে না,

বাদিদিগকে ও সাক্ষীদিগকে আটক করিয়া না রাখিবার কথা।

কিম্বা কোন বাদীকে কি সাক্ষীকে অনাবশ্যকরূপ আটক করিয়া রাখা কি ক্লেশ দেওয়া যাইবে না ও নিজ প্রতিজ্ঞামত নিবন্ধ ভিন্ন তাহাদের উপস্থিত হইবার অন্য জামিন দিতে আদেশ হইবে না।

বাদী না সাক্ষী স্বীকার না করিলে প্রহরির জিম্মায় প্রেরিত হইবার কথা।

কিন্তু কোন বাদী কি সাক্ষী উপস্থিত হইতে কিম্বা ১৭০ ধারার নির্দ্দিষ্ট নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে, পোলীস থানার অধ্যক্ষ তাহাকে প্রহরির জিম্মায় দিয়া মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইতে পারিবেন। তাহা হইলে সে যত কাল ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া না দেয়, কিম্বা সেই মোকদ্দমার শ্রবণ কার্য্য যত কাল সমাপ্ত না হয় মাজিষ্ট্রেট ততকাল ঐ বাদীকে কি সাক্ষীকে আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন।

অনুসন্ধান কার্য্যের রোজনামচার কথা।

১৭২ ধারা। (১) পোলীসের যে কর্ম্মচারী এই অধ্যায়মতে অনুসন্ধান লন, তিনি তৎসম্পর্কে দিনং যে কার্য্য করেন তাহার বৃত্তান্ত রোজনামচায় লিখিবেন, অর্থাৎ অপরাধের সম্বাদ যে সময়ে তাঁহার নিকটে পঁহুছে ও তিনি অনুসন্ধানের কার্য্য যে সময়ে আরম্ভ ও যে সময়ে সমাপ্ত করেন ও যে স্থানে কি যেং স্থানে যান ও অনুসন্ধান দ্বারা যে সকল বৃত্তান্ত অবগত হন, তাহার বিবরণ লিখিবেন।

(২) ফৌজদারী কোন আদালতে মোকদ্দমার তদন্ত লওন কি বিচার করণ সময়ে ঐ আদালত পোলীসের সেই মোকদ্দমা বিষয়ক রোজনামচা আনাইয়া আপনার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার সাহায্যার্থে ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিতে পারিবেন, সাক্ষ্যস্বরূপ নহে। অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা তাহার পক্ষ মোক্তারদের তাহা আনাইবার অধিকার নাই; এবং আদালত ঐ রোজনামচার ব্যবহার করিয়াছেন এই মাত্র কারণে তাহার কি তাহাদের সেই রোজনামচা দেখিবার অধিকার থাকিবে না। কিন্তু পোলীসের যে কর্ম্মচারী তাহা লিখিলেন তিনি যদি স্মরণশক্তির উপকারার্থে তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন কিম্বা আদালত যদি পোলীসের ঐ কর্ম্মচারির কথা খণ্ডাইবার জন্য তাহার ব্যবহার করিয়া থাকেন, তবে ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইনের ১৬১ ধারার বা স্থলবিশেষে ১৪৫ ধারার বিধান তৎপ্রতি বর্ত্তিবে।

১৭৩ ধারা। (১) অনাবশ্যক বিলম্ব না করিয়া এই অধ্যায়মত অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিতে হইবে। সমাপ্ত হইলে পোলীস থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত যে কর্ম্মচারী ঐ অনুসন্ধান লন তিনি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট পাঠে রিপোর্ট লিখিয়া পোলীসের রিপোর্টক্রমে উক্ত অপরাধের বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিস্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। উভয় পক্ষের নাম, ও যে সংবাদ পান তাহার ভাব ও যাহারা সেই ব্যাপারের পূর্ব্বাপর ঘটনা জানে বলিয়া বোধ হয় তাহাদের নাম ঐ রিপোর্টে লেখা থাকিবে ও তাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠান গিয়াছে, কিম্বা তাহার স্থানে জামিনসহ কি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে এই কথাও লিখিতে হইবে।

পোলীসের কর্ম্মচারির রিপোর্টের কথা।

(২) ১৫৮ ধারামতে উচ্চপদস্থ পোলীসের কোন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন স্থলে সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে তদ্রূপ আদেশ করেন সেই২ স্থলে ঐ রিপোর্ট উক্ত কর্ম্মচারির হস্ত দিয়া পাঠাইতে হইবে এবং তিনি মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার অপেক্ষায় আরো অনুসন্ধানের নিমিত্ত পোলীস থানার অধ্যক্ষের প্রতি আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে যে রিপোর্ট পাঠান যায় তাহা হইতে যদি দৃষ্ট হয় যে অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া মুক্ত হইয়াছে, তবে মাজিস্ট্রেট ঐ নিবন্ধপত্র রহিত করিবার বা প্রকারান্তরের যে আজ্ঞা করা বিহিত-বোধ করেন করিবেন।

১৭৪ ধারা। (১) প্রত্যেক পোলীস থানার অধ্যক্ষ ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক তদর্থে নিযুক্ত অপর প্রত্যেক পোলীসের কর্ম্মচারী,

আত্মহত্যা প্রভৃতির তদন্ত লইয়া পোলীসের রিপোর্ট করিবার কথা।

(ক) কোন ব্যক্তি আত্মহত্যা করিয়াছে, কিম্বা
(খ) কোন ব্যক্তিকে অন্য কেহ মারিয়া ফেলিয়াছে কিম্বা জন্তু দ্বারা বা কলে পড়িয়া বা অপঘাতে তাহার মৃত্যু হইয়াছে কিম্বা
(গ) কোন ব্যক্তির এরূপ অবস্থায় মৃত্যু হইয়াছে যে অন্য কোন ব্যক্তি অপরাধ করিয়াছে বলিয়া যুক্তিসিদ্ধ সন্দেহ হয় এই সম্বাদ পাইলে,

তৎক্ষণাৎ অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন অতি নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটকে সেই কথা জ্ঞাত করিবেন, এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রণীত বিধিক্রমে অথবা জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে প্রকারান্তরের আদেশ প্রাপ্ত না হইলে ঐ মৃত ব্যক্তির দেহ যে স্থানে থাকে সেই স্থানে গিয়া প্রতিবাসী দুই কি তদধিক সম্ভ্রান্ত লোকের গোচরে অনুসন্ধান লইয়া ঐ মৃত্যুর দৃষ্ট কারণের রিপোর্ট করিবেন ও শরীরে যে ক্ষত কি অস্থিভঙ্গ কি আঘাত কি অন্য হানির চিহ্ন দৃষ্ট হয় তাহার বর্ণনা ও যে প্রকারে কিম্বা যে অস্ত্র বা যন্ত্র দ্বারা সেই চিহ্ন হইয়া থাকিবে তাহাও লিখিবেন।

(২) পোলীসের ঐ কর্ম্মচারী ও অন্য ব্যক্তিরা কিম্বা তাঁহাদের যত জন ঐ রিপোর্টের কথায় সম্মত হন তাঁহারা তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও সেই রিপোর্ট অগৌণে জিলার মাজিস্ট্রেটের কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠান যাইবে।

(৩) মৃত্যুর কারণ বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে কিম্বা অন্য কোন কারণে পোলীসের কর্ম্মচারী বাঞ্ছনীয় বিবেচনা করিলে, কাল ও স্থানের দূরত্ব বিবেচনায় ঐ শব পথে পচিয়া যাইয়া পরীক্ষা নিষ্ফল হইবার আশঙ্কা বিনা নিকটস্থ সিবিল সর্জন সাহেবের নিকটে কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে যোগ্য চিকিৎসককে এতদর্থে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে পাঠান যাইতে পারিলে, পোলীসের কর্ম্মচারী এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নির্দ্দিষ্ট বিধির নিয়মাধীনে ঐ দেহ পরীক্ষা করিয়া দেখিবার জন্য প্রেরণ করিবেন।

(৪) মান্দ্রাজ ও বোম্বাই প্রেসিডেন্সীতে গ্রামের মণ্ডল এই ধারামতে অনুসন্ধান লইয়া অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটের নিকটে অনুসন্ধানের ফল রিপোর্ট করিতে পারিবেন।

(৫) এই২ মাজিস্ট্রেটেরা অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন, যথা, কোন জিলার মাজিস্ট্রেট কি মহকুমার মাজিস্ট্রেট, ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের কি জিলার মাজিস্ট্রেটের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিস্ট্রেট।

(৬) কারাগারের কোন কয়েদির মৃত্যু হইলে তৎসম্বন্ধে এই ধারার বিধান খাটিবে না। ঐরূপ স্থলে কারাগার সম্বন্ধীয় ১৮৯৪ সালের আইনের ১৫ ধারার আদিষ্টমত রিকার্ডের একখানি নকল কারাগারের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের অগৌণে জিলার মাজিস্ট্রেটের নিকট পাঠাইতে হইবে। ঐ মাজিস্ট্রেট ঐ রিপোর্ট প্রাপ্ত হইলে তৎসম্বন্ধে যেরূপ কার্য্য করা বিহিত বোধ করেন সেইরূপ কার্য্য করিবেন।

১৭৫ ধারা। (১) পোলীস থানার অধ্যক্ষ উক্ত অনুসন্ধান কার্য্যের জন্যে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া পুর্ব্বোক্তমত দুই কি তদধিক ব্যক্তিকে এবং যাহারা ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত জানে বলিয়া বোধ হয় এমত অন্য ব্যক্তিকে সমন করিতে পারিবেন। কোন ব্যক্তিকে তদ্রূপে সমন করা গেলে তাহার উপস্থিত হইতে হইবে, এবং যে প্রশ্নের উত্তর দিলে তাহার নামে ফৌজদারী অভিযোগ হইতে পারে, কিম্বা তাহার অর্থদণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন তাহার সকল প্রশ্নের যথার্থ উত্তর দিতেই হইবে।

ব্যক্তি দিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) ধর্ত্তব্য যে অপরাধ সম্বন্ধে ১৭০ ধারা খাটে বৃত্তান্ত দৃষ্টে যদি তদ্রূপ অপরাধের প্রকাশ না হয়, তবে পোলীসের কর্ম্মচারী সেই ব্যক্তিদিগকে মাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিবেন না।

মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবার কথা।

১৭৬ ধারা। (১) পোলীসের হেফাজতে কোন ব্যক্তির মৃত্যু হইলে পোলীসের কর্ম্মচারির অনুসন্ধান লওয়ার পরিবর্ত্তে কিম্বা তাহার পরেও অতি নিকটস্থ মাজিষ্ট্রেট অপমৃত্যুর তদন্ত লইবার ক্ষমতাপন্ন হইলে মৃত্যুর কারণের তদন্ত লইবেন ; এবং ১৭৪ ধারার (১) প্রকরণের (ক), (খ) ও (গ) দফার লিখিত অন্য কোন স্থলে উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ঐরূপ তদন্ত লইতে পারিবেন ; এবং লইলে. কোন অপরাধের তদন্ত লইতে হইলে তাঁহার যেং ক্ষমতা থাকিত সেইং ক্ষমতানুসারে কার্য্য চালাইবেন। মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ তদন্ত লইলে তৎসম্পর্কে যে সাক্ষ্য লন ব্যাপারের ভাবগতিক বিবেচনায় পশ্চাৎ নির্দ্দিষ্ট অন্যতর প্রকারে সেই সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করিবেন।

প্রোথিত দেহ উঠাইতে পারিবার কথা।

(২) কোন ব্যক্তির মৃতদেহ প্রোথিত করা গেলে পর উক্ত মাজিষ্ট্রেট মৃত্যুর কারণ জানিবার জন্য সেই দেহ পরীক্ষা করা আবশ্যক বিবেচনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ দেহ উঠাইয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

ষষ্ঠ খণ্ড।

মোকদ্দমা চালাইবার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচারকার্য্যে ফৌজদারী আদালতের বিচারাধিকারের বিধি।

ক। - তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থান বিষয়ক বিধি।

সাধারণতঃ তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৭৭ ধারা। অপরাধ যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে করা যায়, সাধারণতঃ সেই আদালত দ্বারা তাহার তদন্ত লওয়া যাইবে ও তাহার বিচার হইবে।

ভিন্ন সেশন খণ্ডে মোকদ্দমার বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

১৭৮ ধারা। ১৭৭ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মোকদ্দমা কিম্বা বিশেষ প্রকারের কোন মোকদ্দমা যে কোন জিলায় বিচারার্থে সমর্পণ করা যাউক স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেশনের যে কোন খণ্ডে তাহার বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে, উক্ত আজ্ঞা ভারতবর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ১৫ ধারামতে কিম্বা এই আইনের ৫২৬ ধারামতে হাই কোর্ট কর্ত্তৃক পূর্ব্ব প্রদত্ত কোন আজ্ঞার বিরুদ্ধ না হয়।

যে জিলায় ক্রিয়া করা যায় কি যে জিলায় ক্রিয়ার ফল প্রকাশ হয় ইহার একতর জিলায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইতে পারিবার কথা।

১৭৯ ধারা। কোন কার্য্য করণ প্রযুক্ত ও তাহার যে ফল হইল তৎপ্রযুক্ত কোন অপরাধ হইয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে, যে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে উক্ত কার্য্য করা যায় বা উহার ফল প্রকাশ হয় তাহার অন্যতর আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের আঘাত হইয়া গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের অপরাধঘটিত হত্যাকরণ অপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আহত হইয়া দশ দিন খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে ও আর দশ দিন গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকেন, এবং খ কি গ আদালতের বিচারাধীন স্থানে থাকিবার সময় আপনার সাংসারিক কর্ম্ম চালাইতে পারেন না। আনন্দকে গুরুতর পীড়া দেওন অপরাধের তদন্ত ও বিচার ক, খ বা গ আদালতে হইতে পারিবে।

(গ) কোন ব্যক্তি ক আদালতের বিচারাধীন স্থানে আনন্দের হানি করিবার ভয় দর্শাইলে খ আদালতের বিচারাধীন স্থানে সেই ব্যক্তিকে আনন্দের সম্পত্তি দিবার প্রবৃত্তি হইল। আনন্দকে ভয় দর্শাইয়া তাঁহার দ্রব্য গ্রহণাপরাধের তদন্ত ও বিচার ক কিম্বা খ আদালতে হইতে পারিবে।

(ঘ) আনন্দকে দেশীয় রাজ্য বরদায় আহত করা হয় ও পুনায় ঐ আঘাত হইতে তাহার মৃত্যু হয়। আনন্দের মৃত্যু ঘটাইবার অপরাধের তদন্ত ও বিচার পুনায় হইতে পারিবে।

অন্য অপরাধের সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৮০ ধারা। অপরাধসূচক অন্য ক্রিয়ার সহিত অথবা কর্ত্তা অপরাধ করিতে সক্ষম হইলে যাহা অপরাধ হইত এরূপ অন্য ক্রিয়ার সহিত সম্বন্ধ থাকা প্রযুক্ত কোন ক্রিয়া অপরাধ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদুভয়ের একতর ক্রিয়া করা যায়, সেই আদালত দ্বারা শেষোক্ত অপরাধের অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

(ক) সহায়তাকরণের অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে সহায়তা করা গেল সেই আদালতে কিম্বা যে অপরাধের সহায়তা করা যায় তাহা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে করা গেল

সেই আদালতে, ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(খ) চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কি রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে দ্রব্য চুরি করা গেল কিম্বা উক্ত দ্রব্যের মধ্যে কোন দ্রব্য কোন সময়ে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে কুটিলভাবে গ্রহণ করা কি রাখা গেল সেই আদালতে ঐ অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

(গ) মনুষ্য চুরি হইয়াছে জানা গেলে সেই মনুষ্যকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখিবার অভিযোগ হইলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে তাহাকে অন্যায়মতে লুকাইয়া রাখা গেল কিম্বা যে আদালতের বিচারাধীন স্থানে চুরি করা গেল ইহার মধ্যে কোন আদালতে সেই অভিযোগের তদন্ত ও বিচার হইতে পারিবে।

ঠগ হইবার কি ডাকাইত দলের লোক হইবার কি হেফাজত হইতে পলাইবার ইত্যাদির কথা।

১৮১ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির নামে ঠগ হইবার কি ঠগ হইয়া হত্যা করিবার কি ডাকাইতি করিবার কিম্বা হত্যা সহিত ডাকাইতি করিবার কিম্বা ডাকাইতদলের লোক হইবার কিম্বা হেফাজত হইতে পলাইবার অভিযোগ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকে সেই আদালত দ্বারা তাহার সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধভাবে অবিহিত ব্যবহারের ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের কথা।

(২) অপরাধভাবে দ্রব্য লইয়া অবিহিত ব্যবহার করণের কিম্বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণের অভিযোগ হইলে, যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে অপরাধ বিষয়ক দ্রব্যের কোন অংশ অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রাপ্ত হয় কি অপরাধ করা যায় সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

চুরি করণের কথা।

(৩) যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে কোন দ্রব্য চুরি করা যায় কিম্বা চোরের অধিকারে থাকে কিম্বা তাহা চোরা জানিয়াও কি বিশ্বাস করিবার কারণ পাইয়াও কোন ব্যক্তি লয় কি রাখে, সেই আদালত দ্বারা উক্ত দ্রব্য চুরি করণের অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

অপরাধ যে স্থানে করা গেল তাহা নিশ্চয় না হইলে, কিম্বা কেবল এক-স্থানে না করা গেলে, কিম্বা অপরাধ নিয়ত করা গেলে কিম্বা অনেক কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে তদন্ত ও বিচার করিবার স্থানের কথা।

১৮২ ধারা। অনেক স্থানের মধ্যে কোন্ স্থানে অপরাধ করা গেল ইহা নিশ্চয় না হইলে, কিম্বা

অপরাধের এক অংশ এক স্থানে অন্য অংশ অন্য স্থানে করা গেলে, কিম্বা

অপরাধ ক্রমিক হইলে ও দুই কি তদধিক স্থানে করা গিয়া থাকিলে, কিম্বা

ভিন্ন২ স্থানে কৃত নানা কার্য্য লইয়া অপরাধ হইলে,

যে আদালতের উক্তরূপ কোন স্থানের উপর বিচারাধিকার আছে সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

যাত্রাক্রমে পথে অপরাধ করিলে তাহার কথা।

১৮৩ ধারা। স্থলপথে কি জলপথে যাত্রাক্রমে কোন অপরাধ করা গেলে যে আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্য দিয়া অপরাধী যায় কিম্বা যে ব্যক্তির বিরুদ্ধে কি যে দ্রব্যের সম্বন্ধে ঐ অপরাধ করা যায় সেই ব্যক্তি কি সেই দ্রব্য উক্ত যাত্রাক্রমে যায়, সেই আদালত দ্বারা ঐ অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

রেলওয়ে ও টেলিগ্রাফ ও ডাকঘর ও অস্ত্র বিষয়ক আইনের বিরুদ্ধে অপরাধের কথা।

১৮৪ ধারা। রেলওয়ে কি টেলিগ্রাফ কি ডাকঘর কি অস্ত্র ও বারুদাদি বিষয়ক যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে তাহার বিধানের বিরুদ্ধে যে সকল অপরাধ করা যায় তাহা রাজধানী নগরের মধ্যে করা গিয়াছে বলিয়া উক্ত হউক কি না হউক, তথায় তাহার অনুসন্ধান লওয়া যাইতে ও বিচার হইতে পারিবে।

কিন্তু এরূপ স্থলে আবশ্যক যে অপরাধীকে ও মোকদ্দমার আবশ্যক সমস্ত সাক্ষীদিগকে উক্ত নগর মধ্যে পাওয়া যায়।

কোন্ জিলায় তদন্ত লওয়া যাইবে বা বিচার হইবে এবিষয়ে সন্দেহ হইলে হাই কোর্টের দ্বারা ইহা নির্ণয় হইবার কথা।

১৮৫ ধারা। (১) এই অধ্যায়ের অন্তর্গত পূর্ব্ববর্ত্তী বিধানক্রমে কোন্ আদালত দ্বারা অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে এ বিষয়ে সন্দেহ হইলে যে হাই কোর্টের ফৌজদারী আপীলী বিচারাধিকারের সীমান্তর্গত স্থানে অপরাধী প্রকৃতপক্ষে থাকে কোন্ আদালত দ্বারা উক্ত অপরাধের তদন্ত লওয়া যাইবে কি বিচার হইবে ইহা সেই হাই কোর্ট নির্ণয় করিবেন।

(২) নিম্ন ব্রহ্মদেশে, অপরাধী ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা হইলে রাঙ্গুনের রিকার্ডার সাহেব ও অন্যান্য স্থানে জুডিশ্যল কমিশনর সাহেব এই ধারার কার্য্যপক্ষে হাই কোর্ট বলিয়া গণ্য হইবেন।

বিচারাধীন স্থানের বাহিরে অপরাধ করা গেলে সমন কি ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতার কথা।

১৮৬ ধারা। (১) যখন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইলে, কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখেন যে, তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যস্থ কোন ব্যক্তি ঐ স্থানের বাহিরে (বৃটিষ ভারতবর্ষের ভিতরেই হউক আর

ধরিয়েই হউক) কোন অপরাধ করিয়াছে ও ১৭৭ ধারা অবধি ১৮৪ ধারা পর্য্যন্ত কোন ধারার বিধানক্রমে কি অন্য যে আইন তৎকালে প্রচলিত থাকে তৎক্রমে ঐ স্থানের মধ্যে সেই অপরাধের তদন্ত লওয়া কি বিচার করা যাইতে পারে না, কিন্তু প্রচলিত কোন আইনবলে বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তাহার বিচার হইতে পারে, তখন স্বীয় বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ অপরাধ করা গেলে তিনি যেমন তদন্ত লইতে পারিতেন তদ্রূপ তদন্ত লইতে ও ইতিপূর্ব্বে যেরূপ বিধান করা গিয়াছে তৎক্রমে ঐ ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক আপন সম্মুখে উপস্থিত করাইতে পারিবেন এবং উক্ত অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা যে মাজিষ্ট্রেটের থাকে তাহার নিকটে তাহাকে পাঠাইতে পারিবেন অথবা উক্ত অপরাধ জামিন লইবার যোগ্য হইলে, উক্ত মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত, জামিন সহিত বা জামিন ব্যতীত নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন।

ধরিলে পর মাজিষ্ট্রেটের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) উক্তরূপ ক্ষমতাপন্ন একাধিক মাজিষ্ট্রেট থাকিলে এবং কাহার নিকটে কি সম্মুখে উক্ত ব্যক্তিকে পাঠাইতে কি উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আবদ্ধ করিতে হইবে, এই ধারাক্রমে কার্য্যকারী মাজিষ্ট্রেট এবিষয়ে কিছু স্থির করিতে না পারিলে, হাই কোর্টের আজ্ঞার নিমিত্ত মোকদ্দমার রিপোর্ট করিবেন।

১৮৭ ধারা। (১) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ১৮৬ ধারামতে যে ওয়ারণ্ট দেন তৎক্রমে কোন ব্যক্তিকে ধৃত করা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট যাহার অধীন হন ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন। কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের ঐ অপরাধের তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার ক্ষমতা থাকে তিনি ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার ওয়ারণ্ট দিলে, পোলীসের যে কর্ম্মচারী ঐ ওয়ারণ্ট জারী করেন, তাঁহার নিকটে ঐ ধৃত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা যাইবে, কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট দিলেন তাহার নিকটে তাহাকে পাঠান যাইবে।

অধীন মাজিষ্ট্রেটের ওয়ারণ্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

(২) ধৃত ব্যক্তি যে অপরাধে অপরাধী বলিয়া কথিত হয় কি তাহার প্রতি সংশয় থাকে যদি ১৮৬ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ছাড়া সেই জিলার অন্য কোন ফৌজদারী আদালতের দ্বারা তাহার তদন্ত ও বিচার হইতে পারে, তবে ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত আদালতে ঐ ব্যক্তিকে পাঠাইবেন।

১৮৮ ধারা। যদি শ্রীশ্রীমতীর ভারতবর্ষীয় কোন দেশীয় প্রজা বৃটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন স্থানে কোন অপরাধ করে কিম্বা

বৃটিষ প্রজারা বৃটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে অপরাধ করিলে তাহাদের দায়ের কথা।

(ক) যদি কোন বৃটিষ প্রজা ভারতবর্ষের কোন রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে কোন অপরাধ করে, কিম্বা

(খ) মহারাণীর কোন চাকর, বৃটিষ প্রজা হউক আর নাই হউক, ভারতবর্ষের কোন রাজা বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে কোন অপরাধ করে—

তবে বৃটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত যে কোন স্থানে তাহাকে পাওয়া যায় সেই স্থানেই অপরাধ করার ন্যায় তাহার সেই অপরাধ হেতুক বিচারাদি হইতে পারিবে।

পরন্তু যে দেশে সেই অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া বর্ণিত হয় সেই দেশের পলিটিকাল এজেন্ট সাহেব থাকিলে তিনি বৃটিষ ভারতবর্ষে সেই অভিযোগের তদন্ত উচিত বলিয়া আপন অভিমতের সার্টিফিকেট না দিলে বৃটিষ ভারতবর্ষে উক্ত কোন অপরাধ বিষয়ক অভিযোগের তদন্ত লওয়া যাইবে না। এবং পলিটিকাল এজেন্ট না থাকিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের অনুমোদন আবশ্যক হইবে।

অভিযোগের তদন্ত লওয় উচিত এই বিষয়ে পলিটিকাল এজেন্টের সার্টিফিকেট দিবার কথা।

আরো এই ধারামতে কোন ব্যক্তির বিপক্ষে কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইলে পর, বৃটিষ ভারতবর্ষে সেই অপরাধ করা গেলে যদি সেই অপরাধের নিমিত্ত পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির বিপক্ষে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে না পারে তবে বৃটিষ ভারতবর্ষের সীমার বহির্ভূত কোন দেশে সেই অপরাধের উপলক্ষে তাহার বিপক্ষে ভিন্ন দেশের বিচারাধিপত্য বিষয়ক ও অপরাধীদিগকে স্বং দেশে প্রেরণ বিষয়ক ১৮৭৯ সালের আইনমতে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে না।

১৮৯ ধারা। ১৮৮ ধারায় যে প্রকারের অপরাধের উল্লেখ হইয়াছে তাহার তদন্ত লওয়া যাইতেছে কি বিচার হইতেছে এমত সময়ে যে দেশে অপরাধ করা গিয়াছে বলিয়া কথিত হয় তথায় বা তথাকার পলিটিকাল এজেন্ট সাহেবের কিম্বা বিচারপতির সম্মুখে যে জবানবন্দি লওয়া কি যে দলীল উপস্থিত করা গেল তদন্তকারী কি বিচারকারী আদালত যে কোন মোকদ্দমায় সেই জবানবন্দি কি দলীলের লিখিত বিষয়ের সাক্ষ্য লইবার জন্যে কমিশনদিতে পারিতেন সেই মোকদ্দমায় ঐ আদালত ঐ জবানবন্দি ও দলীলের প্রতিলিপি প্রমাণ স্বরূপ গ্রহণ করিবেন, স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিহিত বোধ করিলে এমন আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্যের ও দলীলের প্রতিলিপি প্রামাণস্বরূপ গ্রহণ করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

খ।—কার্য্যারম্ভের আবশ্যক নিয়মবিষয়ক বিধি।

১৯০ ধারা। (১) পশ্চাল্লিখিত বিধানের স্থল ভিন্ন কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ও জিলার মাজিষ্ট্রেট ও মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ও এতৎপক্ষে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট,

মাজিষ্ট্রেটেরা যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

(ক) কোন অপরাধাত্মক ঘটনার নালিশ প্রাপ্ত হইলে, কিম্বা

(খ) উক্ত ঘটনা সম্বন্ধে পোলীসের রিপোর্ট পাইলে, কিম্বা

(গ) পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য ব্যক্তির নিকট সংবাদ পাইলে, অথবা উক্ত অপরাধ যে করা গিয়াছে এতদ্বিষয়ে তাঁহার স্বীয় জ্ঞান কি সন্দেহ থাকিলে, ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(২) কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা যাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কি স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব (১) প্রকরণের (ক) কিম্বা (খ) দফামতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

(৩) কোন মাজিষ্ট্রেট যে অপরাধের বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিতে পারেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট (১) প্রকরণের (গ) দফামতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর সেই মাজিষ্ট্রেটকে দিতে পারিবেন।

১৯১ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্ববর্ত্তী ধারার (১) প্রকরণের (গ) দফামতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা কএক জন লোকের নামে অভিযোগ হইলে তন্মধ্যে কোন একজন কোন সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পূর্ব্বে এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে, উক্ত মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ঐ মোকদ্দমার বিচার না হইয়া উহা অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরিত হয় অথবা সেশন আদালতে সমর্পিত হয়।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর বা সমর্পণ করিবার কথা।

১৯২ ধারা। (১) কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কি প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি মহকুমার মাজিষ্ট্রেট যে মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন তাহার তদন্ত লইবার কি বিচার করিবার নিমিত্ত তিনি তাহা তাঁহার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকট প্রেরণ করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কথা।

(২) কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাঁহাকে এই আইনমতে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার করিবার বা তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন ঐ জিলার অন্য কোন বিশেষ মাজিষ্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার নিমিত্ত উহা প্রেরণ করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন; এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন।

১৯৩ ধারা। (১) এই আইনে কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে তাহাতে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, তদর্থে নিয়মমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তি সমর্পিত না হইলে, কোন সেশন আদালত প্রথম স্থলায় বিচারাধিকারবিশিষ্ট আদালতস্বরূপ কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

সেশন আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারিবেন তাহার কথা।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞা দ্বারা তাঁহাদিগকে যে সকল মোকদ্দমার বিচার করিতে আদেশ দেন, কিম্বা সেই খণ্ডের সেশন জজ সাহেব সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞাদ্বারা যে সকল মোকদ্দমা তাঁহাদিগের নিকট বিচারার্থে অর্পণ করেন, আডিশনল সেশন জজ কি আসিস্টান্ট সেশন জজ কেবল সেই সকল মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

(৩) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এক সেশন খণ্ডের সেশন জজকে অন্য খণ্ডের আডিশনল সেশন জজ স্বরূপও নিযুক্ত করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ স্থলে তিনি উহার অন্যতর খণ্ডের যে স্থানে বা যে যে স্থানে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আদেশ করেন তথায় মোকদ্দমার নিষ্পত্তির জন্য অধিবেশন করিতে পারিবেন।

১৯৪ ধারা। (১) পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে কোন অপরাধ হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট তাহা গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

হাই কোর্ট যে অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন তাহার কথা।

ভারতবর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে যে পেটেণ্টপত্র প্রদত্ত হয়, এই ধারার কোন কথায় তাহার বিধানের কিম্বা এই আইনের অন্য কোন বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

(২) (ক) শ্রীশ্রীমতীর এটর্ণি জেনরল সাহেব যে যে অভিপ্রায়ে ক্রাউনের পক্ষে ইংলণ্ডের হাই কোর্টে সম্বাদ উপস্থিত করিতে পারেন আডবোকেট জেনরল সাহেব অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মঞ্জুরি লইয়া হাই কোর্টের এলাকাধীন ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে সেই সেই অভিপ্রায়ে হাই কোর্টে সম্বাদ উপস্থিত করিতে পারিবেন।

আডবোকেট জেনরল কর্ত্তৃক সম্বাদ দিবার কথা।

(খ) ঐরূপ প্রত্যেক সম্বাদ সম্বন্ধে মোকদ্দমার অবস্থা ও উক্ত হাই কোর্টের রীতি ও কার্য্যপ্রণালী অনুসারে যত দূর সাধ্য হয় এরূপ কার্য্যানুষ্ঠান হইতে

পারিবে যাহা শ্রীশ্রীমতীর এটর্নি জেনরল সাহেব কর্তৃক উপস্থিত করা তদ্রূপ সম্বাদ সম্বন্ধে আইনমতে অনুষ্ঠিত হইতে পারে।

(গ) ঐরূপ কোন সম্বাদ অনুসারে বা তৎক্রমে যে জরিমানা, অর্থদণ্ড, সম্পত্তিদণ্ড, ঋণ বা টাকা আদায় করা হয় তৎসমস্তই ভারতবর্ষের গবর্নমেন্টের হইবে।

(ঘ) হাই কোর্ট এই ধারার বিধান কার্য্যে পরিণত করণার্থে বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

রাজকীয় কার্য্যকারকদের আইনসিদ্ধ ক্ষমতা অবজ্ঞা করণ হেতুক অভিযোগের কথা।

১৯৫ ধারা। (১) (ক) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭২ হইতে ১৮৮ পর্য্যন্ত ধারা মতে যে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে সেই অপরাধ রাজকীয় যে কার্য্যকারকের সম্বন্ধে হইয়া থাকে তাঁহার কিম্বা তিনি যাঁহার অধীন সেই রাজকীয় কার্য্যকারকের অনুমতি কি নালিশ না হইলে,

সাধারণের ন্যায়বিচারের বিরুদ্ধে কোনং অপরাধহেতু অভিযোগের কথা।

(খ) উক্ত আইনের ১৯৩, ১৯৪, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৯, ২০০, ২০৫, ২০৬, ২০৭, ২০৮, ২০৯, ২১০, ২১১, কি ২২৮ ধারামতে যেং অপরাধ দণ্ডনীয় তাহা কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্যে বা তৎসম্বন্ধে করা গেলে ঐ আদালতের কিম্বা সেই আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি নালিশ না হইলে,

দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত করা গেলে তৎ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

(গ) উক্ত আইনের ৪৬৩ ধারায় যে কোন অপরাধের বর্ণনা আছে কিম্বা, ৪৭১, ৪৭৫ কি ৪৭৬ ধারামতে যেং অপরাধের দণ্ড হইতে পারে কোন আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্যে প্রমাণস্বরূপ যে দলীল উপস্থিত করা কি দেওয়া যায় তৎসম্বন্ধে কোন পক্ষ সেই অপরাধ করিলে, ঐ আদালত কিম্বা ঐ আদালত অন্য যে আদালতের অধীন থাকেন তদীয় অনুমতি কি নালিশ না হইলে,

কোন আদালত ঐ অপরাধ গ্রাহ্য করিবেন না।

(২) এই ধারায় "আদালত" শব্দে কোন দেওয়ানী, রাজস্ব বা ফৌজদারী আদালত বুঝাইবে, কিন্তু রেজিস্টরী করণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমত কোন রেজিস্ট্রার বা অপর কোন আমলা ইহার অন্তর্গত নয়।

(৩) এই ধারার লিখিত সকল অপরাধ সম্বন্ধে এই ধারার বিধান ঐ সকল অপরাধের সহায়তা করণের ও ঐ সকল অপরাধ করিবার উদ্যোগের প্রতিও বর্ত্তে।

যে প্রকারের অনুমতি পাওয়া আবশ্যক তাহার কথা।

(৪) এই ধারায় যে অনুমতির উল্লেখ হইয়াছে তাহা সাধারণ কথায় ব্যক্ত হইতে পারিবে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম লিখিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যে আদালতে কি অন্য স্থানে ও যে সূত্রে অপরাধ করা যায় যথাসাধ্য তাহার নির্দ্দেশ করিতে হইবে।

(৫) এই ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ সম্পর্কে অনুমতি প্রদত্ত হইলে বৃত্তান্ত দৃষ্টে অন্যতর অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া যদি প্রকাশ হয় তবে যে আদালত মোকদ্দমা গ্রাহ্য করেন উল্লিখিত অন্য অপরাধ ধরিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করণার্থে সেই আদালতের ক্ষমতা থাকিবে।

(৬) এই ধারামতে যে অনুমতি দেওয়া অস্বীকার করা যায় অস্বীকারকারী কর্তৃপক্ষ যে কর্তৃপক্ষের অধীন সেই কর্তৃপক্ষ তাহা দিতে পারিবেন। সেই অনুমতি লিখিত হইয়া দিবার তারিখ হইতে ছয় মাসের অধিক কাল বলবৎ থাকিবে না। কিন্তু হাই কোর্ট উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে ঐ কাল বাড়াইয়া দিতে পারিবেন।

(৭) ছোট আদালত ভিন্ন প্রত্যেক আদালত হইতে সাধারণতঃ যে আদালতে আপীল হয়, এই ধারার কার্য্যপক্ষে প্রথমোক্ত আদালত সেই আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৮) রাজধানী নগরের ছোট আদালত হাই কোর্টের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে, এবং প্রত্যেক ছোট আদালত যে সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই খণ্ডের সেশন আদালতের অধীন বলিয়া গণ্য হইবে।

রাজবিরুদ্ধ অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৬ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৭ ধারা ভিন্ন ৬ অধ্যায়মতে দণ্ডনীয় কিম্বা উক্ত আইনের ২৯৪ক ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধের নালিশ হইলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থানীয় গবর্নমেন্টের আজ্ঞা কিম্বা দত্ত ক্ষমতাক্রমে কিম্বা এতৎপক্ষে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কর্ম্মচারির আজ্ঞা কিম্বা তাঁহার দত্ত ক্ষমতাক্রমে ঐ নালিশ উপস্থিত করা না গেলে, কোন আদালতে তদ্রূপ অপরাধের অভিযোগ গ্রাহ্য হইবে না।

বিচারকর্ত্তাদের ও রাজকীয় কার্য্যকারকদের নামে অভিযোগের কথা।

১৯৭ ধারা। (১) বিচারকর্ত্তাস্বরূপ কোন বিচারকর্ত্তার নামে কিম্বা রাজকীয় অন্য যে কার্য্যকারক ভারতবর্ষীয় কি স্থানীয় গবর্নমেন্টের অনুমতি বিনা অপসৃত হইতে না পারেন এমত কার্য্যকারকস্বরূপ তাঁহার নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যে গবর্নমেন্ট তাঁহাকে অপসৃত করিবার আজ্ঞা দিতে পারেন সেই গবর্নমেন্ট কিম্বা উক্ত গবর্নমেন্ট হইতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত অন্য কর্ম্মচারির অনুমতি ভিন্ন অথবা ঐ বিচারকর্ত্তা কিম্বা রাজকীয় কার্য্যকারক যে আদালতের কিম্বা অন্য কর্তৃপক্ষের অধীন থাকেন উক্ত গবর্নমেন্ট তাঁহার তদ্রূপ অভিযোগ করিবার অনুমতি দিবার ক্ষমতা খর্ব্ব করিয়া না থাকিলে তাঁহার অনুমতি ভিন্ন ঐ অভিযোগ কোন আদালতে গ্রাহ্য হইবে না।

(২) যে ব্যক্তি কর্তৃক ও যে প্রকারে উক্ত বিচারকর্ত্তা * কি রাজকীয় কার্য্যকারক সম্বন্ধীয় অভিযোগ চালাইতে হইবে উক্ত গবর্ণমেণ্ট তাহা স্থির করিতে পারিবেন, এবং যে আদালতের সম্মুখে বিচার হইবে তাহাও নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন।

অভিযোগ সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতার কথা।

১৯৮ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯ কি ২১ অধ্যায়ের মধ্যে কি ৪৯৩ হইতে ৪৯৬ পর্য্যন্ত ধারার মধ্যে যেং অপরাধ পড়ে ঐ ঐ অপরাধক্রমে ক্ষতিগ্রস্ত কোন ব্যক্তির দ্বারা নালিশ না হইলে কোন আদালতে সেই অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

চুক্তিভঙ্গ ও অপবাদ ও বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের অভিযোগের কথা।

১৯৯ ধারা। স্ত্রীলোকের স্বামী কি তাঁহার অনুপস্থিতিতে যে সময়ে অপরাধ হয় সেই সময়ে তাঁহার পক্ষে ঐ স্ত্রীলোকের যিনি রক্ষক থাকেন তিনি নালিশ না করিলে, কোন আদালতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৭ কি ৪৯৮ ধারামত অপরাধ গ্রাহ্য হইবে না।

পরদার সংক্রান্ত কিম্বা বিবাহিতা স্ত্রীলোককে ফুসলাইয়া লওন বিষয়ক অভিযোগের কথা।

---

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।

মাজিষ্ট্রেটদের নিকট নালিশ করিবার বিধি।

২০০ ধারা। নালিশ হইলে যে মাজিষ্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন, তিনি শপথ করাইয়া বাদির পরীক্ষা লইবেন, ও সেই পরীক্ষার মর্ম্ম লিখিয়া রাখা যাইবে ও তাহাতে বাদী এবং মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন।

বাদির পরীক্ষা লইবার কথা।

কিন্তু (ক) লিখিয়া নালিশ করা গেলে, ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেটের যে বাদির পরীক্ষা লইতে হইবে, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান হইবে না।

(খ) উক্ত মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, মাজিষ্ট্রেট প্রত্যেক স্থলে যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি শপথ করাইয়া কি না করাইয়া ঐ পরীক্ষা করিতে পারিবেন, এবং তাহা লিখিয়া লইবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে নালিশের বিষয় তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার পূর্ব্বে তাহা লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(গ) ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা হস্তান্তর করা গেলে, যে মাজিষ্ট্রেট তাহা হস্তান্তর করেন তিনি বাদির পরীক্ষা লইয়া থাকিলে, যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় তিনি বাদিকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে বাধ্য হইবেন না।

২০১ ধারা। (১) লিখিয়া নালিশ করা গিয়া থাকিলে এবং মাজিষ্ট্রেট ঐ নালিশ গ্রাহ্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে উপযুক্ত আদালতে দিবার নিমিত্ত সেই মর্ম্মের পৃষ্ঠলিপি সহিত নালিশ ফিরাইয়া দিবেন।

মাজিষ্ট্রেট নালিশ শুনিতে ক্ষমতাপন্ন না হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) নালিশ লিখিয়া করা গিয়া না থাকিলে ঐ মাজিষ্ট্রেট নালিশকারাকে উপযুক্ত আদালতে যাইবার আদেশ করিবেন এবং নালিশ যে করা হইয়াছিল এই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন।

২০২ ধারা। (১) প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এবং স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে এতদর্থে সময়েং ক্ষমতা দেন তিনি, কিম্বা প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট যে নালিশ গ্রাহ্য করিতে পারেন সেই নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে বাদির পরীক্ষা লইবার পর নালিশের সত্যতা সম্বন্ধে অবিশ্বাস করিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া যাহার নামে নালিশ হইল তাহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করিয়া নালিশের সত্যাসত্যতা নির্ণয় করিবার জন্য আপনি নালিশের তদন্ত লইতে পারিবেন কিম্বা প্রথমে আপনার অধীন কোন কর্ম্মচারির কিম্বা পোলীসের কর্ম্মচারির দ্বারা কিম্বা মাজিষ্ট্রেট বা পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য যে ব্যক্তি দ্বারা বিহিত বোধ করেন সেই ব্যক্তি দ্বারা ঐ নালিশের স্থানীয় অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

পরওয়ানা দিতে বিলম্ব করণের কথা।

(২) মাজিষ্ট্রেট কিম্বা পোলীসের কর্ম্মচারী ভিন্ন যদি অন্য ব্যক্তির দ্বারা ঐ অনুসন্ধান লওয়া যায়, তবে এই আইনক্রমে থানার অধ্যক্ষের প্রতি যে সকল ক্ষমতা অর্পণ করা গেল ঐ ব্যক্তি সেই সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন, কেবল তাঁহার ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতা থাকিবে না।

(৩) এই ধারা কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

২০৩ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করা বা উঠাইয়া দেওয়া যায় তিনি বাদির পরীক্ষা করিলে এবং ২০২ ধারামতে অনুসন্ধান লওয়া গেলে তাহার ফল বিবেচনা করিয়া সেই বিষয়ের আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ নাই বিবেচনা করিলে ঐ নালিশ ডিসমিস করিতে পারিবেন। ঐরূপ স্থলে তাঁহার উক্তরূপ করিবার হেতু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতে হইবে।

নালিশ ডিসমিস করিবার কথা।

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে কার্য্যারম্ভ করিবার বিধি।

২০৪ ধারা। (১) যে মাজিস্ট্রেট কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন তাঁহার মতে কার্য্যানুষ্ঠান করিবার বিশিষ্ট কারণ থাকিলে দ্বিতীয় তফসীলের চতুর্থ ঘর দেখিয়া যদি প্রথমে সেই মোকদ্দমায় সমন দেওয়া উচিত বোধ হয় তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিমিত্ত সমন দিবেন। উক্ত ঘর দেখিয়া প্রথমে যদি ওয়ারণ্ট দেওয়া উচিত বোধ হয়, তবে তিনি আপনার কিম্বা সেই বিষয়ের বিচার করিতে সক্ষম অন্য মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দিষ্ট সময়ে আনাইবার বা উপস্থিত করাইবার জন্যে ওয়ারণ্ট দিতে অথবা উচিত বোধ করিলে সমন দিতে পারিবেন।

পরওয়ানা দিবার কথা।

(২) এই ধারার কোন কথাক্রমে ৯০ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(৩) যৎকালে যে কোন আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে কোন পরওয়ানার ফী বা অপর ফী দেয় হইলে, যাবৎ ঐ ফী দেওয়া না হয় তাবৎ সমন দেওয়া যাইবে না, এবং যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে ঐ ফী দেওয়া না গেলে মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা ডিস্‌মিস করিতে পারিবেন।

২০৫ ধারা। (১) যখন কোন মাজিস্ট্রেট সমন দেন, উপযুক্ত কারণ জানিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত না হইয়া আপনার পক্ষের উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত না হইবার অনুমতি দিতে মাজিস্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

(২) কিন্তু কার্য্যানুষ্ঠানের কোন সময়ে তদন্তকারী বা বিচারকারী মাজিস্ট্রেট আপন বিবেচনামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বয়ং উপস্থিত হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং আবশ্যক হইলে পূর্ব্ব প্রদত্ত বিধানমতে তাহাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইতে পারিবেন।

---

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।

সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের বিচার্য্য মোকদ্দমার তদন্ত বিষয়ক বিধি।

২০৬ ধারা। (১) ৪৪৩ ধারার বিধান মানিয়া কোন প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট কিম্বা এতৎ পক্ষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে ক্ষমতা প্রাপ্ত কোন মাজিস্ট্রেট সেশন আদালতের কিম্বা হাই কোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হেতুক কোন ব্যক্তিকে ঐ আদালতে কি কোর্টে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) কিন্তু এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে সেশন আদালতের বিচার্য্য কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে না।

২০৭ ধারা। কেবল সেশন আদালতের কি হাই কোর্টেরই বিচার্য্য মোকদ্দমায় কি মাজিস্ট্রেটের বিবেচনায় হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে যে মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত, সেই মোকদ্দমায় মাজিস্ট্রেটদের সম্মুখে যে তদন্ত লওয়া যায় তদ্বিষয়ে নিম্নলিখিত প্রণালীমতে কার্য্য করিতে হইবে।

সমর্পণার্থে প্রথমে তদন্ত লইবার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২০৮ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে, মাজিস্ট্রেট কেহ বাদী থাকিলে তাহার বক্তব্য শ্রবণ করিবেন ও অভিযোগের পক্ষে বা অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় বা যাহা মাজিস্ট্রেট তলব করেন তাহা পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে গ্রহণ করিবেন।

উপস্থিত সাক্ষ্য গ্রহণের কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগের পক্ষে সাক্ষীদিগকে জেরা করিতে পারিবেন, এবং ঐরূপ স্থলে অভিযোক্তা তাহাদিগকে পুনর্ব্বার পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন সাক্ষীকে কি কোন দলীল কি অন্য বস্তু উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত বাদী কিম্বা যে কর্ম্মচারী অভিযোগ চালান তিনি কি অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের নিকটে পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে মাজিস্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন, কিন্তু তদ্রূপ পরওয়ানা দেওয়া অনাবশ্যক জ্ঞান করিলে যুক্তি লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

আরো সাক্ষ্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানার কথা।

(৪) প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটকে যে আপনার যুক্তি লিপিবদ্ধ করিবার আদেশ হইল, এই ধারার কোন কথায় এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২০৯ ধারা। (১) ২০৮ ধারার (১) ও (৩) প্রকরণের উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন ব্যাপার দেখা যায় তাহাকে তাহার ব্যাখ্যা করিতে সমর্থ করিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু নাই মাজিস্ট্রেট এমত বোধ করিলে ঐরূপ বোধ করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন। কিন্তু আপনার সম্মুখে কিম্বা অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে সেই ব্যক্তির বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এরূপ বোধ হইলে তিনি তদনুযায়ী কার্য্য করিবেন।

যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

(২) অভিযোগ অমূলক বিবেচনা করিলে, হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া, মাজিস্ট্রেট মোকদ্দমা চলনের এতৎপূর্ব্ব কোন অবস্থায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে ছাড়িয়া দিতে

পারিবেন না, এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

২১০ ধারা। (১) তদ্রূপ সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর এবং তদ্রূপ পরীক্ষা যদি করা যায় তাহা করা গেলে পর যদি মাজিষ্ট্রেট স্থির করেন যে, মোটামুটি অভিযোগের বিষয় সাব্যস্ত হইয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে, তবে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল তাহা নির্দ্দেশ করিয়া আপনার স্বাক্ষরযুক্ত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবেন।

কখন অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে হইবে তাহার কথা।

(২) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও সে চাহিলে তাহার নকল বিনা খরচায় তাহাকে দেওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগ বুঝাইয়া দিবার ও অভিযোগপত্রের নকল দিবার কথা।

২১১ ধারা। (১) বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য দিবার জন্য কাহাকে সমন করাইতে চাহিলে যাহাদিগকে সমন করাইতে চাহে, তৎকালেই তাহাদিগের নাম বাচনিক জানাইতে কি লিখিয়া দিতে তাহার প্রতি আজ্ঞা হইবে।

বিচারকালে প্রতিবাদির সপক্ষ সাক্ষীদের নামনির্দ্দেশের কথা।

(২) মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে তৎপশ্চাৎ কোন কালেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সাক্ষীদের নামের আর এক ফর্দ্দ দিবার অনুমতি দিতে পারেন; এবং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে হাই কোর্টের সম্মুখে সমর্পণ করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারকালে সাক্ষ্য দিবার জন্য অন্য ব্যক্তিদের নামে সমন দেওয়াইতে বাঞ্ছা করিলে, বিচার হইবার পূর্ব্বে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবকে তাহাদের নামের নির্দ্দেশ দিবার তাহার কোন বাধা আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে এমত বোধ হইবে না।

অন্য নামনির্দ্দেশের কথা।

২১২ ধারা। ২১১ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটকে যে সাক্ষীদের নামের ফর্দ্দ দেওয়া যায় স্বীয় বিবেচনামতে তিনি তন্মধ্যে কোন সাক্ষীকে সমন দিয়া পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

মাজিষ্ট্রেটের তদ্রূপ সাক্ষীদিগকে পরীক্ষা করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৩ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ২১১ ধারামতে ফর্দ্দ দিবার আদেশ হইলে ও সে তাহা না দিলে অথবা সে তদ্রূপ ফর্দ্দ দিলেও, মাজিষ্ট্রেট যাহাদের পরীক্ষা লইতে চাহেন তন্মধ্যে এমন সাক্ষী যদি থাকে তাহাদিগকে ২১২ ধারামতে সমন করিয়া পরীক্ষা করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট হাই কোর্টে কি স্থলবিশেষে, সেশন আদালতে বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন এবং প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে ঐ আজ্ঞাতে তদ্রূপ সমর্পণ করিবার হেতু সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ থাকিবে।

বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞার কথা।

(২) প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগের উক্তি শুনিবার পর যদি মাজিষ্ট্রেটের এরূপ প্রতীতি হয় যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ঐরূপে সমর্পণ করিবার পক্ষে উপযুক্ত কারণ নাই তাহা হইলে তিনি অভিযোগ রহিত করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২১৪ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা না হইলে যদি তাহার নামে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই অভিযোগ হয় যে, যে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা একই ব্যাপার মূলক তদ্রূপ অভিযোগে শীঘ্রই হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইবে কিম্বা হাই কোর্টে যাহার বিচার হইবে তাহার সঙ্গে সংযুক্ত হইয়া সে অপরাধ করিয়াছে, ও সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিবার বিশিষ্ট হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট যদি এরূপ বোধ করেন তবে তিনি সেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে বিচার হইবার নিমিত্তে সমর্পণ করিবেন, সেশন আদালতে নয়।

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার সহিত রাজধানী নগরের বাহিরে একত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা।

২১৫ ধারা। কোন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেট ২১৩ কি ২১৪ ধারামতে কিম্বা কোন সেশন আদালত ৪৭৭ ধারামতে কিম্বা কোন দেওয়ানী কি রাজস্ব আদালত ৪৭৮ ধারামতে একবার বিচারার্থে সমর্পণ করিলে, কেবল হাই কোর্ট তাহা অসিদ্ধ করিতে পারিবেন, তাহাও কেবল আইন ঘটিত বিষয় ধরিয়া করিতে পারিবেন।

২১৩ কি ২১৪ ধারামতে বিচারার্থে সমর্পণ অসিদ্ধ করিবার কথা।

২১৬ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ২১১ ধারামতে সাক্ষীদের নামের নির্দ্দেশপত্র দিলে ও তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে, ঐ ফর্দ্দের লিখিত যে সাক্ষীরা আপনার সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই যে আদালতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে সমর্পিত হইয়াছে মাজিষ্ট্রেট তাহাদিগকে সেই আদালতে উপস্থিত হইবার সমন দিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে প্রতিবাদীর সাক্ষীদিগকে সমন দিবার কথা।

কিন্তু উক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের জন্য উক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিবার কার্য্য রাখিয়া দিতে পারিবেন; এবং তদনুসারে উক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করা যাইতে পারিবে।

অনাবশ্যক সাক্ষীর খরচা আমানত না হইলে তাহাকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার কথা।

পরন্তু কেবল কষ্ট দিবার কি বিলম্ব করিবার কিম্বা ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য নিষ্ফল করিবার জন্য সাক্ষীদের নাম-নির্ঘণ্টে কোন ব্যক্তির নাম লেখা গিয়াছে মাজিষ্ট্রেট এমত বোধ করিলে, সেই সাক্ষীর সাক্ষ্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয় বলিয়া বিশ্বাস করিবার যে যুক্তিযুক্ত হেতু আছে তদ্বিষয়ে তাঁহার প্রতীতি জন্মাইবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি আদেশ করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ঐরূপ প্রতীতি না জন্মাইলে তিনি ঐ সাক্ষীকে সমন করিতে অস্বীকার করিবার হেতু লিখিয়া অস্বীকার করিতে পারিবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত যত খরচ আবশ্যক জ্ঞান করেন তিনি ঐ সাক্ষীকে সমন করিবার পূর্ব্বে তত টাকা ও অন্য সকল উপযুক্ত খরচ আমানত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

বাদিদের ও সাক্ষীদের নিবন্ধপত্রের কথা।

২১৭ ধারা। (১) সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে যে বাদিদের ও অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ যে সাক্ষীদের উপস্থিত হওয়া আবশ্যক তাহারা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত থাকিলে, সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমা চালাইবার কিম্বা স্থলবিশেষে সাক্ষ্য দিবার জন্য ডাকা গেলেই তাহারা উপস্থিত হইবে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সাক্ষাতে এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে।

উপস্থিত হইতে কি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে স্বীকার না করিলে হেফাজতে রাখিবার কথা।

(২) কোন বাদী কি সাক্ষী সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে উপস্থিত হইতে, কিম্বা পূর্ব্ব আজ্ঞামত নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে অস্বীকার করিলে, যত কাল ঐ পত্র লিখিয়া না দেয় কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে তাহার যত কাল উপস্থিত হওয়া প্রয়োজন না হয় মাজিষ্ট্রেট তাহাকে তত কাল হেফাজতে রাখিতে পারিবেন। ঐরূপ প্রয়োজন হইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে প্রহরির জিম্মায় সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

মোকদ্দমা সমর্পণ হইলে জ্ঞাত করিবার কথা।

২১৮ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে মাজিষ্ট্রেট গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক যে ব্যক্তি এতৎপক্ষে নিযুক্ত হন তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্র দিয়া ঐ সমর্পণ হইবার কথা জানাইয়া অভিযোগপত্রের পাঠানুসারে অপরাধজ্ঞাপক পত্র দিবেন। কিন্তু যদি মাজিষ্ট্রেটের প্রতীতি জন্মে যে উক্ত ব্যক্তি সমর্পণ হইবার বিষয় ও অভিযোগপত্রের পাঠ অবগত আছেন, তবে তাঁহার নামে আজ্ঞাপত্রাদি দিবেন না।

অভিযোগপত্র প্রভৃতি হাই কোর্টে বা সেশন আদালতে পাঠাইবার কথা।

এবং যে অভিযোগপত্র ও তদন্তের কাগজপত্র ও অস্ত্র শস্ত্র কি অন্য দ্রব্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা আবশ্যক হয় তাহা ঐ মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কিম্বা (হাই কোর্টে সমর্পণ হইয়া থাকিলে) ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন সাহেবের বা এতৎপক্ষে হাই কোর্টের নিযুক্ত অন্য কর্ম্মচারির নিকট প্রেরণ করিবেন।

ইংরাজী অনুবাদ হাই কোর্টে পাঠাইতে হইবার কথা।

(২) যখন হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায়, নথীর অংশবিশেষ যদি ইংরাজী ভাষায় লিখিত না হয়, তবে নথীর সঙ্গে ঐ অংশের ইংরাজী অনুবাদ পাঠাইতে হইবে।

অতিরিক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

২১৯ ধারা। (১) সমর্পণ হইবার পর ও বিচার কার্য্যের আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট বিহিত বোধ করিলে অতিরিক্ত সাক্ষীদিগকে সমন করিয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন, ও পূর্ব্ববিহিত প্রকারে তাহাদিগকে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

(২) হইতে পারিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে ঐ পরীক্ষা লওয়া যাইবে ও মাজিষ্ট্রেট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি চাহে তাহাকে বিনা খরচে ঐ সাক্ষীদের জবানবন্দীর নকল দেওয়া যাইবে।

বিচারের অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজতে রাখিবার কথা।

২২০ ধারা। বিচারের অপেক্ষায় ও বিচারকালে মাজিষ্ট্রেট হাজিরজামিন সম্বন্ধে এই আইনের বিধান প্রবল মানিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ওয়ারণ্ট দ্বারা হেফাজতে সমর্পণ করিবেন।

---

১৯ ঊনবিংশ অধ্যায়।

অভিযোগের বিধি।

অভিযোগ লিখিবার পাঠের বিধি।

অভিযোগপত্রে অপরাধ নির্দ্দিষ্ট করিবার কথা।

২২১ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় এই আইনমত অভিযোগপত্রে তাহা ব্যক্ত থাকিবে।

অপরাধের বিশেষ নামই বিশিষ্ট বর্ণনা হইবার কথা।

(২) যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম থাকিলে, অভিযোগপত্রে কেবল সেই নাম উল্লেখ করিয়া অপরাধ নির্দ্দিষ্ট হইতে পারিবে।

(৩) যে আইনে কোন কর্ম্ম অপরাধ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হয় সেই আইনে ঐ অপরাধের বিশেষ নাম না থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় তাহা যেন সে জানিতে পায় এই নিমিত্ত ঐ অপরাধ নির্দ্দেশ করণের যত কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

অপরাধের নাম নিরূপণ না হইলে যেরূপ বর্ণনা হইবে তাহার কথা।

(৪) যে আইনের এবং আইনের যে ধারার বিরুদ্ধে অপরাধ করা গিয়াছে বলা যায়. অভিযোগপত্রে সেই আইনের ও সেই ধারার উল্লেখ করিতে হইবে।

(৫) কোন স্থলে অপরাধের অভিযোগ হইলে আইন সংক্রান্ত যে২ নিয়ম না থাকিলে আইনমতে ঐ অভিযোগের অপরাধ হয় না. সেই স্থলে ঐ২ নিয়ম যে পূর্ণ হইল ঐ অভিযোগই ইহার বর্ণনার তুল্য।

অভিযোগপত্রে যে অনুমান হইবে তাহার কথা।

(৬) রাজধানী নগর সমূহে অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় লিখিত হইবে; অন্যত্র অভিযোগপত্র ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় লেখা যাইবে।

অভিযোগপত্র যে ভাষায় লেখা যাইবে তাহার কথা।

(৭) পূর্ব্বে যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকে এবং আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতাপন্ন হন তাহার বৃদ্ধি কি হ্রাস করণাভিপ্রায়ে যদি পূর্ব্বনির্ণীত অপরাধ প্রমাণ করিবার কল্পনা থাকে, তবে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইবার কথা ও যে তারিখে ও স্থানে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে। প্রথমে যদি না লেখা গিয়া থাকে তবে দণ্ডের আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে তাহা আদালত অভিযোগপত্রে সংযোগ করিয়া দিতে পারিবেন।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে বলরামকে বধকরণাভিযোগ হয়। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৯৯ ও ৩০০ ধারায় উক্ত অপরাধের যে অর্থ নির্ণয় হইয়াছে সেই অর্থের মধ্যে আনন্দের কর্ম্ম আইসে ও দণ্ডবিধির আইনের সাধারণ বর্জ্জিত কথার মধ্যে আইসে না, ও ৩০০ ধারায় যে পাঁচটি বর্জ্জিত কথা আছে তাহার কোন কথার মধ্যে আইসে না কিম্বা প্রথম বর্জ্জিত কথার মধ্যে যদিও আইসে তথাপি ঐ বর্জ্জিত কথার তিন নিয়মবিধির মধ্যে অন্যতর নিয়মবিধি ঐ অভিযোগের প্রতি খাটে, উক্ত অভিযোগই ঐ সকল কথার বর্ণনার তুল্য।

(খ) আনন্দ গুলি ছুড়িবার যন্ত্র দ্বারা ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৬ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হয়। এই স্থলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারায় ঐ অপরাধের বিধান হয় নাই ও সাধারণ বর্জ্জিত কথা ঐ অপরাধের প্রতি বর্ত্তে না, উক্ত অভিযোগই এমত বর্ণনার তুল্য।

(গ) আনন্দের নামে বধ বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার গমন বা অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করণ অপরাধের অভিযোগ হয়। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনে ঐ২ অপরাধের যে২ অর্থ নির্ণয় হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ না হইয়া আনন্দ বধ করিয়াছে বা প্রবঞ্চনা বা চৌর্য্য বা অপহরণ বা পরদার গমন করিয়াছে বা অপরাধঘটিত ভয় দর্শাইয়াছে বা দ্রব্যের স্বামিত্বের চিহ্ন মিথ্যারূপে ব্যবহার করিয়াছে কেবল এই২ বর্ণনা থাকিতে পারে; কিন্তু উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে ধারামতে অপরাধের দণ্ড হইতে পারে অভিযোগপত্রে তাহার উল্লেখ করিতে হইবে।

(ঘ) রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতামতে কোন দ্রব্য বিক্রয় করিতে উদ্যত হইলে আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বিক্রয়ের বাধা দিয়াছে বলিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৪ ধারাক্রমে আনন্দের নামে অভিযোগ হয়। তদ্রূপ কথা অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

২২২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কিরূপ অভিযোগ হইল এই কথা তাহার যুক্তিসিদ্ধরূপ প্রচুরমতে জানিবার জন্যে কথিত অপরাধ হইবার সময়ের ও স্থানের ও কোন ব্যক্তির বিপক্ষে হইলে যে ব্যক্তির বিপক্ষে বা কোন দ্রব্য সম্বন্ধে হইলে যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ হইয়াছে তাহার নামাদির বৃত্তান্ত যত দূর লেখা প্রয়োজন অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

সময়ের ও স্থানের ও ব্যক্তির বিশেষ বিবরণের কথা।

২২৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে বিষয়ের অভিযোগ হয় যদি মোকদ্দমার ভাব বিবেচনায় ২২১ ও ২২২ ধারার উল্লিখিত বৃত্তান্ত দ্বারা সেই ব্যক্তি তাহা বিশিষ্টমতে জানিতে না পারে তবে কথিত অপরাধ যে প্রকারে করা গিয়াছিল ইহার বিশেষ যে কথা লিখিলে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায় সফল হয় তাহাও অভিযোগপত্রে লিখিতে হইবে।

অপরাধ কি প্রকারে করা গিয়াছিল এই কথা যে স্থলে ব্যক্ত করিতে হইবে তাহার কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে অমুক দ্রব্য চুরি করিবার অভিযোগ হয়। যে প্রকারে চুরি হইয়াছিল অভিযোগপত্রে তাহা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(খ) অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে,

আনন্দ যে প্রকারে বলরামকে প্রবঞ্চনা করিয়াছে অভি-যোগপত্রে সেই কথা লিখিতে হইবে।

(গ) আনন্দের নামে অমুক সময়ে ও স্থানে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওয়ান অপরাধের অভিযোগ হইলে, আনন্দের সাক্ষ্যের যে অংশ মিথ্যা বলিয়া কথিত হইল অভিযোগ-পত্রে সেই অংশ লিখিতে হইবে।

(ঘ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারক রাজকীয় কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন এমন সময়ে আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে তাঁহাকে বাধা দিয়াছিল বলিয়া আনন্দের নামে অভিযোগ হইলে, বলরামের কর্ম্ম নির্ব্বাহকরণ সময়ে আনন্দ কি প্রকারে তাঁহার বাধা দিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিতে হইবে।

(ঙ) আনন্দ অমুক সময়ে ও স্থানে বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইলে, আনন্দ কি প্রকারে বলরামকে বধ করিয়াছিল অভিযোগপত্রে এই কথা লিখিবার আবশ্যকতা নাই।

(চ) বলরামের দণ্ড না হয় এই উদ্দেশ্যে আনন্দ আইনের কোন আদেশ অমান্য করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। যে কার্য্য দ্বারা আদেশ অমান্য করা হইয়াছে ও যে আইন লঙ্ঘন হইয়াছে অভিযোগপত্রে তাহা লিখিতে হইবে।

যে আইনক্রমে অপরাধের দণ্ড হয় সেই আইনমত অর্থে অভিযোগপত্রের শব্দের অর্থ গৃহীত হইবার কথা।

২২৪ ধারা। প্রত্যেক অভিযোগপত্রে কোন অপরাধ বর্ণনা করিতে যেং শব্দের ব্যবহার হয় ঐ অপরাধ যে আইনমতে দণ্ডনীয় সেই আইনে সেইং শব্দের যেং অর্থ আছে অভিযোগপত্রে সেইং অর্থে ব্যবহার হইয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

ভ্রমের ফলের কথা।

২২৫ ধারা। (১) অপরাধ যে প্রকারে লেখা যায় কিম্বা অভিযোগপত্রে যে বৃত্তান্ত লিখিবার আদেশ হইল তাহা লিখিতে কোন ভ্রম হইলে, এবং অপরাধ লিখিতে কিম্বা ঐ বৃত্তান্ত ব্যক্ত করিতে ত্রুটি হইলে, যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির বস্তুতঃ ভ্রম না হইয়া থাকে ও তাহাতে ন্যায়বিচার ব্যর্থ না হইয়া থাকে তবে মোকদ্দমার বিচার করণের কোন কালে ঐ ভ্রম কি ত্রুটি গুরুতর বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

(২) বিশেষ করিয়া নির্দ্দেশ করা হয় নাই কিম্বা অন্য প্রকারে এই অধ্যায়ের আদেশ পালিত হয় নাই এই হেতুতে কোন অভিযোগপত্র সম্বন্ধে আপত্তি করিতে হইলে তাহা যত শীঘ্র হয় সুযোগ পাইলেই করিতে হইবে, এবং ঐরূপে করা না গেলে, অভিযোগপত্র দাঁড়া-মত কি প্রচুররূপ হয় নাই এই হেতুতে কোন ঊর্দ্ধতন আদালত আপীলে বা সংশোধন কালে কোন নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা অন্যথা বা পরিবর্ত্তিত করিবেন না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দের নিকট কৃত্রিম মুদ্রা ছিল ও আনন্দ যে সময়ে তাহা পাইয়াছিল সেই সময়ে তাহা কৃত্রিম জানিত বলিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪২ ধারামতে তাহার নামে অভিযোগ হইল। কিন্তু অভিযোগপত্রে "প্রতারণাভাবে" কথা লেখা হয় নাই। সেই শব্দ না লেখাতে আনন্দের বস্তুতঃ ভ্রম হইয়াছে ইহা দৃষ্ট না হইলে ঐ ভ্রম গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করিতে হইবে না।

(খ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কি প্রকারে তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়া-ছিল এই কথা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই কিম্বা অশুদ্ধরূপে লেখা গিয়াছে। আনন্দ প্রতিবাদ করিয়া সাক্ষীদিগকে ডাকিল ও সেই ব্যাপার সম্বন্ধে নিজের বিবরণ জানাইল। আদালত ইহা দেখিয়া সেই বঞ্চনা কার্য্য যে প্রকারে করা গিয়াছিল, তাহা না লেখা গুরুতর নয় বলিয়া অনুমান করিতে পারিবেন।

(গ) আনন্দের নামে বলরামকে বঞ্চনা করিবার অভিযোগ হয়, কিন্তু কিপ্রকারে তাঁহাকে বঞ্চনা করিয়াছিল এই কথা ঐ অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আন-ন্দের ও বলরামের মধ্যে অনেক ব্যাপার চলিত; অত-এব কোন্ ব্যাপার ধরিয়া ঐ অভিযোগ হইল আনন্দ ইহা নিরূপণ করিতে না পারিয়া প্রতিবাদ করে নাই। এই স্থলে বঞ্চনা কি প্রকারে করা গিয়াছিল, এই কথা না লেখাই গুরুতর ভ্রম, আদালত উক্ত বৃত্তান্ত দৃষ্টে এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঘ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে খোদাবক্সকে বধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হয়। হত ব্যক্তির প্রকৃত নাম হায়দরবক্স ও ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে তাহাকে বধ করা হয়। কিন্তু আনন্দের নামে সেই একটী বধাপরাধ ভিন্ন অন্য বধাপরাধের অভিযোগ হয় নাই ও কেবল হায়দরবক্সের বধের বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্ত লওয়া গেলে আনন্দ উপস্থিত হইয়া তাহা শুনিল। এই বৃত্তান্ত দৃষ্টে আনন্দের ভ্রম হয় নাই ও অভিযোগপত্রে যে ভুল ছিল তাহা গুরুতর নয়, আদা-লত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

(ঙ) আনন্দ ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২০ তারিখে হায়দরবক্সকে বধ করে ও খোদাবক্স তাহাকে ধরিতে গেলে ১৮৮২ সালের জানুয়ারি মাসের ২১ তারিখে তাহাকেও বধ করে, আনন্দের নামে এই অভিযোগ হইল। হায়দরবক্সকে বধ করিবার অভি-যোগে খোদাবক্সকে বধ করিবার নিমিত্ত তাহার বিচার হয়। তাহার সপক্ষে যে সাক্ষীরা উপস্থিত ছিল তাহারাও হায়দরবক্সের বধের মোকদ্দমার সাক্ষী। ইহাতে আনন্দের ভ্রম হইয়াছে ও গুরুতর ভুল হইয়াছে, আদালত এই অনুমান করিতে পারিবেন।

২২৬ ধারা। অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ বা ভ্রান্তিজনক অভিযোগপত্র সহিত বিচারার্থে কোন ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে, আদালত, বা হাই কোর্ট হইলে, ক্লার্ক অফ দি ক্রোন এই আইনে অভিযোগপত্র লিখিবার পাঠের বিষয়ে যে২ বিধি আছে সেই২ বিধিতে মনোযোগ করিয়া অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিতে বা স্থল বিশেষে তাহা পরিবর্দ্ধিত বা প্রকারান্তরে পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র বিনা বা অসম্পূর্ণ অভিযোগপত্র সহিত সমর্পণ করা গেলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২২৭ ধারা। (১) কোন আদালতের নিষ্পত্তি প্রচার করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, কিম্বা সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে মোকদ্দমার বিচার হইলে জুরির মীমাংসা জানাইবার কিম্বা আসেসরদের মত ব্যক্ত হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে, ঐ আদালত কোন অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা তাহাতে যোগ করিতে পারিবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তন করিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

(২) পরিবর্ত্তিত কথা অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট পাঠ করা যাইবে ও তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

২২৮ ধারা। ২২৬ বা ২২৭ ধারামতে অভিযোগপত্র যেরূপে প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তন করা যায়, তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতিবাদ করিবার বা অভিযোক্তার মোকদ্দমা চালাইবার কোন ব্যাঘাতের সম্ভাবনা নাই, যদি আদালতের এমত বিবেচনা হয়, তবে ঐ আদালত আপন বিবেচনামতে ঐ অভিযোগপত্র প্রস্তুত বা পরিবর্ত্তিত হইলে পর সেই নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র প্রথম অভিযোগপত্রের ন্যায় জ্ঞান করিয়া মোকদ্দমার বিচার করিতে থাকিবেন।

যে২ স্থলে পরিবর্ত্তন হইলেই বিচারের কার্য্য চলিতে পারে তাহার কথা।

২২৯ ধারা। যদি নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্র এরূপ হয় যে তাহাতে মোকদ্দমার কার্য্য অগৌণে চলিলে পূর্ব্বোক্তমত অভিযুক্ত ব্যক্তির বা অভিযোক্তার কার্য্যের ব্যাঘাতের সম্ভাবনা আদালত এমত বিবেচনা করিলে, নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা যতকাল আবশ্যক তত কাল বিচার কার্য্য স্থগিত রাখিতে পারিবেন।

যে স্থলে নূতন বিচারের আজ্ঞা কিম্বা বিচার স্থগিত হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৩০ ধারা। নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রে যে অপরাধ ব্যক্ত হয় তদ্ধেতুক প্রথমে অনুমতি পাওয়া আবশ্যক হইলে, যতকাল ঐ অনুমতি পাওয়া না যায় ততকাল মোকদ্দমার কার্য্য চলিবে না; কিন্তু নূতন বা পরিবর্ত্তিত অভিযোগ যে বৃত্তান্ত মূলক হয় সেই বৃত্তান্তমতে অভিযোগ করিবার অনুমতি পূর্ব্বে পাওয়া গেলে মোকদ্দমা চলিতে পারিবে।

পরিবর্ত্তিত অভিযোগপত্রের লিখিত অপরাধ হেতুক অনুমতি পাইবার প্রয়োজন হইলে মোকদ্দমার কার্য্য স্থগিত রাখিবার কথা।

২৩১ ধারা। বিচারারম্ভ হইবার পর অভিযোগপত্রের পরিবর্ত্তন বা তাহাতে সংযোগ হইলে, পূর্ব্বে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল অভিযোক্তা এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইয়া বা সমন করিয়া সেই পরিবর্ত্তন সম্বন্ধে পরীক্ষা করিবার এবং আদালত অতিরিক্ত কোন সাক্ষীকে বিশেষ প্রয়োজনীয় বোধ করিলে তাহাকে ডাকাইবার অনুমতি পাইবেন।

অভিযোগপত্র পরিবর্ত্তিত হইলে সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ ডাকিতে পারিবার কথা।

২৩২ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে অভিযোগপত্র না থাকাতে বা অভিযোগপত্রে ভ্রম থাকাতে তাহার প্রতিবাদ করণে ভ্রম হইয়াছে আপীল আদালতের কিম্বা সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কিম্বা ২৭ অধ্যায়গত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করতঃ হাই কোর্টের এই মত হইলে, ঐ২ আদালত সেই অভিযোগপত্র যদ্রূপে প্রস্তুত করা উচিত বোধ করেন তদ্রূপে প্রস্তুত করিয়া তদনুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন।

গুরুতর ভ্রম হইলে তাহার ফলের কথা।

(২) মোকদ্দমার বৃত্তান্ত দৃষ্টে যে বৃত্তান্তের প্রমাণ হইল তদুপলক্ষে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন প্রকৃত অভিযোগ উপস্থিত করা যাইতে পারে না ঐ আদালতের এই মত হইলে, আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

উদাহরণ।

ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৯৬ ধারামতে আনন্দের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে, কিন্তু সে দুষ্টভাবে সত্য কি প্রকৃত বলিয়া যে প্রমাণের ব্যবহার করিয়াছে কি করিতে চেষ্টা করিয়াছে সেই প্রমাণটি সে মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিত ইহা অভিযোগপত্রে লেখা যায় নাই। আনন্দ সেই কথা জানিত কিন্তু অভিযোগ পত্রে তাহার সেই জ্ঞানের কথা লেখা না যাওয়াতে তাহার প্রতিবাদ করণের ভ্রম হইয়াছে, আদালত এই অনুভব করিলে সংশোধিত অভিযোগপত্রানুসারে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা করিবেন; কিন্তু আনন্দের সেই কথা জ্ঞাত না থাকা আনুষ্ঠানিক কার্য্য দ্বারা অনুমান হইলে, আদালত ঐ অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবেন।

অভিযোগ সংযোগ করিবার কথা।

২৩৩ ধারা। কোন ব্যক্তির নামে যে২ স্বতন্ত্র অপরাধের নালিশ হয় তাহার ভিন্ন২ অভিযোগ থাকিবে এবং ২৩৪ ও ২৩৫ ও ২৩৬ ও ২৩৯ ধারার উল্লিখিত স্থলভিন্ন উক্ত প্রত্যেক অভিযোগের স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

ভিন্ন২ অপরাধে ভিন্ন২ অভিযোগ হইবার কথা।

উদাহরণ।

আনন্দ এক সময়ে চুরি করিয়াছে ও অন্য সময়ে গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। তাহার নামে চুরি করণের ও গুরুতর পীড়া জন্মাওনের স্বতন্ত্র অভিযোগ করিতে ও তাহার স্বতন্ত্র বিচার করিতে হইবে।

২৩৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি বার মাসের মধ্যে প্রথমাবধি শেষ পর্য্যন্ত একই প্রকারের একাধিক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইলে, তিন বারের অনধিক সেই অপরাধের অভিযোগ ও বিচার একই সময়ে হইতে পারিবে।

এক বৎসরের মধ্যে এক প্রকারের অপরাধ তিনবার করিবার অভিযোগ একত্র হইতে পারিবার কথা।

(২) যেং অপরাধে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের কিম্বা কোন বিশেষ বা স্থানীয় আইনের একই ধারামতে একই পরিমাণে দণ্ড হইতে পারে সেইং অপরাধ একই প্রকারের অপরাধ।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা বা অপরাধভাবে টাকার অবিহিতরূপ ব্যবহারের অভিযোগ হইলে, বিশেষ যে যে দফায় অবিহিত রূপে ব্যবহার হইল কিম্বা ঠিক যে যে তারিখে অবিহিত রূপ ব্যবহার হইল তাহার নির্দ্দেশ করা আবশ্যক হইবে না।

২৩৫ ধারা। (১) কএক ক্রিয়া পরস্পর সংযুক্ত হইয়া একই ব্যাপার হইলে ও একই ব্যক্তির দ্বারা সেই ক্রিয়া ঘটিত দুই কি তদধিক অপরাধ করা গেলে, সেই ব্যক্তির নামে এককালে উক্ত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে।

দুই কি তদধিক অপরাধের বিচারের কথা।

(২) যৎকালের প্রচলিত যে আইনমতে অপরাধের অর্থ নির্ণয় ও দণ্ড হয় এমন কোন আইনের নির্দ্দিষ্ট স্বতন্ত্র দুই অর্থের মধ্যে একই ক্রিয়া আইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তদ্রূপ প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচারকালে বিচার হইতে পারিবে।

একই অপরাধ দুই সংজ্ঞার মধ্যে আইলে তাহার কথা।

(৩) অনেক ক্রিয়ার মধ্যে এক কি কএক ক্রিয়া স্বতঃই অপরাধ হইলে ও সেই ক্রিয়া সমষ্টিতে বিভিন্ন এক অপরাধ হইলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে উক্ত ক্রিয়া সমষ্টিতে যে অপরাধ হয় সেই অপরাধের কিম্বা উক্ত এক কি কএক ক্রিয়ায় যে কোন অপরাধ হয় সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া একই বিচার কালে বিচার হইতে পারিবে।

নানা ক্রিয়ার দ্বারা এক অপরাধ হইলে কিন্তু সমবেত হইয়া অন্য অপরাধ হইলে তাহার কথা।

(৪) এই ধারার কোন কথাক্রমে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

উদাহরণ।

১ প্রকরণের—

(ক) বলরাম আইনমত হেফাজতে ছিল, আনন্দ তাহাকে জোর করিয়া ছাড়াইয়া দিল এবং বলরাম চন্দ্র নামক যে কনষ্টেবলের হেফাজতে ছিল তাহার গুরুতর পীড়া জন্মাইল। এমন স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২২৫ ও ৩৩৩ ধারামতে অপরাধের অভিযোগ হইয়া তাহার সেই সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে দিনমানে পরগৃহে প্রবেশ করিয়া সেই গৃহে প্রবিষ্ট হইলে বলরামের স্ত্রীতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনের ৪৫৪ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(গ) আনন্দ পরদার গমন করিবার উদ্দেশে চন্দ্রের স্ত্রী বামাকে ফুসলাইয়া লইয়া তাহাতে উপগত হয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৯৮ ও ৪৯৭ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঘ) আনন্দের নিকট অনেক কৃত্রিম মোহর আছে। আনন্দ সে গুলি কৃত্রিম বলিয়া জানে ও ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ভিন্নং জাল কার্য্যের নিমিত্ত তাহা ব্যবহার করিতে তাহার ইচ্ছা আছে। এই স্থলে আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৭৩ ধারামতে তাহার নিকট থাকা একং মোহরের নিমিত্ত তাহার নামে পৃথকং অভিযোগ ও তাহার পৃথকং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ঙ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ তাহার হানি করিবার অভিপ্রায়ে তাহার নামে মোকদ্দমা উপস্থিত করে। আরো বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া বলরাম কোন অপরাধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দ তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ধারামতে আনন্দের নামে পৃথকরূপে দুই অপরাধের অভিযোগ ও দুই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(চ) বলরামের নামে মোকদ্দমা করিবার যথার্থ ও ন্যায্য কারণ নাই জানিয়া আনন্দ বলরামের হানি করিবার অভিপ্রায়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে মিথ্যা অভিযোগ করে। বিচারকালে আনন্দ বলরামের প্রাণদণ্ড যোগ্য অপরাধ প্রমাণ করিবার মানসে বলরামের বিপক্ষে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২১১ ও ১৯৪ ধারামতে পৃথকং অপরাধের অভিযোগ ও সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ অন্য ছয় জনকে সঙ্গে লইয়া হঙ্গম করণ ও গুরুতর পীড়া জন্মাওন অপরাধ এবং রাজ

কীয় কার্য্যকারক ঐ হত্যা নিবৃত্ত করিবার উদ্যোগ করিলে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণাপরাধ করিল। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৪৭ ও ৩২৫ ও ১৫২ ধারামত অপরাধের পৃথক অভিযোগ ও তাহার সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(জ) আনন্দ একই সময়ে বলরামকে ও চন্দ্রকে ও দীননাথকে ভীত করিবার নিমিত্ত তাহাদের শারীরিক হানির ভয় দর্শাইল। উক্ত তিন ব্যক্তির বিপক্ষে যে তিনটি অপরাধ হইল ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৫০৬ ধারামতে তাহার নামে তদন্তর্গত প্রত্যেক অপরাধের অভিযোগ ও প্রত্যেক অপরাধের নির্ণয় হইতে পারিবে।

(ক) হইতে (জ) পর্য্যন্ত উদাহরণে যে স্বতন্ত্রং অভিযোগের উল্লেখ হইল তাহার এক কালে বিচার হইতে পারিবে।

২ প্রকরণের—

(ঝ) আনন্দ অন্যায়মতে বলরামকে বেত্রাঘাত করে। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৫২ ও ৩২৩ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে ও তাহার সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঞ) কএক বস্তা চোরাই শস্য আনন্দকে ও বলরামকে লুকাইয়া রাখিবার নিমিত্ত দেওয়া যায়, তাহারাও সেই শস্য চোরা দ্রব্য জানিয়া মরাইর সকল শস্যের নীচে লুকাইয়া রাখিবার কার্য্যে ইচ্ছাপুর্ব্বক পরস্পর সাহায্য করিল। আনন্দের ও বলরামের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪১১ ও ৪১৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহাদের সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ট) অন্নদা তাহার সন্তান ফেলাইয়া যায় ও জানে যে তাহাতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হইবার সম্ভাবনা। এরূপে ফেলাইয়া যাওয়াতে ঐ সন্তানের মৃত্যু হয়। অন্নদার নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩১৭ ও ৩০৪. ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ ও তাহার সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

(ঠ) বলরাম নামক রাজকীয় কার্য্যকারকের ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৬৭ ধারামত অপরাধ নির্ণয় হয় এই নিমিত্ত আনন্দ দুষ্টভাবে প্রমাণস্বরূপ জাল করা দলীল উপস্থিত করিল। ঐ আইনের ৪৭১ ধারার সহিত ৪৬৬ ধারা পাঠ করিয়া আনন্দের নামে ৪৭১ ও ১৯৬ ধারামত অপরাধের পৃথকং অভিযোগ ও তাহার পৃথকং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

৩ প্রকরণের—

(ড) আনন্দ বলরামের দ্রব্য অপহরণ করে ও সেই কার্য্যকরণে ইচ্ছাপুর্ব্বক তাহার পীড়া জন্মায়। আনন্দের নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৩ ও ৩৯২ ও ৩৯৪ ধারামত অপরাধের স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে ও সেইং অপরাধ নির্ণয় হইতে পারে।

২৩৬ ধারা। একই ক্রিয়ার কিম্বা ক্রিয়াসংযোগের ভাব দৃষ্টে যেং বৃত্তান্তের প্রমাণ করা যাইতে পারে তাহাতে অনেক অপরাধের মধ্যে কোন্ অপরাধটি হইল এই বিষয়ে সন্দেহ থাকিলে, অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে তাহার সমুদয় কি অন্যতর অপরাধ করিবার অভিযোগ হইতে পারিবে ও সেইং অভিযোগের মধ্যে একই সময়ে তাহার কোন সংখ্যার বিচার হইতে পারিবে কিম্বা উক্ত সকল অপরাধের মধ্যে অন্যতর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে অভিযোগ হইতে পারিবে।

কি অপরাধ হইয়াছে এই বিষয়ের সন্দেহ স্থলের কথা।

উদাহরণ।

(ক) যে ক্রিয়া চৌর্য্য হইতে পারে বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ বা অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ বা বঞ্চনা অপরাধ হইতে পারে আনন্দের নামে এমত ক্রিয়ার অভিযোগ হয়। তাহার নামে চৌর্য্য ও চোরা দ্রব্য গ্রহণ ও অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ও বঞ্চনা করণ অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিবে অথবা চৌর্য্য কি চোরা দ্রব্য গ্রহণ কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করণ কিম্বা বঞ্চনা করণ ইহার মধ্যে কোন এক অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযোগ হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথপূর্ব্বক বলে যে বলরাম লগুড় দ্বারা চন্দ্রকে আঘাত করিয়াছে ইহা সে দেখিয়াছে। আনন্দ সেশন আদালতে শপথ পুর্ব্বক বলে যে বলরাম কখনই চন্দ্রকে আঘাত করে নাই। ইচ্ছাপুর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়াছে আনন্দের এই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে, যদিও উক্ত দুই পরস্পর বিরুদ্ধ উক্তির কোন্‌টি মিথ্যা ইহার প্রমাণ করা যাইতে পারে না।

২৩৭ ধারা। (১) ২৩৬ ধারার লিখিত স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে এবং ঐ ধারার বিধানমতে অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত সে ঐ অন্য অপরাধ করিয়াছে প্রমাণ দ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তাহার যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

কোন ব্যক্তির নামে এক অপরাধের অভিযোগ হইলে তাহার অন্য অপরাধ যে স্থলে নির্ণয় হইতে পারিবে তাহার কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, ঐ অপরাধের উদ্যোগ করিবার পৃথক অভিযোগ করা না হইলেও সে ঐ অপরাধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে তাহার এই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

উদাহরণ।

আনন্দের নামে চৌর্য্যের অভিযোগ হয়, কিন্তু সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিম্বা চোরা

দ্রব্য গ্রহণ করিয়াছে ইহা দৃষ্ট হইলে তাহার নামে ঐ২ অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা কিম্বা স্থলবিশেষে চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৩৮ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির নামে যে অপরাধ অনেক ক্রিয়ার সমষ্টি সেই অপরাধের অভিযোগ হইয়া অভিযোগের এক অংশের প্রমাণ না হইলেও অন্য যে অংশের প্রমাণ হয় তাহাই কোন ক্ষুদ্রতর অপরাধের তুল্য হইলে, তাহার যে ক্ষুদ্রতর অপরাধ প্রমাণ হইল তাহার নামে সেই অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা অভিযোগের অপরাধ মধ্যে ধরা গেলে তাহার কথা।

(২) কোন ব্যক্তির নামে কোন অপরাধের অভিযোগ হইলে, যদি সেই ব্যক্তি এরূপ বৃত্তান্তের প্রমাণ দিতে পারে যাহাতে ঐ অপরাধ ক্ষুদ্রতর অপরাধে পরিণত হয়, তবে তাহার নামে ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধের অভিযোগ না হইলেও তাহার ঐ ক্ষুদ্রতর অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(৩) ১৯৮ বা ১৯৯ ধারার আদেশমত নালিশ করা না গেলে, উক্ত ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল, এই ধারার কোন কথা ক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ মুটিয়া বলিয়া তাহাকে বিশ্বাসপূর্ব্বক কোন দ্রব্য দেওয়া গেলে সে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪০৭ ধারামতে তাহার নামে এই অভিযোগ হইল। সেই ব্যক্তি ঐ দ্রব্য লইয়া ৪০৬ ধারামতে অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিয়াছে কিন্তু মুটিয়া বলিয়া ঐ দ্রব্য বিশ্বাসপূর্ব্বক তাহাকে দেওয়া যায় নাই ইহা দৃষ্ট হইলে ৪০৬ ধারামতে তাহার অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ গুরুতর পীড়া জন্মাইয়াছেন বলিয়া তাঁহার নামে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামত অভিযোগ হয়। তিনি প্রমাণ করেন যে অকস্মাৎ অত্যন্ত ক্রোধজনক ব্যাপার ঘটাতে তিনি ঐ কার্য্য করেন। দণ্ডবিধির আইনের ৩৩৫ ধারামতে তাঁহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৩৯ ধারা। দুই কি তদধিক ব্যক্তির নামে একই অপরাধের কিম্বা একই ব্যাপারে ভিন্ন২ অপরাধের অভিযোগ হইলে কিম্বা এক ব্যক্তির নামে অপরাধ করণের ও অন্য ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের সহায়তা করণের কি অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণের অভিযোগ হইলে, আদালত যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি তাহাদের নামে একত্র বা স্বতন্ত্র অভিযোগ ও বিচার হইতে পারিবে। তদ্রূপ সকল অভিযোগের প্রতি এই অধ্যায়ের পূর্ব্বভাগের বিধান খাটিবে।

যে২ ব্যক্তিদের অভিযোগ একত্র করা যাইতে পারে তাহাদের কথা।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে একই বধাপরাধের নালিশ হয়। উভয়ের নামে একই অভিযোগপত্র হইতে পারে ও উভয়ের এককালে বিচার হইতে পারিবে।

(খ) আনন্দ ও বলরাম উভয়ের নামে দস্যুতার নালিশ হয়। সেই দস্যুতা করণ সময়ে আনন্দ কোন ব্যক্তিকে বধ করে, তাহাতে বলরামের সম্পর্ক ছিল না। এমন স্থলে দস্যুতা করণের অভিযোগে আনন্দ ও বলরামের একত্র বিচার হইতে এবং বধাপরাধের নিমিত্ত কেবল আনন্দের বিচার হইতে পারিবে।

(গ) আনন্দ ও বলরাম একই চৌর্য্য করিয়াছে বলিয়া দুই জনের নামে নালিশ হয়; ও সেই ব্যাপারের মধ্যে বলরাম অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধ করিয়াছে বলিয়া তাহার নামে নালিশ হয়। যে নালিশমতে আনন্দ ও বলরাম দুই জনের চৌর্য্যাপরাধ করিবার অভিযোগ হইল সেই অভিযোগে দুই জনের একত্র বিচার এবং অন্য দুই চৌর্য্যাপরাধে কেবল বলরামের বিচার হইতে পারিবে।

২৪০ ধারা। একই ব্যক্তির নামে দুই কি তদধিক দফা বিশিষ্ট অভিযোগ হইয়া তন্মধ্যে এক কি অধিক দফা মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে বাদী কিম্বা অন্য যে কর্ম্মচারী অভিযোগের কার্য্য চালান তিনি আদালতের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অবশিষ্ট এক কি অধিক অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন কিম্বা আদালত আপন ইচ্ছামতে ঐ অভিযোগের তদন্ত লওন কি বিচারকার্য্যে নিরস্ত হইতে পারিবেন। তদ্রূপে উঠাইয়া লওয়া গেলে সেই কিম্বা সেই২ অভিযোগে মুক্ত হওবার ন্যায় ফল হইবে। কিন্তু যদি অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে যে আদালত তাহা অসিদ্ধ করেন সেই আদালতের আজ্ঞাধীনে উক্ত আদালত ঐরূপে উঠাইয়া লওয়া এক অধিক অভিযোগের তদন্ত লওন বা বিচারকার্য্য চালাইতে পারিবেন।

অনেক অভিযোগ হইয়া একের প্রমাণ হইলে অন্য সকল অভিযোগ উঠাইয়া লইবার কথা।

---

২০ বিংশ অধ্যায়।

মাজিস্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন তাহার বিধি।

২৪১ ধারা। মাজিস্ট্রেটেরা সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার করেন সেই মোকদ্দমায় এই প্রণালীমতে কর্ম্ম করিবেন।

সমন দিয়া যে মোকদ্দমার বিচার হয় তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৪২ ধারা। মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে অথবা তাহাকে আনা গেলে তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তৎসংক্রান্ত বিশেষ বৃত্তান্ত তাহাকে জ্ঞাত করা যাইবে ও তাহাকে এই জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তোমাকে অপরাধী নির্ণয় না করিবার কোন কারণ দেখাইতে পার কি না। কিন্তু রীতিমত অভিযোগপত্র লেখা আবশ্যক হইবে না।

অভিযোগের মর্ম্ম জানাইবার কথা।

২৪৩ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি তাহার নামে যে বা যে যে অপরাধের অভিযোগ হয় সেই বা সেই সেই অপরাধ বা তাহার কোনটি করিয়াছে বলিয়া স্বীকার করিলে, যতদূর সম্ভব তাহার ব্যবহৃত শব্দে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে, ও তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করা কেন না যাইবে সে ইহার উপযুক্ত কারণ না দেখাইলে মাজিষ্ট্রেট তাহাকে অপরাধী নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অভিযোগের সত্যতা স্বীকার করিলে অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

২৪৪ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ অভিযোগ সত্য বলিয়া স্বীকার না করিলে মাজিষ্ট্রেট, বাদী থাকিলে, তাঁহার কথা ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহাও শুনিবেন, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি কথা ও সে প্রতিবাদের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করে তাহাও শুনিবেন।

তদ্রূপ স্বীকার না হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

(২) মাজিষ্ট্রেট, বাদির কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে উচিত বোধ করিলে কোন সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা দিতে পারিবেন।

(৩) বিচারের কার্য্য পক্ষে সাক্ষীর উপস্থিত হইবার যে খরচ যুক্তিমতে লাগিতে পারে মাজিষ্ট্রেট উক্ত প্রার্থনামতে সমন দিবার পূর্ব্বে আদালতে ঐ খরচ আমানত করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

২৪৫ ধারা। (১) ২৪৪ ধারার উল্লিখিত সাক্ষ্য লইয়া এবং অন্য কোন সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেট স্বেচ্ছামতে উপস্থিত করাইয়া থাকিলে তাহা লইয়া ও বিহিত বোধ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লইয়া মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করিবার আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

মুক্ত করণের কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী নির্ণয় হইলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞার কথা।

২৪৬ ধারা। নালিশের কি সমনের ভাব যেরূপ হউক না কেন, স্বীকৃত কি প্রমাণীকৃত বৃত্তান্ত দৃষ্টে অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া জানা যায়. মাজিষ্ট্রেট ২৪৩ কি ২৪৫ ধারামতে তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

অপরাধ নির্ণয় নালিশ বা সমনে আবদ্ধ না থাকিবার কথা।

২৪৭ ধারা। নালিশক্রমে সমন দেওয়া গিয়া থাকিলে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার নিরূপিত দিনে, কিম্বা তৎপশ্চাৎ যে দিনে মোকদ্দমার শুননী হয় সেই দিনে বাদী উপস্থিত না হইলে, মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বে এই আইনে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু তিনি কোন কারণে সেই মোকদ্দমা শুনিবার কার্য্য স্থগিত করিয়া অন্য দিন নিরূপণ করা উপযুক্ত বোধ করিলে তাহা করিতে পারিবেন।

বাদী উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

২৪৮ ধারা। এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় শেষ আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিবার উপযুক্ত হেতু আছে এই বিষয়ে বাদী মাজিষ্ট্রেটের হৃদ্বোধ জন্মাইতে পারিলে তিনি ঐ নালিশ উঠাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন, এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করিবেন।

নালিশ উঠাইয়া লইবার কথা।

২৪৯ ধারা। নালিশ ভিন্ন অন্য প্রকারে কোন মোকদ্দমা উপস্থিত করা গেলে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট হেতু লিপিবদ্ধ করত স্বীয় বিবেচনামতে মুক্ত করণের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি প্রকাশ না করিয়া যে কোন সময়ে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিতে পারিবেন এবং তাহা হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

বাদী না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতার কথা।

২৫০ ধারা। (১) এই আইনের নির্দ্দিষ্ট অর্থে নালিশক্রমে কিম্বা কোন পোলীসের কর্ম্মচারিকে বা কোন মাজিষ্ট্রেটকে প্রদত্ত সম্বাদ অবলম্বনে কোন অভিযোগ উপস্থিত করা হইলে যদি তাহাতে কোন ব্যক্তি কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মাজিষ্ট্রেট দ্বারা বিচার্য্য কোন অপরাধে অভিযুক্ত হয় এবং যে মাজিষ্ট্রেট দ্বারা অভিযোগ উপস্থিত করা হয় তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেন বা মুক্ত করেন ও তাঁহার প্রতীতি হয় যে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে অভিযোগ হইয়াছে তাহা তুচ্ছ বা দুঃখদায়কমাত্র, তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে ছাড়িয়া দিবার বা মুক্ত করিবার আজ্ঞা দ্বারা যে ব্যক্তির নালিশ বা সংবাদক্রমে অভিযোগ হইয়াছিল তাহার প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কিম্বা একাধিক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তাহাদের প্রত্যেককে হানিপূরণের নিমিত্ত পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা ন্যায্য বোধ করেন তত টাকা দিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

তুচ্ছ বা দুঃখদায়ক মাত্র অভিযোগের কথা।

কিন্তু ঐরূপ কোন আদেশ করিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট—

(ক) ঐ আদেশ দিবার বিরুদ্ধে বাদী বা সংবাদদাতা যে কোন আপত্তি করেন তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন ও বিবেচনা করিয়া দেখিবেন, এবং

(খ) হানিপূরণ দিবার আদেশ করিলে ছাড়িয়া দিবার বা মুক্ত করিবার আজ্ঞায় হানিপূরণ দিবার কারণ লিখিবেন।

(২) কোন মাজিষ্ট্রেট (১) প্রকরণমতে যে হানি পূরণ দিবার আজ্ঞা করেন তাহার টাকা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় করা যাইতে পরিবে।

কিন্তু ইহা আদায় করা যাইতে না পারিলে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা দেওয়া হইবে তাহা সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে এবং ত্রিশ দিনের অধিক না হয় মাজিষ্ট্রেট এমন যে সময়ের আদেশ করেন সেই সময়ের নিমিত্ত হইবে।

(৩) যে বাদী বা সংবাদদাতার প্রতি দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে হানিপূরণ দিবার আজ্ঞা হইয়াছে সেই বাদী বা সংবাদদাতা ঐ আজ্ঞা যতদুর হানিপূরণ দেওয়া সম্বন্ধীয় হয় ততদুর ঐ আজ্ঞার বিরুদ্ধে এরূপে আপীল করিতে পারিবেন যেন ঐ বাদী বা সংবাদদাতা ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকট বিচারে অপরাধী নির্ণীত হইয়াছেন।

(৪) ৩ প্রকরণ অনুসারে যে মোকদ্দমার আপীল হইতে পারে যে স্থলে সেই মোকদ্দমায় কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হানিপূরণ দিবার আজ্ঞা হয় সেই স্থলে আপীল উপস্থিত করিবার নিমিত্ত প্রদত্ত সময় অতীত না হইবার পুর্ব্বে কিম্বা আপীল উপস্থিত করা হইয়া থাকিলে আপীলের নিষ্পত্তি না হইবার পুর্ব্বে তাহাকে হানিপূরণ দেওয়া যাইবে না।

(৫) সেই বিষয় সংক্রান্ত কোন পরবর্ত্তী দেওয়ানী মোকদ্দমায় হানিপূরণ দিবার সময়ে এই ধারামতে হানিপূরণ স্বরূপ কোন টাকা দেওয়া বা আদায় করা হইয়া থাকিলে আদালত তাহা বিবেচনাধীনে লইবেন।

---

২১ একবিংশ অধ্যায়।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা তাহার বিচার হইবার কথা।

যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় তদ্বিষয়ের কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৫১ ধারা। যে মোকদ্দমায় ওয়ারণ্ট বাহির হয় মাজিষ্ট্রেটেরা সেই মোকদ্দমার বিচারকালে এই প্রণালীমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্যের কথা।

২৫২ ধারা। (১) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে, মাজিষ্ট্রেট, বাদী থাকিলে, তাহার কথা শুনিবেন ও অভিযোগের পোষকতায় যে সকল সাক্ষ্য উপস্থিত করা যায় তাহা গ্রহণ করিবেন।

(২) যেং ব্যক্তি মোকদ্দমার বৃত্তান্ত জানে ও অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষ্য দিতে পারিবে মাজিষ্ট্রেট বাদীর স্থানে কিম্বা অন্য প্রকারে তাহাদের নাম জানিয়া লইয়া তাহাদের যত জনকে আবশ্যক বোধ করেন তত জনকে আপনার সম্মুখে সাক্ষ্য দিবার জন্য সমন করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কথা।

২৫৩ ধারা। (১) ২৫২ ধারার উল্লিখিত সমুদয় সাক্ষ্য গ্রহণ হইলে পর এবং মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তির কোন পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক হইলে যে পরীক্ষা লওয়া আবশ্যক তাহা লওয়া গেলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সম্বন্ধে এমন কিছু প্রমাণ হয় নাই যাহার বিরুদ্ধ প্রমাণাভাবে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে হয় মাজিষ্ট্রেট ইহা বোধ করিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবেন।

(২) মাজিষ্ট্রেট অভিযোগ অমূলক জ্ঞান করিলে, যাহার হেতু লিখিয়া মোকদ্দমা চলনের এতৎপুর্ব্ব কোন সময়ে অপরাধীকে যে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন না. এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান হইবে না।

অপরাধের প্রমাণ আছে দেখা গেলে অভিযোগপত্র লিখিবার কথা।

২৫৪ ধারা। উক্ত সাক্ষ্য ও পরীক্ষা সম্পূর্ণরূপে কি অংশতঃ গ্রহণ করা গেলে, অভিযুক্ত ব্যক্তি এই অধ্যায়মতে বিচার্য্য কোন অপরাধ করিয়াছে এরূপ অনুমান করিবার হেতু আছে মাজিষ্ট্রেট ইহা বিবেচনা করিলে এবং আপনি সেই অপরাধের বিচার ও তাহার সমুচিত দণ্ড করিতে ক্ষমতাপন্ন আছেন বোধ করিলে, তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

উত্তরের কথা।

২৫৫ ধারা। (১) পরে ঐ অভিযোগপত্র অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকটে পাঠ করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই অপরাধে অপরাধী, না ইহার প্রতিবাদ করিতে চাহ।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেট সেই কথা লিপিবদ্ধ করিবেন ও স্বীয় বিবেচনামতে তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন।

প্রতিবাদের কথা।

২৫৬ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কিম্বা অপরাধী স্বীকার না করিলে অথবা বিচারের দাওয়া করিলে, তাহার প্রতি অভিযোগের প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে ও তাহার সপক্ষ সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে আজ্ঞা হইবে

ও প্রতিবাদ করিবার যে কোন সময়ে তাহার প্রতি আদালতে কিম্বা আদালতের সীমা সম্বন্ধের মধ্যে উপস্থিত অভিযোগের সপক্ষ যে কোন সাক্ষীকে পূর্ব্বে অভিযোগাত্মক বৃত্তান্ত সম্বন্ধে জেরা করা হয় নাই তাহাকে পুনরায় ডাকিয়া জেরা করিতে অনুমতি হইবে।

(২) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন লিখিত বর্ণনাপত্র অর্পণ করে তবে মাজিষ্ট্রেট তাহা নথীর সঙ্গে রাখিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনা-মতে সাক্ষ্য উপস্থিত করা-ইবার কথা।

২৫৭ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পূর্ব্বে ঐ মোকদ্দমায় যাহার পরীক্ষা গৃহীত হইয়াছে কি হয় নাই এমন কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা বা জেরার নিমিত্ত উপস্থিত করাইবার জন্যে অথবা কোন দলীল কি অন্য দ্রব্য উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত কোন পরওয়ানা দিবার প্রার্থনা করিলে, মাজিষ্ট্রেট ঐ পরওয়ানা দিবেন। কিন্তু উক্ত প্রার্থনাপত্র কষ্ট দিবার কি বিলম্ব ঘটাইবার বা সুবিচারের উদ্দেশ্য বিফল করিবার নিমিত্ত উপস্থিত করা গিয়াছে বলিয়া তাহা অগ্রাহ্য করা উচিত এরূপ বিবেচনা করিলে, তিনি ঐ হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া পরওয়ানা দিবেন না।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন সাক্ষীকে জেরা করিলে বা জেরা করিবার সুযোগ প্রাপ্ত হইলে পর এই ধারামতে ঐ সাক্ষীকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করা যাইবে না, কিন্তু সুবিচারের প্রয়োজনার্থ ঐরূপ করা আবশ্যক, মাজিষ্ট্রেটের এরূপ প্রতীতি হইলে করা যাইতে পারিবে।

(৩) তদ্রূপ প্রার্থনামতে কোন সাক্ষীকে সমন দিবার পূর্ব্বে মাজিষ্ট্রেট আদেশ করিতে পারিবেন যে, উক্ত বিচারের নিমিত্ত উপস্থিত হইতে তাহার যে যুক্তিমত খরচা পড়ে তাহা আদালতে আমানত করা যায়।

মুক্তকরণের কথা।

২৫৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত কোন মোকদ্দমায় অভিযোগপত্র প্রস্তুত করা গেলে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী নির্ণয় করিলে মুক্ত করণের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন।

দোষী নির্ণয় করণের কথা।

(২) ঐরূপ মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে মাজিষ্ট্রেট আইনমতে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

বাদী উপস্থিত না থাকি-বার কথা।

২৫৯ ধারা। নালিশক্রমে কার্য্যানুষ্ঠান হইলে মোকদ্দমা শুনিবার কোন নিরূপিত দিনে বাদী উপস্থিত না হইলেও আইনমতে অপরাধের রফা হইতে পারিলে মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে পূর্ব্বে এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।

সরাসরী বিচারের কথা।

সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

২৬০ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও,

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এবং

(খ) এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট এবং

(গ) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের কোন বেঞ্চ,

বিহিত বোধ করিলে নিম্নলিখিত সমুদয় কি অন্যতর অপরাধের সরাসরী বিচার করিতে পারিবেন:—

(ক) যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ছয় মাসের অধিক কালের কারাদণ্ড না হয় সেই অপরাধ।

(খ) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৬৪ ও ২৬৫ ও ২৬৬ ধারামতে ওজন ও পরিমাপণ যন্ত্রবিষয়ক অপরাধ।

(গ) উক্ত আইনের ৩২৩ ধারামতে পীড়া জন্মাওন।

(ঘ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০, টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৩৭৯ বা ৩৮০ বা ৩৮১ ধারামতে চৌর্য্য।

(ঙ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১১ ধারামতে চোরাদ্রব্য গ্রহণ বা রাখা।

(চ) চোরা দ্রব্যের মূল্য ৫০ টাকার অধিক না হইলে উক্ত আইনের ৪১৪ ধারামতে ঐ দ্রব্য গোপন বা বিক্রয় প্রভৃতি করণের সাহায্য করণ।

(ছ) উক্ত আইনের ৪২৭ ধারামতে অপকার করণ।

(জ) উক্ত আইনের ৪৪৮ ধারামতে গৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।

(ঝ) উক্ত আইনের ৫০৪ ধারামতে শান্তিভঙ্গ করাইবার উদ্দেশে অপমান করণ ও ৫০৬ ধারামতে অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।

(ঞ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তা করণ।

(ট) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগে অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

(ঠ) পরের ভূমিতে গোমেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত নালিশ।

কিন্তু যে মোকদ্দমায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব ৩৪ ধারামতে অর্পিত বিশেষ ক্ষমতানুসারে কার্য্য করেন, সেই মোকদ্দমার সরাসরী বিচার হইবে না।

(২) কোন সরাসরী বিচার চলিতে থাকিবার সময় যদি মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চের এরূপ বিবেচনা হয় যে, মোকদ্দমার যে প্রকৃতি তাহাতে উহার সরাসরীমতে বিচার করা বাঞ্ছনীয় নয় তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ কোন সাক্ষীকে পরীক্ষা করা হইয়া থাকিলে তাহাকে পুনশ্চ ডাকাইবেন এবং এই আইনের নির্দ্দিষ্ট প্রকারে ঐ মোকদ্দমা পুনশ্চ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

ন্যূন ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি ক্ষমতা প্রদান করিবার কথা।

২৬১ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের প্রতি নিম্নলিখিত সকল কি কোন অপরাধের সরাসরী বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেনঃ—

(ক) যে সকল অপরাধ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৭৭ ও ২৭৮ ও ২৭৯ ও ২৮৫ ও ২৮৬ ও ২৮৯ ও ২৯০ ও ২৯২ ও ২৯৩ ও ২৯৪ ও ৩২৩ ও ৩৩৪ ও ৩৩৬ ও ৩৪১ ও ৩৫২ ও ৪২৬ ও ৪৪৭ ধারার বিরুদ্ধ।

(খ) মুনিসিপল আইনের বিরুদ্ধ ও পোলীস আইনের অন্তর্গত নগর পরিপাটীকরণ-সূচক ধারার বিরুদ্ধ যে যে অপরাধের নিমিত্ত অর্থদণ্ড কি এক মাসের অনধিক কারাদণ্ড হইতে পারে সেইং অপরাধ।

(গ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধের সহায়তাকরণ।

(ঘ) পূর্ব্বোক্ত কোন অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হইলে, তদ্রূপ উদ্যোগ।

যেং মোকদ্দমায় সমন ও ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইতে পাবে সেই সেই মোকদ্দমায় কার্য্যপ্রণালী খাটিবার কথা।

২৬২ ধারা। (১) এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে পশ্চাল্লিখিত যেং মোকদ্দমা বর্জ্জিত হইল তদ্ভিন্ন সমনের মোকদ্দমায় সমনের মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে ও ওয়ারণ্টের মোকদ্দমায় ওয়ারণ্টের মোকদ্দমার নির্দ্দিষ্ট কার্য্যপ্রণালী চলিবে।

কারাদণ্ডের মিয়াদের কথা।

(২) এই অধ্যায়মতে অপরাধ নির্ণয় হইলে তিন মাসের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইবে না।

যে মোকদ্দমায় আপীল নাই সেই মোকদ্দমায় রিকার্ডের কথা।

২৬৩ ধারা। যেং মোকদ্দমায় আপীল নাই সেইং মোকদ্দমায় সাক্ষীদের সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা মাজিষ্ট্রেটদের বেঞ্চের লিপিবদ্ধ করিবার প্রয়োজন নাই এবং রীতিমত অভিযোগপত্রও লিখিবার প্রয়োজন নাই; কিন্তু তিনি কি তাঁহারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে পাঠের আদেশ করেন সেই পাঠে এইং কথা লিখিবেনঃ—

(ক) ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) যে তারিখে রিপোর্ট কি নালিশ করা যায় তাহা।

(ঘ) বাদী থাকিলে বাদির নাম।

(ঙ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(চ) যে অপরাধের নালিশ হয় ও প্রমাণ হইলে যে অপরাধের প্রমাণ হয় তাহা এবং ২৬০ ধারার (১) প্রকরণের (ঘ), (ঙ) বা (চ) দফার অন্তর্গত মোকদ্দমা হইলে যে সম্পত্তি সম্বন্ধে অপরাধ করা হইয়াছে তাহার মূল্য।

(ছ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা হইয়া থাকিলে তাহা।

(জ) নিষ্পত্তি এবং অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার হেতুর সংক্ষেপ বর্ণনা।

(ঞ) দণ্ডের আজ্ঞা বা অন্য চূড়ান্ত আজ্ঞা, এবং

(ট) যে তারিখে আনুষ্ঠানিক কার্য্য সমাপ্ত হয় তাহা।

যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমার রিকার্ডের কথা।

২৬৪ ধারা। (১) কোন মাজিষ্ট্রেটের কি বেঞ্চের সরাসরীমতে বিচারিত কোন মোকদ্দমার উপর আপীল থাকিলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট কি বেঞ্চ যে সাক্ষ্য দ্বারা অপরাধ নির্ণয় করিলেন দণ্ডের আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে সেই সাক্ষ্যের মর্ম্ম এবং ২৬৩ ধারার উল্লিখিত বিবরণ সহিত নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবেন।

(২) এই ধারার মধ্যে যেং মোকদ্দমা আইসে তাহাতে ঐ নিষ্পত্তি ভিন্ন অন্য রিকার্ড থাকিবে না।

রিকার্ড ও নিষ্পত্তি যে ভাষায় লিখিতে হইবে তাহার কথা।

২৬৫ ধারা। (১) ২৬৩ ধারামতে যে রিকার্ড লেখা যায় ও ২৬৪ ধারামতে যে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যায় হয় ইংরেজী ভাষায় না হয় আদালতের ভাষায় অথবা বিচারপতি অব্যবহিত রূপে যে আদালতের অধীন সেই আদালতের আদেশ হইলে ঐ বিচারপতি কর্ত্তৃক স্বদেশীয় ভাষায় সেই রিকার্ড ও নিষ্পত্তি লিখিত হইবে।

বেঞ্চের কেরাণী রাখিতে পারিবার কথা।

(২) মাজিষ্ট্রেটদের যে বেঞ্চ সরাসরীমতে অপরাধের বিচার করিতে ক্ষমতাপন্ন হন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ বেঞ্চ অব্যবহিতরূপে যে আদালতের অধীন তাঁহাদিগকে এতদর্থে সেই আদালতের নিযুক্ত এক জন আমলা দ্বারা পূর্ব্বোক্ত রিকার্ড কি নিষ্পত্তি-লেখাইয়া লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন। রিকার্ড

কি নিষ্পত্তি তদ্রূপে লিখিয়া দেওয়া গেলে ঐ বেঞ্চের যত জন উপস্থিত হইয়া ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালান তাঁহারা প্রত্যেকে তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

(৩) ঐ রূপ অনুমতি দেওয়া না হইলে, বেঞ্চের এক জনের কর্ত্তৃক যে রিকার্ড প্রস্তুত হইয়া পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হয় তাহাই যথাযথ রিকার্ড হইবে।

(৪) যদি বেঞ্চের মতের অনৈক্য হয় তাহা হইলে যাঁহারা ভিন্ন মত হন তাঁহারা স্বতন্ত্র নিষ্পত্তি লিখিতে পারিবেন।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।

হাই কোর্টের ও সেশন আদালতের সম্মুখে বিচারের বিধি।

ক।—উপক্রমণিকা।

"হাই কোর্ট" শব্দের অর্থের কথা।

২৬৬ ধারা। ভারতবর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনমতে যে সকল হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে কি হইবে, ২৭৬ ও ৩০৭ ধারা ছাড়া এই অধ্যায়ে এবং ১৮ অধ্যায়ে "হাই কোর্ট" শব্দে সেই সকল হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ও রাঙ্গুণের রিকার্ডারের আদালত এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব সময়ে২ ইণ্ডিয়া গেজেটে বিজ্ঞাপন প্রকাশ করিয়া অন্য যে সকল আদালত এই অধ্যায়ের অভিপ্রায়ানুযায়ী হাই কোর্ট বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, সেই সকল আদালত বুঝাইবে।

হাই কোর্টে জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

২৬৭ ধারা। এই অধ্যায়মতে কোন হাই কোর্টে যত মোকদ্দমার বিচার হয় সকলই জুরির সহযোগে হইবে;

এবং এই আইনমতে কিম্বা ভারতবর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনক্রমে যে হাই কোর্ট স্থাপিত হইয়াছে তাহার পেটেণ্টপত্রমতে, যে সকল ফৌজদারী মোকদ্দমা হাই কোর্টের প্রতি অর্পিত হয়, এই আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও, ঐ হাই কোর্ট আদেশ করিলে, জুরির সহযোগে সেই সকল মোকদ্দমার বিচার হইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহকারিতায় বিচার হইবার কথা।

২৬৮ ধারা। সেশন আদালতে যে বিচার হয়, তাহা জুরির দ্বারা অথবা আসেসরদের সহকারিতায় করা যাইবে।

সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হয় স্থানীয় গবর্নমেণ্টের এই আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

২৬৯ ধারা। (১) কোন জিলার সেশন আদালতে সকল অপরাধের কিম্বা বিশেষ কোন২ শ্রেনীর অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা করিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অগ্রে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া রাজকীয় গেজেটে আদেশ প্রচার দ্বারা এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও ঐরূপ মঞ্জুরি লইয়া সেই আজ্ঞা রহিত কি পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় গেজেটে সাধারণ বা বিশেষ আজ্ঞা প্রচার করিয়া যে বা যে স্থানে সেশন আদালতের অধিবেশন হইবে তাহার আদেশ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপে কৃত কোন আজ্ঞা সময়ে সময়ে রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন কিন্তু যাবৎ ঐরূপ আজ্ঞা করা না যায় তাবৎ সেশন আদালতের পূর্ব্বমত অধিবেশন হইবে।

(৩) যে জেলায় জুরির দ্বারা কোন অপরাধের বিচার হইবে সেই জিলা সম্বন্ধে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐরূপ আজ্ঞাক্রমে ইহাও ব্যক্ত করিতে পারিবেন যে জজ সাহেবের নিকট দরখাস্ত করা গেলে তিনি যদি তদনুসারে কিম্বা তিনি যদি আপন ইচ্ছায় এরূপ আদেশ করেন যে বিশেষ জুরির ফর্দ্দ হইতে জুরিদিগের নামে সমন দিয়া তাঁহাদের দ্বারা সেই অপরাধের বিচার হইবে তাহা হইলে সেই অপরাধের বিচার সেরূপ হইবে এবং সেই আজ্ঞা রহিত বা পরিবর্ত্তিত করিতে পারিবেন।

(৪) কোন কোনটী জুরির বিচার্য্য ও কোন কোনটী জুরির বিচার্য্য নহে এরূপ ভিন্ন২ অপরাধের নিমিত্ত এক কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হইলে তন্মধ্যে যে২ অপরাধ জুরির বিচার্য্য সেই২ অপরাধের বিচার জুরির দ্বারা ও যে২ অপরাধ জুরির বিচার্য্য নহে সেই২ অপরাধের বিচার আসেসরস্বরূপ জুররের সাহায্যে সেশন আদালতের দ্বারা হইবে।

সেশন আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তা দ্বারা বিচারের কার্য্যের অনুষ্ঠান হইবার কথা।

২৭০ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ প্রত্যেক মোকদ্দমার বিচারকালে রাজকীয় অভিযোক্তা অভিযোগের কার্য্য চালাইবেন।

(খ)।—কার্য্যারম্ভের বিধি।

বিচার আরম্ভ করণের কথা।

২৭১ ধারা। (১) আদালত বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে প্রস্তুত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে অথবা তাহাকে সম্মুখে আনা যাইবে; ও তাহার নিকট অভিযোগপত্র পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে, ও তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে তুমি এই পত্রলিখিত অপরাধে অপরাধী, না বিচার হইবার দাওয়া রাখ।

অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী স্বীকার করিলে সেই কথা লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও তদনুসারে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিবে।

২৭২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনাকে অপরাধী বলিতে অস্বীকার করিলে কি অপরাধ স্বীকার না করিলে কিম্বা বিচার হইবার দাওয়া করিলে, আদালত পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে জুরি কিম্বা আসেসরদিগকে মনোনীত করিয়া বিচারের কার্য্যে প্রবৃত্ত হইবেন।

অপরাধ স্বীকার না করিবার কি বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

কিন্তু পশ্চাল্লিখিত আপত্তি করিবার অধিকার মানিয়া আদালত জুরি কি আসসরদিগকে পরিবর্ত্তন না করিয়া তাঁহাদের দ্বারা বা তাঁহাদের সহকারিতায় অভিযুক্ত যত জনের বিচার করা বিহিত জ্ঞান করেন ক্রমশঃ তত জনের বিচার করিতে পারিবেন।

জুরির কি আসেসরদের পরিবর্ত্তন না হইয়া ক্রমশঃ বহু অপরাধীর বিচার হইতে পারিবার কথা।

২৭৩ ধারা। (১) হাই কোর্টের সম্মুখে বিচার হইলে, অভিযোগের কিম্বা তাহার কোন অংশের প্রতিপোষণ হইবার আইনমত প্রমাণ নাই অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে হাই কোর্টের এইরূপ বোধ হইলে, বিচারপতি অভিযোগপত্রের উপর সেই মর্ম্মের কথা লিখিয়া দিতে পারিবেন।

অভিযোগের প্রতিপোষণ হইতে না পারিলে যে কথা লেখা যাইবে তাহার কথা।

(২) ঐ কথা লেখা গেলে ঐ অভিযোগপত্রের কিম্বা স্থল বিশেষে তাহার ঐ অংশের উপর কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত হইবে।

ঐ লিখিত কথার ফলের কথা।

গ।—জুরি নির্ব্বাচনের বিধি।

২৭৪ ধারা। (১) হাই কোর্টে বিচার হইলে নয় জন ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

কত জন লইয়া জুরি হইবে তাহার কথা।

(২) সেশন আদালতে জুরির দ্বারা বিচার হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট বিশেষ কোন জিলার সম্পর্কে কিম্বা ঐ জিলার মধ্যে বিশেষ কোন শ্রেণীর অপরাধ সম্পর্কে কোন আজ্ঞা করিলে, তদনুসারে তিন জনের অন্যূন ও নয় জনের অনধিক বিষম সংখ্যক ব্যক্তিকে লইয়া জুরি হইবে।

২৭৫ ধারা। সেশন আদালতে জুরি দ্বারা ইউরোপ ও আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন কোন ব্যক্তির বিচার হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তি চাহিলে জুরির অধিকাংশই ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় ভিন্ন অন্য ব্যক্তিদিগকে লইয়া হইবে।

সেশন আদালতে ইউরোপ কি আমেরিকা দেশীয় লোক ভিন্ন অন্য লোকদের বিচারার্থ জুরির কথা।

২৭৬ ধারা। যে ব্যক্তিদিগকে জুরির কর্ম্ম করিতে সমন করা যায় হাই কোর্ট সময়ে২ বিধিক্রমে যে প্রকারের আদেশ করেন, সেই প্রকারে গুলিবাঁট করিয়া তাহাদের মধ্য হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

গুলিবাঁট দ্বারা জুরি মনোনীত হইবার কথা।

কিন্তু—

প্রথমতঃ এইক্ষণে কোন জুরি মনোনীত করিবার বিষয়ে যে রীতি কোন আদালতে প্রচলিত আছে, যত দিন উক্ত আদলতের নিমিত্ত এই ধারামত বিধি প্রচার না হয় তত দিন সেই রীতি চলিবে।

বর্ত্তমান রীতি চলিবার কথা।

দ্বিতীয়তঃ জুরিতে যত জন লোকের প্রয়োজন যাঁহাদিগকে সমন করা গিয়াছে তাহাদের মধ্যে তত জন না থাকিলে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন আদালতের অনুমতি লইয়া তাঁহাদের মধ্য হইতে লোক মনোনীত করিয়া, সংখ্যা পূর্ণ করা যাইতে পারিবে।

যাঁহাদিগকে সমন দেওয়া যায় নাই তাঁহাদিগকে কখন গ্রহণ করিতে পারা যায় তাহার কথা।

তৃতীয়তঃ কোন রাজধানীতে কোন ব্যক্তির বিচার হইলে :—

(ক) যে অপরাধে প্রাণদণ্ড হইতে পারে তাহার নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হইলে, কিম্বা

বিশেষ জুরির সহযোগে বিচার হইবার কথা।

(খ) অন্য কোন স্থলে হাই কোর্টের এক জন জজ আদেশ করিলে—

পশ্চান্নির্দ্দিষ্ট বিশেষ জুরির ফর্দ্দ হইতে জুররদিগকে মনোনীত করা যাইবে। এবং

চতুর্থতঃ স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন জিলা সম্বন্ধে এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে কোন কোন অপরাধের বিচার বিশেষ জুরির দ্বারা করা যাইতে পারিবে সেই জিলায় যে স্থলে জজ সাহেব সেরূপ আদেশ করেন সে স্থলে ৩২৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট বিশেষ জুরির ফর্দ্দ হইতে জুরি মনোনীত করা যাইবে।

২৭৭ ধারা। (১) জুরির এক২ ব্যক্তি মনোনীত হইলে, তাঁহার নাম উচ্চৈঃস্বরে ডাকা যাইবে; ও উপস্থিত হইলেই অভিযুক্ত ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে যে, এই ব্যক্তির দ্বারা তোমার বিচার হইবার কোন আপত্তি আছে কি না।

জুরির নাম ডাকিবার কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযোক্তা জুরির ঐ ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তি করিতে পারিবেন, ও তাঁহার সেই আপত্তির কারণ জানাইতে হইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে আপত্তির কথা।

কিন্তু হাই কোর্টে মহারাণীর পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে ও অভিযুক্ত একই কি সকল ব্যক্তির পক্ষে আট পর্য্যন্ত ব্যক্তির বিষয়ে কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার অনুমতি থাকিবে।

কারণ না জানাইয়া আপত্তি করিবার কথা।

২৭৮ ধারা। পশ্চাল্লিখিত কোন কারণে জুরির কোন ব্যক্তির বিষয়ে যে আপত্তি করা যায় তাহা আদালতের হৃদ্বোধজনক হইলে গ্রাহ্য হইবে, অর্থাৎ,

আপত্তির কারণের কথা।

(ক) কোন ব্যক্তির পক্ষপাতী হওয়া অনুমান কিম্বা তিনি পক্ষপাতী আছেন বলিয়া যে আপত্তি।

(খ) ব্যক্তি বিশেষের বিষয়ে আপত্তি, যথা তিনি ভিন্নদেশীয় লোক, কিম্বা প্রচলিত কোন আইনমতে কিম্বা আইনের তুল্য বলবৎ কোন বিধিমতে যেং গুণ থাকা আবশ্যক তাঁহার এমত কোন গুণের অভাব আছে, কিম্বা তাঁহার বয়স ২১ বৎসরের কম বা ৬০ বৎসরের অধিক, বলিয়া যে আপত্তি।

(গ) তিনি আচারক্রমে কিম্বা ধর্ম্মসংক্রান্ত মানত করিয়া সাংসারিক সমস্ত বিষয় চিন্তা ত্যাগ করিয়াছেন।

(ঘ) ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে কি তাহার অধীন কোন পদে নিযুক্ত আছেন।

(ঙ) তিনি পোলীস সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতেছেন, কিম্বা তাঁহার প্রতি পোলীস সংক্রান্ত কার্য্যের ভার অর্পিত হইয়াছে।

(চ) যে অপরাধ হেতুক তিনি আদালতের বিবেচনামতে জুরির কর্ম্ম করিতে অযোগ্য হন, তাঁহার এমন কোন অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে।

(ছ) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া যায় কিম্বা দোভাষী যে ভাষায় অর্থ করিয়া দেন তিনি তাহা বুঝিতে পারিবেন না।

(জ) আদালতের বিবেচনামতে অন্য যে গতিক প্রযুক্ত ঐ ব্যক্তির জুররের কর্ম্ম করা অনুচিত হয় এমত কোন গতিক থাকারহেতু।

২৭৯ ধারা। (১) কোন জুরর সম্বন্ধে যে আপত্তি করা যায় সেই আপত্তি গ্রাহ্য কি না, এই বিষয়ে আদালত নিষ্পত্তি করিবেন, ও আদালতের সেই নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করা যাইবে ও চূড়ান্ত হইবে।

আপত্তি নিষ্পত্তির কথা।

(২) আপত্তি গ্রাহ্য হইলে জুরিকে ডাকিবার সমন মতে অন্য যে ব্যক্তিরা উপস্থিত থাকেন ঐ ব্যক্তির পরিবর্ত্তে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তিকে করা যাইবে। ২৭৬ ধারার বিধানমতে তাঁহাকে মনোনীত করা যাইবে। অন্য ব্যক্তি না থাকিলে জুরির ফর্দ্দে যাঁহার নাম লেখা আছে এমত অন্য যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকেন কিম্বা আদালত অন্য যাঁহাকে জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত জ্ঞান করেন এমন কোন ব্যক্তিকে নিযুক্ত করা যাইবে।

যে জুররের বিরুদ্ধে আপত্তি গ্রাহ্য হয় তাঁহার স্থানে অন্য লোক নিযোগের কথা।

কিন্তু ইহাতে প্রয়োজন যে সেই ব্যক্তির বিষয়ে ২৭৮ ধারামত কোন আপত্তি না হয়, হইলেও গ্রাহ্য না হয়।

২৮০ ধারা। (১) জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইলে তাঁহারা আপনাদের একজনকে অধিপতি বলিয়া নিযুক্ত করিবেন।

জুরির প্রধান ব্যক্তির কথা।

(২) ঐ অধিপতির কর্ত্তব্য কর্ম্ম এই২—জুরি কোন বিষয়ে বিবেচনা করিবার নিমিত্ত স্বতন্ত্র বসিলে তিনি অধ্যক্ষতা করিবেন, ও আদালতে জুরির নিষ্পত্তি জ্ঞাত করিবেন এবং জুরি বা কোন জুরর আদালতের নিকট কোন সংবাদ জানিতে চাহিলে তিনিই সেই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

(৩) ঐ জুরির অধিপতি পদে কে নিযুক্ত হইবেন, এতদ্বিষয়ে জজ যে সময় যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন সেই সময় মধ্যে যদি তাঁহাদের অধিকাংশের এক মত না হয়, তবে আদালত ঐ অধিপতিকে মনোনীত করিবেন।

২৮১ ধারা। জুরির অধিপতি নিযুক্ত হইলে, ভারতবর্ষীয় শপথ বিষয়ক ১৮৭৩ সালের আইনমতে জুররদিগকে শপথ দেওয়া যাইবে।

জুররদিগকে শপথ দিবার কথা।

২৮২ ধারা। (১) জুরির দ্বারা কোন মোকদ্দমার বিচার কার্য্য চলিতেছে এমন সময়ে যদি নিষ্পত্তির পূর্ব্বে ঐ জুরির কোন ব্যক্তি উপযুক্ত কোন কারণে ঐ বিচারের তাবৎকাল উপস্থিত থাকিতে না পারেন, কিম্বা জুরির অন্যতর ব্যক্তি অনুপস্থিত হইলে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করান যাইতে না পারে, কিম্বা যদি দেখা যায় যে জুরির কোন ব্যক্তি যে ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া হয় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না কিম্বা ঐ সাক্ষ্য দোভাষির দ্বারা বুঝাইয়া দেওয়া গেলে যে ভাষায় তাহা বুঝাইয়া দেওয়া যায় সেই ভাষা বুঝিতে পারেন না, তবে একজন জুরর গ্রহণ করা যাইবে, কিম্বা ঐ জুরির সমুদয় ব্যক্তিকে বিদায় করা যাইবে ও নূতন জুরি মনোনীত হইবেন।

জুরর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

(২) ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে মোকদ্দমার প্রথমাবধি পুনশ্চ বিচার হইবে।

২৮৩ ধারা। আসামী পীড়াপ্রযুক্ত আদালতের সম্মুখে থাকিতে না পারিলে জজ সাহেব জুরিকে বিদায় করিয়া দিতে পারিবেন।

আসামীর পীড়া হইলে জুরিকে বিদায় করিয়া দিবার কথা।

খ।—আসেসর নির্ব্বাচনের বিধি।

আসেসরদিগকে যেরূপে মনোনীত করা যাইবে তাহার কথা।

২৮৪ ধারা। আসেসরদের সহকারিতায় বিচার করিতে হইলে আসেসরদের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিদিগকে সমন করা যায় জজ সাহেব যেরূপ উচিত বোধ করেন তদনুসারে তাহাদের মধ্য হইতে দুই কিম্বা তদধিক আসেসর মনোনীত করা যাইবে।

আসেসর উপস্থিত থাকিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

২৮৫ ধারা। (১) আসেসরদের সাহায্যে কোন মোকদ্দমায় বিচার হইতেছে এমন সময়ে নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে কোন আসেসর উপযুক্ত কোন কারণে বিচারের শেষ না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিতে না পারিলে অথবা অনুপস্থিত হইলে তাহাকে উপস্থিত করা যাইতে না পারিলে অন্য এক কি অধিক জন আসেসরের সাহায্যে ঐ বিচার কার্য্য চলিবে।

(২) বিচারকরণ সময়ে সকল আসেসরেরই উপস্থিত হইবার বাধা হইলে কিম্বা তাঁহারা আপনারাই অনুপস্থিত হইলে, আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত হইবে ও অন্য আসেসরদিগের সহকারিতায় মোকদ্দমার নূতন বিচার হইবে।

ঙ।—অভিযোগের ও প্রতিবাদের মোকদ্দমার সমাপ্তি পর্য্যন্ত বিচারের বিধি।

অভিযোগের মোকদ্দমার সূচনার কথা।

২৮৬ ধারা। (১) জুরির ও আসেসরদিগকে মনোনীত করা গেলে, যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অভিযোক্তা ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধি কিম্বা অন্য আইন হইতে সেই অপরাধের বর্ণনা পাঠ করিয়া এবং যে সাক্ষ্যদ্বারা তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ প্রমাণ করিতে চাহেন সংক্ষেপে তাহা বলিয়া স্বীয় মোকদ্দমার সূচনা করিবেন।

সাক্ষীদের পরীক্ষা লইবার কথা।

(২) তদনন্তর তিনি আপনার সাক্ষ্যদের পরীক্ষা লইবেন।

মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে তাহা প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৭ ধারা। যে মাজিষ্ট্রেট সমর্পণ করেন তাঁহার দ্বারা বা তাঁহার সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা হইয়া যথাবিধি লিপিবদ্ধ করা গেলে তাহা অভিযোক্তা প্রমাণস্বরূপ দিবেন ও তাহা প্রমাণস্বরূপ পাঠ করা যাইবে।

প্রথমবস্থায় তদন্ত লইবার সময়ে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

২৮৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে উপস্থিত ও পরীক্ষা করা যায় সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তাহার যে সাক্ষ্য লওয়া গিয়াছিল তাহা যদি নিম্নমিতরূপ অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে লওয়া গিয়া থাকে, তবে আধিপত্যকারী জজের বিবেচনামতে তাহা মোকদ্দমার প্রমাণ মধ্যে ধরা যাইতে পারিবে।

অভিযোগের সাক্ষীদের পরীক্ষার পর কার্য্যপ্রণালীর কথা।

২৮৯ ধারা। (১) অভিযোগের সপক্ষ সাক্ষীদের পরীক্ষা ও যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া যায় তাহা সমাপ্ত হইলে পর, অভিযুক্ত ব্যক্তি সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহে কি না তাহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

(২) সে যদি না বলে তবে অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিবেন। তাহা হইলে পর যদি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন, তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার করিলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(৩) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে এবং আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ, যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য নাই এরূপ বিবেচনা করেন তবে আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে আপনার নির্ণয় লিপিবদ্ধ করিতে ও জুরির দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ জানাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(৪) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অনেক অভিযুক্ত ব্যক্তি থাকিলে তন্মধ্যে কেহ, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, এবং যদি আদালত বিবেচনা করেন যে, সেই ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে, কিম্বা সে সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি না বলিলে, যদি অভিযোক্তা মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করেন ও আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধ যে করিয়াছে ইহার সাক্ষ্য আছে এরূপ বিবেচনা করেন, তাহা হইলে আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রতিবাদ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে আদেশ দিবেন।

প্রতিবাদের কথা।

২৯০ ধারা। অনন্তর অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার সপক্ষ উকীল যে বৃত্তান্ত কি ব্যবস্থার উপর নির্ভর করিতে চাহেন ও তাঁহার বিবেচনায় অভিযোগের সাক্ষ্য সম্বন্ধে যে কথা বলা আবশ্যক হয় তাহা বলিয়া স্বীয় প্রতিবাদের সূচনা করিবেন। তৎপরে তাঁহার সপক্ষ সাক্ষী থাকিলে তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও তাহাদের কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা করা গেলে তাহার পর আপনার মোকদ্দমার সার ব্যক্ত করিতে পারিবেন।

সাক্ষীদের পরীক্ষা লইতে ও তাহাদিগকে সমন করিতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকারের কথা।

২৯১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পূর্ব্বে যে সাক্ষীর নাম দেয় নাই এমত সাক্ষী উপস্থিত থাকিলে সে তাহার পরীক্ষা লইতে অনুমতি পাইবে। কিন্তু যে মাজিস্ট্রেট তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করেন তাঁহাকে সাক্ষীদের নামের যে নির্দ্দিষ্টপত্র দেওয়া যায় সেই নির্দ্দিষ্টপত্রে যে সাক্ষীদের নাম লেখা থাকে ২১১ ও ২৩১ ধারার বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে সেইং ব্যক্তি ছাড়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করাইতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অধিকার থাকিবে না।

অভিযোক্তার উত্তর দিবার অধিকারের কথা।

২৯২ ধারা। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে কেহ, ২৮৯ ধারামতে জিজ্ঞাসিত হইলে, সাক্ষ্য উপস্থিত করিতে চাহি বলে, তবে অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে। কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তি এ সময়ে এরূপ না বলিলে, অভিযোক্তার প্রত্যুত্তর করিবার অধিকার থাকিবে না।

জুরির কি আসেসরদের দ্বারা স্থানাদি দৃষ্ট হইবার কথা।

২৯৩ ধারা। (১) অমুক স্থানে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া যে স্থানের উল্লেখ হয় অথবা মোকদ্দমার অনুসন্ধান পক্ষে গুরুতর ব্যাপার যে স্থানে ঘটিয়াছে জুরির কি আসেসরদের সেই স্থান দৃষ্ট করা বিহিত আদালত এমত বোধ করিলে সেই মর্ম্মের আজ্ঞা করিবেন। তাহা হইলে আদালতের কোন কার্য্যকারকের জিম্মায় ঐ জুরির কি আসেসরদের সমস্ত ব্যক্তিকে একত্র সেই স্থানে লইয়া যাওয়া যাইবে; ও আদালতের নিযুক্ত কোন ব্যক্তি তাঁহাদিগকে ঐ স্থান দেখাইয়া দিবেন।

(২) আদালতের ঐ কর্ম্মচারির কর্ত্তব্য যে অপর কোন ব্যক্তিকে আদালতের অনুমতি না হইলে ঐ জুরির কি আসেসরদের কাহারও সঙ্গে কথা কহিতে কি পত্রাদি দিতে কি কোন প্রকারে ইঙ্গিতাদি করিতে না দেয় এবং আদালত অন্যরূপ আদেশ না দিলে সেই স্থান দৃষ্টি করিলে পর তাহাদিগকে তৎক্ষণাৎ আদালতে পুনরায় আনা যাইবে।

জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের পরীক্ষা যেস্থলে লওয়া হইতে পারিবে তাহার কথা।

২৯৪ ধারা। জুরির কোন ব্যক্তি কিম্বা আসেসর নিজে কোন প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্ত অবগত থাকিলে জজ সাহেবকে তাঁহার সেই কথা জ্ঞাত করা কর্ত্তব্য। তাহা করিলে অন্য কোন সাক্ষীর ন্যায় তাঁহার পরীক্ষা ও কূট পরীক্ষা ও পুনঃ পরীক্ষা লওয়া যাইতে পারিবে।

অধিবেশন করিবার দিনান্তর নিরূপণ হইলে জুরির কি আসেসরদের উপস্থিত হইবার কথা।

২৯৫ ধারা। যদি বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া ঐ কার্য্যানুষ্ঠানের অন্য দিন নিরূপণ করা যায়, তবে সেই অন্য দিনে এবং বিচার কার্য্যের সমাপ্তি না হওন পর্য্যন্ত তৎপশ্চাৎ প্রত্যেক অধিবেশন কালে জুরির বা আসেসরদের উপস্থিত হইতে হইবে।

জুরিকে বদ্ধ রাখিবার কথা।

২৯৬ ধারা। কোন মোকদ্দমার বিচার করিতে এক দিনের অধিক লাগিলে, হাই কোর্ট সময়েং জুরির ব্যক্তিদের একত্র থাকিবার বিধি করিতে পারিবেন, ও জুরির ব্যক্তিদিগকে কোর্টের কোন কর্ম্মচারির জিম্মায় একত্র রাখিতে হইবে কি না, ও যে প্রকারে রাখা যাইবে, কিম্বা তাঁহারা স্বং গৃহে ফিরিয়া যাইতে পাইবেন, এই বিষয়ে আধিপত্যকারী জজ উক্ত বিধি প্রবল মানিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

চ।—জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় বিচার সমাপ্তির বিধি।

জুরির প্রতি উপদেশের কথা।

২৯৭ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় প্রতিবাদের সপক্ষ কার্য্য সমাপ্ত হইলে এবং অভিযোক্তা প্রত্যুত্তর করিলে সেই প্রত্যুত্তর সমাপ্ত হইলে পর আদালত অভিযোগের ও প্রতিবাদের সপক্ষ সাক্ষ্যের সার ব্যক্ত করিয়া ও যে আইনমতে জুরির বিচার করিতে হইবে সেই আইন ব্যক্ত করিয়া তাঁহাদিগকে উপদেশ দিবেন।

জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৮ ধারা। (১) তদ্রূপ মোকদ্দমায় জজ সাহেবের কর্ত্তব্য কর্ম্ম এইং।—

(ক) তিনি বিচারকালে উত্থিত আইনঘটিত সমস্ত বিবাদ, বিশেষতঃ যে বৃত্তান্তের প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয় সেই বৃত্তান্ত প্রাসঙ্গিক কি না এই বিষয়ের সকল বিবাদ নিষ্পত্তি করিবেন; ও যে সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয় তাহা গ্রাহ্য কি না ও উভয় পক্ষ দ্বারা কি তাঁহাদের পক্ষে যে প্রশ্ন করা হয় তাহা উপযুক্ত কি না ইহা নির্ণয় করিবেন এবং যে সাক্ষ্য অগ্রাহ্য অন্যতর পক্ষ তদ্বিষয়ে আপত্তি করিলে বা না করিলেও তিনি স্বীয় বিবেচনামতে তাহা উপস্থিত করিতে বারণ করিবেন।

(খ) বিচারকালে যে দলীল প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যায় তাহার অর্থ ও ভাব নির্ণয় করিবেন।

(গ) বিষয় বিশেষের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারে এই নিমিত্ত বৃত্তান্তঘটিত যে সকল বিষয়ের প্রমাণ করা আবশ্যক তাহা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে তাহা আপনার বিবেচ্য না জুরির বিবেচ্য তিনি ইহাও নির্ণয় করিবেন ও সেই বিষয়ে তাঁহার নির্ণয় দ্বারা জুরি বদ্ধ হইবেন।

(২) জজ সাহেব যে সময়ে প্রমাণাদির সার ব্যক্ত করেন সেই সময়ে উচিত বোধ করিলে জুরির নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রাসঙ্গিক বৃত্তান্তঘটিত কোন বিষয়ে কিম্বা আইন ও বৃত্তান্ত এই দুইয়ের মিশ্রিত কোন বিষয়ে আপনার মত জানাইতে পারিবেন।

উদাহরণ।

(ক) কোন ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপে ডাকা না গেলেও তিনি কোন উক্তি করিলে এবং কোন ভাবগতিকে তাঁহার উক্তির প্রমাণ গ্রাহ্য হওয়াতে তাঁহার সেই উক্তির প্রমাণ করিবার প্রস্তাব হয়।

এই স্থলে সেই ভাবগতিকের প্রমাণ হইয়াছে কি না এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য জুরির কর্ত্তব্য নয়।

(খ) আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে বলিয়া ঐ দলীলের গৌণ সাক্ষ্য দিবার প্রস্তাব হয়।

আসল দলীল হারাইয়াছে কি নষ্ট হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

জুরির কর্ত্তব্য কর্ম্মের কথা।

২৯৯ ধারা। জুরির কর্ত্তব্য এই২।—

(ক) বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি সত্য ইহা নির্ণয় করিবেন, এবং জজ সাহেবের আদেশমত তাঁহাদের সেই ভাবানুসারে যে মীমাংসা করা উচিত তাহা করিবেন।

(খ) আইনের কথা ছাড়া পারিভাষিক কথা ও শব্দের অপ্রসিদ্ধ ভাব ধরিয়া যাহার ব্যবহার হয় এমত কথা কোন দলীলে লেখা থাকিলে কি না থাকিলেও যদি তাহার অর্থ নির্ণয় করা আবশ্যক হয় তবে তাহার অর্থ নির্ণয় করিবেন।

(গ) আইনে যে সকল কথা বৃত্তান্তঘটিত কথা বলিয়া ব্যক্ত হয় সেই সকল কথা নির্ণয় করিবেন।

(ঘ) সাধারণ ও অনির্দ্দিষ্ট অর্থের কথা বিশেষ কোন স্থলে খাটে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন। কিন্তু সেই কথা আইনানুযায়ী কার্য্যপ্রণালী সম্পর্কীয় কথা হইলে কিম্বা আইনে সেই কথার অর্থ নির্দ্ধারিত থাকিলে তাহার অর্থ নির্ণয় করা জজ সাহেবেরই কর্ত্তব্য।

উদাহরণ।

(ক) বলরামকে বধ করিয়াছে বলিয়া আনন্দের বিচার হয়। বধ ও অপরাধঘটিত নরহত্যা এই দুই অপরাধের মধ্যে যে বিশেষ থাকে জুরির নিকট তাহা ব্যক্ত করা এবং বৃত্তান্তের কিরূপ ভাবদৃষ্টে আনন্দকে বধাপরাধী বলিয়া কিম্বা অপরাধঘটিত নরহত্যার অপরাধী বলিয়া নির্ণয় করিতে হইবে ও কিরূপ ভাবদৃষ্টে তাহাকে নির্দ্দোষ করিতে হইবে এই সকল কথা জ্ঞাত করা জজ সাহেবের কর্ত্তব্য।

বৃত্তান্তের কোন্ ভাবটি যথার্থ ইহা নির্ণয় করা এবং জজ সাহেব যে উপদেশ দেন তাহা ঠিক হউক কি নাই হউক ও জুরি তাহাতে সম্মত হইলে কি না হইলেও সেই উপদেশানুসারে মীমাংসা করা জুরির কর্ত্তব্য।

(খ) বিশেষ কোন বিষয়ে কোন ব্যক্তির যুক্তিমত প্রতীতি ছিল কি না। কোন কর্ম্ম যুক্তিমত কৌশলক্রমে বা উপযুক্ত যত্নক্রমে করা গিয়াছে কি না।

এই২ বিষয় জুরির বিবেচ্য।

বিবেচনা করিবার জন্য জুরির বিরলে যাইবার কথা।

৩০০ ধারা। জুরির বিচারিত মোকদ্দমায় জজ সাহেবের উপদেশ সমাপ্ত হইলে কিরূপ মীমাংসা করা কর্ত্তব্য ইহা বিবেচনা করিবার জন্যে তাঁহারা বিরলে যাইতে পারিবেন।

আদালতের অনুমতি বিনা জুরির ভিন্ন অন্য কেহ সেই জুরির কোন ব্যক্তির সঙ্গে কথা কহিতে কিম্বা তাঁহাকে পত্রাদি দিতে কিম্বা ইঙ্গিতাদি করিতে পারিবে না।

মীমাংসা জানাইবার কথা।

৩০১ ধারা। জুরি মীমাংসা বিবেচনা করিলে পর তাঁহাদের অধিপতি সেই মীমাংসা কিম্বা অধিকাংশ মীমাংসা অদালতে জানাইবেন।

জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩০২ ধারা। জুরির ঐক্যবাক্য না হইলে জজ সাহেব তাঁহাদিগকে আরো বিবেচনা করিবার নিমিত্ত বিরলে যাইবার আদেশ করিতে পারিবেন। পরে জজ সাহেবের বিবেচনায় উপযুক্ত সময় গত হইলে পর জুরি একমত না হইলেও তাঁহারা মীমাংসা প্রকাশ করিতে পারিবেন।

প্রত্যেক অভিযোগ ধরিয়া মীমাংসা করিবার কথা।

জুরিকে জজ সাহেবের জিজ্ঞাসা করিতে পারিবার কথা।

৩০৩ ধারা। (১) আদালত প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে অভিযোগের যে যে দফায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় জুরি সেই২ দফা ধরিয়া মীমাংসা জানাইবেন; ও তাঁহাদের মীমাংসা নিশ্চয়মতে জানিবার নিমিত্ত যে২ প্রশ্ন করা আবশ্যক জজ সাহেব তাঁহাদের নিকট সেই২ প্রশ্ন করিতে পারিবেন।

প্রশ্ন ও উত্তর লিখিয়া রাখিবার কথা।

(২) সেই প্রশ্ন ও তাহার উত্তর লিখিয়া রাখিতে হইবে।

মীমাংসা সংশোধনের কথা।

৩০৪ ধারা। ঘটনা বা ভ্রান্তিক্রমে অন্যায় মীমাংসা জানান গেলে তাহা লিখিত হইবার পূর্ব্বে কি অব্যবহিত পরে জুরী ঐ মীমাংসা সংশোধন করিতে পারিবেন, এবং শেষে যদ্রূপ সংশোধন করা যায় তাহা তদ্রূপই থাকিবে।

৩০৫ ধারা। (১) হাই কোর্টে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি আপনাদের মত সম্পর্কে একবাক্য হইলে, কিম্বা তাঁহাদের ছয়জন পর্য্যন্ত এক বাক্য ও জজ সাহেব তাঁহাদের মতে সম্মত হইলে জজ সাহেব উক্ত মতানুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

হাই কোর্টে মীমাংসা যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

(২) তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় জুরির সকল ব্যক্তি একবাক্য হইবেন না, তাঁহারা ইহা হৃদ্বোধমতে জানিলে কিন্তু ছয়জন একবাক্য হইলে তাঁহাদের মুখ্য ব্যক্তি জজ সাহেবকে সেই কথা জানাইবেন।

(৩) সেই অধিকাংশ ব্যক্তিদের মতে জজ সাহেব সম্মত না হইলে, তিনি জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

অন্যস্থলে জুরিকে বিদায় দিবার কথা।

(৪) তাঁহাদের ছয়জন পর্য্যন্ত একবাক্য না হইলে জজ সাহেব যত কাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন ততকাল অপেক্ষা করিয়া জুরিকে বিদায় করিয়া দিবেন।

৩০৬ ধারা। (১) সেশন আদালতে বিচারিত মোকদ্দমায় জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির যে মীমাংসা হয় জজ সাহেব তদ্ভিন্ন মত ধার্য্য করা আবশ্যক জ্ঞান না করিলে তদনুসারে নিষ্পত্তি করিবেন।

মীমাংসা সেশন আদালতে যে সময়ে প্রবল হইবে তাহার কথা।

(২) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যায় তবে জজ সাহেব তাহার নির্দ্দোষ হওনের আজ্ঞা লিপিবদ্ধ করিবেন। যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তবে জজ সাহেব আইনানুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

৩০৭ ধারা। (১) তদ্রূপ কোন মোকদ্দমায় অভিযোগের যে যে দফায় অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তৎসমুদয়ের কি তন্মধ্যে কোনটার সম্বন্ধে জুরির কিম্বা তাঁহাদের অধিকাংশ ব্যক্তির মতের সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের যদি অনৈক্য হয় এবং ন্যায়বিচারের পক্ষে হাই কোর্টে মোকদ্দমা অর্পণ করা আবশ্যক ইহাই তাঁহার স্পষ্ট মত হয় তাহা হইলে আপন মতের হেতু লিখিয়া, ও জুরিদের মীমাংসা নির্দ্দোষ নির্ণয়ের হইলে, তাঁহার বিবেচনায় যে অপরাধ করা হইয়াছে তাহা লিখিয়া ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিবেন।

জুরির মীমাংসার সহিত সেশন জজ সাহেবের মতের অনৈক্য হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) যখন জজ সাহেব এই ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করেন যে২ অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার হয় তন্মধ্যে কোনটার সম্বন্ধে তিনি নির্দ্দোষ নির্ণয়ের কি অপরাধ নির্ণয়ের নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ করিবে না, কিন্তু তিনি অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পুনরায় হেফাজতে রাখিবার কি তাহার স্থানে হাজির জামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

(৩) হাই কোর্ট আপীল হইলে যে সকল ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারেন তদ্রূপ অর্পিত মোকদ্দমা লইয়া তন্মধ্যে কোন ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারিবেন, এবং সেই ক্ষমতার অধীনে সমস্ত সাক্ষ্য বিবেচনা করিয়া দেখিয়া ও সেশন জজ ও জুরিরা মতের প্রতি যথাযথ আস্থা প্রদর্শন করিয়া যে অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিয়া জুরির সম্মুখে উপস্থিত করা যায় তাহা লইয়া জুরি যেরূপে পারিতেন সেইরূপে অভিযুক্ত ব্যক্তির নির্দ্দোষিতা নির্ণয় কি অপরাধ নির্ণয় করিবেন। অপরাধ নির্ণয় করিলে সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন সেই দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

ছ।—জুরিকে বিদায় দিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচারের বিধি।

৩০৮ ধারা। জুরিকে বিদায় করিয়া দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখা যাইবে কিম্বা স্থল বিশেষে হাজির জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে ও অন্য জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইবে। কিন্তু তাহার পুনশ্চ বিচার হওয়া উচিত নয় জজ সাহেবের এই বিবেচনা হইলে, তিনি অভিযোগপত্রে সেই মর্ম্মের কথা লিখিবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের তুল্য সেই কথার ফল হইবে।

জুরিকে বিদায় করিবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনশ্চ বিচার হইবার কথা।

জ।—আসেসরদিগের সহকারিতায় যে মোকদ্দমার বিচার হয়, তাহার সমাপ্তির বিধি।

৩০৯ ধারা। (১) আসেসরদের সহকারিতায় মোকদ্দমার বিচার হইলে, প্রতিবাদের পরও অভিযোক্তা উত্তর দিলে তাহার পর আদালত অভিযোগ ও প্রতিবাদের পক্ষে যে সাক্ষ্য থাকে তাহার সার বলিয়া প্রত্যেক জন আসেসরকে বচনক্রমে আপনার মত জানাইতে আদেশ করিবেন ও ঐ মত লিপিবদ্ধ করিবেন।

আসেসরদের মত দিবার কথা।

(২) তদনন্তর জজ সাহেব আপনার নিষ্পত্তি দিবেন। কিন্তু তিনি আসেসরদের মতানুসারে চলিতে বাধ্য হইবেন না।

নিষ্পত্তির কথা।

(৩) যদি অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে জজ সাহেব আইন অনুসারে তাহার দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন।

ঝ।—পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক বিধি।

৩১০ ধারা। জুরিদ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যে বিচার হইলে, যদি পূর্ব্বে কোন অপরাধ নির্ণয় হইবার পর অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে কোন অপরাধ করিবার অভিযোগ হয় তবে ২৭১, ২৮৬, ৩০৫, ৩০৬ ও ৩০৯ ধারায় যে কার্য্যপ্রণালী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিতরূপে পরিবর্ত্তিত করিতে হইবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় হইয়া থাকিলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(ক) অভিযুক্ত ব্যক্তি পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার না করিলে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় না হইলে, যত দিন স্বীকার বা অপরাধ নির্ণয় না হয়, তত দিন অভিযোগপত্রের যে অংশে পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয়ের কথা লেখা থাকে, সেই অংশ আদালতে পাঠ করা যাইবে না এবং অভিযোগপত্রের উক্তিমতে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ইহা জিজ্ঞাসা করা যাইবে না।

(খ) যদি সে পরবর্ত্তী অপরাধে অপরাধী বলিয়া স্বীকার করে কিম্বা তাহার ঐ অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে অভিযোগপত্রের উক্তিমত পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে কি না, ইহা তাহাকে জিজ্ঞাসা করা যাইবে।

(গ) আসেসরদিগের সহযোগীতায় বিচার করা হইলে, যাবৎ পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের বিষয়ের নিষ্পত্তি না হয় তাবৎ লিখিত নিষ্পত্তি দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

(ঘ) ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে এরূপ উত্তর দিলে, বিচারপতি তদনুসারে তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন; কিন্তু ঐরূপে পূর্ব্বে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সে ইহা স্বীকার না করিলে, কিম্বা ঐ প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে বা না দিলে, জুরি কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত ও আসেসরেরা উক্ত পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য শ্রবণ করিবেন, এবং এরূপ স্থলে জুরিদ্বারা বিচার হইলে জুরির অন্তর্গত ব্যক্তিদিগকে আবার শপথ দেওয়া আবশ্যক হইবে না।

৩১১ ধারা। যদি পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের কথা সাক্ষ্যবিষয়ক ভারতবর্ষীয় ১৮৭২ সালের আইনানুসারে প্রাসঙ্গিক কথা হয় তাহা হইলে ঠিক পূর্ব্ববর্ত্তী ধারায় যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও পরবর্ত্তী অপরাধের বিচারে পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের সাক্ষ্য দেওয়া যাইতে পারিবে।

পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয়ের সাক্ষ্য যে স্থলে দেওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

ঞ।—হাই কোর্টের জুররদের ফর্দ্দের ও উক্ত কোর্টের জুররদিগকে ডাকিবার বিধি।

৩১২ ধারা। বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দে এককালে চারি শতের অধিক ব্যক্তির নাম লেখা যাইবে না।

বিশেষ জুরির সংখ্যার কথা।

৩১৩ ধারা। (১) হাই কোর্ট সময়েং যেং বিধি নির্দ্দেশ করেন, ক্লার্ক অফ্‌দি ক্রৌন প্রতিবৎসর আপ্রিল মাসের প্রথম দিনের পূর্ব্বে সেই বিধিমতে,

সাধারণ ও বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের কথা।

(ক) সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত সকল ব্যক্তির নামের ফর্দ্দ, ও

(খ) যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য তাঁহাদেরও নামের ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন।

(২) শেষোক্ত ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে গেলে তিনি ঐ ব্যক্তিদের সম্পত্তি ও সদাচার ও বিদ্যাবত্তা লক্ষ্য করিয়া নাম লিখিবেন।

(৩) পূর্ব্ব কোন বৎসরের বিশেষ জুরির নামের ফর্দ্দের মধ্যে নাম লেখা গিয়াছে, কেবল এই কারণে কোন ব্যক্তি বিশেষ জুরির নামের মধ্যে আপনার নাম লিখাইবার দাওয়া রাখিতে পারিবেন না।

(৪) ফোর্ট উইলিমলস্থ হাই কোর্ট হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এবং অন্য কোন হাই কোর্ট হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় বেতনভোগী কোন কর্ম্মচারিকে জুরির কর্ম্মকরণ হইতে মুক্ত করিতে পারিবেন।

(৫) ক্লার্ক অফ দি ক্রৌন পূর্ব্বোক্ত বিধি মানিয়া স্বীয় বিবেচনামতে যদ্রূপ উচিত বোধ করেন তদ্রূপে ঐ২ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিতে সম্পূর্ণ ক্ষমতাপন্ন হইবেন। তাঁহার নিষ্পত্তির উপর আপীল নাই, পুনরালোচনাও নাই।

যে কর্ম্মচারী ফর্দ্দ প্রস্তুত করেন তাহার স্ববিবেচনা মতে কর্ম্ম করিবার কথা।

৩১৪ ধারা। (১) সাধারণ জুরির এবং বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের প্রাথমিক ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবার পর আপ্রিল মাসের ১৫ তারিখের পূর্ব্বে উহা ক্লার্ক অফ দি ক্রৌনের স্বাক্ষরযুক্ত হইয়া স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশিত হইবে।

প্রাথমিক ও সংশোধিত ফর্দ্দ প্রকাশ করিবার কথা।

(২) সাধারণ জুরির ও বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত ব্যক্তিদের নামের সংশোধিত ফর্দ্দ পূর্ব্বোক্তমতে স্বাক্ষরিত হইয়া প্রস্তুত হইলে পর, যে মাসের প্রথম দিবসের পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে একবার প্রকাশ করা যাইবে।

(৩) উক্ত ফর্দ্দের নকল কোর্ট হৌসের কোন প্রকাশ স্থানে স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

রাজধানী নগরে জুরির কর্ম্ম করিতে যত জনকে সমন করিতে হইবে তাহার কথা।

৩১৫ ধারা। (১) উক্ত সংশোধিত ফর্দ্দে যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে প্রত্যেক রাজধানী নগরে প্রত্যেক সেশন সময়ে তাঁহাদের মধ্য হইতে যাঁহারা বিশেষ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন সাতাইশ জনকে ও যাঁহারা সাধারণ জুরির কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের অন্যূন চুয়ান্ন জনকে সমন করা যাইবে।

(২) কোন ব্যক্তিকে একবার সমন করা গেলে পর, যদি তাঁহাকে না লইয়া জুরির সংখ্যা পূর্ণ হইতে পারে, তবে ছয় মাসের মধ্যে তাঁহাকে আবার সমন করিতে হইবে না।

অতিরিক্ত সমনের কথা।

(৩) যেং ব্যক্তিদিগকে সমন করা গেল সেশনের কার্য্য চলন সময়ে তাঁহাদের সংখ্যা প্রচুর নয় জানা গেলে অন্য যে ব্যক্তিরা পূর্ব্বোক্তমতে জুরির কর্ম্ম করিতে যোগ্য হন তাঁহাদের মধ্য হইতে আর যত জনের প্রয়োজন থাকে তত জনকে ঐ সেশনের নিমিত্ত সমন করা যাইতে পারিবে।

রাজধানীর বাহিরে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করিবার কথা।

৩১৬ ধারা। কোন হাই কোর্ট ফৌজদারী মোকদ্দমা আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিবার নিমিত্ত রাজধানী নগর ভিন্ন কোন স্থানে অধিবিষ্ট হইবার অভিপ্রায়ের নোটিস দিলে পর যে কোন আজ্ঞা করিয়া থাকেন, তৎস্থানের সেশন আদালত সেই আজ্ঞা প্রবল মানিয়া, সেশন আদালতে জুরির ব্যক্তিদিগকে সমন করণার্থে পরে যে প্রকারের বিধান করা গেল সেই প্রকারে স্বীয় জুরির ফর্দ্দ হইতে যত জন জুররের প্রয়োজন তাহাদিগকে সমন দিবেন।

সৈনিক জুরির কথা।

৩১৭ ধারা। (১) উক্ত সেশন আদালত জুরির ব্যক্তি বলিয়া যত জনকে সমন করিলেন পূর্ব্বোক্ত হাই কোর্টের সম্মুখে যে সকল ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহাদের বিচারের জন্য ঐ২ ব্যক্তি ছাড়া আর যত জনকে লইয়া জুরি হইবে, তাঁহাদের সংখ্যা পূর্ণ করিবার নিমিত্ত প্রয়োজন বোধ করিলে, কোর্ট যে স্থানে অধিবেশন করিবেন তথা হইতে দশ মাইলের মধ্যবাসী প্রধান সেনাপতি সাহেবের সঙ্গে লিখন পঠন করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর সৈন্যদলের সনদ প্রাপ্ত ও সনদ অপ্রাপ্ত কএকজন কর্ম্মচারিকে সমন করাইবেন।

(২) যত জন কর্ম্মচারিকে তদ্রূপে সমন করা যায়, এই আইনে প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও, তাঁহারা ঐ জুরির কর্ম্ম করিবার যোগ্য হইবেন। কিন্তু উক্ত কর্ম্মচারির সৈন্যসংক্রান্ত অত্যাবশ্যক কার্য্য থাকাতে, কিম্বা সৈন্যসংক্রান্ত অন্য বিশেষ কারণে, প্রধান সেনাপতি সাহেব জুরির কর্ম্ম হইতে তাঁহার মুক্ত থাকার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তাঁহাকে সমন করা যাইবে না।

জুরির কোন ব্যক্তি উপস্থিত না হইলে তাহার কথা।

৩১৮ ধারা। কোন ব্যক্তিকে ৪১৫ কি ৩১৬ কি ৩১৭ ধারামতে সমন করা গেলে তিনি বৈধ কারণ না থাকিতেও সমনের আদেশমতে উপস্থিত না হইলে, কিম্বা উপস্থিত হইলেও জজ সাহেবের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া গেলে, কিম্বা আদালতের কার্য্য স্থগিত হইয়া অন্য সময়ে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইলেও সেই সময়ে উপস্থিত না হইলে, তাঁহাকে অবজ্ঞা করণের অপরাধী বলিয়া জ্ঞান হইবে, ও জজ সাহেব যত টাকা দণ্ড উচিত বোধ করেন তাঁহার আজ্ঞামতে ঐ ব্যক্তির তত টাকা দণ্ড হইতে পারিবে, ও সেই দণ্ডের টাকা না দিলে, যত দিন না দেন তত দিন তাঁহার দেওয়ানী জেলে অনধিক ছয় মাস কাল পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারিবে।

কিন্তু আদালত আপন বিবেচনানুসারে ঐরূপে নির্দ্ধারিত কোন জরিমানা বা কারাদণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন।

ট।—সেশন আদালতের জুররদের ও আসেসরদের নাম নির্দ্দিষ্ট করিবার ও তাহাদিগকে সমন দিবার বিধি।

জুরর ও আসেসর স্বরূপ কর্ম্ম করিতে হইবার কথা।

৩১৯ ধারা। কোন জিলায় পশ্চাল্লিখিত ব্যক্তি ভিন্ন একবিংশ বৎসরাবধি ষষ্টি বৎসর পর্য্যন্ত বয়সের যত পুরুষ বাস করেন, ঐ জিলায় কিম্বা যদি স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় এতদর্থে কোন ক্ষুদ্রতর স্থান ধার্য্য করিয়া থাকেন তাহা হইলে ঐরূপে ধার্য্য করা স্থানের মধ্যে যে কোন বিচার হয় তাহাতে তাঁহাদের জুরির ও আসেসরদের কর্ম্ম করিতে হইবে।

বর্জ্জিত ব্যক্তিদের কথা।

৩২০ ধারা। নিম্নলিখিত ব্যক্তিরা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম হইতে মুক্ত, অর্থাৎ

(ক) জিলার মাজিষ্ট্রেটের ঊর্দ্ধ শ্রেণীর যে সকল কর্ম্মচারী সিবিল কর্ম্মে নিযুক্ত থাকেন তাঁহারা।

(খ) জজেরা।

(গ) রাজস্বের কি কষ্টমের কমিশনর ও কালেক্টর সাহেবেরা।

(ঘ) পোলীসের কর্ম্মচারিরা ও কষ্টম ডিপার্টমেণ্টে মাশুল চুরি নিবারণের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঙ) কালেক্টর সাহেব রাজস্ব আদায়ের কর্ম্মে নিযুক্ত যে সকল ব্যক্তিকে রাজকীয় কর্ম্ম প্রযুক্ত মুক্ত করা উচিত বোধ করেন তাঁহারা।

(চ) যাঁহারা আপনং ধর্ম্মসম্পর্কীয় পৌরহিত্য কর্ম্ম করেন তাঁহারা ও ধর্ম্মসংক্রান্ত পদে নিযুক্ত অন্য ব্যক্তিরা।

(ছ) সৈন্য সম্পর্কীয় কর্ম্মে নিযুক্ত সকল ব্যক্তি। কিন্তু যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তদনুসারে উক্ত ব্যক্তিদিগকে বিশেষমতে ঐ কর্ম্ম করিবার যোগ্য করা গেলে তাঁহারা নিযুক্ত হইতে পারিবেন।

(জ) চিকিৎসকেরা ও অন্য যে ব্যক্তিরা নিয়ত প্রকাশ্যরূপে চিকিৎসাকর্ম্ম করেন তাঁহারা।

(ঝ) ডাকঘরের ও টেলিগ্রাফ বিভাগের কর্ম্মে নিযুক্ত ব্যক্তিরা।

(ঞ) দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৬৪০ ও ৬৪১ ধারার বিধানমতে যাঁহাদিগকে আদালতে স্বয়ং উপস্থিত না হইবার অনুমতি দেওয়া যায় তাঁহারা।

(ট) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্য যে ব্যক্তিদিগকে জুরির বা আসেসরের কর্ম্ম করিবার দায় হইতে মুক্ত করেন তাঁহারা।

জুরির ও আসেসরদের নামের নির্ঘণ্টের কথা।

৩২১ ধারা। (১) জুরর বা আসেসরস্বরূপ কর্ম্ম করিতে বাধ্য যে ব্যক্তিরা সেশন জজ ও জিলার কালেক্টর সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সময়ে সময়ে অন্য যে কর্ম্মচারিকে এতৎপক্ষে নিযুক্ত করেন তাঁহার বিবেচনায় জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার যোগ্য হন, এবং ২৭৮ ধারার (খ) অবধি (জ) পর্য্যন্ত প্রকরণক্রমে যাঁহাদের বিরুদ্ধে সর্ব্বরূপ আপত্তি হইবার সম্ভাবনা নাই উক্ত সেশন জজ কি কালেক্টর সাহেব কিম্বা উক্ত অন্য কর্ম্মচারী বর্ণাবলীক্রমে তাঁহাদের নামের এক নির্ঘণ্টপত্র লিখিয়া প্রস্তুত করিবেন।

(২) ঐ নির্ঘণ্টপত্রে উক্ত প্রত্যেক জনের নাম ও বাসস্থান ও পদ কি ব্যবসায় লেখা থাকিবে; ও তাঁহাদের কোন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় লোক হইলে যে জাতীয় হন তাহাও লেখা যাইবে।

নির্ঘণ্ট প্রচার করিবার কথা।

৩২২ ধারা। ঐ নির্ঘণ্টপত্রের প্রতিলিপি কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারির কাছারীতে ও জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের ও ডিষ্ট্রিক্ট কোর্টের আদালত ঘরে, ও সেই নির্ঘণ্টপত্রের লিখিত ব্যক্তিরা যেং নগরে কি নগরের নিকটে বাস করেন তাহার কোন প্রকাশ্য স্থানে লাগাইয়া দেওয়া যাইবে।

নির্ঘণ্টের প্রতি আপত্তির কথা।

৩২৩ ধারা। সেই প্রত্যেক প্রতিলিপির নিম্নভাগে এই মর্ম্মের নোটিস লেখা থাকিবে যে ঐ নির্ঘণ্ট বিষয়ে কাহারও আপত্তি থাকিলে সেশন জজ ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারী অমুক সময়ে সেশন আদালত ঘরে ঐ আপত্তি শুনিয়া নিষ্পত্তি করিবেন।

নির্ঘণ্ট সংশোধনের কথা।

৩২৪ ধারা। (১) সেশন জজ সাহেব উক্ত আপত্তি শুনিবার নিমিত্ত কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারির সঙ্গে বসিবেন ও ঐ নোটিসের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে ঐ নির্ঘণ্টপত্র সংশোধন করিবেন ও তৎসংশোধনে যাঁহাদের স্বার্থ থাকে এমত কোন ব্যক্তি আপত্তি করিলে তাহা শুনিবেন, কোন ব্যক্তিকে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করিবার অযোগ্য বিবেচনা করিলে কিম্বা ৩২০ ধারামতে সেই কর্ম্ম হইতে অব্যাহতি পাইবার যে বিধান আছে কোন ব্যক্তি সেই বিধানমতে নিষ্কৃতি চাহিলে তাঁহারা তাঁহাদের নাম উঠাইয়া ঐ কর্ম্মের যোগ্য অন্য যে ব্যক্তির নাম তন্মধ্যে লেখা যায় নাই তাহা লিখিবেন।

(২) সেশন জজ সাহেবের ও কালেক্টর সাহেবের কিম্বা পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারির মতের অনৈক্য হইলে নির্ঘণ্টপত্র হইতে প্রস্তাবিত জুররের কি আসেসরের নাম উঠাইয়া দেওয়া যাইবে।

(৩) সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারী ঐ সংশোধিতপত্রের প্রতিলিপিতে স্বাক্ষর করিয়া তাহা সেশন আদালতে পাঠাইবেন।

(৪) সেশন জজ সাহেব ও কালেক্টর সাহেব কি পূর্ব্বোক্ত অন্য কর্ম্মচারী ঐ নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত ও সংশোধন করণ সম্পর্কীয় যে আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

(৫) এই ধারামতে নিষ্কৃতি পাইবার দাওয়া না করা গেলে, পরে নির্ঘণ্টপত্র যৎকালে সংশোধিত হইবে তৎকাল পর্য্যন্ত ঐ দাওয়া পরিত্যাগ করা গিয়াছে বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে।

বৎসরং ঐ পত্র সংশোধনের কথা।

(৬) তদ্রূপে প্রস্তুত ও সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রতিবৎসর একবার সংশোধন করা যাইবে।

(৭) তদ্রূপ সংশোধিত নির্ঘণ্ট নূতন নির্ঘণ্টস্বরূপ জ্ঞান হইবে, ও প্রথমবার প্রস্তুত নির্ঘণ্ট সম্বন্ধীয় পূর্ব্বোক্ত সকল বিধি ঐ নূতন নির্ঘণ্টের প্রতি খাটিবে।

বিশেষ জুরিদের নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করিবার কথা।

৩২৫ ধারা। যে কোন জিলার নিমিত্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন যে জজ সাহেব আদেশ করিলে কোন কোন অপরাধের বিচার বিশেষ জুরি দ্বারা হইবে সেই জিলা সম্বন্ধে ঐ জিলার সেশন জজ ও কালেক্টর বা পূর্ব্বোক্ত-

যত অপর কর্মচারী ইহার পূর্ব্বে যে সংশোধিত ফর্দ্দ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে তদতিরিক্ত একখানি বিশেষ ফর্দ্দ প্রস্তুত করিবেন। উহাতে সংশোধিত ফর্দ্দের লিখিত যে জুরিরা ঐ সেশন জজ ও কালেক্টর বা পূর্ব্বোক্তমত অপর কর্ম্মচারির বিবেচনায় সম্পত্তি, চরিত্র বা শিক্ষা সম্বন্ধে বিশিষ্টরূপে যোগ্যতাসম্পন্ন বলিয়া বিশেষ জুরিস্বরূপ কর্ম্ম করিবার উপযুক্ত তাঁহাদের নাম লিখিতে হইবে। কিন্তু কোন ব্যক্তির নাম এরূপ বিশেষ ফর্দ্দভুক্ত হইবার দরুণ সংশোধিত ফর্দ্দ হইতে উঠিয়া যাইবে না এবং যে সকল মোকদ্দমার বিচার বিশেষ জুরির দ্বারা না হয় সেই সকল মোকদ্দমায় সাধারণ জুরিস্বরূপ কর্ম্ম করিবার পক্ষে তাঁহার যে দায়িত্ব আছে তিনি সেই দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবেন না।

৩২৬ ধারা। (১) সেশন আদালতের অধিবেশন কালে জুরির দ্বারা কিম্বা আসেসরদের সাহায্যাবলম্বনে যেং মোকদ্দমার বিচার হইবে সেই বিচার কালে সেশন জজ সাহেব যত জনের প্রয়োজন জ্ঞান করেন অধিবেশন করিবার নির্দ্ধারিত দিনের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি উক্ত সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রের কিম্বা বিশেষ নির্ঘণ্টপাত্রের লিখিত তত জনকে আহ্বান করিবার আজ্ঞাপত্র দিবেন; ঐ সেশনের বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যত জনের প্রয়োজন হয়, তাহার দ্বিগুণের ন্যূন ব্যক্তিকে সমন করাইবেন না।

জুরর ও আসেসরদিগকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সমন করিবার কথা।

(২) যে ব্যক্তিরা তৎপূর্ব্ব ছয় মাসের মধ্যে উক্ত কর্ম্ম করিয়াছেন তাহাদিগকে না ধরিয়া যদি উপযুক্ত সংখ্যার ব্যক্তিদিগকে পাওয়া যাইতে পারে তবে তাঁহাদিগকে ত্যাগ করিয়া অন্য ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে। কোন্ কোন্ ব্যক্তিদিগকে সমন করিতে হইবে ইহা মুক্তদ্বার আদালতে গুলিবাঁট করিয়া নির্দ্ধার্য্য হইবে, ও উক্ত আজ্ঞাপত্রে তাঁহাদের নাম লেখা যাইবে।

৩২৭ ধারা। সেশন আদালতের এককালীন অধিবেশনে অনেক মোকদ্দমার বিচার করিতে হইলে ও বিচারার্থে যে জুরিকে কি যে আসেসরদিগকে সমন করা গেল, তাঁহাদের সেই সমস্ত মোকদ্দমার বিচারে উপস্থিত থাকিতে হইলে বহু ক্লেশ সম্ভাবনা, অথবা অন্য কোন কারণে আবশ্যক বোধ হইলে সেশন আদালত ৩২৬ ধারার নির্দ্দিষ্ট সময় ভিন্ন অন্য সময়ে জুরর কি আসেসরদিগকে সমন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অন্য জুররদিগকে কি আসেসরদিগকে সমন করিবার ক্ষমতার কথা।

৩২৮ ধারা। জুররকে কি আসেসরকে যে সমন দেওয়া যায় তাহা লিখিয়া দেওয়া যাইবে ও ঐ পত্রে যে সময় ও স্থান নির্দ্দিষ্ট থাকে তাঁহার প্রতি ঐ সময়ে ও স্থানে জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে উপস্থিত হইবার আদেশ থাকিবে।

সমনের পাঠের ও তাহাতে যাহা লিখিত থাকিবে তাহার কথা।

৩২৯ ধারা। জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করণার্থে যে ব্যক্তিকে সমন করা যায় তিনি যদি গবর্ণমেণ্টের কিম্বা রেলওয়ে কোম্পানির কর্ম্মচারী হন সেই ব্যক্তির জুরির কি স্থল বিশেষে আসেসরের কর্ম্ম করিতে হইলে রাজকীয় কার্য্যের ব্যাঘাত হইতে পারে তিনি যে দফ্তরখানায় কর্ম্ম করেন সেই দফ্তরখানার প্রধান কর্ম্মচারির উক্তিমতে ইহা দৃষ্ট হইলে যে আদালতে কর্ম্ম করণার্থে তাঁহাকে সমন দেওয়া যায় সেই আদালত ঐ ব্যক্তির উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

গবর্ণমেণ্টের কি রেলওয়ের কর্ম্মচারিকে কখন অব্যাহতি দেওয়া যাইবে তাহার কথা।

৩৩০ ধারা। (১) উপযুক্ত হেতু থাকিলে সেশন আদালত বিশেষ কোন অধিবেশন কালে জুরির কোন ব্যক্তির কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়া ক্ষমা করিতে পারিবেন।

আদালতের জুররের কি আসেসরের উপস্থিত না হওয়ার অনুমতি দিতে পারিবার কথা।

(২) বিশেষ জুরি দ্বারা কোন বিচার সমাপ্ত হইলে সেশন আদালত যদি উপযুক্ত বিবেচনা করেন তাহা হইলে এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, যে সকল জুরি সেই জুরিতে কার্য্য করিয়াছেন তাঁহাদিগকে বার মাস কালের জন্য পুনরায় জুরিস্বরূপ কার্য্য করিবার নিমিত্ত সমন দেওয়া যাইবে না।

বিশেষ জুরিদিগকে পুনরায় জুরিস্বরূপ কার্য্য করিবার দায় হইতে বার মাসের জন্য আদালতের নিষ্কৃতি দিতে পারিবার কথা।

৩৩১ ধারা। (১) সেশন আদালতের যে অধিবেশনকালে যাঁহারা জুরির কি আসেসরের কর্ম্ম করেন আদালত সেই অধিবেশনে তাঁহাদের নামের নির্ঘণ্ট লেখাইবেন।

জুরির যে ব্যক্তিরা কি যে আসেসরেরা উপস্থিত হন তাহাদের নামের নির্ঘণ্টের কথা।

(২) ৩২৪ ধারামতে জুররদের ও আসেসরদের নামের যে সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্র প্রস্তুত করা যায় তাহার সঙ্গে উক্ত নির্ঘণ্টপত্র রাখিতে হইবে।

(৩) এই ধারামতে প্রস্তুত নির্ঘণ্টে যাঁহাদের নাম লেখা যায় উক্ত সংশোধিত পত্রের এক পার্শ্বে তাঁহাদের নামের উল্লেখ থাকিবে।

৩৩২ ধারা। (১) কোন ব্যক্তিকে জুরর কি আসেসরস্বরূপে উপস্থিত হইবার সমন করা গেলে, যদি ন্যায্য কোন কারণ না থাকিলেও তিনি ঐ সমনের আদেশ মতে উপস্থিত না হন, কিম্বা উপস্থিত হইয়াও যদি আদালতের অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যান কিম্বা বিচারকার্য্য স্থগিত হইয়া দিনান্তর নিরূপণ হইলে সেই দিনে উপস্থিত হইবার আজ্ঞা পাইয়াও যদি উপস্থিত

জুরর কি আসেসর অনুপস্থিত হইলে দণ্ডের কথা।

না হন তবে সেশন আদালতের আজ্ঞামতে তাঁহার এক শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ড হইতে পারিবে।

(২) যে আদালত ঐ আজ্ঞা করেন সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ জুররের কি ঐ আসেসরের অস্থাবর যে দ্রব্য থাকে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহা ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ড আদায় করিতে পারিবেন।

(৩) উপযুক্ত কারণ দেখান হইলে আদালত ঐরূপে নির্দ্ধারিত কোন জরিমানা ক্ষমা করিতে বা কমাইয়া দিতে পারিবেন।

(৪) ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা ঐ অর্থদণ্ডের টাকা আদায় হইতে না পারিলে, সেশন আদালতের আজ্ঞাক্রমে, ঐ জুররকে কি আসেসরকে পঞ্চদশ দিন পর্য্যন্ত দেওয়ানী জেলখানায় কারাবদ্ধ করা যাইতে পারিবে। ইতিমধ্যে ঐ টাকা দেওয়া গেলেই মুক্ত করা করা যাইবে।

ঠ।—হাই কোর্ট সম্বন্ধে বিশেষ বিধান।

আডবোকেট জেনরলের অভিযোগ না চালাইবার ক্ষমতার কথা।

৩৩৩ ধারা। এই আইনমতে কোন হাই কোর্টে বিচার কার্য্য চলন কালে আডবোকেট জেনরল সাহেব মীমংসা জানাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে বিহিত বোধ করিলে শ্রীশ্রীমতীর পক্ষে কোর্টে এই কথা জানাইতে পারিবেন যে আসামীর বিপক্ষে যে অভিযোগ হইয়াছে তৎক্রমে আমি এই মোকদ্দমা আর চালাইব না, তাহা হইলে আসামীর বিপক্ষে সেই অভিযোগক্রমে আর কার্য্যানুষ্ঠান হইবে না ও তাহাকে সেই অভিযোগ হইতে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু বিচারপতি প্রকারান্তরের আদেশ না করিলে তাহার তদ্রূপ মুক্ত করণ নির্দ্দোষী নির্ণয়ের তুল্য হইবে না।

অধিবেশনের সময়ের কথা।

৩৩৪ ধারা। প্রত্যেক হাই কোর্টের চীফ জষ্টিস সাহেব সময়েং যেং দিন, ও সুবিধামতে যতকাল ব্যবধানে অধিবেশন করিতে নিরূপণ করেন, সেইং দিনে ও তত কাল অন্তর ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার জন্যে কোর্টের অধিবেশন হইবে।

অধিবেশন করিবার স্থানের কথা।

৩৩৫ ধারা। (১) হাই কোর্ট এইক্ষণে যে স্থানে অধিবিষ্ট হইয়া থাকেন সেই স্থানে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ফোর্ট উইলিয়ম রাজধানীর হাই কোর্টের প্রতি, কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট অন্যং হাই কোর্টের প্রতি অন্য স্থানে অধিবেশন করিতে আজ্ঞা করিলে, সেই স্থানে অধিবেশন করিবেন।

(২) কিন্তু সময়েং ফোর্ট উইলিয়মের হাই কোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি লইয়া ও অন্যং স্থানের হাই কোর্ট তত্তৎ স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া আপীলী মোকদ্দমার পক্ষে ঐ কোর্টের বিচারাধিপত্য যে সীমার মধ্যে প্রবল থাকে, সেই সীমার অন্তর্গত অন্য যেং স্থান নিরূপণ করেন, সেইং স্থানে অধিবেশন করিতে পারিবেন।

অধিবেশনের নোটিস দিবার কথা।

(৩) ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করণার্থ হাই কোর্টের যে ক্ষমতা থাকে, সেই ক্ষমতায়তে কার্য্য করিবার জন্য অধিবেশন করিবার মানস থাকিলে, চীফ জষ্টিস সাহেব যে কর্ম্মচারির প্রতি আদেশ করেন তিনি ঐ অধিবেশন হইবার পূর্ব্বে স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে তদ্বিষয়ের নোটিস প্রচার করিবেন।

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার বিচার হইবার স্থানের কথা।

৩৩৬ ধারা। ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদিগকে ও ২১৪ ধারামতে হাই কোর্টে যাহাদের বিচার হইতে পারে সেং ব্যক্তিদিগকে নির্দ্দিষ্ট কোনং জিলায় কিম্বা বৎসরের নির্দ্দিষ্ট কোনং সময়ে হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পণ করা গেলে ঐ কোর্ট আপনার নিয়ত অধিবেশনের স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা নির্দ্দিষ্ট অন্য স্থানে তাঁহাদের বিচার হইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

---

২৪ চতুর্ব্বিংশ অধ্যায়।

তদন্ত ও বিচার সংক্রান্ত সাধারণ বিধি।

সহায়ের ক্ষমা করিতে প্রস্তাব করিবার কথা।

৩৩৭ ধারা। (১) কেবল সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচার্য্য কোন অপরাধ হইলে তদন্তাধীন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, তাহার সাক্ষ্য লইবার অভিপ্রায়ে সেই ব্যক্তি ঐ কৃত অপরাধ বিষয়ে যাহা জ্ঞাত আছে সম্পূর্ণ ও যথার্থ ভাবে তাহার তাবৎ বৃত্তান্ত ও ঐ অপরাধ করণ কার্য্যে অন্য যত জন মুখ্যভাবে বা সহায়স্বরূপ লিপ্ত থাকে তাহাদের নাম প্রকাশ করিবে এই নিয়মে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি ঐ মোকদ্দমার তদন্তকারী প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের অনুমতিক্রমে অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট তাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব করিতে পারিবেন।

(২) কোন ব্যক্তি এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলে ঐ মোকদ্দমার সাক্ষীর ন্যায় ঐ ব্যক্তির সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

(৩) সেই ব্যক্তি যদি হাজিরজামিন দিয়া মুক্ত না থাকে তবে সেশন আদালতে বা স্থল বিশেষে হাই কোর্টে ঐ মোকদ্দমার বিচার সমাপ্ত না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে হেফাজতে রাখা যাইবে।

(৪) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন যে মাজিষ্ট্রেট এই ধারামত ক্ষমার প্রস্তাব করেন, তিনি তাহার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন, এবং কোন মাজিষ্ট্রেট এই ধারামতে তদ্রূপ প্রস্তাব করিয়া যে ব্যক্তির নিকট প্রস্তাব করা যায় তাহার পরীক্ষা লইলে, আপনি মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন না, অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধ উক্ত মাজিষ্ট্রেটের বিচার্য্য হইলেও, পারিবেন না।

৩৩৮ ধারা। তদ্রূপে কোন অপরাধে যাহার স্পষ্টরূপে কি চক্রান্তে সম্পর্ক কি সমজ্ঞান থাকা অনুমান হয়, যে আদালতে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় সেই আদালত ঐ মোকদ্দমার বিচার কালে উক্ত কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য গ্রহণাভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সমর্পণ করা গেলে পর কিন্তু নিষ্পত্তি হইবার পূর্ব্বে ঐ ব্যক্তিকে ক্ষমার প্রস্তাব করিতে পারিবেন কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটকে বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে পূর্ব্বোক্ত নিয়মমতে ঐ ব্যক্তির ক্ষমার প্রস্তাব করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

ক্ষমার প্রস্তাব করিতে আদেশ দিতে পারিবার কথা।

৩৩৯ ধারা। (১) ৩৩৭ কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব হইলে পর কোন ব্যক্তি ঐ ক্ষমার প্রস্তাব গ্রাহ্য করিলেও আবশ্যক কোন কথা ইচ্ছাপূর্ব্বক গোপন করিয়া কিম্বা মিথ্যা সাক্ষ্য দিয়া ঐ ক্ষমা পাইবার প্রস্তাবের নিয়ম অনুযায়ী কার্য্য যদি না করে তবে যে অপরাধ সম্পর্কে ক্ষমার প্রস্তাব হইয়াছে কিম্বা সেই বিষয় সম্বন্ধে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া প্রতীতি হয় সেই অপরাধের নিমিত্তে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

যাহাকে ক্ষমা করিবার প্রস্তাব হয় তাহাকেও বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

(২) এই ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব রহিত করা গেলে ক্ষমা পাইবার আশয়ে ঐ ব্যক্তি যে কথা কহিয়াছিল তাহা তাহার বিপক্ষে প্রমাণ মধ্যে উল্লেখ হইতে পারিবে।

(৩) ঐ কথা সম্বন্ধে মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধের অভিযোগ হাই কোর্টের অনুমতি বিনা গ্রাহ্য হইবে না।

৩৪০ ধারা। ফৌজদারী আদালতে কোন ব্যক্তির নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, উকীলের দ্বারা সেই ব্যক্তির পক্ষসমর্থন হইবার অধিকার থাকিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির উকীল নিযুক্ত করিবার অধিকারের কথা।

৩৪১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা না হইলেও তাহাকে আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝাইয়া দিলেও সে বুঝিতে না পারিলে আদালত তদন্ত লওয়ার কি বিচারের কার্য্য চালাইতে পারিবেন; ও হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালত হইলে তদন্ত লইয়া যদি তাহাকে বিচারার্থে সমর্পণ করা যায় কিম্বা বিচার হইয়া যদি তাহার অপরাধ নির্ণয় হয়, তবে ঐ ব্যাপারের বৃত্তান্ত সহিত ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র হাই কোর্টে পাঠান যাইবে। হাই কোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির আনুষ্ঠানিক কার্য্য বুঝিতে না পারিলে তাদ্বষয়ের কথা।

৩৪২ ধারা। (১) সাক্ষ্যে অভিযুক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে যে কোন বিষয় দেখা যায় সে যাহাতে তাহার ব্যাখ্যা করিতে পারে এই অভিপ্রায়ে তদন্ত লওনের কার্য্য চলনের কোন সময়ে আদালত সময়েং অভিযুক্ত ব্যক্তিকে পূর্ব্বে না জানাইয়া তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা আবশ্যক বোধ করেন করিতে পারিবেন এবং অভিযোগের সাক্ষীদের সাক্ষ্য লওয়া গেলে পর ও তাহাকে প্রতিবাদের নিমিত্ত আদেশ করিবার পূর্ব্বে পূর্ব্বোক্ত অভিপ্রায়ে মোকদ্দমা সম্বন্ধে সাধারণতঃ জিজ্ঞাসাবাদ করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করিতে পারিবার কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই প্রশ্নের উত্তর না দিলেও কিম্বা তাহার উত্তরে মিথ্যা কথা কহিলেও তৎপ্রযুক্ত দণ্ডের যোগ্য হইবে না কিন্তু তাহার উত্তর না দেওয়াতে কি মিথ্যা উত্তর দেওয়াতে আদালত ও, জুরি থাকিলে, জুরি তদ্বিষয়ের যে অনুমান ন্যায্য বোধ করেন করিতে পারিবেন।

(৩) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর প্রদান করে তাহা উক্ত তদন্ত ও বিচারকার্য্যে বিবেচিত হইতে পারিবে ও ঐ উত্তর হইতে সে অন্য যে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বুঝা যায় সেই অপরাধের তদন্তে ও বিচার কার্য্যেও তাহার সপক্ষে বা বিরুদ্ধে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে শপথ করাইতে হইবে না।

৩৪৩ ধারা। ৩৩৭ ও ৩৩৮ ধারায় যে স্থলের বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট কোন বিষয়ের অঙ্গীকার করিয়া কি তাহাকে ভয় দেখাইয়া কিম্বা অন্য প্রকারে তাহার জানা কোন কোন কথা প্রকাশ করিবার কি গুপ্ত রাখিবার প্রবৃত্তি জন্মাইয়া দিতে হইবে না।

কোন কথা প্রকাশ করিবার প্রবৃত্তি না দিবার কথা।

৩৪৪ ধারা। (১) কোন সাক্ষীর অনুপস্থিতি প্রযুক্ত কিম্বা যুক্তিমত অন্য কারণে কোন তদন্তের কি বিচার কার্য্যের অনুষ্ঠান স্থগিত রাখা কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করা আবশ্যক কি উপযুক্ত হইলে, আদালত যদি বিহিত বোধ করেন তবে হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া আজ্ঞা লিখিয়া দিয়া সময়েং যে নিয়ম উচিত বোধ করেন সেই নিয়মে যতকাল যুক্তিসিদ্ধ জ্ঞান করেন ততকালের নিমিত্ত সেইং কার্য্য স্থগিত রাখিয়া কি তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিয়া ওয়ারন্ট দিয়া তদ্রূপে অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে ফিরাইয়া দিতে পারিবেন।

আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার কথা।

হেফাজতে ফিরাইয়া দিবার কথা।

কিন্তু এই ধারামতে কোন মাজিষ্ট্রেট একেবারে পঞ্চ-দশ দিনের অধিক কালের নিমিত্ত কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হেফাজতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন না।

(২) হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আদালত এই ধারামত আজ্ঞা করিলে, উক্ত আজ্ঞা লেখা যাইবে ও আধিপত্য-কারী জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণের কথা।

ব্যাখ্যা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি কোন অপরাধ করিয়াছে এমত সন্দেহ করিবার বিশিষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেলে, ও তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইলে আরো প্রমাণ পাইবার সম্ভাবনা থাকিলে, তাহাই তাহাকে ফিরাইয়া পাঠাইবার যুক্তিসঙ্গত কারণ হয়।

অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিবার কথা।

৩৪৫ ধারা। (১) নিম্নলিখিত টেবিলের প্রথম দুই ঘরে বর্ণিত ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের কএক ধারা-মতে দণ্ডনীয় অপরাধ সম্বন্ধে ঐ টেবিলের তৃতীয় ঘরের লিখিত ব্যক্তিরা রফা করিতে পারিবেন।—

অপরাধ।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের যেং ধারা খাটিবে।	যে ব্যক্তি অপরাধ সম্বন্ধে রফা করিতে পারিবেন।
ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে ইচ্ছাপূর্ব্বক দুঃখ দিবার জন্যে জ্ঞানপূর্ব্বক কোন কথা প্রভৃতি কহা।	২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে যে ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার অভিপ্রায় থাকে সেই ব্যক্তি।
পীড়া জন্মান ...	৩২৩, ৩৩৪	যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি।
কোন ব্যক্তিকে অন্যায়-মতে অবরোধ বা বদ্ধ করণ।	৩৪১, ৩৪২	যে ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ বা বদ্ধ করা যায় সেই ব্যক্তি।
আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	৩৫২, ৩৫৫, ৩৫৮	যে ব্যক্তির প্রতি আক্রমণ বা অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
বেআইনমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান।	৩৭৪	যে ব্যক্তিকে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করান যায় সেই ব্যক্তি।
কেবল বেসরকারী কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি নোকসান হইলে, অপকার করণ।	৪২৬, ৪২৭	যে ব্যক্তির ক্ষতি কি নোকসান হয়, সেই ব্যক্তি।
অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণ।	৪৪৭	যে সম্পত্তিতে অনধিকার প্রবেশ ঘটে, সেই সম্পত্তি যাহার অধিকারে থাকে সেই ব্যক্তি।
পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ করণ।	৪৪৮	(ঐ)
অপরাধভাবে চাকরির চুক্তিভঙ্গ করণ।	৪৯০, ৪৯১, ৪৯২	যে ব্যক্তির সহিত অপরাধী চুক্তি করিয়াছে, সেই ব্যক্তি।
পরস্ত্রী গমন ...	৪৯৭	স্ত্রীলোকের স্বামী।
অপরাধভাবে অন্যের পত্নীকে ফুসলাইয়া লওয়া কি হরণ করা কি আটক করিয়া রাখা।	৪৯৮	(ঐ)
অপবাদ করণ ...	৫০০	যে ব্যক্তির অপবাদ করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যাহা অপবাদজনক জ্ঞান হয় এমত কোন বিষয় মুদ্রিত কি ক্ষোদিত করণ।	৫০১	(ঐ)
যাহাতে অপবাদজনক বিষয় থাকে এমন মুদ্রিত কি ক্ষোদিত বস্তু জানিয়া বিক্রয় করণ।	৫০২	(ঐ)
শান্তিভঙ্গের প্রবৃত্তি জন্মাইবার অভিপ্রায়ে জ্ঞানপূর্ব্বক অপমান করণ।	৫০৪	যে ব্যক্তির অপমান করা যায়, সেই ব্যক্তি।
যে অপরাধে সাত বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন অপরাধভাবে ভয় দর্শান।	৫০৬	যে ব্যক্তিকে ভয় দর্শান যায়, সেই ব্যক্তি।

(২) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৪, ৩২৫, ৩৩৫, ৩৩৭, ৩৩৮, ৪২৮, ৪২৯ বা ৪৩০ ধারামতে যথাক্রমে দণ্ডনীয় ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মান, ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মান, যাহাতে প্রাণহানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা পীড়া জন্মান, কিম্বা যাহাতে প্রাণহানি হইবার আশঙ্কা হয় এরূপ কার্য্য দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মান অপরাধের অভিযোগ যে আদালতে উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি পাইলে, যে ব্যক্তির পীড়া জন্মান যায় সেই ব্যক্তি তাহার রফা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে কোন অপরাধের রফা হইতে পারিলে, উক্ত অপরাধের সহায়তাকরণ কিম্বা (যে স্থলে অপরাধ করিবার উদ্যোগ অপরাধ হয় সেই স্থলে উক্ত অপরাধ করিবার উদ্যোগ করণ ঐরূপ রফাযোগ্য হইবে।

(৪) কোন ব্যক্তির এই ধারামতে রফা করিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে অন্য কোন বাধা না থাকিলে, সেই ব্যক্তি যদি নাবালগ বা জড় বা উন্মাদগ্রস্ত হয়, তবে যে ব্যক্তি তাহার পক্ষে চুক্তি করিতে পারেন তিনি ঐ অপরাধের রফা করিতে পারিবেন।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারের নিমিত্ত সমর্পণ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইয়া আপীল দায়ের থাকিলে পর, তাহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা গেল কিম্বা স্থলভেদে যে আদালতে ঐ আপীল শুনা যাইবে সেই আদালতের অনুমতি বিনা ঐ অপরাধের রক্ষা করিতে দেওয়া যাইবে না।

(৬) এই ধারামতে কোন অপরাধের রক্ষা করা গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করণের ন্যায় ফল হইবে।

(৭) এই ধারার বিধানানুসারে ভিন্ন কোন অপরাধের রক্ষা হইতে পারিবে না।

মোকদ্দমা মফঃসল মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার বহির্ভূত হইলে তাঁহার যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৪৬ ধারা। (১) রাজধানী নগরের বহির্ভূত কোন জিলার মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে তদন্তের কি বিচারের কার্য্যানুষ্ঠান হইতেছে এমন সময়ে যদি প্রমাণদৃষ্টে তাঁহার বোধ হয় যে, উক্ত জিলার অন্য কোন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে ঐ মোকদ্দমার বিচার হওয়া কি তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত, তাহা হইলে তিনি সেই আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত করিয়া আপনি যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকটে কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট তাহা পাঠাইতে আজ্ঞা করেন তাঁহার নিকটে ঐ মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন, ও তৎসঙ্গে ঐ মোকদ্দমার ভাব ব্যাখ্যা করিয়া সংক্ষেপ রিপোর্ট দিবেন।

(২) মোকদ্দমা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান যায় তিনি ক্ষমতাপন্ন হইলে আপনি সেই মোকদ্দমার বিচার করিতে পারিবেন অথবা তাহা আপনার অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি অর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা বিচারার্থে সমর্পণ করা উচিত তদন্ত বা বিচার কার্য্য আরম্ভ হইবার পরে মাজিষ্ট্রেট এমত জ্ঞান করিলে তাঁহার কর্ত্তব্যের কথা।

৩৪৭ ধারা। (১) মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন তদন্ত কালে কিম্বা মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে কোন মোকদ্দমার বিচার কালে নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সেই মোকদ্দমার বিচার হওয়া উচিত তাঁহার এমত জ্ঞান হইলে এবং তিনি বিচারার্থে সমর্পণ করিতে সমর্থ হইলে, তিনি আর কোন কার্য্যানুষ্ঠান না করিয়া ইহার পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিবেন।

(২) ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা না থাকিলে তিনি ৩৪৬ ধারামতে কার্য্য করিবেন।

পূর্ব্বে মুদ্রা বা ষ্টাম্প আইন বা সম্পত্তি সম্বন্ধে যাহাদের অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহাদের বিচারের কথা।

৩৪৮ ধারা। ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে যে অপরাধের নিমিত্ত তিন বৎসর কি তদধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারে কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি তাহার নামে উক্ত অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর কি তদধিক কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অন্য অপরাধের অভিযোগ হয়, তাহা হইলে তাহাকে সেশন আদালতে বা স্থলভেদে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে, কিন্তু যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট আনুষ্ঠানিক কার্য্য দায়ের থাকে তিনি যদি এরূপ বিবেচনা করেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে তিনি নিজেই সমুচিত দণ্ডাজ্ঞা দিতে পারেন তবে সমর্পণ করা যাইবে না।

কিন্তু জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি ৩০ ধারামতে ক্ষমতা প্রদান করা হইয়া থাকিলে ঐ মোকদ্দমা সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার পরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

মাজিষ্ট্রেট উচিত মত কঠিন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৩৪৯ ধারা। (১) বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের অভিযোগের সাক্ষ্য ও অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তি অপরাধী কিন্তু আপনি যে প্রকারের কি যে পর্য্যন্ত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারেন ঐ ব্যক্তির তদ্ভিন্ন প্রকারের কি তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড হওয়া উচিত কিম্বা তাহার প্রতি ১০৬ ধারামতে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ হওয়া উচিত কিম্বা তাহার সম্বন্ধে ৫৬১ ধারামতে কার্য্য হওয়া উচিত এই মত হইলে তিনি সেই মত লিখিয়া রাখিতে ও আপনার আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র সহিত ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আপনি জিলার কি মহকুমার যে মাজিষ্ট্রেটের অধীন থাকেন তাঁহার নিকট পাঠাইতে পারিবেন।

(২) ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অর্পণ করা যায় তিনি উচিত বোধ করিলে উভয় পক্ষের পরীক্ষা লইতে পারিবেন ও ঐ মোকদ্দমায় যে সাক্ষীরা সাক্ষ্য দিয়াছে তাহাদিগকে পুনরায় ডাকাইয়া তাহাদের পরীক্ষা লইতে পারিবেন এবং আরং সাক্ষ্য তলব করিয়া লইতে পারিবেন ও সেই মোকদ্দমার আইন অনুযায়ী যদ্রূপ নিষ্পত্তি কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা উপযুক্ত জ্ঞান করেন তদ্রূপ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করিবেন।

কিন্তু তিনি এই আইনের ৩২ ও ৩৩ ধারামতে যে দণ্ড দিতে পারেন তদপেক্ষা কঠিন দণ্ড দিবেন না।

৩৫০ ধারা। (১) কোন মাজিষ্ট্রেট কোন তদন্তে কি বিচার কার্য্যে সাক্ষ্যের সমুদয় কি এক অংশ শুনিয়া লিপিবদ্ধ করিলে পর সেই মোকদ্দমায় তাঁহার বিচারাধিকার রহিত হইলে ও তৎপশ্চাৎ বিচারাধিকারবিশিষ্ট অন্য মাজিষ্ট্রেট সেই বিচারাধিকারক্রমে কর্ম্ম করিলে, শেষোক্ত মাজিষ্ট্রেট আপন পূর্ব্ব পদধারির কিম্বা অংশতঃ আপন পুর্ব্বপদধারির ও অংশতঃ আপনার লিপিবদ্ধ সাক্ষ্যমতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন; অথবা সাক্ষীদিগকে পুনশ্চ সমন করিয়া গোড়া অবধি তদন্ত কি বিচার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিবেন।

সাক্ষ্যের এক অংশ এক মাজিষ্ট্রেটের ও অন্য অংশ অন্য মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা লিপিবদ্ধ হইলে সেই সাক্ষ্যক্রমে অপরাধ নির্ণয় বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার কথা।

কিন্তু (ক) দ্বিতীয় মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার কার্য্যানুষ্ঠান করিতে আরম্ভ করিলেই সাক্ষীদিগকে বা কোন সাক্ষীকে পুনরায় সমন করাইয়া তাহাদের বা তাহার কথা শুনা যায় অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন বিচারকালে ইহার দাওয়া করিতে পারিবেন।

(খ) যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হইল তিনি নিজে যে সাক্ষ্য সম্পূর্ণরূপে লিপিবদ্ধ করেন নাই তৎক্রমে ঐ অপরাধ নির্ণয় হইয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির পক্ষে গুরুতর হানি হইয়াছে, হাই কোর্টের কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এরূপ মত হইলে, উক্ত কোর্ট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট আপীল হইলে বা না হইলেও অপরাধ নির্ণয় করণ সূচক সেই নিষ্পত্তি অন্যথা করিয়া নূতন তদন্ত কি বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) যেং স্থলে ৩৪৬ ধারামতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা গিয়াছে সেইং স্থলের প্রতি এই ধারার কোন কথা বর্ত্তিবে না।

৩৫১ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি ধৃত না হইয়া কি সমন না পাইয়া ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হইলে, এবং ঐ আদালত যে অপরাধ গ্রাহ্য করিতে পারেন প্রমাণক্রমে সে তদ্রূপ কোন অপরাধ করিয়াছে দৃষ্ট হইলে, আদালত তাহাকে পরীক্ষা করিয়া দেখিবার নিমিত্ত আটক করিয়া রাখিতে পারিবেন এবং ধৃত কিম্বা সমন হওয়ার ন্যায় তাহার বিপক্ষে কার্য্য হইতে পারিবে।

অপরাধীরা আদালতে আইলে তাহাদিগকে আটক করিয়া রাখিবার কথা।

(২) ১৮ অধ্যায়মতে তদন্ত লইবার সময়ে কিম্বা বিচার আরম্ভ হইলে পর যদি সেই ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যায়, তবে সেই ব্যক্তি সম্পর্কীয় আনুষ্ঠানিক কার্য্য নূতন আরম্ভ হইবে ও সাক্ষীদের কথা পুনশ্চ শুনা যাইবে।

৩৫২ ধারা। কোন অপরাধের তদন্ত কি বিচার হইবার নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতের যে স্থানে অধিবেশন হয় সেই স্থানই মুক্তদ্বার বিচারালয় জ্ঞান হইবে, তথায় সর্ব্বসাধারণ যত লোক সুবিধামতে ধরিতে পারে, তাহাদের যাইবার বাধা নাই।

আদালত মুক্তদ্বার হওয়ার কথা।

কিন্তু কর্ত্তৃপক্ষ জজ বা মাজিষ্ট্রেট সাহেব যে সময়ে কোন বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত কি বিচার করেন, সেই সময়ে উপযুক্ত বোধ করিলে এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে সর্ব্বসাধারণ লোক কি কোন ব্যক্তি আদালতের ব্যবহৃত ঐ ঘরের কি অট্টালিকার মধ্যে আসিতে কি থাকিতে না পায়।

---

২৫ পঞ্চবিংশ অধ্যায়।

তদন্তে ও বিচারকার্য্যে যে প্রকারে সাক্ষ্য লইতে ও লিপিবদ্ধ করিতে হইবে, তদ্বিষয়ক বিধি।

৩৫৩ ধারা। প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে ১৮ ও ২০ ও ২১ ও ২২ ও ২৩ অধ্যায়মতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায়, অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা সে স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাইয়া উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে সেই উকীলের সম্মুখে সেই সাক্ষ্য লওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষাতে সাক্ষ্য লইবার কথা।

৩৫৪ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের কৃত কি সম্মুখস্থ সরাসরি মোকদ্দমার বিচার ভিন্ন এই আইনমত সকল তদন্ত ও বিচার কার্য্যে নিম্নলিখিত প্রকারে সাক্ষীদের সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

রাজধানী নগরের বাহিরে সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

৩৫৫ ধারা। (১) প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত যে মোকদ্দমায় সমন বাহির হইয়া থাকে সেই মোকদ্দমায় এবং ২৬০ ধারার (১) প্রকরণের (খ) অবধি (ট) পর্য্যন্ত দফার লিখিত অপরাধের মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা বিচার হইলে সেই মোকদ্দমায় এবং ১৩৭ ধারামত ও ৫১৪ ধারামত সমুদয় আনুষ্ঠানিক কার্য্যে (বিচার চলিতে থাকিবার সময়ে না হইলে) একং জন সাক্ষীর পরীক্ষা লওন কার্য্য যেমন চলিতেছে মাজিষ্ট্রেট তাহার সাক্ষ্যের মর্ম্ম তেমনি সংক্ষেপে লিখিয়া রাখিবেন।

সমনের মোকদ্দমায় এবং প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা কোনং অপরাধের বিচারকালে নথীর কথা।

(২) মাজিষ্ট্রেট আপন হাতে ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার একাংশ হইবে।

(৩) উক্ত আদেশমতে মাজিষ্ট্রেটের মর্ম্মাত্মকলিপি করিবার বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন এবং মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে অন্যদ্বারা ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি লেখাইয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন। ঐ মর্ম্মাত্মকলিপি কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

৩৫৬ ধারা। (১) সেশন আদালতের সম্মুখে ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে অন্য সকল বিচার কার্য্যে এবং ১২ ও ১৮ অধ্যায়মত সমুদয় তদন্তে আদালতের ভাষায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজের দ্বারা কি তাঁহার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে ও তাঁহার নিজ আদেশমতে ও তত্ত্বাধানে লিখিয়া লওয়া যাইবে, ও মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

রাজধানী নগরের বাহিরে অন্য সকল মোকদ্দমায় মথীর কথা।

(২) সাক্ষী ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিলে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব ঐ ভাষায় স্বহস্তে সেই সাক্ষ্য লিখিতে পারিবেন ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ইংরাজী ভাষা ভাল না জানিলে কিম্বা আদালতের ভাষা ইংরাজী না হইলে আদালতের ভাষায় ঐ সাক্ষ্য অনুবাদিত ও যথার্থ অনুবাদ বলিয়া স্বাক্ষরিত হইয়া ঐ অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

ইংরাজী ভাষায় সাক্ষ্য দিবার কথা।

(৩) যে মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সাক্ষ্য লিখিয়া না লন সেই মোকদ্দমায় প্রত্যেক জন সাক্ষীর সাক্ষ্য যে সময়ে লওয়া যাইতেছে সেই সময়ে ঐ সাক্ষী যাহা কহে তিনি তাহার মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন। মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ সাহেব স্বহস্তে সেই মর্ম্মাত্মক পত্র লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন. ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

মাজিষ্ট্রেটের কি জজের সাক্ষ্য লিখিত না হইলে মর্ম্মাত্মক লিপির কথা।

(৪) পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞাক্রমে ঐ মর্ম্ম লিখিতে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন জজ সাহেবের বাধা থাকিলে তিনি যে কারণে তাহা লিখিতে পারিলেন না তাহা লিপিবদ্ধ করিবেন।

৩৫৭ ধারা। (১) কোন জিলায় কি জিলার কোন খণ্ডে কিম্বা কোন সেশন আদালতের কি কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা কোন শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে মোকদ্দমার অনুষ্ঠান হইলে ৩৫৬ ধারার উল্লিখিত স্থলে ঐ সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট স্বদেশীয় ভাষায় স্বহস্তে প্রত্যেক সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইবেন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু সেই সেশন জজ কি মাজিষ্ট্রেট উপযুক্ত কোন কারণে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিতে না পারিলে তাঁহার অপারগতার কারণ লিখিয়া মুক্তদ্বার আদালতে আপনার কথনমতে ঐ সাক্ষ্য লেখাইবেন।

সাক্ষ্য যে ভাষায় লিপিবদ্ধ করা যাইবে তাহার কথা।

(২) তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

কিন্তু ইংরাজী ভাষা কিম্বা আদালতের ভাষা সেশন জজের কি মাজিষ্ট্রেটের স্বদেশীয় ভাষা না হইলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহাকে ইংরাজী ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় সাক্ষ্য লিখিয়া লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৫৮ ধারা। মাজিষ্ট্রেটদের সম্মুখে ৩৫৫ ধারার উল্লিখিত প্রকারের মোকদ্দমার বিচার হইলে মাজিষ্ট্রেট উচিত জ্ঞান করিলে ৩৫৬ ধারার বিধানমতে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন; কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যদি ঐ মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে ৩৫৭ ধারার উল্লিখিত আজ্ঞা করিয়া থাকেন তবে উক্ত ধারার বিধানমতে সাক্ষীর সাক্ষ্য লিখিয়া লইতে পারিবেন।

৩৫৫ ধারার উল্লিখিত স্থলে মাজিষ্ট্রেটের স্বেচ্ছার কথা।

৩৫৯ ধারা। (১) ৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে যে সাক্ষ্য লওয়া যায় তাহা সাধারণতঃ প্রশ্নোত্তরভাবে লেখা যাইবে না, কিন্তু বৃত্তান্তভাবে লেখা যাইবে।

৩৫৬ কি ৩৫৭ ধারামতে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিতে হইবে তাহার কথা।

(২) মাজিষ্ট্রেট কিম্বা সেশন জজ সাহেব আপন বিবেচনামতে বিশেষ কোন প্রশ্ন ও উত্তর লিখিতে কি লেখাইতে পারিবেন।

৩৬০ ধারা। (১) ৩৫৬ বা ৩৫৭ ধারামতে কোন সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার সাক্ষাতে কিম্বা সে উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ঐ উকীলের সাক্ষাতে ঐ সাক্ষ্য সাক্ষীর নিকটে পাঠ করা যাইবে ও আবশ্যক হইলে সংশোধন করা যাইবে।

সাক্ষ্য লওয়া সমাপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

(২) সাক্ষীর নিকট পাঠ করিবার সময়ে যদি সে সাক্ষ্যের কোন অংশ অশুদ্ধ কহে, তবে মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ ঐ সাক্ষ্য সংশোধন না করিয়া, তদ্বিষয়ে সাক্ষী যে আপত্তি করে তাহার মর্ম্ম লিখিতে পারিবেন ও তাহাতে আপনার যে মন্তব্য কথা লেখা আবশ্যক বোধ করেন লিখিবেন।

(৩) সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তদ্ভিন্ন অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও যে ভাষায় লেখা গেল সাক্ষী তাহা বুঝিতে না পারিলে যে সাক্ষ্য লেখা গিয়াছে তাহা যে ভাষায় দেওয়া যায় সেই ভাষায় কিম্বা সাক্ষী অন্য যে ভাষা বুঝিতে পারেন এমত ভাষায় তাঁহাকে বুঝাইয়া দিতে হইবে।

৩৬১ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি স্বয়ং উপস্থিত হইলে ও সাক্ষ্য যে ভাষায় দেওয়া গেল তাহা বুঝিতে না পারিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় অনুবাদ করিয়া তাহা মুক্তদ্বার আদালতে তাহার নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

সাক্ষ্য অনুবাদ করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তির কি তাহার উকীলের নিকটে ব্যক্ত হইবার কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি উকীলের দ্বারা উপস্থিত হইলে ও আদালতের ভাষা ভিন্ন অন্য ভাষায় সাক্ষ্য দেওয়া গেলে ও উকীল ঐ ভাষা না বুঝিলে, ঐ সাক্ষ্য আদালতের ভাষায় অনুবাদ করিয়া উকীলের নিকটে ব্যক্ত করা যাইবে।

(৩) রীতিমত প্রমাণস্বরূপ দলীল উপস্থিত করা গেলে আদালত সেই দলীলের যে অংশের অর্থ করিয়া দেওয়া আবশ্যক জ্ঞান করেন সেই অংশের অর্থ করিয়া দিবেন।

৩৬২ ধারা। (১) যে প্রত্যেক মোকদ্দমায় কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট দুইশত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তদ্রূপ প্রত্যেক মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য স্বহস্তে লিখিয়া লইবেন কিম্বা মুক্তদ্বার আদালতে আপন কথনমতে লেখাইয়া লইবেন। তদ্রূপে যে সকল সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহাতে মাজিষ্ট্রেট স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করণের কথা।

(২) তদ্রূপে যে সাক্ষ্য লিখিয়া লওয়া যায় তাহা সচরাচর বৃত্তান্তের মত লেখা যাইবে, কিন্তু মাজিষ্ট্রেট স্বীয় বিবেচনামতে কোন বিশেষ প্রশ্ন কি উত্তর লিখিয়া বা লেখাইয়া লইতে পারিবেন।

(৩) ৩৫ ধারামতে একই কালে যেং দণ্ডের আজ্ঞা হয় তৎসমুদয় এই ধারার কার্য্যপক্ষে একই দণ্ড বলিয়া বিবেচিত হইবে।

৩৬৩ ধারা। যে স্থলে সেশন জজ কিম্বা মাজিষ্ট্রেট সাক্ষীর সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করেন সাক্ষ্য দেওন সময়ে সাক্ষী যদ্রূপ আচরণ করে তদ্বিষয়ে তিনি কোন কথা লেখা প্রয়োজনীয় জ্ঞান করিলে যে কথা লেখা প্রায়োজনীয় জ্ঞান করেন, তাহাও লিপিবদ্ধ করিবেন।

সাক্ষীর আচরণ বিষয়ে মন্তব্য কথা।

৩৬৪ ধারা। (১) কোন মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক কিম্বা রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট ভিন্ন কোন আদালত কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা লওয়া গেলে, তাহার নিকট যেং প্রশ্ন হয় ও সে যেং উত্তর দেয় তাহা যে ভাষায় তাহার পরীক্ষা হয় সেই ভাষায় কিম্বা উহা অসাধ্য হইলে আদালতের ভাষায় বা ইংরাজী ভাষায় বিস্তারিতরূপে লিখিয়া লইতে হইবে, ও সেই লিখিত কথা তাহাকে দেখান যাইবে কিম্বা তাহার নিকটে পাঠ করা যাইবে কিম্বা উহা যে ভাষায় লেখা হয় সে তাহা না বুঝিলে সে যে ভাষা বুঝে সেই ভাষায় তাহাকে উহা বুঝাইয়া দিতে হইবে ও সে আপনার কোন উত্তরের ব্যাখ্যা করিতে বা তাহাতে অন্য কথা সংযোগ করিতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির সাক্ষ্য লিখিবার নিয়মের কথা।

(২) সে যাহা সত্য বলিয়া ব্যক্ত করে সমুদয় কথা সেইরূপে লেখা গেলে পর অভিযুক্ত ব্যক্তি ও মাজিষ্ট্রেট কিম্বা উক্ত আদালতের জজ সাহেব ঐ লিখিত কথায় স্বাক্ষর করিবেন এবং উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি জজ সাহেব ঐ পরীক্ষা আমার দৃষ্টি ও শ্রুতিগোচরে লওয়া গিয়াছে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যাহা কহিল এই লিখিত কথায় তৎসমুদয়ের পূর্ণ ও শুদ্ধ বর্ণনা আছে স্বহস্তে এই সার্টিফিকেট লিখিয়া দিবেন।

(৩) মাজিষ্ট্রেট কি সেশন জজ আপনি অভিযুক্ত ব্যক্তির উত্তর লিপিবদ্ধ না করিলে ঐ ব্যক্তির পরীক্ষা হওন সময়ে আদালতের ভাষায় কিম্বা ইংরাজী ভাষায় তাঁহার উপযুক্ত জ্ঞান থাকিলে ইংরাজী ভাষায় ঐ উত্তরের মর্ম্মাত্মক কথা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হইলে তাঁহার লিখিতেই হইবে। মাজিষ্ট্রেট কি জজ আপন হাতেই ঐ মর্ম্মাত্মক কথা লিখিয়া স্বাক্ষর করিবেন ও তাহা কাগজপত্রের সামিল করা যাইবে। মাজিষ্ট্রেট কি জজ পূর্ব্বোক্ত প্রকারের মর্ম্মাত্মকপত্র লিখিতে না পারিলে তাঁহার না পারিবার কারণ লিপিবদ্ধ করিবেন।

(৪) ২৬৩ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে পরীক্ষা লওয়া যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা যে বর্ত্তিবে এরূপ জ্ঞান করা যাইবে না।

৩৬৫ ধারা। কোর্টের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত করা যায়, সেই মোকদ্দমায় সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে, রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত প্রত্যেক হাই কোর্ট ও পঞ্জাবের চীফ কোর্ট সময়েং ইহার সাধারণ বিধি করিতে পারিবেন ও তদ্রূপ কোন বিধি করা গেলে ঐ কোর্টের জজেরা সেই বিধিমতে সাক্ষ্য কি সাক্ষ্যের মর্ম্ম লিখিয়া লইবেন।

হাই কোর্টে সাক্ষ্য যেরূপে লিখিয়া লওয়া যাইবে তাহার কথা।

---

২৬ ষড়্‌বিংশ অধ্যায়।

নিষ্পত্তি বিষয়ক বিধি।

নিষ্পত্তি যে প্রকারে প্রকাশ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৬ ধারা। (১)—

(ক) মুক্তদ্বার আদালতে বিচার শেষ হইবার অব্যবহিত পরেই অথবা তৎপরবর্ত্তী যে সময়ের নুটিস পক্ষগণকে কিম্বা তাহাদের উকীলদিগকে দেওয়া যাইবে সেই সময়ে, এবং

(খ) আদালতের ভাষায় অথবা অপর যে ভাষা অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাহার উকীল বুঝেন সেই ভাষায়—

২৬৩ ধারা ও ৩১০ ধারার (খ) দফার বিধানাধীনে সরেনও বিচারাধিকারবিশিষ্ট কোন ফৌজদারী আদালতের প্রত্যেক বিচারের নিষ্পত্তি প্রকাশ করা যাইবে কিম্বা উহার সারাংশ বুঝাইয়া দেওয়া যাইবে।

কিন্তু অভিযোক্তাপক্ষ অথবা অভিযুক্তপক্ষ যদি অধ্যক্ষতাকারী জজকে সমস্ত নিষ্পত্তি পড়িয়া শুনাইবার নিমিত্ত অনুরোধ করেন তাহা হইলে অধ্যক্ষতাকারী জজ তাহা করিবেন।

(২) যে স্থলে বিচারকালে অভিযুক্ত ব্যক্তির নিজের উপস্থিতি অনাবশ্যক বলিয়া আদেশ করা হয় এবং দণ্ডাজ্ঞা কেবল মাত্র জরিমানার দণ্ডাজ্ঞা সে স্থলে নিষ্পত্তি তাহার উকীলের সমক্ষে প্রকাশ করা যাইতে পারিবে। কিন্তু সেই স্থল ছাড়া অন্য স্থলে নিষ্পত্তি পাঠ শুনিবার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তি হেফাজতে থাকিলে তাহাকে আনা যাইবে এবং হেফাজতে না থাকিলে তাহাকে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদালত কর্তৃক আদেশ করা যাইবে।

(৩) কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি পাঠ করিবার নিমিত্ত যে দিন ও স্থানের নুটিস দেওয়া হয় কোন পক্ষ কিম্বা তাহার উকীল সেই দিনে বা স্থানে কেবল মাত্র অনুপস্থিত থাকিবার দরুন কিম্বা ঐ দিন ও স্থানের নুটিস পক্ষগণের উপর কিম্বা তাহাদের উকীলদিগের উপর কিম্বা তাহাদের মধ্যে কাহারও উপর কেবল মাত্র জারী না করিবার দরুন কিম্বা জারী করিতে কেবল মাত্র কোন দোষ ঘটিবার দরুন সেই পঠিত নিষ্পত্তি অসিদ্ধ বলিয়া গণ্য হইবে না।

(৪) এই ধারায় যাহা কিছু আছে তাহার এরূপ অর্থ করা যাইবে না যে তদ্দ্বারা ৫৩৭ ধারার বিধানের ব্যাপ্তি কোন রকমে সঙ্কুচিত হয়।

যে ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিতে হইবে তাহার কথা।

৩৬৭ ধারা। (১) এই আইনে প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে আদালতের কর্তৃপক্ষ আদালতের ভাষায় কি ইংরাজী ভাষায় নিষ্পত্তি লিখিবেন; ও যে বিষয় কি যে যে বিষয় নির্ণয়ার্থে উপস্থিত করা যায় ও তদ্বিষয়ে যাহা নির্ণয় হয় ও সেই নির্ণয়ের হেতু এই সকল কথা নিষ্পত্তিপত্রে লেখা যাইবে এবং বিচারপতি মুক্তদ্বার আদালতে তাহা প্রকাশ করিবার সময়ে তারিখ লিখিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

নিষ্পত্তিপত্রে যাহা লেখা থাকিবে তাহার কথা।

(২) কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের কি অন্য আইনের যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির যে অপরাধ নির্ণয় হয় এবং কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় নিষ্পত্তিপত্রে তাহার নির্দ্দেশ থাকিবে।

একতর অপরাধ নির্ণয়ের কথা।

(৩) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ অপরাধ দুই ধারার মধ্যে কোন্ ধারার অন্তর্গত কিম্বা একই ধারার দুই ভাগের মধ্যে কোন্ ভাগের অন্তর্গত এই বিষয়ে সংশয় হইলে আদালত তাহা স্পষ্ট জানাইয়া উক্ত এক কিম্বা অন্য ধারা কি ভাগক্রমে নিষ্পত্তি করিবেন।

(৪) যদি নির্দ্দোষ করণরূপ নিষ্পত্তি হয় তবে ঐ পত্রে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে যে অপরাধ সম্বন্ধে নির্দ্দোষী করা গেল তাহা লিখিয়া ঐ ব্যক্তিকে মুক্ত করিয়া দিবার আজ্ঞা থাকিবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধ নির্ণয় হইলেও আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, আদালত যে বিবেচনায় প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করেন নাই তাহার কারণ লিখিয়া দিবেন।

কিন্তু জুরির দ্বারা বিচার হইলে আদালতের নিষ্পত্তি লিখিবার আবশ্যকতা নাই, কিন্তু সেশন আদালত জুরির নিকট উপদেশ বাক্যের মূল কথা লিখিবেন।

প্রাণদণ্ডের আজ্ঞার কথা।

৩৬৮ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে সে যাবৎ না মরে তাবৎ তাহার গলদেশে উদ্বন্ধন থাকিবে দণ্ডাজ্ঞার মধ্যে এই আজ্ঞা হইবে।

দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞার কথা।

(২) যে ব্যক্তির উপর দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই ব্যক্তিকে কোন্ স্থানে প্রেরণ করিতে হইবে, উক্ত আজ্ঞায় ইহার নির্দ্দেশ থাকিবে না।

আদালতের নিষ্পত্তি পরিবর্ত্তন না করিবার কথা।

৩৬৯ ধারা। নিষ্পত্তিপত্রে স্বাক্ষর করা গেলে পর ৩৯৫ ধারার ও ৪৮৪ ধারার বিধানমতে ভিন্ন বা লিখিবার ভুল সংশোধন করিবার নিমিত্ত না হইলে হাই কোর্ট ভিন্ন যে আদালত ঐ নিষ্পত্তি করিলেন সেই আদালতের দ্বারা তাহার পরিবর্ত্তন কি পুনর্ব্বিবেচনা হইতে পারিবে না।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নিষ্পত্তির কথা।

৩৭০ ধারা। পূর্ব্বোক্ত বিধানমতে নিষ্পত্তি না লিখিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট নিম্নলিখিত বিবরণ লিপিবদ্ধ করিবেন।—

(ক) মোকদ্দমার ক্রমিক নম্বর।

(খ) যে তারিখে অপরাধ করা যায় সেই তারিখ।

(গ) বাদী থাকিলে তাহার নাম।

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম এবং ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা না হইলে তাহার পিতার নাম ও বাসস্থান।

(ঙ) যে অপরাধের নালিশ কি প্রমাণ হয় তাহা।—

(চ) প্রতিবাদীর উত্তর ও তাহার পরীক্ষা করা গিয়া থাকিলে ঐ পরীক্ষা।

(ছ) শেষ আজ্ঞা।

(জ) ঐ আজ্ঞার তারিখ। এবং

(ঝ) মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমায় কারা দণ্ডের কিম্বা ২০০৲ টাকার অধিক অর্থদণ্ডের কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা করিলে, অপরাধ নির্ণয় করিবার হেতুর সংক্ষেপ কথা।

৩৭১ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনামতে, নিষ্পত্তির নকল অথবা সে ইচ্ছা করিলে সাধ্যমতে তাহার নিজ ভাষায় কিম্বা আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ অগৌণে তাহাকে দেওয়া যাইবে। সমনের মোকদ্দমা ভিন্ন অন্য মোকদ্দমায় ঐ নকল বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নিষ্পত্তি বুঝাইয়া ও নকল দেওয়া যাইবার কথা।

(২) সেশন আদালতে জুরি দ্বারা বিচার হইলে জুরির প্রতি যে উপদেশ দেওয়া যায় তাহার দফা সমূহের নকল অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রার্থনাক্রমে তাঁহাকে অগৌণে বিনা খরচায় দেওয়া যাইবে।

(৩) সেশন জজ কর্ত্তৃক অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, ইচ্ছা করিলে যে সময় মধ্যে সে আপীল করিতে পাইবে উক্ত জজ সাহেব ইহাও তাহাকে জানাইবেন।

যে ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার কথা।

৩৭২ ধারা। আসল নিষ্পত্তি মোকদ্দমা ঘটিত কাগজ পত্রের নথীতে দেওয়া যাইবে ও সেই আসল নিষ্পত্তি আদালতের ভাষায় লিখিত না হইয়া অন্য ভাষায় লেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রার্থনা করিলে আদালতের ভাষায় তাহার অনুবাদ মোকদ্দমার কাগজপত্রের মধ্যে রাখা যাইবে।

নিষ্পত্তি যে স্থলে অনুবাদ করিতে হইবে তাহার কথা।

৩৭৩ ধারা। সেশন আদালতের বিচার হইলে যে জিলার মধ্যে মোকদ্দমার বিচার হয় ঐ আদালত আপনার নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা থাকিলে তাহার নকল সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকটে পাঠাইবেন।

সেশন আদালতের নিষ্পত্তি পত্রের ও দণ্ডাজ্ঞার নকল জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবার কথা।

২৭ সপ্তবিংশ অধ্যায়।

দৃঢ় করণার্থে দণ্ডাজ্ঞা অর্পণ বিষয়ক বিধি।

৩৭৪ ধারা। সেশন আদালত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা করিলে মোকদ্দমার কাগজপত্র হাই কোর্টে অর্পণ করা যাইবে ও হাই কোর্টের দ্বারা দৃঢ় করা না গেলে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইবে না।

সেশন আদালত কর্ত্তৃক প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা অর্পণের কথা।

৩৭৫ ধারা। (১) মোকদ্দমার কাগজপত্র তদ্রূপে অর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষিতার কি নির্দ্দোষিতার প্রতিপোষক কোন বিষয়ের আরও তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া উচিত জ্ঞান করিলে তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ স্বয়ং লইতে পারিবেন কিম্বা সেশন আদালত দ্বারা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

আরো তদন্ত বা অতিরিক্ত প্রমাণ লইতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ লওয়া যাইবে না ও হাই কোর্ট প্রকারান্তরে আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইল প্রমাণ লইবার সময়ে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই।

(৩) তদ্রূপ তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয় তবে হাই কোর্ট না হইলে তদন্ত লওয়ার ফল ও প্রমাণ হাই কোর্টে সার্টিফিকেট দ্বারা জ্ঞাত করা যাইবে।

৩৭৬ ধারা। ৩৭৪ ধারামতে তদ্রূপে অর্পিত মোকদ্দমার বিচার আসেসরদের সহকারিতায় কিম্বা জুরির দ্বারা হইয়া থাকুক, হাই কোর্ট—

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় কি অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করিতে হাই কোর্টের ক্ষমতার কথা।

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে কিম্বা আইন অনুযায়ী অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া সেশন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন।

কিন্তু যাবৎ আপীল করিবার মিয়াদ গত না হয় কিম্বা ঐ মিয়াদের মধ্যে আপীল করা গেলে ঐ আপীলের নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ এই ধারামত দৃঢ় করণের আজ্ঞা করা যাইবে না।

৩৭৭ ধারা। তদ্রূপ প্রত্তোক অর্পিত মোকদ্দমায় যদি দুই কি অধিক জন জজের অধিবেশনে ঐ হাই কোর্ট হয় তবে ঐ কোর্ট যে দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করেন কিম্বা নূতন যে দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা করেন, ঐ কোর্টের ন্যূনকল্পে দুই জন জজ ঐ আজ্ঞা করিয়া তাহাতে স্বাক্ষর করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিবার কিম্বা নূতন দণ্ডের আজ্ঞাতে দুইজন জজের স্বাক্ষর করিবার কথা।

৩৭৮ ধারা। জজদের বেঞ্চের সম্মুখে তদ্রূপ মোকদ্দমার শুনানী হইলে এবং উক্ত জজেরা সমসংখ্যাক্রমে ভিন্নমত হইলে, উক্ত মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে, এবং উক্ত জজ যদ্রূপে পরীক্ষা গ্রহণ ও শ্রবণ বিহিত বোধ করেন তাহা করিয়া আপন মত দিবেন এবং নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা সেই মতানুযায়ী হইবে।

মতভেদ হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

৩৭৯ ধারা। সেশন আদালত হাই কোর্টের দ্বারা প্রাণ দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য মোকদ্দমা অর্পণ করিলে, হাই কোর্ট কর্তৃক ঐ আজ্ঞা দৃঢ় করা গেলে কিম্বা অন্য আজ্ঞা করা গেলে পর, ঐ কোর্টের উপযুক্ত কর্ম্মচারী অগৌণে ঐ হাই কোর্টের মোহরাঙ্কিত ও আপনার পদসম্পর্কীয় স্বাক্ষরে স্বাক্ষরিত ঐ আজ্ঞার নকল সেশন আদালতে প্রেরণ করিবেন।

দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই কোর্টে অর্পিত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৩৮০ ধারা। (১) আসিষ্টান্ট সেশন জজের কি ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য সেশন জজের বা আডিশনল সেশন জজের নিকটে অর্পিত হইলে, উক্ত জজ—

আসিষ্টান্ট সেশন জজের ও ৩৪ ধারামতে কর্ম্মকারী মাজিষ্ট্রেটের কৃত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের কথা।

(ক) ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করিতে পারিবেন কিম্বা নিম্ন আদালত অন্য যে দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিতেন সেই দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিয়া নিম্ন আদালত তাহার যে কোন অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিতেন সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন কিম্বা সেই কি সংশোধিত অন্য অভিযোগক্রমে পুনশ্চ বিচার হইবার বা সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিম্বা

(গ) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন, কিম্বা

(ঘ) অভিযুক্ত ব্যক্তির দোষ কি নির্দ্দোষিতা সম্বন্ধে কোন বিষয়ের অধিকতর তদন্ত কি আরো প্রমাণ আবশ্যক বিবেচনা করিলে আপনি তদ্রূপ তদন্ত কি প্রমাণ লইতে পারিবেন কিম্বা তদ্রূপ তদন্ত লইবার কি প্রমাণ গ্রহণ করিবার আদেশ দিতে পারিবেন; কিম্বা

(ঙ) অতিরিক্ত বা অন্য যে কোন আজ্ঞা ন্যায্য হয় তাহা করিতে পারিবেন।

(২) সেশন আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় উক্ত তদন্ত কি প্রমাণ লওন কালে তাহার উপস্থিত থাকিবার প্রয়োজন নাই; এবং আসিষ্টান্ট সেশন জজ কর্তৃক দণ্ডাজ্ঞা অর্পিত হইলে উক্ত তদন্ত বা প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সম্মুখে লওয়া যাইবে না।

(৩) তদন্ত বা প্রমাণ যদি লওয়া হয়, তবে সেশন আদালত না হইলে ঐ তদন্তের ফল ও প্রমাণ সার্টিফিকেট দ্বারা উক্ত আদালতে জ্ঞাত করিতে হইবে।

---

২৮ অষ্টাবিংশ অধ্যায়।

আজ্ঞা সাধন বিষয়ক বিধি।

৩৮১ ধারা। সেশন আদালতের কৃত প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় হইবার জন্য হাই-কোর্টে অর্পিত হইলে উক্ত সেশন আদালত তদুপরি হাই কোর্টের দৃঢ় করণের বা অন্য আজ্ঞা পাইলে, ওয়ারণ্ট দিয়া বা অন্য যে উপায় অবলম্বন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইবেন।

৩৭৬ ধারামত আজ্ঞা-ক্রমে কার্য্য করাইবার কথা।

৩৮২ ধারা। কোন স্ত্রীলোকের প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে যদি তাহাকে অন্তরাপত্যা বলিয়া জানা যায় তবে হাই-কোর্ট গৌণে সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিবেন এবং বিহিত বোধ করিলে দণ্ড পরিবর্ত্তন করিয়া যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

অন্তরাপত্যার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা গৌণে সাধন করিবার কথা।

৩৮৩ ধারা। ৩৮১ ধারায় যাহার বিধান হইয়াছে তদ্ভিন্ন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, যে জেলে তাহাকে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয় কিম্বা রাখিতে হইবে, যে আদালত দণ্ডাজ্ঞা করেন সেই আদালত তৎক্ষণাৎ সেই জেলে ওয়ারণ্ট পাঠাইবেন এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি সেই জেলে আবদ্ধ না থাকিলে, ওয়ারণ্টের সঙ্গে তাহাকেও উক্ত জেলে পাঠাইবেন।

অন্যস্থলে দ্বীপান্তর প্রেরণ কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা সাধনের কথা।

৩৮৪ ধারা। বন্দী যে জেলে কি অন্য স্থানে আবদ্ধ আছে কি থাকিবে, সেই জেলের কি অন্য স্থানের অধ্যক্ষের নামে কারাদণ্ড সাধন করিবার প্রত্যক ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে।

সাধনার্থ ওয়ারণ্টের শিরোনামার কথা।

৩৮৫ ধারা। বন্দীকে যদি জেলে আবদ্ধ রাখিতে হয় কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্ট জেলরের হাতে দেওয়া যাইবে।

ওয়ারণ্ট যাহাকে দিতে হইবে তাহার কথা।

৩৮৬ ধারা। অপরাধীর অর্থদণ্ড দিবার আজ্ঞা হইলে অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে অপরাধীর কারাদণ্ড হইবার আজ্ঞা হইলেও, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করিলেন সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে অপরাধীর অস্থাবর কোন সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয়করণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় করিবার ওয়ারণ্ট প্রচার করিতে পারিবেন।

অর্থদণ্ড আদায়ের ওয়ারণ্টের কথা।

৩৮৭ ধারা। যে আদালত ঐ ওয়ারণ্ট প্রচার করেন তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তদনুযায়ী কার্য্য করা যাইতে পারিবে এবং অপরাধীর কোন অস্থাবর সম্পত্তি উক্ত আদালতের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে থাকিলে সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন তিনি ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে তাহার সেই সম্পত্তির ক্রোক ও বিক্রয় হয় ঐ ওয়ারণ্টে এই অনুমতি থাকিবে।

ঐ ওয়ারণ্টের ফলের কথা।

৩৮৮ ধারা। (১) অপরাধীর প্রতি কেবল অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ও অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে এবং আদালত ৩৮৬ ধারামতে পরওয়ানা বাহির করিলে ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার নিরূপিত দিনে অপরাধী উক্ত আদালতের সম্মুখে যে উপস্থিত হইবে আদালতের বিবেচনামতে জামিন সহিত কি জামিন বিনা এই নিয়মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে, আদালত কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিয়া অপরাধীকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন। নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার সময়াবধি ঐ পরওয়ানা ফিরিয়া আনিবার পনের দিনের অধিক সময় নিরূপণ হইবে না। অর্থদণ্ড আদায় না হইলে আদালত অবিলম্বে কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কারাদণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত রাখিবার কথা।

(২) যে স্থলে কোন জরিমানা বা অর্থদণ্ড নির্দ্ধারিত করা হইয়াছে ও তাহা আদায় না হইলে কারাদণ্ড করা যাইতে পারে এই ধারার বিধান সেই স্থল সম্বন্ধেও খাটিবে।

৩৮৯ ধারা। যে জজ কি মাজিষ্ট্রেট দণ্ডাজ্ঞা করেন তিনি অথবা তাঁহার উত্তরপদধারী দণ্ডাজ্ঞা সাধনের ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন।

কে ওয়ারণ্ট দিতে পারেন ইহার কথা।

৩৯০ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, আদালতের আদেশমত স্থানে ও সময়ে উক্ত দণ্ডাজ্ঞানুযায়িক কার্য্য হইবে।

কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞামত কার্য্য হইবার কথা।

৩৯১ ধারা। (১) যে মোকদ্দমায় আপীল হইতে পারে এমত মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার তারিখ অবধি পঞ্চদশ দিন গত না হইলে কিম্বা তৎকালের মধ্যে যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালত ঐ দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় না করিলে কশাঘাত করিতে হইবে না; কিন্তু সেই পঞ্চদশ দিন গত হইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে কশাঘাত দণ্ড হইবে, কিম্বা যদি আপীল হইয়া থাকে তবে আপীল আদালতের সেই দণ্ডের আজ্ঞা দৃঢ় করণসূচক আজ্ঞা পাইলে পর যত শীঘ্র হইতে পারে দণ্ড হইবে।

কারাদণ্ডের সহিত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ আজ্ঞা সাধনের কথা।

(২) জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনার সম্মুখে দণ্ড দিবার আজ্ঞা না করিলে, জেলের অধ্যক্ষের সম্মুখে কশাঘাত দণ্ড দেওয়া যাইবে।

(৩) যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি কারাদণ্ডাতিরিক্ত কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই স্থলে কারাদণ্ডের কাল তিন মাসের কম হইবে না।

৩৯২ ধারা। (১) ১৬ বৎসরের কি তাহার ঊর্দ্ধ বয়সের ব্যক্তির সেই দণ্ডের আজ্ঞা হইলে যাহার ব্যাস অন্যূন আধ ইঞ্চি এরূপ পাতলা বেত দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যেরূপে ও শরীরের যে স্থানে কশাঘাত করিবার আদেশ করেন তদনুসারে ঐ দণ্ড হইবে। অপরাধী ষোল বৎসরের ন্যূন বয়স্ক হইলে পাঠশালার শাসনের ন্যায় লঘুবেত্রে প্রহার হইবে।

ঐ দণ্ড যেরূপে সাধন হইবে তাহার কথা।

(২) কোন স্থলে উক্ত দণ্ড ৩০ ঘার অধিক হইবে না।

আঘাতের ঊর্দ্ধ সংখ্যার কথা।

৩৯৩ ধারা। কশাঘাত দণ্ড ভাগ ২ করিয়া সাধন করিতে হইবে না; এবং নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের কাহারও কশাঘাত দণ্ড হইবে না, যথা

ভাগে ২ করিয়া না মারিবার কথা।

মুক্ত থাকার কথা।

(ক) স্ত্রীলোকদের,

(খ) যে পুরুষদের প্রাণদণ্ড বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড বা দণ্ডরূপ পরিশ্রম বা পাঁচ বৎসরের অধিক কালের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহাদের;

(গ) যে পুরুষদিগকে আদালত পঁয়তাল্লিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক বিবেচনা করেন সেই পুরুষদের।

৩৯৪ ধারা। (১) শরীরের স্বাস্থ্য বিবেচনায় অপরাধী ঐ দণ্ড সহ্য করিতে পারে চিকিৎসক বর্ত্তমান থাকিয়া ইহার সার্টিফিকেট দিলে কিম্বা চিকিৎসক না থাকিলে তৎস্থানে উপস্থিত মাজিষ্ট্রেট কি কর্ম্মচারী এইরূপ বোধ করিলে ঐ কশাঘাত দণ্ড সাধন হইবে, নতুবা নয়।

অপরাধীর শরীর অসুস্থ থাকিলে ঐ দণ্ড না হইবার কথা।

(২) কশাঘাত করা যাইতেছে এমন সময়ে অপরাধী শরীরগতিক বিবেচনায় তাহার আর প্রহার সহ্য হয় না চিকিৎসক ইহা সংশিতরূপে কহিলে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি যে কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকেন তিনি এমত বোধ করিলে দণ্ড একবারে স্থগিত করা যাইবে।

দণ্ডসাধন স্থগিত হইবার কথা।

৩৯৫ ধারা। (১) ৩৯৪ ধারামতে কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াও তাহা সম্পূর্ণরূপে কিম্বা তাহার একাংশ হইবার বাধা হইলে, যে আদালত ঐ দণ্ডের আজ্ঞা করেন সেই আদালত যতকাল ঐ দণ্ডাজ্ঞা সংশোধন না করেন ততকাল অপরাধীকে হেফাজতে রাখিতে হইবে: ও সেই আদালত স্বীয় বিবেচনামতে দণ্ডাজ্ঞা রহিত হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, অথবা কশাঘাত দণ্ডের পরিবর্ত্তে কিম্বা ঐ দণ্ডের যে অংশ দেওয়া যাইতে পারে নাই তৎপরিবর্ত্তে তাহার বার মাসের অনধিক কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এমন স্থলে সেই অপরাধের নিমিত্তে কশাঘাত ভিন্ন অপরাধীর অন্য দণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ কারাদণ্ড তদতিরিক্ত হইবে।

৩৯৪ ধারামতে দণ্ড হইতে না পারিলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি আইনমতে যত কালের কারাদণ্ডের যোগ্য কিম্বা কোন আদালত যত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে সক্ষম এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি তদধিক কারাদণ্ড দিবার ক্ষমতা দেওয়া গেল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩৯৬ ধারা। (১) পলাতক বন্দির প্রতি এই আইনমতে প্রাণদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কি কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা হইলে পূর্ব্বলিখিত বিধানের নিয়মাধীনে তৎক্ষণাৎ ঐ দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে এবং কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে নিম্নলিখিত বিধিক্রমে কার্য্য হইবে:—

পলাতক বন্দিদের উপর দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবার কথা।

(২) পলাতক বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে, তদপেক্ষা কঠিন প্রকারের দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তৎক্ষণাৎ ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

(৩) বন্দী যে দণ্ড ভোগ হইতে পলায়ন করে নূতন দণ্ডের আজ্ঞা তদপেক্ষা কঠিন প্রকারের না হইলে পলায়ন সময়ে তাহার সেই পূর্ব্ব কারাদণ্ড কিম্বা স্থল বিশেষে দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগের যত কাল বাকি ছিল আর ততকাল ঐ দণ্ডভোগের পরে ঐ নূতন দণ্ডের আজ্ঞামতে কার্য্য হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার কার্য্যপক্ষে—

(ক) কারাদণ্ডের অপেক্ষা দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

(খ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা বিনা যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয়, তদপেক্ষা নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওন সহিত সেই প্রকারের কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে; ও

(গ) নির্জ্জন কারাবদ্ধ হওনের আজ্ঞা সহিত কি তদ্বিনা সামান্য কারাদণ্ড অপেক্ষা কঠোর কারাদণ্ডের আজ্ঞা কঠিন জ্ঞান হইবে।

৩৯৭ ধারা। কোন ব্যক্তি কারাদণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ভোগ করিতেছে এমন সময়ে যদি আবার দণ্ডাজ্ঞা হইয়া তাহার কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হয়, তবে পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে ঐ দ্বিতীয় কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আরম্ভ হইবে।

এক অপরাধের দণ্ডভোগী অপরাধীর উপর অন্য অপরাধের দণ্ডের কথা।

কিন্তু যৎকালে কারাদণ্ড ভোগ করিতেছে তৎকালে তাহার অন্য অপরাধ প্রমাণ হইয়া দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই দণ্ডভোগ অগ্রেতেই অথবা পূর্ব্ব আজ্ঞামতে কারাদণ্ডের মিয়াদ ফুরাইলে পর আরম্ভ হইবে, কোর্ট স্বীয় বিবেচনামতে ইহার একতর আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৩৯৮ ধারা। (১) পূর্ব্ব কি পশ্চাৎকৃত অপরাধ নির্ণয়ক্রমে কোন ব্যক্তি যে দণ্ডের যোগ্য হয়, ৩৯৬ কি ৩৯৭ ধারার কোন কথা দ্বারা তাহার কোন অংশ ক্ষমা করা হইল এমত জ্ঞান করিতে হইবে না।

৩৯৬ ও ৩৯৭ ধারা সম্বন্ধে বাঁচাইবার কথা।

(২) মূল কারাদণ্ডের কিম্বা কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধের নিমিত্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ডের আজ্ঞার সঙ্গে সংযুক্ত অর্থদণ্ড না দেওয়াতে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, এবং যে ব্যক্তি সেই মূল দণ্ড ভোগ করিতেছে ঐ দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে পর তাহার আর এক কি অধিক মূল কারাদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম দণ্ড ভোগ করিতে হইলে, সেই ব্যক্তির ঐ এক কি অধিক মূল দণ্ড ভোগ না হওয়া পর্য্যন্ত অর্থ দণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা ফলবৎ করা যাইবে না।

৩৯৯ ধারা। (১) কোন অপরাধের নিমিত্তে ফৌজদারী আদালত কর্ত্তৃক পনর বৎসরের ন্যূন বয়সের কোন ব্যক্তির কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে, তাহাকে অপরাধীদের কারাগারে বদ্ধ না করাইয়া চরিত্র সংশোধনার্থ যে আলয়ে উপযুক্তমত শাসন করিবার ও উপকারজনক কোন শিল্পবিদ্যা শিক্ষা করিবার সদুপায় থাকে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এমত যে সংশোধনালয় বালকদের বদ্ধ থাকার উপযুক্ত স্থান বলিয়া স্থাপন করেন, অথবা তদ্রূপ যে আলয়ের কর্ত্তা তথাকার বদ্ধ ব্যক্তিদের শাসন ও পাল-

অল্পবয়স্ক অপরাধীদিগকে চরিত্র সংশোধনালয়ে বদ্ধ করিবার কথা।

নাদি বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের বিধিমতে কার্য্য করিতে সম্মত হন, ঐ আদালত উক্ত অপরাধী বালকের সেই স্থানে বদ্ধ হংবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) যাহারা এই ধারামতে বদ্ধ হয়, তাহারা তদ্রূপে নির্দ্দিষ্ট বিধির অধীন থাকিবে।

(৩) এই ধারার কিম্বা ৩৯৭ ও ৩৯৮ ধারার কোন কথাক্রমে চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে না।

দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইলে ওয়ারণ্ট ফিরাইয়া পাঠাইবার কথা।

৪০০ ধারা। দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য সম্পূর্ণরূপে সাধন করা গেলে পর, যে কর্ম্মচারী তাহা সাধন করিলেন তিনি তাহা যেরূপে সাধন করা গিয়াছে ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া স্বাক্ষর করিয়া যে আদালত হইতে ওয়ারণ্ট বাহির হয় সেই আদালতে ফিরাইয়া পাঠাইবেন।

---

২৯ উনত্রিংশ অধ্যায়।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার ও ক্ষমা করিবার ও পরিবর্ত্তন করিবার বিধি।

দণ্ড স্থগিত রাখিবার কি ক্ষমা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০১ ধারা। (১) কোন অপরাধের নিমিত্তে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর-জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট কোন সময়ে নিয়ম ব্যতিরেকে কিম্বা ঐ ব্যক্তি যে নিয়ম গ্রাহ্য করে এমত নিয়ম করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা সাধন স্থগিত করিতে কি তৎপ্রতি যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় সেই সম্পূর্ণ দণ্ড বা তাহার এক অংশ ক্ষমা করিতে পারিবেন।

(২) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অথবা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করিবার নিমিত্ত প্রার্থনা করা গেলে, যে আদালতের সম্মুখে অপরাধ নির্ণয় হয়, কিম্বা যে আদালত কর্তৃক ঐ অপরাধ নির্ণয় দৃঢ় করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কি, স্থলবিশেষ, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই আদালতের কর্তৃপক্ষকে উক্ত প্রার্থনা গ্রাহ্য করা উচিত কি না এই বিষয়ে আপনার মত ঐ মতের যেং হেতু থাকে তাহা লিখিয়া পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(৩) যে কোন নিয়মে কোন দণ্ড স্থগিত বা ক্ষমা করা যায় মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের কিম্বা স্থলবিশেষে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের বিবেচনায় সেই নিয়ম পালিত হয় নাই বোধ হইলে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই স্থগিত করণ কি ক্ষমা রহিত করিতে পারিবেন। তাহা হইলে যে ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত হইয়াছে বা ক্ষমা করা গিয়াছে, সেই ব্যক্তি মুক্ত থাকিলে কোন পোলীস কর্ম্মচারী তাহাকে ওয়ারণ্ট বিনা ধরিতে পারিবেন এবং দণ্ডের অবশিষ্ট অংশ ভোগ করিবার জন্য তাহাকে ফিরিয়া পাঠান যাইতে পারিবে।

(৪) এই ধারামতে যে নিয়মে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা যায়, সেই নিয়ম যে ব্যক্তির অনুকূলে দণ্ড স্থগিত কি ক্ষমা করা হয়, সেই ব্যক্তি কর্তৃক পালনীয় নিয়ম হইতে পারিবে, অথবা তাহার ইচ্ছাধীন নহে এরূপ নিয়ম হইতে পারিবে।

(৫) শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর ক্ষমা করিবার কি দণ্ড গৌণ কি স্থগিত করিবার কিম্বা দণ্ড হইতে মুক্ত করিবার যে অধিকার আছে, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যাঘাত হইল এমন জ্ঞান করিতে হইবে না।

(৬) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ বিধি বা বিশেষ আজ্ঞাক্রমে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করণ সম্বন্ধে ও যে সকল নিয়মে দরখাস্ত দিতে হইবে ও তাহা লইয়া কার্য্য হইবে তৎসম্বন্ধে আদেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

দণ্ড পরিবর্ত্তন করিবার ক্ষমতার কথা।

৪০২ ধারা। কোন ব্যক্তির নিম্নলিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা হইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তির সম্মতির অপেক্ষা না করিয়া কোন দণ্ডের পরিবর্ত্তে তৎপশ্চাল্লিখিত অন্য কোন দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

প্রাণদণ্ড, দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড, দণ্ডরূপ পরিশ্রম, ঐ ব্যক্তির যত কারাদণ্ড হইতে পারিত তাহার অনধিক কালের কাঠোর কারাদণ্ড, এরূপ কালের নিমিত্ত সামান্য কারাদণ্ড, অর্থদণ্ড।

---

৩০ ত্রিংশ অধ্যায়।

পূর্ব্ব নির্দ্দোষ নিরূপণ কি অপরাধ নির্ণয় বিষয়ক বিধি।

যে ব্যক্তি একবার অপরাধী কি নির্দ্দোষী বলিয়া নির্ণয় হইল তাহার সেই অপরাধে পুনর্ব্বার বিচার না হইবার কথা।

৪০৩ ধারা। (১) কোন অপরাধের নিমিত্তে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালত কর্তৃক কোন ব্যক্তির একবার বিচার হইয়া তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে, যত কাল সেই অপরাধ নির্ণয়ের কিম্বা নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকে, তত কাল সেই অপরাধহেতুক, কিম্বা ২৩৬ ধারামতে তাহার নামে সেই বৃত্তান্তমূলক অন্য যে অপরাধের অভিযোগ হইতে পারিত কিম্বা ২৩৭ ধারামতে তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইতে পারিত, এমত অন্য কোন অপরাধহেতুক তাহার পুনর্ব্বিচার হইতে পারিবে না।

(২) কোন ব্যক্তির কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা তাহাকে নির্দ্দোষী করা গেলে, পর, যদি সেই বিচারকালে ২৩৫ ধারার ১ প্রকরণমতে তাহার নামে কোন অপরাধহেতুক স্বতন্ত্র অভিযোগ হইতে পারিত, তবে পশ্চাৎ সেই অপরাধের নিমিত্ত তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৩) কোন ক্রিয়া সম্পর্কে যে অপরাধ হয় কোন ব্যক্তির সেই অপরাধ নির্ণয় হইলে, সেই ক্রিয়া হইতে যে ফল উৎপন্ন হয় যদি ঐ ক্রিয়া সহযোগে সেই ফলটি ঐ অপরাধ হইতে ভিন্ন অপরাধ হয়, তবে যে সময়ে তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল সেই সময়ে সে ফল না হইয়া থাকিলে, কিম্বা হইলেও আদালত তাহা অবগত না থাকিলে, শেষোক্ত অপরাধহেতুক সেই ব্যক্তির পশ্চাৎ বিচার হইতে পারিবে।

(৪) কোন ক্রিয়ামূলক কোন অপরাধে কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা গেলে কিম্বা তাহার অপরাধ নির্ণয় হইলে পর যদি ঐ ব্যক্তি সেই ক্রিয়ামূলক অন্য কোন অপরাধ করিয়া থাকে ও যে আদালত প্রথমে তাহার বিচার করিয়াছিলেন পশ্চাৎ ঐ ব্যক্তির সেই অন্য অপরাধের অভিযোগে সেই আদালত তাহার বিচার করিতে সক্ষম না হন তবে পূর্ব্বে নির্দ্দোষী করা গেলেও কি অপরাধ নির্ণয় হইলেও সেই অন্য অপরাধহেতুক পশ্চাৎ তাহার নামে অভিযোগ ও তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(৫) এই ধারার কোন কথা ক্রমে সাধারণ ধারা বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের ২৬ ধারার কিম্বা এই আইনের ১৮৮ ধারার বিধানের ব্যাঘাত হইবে না।

ব্যাখ্যা।—নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ২৪৯ ধারামতে কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত করা গেলে, কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া গেলে কিম্বা ২৭৩ ধারামতে অভিযোগপত্রে কোন কথা লেখা গেলে, তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী নির্দ্দোষ করণ হয় না।

উদাহরণ।

(ক) আনন্দ চাকর হইয়া চুরি করিয়াছে এই অভিযোগে বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তাহা হইলে ঐ নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞা প্রবল থাকিতে আনন্দের নামে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া চাকর স্বরূপ চুরি করিবার কি কেবল চুরি করিবার কি অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা করিবার জন্য অভিযোগ হইতে পারিবে না।

(খ) বধকরণাভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহাকে নির্দ্দোষ করা গেল। তৎকালে দস্যুতার অভিযোগ হয় নাই কিন্তু যে সময়ে বধ করা হয় সেই সময়ে আনন্দ দস্যুতাও করিয়াছিল বৃত্তান্তদ্বারা ইহা দৃষ্ট হইলে, তৎপশ্চাৎ তাহার নামে দস্যুতা করণাপরাধের অভিযোগ ও সেই অভিযোগমতে তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(গ) গুরুতর পীড়া জন্মাইবার অভিযোগে আনন্দের বিচার হইয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় হইল। যে ব্যক্তি পীড়া পায় পশ্চাৎ সেই ব্যক্তির মৃত্যু হইলে অপরাধ-ঘটিত নরহত্যার নালিশে আনন্দের আবার বিচার হইতে পারিবে।

(ঘ) বলরামকে দোষঘটিত নরহত্যা করণাপরাধে আনন্দের নামে সেশন আদালতে অভিযোগ হইয়া ঐ অপরাধ নির্ণয় হইল। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া বলরামকে বধ করণাভিযোগে তাহার বিচার হইতে পারিবে না।

(ঙ) আনন্দ ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের পীড়া জন্মাইয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া এই ধারার ৩ প্রকরণানুযায়ী মোকদ্দমা না হইলে, ইচ্ছাপূর্ব্বক বলরামের গুরুতর পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে আনন্দের পুনশ্চ বিচার হইতে পারিবে না।

(চ) আনন্দ বলরামের গাত্র হইতে দ্রব্য চুরি করে বলিয়া দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহার নামে অভিযোগ করিয়া তাহার অপরাধ নির্ণয় করিলেন। সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের নামে পুনশ্চ দস্যুতা করণের অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(ছ) আনন্দ বলরাম ও চন্দ্র দিননাথের উপর দস্যুতা করিয়াছে বলিয়া প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট তাহাদের নামে অভিযোগ করিয়া তাহাদের অপরাধ নির্ণয় করিলেন। তৎপরে সেই বৃত্তান্ত ধরিয়া আনন্দের ও বলরামের ও চন্দ্রের নামে ডাকাইতা করিবার অভিযোগ হইয়া তাহার বিচার হইতে পারিবে।

(জ) একই বৃত্তান্ত ধরিয়া দুইটি বিভিন্ন অপরাধে আনন্দের নামে অভিযোগ হইয়া তাহার একটি অপরাধ নির্ণয় হয় ও অপর অপরাধে তাহাকে নির্দ্দোষ করা যায়। যে অপরাধে তাহাকে নির্দ্দোষ করা হইয়াছে আপীল আদালত তাহার সেই অপরাধ নির্ণয় করিতে পারিবেন এবং তাহার যে অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে সেই অপরাধে তাহাকে নির্দ্দোষ করিতে পারিবেন।

সপ্তম খণ্ড।

আপীল ও অর্পণ ও সংশোধন করণের বিধি।

৩১ একত্রিংশ অধ্যায়।

আপীলের বিধি।

প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে আপীল না হইবার কথা।

৪০৪ ধারা। এই আইনমতে কিম্বা অন্য যে আইন যৎকালে চলিত থাকে সেই আইন মতে আপীল করিবার বিধান না থাকিলে, ফৌজদারী আদালতের কোন নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হইবে না।

৪০৫ ধারা। সম্পত্তি বা তাহার বিক্রয়োৎপন্ন টাকা পাইবার নিমিত্ত কোন ব্যক্তির ৮৯ ধারামত প্রার্থনাপত্র কোন আদালত অগ্রাহ্য করিলে, ঐ আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর সামান্যতঃ যে আদালতে আপীল হয় ঐ ব্যক্তি সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

ক্রোককৃত সম্পত্তি ফিরিয়া পাইবার প্রার্থনাপত্র অগ্রাহ্য করিবার আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪০৬ ধারা। জিলার মাজিস্ট্রেট কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট ভিন্ন অন্য কোন মাজিস্ট্রেট কোন ব্যক্তিকে ১১৮ ধারামতে সদাচরণ করিবার জামিন দিতে বা পোলীসের তত্ত্বাবধানাধীনে স্থাপিত হইতে আজ্ঞা করিলে সে জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল করিবার কথা।

৪০৭ ধারা। (১) দ্বিতীয় বা তৃতীয় শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেটের বিচারক্রমে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে কিম্বা ৩৪৯ ধারামতে দ্বিতীয় শ্রেণীর মহকুমার মাজিস্ট্রেটের দ্বারা কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল করিতে পারিবে।

দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

(২) জিলার মাজিস্ট্রেট এই ধারামত কোন আপীল কি কোন শ্রেণীর আপীল আপনার অধীন যে কোন প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে তদ্রূপ আপীল শুনিবার ক্ষমতা পাইয়াছেন সেই মাজিস্ট্রেট শুনিবেন বলিয়া আজ্ঞা করিতে পারিবেন। তাহা হইলে উক্ত আপীল বা উক্ত শ্রেণীর আপীল ঐ অধীন মাজিস্ট্রেটের নিকট উপস্থিত করিতে হইবে, কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের নিকট পূর্ব্বে উপস্থিত করা গিয়া থাকিলে, উক্ত অধীন মাজিস্ট্রেটের প্রতি হস্তান্তর করিয়া দেওয়া হইবে। ঐরূপে যে কোন আপীল বা যে কোন শ্রেণীর আপীল উপস্থিত করা বা হস্তান্তর করিয়া দেওয়া যায় জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তদ্রূপ কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে তাহা উঠাইয়া লইতে পারিবেন।

প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের প্রতি আপীল হস্তান্তর করিয়া দিবার কথা।

৪০৮ ধারা। কোন ব্যক্তি আসিস্টাণ্ট সেশন জজের বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের কিম্বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিস্ট্রেটের বিচারে অপরাধী নির্ণয় হইলে, কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের দ্বারা ৩৪৯ ধারামতে কোন ব্যক্তির দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সেই ব্যক্তি সেশন আদালতে আপীল করিতে পারিবেন।

আসিস্টাণ্ট সেশন জজ বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটের আজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

কিন্তু (ক) কোন মোকদ্দমায় আসিস্টাণ্ট সেশন জজ বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব যে দণ্ডের আজ্ঞা করেন তাহা সেশন আদালতের দৃঢ় করণ অপেক্ষ থাকিলে ঐরূপ প্রত্যেক মোকদ্দমার আপীল হাই কোর্টে হইবে; কিন্তু যাবৎ সেশন আদালত মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না করেন তাবৎ উপস্থিত করা যাইবে না।

(খ) তদ্রূপে কোন ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার অপরাধ নির্ণয় হইলে সেই ব্যক্তি স্বেচ্ছাক্রমে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবেন।

৪০৯ ধারা। সেশন আদালতে কিম্বা সেশন জজ সাহেবের নিকটে যে আপীল করা যায় তাহা সেশন জজ সাহেব কি আডিশনল সেশন জজ সাহেব শুনিবেন।

সেশন আদালতে আপীল কিরূপে শুনা যাইবে তাহার কথা।

৪১০ ধারা। সেশন জজ সাহেবের কিম্বা আডিশনল সেশন জজ সাহেবের বিচারে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে সে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

সেশন আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১১ ধারা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের বিচারমতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া ছয় মাসের অধিক কারাদণ্ডের কিম্বা দুইশত টাকার অধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ঐ ব্যক্তি হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিবে।

প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেটের দণ্ডাজ্ঞার উপর আপীলের কথা।

৪১২ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও যে স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তি নিজ দোষ স্বীকার করে ও তদনুসারে সেশন আদালত কি কোন মাজিস্ট্রেট তাহার অপরাধ নির্ণয় করেন সেই স্থলে ঐ দণ্ডাজ্ঞার পরিমাণ কিম্বা ঐ দণ্ডাজ্ঞা আইন সিদ্ধ কি না এই২ বিষয় লইয়া আপীল হইতে পারিবে নতুবা আপীল নাই।

অভিযুক্ত ব্যক্তি দোষ স্বীকার করিলে কোন২ স্থলে আপীল না হইবার কথা।

৪১৩ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, সেশন আদালত কিম্বা জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব বা প্রথম শ্রেণীর অন্য মাজিস্ট্রেট যে মোকদ্দমায় কেবল এক মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কি কেবল পঞ্চাশ টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কি কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করেন, সেই মোকদ্দমায় আপীল নাই।

ক্ষুদ্র২ মোকদ্দমায় আপীল না হইবার কথা।

ব্যাখ্যা।—মূলদণ্ডের মধ্যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা না হইয়া যদি উক্ত আদালত, কি মাজিস্ট্রেট অর্থদণ্ডের টাকা না দেওয়া প্রযুক্ত কারাদণ্ডের আজ্ঞা করেন, তবে তাহার উপর আপীল নাই।

৪১২ ধারা। পূর্ব্বে ভাবান্তরের কথা থাকিলেও, কোন মাজিষ্ট্রেট ২৬০ ধারামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন হইয়া সরাসরীমতে যে কোন মোকদ্দমার বিচার করিয়া কেবল তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ডের কিম্বা কেবল ২০০) টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের কিম্বা কেবল কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিলে সেই আজ্ঞার উপর আপীল নাই।

সরাসরীমতে অপরাধ নির্ণয় হইলে কোনং স্থলে তাহার উপর আপীল না হইবার কথা।

৪১৫ ধারা। ৪১৩ কি ৪১৪ ধারার উল্লিখিত কোন দণ্ডের আজ্ঞা দ্বারা ঐ২ ধারার উল্লিখিত কোন দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করা গেলে তাহার উপর আপীল হইতে পারিবে; কিন্তু যে দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রকারান্তরে আপীল হইতে পারিত না, যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়াছে তাহার প্রতি শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দেবার আজ্ঞা হইয়াছে বলিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হইতে পারিবে না।

৪১৩ ও ৪১৪ ধারার নিয়মানধরী কথা।

ব্যাখ্যা।—অর্থদণ্ড না দেওয়াতে যে কারাদণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহা এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দুই কি তদধিক দণ্ড সংযোগ করিবার দণ্ডাজ্ঞা নহে।

৪১৬ ধারা। ৩৩ অধ্যায়মতে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের যে দণ্ডের আজ্ঞা হয় তাহার প্রতি ৪১৩ ও ৪১৪ ধারার কোন বিধান খাটিবে না।

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের দণ্ডের আজ্ঞা বর্জ্জিত হইবার কথা।

৪১৭ ধারা। হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য কোন আদালত কর্ত্তৃক কোন ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করণের আদিম কি আপীলী আজ্ঞা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি ঐ আজ্ঞার উপর হাই কোর্টে আপীল উপস্থিত করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

নির্দ্দোষ করণের আজ্ঞার উপর গবর্ণমেণ্টের পক্ষে আপীল করিবার কথা।

৪১৮ ধারা। আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া যেমন আপীল হইতে পারে, বৃত্তান্ত ঘটিত বিষয় ধরিয়াও তেমনই আপীল হইতে পারিবে। কিন্তু জুরির সহযোগে বিচার হইলে কেবল আইনঘটিত বিষয় ধরিয়া আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

কোন্ বিষয়ে আপীল গ্রাহ্য হইতে পারিবে তাহার কথা।

ব্যাখ্যা।—দণ্ডাজ্ঞার কঠোরতার কথা এই ধারার কার্য্যপক্ষে আইনঘটিত বিষয় বলিয়া গণ্য হইবে।

৪১৯ ধারা। লিখিত দরখাস্ত দিয়া আপেলাণ্ট বা তাঁহার উকীল আপীল উপস্থিত করিবেন এবং যে আদালতে উপস্থিত করা যায় সেই আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে তদ্রূপ আপীলের যে প্রত্যেক দরখাস্ত দেওয়া যায় যে নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার উপর আপীল হয় তাহার নকল ও জুরির বিচারিত মোকদ্দমা হইলে ৩৬৭ ধারামত উপদেশ বাক্যের যে মূল কথা লেখা যায় তাহার নকলও সেই দরখাস্তের সঙ্গে দিতে হইবে।

আপীলের দরখাস্তের কথা।

৪২০ ধারা। আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে, সে আপীলের দরখাস্ত ও তাহার সহিত যে২ নকল দিতে হয় সেই২ নকল জেলের অধ্যক্ষকে দিতে পারিবে। তিনি তাহা পাইলে উপযুক্ত আপীল আদালতে সেই দরখাস্ত ও নকল পাঠাইবেন।

আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২১ ধারা। (১) আপীল আদালত ৪১৯ কি ৪২০ ধারামত দরখাস্ত ও নকল পাইলে পর তাহা পাঠ করিয়া হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই জ্ঞান করিলে সরাসরীমতে আপীল ডিসমিস্ করিতে পারিবেন।

আপীল সরাসরীমতে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতার কথা।

কিন্তু আপীলের পোষকতায় আপেলাণ্টের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শুনিবার যুক্তিসঙ্গত সময় না দিয়া ৪১৯ ধারামতে উপস্থিত করা কোন আপীল ডিসমিস করা যাইবে না।

(২) এই ধারামতে আপীল ডিসমিস করিবার পূর্ব্বে আদালত মোকদ্দমার কাগজপত্র আনাইতে পারিবেন কিন্তু আনাইতেই যে হইবে এমত নয়।

৪২২ ধারা। আপীল আদালত সরাসরীমতে আপীল ডিসমিস্ না করিলে আপেলাণ্টকে বা তাঁহার উকীলকে ও এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মচারী নিযুক্ত করেন তাঁহাকে সেই আপীল শুনিবার দিনের ও স্থানের নোটিস দেওয়াইবেন ও ঐ কর্ম্মচারির প্রার্থনামতে তাঁহাকে আপীলের হেতুবাদের এক কেতা নকল দিবেন।

আপীল শুনিবার নোটিসের কথা।

এবং ৪১৭ ধারামত আপীল হইলে আপীল আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকেও তদ্রূপ নোটিস দেওয়াইবেন।

৪২৩ ধারা। (১) ঐ মোকদ্দমা ঘটিত কাগজপত্র আপীল আদালতে না থাকিলে ঐ আদালত তাহা আনাইয়া পাঠ করিলে পর ও আপেলাণ্ট কি তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, ও রাজকীয় অভিযোক্তাও উপস্থিত থাকিলে তাঁহার কথা শুনিলে পর, এবং ৪১৭ ধারামতে আপীল হইলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে তাহার কথা শুনিলে পর হস্তক্ষেপ করিবার উপযুক্ত কারণ নাই এরূপ বিবেচনা করিলে আপীল অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন. কিম্বা

আপীল লইয়া আপীল আদালত কি করিতে পারিবেন তাহার কথা।

(ক) নির্দ্দোষ নির্ণয়ের আজ্ঞার উপর আপীল হইলে উক্ত আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আরো তদন্তের কিম্বা স্থল বিশেষে অভিযুক্ত ব্যক্তির পুনর্ব্বিচার কি বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

অথবা তাহাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়া তাহার উপর আইনমত দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের আপীল হইলে, (১) উক্ত অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিয়া অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষী করিতে বা ছাড়িয়া দিতে অথবা ঐ আপীল আদালতের অধীন উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের দ্বারা তাহার পুনর্ব্বিচার বা বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আদেশ দিতে পারিবেন, অথবা (২) দণ্ডাজ্ঞা স্থিরতর রাখিয়া সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিতে কিম্বা নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহা কম করিতে পারিবেন, অথবা (৩) তদ্রূপ কম করিয়া কি না করিয়া ও নির্ণয় পরিবর্ত্তন করিয়া কি না করিয়া যে দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে তাহার ভাব পরিবর্ত্তন করিতে পারিবেন কিন্তু এরূপে করিতে হইবে যেন তাহার বৃদ্ধি না হয়।

(গ) অন্য কোন আজ্ঞার উপর আপীল হইলে ঐ আজ্ঞা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(ঘ) ফলস্বরূপ বা আনুষঙ্গিক যে কোন আজ্ঞা ন্যায্য বা উপযুক্ত হয় তাহা করিতে পারিবেন।

(২) জজ সাহেবের উপদেশের দোষে কিম্বা তিনি যে ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করেন জুরি তাহা বুঝিতে না পারায় জুরির মীমাংসায় ভ্রম হইয়াছে, এরূপ বিবেচনা না করিলে উক্ত আদালত যে জুরির মীমাংসা পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে পারিবেন এই ধারার কোন কথায় ঐ আদালতের প্রতি এমন কোন ক্ষমতা দেওয়া যাইতেছে না।

নিম্ন আপীল আদালতের নিষ্পত্তির কথা।

৪২৪ ধারা। আদৌ বিচারাধিকারবিশিষ্ট ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তি সম্বন্ধে ২৬ অধ্যায়ে যে যে বিধি আছে তাহা যতদূর হইতে পারে হাই কোর্ট ভিন্ন অন্য আপীল আদালতের নিষ্পত্তির প্রতি বর্ত্তিবে।

কিন্তু আপীল আদালত প্রকারান্তরের আজ্ঞা না করিলে, যে নিষ্পত্তি প্রচার করা যায় তাহা শুনিবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আনা বা উপস্থিত হইবার আদেশ করা যাইবে না।

হাই কোর্টে আপীল ক্রমে যে আজ্ঞা করা যায়, তাহা অধঃস্থ আদালতে জ্ঞাত করাইবার কথা।

৪২৫ ধারা। (১) আপীল হওয়াতে হাই কোর্ট এই অধ্যায়মতে কোন মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিলে, যাহার বিরুদ্ধে আপীল হয় সেই নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা যে আদালতে লেখা বা করা গিয়াছিল ঐ হাই কোর্ট সেই আদালতে সার্টিফিকেট দ্বারা আপন নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। যদি জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক ঐ নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা লেখা বা করা যায়, জিলার মাজিষ্ট্রেট দ্বারা ঐ সার্টিফিকেট পাঠাইতে হইবে।

(২) হাই কোর্ট সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের নিকট আপন নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা জ্ঞাত করেন সেই আদালত হাই কোর্টের নিষ্পত্তির কি আজ্ঞার অনুযায়ী আজ্ঞা করিবেন। আবশ্যক হইলে কাগজপত্রও তদনুসারে সংশোধন করা যাইবে।

আপীল উপস্থিত থাকিতে দণ্ডাজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

হাজিরজামিন দিলে আপেলাণ্টকে মুক্ত করিবার কথা।

৪২৬ ধারা। (১) যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার উপর সে আপীল করিলে সেই আপীল যত দিন উপস্থিত থাকে আপীল আদালত ততদিন হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া সেই আজ্ঞা অনুযায়ী কার্য্য না হইবার আদেশ করিতে পারিবেন; ও আপেলাণ্ট কারাবদ্ধ থাকিলে হাজিরজামিন বা নিজ তাহার নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

(২) এই ধারায় আপীল আদালতের প্রতি যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল অপরাধের নির্ণয় হইলে কোন ব্যক্তি হাই কোর্টের অধীন কোন আদালতে আপীল করিলে, হাই কোর্টও সেই ক্ষমতা অনুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৩) শেষে আপেলাণ্টের কারাদণ্ডের, দণ্ডরূপ পরিশ্রমের বা দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের আজ্ঞা হইলে, সে উক্ত প্রকারে যত দিন মুক্ত ছিল দণ্ডের মিয়াদ নিরূপণ কালে সেই সকল দিন ধরিতে হইবে না।

নির্দ্দোষ করণের উপর আপীল হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধৃত করণের কথা।

৪২৭ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীল উপস্থিত করা গেলে হাই কোর্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ধরিয়া আপনার বা অন্য কোন অধীন আদালতের সম্মুখে আনাইবার ওয়ারেণ্ট দিতে পারিবেন ও যে আদালতের সম্মুখে তাহাকে আনা যায় সেই আদালত আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত তাহাকে কারাগারে অর্পণ করিতে পারিবেন কিম্বা তাহার হাজিরজামিন লইবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

অধিক প্রমাণ লইতে কি লইবার আজ্ঞা করিতে আপীল আদালতের ক্ষমতার কথা।

৪২৮ ধারা। (১) এই অধ্যায়মত আপীল সংক্রান্ত কার্য্য করণ সময়ে আপীল আদালত অধিক প্রমাণ লওয়া আবশ্যক বোধ করিলে এরূপ বোধ করিবার হেতু লিপিবদ্ধ করিবেন এবং আপনি সেই প্রমাণ লইতে পারিবেন, কিম্বা কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অথবা আপীল আদালত হাই কোর্ট হইলে কোন সেশন আদালতের বা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তাহা লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) উক্ত সেশন আদালত বা মাজিষ্ট্রেট সেই অধিক প্রমাণ লইলে আপীল আদালতের নিকট সার্টিফিকেট সহিত সেই প্রমাণ পাঠাইবেন, ও উক্ত আদালত তদনুসারে আপীল নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

(৩) আপীল আদালত অন্যরূপ আদেশ না করিলে ঐ অধিক প্রমাণ লওনের সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা তাঁহার উকীল উপস্থিত থাকিবেন। কিন্তু উক্তরূপ প্রমাণ জুরির কি আসেসরদের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে না।

(৪) এই ধারামতে প্রমাণ লওয়া তদন্তের ন্যায় ২৫ অধ্যায়ের বিধানের অধীন হইবে।

আপীল আদালতের জজদের যত জনের একমত হয় ততজনের ভিন্ন মত হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪২৯ ধারা। যে জজ সাহেবেরা আপীল আদালতস্বরূপ অধিবিষ্ট হন, তাঁহাদের যত জনের একমত হয় ততজনের ভিন্ন মত হইলে, ঐ মোকদ্দমা তাঁহাদের মতসহ ঐ আদালতের অন্য জজের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে। তিনি যদ্রূপ (যদি কোন) পরীক্ষা লওয়া ও শুনা উচিত বোধ করেন তদ্রূপ পরীক্ষা লইয়া ও শুনিয়া আপনার মত প্রকাশ করিবেন ও সেই মতানুসারে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা হইবে।

আপীল হইয়া যে আজ্ঞা হয় তাহা চূড়ান্ত হইবার কথা।

৪৩০ ধারা। ৪১৭ ধারার ও ৩২ অধ্যায়ের বিধানের স্থল ভিন্ন অন্য সকল স্থলে আপীল আদালত আপীলক্রমে যে নিষ্পত্তি ও আজ্ঞা করেন তাহা চূড়ান্ত হইবে।

আপীল উঠিয়া যাইবার কথা।

৪৩১ ধারা। ৪১৭ ধারামতে আপীলের মোকদ্দমায় অভিযুক্ত ব্যক্তির মৃত্যু হইলে এবং এই অধ্যায়মত অন্য আপীলে আপীলান্টের মৃত্যু হইলে আপীল একবারে উঠিয়া যাইবে।

---

৩২ দ্বাত্রিংশ অধ্যায়।

প্রশ্নার্পণের ও সংশোধনের বিধি।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের হাই কোর্টে প্রশ্নার্পণ করিবার কথা।

৪৩২ ধারা। কোন মোকদ্দমা শ্রবণ কালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উঠিয়া প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের মত জানিবার জন্যে ঐ প্রশ্ন হাই কোর্টে প্রেরণ করিতে পারিবেন কিম্বা সেই প্রশ্ন বিষয়ে হাই কোর্টের যে নিষ্পত্তি হয় তাহার অপেক্ষা করিয়া তিনি সেই বিষয়ে আপনার বিচার জানাইতে পারিবেন ও হাই কোর্টের সেই নিষ্পত্তির অপেক্ষায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে কারাগারে পাঠাইতে পারিবেন, কিম্বা তাহাকে ডাকা গেলে সে বিচার জানিবার জন্যে উপস্থিত হইবে এই নিয়মে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমা নিষ্পত্তি করিবার কথা।

৪৩৩ ধারা। (১) কোন প্রশ্ন পূর্ব্বোক্তমতে অর্পণ করা গেলে হাই কোর্ট তদ্বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত বোধ করেন করিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রশ্ন অর্পণ করেন সেই নিষ্পত্তির নকল তাঁহার নিকটে প্রেরণ করাইবেন ও তিনি সেই নিষ্পত্তি অনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করিবেন।

খরচাবিষয়ক আজ্ঞার কথা।

(২) সেই প্রশ্ন অর্পণ করিবার খরচ কাহার দিতে হইবে হাই কোর্ট এই বিষয়ের আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টের আদৌ বিচারাধিপত্যক্রমে কোন প্রশ্ন উত্থিত হইলে পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্ত তাহা রাখিবার কথা।

৪৩৪ ধারা। (১) ফৌজদারী মোকদ্দমার আদৌ বিচার করিবার ক্ষমতাক্রমে কর্ম্মকরণ কালে যে হাই কোর্টে একাধিক জজ আছেন সেই হাই কোর্টের কোন জজের সম্মুখে কোন ব্যক্তির বিচার হইয়া অপরাধ সপ্রমাণ হইলে যদি তাহার বিচার কালে আইনঘটিত কোন প্রশ্ন উত্থিত হইয়া থাকে ও সেই প্রশ্নের যদ্রূপ নির্ণয় হয় তদনুসারে মোকদ্দমার নিষ্পত্তির ফলাফলের সম্ভাবনা হয়, তবে সেই জজ সাহেব বিহিত বোধ করিলে হাই কোর্টের দুই কি তদধিক জন জজের কোর্টের নিষ্পত্তির নিমিত্ত ঐ প্রশ্ন অর্পণ করিতে পারিবেন।

বিবেচনার নিমিত্ত রাখা গেলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) উক্ত জজ সাহেব তদ্রূপ কোন প্রশ্ন পশ্চাৎ বিবেচনার নিমিত্তে রাখিলে, যে ব্যক্তির অপরাধ প্রমাণ হইল ঐ প্রশ্ন নিষ্পত্তি হইবার অপেক্ষায় তাহাকে পুনশ্চ জেলে পাঠান যাইবে, কিম্বা জজ সাহেব উচিত বোধ করিলে তাহার হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে, এবং হাই কোর্ট সেই মোকদ্দমা কিম্বা তাহার যে অংশ আবশ্যক তাহা পুনর্দৃষ্টি করিতে ও সেই প্রশ্ন চূড়ান্তরূপে নিষ্পত্তি করিতে পারিবেন। তাহা করিলে আদৌ যে আদালতের নিষ্পত্তি করিবার ক্ষমতা আছে সেই আদালতের দণ্ডাজ্ঞা পরিবর্ত্তন করিতে ও হাই কোর্ট যে নিষ্পত্তি ও দণ্ডাজ্ঞা উচিত বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন।

অধীন আদালতের কাগজপত্র আনাইবার ক্ষমতার কথা।

৪৩৫ ধারা। (১) স্বীয় বিচারাধীন স্থানের কোন অধীন ফৌজদারী আদালত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিয়া যে নির্ণয় কি দণ্ডের আজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা লিখেন কি করেন তাহা যথার্থ ও আইন অনুযায়ী ও উপযুক্ত কি না ও সেই অধীন আদালতের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিধিমত হইয়াছে কি না, হাই কোর্ট কি কোন সেশন জজ কি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট ইহা স্বদ্বোধমতে জ্ঞাত হইবার অভিপ্রায়ে উক্ত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইয়া দৃষ্টি করিতে পারিবেন।

(২) কোন মহকুমার মাজিষ্ট্রেট (১) প্রকরণমত কার্য্য করিবার সময়ে যদি বিবেচনা করেন যে ঐরূপ কোন নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা আইনবিরুদ্ধ বা অনুচিত হইয়াছে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্য নিয়মমত হয় নাই, তবে তিনি যে মন্তব্য লেখা উচিত জ্ঞান করেন তৎসহিত নথী জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট পাঠাইবেন।

(৩) ১৪৩ ও ১৪৪ ধারামতে যে যে আজ্ঞা করা যায় তাহা এবং ১৭৬ ধারামত আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী আনুষ্ঠানিক কার্য্য নহে।

(৪) সেশন জজ কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট এই ধারামতে কোন দরখাস্ত করা হইয়া থাকিলে তাঁহাদের অন্যতর ব্যক্তি আর কোন দরখাস্ত গ্রাহ্য করিবেন না।

৪৩৬ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন মোকদ্দমার কাগজপত্র দেখিয়া যদি সেশন জজ সাহেবের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের এমত জ্ঞান হয় যে উক্ত মোকদ্দমা কেবল সেশন জজের বিচার্য্য ও অধীন আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দিয়াছেন, তাহা হইলে সেই সেশন জজ কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাকে ধরাইয়া নূতন তদন্ত লইবার আদেশ না দিয়া যে বিষয় ধরিয়া সেশন জজের কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনায় অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অনুচিতমতে ছাড়িয়া দেওয়া গিয়াছে সেই বিষয় ধরিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচারার্থে সমর্পণ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

কিন্তু (ক) এরূপস্থলে আবশ্যক যে সমর্পণ করা কেন যাইবে না উক্ত জজকে কি মাজিষ্ট্রেটকে ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুযোগ দিতে হইবে।

(খ) অভিযুক্ত ব্যক্তি অন্য কোন অপরাধ করিয়াছে ঐ জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিবেচনামতে ইহা প্রমাণ দ্বারা দৃষ্ট হইলে, ঐ জজ কি মাজিষ্ট্রেট সাহেব তদধীন আদালতের প্রতি সেই অপরাধের তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৩৭ ধারা। ২০৩ ধারামতে কোন নালিশ ডিসমিস করা গেলে, কিম্বা ১৬৯ ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া বা মুক্ত করা গেলে, ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কাগজপত্র দেখিয়া হাই কোর্ট কিম্বা সেশন জজ জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি নিজে কিম্বা আপনার অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা সেই বিষয়ের অধিক তদন্ত লইবার আদেশ করিতে পারিবেন; এবং জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি সেই তদন্ত লইতে কিম্বা অধীন কোন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি লইবার আদেশ করিতে পারিবেন। কিম্বা ৫৬১ ধারামতে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার সম্বন্ধে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব আপনি নিষ্পত্তি প্রকাশ ও দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিবেন, অথবা অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি করিবার আদেশ করিতে পারিবেন।

তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবার কথা।

৪৩৮ ধারা। ৪৩৫ ধারামতে বা প্রকারান্তরে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র দেখিয়া সেশন জজ কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব উচিত বোধ করিলে হাই কোর্টের আজ্ঞার জন্যে তদ্রূপ দেখিবার ফল বিষয়ে রিপোর্ট করিতে পারিবেন এবং ঐ রিপোর্টে দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা করিবার অনুরোধ থাকিলে, ঐ দণ্ডাজ্ঞামত কার্য্য স্থগিত রাখিবার ও অভিযুক্ত ব্যক্তি কারাবদ্ধ থাকিলে হাজিরজামিন কিম্বা তাহারই নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

হাই কোর্টে রিপোর্ট করিবার কথা।

৪৩৯ ধারা। (১) হাই কোর্ট আপনার ইচ্ছামতে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র আনাইলে, কিম্বা আজ্ঞার জন্যে তাহার রিপোর্ট পাইলে কিম্বা অন্যরূপে তদ্বিষয়ক কথা অবগত হইলে, ১৯৫ ও ৪২৩ ও ৪২৬ ও ৪২৭ ও ৪২৮ ধারামতে আপীল আদালতের প্রতি কিম্বা ৩৩৮ ধারামতে কোন আদালতের প্রতি যেং ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে হাই কোর্ট আপন ইচ্ছাক্রমে তন্মধ্যস্থ যে কোন ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং দণ্ডাজ্ঞা বৃদ্ধি করিতে পারিবেন, এবং সংশোধন করিবার আদালতস্বরূপ জজদের যত জনের একমত তত জনের ভিন্নমত হইলে ৪২৯ ধারার বিধানমতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হইবে।

হাই কোর্টের সংশোধন করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপন পক্ষ সমর্থনার্থ স্বয়ং বা উকীলের দ্বারা যাহা বলিতে চাহেন তাহা শুনিবার সুযোগ দেওয়া না গেলে, তাঁহার বিরুদ্ধে এই ধারামত কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

(৩) এই ধারায় যে দণ্ডাজ্ঞার কথা আছে কোন মাজিষ্ট্রেট ৩৪ ধারামতে কার্য্য না করিয়া সেই দণ্ডাজ্ঞা করিলে উক্ত কোর্টের মতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করিয়াছে, সেই অপরাধহেতুক প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিষ্ট্রেট যত দণ্ড করিতে পারিতেন, ঐ কোর্ট তাহার অধিক দণ্ডের আজ্ঞা করিবেন না।

(৪) ২৭৩ ধারামতে যাহা কিছু লেখা যায় তৎপ্রতি এই ধারার কোন কথা বর্তিবে না, কিম্বা হাই কোর্ট নির্দোষিতা নির্ণয় বদলাইয়া অপরাধ নির্ণয় করিবার ক্ষমতা পাইলেন এই ধারার কোন কথাক্রমে এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

(৫) যে স্থলে এই আইনমতে আপীল থাকিয়া আপীল করা হয় না সেই স্থলে সংশোধনের অভিপ্রায়ে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্য গ্রাহ্য করা যাইবে না, এবং এই আইনক্রমে যেরূপ বিধান হইল তদনুসারে ভিন্ন আপীল বা সংশোধনের অভিপ্রায়ে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যই গ্রাহ্য হইবে না।

৪৪০ ধারা। কোন আদালতের সংশোধন করিবার ক্ষমতানুসারে কার্য্য করণকালে কোন পক্ষের নিজে কি উকীলের দ্বারা শ্রুত হইবার অধিকার নাই।

আদালতের স্বেচ্ছাধীনে উভয় পক্ষের কথা শ্রবণ করিবার কথা।

কিন্তু আদালত উচিত বোধ করিলে নিজ কোন পক্ষের কিম্বা তাঁহার উকীলের কথা শ্রবণ করিতে পারিবেন। এই ধারার কোন কথাক্রমে ৪৩৯ ধারার ২ প্রকরণের বিধানের কোন বিঘ্ন হইবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৪৪১ ধারা। হাই কোর্ট ৪৩৫ ধারামতে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র চাহিয়া পাঠাইলে, মাজিষ্ট্রেট যে যে হেতু ধরিয়া নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা করেন ও নিষ্পত্তি উপলক্ষে তিনি যে বৃত্তান্ত গুরুতর বলিয়া জ্ঞান করেন মোকদ্দমার কাগজপত্রের সঙ্গে সেই সেই হেতুর ও বৃত্তান্তের বর্ণনাপত্রও অর্পণ করিতে পারিবেন। হাই কোর্ট ঐ নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা ব্যর্থ কি অসিদ্ধ করণের পূর্ব্বে সেই২ হেতু ও বৃত্তান্ত বিবেচনা করিবেন।

প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট আপন নিষ্পত্তির যেং হেতু জানান হাই কোর্টের তাহা বিবেচনা করিবার কথা।

৪৪২ ধারা। এই আধ্যায়মতে হাই কোর্ট কর্ত্তৃক কোন মোকদ্দমার সংশোধন হইলে হাই কোর্ট যে নির্ণয়, দণ্ডাজ্ঞা বা আজ্ঞা সংশোধিত হয় তাহা যে আদালত লিখেন বা করেন সেই আদালতে পুর্ব্বে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারের সার্টিফিকেট দ্বারা আপনার নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জানাইবেন। সার্টিফিকেট দ্বারা যে আদালতের কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐরূপে নিষ্পত্তি কি আজ্ঞা জ্ঞাত করা হয় সেই আদালত কি মাজিষ্ট্রেট ঐ নিষ্পত্তি অনুসারে আজ্ঞা করিবেন এবং আবশ্যক হইলে তদনুসারে নথী সংশোধন করা যাইবে।

হাই কোর্ট যে আজ্ঞা করেন তাহা অধঃস্থ আদালতে বা মাজিষ্ট্রেটকে জ্ঞাত করিবার কথা।

অষ্টম খণ্ড।

বিশেষ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের বিধি।

---

৩৩ ত্রয়স্ত্রিংশ অধ্যায়।

ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয়দিগের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৪৪৩ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস না হইলে, এবং (যদি তিনি জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট না হন) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ও ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা না হইলে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার নামে অভিযোগের তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে সক্ষম হইবেন না।

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজারা অপরাধ করিলে যে মাজিষ্ট্রেটেরা সেই অপরাধের তদন্ত লইয়া বিচার করিবেন তাঁহাদের কথা।

৪৪৪ ধারা। সেশনের জজ ভিন্ন কোন সেশন আদালতে আধিপত্যকারী জজ ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা না হইলে কোন ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার নামে অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না: এবং আধিপত্যকারী জজ আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ হইলে যদি তিনি আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের কর্ম্ম অন্যূন তিন বৎসর না করিয়া থাকেন এবং এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের স্থানে বিশেষ ক্ষমতা না পাইয়া থাকেন তবে তিনি ঐরূপ অভিযোগের বিচার করিতে পারিবেন না।

সেশন জজের ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা হইবার কথা।

আসিষ্টাণ্ট সেশন জজের তিন বৎসর কর্ম্ম করিবার ও বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত হইবার কথা।

৪৪৫ ধারা। কোন মাজিষ্ট্রেট যে স্থলে অন্য ব্যক্তিদের যদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে সক্ষম হন সেই স্থলে ৪৪৩ কি ৪৪৪ ধারার কোন কথায় ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের তদ্রূপ অপরাধ গ্রাহ্য করিতে তাঁহার বাধা হইবে না।

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা অপরাধ করিলে তাহা গ্রাহ্য হইবার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার নামে অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে যদি তাঁহাকে উপস্থিত করাইবার পরওয়ানা প্রচার করেন, তবে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মোকদ্দমার তদন্ত লইয়া বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন হন ঐ পরওয়ানামতে তাঁহারই সম্মুখে তাঁহাকে উপস্থিত করিবার বিধান করিতে হইবে।

৪৪৬ ধারা। ৩২ কি ৩৪ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার উপর তিন মাসের অনধিক কারাদণ্ড কিম্বা এক সহস্র টাকার অনধিক অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না। এবং কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট ছয় মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা দুই সহস্র টাকা পর্য্যন্ত অর্থদণ্ড কি উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য আজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

মফঃসল মাজিষ্ট্রেটেরা যে দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন তাহার কথা।

৪৪৭ ধারা। (১) ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার নামে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট যে অপরাধের নালিশ হয় সেই মাজিষ্ট্রেটের সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড করিবার ক্ষমতা নাই ও সেই অপরাধ প্রাণদণ্ডের কি জাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ নয় তাঁহার এমত বিবেচনা হইলে, যদি অভি-

যেস্থলে সেশন আদালতে ও যেস্থলে হাইকোর্টে সমর্পণ করিতে হইবে তাহার কথা।

যুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা উচিত বোধ করেন, তাহাকে সেশন আদালতে, কিম্বা তিনি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট হইলে, হাই কোর্টে সমর্পণ করিবেন।

(২) যে অপরাধ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় তাহা প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যাইবে।

৪৪৮ ধারা। যে ব্যক্তিকে ৪৪৭ ধারামতে হাই কোর্টে সমর্পণ করা যায় তাহার নামে অনেক অপরাধের অভিযোগ হইলে, ও তন্মধ্যে এক অপরাধের নিমিত্তে প্রাণদণ্ড কি জাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও অন্য অপরাধের লঘু দণ্ড হইতে পারিলে যে অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে ঐ হাই কোর্ট সেই অপরাধ ধরিয়া তাঁহার বিচার করা উচিত বোধ না করিলেও অন্য অপরাধ ধরিয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

এক অপরাধের জন্য প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে ও অন্য অপরাধের নিমিত্ত তদ্রূপ দণ্ড হইতে না পারিলে অপরাধের বিচারের কথা।

৪৪৯ ধারা। (১) ৩১ ধারায় প্রকারান্তরের বিধান থাকিলেও কোন সেশন আদালত ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার এক বৎসরের অনধিককাল কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের কিম্বা উভয় দণ্ডের আজ্ঞা ভিন্ন অন্য দণ্ডাজ্ঞা করিতে পারিবেন না।

সেশন আদালত যে দণ্ডের আজ্ঞা দিতে পারিবেন তাহার কথা।

(২) যে অপরাধের প্রমাণ হইয়াছে বলিয়া বোধ হয়, উক্ত প্রকারের দণ্ডাজ্ঞা দ্বারা সেই অপরাধের সমুচিত দণ্ড হয় না সমর্পণ হইবার পর ও নিষ্পত্তি স্বাক্ষর করিবার পূর্ব্বে কোন সময়ে আধিপত্যকারী জজ সাহেবের এমত জ্ঞান হইলে তিনি আপনার সেই মত লিপিবদ্ধ করিয়া হাই কোর্টে মোকদ্দমা প্রেরণ করিবেন। উক্ত জজ সাহেব আপনি বাদির ও সাক্ষীদের স্থানে হাই কোর্টে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র লইতে পারিবেন কিম্বা যে মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমর্পণ করেন তাঁহাকে তদ্রূপ পত্র লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

সেশন জজ আপনার ক্ষমতা ন্যূন জ্ঞান করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫০ ধারা। (১) হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের বিচার হইলে, প্রথম জুররের ডাক হইয়া গ্রাহ্য হইবার পূর্ব্বে অথবা স্থল বিশেষে প্রথম আসেসর নিযুক্ত হইবার পূর্ব্বে উক্ত প্রজা মিশ্র জুরিদ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে, বিচার জুরি দ্বারা হইবে এবং জুরির অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় হইবে।

হাই কোর্টে বা সেশন আদালতে জুরি বা আসেসরদের কথা।

(২) সেশন আদালতে সামান্যতঃ আসেসরদের সাহায্যে ঐরূপ বিচার হইলে, অভিযুক্ত ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা কিম্বা কএকজন ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার নামে অভিযোগ হইলে, তাঁহারা সকলে একত্রে (১) প্রকরণ মতে মিশ্র জুরিদ্বারা বিচারের দাওয়া না করিয়া এইরূপ দাওয়া করিতে পারিবেন যে, আসেসরদের অর্দ্ধ সংখ্যার অন্যূন ব্যক্তি ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় কিম্বা ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় হইবে।

৪৫১ ধারা। (১) কোন জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার বিচার হইলে, উক্ত প্রজা, সমনের মোকদ্দমায় ২৪৪ ধারামতে প্রতিবাদের পোষকতায় তাঁহার কথা শুনা যাইবার পূর্ব্বে অথবা ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় ২৫৬ ধারামতে তাঁহার প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, এই দাওয়া করিতে পারিবেন যে ৪৫০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারের নিযুক্ত জুরিদ্বারা বিচার হইবে।

জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার জুরির দাওয়া করিবার স্বত্বের কথা।

(২) সমনের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট ২৪৪ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির কথা শুনিতে প্রবৃত্ত হন, কিম্বা ওয়ারন্টের মোকদ্দমায় যে সময়ে মাজিষ্ট্রেট অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি ২৫৬ ধারামতে প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা দেন, সেই সময়ে (১) প্রকরণমতে দাওয়া করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট তৎক্ষণাৎ পূর্ব্বোক্তমত জুরিরদ্বারা বিচার হইবার আবশ্যক আজ্ঞা দিবেন।

(৩) আনুষ্ঠানিক কার্য্য এই অবস্থায় উপস্থিত হইবার পূর্ব্বে ঐরূপ দাওয়া করা গেলে, যখন লিপিবদ্ধ সাক্ষ্য দেখিয়া মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বোধ হইবে যে মোকদ্দমা জুরির নিকট পাঠাইবার উপযুক্ত তখনই তিনি উক্তরূপ আজ্ঞা দিবেন।

(৪) ২৪২ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, এইরূপ প্রত্যেক স্থলে মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বোক্তরূপ কোন আজ্ঞা দিবার পূর্ব্বে রীতিমত অভিযোগপত্র লিখিবেন।

(৫) এই ধারামতে যে কোন বিচার হইবে, তাহাতে বাদী, অভিযুক্ত ব্যক্তি ও সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব ২১১ ২১৬, ২১৭, ২১৯ ও ২২০ ধারার বিধান খাটিবে।

(৬) জিলার মাজিষ্ট্রেট সেশনের জজ হইলে, এবং অভিযুক্ত ব্যক্তি বিচারার্থে উক্ত জজ সাহেবের আদালতে সমর্পিত হইলে, সেশন আদালতে জুরির বিচারের কার্য্যপ্রণালী সংক্রান্ত এই আইনের বিধানসমূহ যেরূপ খাটিত, এই ধারামত প্রত্যেক বিচার সম্বন্ধে যতদূর সম্ভব সেইরূপ খাটিবে।

(৭) (৫) প্রকরণের কিম্বা (৬) প্রকরণের উল্লিখিত বিধান সকল ঐ ঐ প্রকরণমতে যতদূর পর্য্যন্ত খাটান যায়, সেই সীমার মধ্যে তাহার কোন বিধানের অর্থ করিবার সময়ে সকল আদালত, আপনাদের সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তদুপযোগী করণার্থ ঐ বিধানের

যেরূপ ভাষাগত পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক বা উচিত হয়, সারাংশের ব্যতিক্রম না করিয়া সেইরূপ ভাষাগত পরিবর্ত্তন করিয়া লইতে পারিবেন।

(৮) ৩৪৭ কিম্বা ৪৪৭ ধারামতে কোন অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিচারার্থে সমর্পণ করিতে মাজিষ্ট্রেটের যে ক্ষমতা আছে, এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

কোন২ স্থলে অন্য আদালতে মোকদ্দমা পাঠাইবার কথা।

(৯) যদি কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে জুরির দ্বারা বিচারিত হইবার দাওয়া করে, এবং জিলার মাজিষ্ট্রেটের বিবেচনায় এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ থাকে যে, ৪৫০ ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রকারে আপনার সম্মুখে বিচারার্থ জুরি নিযুক্ত হইতে পারে না, অথবা জুরি নিযুক্ত করিতে এত বিলম্ব, অর্থ ব্যয় বা অসুবিধা হয় যাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হয় তাহা হইলে তিনি এই ধারামতে আপনার সম্মুখে বিচার হইবার আজ্ঞা না করিয়া হাই কোর্টে সময়ে২ এতদর্থে বিধি প্রণয়ন করিয়া ও তদ্বিষয়ে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমোদন লইয়া, অথবা বিশেষ আজ্ঞা করিয়া যে জিলার মাজিষ্ট্রেট বা সেশনের জজকে নির্দ্দেশ করেন, তাঁহার নিকট এরূপ মোকদ্দমা বিচারার্থ পাঠাইতে পারিবেন।

(১০) এই ধারামতে কোন মোকদ্দমা কোন সেশনের জজ কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট পাঠান গেলে, তিনি এই ধারামতে কার্য্যকারী জিলার মাজিষ্ট্রেট হইলে, (বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা সমেত তাঁহার যে সকল ক্ষমতা থাকিত ও যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিতে হইত, সেই সকল ক্ষমতামতে ও সেই কার্য্যপ্রণালী অনুসারে সুবিধামত সত্বরতাসহকারে ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবেন।

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার সহিত এদেশীয় ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইলে বিচারের কথা।

৪৫২ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা নহে, কোন স্থলে তাহারই সঙ্গে২ ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজারও নামে অভিযোগ হইলে, ও হাই কোর্টের কি সেশন আদালতের সম্মুখে বিচার হইবার নিমিত্তে ঐ ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজাকে সমর্পণ করা গেলে, ঐ দুই ব্যক্তির একত্র বিচার হইতে পারিবে, এবং ইউরোপীয় ব্রিটিষ প্রজার স্বতন্ত্র বিচার হইলে যে প্রণালীমতে কার্য্য চলিত, সেই প্রণালীমতে চলিবে।

এদেশীয় লোকের স্বতন্ত্র বিচার হইবার দাওয়ার কথা।

কিন্তু ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা ৪৫০ ধারামতে মিশ্র জুরি দ্বারা বা মিশ্র আসেসরদল দ্বারা বিচারের দাওয়া করিলে এবং উক্ত যে ব্যক্তি ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা নহে সে স্বতন্ত্র বিচারের দাওয়া করিলে, ২৩ অধ্যায়ের বিধানমতে শেষোক্ত ব্যক্তির স্বতন্ত্র বিচার হইবে।

কোন ব্যক্তি আপনার পক্ষে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাস্বরূপ কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪৫৩ ধারা। (১) ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার ন্যায় কোন ব্যক্তিকে লইয়া কার্য্য হয় তাঁহার এমন দাওয়া হইলে তদন্ত লইবার কি বিচার হইবার নিমিত্ত তাঁহাকে যে মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে উপস্থিত করা যায় সেই মাজিষ্ট্রেট সাহেবকে তিনি সেই দাওয়ার হেতু জানাইবেন। তাহা হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ উক্তির সত্যতানুসন্ধান করিবেন এবং ঐ ব্যক্তিকে ইহার সত্যতা প্রমাণ করিবার যুক্তিসঙ্গত সময় দিবেন, ও তদনন্তর তিনি ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা কি না, ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত মাজিষ্ট্রেট ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় করিলে ও ঐ ব্যক্তি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে মাজিষ্ট্রেটের সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

(২) মাজিষ্ট্রেট তদ্রূপ কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে সেশন আদালতে সমর্পণ করিলে এবং ঐ ব্যক্তি উক্ত আদালতে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার ন্যায় তৎসম্বন্ধে কার্য্য হইবার দাওয়া করিলে, উক্ত আদালত যদি আরো তদন্ত করা উচিত বোধ করেন তাহা করিয়া ঐ ব্যক্তি ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা কি না ইহার নিষ্পত্তি করিবেন ও তাঁহাকে লইয়া তদনুসারে কার্য্য করিবেন। উক্ত আদালত তাঁহার অপরাধ নির্ণয় করিলে ও তিনি তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল করিলে, আদালতের, সেই নিষ্পত্তি যে অন্যায় ইহা প্রমাণ করিবার ভার তাঁহারই প্রতি বর্ত্তিবে।

(৩) যে আদালতে কোন ব্যক্তির বিচার হয় সেই আদালত তিনি ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা নহেন এই নিষ্পত্তি করিলে, বিচারে যে দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা হয় উক্ত নিষ্পত্তি তাহার উপর আপীল করিবার অন্যতর হেতু হইবে।

উক্ত অবস্থার দাওয়া না করিলে তাহা ত্যাগ করা গেল জ্ঞান হইবার কথা।

৪৫৪ ধারা। (১) যে মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার বিচার হয় কিম্বা যৎকর্ত্তৃক তাঁহাকে সমর্পণ করা যায়, ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজার ন্যায় তাঁহার পক্ষে কার্য্য হয় ঐ ব্যক্তি তাঁহারই নিকট ইহার দাওয়া না করিলে কিম্বা সমর্পণকারী মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদ্রূপ দাওয়া করা গিয়া অগ্রাহ্য হইলেও তাঁহাকে যে আদালতে সমর্পণ করা যায় তথায় তিনি উক্ত দাওয়া পুনশ্চ না করিলে, ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাস্বরূপ আপনার সেই বিশেষ ক্ষমতা ত্যাগ করিয়াছেন, এমত জ্ঞান হইবে, এবং সেই মোকদ্দমা চলনের তৎপশ্চাৎ কোন সময়ে ঐ দাওয়া করিতে পারিবেন না।

(২) মাজিষ্ট্রেট সাহেবের সম্মুখে কোন ব্যক্তিকে উপস্থিত করা গেলে সে ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা নহে মাজিষ্ট্রেট সাহেব এমত বিশ্বাস করিবার কারণ না

দেখিলে, তুমি ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজা কি না তাঁহাকে এই কথা জিজ্ঞাসা করিবেন।

৪৫৫ ধারা। যে ব্যক্তি ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজা নহে তাহাকে লইয়া এই অধ্যায়মতে ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজার ন্যায় কার্য্য হইলে ও সে আপত্তি না করিলে তদ্রূপ কার্য্য হইয়াছে বলিয়া তদন্ত কি. স্থলবিশেষে, সমর্পণ কি বিচার কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজা না হইয়া কোন ব্যক্তির এই অধ্যায়মতে বিচার হইলে তাহার কথা।

৪৫৬ ধারা। কোন ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজাকে কোন ব্যক্তি অবৈধমতে বদ্ধ করিয়া রাখিলে, ঐ ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজা কি তাঁহার পক্ষে কোন ব্যক্তি যে স্থানে তাঁহাকে বদ্ধ করিয়া রাখা যায় সেই স্থানে কোন অপরাধ করিলে তাহার উপর যে হাই কোর্টের বিচারাধিপত্য থাকিত কিম্বা তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয়সূচক আজ্ঞার উপর তিনি যে হাই কোর্টে আপীল করিতে পারিতেন সেই হাই কোর্টের নিকট এই মর্ম্মের প্রার্থনা করিতে পারিবেন যে আমাকে যে ব্যক্তি বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছে তাহার নিকট উক্ত হাই কোর্টের এই আজ্ঞা হয় যে আমার বিষয়ে উক্ত কোর্ট আর যে আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার অপেক্ষায় থাকিবার জন্যে আমাকে সেই হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায়।

ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজাকে বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গেলে আপনাকে হাই কোর্টের সম্মুখে উপস্থিত করিবার আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার অধিকারের কথা।

৪৫৭ ধারা। হাই কোর্ট বিহিত বোধ করিলে ঐ আজ্ঞা করিবার পূর্ব্বে আফিডেবিটক্রমে কি প্রকারান্তরে সেই আজ্ঞা প্রার্থনা করিবার কারণের অনুসন্ধান লইয়া সেই প্রার্থনা গ্রাহ্য কি অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন অথবা প্রথমেই সেই আজ্ঞা দিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করা গেলে আবশ্যকমতে তদন্ত লইয়া সেই বিষয়ের অন্য যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিতে পারিবেন।

তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

৪১৮ ধারা। যেং দেশে হাই কোর্টের ফৌজদারী আপীল শুনিবার বিচারাধিপত্য থাকে সেইং দেশে এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব অন্য যেস্থানের অনুমতি দেন সেই সকল স্থানে হাই কোর্টের সেই প্রকারে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা থাকিবে।

হাই কোর্ট যে যে স্থানে তদ্রূপ আজ্ঞা করিতে পারেন তাহার কথা।

৪৫৯ ধারা। (১) পূর্ব্বাপর কথা দ্বারা ভাবান্তর প্রকাশ না পাইলে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনেরল সাহেব পরে যে সকল আইন প্রণয়ন করিয়াছেন ও পরে যাহা করিবেন, তৎক্রমে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হইলে, তাহা ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজাদের প্রতি খাটিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে; তাহাতে তাঁহাদের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকিলেও, খাটিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে।

যে যে আইনে মাজিষ্ট্রেটদের ও সেশন আদালতের প্রতি বিচার করিবার ক্ষমতা প্রদত্ত হয় তাহা খাটিবার কথা।

(২) কোন ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজাকে কোন আদালত যে পরিমাণে দণ্ড দিতে পারেন বলিয়া এই অধ্যায়ে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই ধারার কোন কথাক্রমে উক্ত আদালতের প্রতি যে তৎসীমা অতিক্রম করিবার অনুমতি দেওয়া যাইতেছে, অথবা শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশন আদালতে আধিপত্যকারী কোন জজের প্রতি, যে বিচারাধিকার প্রদত্ত হইতেছে. এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৪৬০ ধারা। জুরির দ্বারা বা আসেসরদের সহযোগে বিচার্য্য কোন মোকদ্দমায় যদি অভিযুক্ত ব্যক্তি কি অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন ইউরোপীয় ব্রটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপ কি আমেরিকাদেশীয় লোক হয়, তবে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় হন ইউরোপীয় কি আমেরিকাদেশীয় উক্ত ব্যক্তি এমন দাওয়া করিলে ও তদ্রূপ জুরি পাওয়া যাইতে পারিলে জুরির অর্দ্ধাংশ ইউরোপ কিম্বা আমেরিকাদেশীয় লোক হইবেন।

ইউরোপের কি আমেরিকার লোকদের বিচারার্থে জুরির কথা।

৪৬১ ধারা। সেশন আদালতের সম্মুখস্থ কোন মোকদ্দমায় ইউরোপ বা আমেরিকাদেশীয় নহে এরূপ কোন ব্যক্তির সহিত ইউরোপ বা আমেরিকাদেশীয় লোকের নামে অপরাধের অভিযোগ হইলে, ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয় লোকদিগকে লইয়া যে জুরির কি আসেসরদের ন্যূনকল্পে অর্দ্ধাংশ হইবে যদি উক্ত ইউরোপ কি আমেরিকাদেশীয় ব্যক্তি এমন জুরির দ্বারা কি এমন আসেসরদের সহযোগে ৪৬০ ধারামতে বিচার হইবার দাওয়া করাতে এরূপে তাহার বিচার হয়, তবে ঐ ভিন্ন জাতীয় ব্যক্তি ইচ্ছা করিলে তাহার স্বতন্ত্র বিচার হইতে পারিবে।

ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয় লোকের সহিত অন্য জাতীয় লোকের অভিযোগ হইলে জুরির কথা।

৪৬২ ধারা। (১) সেশন আদালতে যাহার বিচার হইবে এমন কোন মোকদ্দমায় ৪৫০ কি ৪৬০ ধারার বিধানমতে নিযুক্ত জুরি দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তি কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তিদের মধ্যে একজনের বিচার হইবার অধিকার থাকিলে অথবা ৪৫১ ধারামতে কার্য্যকারী জিলার মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা সেশনের জজের আদালতে বিচার হইলে, সেই বিচারের নিমিত্ত জুরিস্বরূপ ইউরোপীয় ও আমেরিকাদেশীয় যত জনের প্রয়োজন হয় উক্ত আদালত ঐ মোকদ্দমা বিচার হইবার নির্দ্ধারিত দিবসের পূর্ব্বে ন্যূনকল্পে তিন দিন থাকিতে পূর্ব্বলিখিত বিধিমতে তাঁহাদিগকে সমন করাইবেন।

৪৫০, ৪৫১ কি ৪৬০ ধারামতে সমন করিয়া জুরি নিযুক্ত করিবার কথা।

(২) সংশোধিত নির্ঘণ্টপত্রে অন্য যে ব্যক্তিদের নাম লেখা থাকে আদালত সেই সময়ে সেই প্রকারে তাঁহাদের মধ্য হইতেও তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে সমন করাইবেন। যদি সেই সেশনে জুরি দ্বারা বিচারের নিমিত্ত ঐ অন্য প্রকারের তত্তুল্য সংখ্যক ব্যক্তিদিগকে পূর্ব্বে সমন করা গিয়া থাকে তবে করাইবেন না।

(৩) তদনুসারে যত ব্যক্তি উপস্থিত হন তাঁহাদের মধ্যে যে যে ব্যক্তিদিগকে লইয়া জুরি হইবে ২৭৬ ধারার নির্দ্দিষ্টমতে গুলিবাঁট করিয়া তাঁহাদিগকে মনোনীত করা যাইবে ও যাবৎ ইউরোপীয় এবং আমেরিকাদেশীয় উপযুক্ত সংখ্যার লোক কিম্বা সাধ্যমতে প্রায়ই সেই সংখ্যার লোক প্রাপ্ত হওয়া না যায় তাবৎ মনোনীত করণ কার্য্য চলিবে।

কিন্তু কোন মোকদ্দমায় উপযুক্ত সংখ্যক ইউরোপ ও আমেরিকাদেশীয় লোক প্রকারান্তরে পাওয়া যাইতে না পারিলে আদালত আপন বিবেচনামতে জুরির সংখ্যা পূর্ণ করিবার উদ্দেশে ৩২০ ধারামতে মুক্ত বলিয়া জুরির ফর্দ্দ হইতে বর্জ্জিত কোন ব্যক্তির নামে সমন দিতে পারিবেন।

ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের বিরুদ্ধে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য চালাইবার কথা।

৪৬৩ ধারা। ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজাদের ও ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা ভিন্ন ইউরোপীয়দের ও আমেরিকাদেশীয়দের বিরুদ্ধে যে ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য সেশন আদালতে ও হাই কোর্টে উপস্থিত করা যায় তাহা প্রকারান্তরের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে এই আইনের বিধানমতে চালান যাইবে।

---

৩৪ চতুস্ত্রিংশ অধ্যায়।

ক্ষিপ্তমনা ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় বিধি।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৪ ধারা। (১) যে মাজিষ্ট্রেট তদন্ত কি বিচার করেন অভিযুক্ত ব্যক্তি বিকৃতমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম সেই মাজিষ্ট্রেট এইরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ দেখিলে, ঐ ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্য নিশ্চয় করণার্থে তদন্ত লইয়া জিলার সিবিল চিকিৎসক সাহেবের দ্বারা কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের আদেশমত অন্য কোন চিকিৎসকের দ্বারা ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তির পরীক্ষা করাইবেন এবং স্বাক্ষীস্বরূপ ঐ সিবিল চিকিৎসক সাহেবের কি অন্য চিকিৎসকের সাক্ষ্য গ্রহণপূর্ব্বক ঐ সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিবেন।

(২) মাজিষ্ট্রেট ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের উত্তর দিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে সেই মোকদ্দমার অন্য সকল কার্য্য স্থগিত রাখিবেন।

সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পিত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৪৬৫ ধারা। (১) কোন ব্যক্তি সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে বিচারার্থে সমর্পিত হইলে ও তাহার বিচার কালে আদালত তাহাকে ক্ষিপ্তমনা ও তন্নিমিত্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম বোধ করিলে, জুরি অথবা আসেসরদের সাহায্যপ্রাপ্ত আদালত প্রথমে তাহার মনের অস্বাস্থ্যের ও অক্ষমতার বিচার করিবেন ও সেই বিষয় হৃদ্বোধমতে জানিতে পারিলে, তদনুযায়ী নিষ্পত্তি করিবেন। তাহা হইলে মোকদ্দমার বিচার গৌণে হইবে।

(২) অভিযুক্ত ব্যক্তির মনের অস্বাস্থ্যের ও তাহার অক্ষমতার যে বিচার করা যায় তাহাও আদালতের সম্মুখে তাহার বিচারের একাংশ বলিয়া জ্ঞান হইবে।

(৩) নথার প্রয়োজনার্থ আদালত এই আইনের ৫১২ ধারাক্রমে যে প্রকারের বিধান হইয়াছে সেই প্রকারে যে সকল সাক্ষী ও যে সাক্ষ্য উপযুক্ত বিবেচনা করেন সেই সকল সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ও সেই সাক্ষ্য গ্রহণ করিতে পারিবেন এবং ঐরূপে যে কোন সাক্ষ্য গৃহীত হয় বা প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহার ফল ঐ ধারার নির্দ্দিষ্ট ফলের তুল্য হইবে।

অনুসন্ধান বা বিচারের অপেক্ষায় ক্ষিপ্তব্যক্তিকে মুক্ত করিবার কথা।

৪৬৬ ধারা। (১) কোন স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে বিকৃতমনা ও অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জানা গেলে তাহার যে অপরাধের অভিযোগ হয় যদি সেই অপরাধ হেতুক হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে, তবে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্বাবধান করা যাইবে ও সে আপনার কি অন্য কাহার হানি করিতে পাইবে না ও আজ্ঞা হইলে তাহাকে মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে কিম্বা মাজিষ্ট্রেট কি আদালত এতৎপক্ষে যে কার্য্যকারককে নিযুক্ত করেন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে এইং নিয়মে উপযুক্ত জামিন দেওয়া গেলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

তাঁহার রক্ষণের কথা।

(২) যদি সেই অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে না পারে, কিম্বা উপযুক্ত জামিন না দেওয়া যায়, তবে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিকটে ঐ ব্যাপারের রিপোর্ট করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেন্ট অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্তদের আশ্রয় বাটীতে কিম্বা নির্ব্বিঘ্নে আটক করিয়া রাখিবার অন্য কোন উপযুক্ত স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন, এবং ঐ মাজিষ্ট্রেট কি আদালত উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবেন।

তদন্ত কি বিচার কার্য্যে পুনশ্চ প্রবর্ত্ত হইবার কথা।

৪৬৭ ধারা। (১) ৪৬৪ কি ৪৬৫ ধারামতে গৌণে মোকদ্দমার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে হইলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থলবিশেষে আদালত কোন সময়ে ঐ তদন্ত কি বিচারের কার্য্যে পুনশ্চ

প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন ও উক্ত মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিত হইবার কি তাহাকে আনাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) ৪৬৬ ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে মুক্ত করা গেলে এ এতদর্থে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন তাঁহার নিকটে ঐ ক্ষিপ্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করিবার জামিন তাহাকে উপস্থিত করিলে সেই কর্ম্মচারী যদি সার্টিফিকেট দেন যে অভিযুক্ত ব্যক্তি প্রতিবাদ করিতে সক্ষম, উক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণের মধ্যে গ্রহণ করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে তাতকর্ত্তব্যতার কথা।

৪৬৮ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের কি স্থল বিশেষে আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে পুনশ্চ উপস্থিত করা গেলে. সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার উপযুক্ত ভাবাপন্ন হইয়াছে ঐ মাজিষ্ট্রেট কিম্বা ঐ আদালতের এমত বোধ হইলে ঐ মোকদ্দমার তদন্ত কিম্বা বিচার কার্য্য চলিবে।

*(২) তৎকালেও মাজিষ্ট্রেট কি আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে অভিযোগে প্রতিবাদ করিতে অক্ষম জ্ঞান করিলে মাজিষ্ট্রেট কিম্বা আদালত পুনশ্চ ৪৬৪ কি স্থল বিশেষে ৪৬৫ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ক্ষিপ্ত দেখা গেলে যাহা কর্ত্তব্য, তাহার কথা।

৪৬৯ ধারা। তদন্ত কি বিচার সময়ে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সুস্থমনা দেখা গেলে ও অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কার্য্য করিয়াছে প্রকৃতমনা হইয়া সেই কার্য্য করিলে তাহা অপরাধ হইত কিন্তু যে সময়ে ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল সেই সময়ে মনের বিকৃতি প্রযুক্ত অভিযোগের ঐ ক্রিয়ার ভাব বুঝিতে পারে নাই, ও অন্যায় কি আইন বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানিতে পারে নাই, মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে সাক্ষ্য দেওয়া যায় তদ্দারা তাঁহার এমন জ্ঞান করিবার বিশিষ্ট হেতু থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা করিতে প্রবৃত্ত হইবেন ও সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করা বিহিত হইলে বিচারার্থে সেশন আদালতে কি স্থলবিশেষে হাই কোর্টে পাঠাইবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্ত হওয়া প্রযুক্ত নিরপরাধী নির্ণয়ের কথা।

৪৭০ ধারা। যে সময়ে অপরাধ করিয়াছে বলিয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ হয় সেই সময়ে মনের অস্বাস্থ্য প্রযুক্ত সে ঐ অভিযোগের ক্রিয়ার অপরাধ স্বরূপ ভাব বুঝিতে পারে নাই ও অন্যায় কিম্বা আইনবিরুদ্ধ কর্ম্ম করিতেছে ইহা জানে নাই, এই হেতু তাহাকে নিরপরাধী করা গেলে, সেই ব্যক্তি ঐ ক্রিয়া করিয়াছিল কি না নির্ণয়পত্রে এই কথা বিশেষমতে লিখিতে হইবে।

উক্ত প্রকারে যাহাকে নিরপরাধী করা যায় তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে আটক রাখিবার কথা।

৪৭১ ধারা। (১) ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি অভিযোগমত ক্রিয়া করিয়াছে নির্ণয়পত্রে ইহা ব্যক্ত হইলে ও তাহার উক্ত অক্ষমতা না হইলে যদি অভিযোগমত ঐ ক্রিয়া অপরাধের তুল্য হইত, তবে যে মাজিষ্ট্রেটের কিম্বা যে আদালতের সম্মুখে ঐ বিচার হয়, সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত যে স্থানে ও যেরূপে উপযুক্ত বোধ করেন সেই স্থানে ও সেইরূপে ঐ ব্যক্তিকে নির্ব্বিঘ্নে হেফাজতে রাখিবার আজ্ঞা করিবেন ও স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞার জন্যে ঐ বিষয়ের রিপোর্ট করিবেন।

(২) স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয়বাটীতে কিম্বা কারাগারে কিম্বা সুরক্ষা হইবার জন্য কোন উপযুক্ত স্থানে ঐ ব্যক্তিকে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের আজ্ঞাক্রমে কারাবদ্ধ অপরাধী ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদিগকে এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ক্ষমতার কথা।

(৩) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সাধারণ কি বিশেষ আজ্ঞাক্রমে এইরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে. স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যায়মতে কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীতে, জেলে বা নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার অন্য কোন স্থানে বদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা করিয়াছেন, সেই ব্যক্তি যে স্থানে বদ্ধ থাকে তথা হইতে তাহাকে বৃটিষ ভারতবর্ষের অন্তর্গত কোন ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীতে বা জেলে বা নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার অন্য স্থানে পাঠাইতে হইবে।

কোন২ কার্য্য হইতে ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবকে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের মুক্ত করণের ক্ষমতার কথা।

(৪) কোন ব্যক্তি ৪৬৬ বা এই ধারার বিধানমতে যে জেলে বদ্ধ থাকে. স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সেই জেলের কার্য্যের অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত কর্ত্তৃপক্ষকে ৪৭২, ৪৭৩ বা ৪৭৪ ধারামত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেবের সকল কি কোন কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিতে পারিবেন।

ক্ষিপ্তব্যক্তিকে ইনস্পেক্টর জেনরলের দৃষ্টি করিবার কথা।

৪৭২ ধারা। ৪৬৬ কিম্বা ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তিকে বদ্ধ করা গেলে সেই ব্যক্তি কারাগারে বদ্ধ থাকিলে জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের আশ্রয় বাটীতে বদ্ধ থাকিলে ঐ আশ্রয় বাটীর সন্দর্শকেরা কিম্বা তাহাদের কোন দুইজন ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থা জ্ঞাত হওনার্থে তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে পারিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দুই জন সন্দর্শক ছয়২ মাসান্তর ন্যূনকল্পে একবার তাহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট তাহার মনের অবস্থার বিশেষ রিপোর্ট করিবেন।

৪৭৩ ধারা। ঐ ব্যক্তি ৪৬৬ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে সে অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সক্ষম উক্ত ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা সন্দর্শকেরা এই সার্টিফিকেট দিলে ঐ মাজিস্ট্রেট কিম্বা স্থল বিশেষে আদালত যে সময় নিরূপণ করেন সেই সময়ে ঐ ব্যক্তিকে ঐ মাজিস্ট্রেটের কি আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যাইবে ; ও সেই মাজিস্ট্রেট কি আদালত সেই ব্যক্তির সম্বন্ধে ৩৬৮ ধারার বিধানমতে কার্য্য করিবেন ও সেই ইনস্পেক্টর জেনরলের কি সন্দর্শকদের পূর্ব্বোক্ত সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপে গ্রাহ্য হইবে।

বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি অভিযোগে উত্তর দিতে সক্ষম রিপোর্ট হইলে কর্ত্তব্যের কথা।

৪৭৪ ধারা। (১) সেই ব্যক্তি ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে বদ্ধ হইলে এবং তাহাকে মুক্ত করা গেলে সে আপনার কি অন্য কাহার হানি যে করিবে আমার কি আমাদের বিবেচনায় এমত শঙ্কা হয় না উক্ত জেলের ইনস্পেক্টর জেনরল সাহেব কিম্বা পূর্ব্বোক্ত সন্দর্শকেরা এই মর্ম্মের সার্টিফিকেট দিলে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার মুক্ত হইবার অথবা তাহাকে জেলখানাতে রাখিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন অথবা ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের রাজকীয় আশ্রয়বাটীতে প্রেরিত না হইলে তাহাকে সেই স্থানে পাঠাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন এবং তথায় পাঠাইবার আজ্ঞা দিলে কোন এক জন বিচারকর্ত্তাকে এবং দুই জন চিকিৎসক সাহেবকে কমিশনস্বরূপ নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

৪৬৬ কি ৪৭১ ধারামতে বদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যক্তি মুক্ত হইবার যোগ্য প্রকাশ হইলে তাহার কথা।

(২) ঐ কমিশন আবশ্যকমত প্রমাণ গ্রহণপূর্ব্বক ঐ ব্যক্তির মনের অবস্থার বিষয়ে নিয়মিতরূপে তদন্ত লইয়া স্থানীয় গবর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিবেন। গবর্ণমেণ্ট যেমন উচিত বোধ করেন তেমনি ঐ ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা তাহার আটক থাকিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

৪৭৫ ধারা। (১) ৪৬৬ কি ৪৭১ ধারার বিধানমতে কোন ব্যক্তি আটক থাকিলে যদি তাহার জ্ঞাতি কুটুম্ব কি বন্ধু তাহাকে আপনাদের রক্ষণে ও তত্ত্বাবধানে লইতে ইচ্ছা করে, তবে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের নিকটে দরখাস্ত করিলে সেই ব্যক্তির উপযুক্তমতে তত্ত্ব লওয়া যাইবে ও সে আপনার কি অন্য ব্যক্তির হানি করিতে পারিবে না ঐ গবর্ণমেণ্টের হৃদ্বোধমতে ইহার প্রতিভূ দিলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ ব্যক্তিকে উক্ত জ্ঞাতি কুটুম্বের কি বন্ধুর নিকট সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

আত্মীয়ের তত্ত্বাবধানে জিম্মায় অর্পণ করিবার কথা।

(২) তাহাকে সেই প্রকারে সমর্পণ করা গেলেও স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট যে কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করেন তিনি ঐ গবর্ণমেণ্টের নিরূপিত সময়ে সময়ে ঐ ব্যক্তিকে দৃষ্টি করিতে পাইবেন এই নিয়মে তাহাকে অর্পণ করা যাইবে।

(৩) এই ধারামতে যে ব্যক্তিদিগকে সমর্পণ করা যায় তাহাদের প্রতি আবশ্যক পরিবর্ত্তনসহ ৪৭২ ও ৪৭৪ ধারার বিধান খাটিবে; ও এই ধারামতে যে পরিদর্শনকারী কর্ম্মচারিকে নিযুক্ত করা যায় তাঁহার সার্টিফিকেট প্রমাণ বলিয়া গ্রাহ্য হইবে।

---

৩৫ পঞ্চত্রিংশ অধ্যায়।

বিচার কার্য্য সম্বন্ধীয় কোন কোন অপরাধের মোকদ্দমার আনুষ্ঠানিক কার্য্য বিষয়ক বিধি।

৪৭৬ ধারা। (১) ১৯৫ ধারার উল্লিখিত বিচারকার্য্যক্রমে তৎসম্মুখে কৃত কি আনীত কোন অপরাধের তদন্ত লইবার হেতু আছে, কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত এমত বোধ করিলে সেই আদালত প্রথমস্থলীয় আবশ্যক তদন্ত করিলে পর নিকটস্থ মাজিস্ট্রেটের নিকট তদন্ত বা বিচার হইবার জন্যে সেই মোকদ্দমা প্রেরণ করিতে পারিবেন। উক্ত আদালত অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় পাঠাইতে কিম্বা তাহার স্থানে ঐ মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার উপযুক্ত জামিন লইতে পারিবেন ও সেই বিচার কি তদন্ত হইবার সময়ে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দিবার জন্য কোন ব্যক্তিকে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

১৯৫ ধারার লিখিত স্থলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) তাহা হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট আইন অনুসারে ও যেন নালিশ করা হইয়াছিল এমনি ভাবে কার্য্য করিবেন এবং তিনি ১৯২ ধারামতে মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা পাইয়া থাকিলে উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিস্ট্রেটের প্রতি উক্ত তদন্ত বা বিচারকার্য্যের ভার অর্পণ করিতে পারিবেন।

(৩) ৩২ অধ্যায় মত সংশোধন দ্বারা বা প্রকারান্তরে এই ধারানুযায়িক আনুষ্ঠানিক কার্য্যের প্রতিবাদ করা যাইবে না।

৪৭৭ ধারা। (১) সেশন আদালতের সম্মুখে ১৯৫ ধারার উল্লিখিত কোন অপরাধ হইলে কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, সেই আদালত ৪৪৪ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে ঐ ব্যক্তির নামে ঐ অপরাধের অভিযোগ করিয়া আপনার কৃত অভিযোগপত্রক্রমে ঐ ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহার বিচার করিতে পারিবেন।

সেশন আদালতের সম্মুখে তদ্রূপ অপরাধ হইলে ঐ আদালতের ক্ষমতার কথা।

(২) ঐ আদালত মাজিস্ট্রেটকে উক্ত বিচারকালে সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৪৭৮ ধারা। (১) কোন দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালতের সম্মুখে এমত অপরাধ করা গেলে কিম্বা বিচার কার্য্যক্রমে তাহা উক্ত আদালতের জ্ঞানগোচরে আনা গেলে, অপরাধের বিচার যদি কেবল সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে হইতে পারে কিম্বা যদি উক্ত দেওয়ানী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত বিবেচনা করেন যে সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে উহার বিচার হওয়া উচিত, তবে সেই দেওয়ানী কি রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালত ৪৭৬ ধারামতে মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা তদন্ত লইবার জন্যে মোকদ্দমা প্রেরণ না করিয়া আপনি সেই তদন্ত লওনের কার্য্য সমাপ্ত করিতে পারিবেন, ও হাই কোর্টে কিম্বা স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করিতে কিম্বা বিচার হইবার নিমিত্তে হাজিরজামিন লইতে পারিবেন।

অনুসন্ধানের কার্য্য সমাপ্ত করিয়া হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে সমর্পণ করিতে দেওয়ানী ও রাজস্ব-সম্পর্কীয় আদালতের ক্ষমতার কথা।

(২) এই ধারামতে তদন্ত লইবার জন্যে দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত ৪৪৩ ধারার নিয়মাধীনে মাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন এবং ঐ তদন্ত লইবার সময়ে আদালতের আনুষ্ঠানিক কার্য্য যতদূর সম্ভব ১৮ অধ্যায়ের বিধানমতে হইবে ও তাহা মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা করা গেল এমত জ্ঞান হইবে।

৪৭৯ ধারা। দেওয়ানী বা রাজস্বসম্পর্কীয় আদালত কর্ত্তৃক অপরাধীকে উক্ত প্রকারে সমর্পণ করা গেলে, ঐ আদলত সমর্পণ করিবার আজ্ঞার ও মোকদ্দমার কাগজপত্রের সহিত অভিযোগপত্র প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা বিচারার্থ সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন। সেই মাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা এবং বাদির ও প্রতিবাদির সাক্ষ্যদিগকে হাই কোর্টের কি স্থলবিশেষে সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করাইবেন।

তদ্রূপ স্থলে দেওয়ানী বা রাজস্ব সম্পর্কীয় আদালতের কর্ত্তব্যের কথা।

৪৮০ ধারা। (১) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭৪ কি ১৭৫ কি ১৭৮ কি ১৭৯ কি ১৮০ কি ২২৮ ধারার বর্ণিত কোন অপরাধ কোন দেওয়ানী কি ফৌজদারী কি রাজস্ব-সম্পর্কীয় আদালতের দৃষ্টিগোচরে কি সম্মুখে করা গেলে অপরাধী ইউরোপীয় বৃটিষ প্রজা হউক কি না হউক ঐ আদালত তাহাকে হেফাজতে রাখিতে পারিবেন ও সেই দিনে আদালত উচিত বোধ করিলে, উঠিয়া যাইবার পূর্ব্বে কোন সময়ে ঐ অপরাধের বিচার করিয়া অপরাধীর দুই শত টাকার অনধিক অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন ও সেই অর্থদণ্ড না দেওয়া গেলে তাহার এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য করাদণ্ড হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে ঐ অর্থদণ্ড দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

কোনং স্থলে আজ্ঞা হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

(২) ৪৪৩ ও ৪৪৪ ধারার কোন কথা এই ধারামত কার্য্যানুষ্ঠানের প্রতি বর্ত্তিবে বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

৪৮১ ধারা। (১) উক্ত প্রত্যেক স্থলে যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ হয় ও অপরাধী সেই বিষয়ে কোন উত্তর দিলে যে উত্তর দেয় ও যে নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞা হয় আদালত সেই সকল কথা লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিবেন।

এইরূপ মোকদ্দমায় নথীর কথা।

(২) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২২৮ ধারামত অপরাধ হইলে ঐ আদালত বিচারঘটিত যে কার্য্যে অধিবিষ্ট ছিলেন সেই কার্য্যের ভাব ও কার্য্য কত দূর চলিলে ঐ অপমান কি প্রতিবন্ধকতা করা যায় তাহা ও সেই অপমানের বা প্রতিবন্ধকতার ভাব ঐ কাগজপত্রে দেখাইতে হইবে।

৪৮২ ধারা। (১) ৪৮০ ধারার উল্লিখিত ও আপনার দৃষ্টি গোচরে কি সম্মুখে কৃত কোন অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তির অর্থদণ্ড না দেওয়া প্রযুক্ত যে কারাদণ্ড হইতে পারে তদ্ভিন্ন কারাদণ্ড কিম্বা দুই শত টাকার অধিক অর্থদণ্ড করা উচিত আদালত এমত বোধ করিলে, কিম্বা ৪৮০ ধারামতে ঐ মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য করা উচিত নয় আদালত অন্য কোন কারণে এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কার্য্যাদি দ্বারা ঐ অপরাধ হয় ও পূর্ব্বলিখিত বিধিমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি যে উত্তর দেয় ঐ আদালত তাহা লিপিবদ্ধ করিলে পর ঐ মোকদ্দমার বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সেই মোকদ্দমা পাঠাইবেন, ও অভিযুক্ত ব্যক্তি ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে ইহার জামিন লইবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। উপযুক্ত জামিন না দেওয়া গেলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে প্রহরির জিম্মায় ঐ মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠাইবেন।

৪৮০ ধারামতে মোকদ্দমা লইয়া কার্য্য হওয়া উচিত নয়, আদালতের এমত বোধ হইলে কার্য্য-প্রণালীর কথা।

(২) এই ধারামতে কোন ব্যক্তিকে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকটে পাঠান যায় ইতিপূর্ব্বে যে বিধান করা গিয়াছে সেই বিধানমতে তিনি তাহার নামে নালিশ শুনিতে প্রবৃত্ত হইবেন।

৪৮৩ ধারা। স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট আজ্ঞা করিলে ভারতবর্ষীয় রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক ১৮৭৭ সালের আইনমতে নিযুক্ত কোন রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার অভিপ্রায়ানুযায়ী দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান হইবে।

রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রার ৪৮০ ও ৪৮২ ধারামতে দেওয়ানী আদালত বলিয়া জ্ঞান যে স্থলে হইবে তাহার কথা।

৪৮৪ ধারা। কোন ব্যক্তিকে আইনসিদ্ধ কোন কার্য্য করিতে আজ্ঞা করা গেলে তাহা করিতে অস্বীকার করা কিম্বা সেই কর্ম্ম না করা কিম্বা ইচ্ছাপূর্ব্বক অপমান করা

অপরাধী আজ্ঞাক্রমে কার্য্য করিলে কিম্বা অপরাধ স্বীকার করিলে তাহার মুক্ত হইবার কথা।

সাক্ষীস্বরূপে তাহার সাক্ষ্য লইবার জন্যে তাহাকে ঐ কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঘ) কোর্ট মার্শ্যলের সম্মুখে কিম্বা মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের কোন কমিশনের বলে কর্ম্মকারী কোন কমিশনরদের সম্মুখে বিচার হইবার জন্যে কিম্বা উক্ত কোর্ট মার্শ্যলের কি কমিশনরদের সম্মুখে উপস্থিত কোন বিষয়ে সাক্ষ্য দিবার জন্যে পূর্ব্বোক্তমত বদ্ধ কোন আসামীকে আনাইবার আজ্ঞা।

(ঙ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন আসামীর বিচার হইবার জন্যে তাহার বদ্ধ থাকার এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চালান করিবার আজ্ঞা। এবং

(চ) ধৃত করিবার পরওয়ানা জারী করিয়া শরিফ সাহেব সীপাই কর্পস (অর্থাৎ ব্যক্তিকে পাইয়াছি) বলিয়া যে রিটর্ণ দেন তদনুসারে উক্ত স্থানের মধ্যের কোন আসামীকে আনিবার আজ্ঞা।

(২) এই ধারামতে যে প্রণালীক্রমে কার্য্য করা যাইবে উক্ত প্রত্যেক হাই কোর্ট সময়েং সেই প্রণালী বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(৩) রাজকীয় বন্দী বিষয়ক বঙ্গদেশের ১৮১৮ সালের আইন, মান্দ্রাজের ১৮১৯ সালের ২ আইন কিম্বা বোম্বাইর ১৮২৭ সালের ২৫ আইনমতে অথবা রাজকীয় বন্দী বিষয়ক ১৮৫০ সালের আইন বা রাজকীয় বন্দী বিষয়ক ১৮৫৮ সালের আইনমতে যে ব্যক্তিদিগকে আটক করিয়া রাখা যায়, তাহাদের প্রতি এই ধারার কোন কথা খাটে না।

নবম খণ্ড।

অতিরিক্ত বিধান।

---

৩৮ অষ্টত্রিংশ অধ্যায়।

রাজকীয় অভিযোক্তাদের সম্বন্ধীয় বিধি।

রাজকীয় অভিযোক্তা নিযুক্ত করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯২ ধারা। (১) মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেব কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেন্ট কোন স্থানে সাধারণতঃ কিম্বা কোন মোকদ্দমায় বা কোন বিশেষ শ্রেণীর মোকদ্দমায় রাজকীয় অভিযোক্তা নামক এক বা একাধিক কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

(২) সেশন আদালতের বিচারার্থে যে মোকদ্দমা সমর্পণ করা যায় জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা তাঁহার কর্ত্তৃত্বাধীনে মহকুমার মাজিষ্ট্রেট রাজকীয় অভিযোক্তা অনুপস্থিত থাকিলে, কিম্বা নিযুক্ত না হইয়া থাকিলে, ঐ মোকদ্দমার কার্য্যপক্ষে আসিস্টাণ্ট ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের শ্রেণীর নিম্নস্থ পোলীসের কর্ম্মচারী ভিন্ন অন্য কোন ব্যক্তিকে রাজকীয় অভিযোক্তার কর্ম্ম করিতে নিযুক্ত করিতে পারিবেন।

যেং মোকদ্দমা চালাইবার ভার প্রাপ্ত হন সেইং মোকদ্দমায় সকল আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবার কথা।

৪৯৩ ধারা। যে আদালতে রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি সমর্পিত মোকদ্দমার তদন্ত লওয়া যায় কি বিচার কি আপীল হয় তিনি লিখিত অনুমতিপত্র বিনা সেই আদালতে উপস্থিত হইয়া উত্তর প্রত্যুত্তর করিতে পারিবেন;

বেসরকারী কোন ব্যক্তির উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীন থাকিবার কথা।

ও ঐরূপ কোন মোকদ্দমায় যদি বেসরকারী কোন ব্যক্তি কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ করিবার নিমিত্ত কোন উকীলকে আদেশ করেন তবে মোকদ্দমা চালাইবার ভার রাজকীয় অভিযোক্তার প্রতি বর্ত্তিবে ও আদেশপ্রাপ্ত উকীল তাঁহার আজ্ঞাধীনে কর্ম্ম করিবেন।

অভিযোগ উঠাইয়া দিলে তাহার ফলের কথা।

৪৯৪ ধারা। মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেন্টের নিযুক্ত কোন রাজকীয় অভিযোক্তা জুরির দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, তাঁহাদের মীমাংসা দিবার পূর্ব্বে ও অন্য স্থলে নিষ্পত্তি প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আদালতের অনুমতি লইয়া কোন ব্যক্তির নামে অভিযোগ উঠাইয়া লইতে পারিবেন। ঐরূপে যদি অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া যায়, তবে

(ক) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে তাহা করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

(খ) অভিযোগপত্র প্রস্তুত হইবার পর, কিম্বা যে স্থলে এই আইনমতে অভিযোগপত্রের প্রয়োজন নাই, সেই স্থলে ঐরূপ করিলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে নির্দ্দোষ করা যাইবে।

অভিযোগ চালাইবার অনুমতির কথা।

৪৯৫ ধারা। (১) কোন মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার তদন্ত লইলে কি বিচার করিলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্নর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক এতদর্থে পোলীসের যে শ্রেণী নির্দ্দেশ করেন সেই শ্রেণীর নিম্নতন পোলীস কর্ম্মচারী ভিন্ন যে কোন ব্যক্তিকে অভিযোগ কার্য্য চালাইতে অনুমতি দিতে পারিবেন, কিন্তু তদ্রূপ অনুমতি না পাইলে আডবোকেট জেনরল কি ষ্টাণ্ডিং কৌন্সেল কি গবর্ণমেন্ট সলিসিটর কি রাজকীয়

অভিযোক্তা কিম্বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে সাধারণ বা বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত কোন কর্ম্মচারী ভিন্ন কোন ব্যক্তির সেই কার্য্য করিবার অধিকার নাই।

(২) কোন ব্যক্তি অভিযোগ কার্য্য চালাইলে আপনি কিম্বা উকীলের দ্বারা তাহা চালাইতে পারিবেন।

(৩) ৪৯৪ ধারা ক্রমে অভিযোগ উঠাইয়া দিবার যে ক্ষমতা সম্বন্ধে বিধান হইয়াছে ঐরূপ কোন ব্যক্তির তত্তুল্য ক্ষমতা থাকিবে এবং ঐ ব্যক্তি কর্ত্তৃক কোন অভিযোগ উঠাইয়া লওয়া হইলে তৎসম্বন্ধে ঐ ধারার বিধান খাটিবে।

(৪) অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে যে অপরাধের নিমিত্ত অভিযোগ চলিতেছে, পোলীসের কোন কর্ম্মচারী সেই অপরাধ সম্পর্কীয় তদন্তের কোন অংশে লিপ্ত থাকিলে তাঁহাকে সেই অভিযোগ কার্য্য চালাইবার অনুমতি দেওয়া যাইবে না।

---

৩৯ উনচত্বারিংশ অধ্যায়।

হাজিরজামিন বিষয়ক বিধি।

যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে তাহা লইতে হইবার কথা।

৪৯৬ ধারা। যে অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না এমত অপরাধে অভিযুক্ত ব্যক্তি ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে পোলীস থানার অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত কিম্বা আটক করা গেলে কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে সে উপস্থিত হইলে কি তাহাকে আনা গেলে ও সে উক্ত পোলীসের কর্ম্মচারির হেফাজতে থাকিবার কি উক্ত আদালতে আনুষ্ঠানিক কার্য্য চলিবার কোন সময়ে হাজিরজামিন দিতে প্রস্তুত থাকিলে, তাহার স্থানে হাজিরজামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে।

পরন্তু পশ্চাল্লিখিত বিধানমতে ঐ ব্যক্তি জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া উপস্থিত হইবার প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হইলে উক্ত কর্ম্মচারী কি আদালত উচিত বোধ করিলে তাহার স্থানে হাজিরজামিন না লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

হাজিরজামিন লইবার অযোগ্য যে স্থলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে তাহার কথা।

৪৯৭ ধারা। (১) যে অপরাধ হইলে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না, কোন ব্যক্তির নামে এমত অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে তাহাকে কোন পোলীস থানার অধ্যক্ষ ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিলে কিম্বা আটক করিয়া রাখিলে কিম্বা সে কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইলে কিম্বা তাহাকে আনা গেলে তাহাকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে, কিন্তু তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইল সে ঐ অপরাধে অপরাধী এমত জ্ঞান করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হইলে তাহাকে ঐরূপে ছাড়িয়া দেওয়া যাইবে না।

(২) ঐ ব্যক্তি যে উক্ত অপরাধ করিয়াছে ইহা বিশ্বাস করিবার যুক্তিমত কারণ দৃষ্ট হয় না, কিন্তু তাহার অপরাধের আরো তদন্ত লইবার বিশিষ্ট হেতু আছে, অনুসন্ধান কি তদন্ত কি বিচারকার্য্য চলিবার কোন সময়ে উক্ত কর্ম্মচারির কি আদালতের এইরূপ বিবেচনা হইলে ঐ তদন্ত না লওন পর্য্যন্ত অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট হাজিরজামিন লইয়া কিম্বা ঐ কর্ম্মচারির বা আদালতের বিবেচনামতে পশ্চাল্লিখিত বিধান অনুসারে জামিন বিনা উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র তাহার স্থানে লেখাইয়া লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) পশ্চাৎ এই আইনমত কোন কার্য্যানুষ্ঠান হইবার যে কোন সময়েই কোন আদালত এই ধারামতে মুক্ত কোন ব্যক্তিকে ধৃত করাইয়া হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন।

হাজিরজামিন লইবার কি উহা কমাইয়া দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৪৯৮ ধারা। এই অধ্যায়মতে যে কোন নিবন্ধপত্র লেখাইয়া লওয়া যায় মোকদ্দমার অবস্থার প্রতি সমুচিত দৃষ্টি রাখিয়া তাহার টাকা ধার্য্য করা যাইবে এবং ঐ টাকা অত্যধিক হইবে না; এবং কোন ব্যক্তিকে হাজিরজামিন দিবার অনুমতি দেওয়া যায়, কিম্বা পোলীসের কর্ম্মচারী কিম্বা মাজিষ্ট্রেট যত টাকার জামিন চাহেন তাহা কমাইয়া দেওয়া যায়, অপরাধ নির্ণয়ের উপর আপীল হউক কি না হউক, হাই কোর্ট কি সেশন আদালত যে কোন স্থলেই এমত আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অভিযুক্ত ব্যক্তি ও জামিনদের নিবন্ধপত্রের কথা।

৪৯৯ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির স্থানে হাজিরজামিন কি তাহার নিজের নিবন্ধপত্র লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিবার পূর্ব্বে পোলীসের কর্ম্মচারী কি স্থলবিশেষে আদালত যত টাকা উপযুক্ত জ্ঞান করেন ঐ অভিযুক্ত ব্যক্তি ও তাহাকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, এক কি অধিক জন বিশিষ্ট প্রতিভূ তত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবে। নিবন্ধপত্রের নিয়ম এই যে, ঐ ব্যক্তি ঐ নিবন্ধপত্রের নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইবে, ও পোলীসের কর্ম্মচারির কি স্থলবিশেষে আদালতের অন্য আজ্ঞা না হওন পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকে।

(২) যদি মোকদ্দমায় প্রয়োজন হয়, উক্ত নিবন্ধপত্রে এই নিয়মও থাকিবে যে, যে ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি অভিযোগের উত্তর দিবার জন্য আহূত হইলে হাই কোর্টে কি সেশন আদালতে কি অন্য আদালতে উপস্থিত হইবে।

কিম্বা কার্য্যের বাধা দেওয়া প্রভৃতি আদালত ৪৮০ ধারামতে কোন অপরাধীর দণ্ড নিরূপণ করিলে যদি সেই অপরাধী ঐ আদালতের আজ্ঞা কি আদেশ মানিতে স্বীকার করে কিম্বা আদালতের সন্তোষমতে অপরাধ স্বীকার করে তবে আদালত স্বীয় বিবেচনামতে তাহাকে মুক্ত করিতে কিম্বা তাহার দণ্ড ক্ষমা করিতে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

৪৮৫ ধারা। ফৌজদারী আদালতের সম্মুখে কোন সাক্ষীকে কিম্বা যে ব্যক্তিকে কোন দলীল উপস্থিত করিতে তলব করা হয় তাহাকে যে কথা জিজ্ঞাসা করা যায় সে তাহার উত্তর দিতে কিম্বা তাহার অধিকারগত কি ক্ষমতাভুক্ত যে দলীল উপস্থিত করিবার আদেশ হয় তাহা উপস্থিত করিতে অস্বীকার করিলে, ও অস্বীকার করণের কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ না জানাইলে, ঐ আদালত হেতু লিপিবদ্ধ করিয়া ঐ ব্যক্তির সাত দিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিতে, কিম্বা তাহাকে অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত মাজিষ্ট্রেটের বা জজের স্বাক্ষরিত ওয়ারণ্টক্রমে তত কাল আদালতের কোন কর্ম্মচারির হেফাজতে অর্পণ করিতে পারিবেন। ইতিমধ্যে সাক্ষ্য ও উত্তর দিতে বা দলীল উপস্থিত করিতে সম্মত হইলে তাহাকে মুক্ত করা যাইবে। কিন্তু সেই সাত দিনের পরেও অস্বীকার করিতে থাকিলে তাহার প্রতি এই আইনের ৪৮০ ও ৪৮২ ধারার বিধানমতে কার্য্য হইতে পারিবে এবং রাজকীয় সনন্দ বলে স্থাপিত আদালত হইলে তাহাকে অবজ্ঞা করণাপরাধী জ্ঞান করা যাইবে।

উত্তর দিতে কি দলীল উপস্থিত করিতে স্বীকার না করিলে কোন ব্যক্তিকে কারাবদ্ধ করিবার কি হেফাজতে রাখিবার কথা।

৪৮৬ ধারা। (১) কোন আদালত কর্ত্তৃক ৪৮০ কি ৪৮৫ ধারামতে কোন ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইলে, উক্ত আদালতের ডিক্রীর কি আজ্ঞার উপর সাধারণতঃ যে আদালতে আপীল হইতে পারে সে ইতিপূর্ব্বে প্রকারান্তরের কথা সত্ত্বেও সেই আদালতে আপীল করিতে পারিবে।

অবজ্ঞার মোকদ্দমায় অপরাধ নির্ণয় হইলে তাহার উপর আপীলের কথা।

(২) এই ধারামত আপীলের প্রতি ৩১ অধ্যায়ের বিধান যতদূর বর্ত্তিতে পারে বর্ত্তিবে ও যে নির্ণয়ের কি দণ্ডাজ্ঞার বিরুদ্ধে আপীল হয় আপীল আদালত সেই নির্ণয় পরিবর্ত্তন কি অন্যথা করিতে কিম্বা সেই দণ্ডাজ্ঞা কম কি অন্যথা করিতে পারিবেন।

(৩) রাজধানী নগরের ছোট আদালতে উক্ত অপরাধ নির্ণয় হইলে হাই কোর্টে আপীল হইতে পারিবে এবং

অন্য ছোট আদালতে অপরাধ নির্ণয় হইলে ঐ আদালত যে সেশন খণ্ডের মধ্যে থাকে সেই সেশন খণ্ডের সেশন আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

(৪) পূর্ব্বোক্তমতে নিযুক্ত রেজিষ্ট্রার বা সব-রেজিষ্ট্রারস্বরূপ কোন কর্ম্মচারী তদ্রূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে উক্ত কর্ম্মচারী যদি কোন দেওয়ানী আদালতের বিচারপতিও হয়েন; তবে ঐ কর্ম্মচারী উক্ত বিচারপতিস্বরূপ অপরাধ নির্ণয় করিলে এই ধারার পূর্ব্বাংশমতে যে আদালতে আপীল হইতে পারিত সেই আদালতে আপীল হইবে; ও স্থলান্তরে জিলার জজ সাহেবের নিকটে কিম্বা রাজধানী নগরে হাই কোর্টে আপীল হইবে।

৪৮৭ ধারা। (১) ৪৭৭ ও ৪৮০ ও ৪৮৫ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ব্যতিরেকে হাই কোর্টের জজ ও রেঙ্গুণের রিকার্ডার ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন ফৌজদারী আদালতের জজ কি মাজিষ্ট্রেট ১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ তৎসম্মুখে কিম্বা তাহার ক্ষমতার প্রতি অবজ্ঞা দেখাইয়া করা গেলে, কিম্বা বিচারকার্য্যক্রমে ঐ জজ বা মাজিষ্ট্রেট স্বরূপ তাঁহার জ্ঞান গোচরে আনা গেলে ঐ অপরাধ হেতু কোন ব্যক্তির বিচার করিতে পারিবেন না।

১৯৫ ধারার উল্লিখিত অপরাধ কোন২ জজের কি মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে করা গেলে, তাঁহাদের সেই অপরাধের বিচার না করিবার কথা।

(২) যে মাজিষ্ট্রেট সেশন আদালতে কি হাই কোর্টে সমর্পণ করিবার জন্য ক্ষমতাপন্ন হন তিনি যে উক্ত আদালতে কি কোর্টে কোন মোকদ্দমা আপনি সমর্পণ করিতে পারিবেন না কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট যে অন্য মাজিষ্ট্রেটের নিকটে তদন্ত জন্য না পাঠাইয়া কোন মোকদ্দমা লইয়া আপনি কার্য্য করিতে পারিবেন না, ৪৭৬ কি ৪৮২ ধারার কোন কথার দ্বারা এরূপ বিধান হইবার জ্ঞান হইবে না।

---

৩৬ ষটত্রিংশ অধ্যায়।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের বিধি।

৪৮৮ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির উপযুক্ত সঙ্গতি থাকিতেও যে আপন স্ত্রীর কিম্বা নিজ প্রতিপালনে অক্ষম কোন ঔরস কি জারজ সন্তানের ভরণপোষণ করিতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করে ইহার উপযুক্ত প্রমাণ হইলে, জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট ঐ স্ত্রীর কি সন্তানের ভরণপোষণের নিমিত্তে মাসে২ সর্ব্বসুদ্ধ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা উচিত বোধ করেন ঐ ব্যক্তির তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। মাজিষ্ট্রেট সময়ে২ যে ব্যক্তির নিকট দিবার আদেশ করেন, সেই টাকা সেই ব্যক্তির নিকট দিতে হইবে।

স্ত্রী ও সন্তানাদির ভরণপোষণের আজ্ঞার কথা।

(২) ভরণপোষণের ঐ টাকা দিবার আজ্ঞার তারিখ অবধি কিম্বা যদি এরূপ আজ্ঞা হয় তবে নালিশের তারিখ অবধি ঐ টাকা দেওয়া যাইবে।

(৩) যদি ঐরূপ আজ্ঞাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তি ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐরূপ আজ্ঞামত কার্য্য করিতে উপেক্ষা করে. তবে যতবার ঐ আজ্ঞা লঙ্ঘন হয় ততবার

সেই আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট ওয়ারণ্ট দিয়া অর্থদণ্ড আদায়ের পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট নিয়মমতে ঐ দেনা টাকা আদায় করিবার ও ওয়ারণ্ট জারী হইলে ও কোন মাসের টাকার সমুদয় বা কোন অংশ অদত্ত থাকিলে ঐ ব্যক্তির একমাস কাল অথবা যতকাল ঐ টাকা দেওয়া না হয় ততকাল পর্য্যন্ত কারাবদ্ধ হইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কিন্তু যদি ঐ ব্যক্তি কহে যে, স্ত্রী আমার সঙ্গে বাস করিলে আমি তাহার ভরণপোষণ করিতে প্রস্তুত আছি ও স্ত্রী যদি তাহার সঙ্গে বাস করিতে স্বীকার না করে তবে ঐ স্ত্রী অস্বীকার করিবার যে কারণ জানায় ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট সেই কারণ বিবেচনা করিতে পারিবেন ও ম্যাজিষ্ট্রেটের যদি এরূপ প্রতীতি হয় যে এই ধারামত আজ্ঞা করিবার ন্যায্য হেতু আছে তাহা হইলে পুরুষ পূর্ব্বোক্ত প্রস্তাব করিলেও তিনি এই ধারামত আজ্ঞা করিতে পারিবেন

(৪) স্ত্রী যদি উপপতির সঙ্গে বাস করে, কিম্বা যদি অনুপযুক্ত কারণে আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা যদি উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে এই ধারামতে স্বামির স্থানে ঐ স্ত্রীর বৃত্তি পাইবার অধিকার নাই।

(৫) কোন স্ত্রীর অনুকূলে এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে যদি প্রমাণ হয় যে সে উপপতির সহিত বাস করিতেছে, কিম্বা উপযুক্ত কারণ বিনা আপন স্বামীর সঙ্গে বাস করিতে অস্বীকার করে, কিম্বা উভয়ে পরস্পরের সম্মতিক্রমে স্বতন্ত্র বাস করে, তবে ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত আজ্ঞা রহিত করিবেন।

(৬) এই ধারামত সমুদয় সাক্ষ্য স্বামির বা স্থলবিশেষে পিতার সাক্ষাতে লওয়া যাইবে, কিম্বা তাঁহার স্বয়ং উপস্থিত না হইবার আজ্ঞা দেওয়া গেলে তাঁহার উকীলের সাক্ষাতে লওয়া যাইবে. এবং সমনের মোকদ্দমায় যেরূপে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ করা যায় তাহা সেইরূপে লিপিবদ্ধ করা যাইবে।

কিন্তু সে ইচ্ছাপূর্ব্বক ঐ আজ্ঞা জারী করণ এড়াইতেছে কিম্বা আদালতে উপস্থিত হইতে ইচ্ছাপূর্ব্বক উপেক্ষা করিতেছে ম্যাজিষ্ট্রেটের এরূপ প্রতীতি হইলে, উক্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ঐ মোকদ্দমা একতরফা শুনিয়া নিষ্পত্তি করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন। তিন মাসের মধ্যে দরখাস্ত করিয়া উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে ঐরূপে কৃত কোন আজ্ঞা অন্যথা করা যাইতে পারিবে।

(৭) অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনি সাক্ষী হইতে চাহিতে পারিবে ও ঐ রূপ স্থলে সাক্ষীস্বরূপ তাহাকে পরীক্ষা করা যাইবে এবং আদালত এই ধারামত নালিশ সম্বন্ধে কার্য্য করিবার সময় খরচ সম্বন্ধে যেরূপ আজ্ঞা ন্যায্য হয় তাহা করিতে পারিবেন।

(৮) অভিযুক্ত ব্যক্তি যে কোন জিলায় বাস করে বা থাকে কিম্বা যথায় সে শেষবার নালিশকারিনীর সহিত সহবাস করিয়াছিল তাহার বিরুদ্ধে সেই জিলায় আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইতে পারিবে।

৪৮৯ ধারা। ৪৮৮ ধারামতে যে ব্যক্তি মাসিক বৃত্তি পায় কি ঐ ধারামতে যাহার প্রতি স্বীয় স্ত্রীকে কি সন্তানকে মাসিক বৃত্তি দিবার আজ্ঞা হয়,

বৃত্তি পরিবর্ত্তন করিবার কথা।

ইহার মধ্যে কোন ব্যক্তির সঙ্গতি পরিবর্ত্তন হওয়া প্রমাণ হইলে ঐ ম্যাজিষ্ট্রেট উক্ত বৃত্তি যদ্রূপে পরিবর্ত্তন করা উচিত বোধ করেন, করিতে পারিবেন, কিন্তু যদি তিনি বৃত্তি বাড়াইয়া দেন তাহা হইলে মাসে মোট পঞ্চাশ টাকার অধিক দিবার আজ্ঞা করিবেন না।

৪৯০ ধারা। যে ব্যক্তির ভরণপোষণের নিমিত্ত ঐ আজ্ঞা করা যায় তাহাকে কিম্বা তাহার অভিভাবক থাকিলে উক্ত অভিভাবককে কিম্বা যে

ভরণপোষণের আজ্ঞা প্রবল করিবার কথা।

ব্যক্তিকে বৃত্তি দেওয়া যাইবে সেই ব্যক্তিকে বিনা ফীতে ঐ আজ্ঞার নকল দেওয়া যাইবে। ও যে ব্যক্তির নামে ঐ আজ্ঞা দেওয়া যায় সেই ব্যক্তি যে কোন স্থানে থাকুক সেই স্থানের কোন ম্যাজিষ্ট্রেট উভয় পক্ষের অনন্যতা ও যে টাকা দেওয়া হয় তাহা দেওয়া যায় নাই এই বিষয় হৃদ্বোধমতে জানিলে ঐ আজ্ঞা প্রবল করিতে পারিবেন।

---

৩৭ সপ্তত্রিংশ অধ্যায়।

হাবিয়াস কর্পস ভাবাপন্ন আজ্ঞার বিধি।

৪৯১ ধারা। (১) কোর্ট উইলিয়ম ও মান্দ্রাজ ও বোম্বাই রাজধানীর হাই কোর্ট যে সময়ে উচিত বোধ করেন সেই সময়ে এইং আজ্ঞা করিতে পারিবেন:—

হাবিয়াস কর্পস নামক পরওয়ানার ভাবাপন্ন আজ্ঞা দিবার কথা।

(ক) কোন ব্যক্তি কোর্টের দেওয়ানী মোকদ্দমা আদৌ শুনিবার ক্ষমতাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে, তাহাকে লইয়া আইনমতে কার্য্য হয়, এই নিমিত্ত তাহাকে কোর্টের সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা।

(খ) উক্ত স্থানের মধ্যে কোন ব্যক্তি বেআইনীমতে কি অনুচিতমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কি বেসরকারী কোন ব্যক্তির নিকট বদ্ধ থাকিলে তাহাকে ছাড়িয়া দিবার আজ্ঞা।

(গ) উক্ত স্থানের অন্তর্গত কোন জেলে যে আসামী বদ্ধ থাকে, উক্ত কোর্টে উপস্থিত কোন বিষয়ে কিম্বা যে বিষয়ের অনুসন্ধান লওয়া যাইবে সেই বিষয়ে

৫০০ ধারা। (১) নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া গেলে পর যাহার উপস্থিত হইবার নিমিত্ত উহা লিখিয়া দেওয়া যায় সেই ব্যক্তিকে মুক্ত করা যাইবে। যদি সে কারাগারে থাকে তবে যে আদালত তাহার হাজিরজামিন লন সেই আদালত জেলের অধ্যক্ষের নামে তাহাকে মুক্ত করিবার আজ্ঞা দিবেন। উক্ত আজ্ঞা পাইলে ঐ কর্ম্মচারী তাহাকে মুক্ত করিবেন।

হেফাজত হইতে মুক্ত হইবার কথা।

(২) যে বিষয় সম্বন্ধে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, তদ্ভিন্ন কোন বিষয়ের নিমিত্ত কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখা যাইতে পারিলে এই ধারার কিম্বা ৪৯৬ বা ৪৯৭ ধারার কোন কথাক্রমে তাহাকে যে মুক্ত করিবার আদেশ হইল এরূপ জ্ঞান করিতে হইবে না।

৫০১ ধারা। ভ্রান্তি কি প্রতারণাক্রমে বা প্রকারান্তরে অল্প টাকা জামিন লওয়া গিয়া থাকিলে, কিম্বা হাজিরজামিন পশ্চাৎ অপ্রচুর হইলে, আদালত ধৃত করিবার ওয়ারেন্ট বাহির করিয়া হাজিরজামিনক্রমে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে আনাইবার আজ্ঞা করিয়া উপযুক্ত হাজিরজামিন দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, না দিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

প্রথমে যে হাজিরজামিন লওয়া যায় তাহা প্রচুর না হইলে প্রচুর জামিন দিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতার কথা।

৫০২ ধারা। (১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে হাজিরজামিন লইয়া ছাড়িয়া দেওয়া গেলে, তাহার উপস্থিত হওয়ার ও উপস্থিত থাকার সমুদয় কি কোন কোন প্রতিভূ যে কোন সময়েই মাজিষ্ট্রেটের নিকটে সম্পূর্ণরূপে কিম্বা আপনং নিবন্ধপত্র হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা করিতে পারিবেন।

প্রতিভূদের মুক্ত হইবার কথা।

(২) তদ্রূপ প্রার্থনা হইলে মাজিষ্ট্রেট উক্তরূপে মুক্ত ব্যক্তিকে আপনার সম্মুখে উপস্থিত করাইবার আদেশ করিয়া তাহাকে ধরিয়া আনিবার ওয়ারেন্ট দিবেন।

(৩) সেই ব্যক্তি ওয়ারেন্টক্রমে উপস্থিত হইলে কিম্বা স্বেচ্ছামতে আপনাকে ধরা দিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ প্রতিভূদের নিবন্ধপত্র সম্পূর্ণরূপে কিম্বা প্রার্থকদের সম্বন্ধে রহিত হইবার আজ্ঞা করিয়া ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত অন্য প্রতিভূ দিতে আজ্ঞা করিবেন। তাহা দিতে না পারিলে তাহাকে কারাবদ্ধ করিতে পারিবেন।

---

৪০ চত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষীদের পরীক্ষার্থ কমিশন বিষয়ক বিধি।

৫০৩ ধারা। (১) সদ্বিচারার্থে কোন সাক্ষীর পরীক্ষা প্রয়োজনীয় ও যে বিলম্ব কি খরচ কি কষ্ট ব্যতীত উক্ত সাক্ষীকে উপস্থিত করা যাইতে পারে না তাহা বিষয়ের ভাবগতিক বিবেচনায় যুক্তিসিদ্ধ নহে এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের কি সেশন আদালতের কি হাই কোর্টের এরূপ বোধ হইলে উক্ত মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কি কোর্ট সেই সাক্ষীর স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দিতে পারিবেন ও উক্ত সাক্ষীর সাক্ষ্য লইবার নিমিত্ত যে জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানে সাক্ষী থাকে তাঁহার নামে কমিশন লিখিয়া দিতে পারিবেন।

যে স্থলে সাক্ষীর স্বয়ং অনুপস্থিত থাকিবার অনুমতি দেওয়া যাইতে পারে তাহার কথা।

কমিশন দিবার ও তাহার কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) ভারতবর্ষীয় যে রাজার বা অধিপতির শাসনাধীন দেশে বৃটিষ ভারতবর্ষীয় গবর্ণমেন্টের প্রতিনিধি কর্ম্মচারী আছেন, সাক্ষী সেই দেশে বাস করিলে কমিশন ঐ কর্ম্মচারির নামে দেওয়া যাইতে পারিবে।

(৩) যে মাজিষ্ট্রেটকে কি কর্ম্মচারিকে কমিশন দেওয়া যায় তিনি স্বয়ং কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট হইলে তিনি বা প্রথম শ্রেণীর যে মাজিষ্ট্রেটকে তিনি এতদর্থে নিযুক্ত করেন সেই মাজিষ্ট্রেট সাক্ষী যে স্থানে থাকে সেই স্থানে যাইবেন কিম্বা ঐ সাক্ষীকে আপনার নিকট সমন করিবেন; এবং এই আইনমতে ওয়ারেন্টের মোকদ্দমার বিচার কালে যে প্রকারে সাক্ষ্য লওয়া যায় ও যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য হয় সেই প্রকারে ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য লইতে পারিবেন ও তদর্থে সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

৫০৪ ধারা। (১) সাক্ষী কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে থাকিলে যে মাজিষ্ট্রেট বা আদালত কমিশন লিখিয়া দেন সেই মাজিষ্ট্রেট বা আদালত ঐ প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের নামে কমিশন দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই মোকদ্দমায় সাক্ষীদিগকে উপস্থিত করাইয়া তাহাদের সাক্ষ্য লইবার তাঁহার যে ক্ষমতা থাকে সেই ক্ষমতামতে তিনি সেই সাক্ষীকে উপস্থিত করাইয়া তাহার সাক্ষ্য লইতে পারিবেন।

সাক্ষী রাজধানী নগরের মধ্যে থাকিলে কমিশনের কথা।

(২) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী বিক্টোরিয়ার ৩৯ ও ৪০ বৎসরের আইনের ৪৬ অধ্যায়ের ৩ ধারামতে হাই কোর্টের যে কমিশন লিখিয়া দিবার ক্ষমতা আছে এই ধারার কোন কথায় তাহার কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫০৫ ধারা। (১) এই আইনমত যে কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কমিশন বাহির হয়, তাহার উভয় পক্ষ যে মাজিষ্ট্রেট কি আদালত কমিশনের আদেশ করেন সেই মাজিষ্ট্রেট কি আদালত যাহা প্রাসঙ্গিক জ্ঞান করেন এমন প্রশ্ন লিখিয়া পাঠাইতে পারিবেন ও যে মাজিষ্ট্রেটের কি কর্ম্মচারির নামে কমিশন দেওয়া যায় তিনি ঐ প্রশ্ন ধরিয়া উক্ত সাক্ষীর পরীক্ষা লইবেন।

সাক্ষীর পরীক্ষা লইতে পক্ষদের ক্ষমতার কথা।

(২) যে মাজিষ্ট্রেটের বা কর্ম্মচারির নামে কমিশন লিখিয়া দেওয়া যায় উক্ত পক্ষেরা উকীলের দ্বারা কিম্বা হেফাজতে না থাকিলে, স্বয়ং তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইতে পারিবেন এবং উক্ত সাক্ষীকে পরীক্ষা করিতে ও স্থলবিশেষে জেরা কি পুনঃ পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

অধস্তন মফঃস্বল মাজিষ্ট্রেটের কমিশন দিবার জন্য প্রার্থনা করিতে পারিবার কথা।

৫০৬ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন অন্য মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে এই আইনমত কোন তদন্ত বা বিচার বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যকালে সম্বিচারার্থে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া আবশ্যক তাহার পরীক্ষা লইবার জন্য কমিশন দেওয়া উচিত দৃষ্ট হইলে, ঐ সাক্ষীকে উপস্থিত করিতে হইলে যত বিলম্ব ব্যয় বা অসুবিধা ঘটিবে তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বোধ হইলে, সেই মাজিষ্ট্রেট জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট কারণ জানাইয়া কমিশন প্রার্থনা করিবেন; ও সেই জিলার মাজিষ্ট্রেট পূর্ব্বলিখিত বিধানমতে কমিশন দিতে পারিবেন কিম্বা ঐ প্রার্থনা অগ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

কমিশন ফিরিয়া পাঠাইবার কথা।

৫০৭ ধারা। ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কোন কমিশন দেওয়া গেলে তদনুসারে নিয়মিতরূপে কার্য্য হইলে পর যে আদালত হইতে কমিশন বাহির হইয়াছিল, ঐ কমিশনমতে যে সাক্ষীর সাক্ষ্য লওয়া গেল তাঁহার ঐ সাক্ষ্য সহিত ঐ কমিশন সেই আদালতে ফিরিয়া পাঠাইতে হইবে; ও সেই কমিশন ও তাহার প্রত্যর্পণ ও ঐ সাক্ষীর সাক্ষ্য যুক্তিমত সকল সময়ে পক্ষেরা দেখিতে পাইবেন, ও ন্যায়ানুগত বর্জ্জিত স্থল ভিন্ন তাহা কোন পক্ষ কর্ত্তৃক মোকদ্দমার প্রমাণস্বরূপ পঠিত হইতে পারিবে ও তাহা মোকদ্দমার কাগজপত্রের একাংশ হইবে।

তদন্ত কি বিচারকার্য্য স্থগিত থাকিবার কথা।

৫০৮ ধারা। কোন স্থলে ৫০৩ কি ৫০৬ ধারামতে কমিশন দেওয়া গেলে, তদনুসারে কার্য্য হইয়া কমিশন যাহাতে ফিরিয়া আসিতে পারে যুক্তিমত এরূপ যথোচিত নির্দিষ্ট সময়ের নিমিত্ত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য স্থগিত রাখা যাইতে পারিবে।

---

৪১ একচত্বারিংশ অধ্যায়।

সাক্ষ্য বিষয়ক বিশেষ বিধি।

চিকিৎসক সাক্ষীর সাক্ষ্যের কথা।

৫০৯ ধারা। (১) মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা অভিযুক্ত ব্যক্তির সম্মুখে সিবিল সর্জনের কিম্বা চিকিৎসাকর্ম্মকারী অন্য সাক্ষীর পরীক্ষা লওয়া গেলে ও তাঁহার সাক্ষ্য স্বাক্ষরিত হইলে, সেই পরীক্ষিত ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপ ডাকা না গেলেও এই আইনমত কোন তদন্ত কি বিচারকার্য্যে কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাঁহার সেই সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ দেওয়া যাইতে পারিবে।

চিকিৎসক সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবার কথা।

(২) আদালত উচিত বোধ করিলে ঐরূপ সাক্ষীকে সমন করিতে পারিবেন ও তাঁহার সাক্ষ্য সম্বন্ধীয় বিষয়ে পরীক্ষা করিতে পারিবেন।

(৩) কোন সিবিল সর্জন বা অপর চিকিৎসক সাক্ষীর যে সাক্ষ্য এই আইনের ৪০ অধ্যায়মতে লওয়া যায় তৎসম্বন্ধে এই ধারার বিধান খাটিবে না।

রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষকের রিপোর্টের কথা।

৫১০ ধারা। এই আইনমত কোন আনুষ্ঠানিক কার্য্যক্রমে গবর্নমেন্টের পক্ষে কোন রাসায়নিক দ্রব্য পরীক্ষককে কিম্বা রাসায়নিক দ্রব্যের সহকারী পরীক্ষককে যে কোন বিষয় কি দ্রব্য পরীক্ষা করিয়া কি তাহার মূলাংশ পৃথক করিয়া রিপোর্ট করণার্থে দেওয়া যায় তদ্বিষয়ে তাঁহার রিপোর্ট বলিয়া যে দলীল থাকে তাহাতে ঐ পরীক্ষকের স্বাক্ষর থাকিলে তাহা এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হইতে পারিবে।

পূর্ব্বে অপরাধ নির্ণয় বা নির্দ্দোষ হওনের প্রমাণ যেরূপে করা যাইবে তাহার কথা।

৫১১ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ পূর্ব্বে নির্ণয় হইয়াছে কিম্বা তাহাকে পূর্ব্বে নির্দ্দোষ করা গিয়াছে ইহার প্রমাণ এই আইনমতে তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইনে অন্য যে কোন প্রকারের বিধান থাকে তদতিরিক্ত নিম্নলিখিত প্রকারে করা যাইবে;—

(ক) যে আদালতে ঐ ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় কি তাহাকে নির্দ্দোষ করা যায় সেই আদালতের যে কর্ম্মচারির জিম্মায় কাগজপত্র থাকে তিনি ঐ কাগজপত্র হইতে উদ্ধৃত কথা দণ্ডাজ্ঞার কি আজ্ঞার নকল বলিয়া সার্টিফিকেট লিখিলে ও তাহাতে স্বাক্ষর করিলে সেই উদ্ধৃত কথা দ্বারা, কিম্বা

(খ) অপরাধ নির্ণয়ের কথা হইলে, যে জেলে দণ্ড কি তাহার কোন অংশ বিধান করা যায় সেই জেলের অধ্যক্ষের সার্টিফিকেট দ্বারা, কিম্বা সমর্পণ করিবার যে ওয়ারণ্টক্রমে দণ্ডভোগ হয় সেই ওয়ারণ্ট উপস্থিত করণ দ্বারা;

এবং ঐরূপে যে ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় বা যাহাকে নির্দ্দোষী করা যায়, ঐরূপ প্রত্যেক স্থলে অভিযুক্ত ব্যক্তির সহিত তাহার অনন্যতা বিষয়ে প্রমাণ দ্বারা।

৫১২ ধারা। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলায়ন করিয়াছে ও তাহাকে শীঘ্র ধরা যাইবার সম্ভাবনা নাই এরূপ প্রমাণ হইলে তাহার নামে যে অপরাধের নালিশ হয় সেই অপরাধ হেতুক তাহার বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে তাহাকে সমর্পণ করিবার ক্ষমতাপন্ন আদালত তাহার অনুপস্থিতিতে অভিযোগের পক্ষে কোন সাক্ষী উপস্থিত করা গেলে তাহাদের সাক্ষ্য লিখিয়া রাখিতে পারিবেন। পরে সেই ব্যক্তিকে ধরা গেলে যদি সাক্ষী মরিয়া থাকে বা সাক্ষ্য দিতে অক্ষম হইয়া থাকে কিম্বা তাহাকে উপস্থিত করাইতে হইলে যে বিলম্ব, ব্যয় বা অসুবিধা হয় তাহা মোকদ্দমার অবস্থা বিবেচনায় অযৌক্তিক বলিয়া বোধ হয়, তবে ঐ ব্যক্তির নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় সেই অপরাধের তদন্ত বা বিচার কালে ঐ সাক্ষ্য প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা যাইতে পারিবে।

অভিযুক্ত ব্যক্তির অনুপস্থিতিতে সাক্ষ্য লিপিবদ্ধ হইবার কথা।

---

৪২ দ্বাচত্বারিংশ অধ্যায়।

নিবন্ধপত্র বিষয়ক বিধি।

৫১৩ ধারা। সদাচরণের নিবন্ধপত্রের স্থল ভিন্ন অন্য স্থলে কোন আদালত কিম্বা কর্ম্মচারী কোন ব্যক্তিকে জামিন সহিত কিম্বা জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা করিলে ঐ আদালত কি কর্ম্মচারী ঐ নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার পরিবর্ত্তে যত টাকা নির্দ্ধার্য্য করেন, ঐ ব্যক্তিকে নগদ কিম্বা তত টাকার গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট আমানত করিবার অনুমতি দিতে পারিবেন।

মুচলকার পরিবর্ত্তে আমানতের কথা।

৫১৪ ধারা। (১) এই আইনমতে কিম্বা ৪০১ ধারানুসারে প্রণীত কোন বিধিমতে যে আদালত কর্ত্তৃক নিবন্ধপত্র গৃহীত হয় সেই আদালতের কিম্বা কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের আদালতের হৃদ্বোধমতে,

নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

কিম্বা কোন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবার নিবন্ধপত্র হইলে, ঐ আদালতের হৃদ্বোধমতে,

যদি প্রমাণ হয় যে নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে, তবে ঐ আদালত উক্ত প্রমাণের হেতু লিখিবেন, ও যে কোন ব্যক্তি উক্ত নিবন্ধপত্র দ্বারা বদ্ধ থাকেন তাঁহাকে অর্থদণ্ডের টাকা দিবার কিম্বা না দেওনের কারণ দর্শাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

(২) ঐ দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে ও না দিবার উপযুক্ত কারণ দর্শান না গেলে, আদালত উক্ত ব্যক্তির অস্থাবর দ্রব্য কিম্বা তাহার মৃত্যু হইয়া থাকিলে তাহার ইষ্টেট ক্রোক ও নীলাম করিবার ওয়ারন্ট দিয়া ঐ টাকা আদায় করিতে প্রবৃত্ত হইতে পারিবেন।

(৩) যে আদালত ওয়ারন্ট দেন, সেই আদালতের বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ওয়ারন্টমতে কার্য্য করা যাইতে পারিবে, ও তন্মধ্যে এই অনুমতি থাকিবে যে, ঐ সীমার বহির্ভূত যে স্থানে উক্ত ব্যক্তির কোন অস্থাবর দ্রব্য থাকে, সেই স্থান যে জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিচারাধীন তিনি ঐ ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিয়া দিলে ঐ দ্রব্যও ক্রোক করিয়া নীলাম করা যাইতে পারিবে।

(৪) সেই দণ্ডের টাকা না দেওয়া গেলে, ও উক্ত প্রকারে ক্রোক ও নীলাম করণ দ্বারা আদায় হইতে না পারিলে, যে আদালত ওয়ারন্ট দেন, সেই আদালতের আজ্ঞাক্রমে ঐ ব্যক্তিকে দেওয়ানী জেলখানায় ছয় মাস পর্য্যন্ত বদ্ধ করা যাইতে পারিবে।

(৫) আদালত আপনার বিবেচনামতে উল্লিখিত অর্থদণ্ডের একাংশ ক্ষমা করিয়া অংশ মাত্র আদায় করণ প্রবল করিতে পারিবেন।

(৬) নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার পূর্ব্বে ঐ নিবন্ধপত্রের কোন জামিনের মৃত্যু হইলে, তাঁহার ইষ্টেট ঐ নিবন্ধপত্র সম্বন্ধে সমস্ত দায়িত্ব হইতে অব্যাহতি পাইবে, কিন্তু যে ব্যক্তি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলেন নূতন জামিন দিবার জন্য তাঁহাকে আদেশ করা যাইতে পারিবে।

৫১৫ ধারা। প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ভিন্ন কোন মাজিষ্ট্রেট ৫১৪ ধারামতে যে আজ্ঞা করেন তাহার উপর জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট আপীল হইতে পারিবে কিম্বা আপীল না হইলেও তাঁহার দ্বারা ঐ আজ্ঞা সংশোধন করা যাইতে পারিবে।

৫১৪ ধারামত আজ্ঞার উপর আপীল হইবার ও ঐ আজ্ঞা সংশোধনের কথা।

৫১৬ ধারা। হাই কোর্টের কিম্বা সেশন আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া হাজির থাকিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেওয়া যায়, হাই কোর্ট কিম্বা সেশন আদালত কোন মাজিষ্ট্রেটকে সেই পত্রক্রমে পাওনা টাকা আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

কোন কোন নিবন্ধপত্রক্রমে আদেয় অর্থদণ্ড আদায় করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবার কথা।

---

৪৩ ত্রিচত্বারিংশ অধ্যায়।

সম্পত্তি লইয়া কার্য্য হইবার বিধি।

৫১৭ ধারা। (১) কোন ফৌজদারী আদালতে তদন্ত কি বিচারকার্য্য সমাপ্ত হইলে, আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা যে দলীল কি অন্য দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দেখা যায় কিম্বা অপরাধ করণার্থে যাহার ব্যবহার হইয়াছে কিম্বা যাহার অধিকার

যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা যায় তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে এই বিষয়ের আজ্ঞার কথা।

সম্বন্ধে সংশয় বা বিবাদ আছে তাহা লইয়া যাহা করিতে হইবে আদালত এই বিষয়ে যে আজ্ঞা বিহিত বোধ করেন করিবেন।

(২) হাই কোর্ট কি সেশন আদালত তদ্রূপ আজ্ঞা করিলে ও যে ব্যক্তি উক্ত দ্রব্য পাইবার স্বত্ববান তাহাকে স্বীয় কর্ম্মচারী দ্বারা ঐ দ্রব্য দিবার সুবিধা না হইলে, উক্ত কোর্ট কি আদালত জিলার মাজিস্ট্রেটকে উক্ত আজ্ঞা ফলবতী করিবার আদেশ দিতে পারিবেন।

(৩) যে মোকদ্দমায় আপীল আছে সেই মোকদ্দমায় এবং যে সম্পত্তির অধিকার লইয়া সংশয় বা বিবাদ আছে তৎসম্বন্ধে এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে, জীবিত পশুপক্ষ্যাদি বা স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল দ্রব্য না হইলে, আপীল করিবার সময় যাবৎ গত না হয় অথবা ঐ সময়ের মধ্যে আপীল করা গেলে, যাবৎ ঐ আপীল নিষ্পত্তি না হয়, তাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে কার্য্য করা যাইবে না।

ব্যাখ্যা।—যে দ্রব্য সম্পর্কে অপরাধ করা গিয়াছে দৃষ্ট হয়, সেই দ্রব্য হইলে, এই ধারায় যে "দ্রব্য" শব্দ আছে তাহাতে যে দ্রব্য প্রথমে কোন পক্ষের অধিকারে কি তত্ত্বাবধানে ছিল সেই দ্রব্যমাত্র বুঝাইবে না, কিন্তু সেই দ্রব্য পরিবর্ত্তিত হইয়া যে কোন দ্রব্য হয় কিম্বা সেই দ্রব্যের বিনিময়ে যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহাও বুঝাইবে, এবং ঐরূপ পরিবর্ত্তন কি বিনিময় করণদ্বারা অব্যবহিতভাবে কি প্রকারান্তরে যাহা কিছু লব্ধ হয় তাহাও বুঝাইবে।

৫১৮ ধারা। ৫১৭ ধারাক্রমে আজ্ঞা না দিয়া কোন আদালত জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবের প্রতি কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের প্রতি ঐ দ্রব্য সমর্পণ করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন। তাহা হইলে ঐ দ্রব্য পোলীসের দ্বারা ধৃত হইয়া পশ্চাল্লিখিতমতে তাঁহার নিকট রিপোর্ট করা গেলে তিনি যদ্রূপে করিতেন ঐ দ্রব্য লইয়া তদ্রূপেই কার্য্য করিবেন।

জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের প্রতি দ্রব্য অর্পণ সূচক আজ্ঞা হইবার কথা।

৫১৯ ধারা। চৌর্য্য বা চোরা দ্রব্য গ্রহণ অপরাধ হয় বা যাহার মধ্যে ঐ অপরাধ পড়ে কোন ব্যক্তির যদি এরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় এবং ইহার প্রমাণ হয় যে অন্য কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্য চোরা না জানিয়া বা বিশ্বাস করিবার কারণ না দেখিয়া তাহা ক্রয় করিয়াছে, এবং যাহার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহাকে ধরা গেলে তাহার নিকট হইতে কোন টাকা লওয়া হইয়াছে, তবে ক্রেতা প্রার্থনা করিলে ও অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে ঐ চোরা দ্রব্য ফিরাইয়া দিলে আদালত এই আজ্ঞা করিতে পারিবেন যে ঐ টাকা হইতে ক্রেতার প্রদত্ত মূল্যের অনধিক টাকা তাহাকে দেওয়া যায়।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নিকট যে টাকা পাওয়া যায় তাহা নির্দ্দোষী ক্রেতাকে দিবার কথা।

৫২০ ধারা। যে আদালতে আপীল কি দৃঢ়ীকরণ কি বিবাদার্পণ কি নিষ্পত্তির সংশোধন হইতে পারে সেই আদালত আপনার অধীন আদালতের কৃত ৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামতে কোন আজ্ঞা স্বীয় বিবেচনার অপেক্ষায় স্থগিত রাখিবার আদেশ করিতে এবং সংশোধন কি পরিবর্ত্তন কি অসিদ্ধ করিতে এবং আরো যে আজ্ঞা ন্যায্য হয় তাহা করিতে পারিবেন।

৫১৭, ৫১৮ বা ৫১৯ ধারামত আজ্ঞা স্থগিত করিবার কথা।

৫২১ ধারা। (১) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৯২ কি ২৯৩ কি ৫০১ কি ৫০২ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার যত খণ্ড আদালতের হেফাজতে কিম্বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তির অধিকারে কি ক্ষমতায় থাকে আদালত তৎসমুদয় বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

অপবাদ সম্পর্কীয় ও অন্য বিষয় বিনষ্ট করিবার কথা।

(২) ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৭২ কি ২৭৩ কি ২৭৪ কি ২৭৫ ধারামতে অপরাধ নির্ণয় হইলে, যে খাদ্য কি পানীয় কি ঔষধ কি চিকিৎসা সম্পর্কীয় দ্রব্য সম্বন্ধে অপরাধ নির্ণয় হয়, আদালত তদ্রূপে তাহা বিনষ্ট করিবার আজ্ঞা দিতে পারিবেন।

৫২২ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ সহিত কোন অপরাধ নির্ণয় হইলে, ও সেই বলপ্রকাশ দ্বারা কোন ব্যক্তিকে স্থাবর দ্রব্যের অধিকারচ্যুত করা গিয়াছে উক্ত আদালত ইহা দেখিতে পাইলে যদি উচিত বোধ করেন তবে ঐ ব্যক্তির পুনরায় তদধিকার পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

স্থাবর দ্রব্যের অধিকার ফিরিয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

(২) কোন ব্যক্তি দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া সেই স্থাবর দ্রব্যে আপনার স্বত্ব বা স্বার্থ আছে বলিয়া প্রমাণ করিতে পারিলে পূর্ব্বোক্ত আজ্ঞা দ্বারা ঐ স্বত্বের বা স্বার্থের বিঘ্ন হইবে না।

৫২৩ ধারা। (১) যে দ্রব্য ৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা যাহা চোরা বলিয়া কথিত হয় কি সন্দেহ হয় কিম্বা যাহা এরূপ অবস্থায় পাওয়া যায় যে তৎসম্বন্ধে কোন অপরাধ করা হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ জন্মে, সেই দ্রব্য পোলীস কর্ম্মচারী দ্বারা ধৃত হইয়া থাকিলে, তদ্বিষয়ে কোন মাজিস্ট্রেটের নিকটে অবিলম্বে রিপোর্ট করা যাইবে, ও তাহা হইলে ঐ মাজিস্ট্রেট যেরূপ উচিত বোধ করেন সেইরূপ ঐ দ্রব্যের বিলি ব্যবস্থার কি উহার অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে উহা দিবার আজ্ঞা করিবেন। কিম্বা ঐ ব্যক্তিকে নিশ্চয়মতে জানা যাইতে না পারিলে মাজিস্ট্রেট ঐ দ্রব্য রাখিবার ও উপস্থিত করিবার বিষয়ে যে আজ্ঞা উচিত জ্ঞান করেন করিবেন।

৫১ ধারামতে প্রাপ্ত বা চোরা দ্রব্য পোলীস কর্তৃক ধৃত হইলে, কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) ঐ সম্পত্তির অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তিকে জানা থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট যেরূপ (যদি কোন) নিয়মে উচিত বোধ করেন তদ্রূপ নিয়মে ঐ সম্পত্তি তাহাকে দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। উক্ত ব্যক্তিকে জানা না থাকিলে মাজিষ্ট্রেট ঐ সম্পত্তি রাখিতে পারিবেন এবং ঐ সম্পত্তির মধ্যে যে যে দ্রব্য আছে ঘোষণাপত্রে সেই সেই দ্রব্যের বিশেষ বর্ণনা লিখিয়া প্রকাশ করণপূর্ব্বক সেই দ্রব্যের উপর যে কোন ব্যক্তির দাওয়া থাকে তাহাকে ঐ ঘোষণাপত্রের তারিখ হইতে ছয় মাসের মধ্যে কোন সময়ে তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আপনার দাওয়া প্রমাণ করিতে আজ্ঞা দিবেন।

ধৃত দ্রব্যের স্বামী অজ্ঞাত হইলে যাহা কর্ত্তব্য তাহার কথা।

৫২৪ ধারা। (১) ঐ সময়ের মধ্যে কোন ব্যক্তি ঐ দ্রব্যের উপর আপন দাওয়া সপ্রমাণ না করিলে ও সেই দ্রব্য যাহার নিকটে পাওয়া যায় সে ন্যায়মতে তাহা পাইয়াছিল ইহা দেখাইতে না পারিলে, গবর্ণমেণ্ট ঐ দ্রব্য লইয়া যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিবেন, ও প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের কিম্বা মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে কিম্বা প্রথম শ্রেণার মাজিষ্ট্রেট স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতৎপক্ষে ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইলে তাঁহার আজ্ঞাক্রমে তাহা বিক্রয় করা যাইতে পারিবে।

ছয় মাসের মধ্যে দাওয়াদার উপস্থিত না হইলে কার্য্যপ্রণালীর কথা।

(২) এই ধারামতে আজ্ঞা করা গেলে তদ্রূপ আজ্ঞাকারক আদালতের দণ্ডাজ্ঞার উপর যে আদালতে আপীল হইতে পারে সেই আদালতে আপীল হইতে পারিবে।

৫২৫ ধারা। ঐ দ্রব্যের অধিকার পাইবার স্বত্ববান ব্যক্তি অজ্ঞাত কি অনুপস্থিত থাকিলে ও উক্ত দ্রব্য স্বভাবতঃ আশুক্ষয়শীল হইলে কিম্বা তাহা বিক্রয় করাতে স্বামীর লাভ আছে যে মাজিষ্ট্রেটের নিকট ঐ দ্রব্য ধরিবার রিপোর্ট হয় তিনি এরূপ বিবেচনা করিলে, যে কোন সময়ে তাহা বিক্রয় করিবার আদেশ দিতে পারিবেন এবং উক্ত বিক্রয়ের নিট উৎপন্ন সম্বন্ধে, যত দুর সম্ভব, ৫২৩ ও ৫২৪ ধারার বিধান খাটিবে।

আশুক্ষয়শীল দ্রব্য বিক্রয় করিতে পারিবার কথা।

---

৪৪ চতুশ্চত্বারিংশ অধ্যায়।

ফৌজদারী মোকদ্দমা হস্তান্তর করণ বিষয়ক বিধি।

৫২৬ ধারা। (১) যখন হাই কোর্টকে দেখান যায় যে,

হাই কোর্টের মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার কি স্বয়ং বিচার করিবার ক্ষমতার কথা।

(ক) তদধীন কোন ফৌজদারী আদালতে ন্যায়সঙ্গত ও অপক্ষপাত তদন্ত কি বিচার পাওয়া যাইতে পারিবে না, বা

(খ) অসাধারণ কাঠিন্যযুক্ত আইনঘটিত প্রশ্ন উত্থিত হইবার সম্ভাবনা, বা

(গ) যে স্থানে কি যে স্থানের নিকটে অপরাধ করা যায় সন্তোষজনকরূপ তদন্ত কি বিচারার্থে সেই স্থান দেখা আবশ্যক, বা

(ঘ) এই ধারামতে আজ্ঞা দিলে পক্ষদের বা সাক্ষিদের সাধারণতঃ সুবিধা হইবে, বা

(ঙ) উক্তরূপ আজ্ঞা সুবিচার নিমিত্ত বাঞ্ছনীয়, তখন উক্ত কোর্ট নিম্নলিখিতরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ঃ—

(৵০) যে আদালত ১৭৭ হইতে ১৮৪ পর্য্যন্ত ধারাক্রমে কোন অপরাধের তদন্ত ও বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন নহেন, কিন্তু অন্যান্য প্রকারে তৎকার্য্যক্ষম, সেই আদালত কর্ত্তৃক উক্ত অপরাধের তদন্ত কি বিচার হয়, কিম্বা

(৵৹) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল কি বিশেষ শ্রেণার তদ্রূপ মোকদ্দমা কি আপীল, স্বীয় কর্ত্তৃত্বাধীন এক ফৌজদারী আদালত হইতে সমান কি অধিক ক্ষমতাপন্ন তদ্রূপ অন্য কোন ফৌজদারী আদালতে প্রেরিত হয়, কিম্বা

(৶৹) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল আপনার নিকটে প্রেরিত হইয়া বিচার হয়, কিম্বা

(।৹) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি আপনার নিকট কিম্বা কোন সেশন আদালতে বিচারার্থে সমর্পিত হয়।

(২) হাই কোর্ট প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালত ভিন্ন অন্য আদালত হইতে আপনার সম্মুখে বিচারার্থে কোন মোকদ্দমা উঠাইয়া আনিলে, ২৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট স্থল ভিন্ন যে আদালত হইতে মোকদ্দমা উঠাইয়া আনা যায় তদ্রূপে উঠাইয়া আনা না গেলে সেই আদালতে যে কার্য্যপ্রণালী অবলম্বিত হইত সেই মোকদ্দমার বিচারে সেই কার্য্যপ্রণালী অবলম্বন করিবেন।

(৩) হাই কোর্ট নিম্নতর আদালতের রিপোর্টমতে কিম্বা স্বার্থযুক্ত কোন পক্ষের প্রার্থনামতে কিম্বা আপন প্রবৃত্তিমতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

(৪) এই ধারাক্রমে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইল তদনুসারে কার্য্য হইবার প্রার্থনা (মোশন) প্রস্তাবনাক্রমে করা যাইবে ও প্রার্থক আডবোকেট জেনরল না হইলে আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা দ্বারা তাহার পোষকতা করিতে হইবে।

(৫) অভিযুক্ত ব্যক্তি এই ধারামতে প্রার্থনা করিলে হাই কোর্ট তাহার প্রতি এই নিয়মে জামিন সহিত বা

জামিন বিনা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন যে, অপরাধ নির্ণয় হইলে সে অভিযোক্তার খরচা দিবে।

(৬) কোন অভিযুক্ত ব্যক্তি তদ্রূপ প্রার্থনা করিলে রাজকীয় অভিযোক্তার নামে ঐ প্রার্থনার নোটিস লিখিয়া যেং হেতুতে প্রার্থনা করা গেল সেইং হেতুপত্রের নকল ঐ নোটিসের সঙ্গে দিবে, এবং সেই নোটিস দেওয়ার ও প্রার্থনাপত্র শুনিবার সময়ের মধ্যে ন্যূনকল্পে চব্বিশ ঘন্টা না গেলে ঐ প্রার্থনাপত্রের দোষগুণানুসারে কোন আজ্ঞা করা যাইবে না।

এই ধারামতে প্রার্থনা হইলে রাজকীয় অভিযোক্তাকে নোটিস দিবার কথা।

(৭) ১৯৭ ধারামতে যে কোন আজ্ঞা করা যায়, এই ধারার কোন কথাক্রমে তাহার ব্যতিক্রম হইবে না।

(৮) কোন ফৌজদারী মোকদ্দমায় বা আপীলে শুনানী আরম্ভ হইবার পূর্ব্বে রাজকীয় অভিযোক্তা, বাদী বা অভিযুক্ত ব্যক্তি যে আদালতে মোকদ্দমা বা আপীল দায়ের থাকে, ঐ মোকদ্দমা সম্বন্ধে এই ধারামত প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায় সেই আদালতে জানাইলে আদালত (যদি এরূপ বিবেচনা না করেন যে, বিলম্ব করিবার কিম্বা অন্য রকমে সুবিচারের গতির ব্যাঘাত ঘটাইবার অভিপ্রায়ে ঐ প্রার্থনা করা হইতেছে তবে) কার্য্যানুষ্ঠান স্থগিত রাখিবার বা তাহার দিনান্তর নিরূপণ করিবার ৩৪৪ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে এরূপে কার্য্য করিবেন যাহাতে অভিযুক্ত ব্যক্তির প্রতি প্রতিবাদকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার আজ্ঞা হইবার পূর্ব্বে কিম্বা আপীল হইলে, আপীলের শুনানী হইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা করিবার ও তাহার উপর আজ্ঞা পাইবার যুক্তিসিদ্ধ সময় থাকে।

এই ধারামত প্রার্থনা হইলে দিনান্তর নিরূপণের কথা।

৫২৭ ধারা। (১) বিশেষ কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা কি আপীল এক হাই কোর্ট হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টে অর্পণ করিলে কিম্বা এক হাই কোর্টের অধীন কোন ফৌজদারী আদালত হইতে উঠাইয়া লইয়া অন্য হাই কোর্টের অধীন সমান কি অধিক ক্ষমতাবিশিষ্ট অন্য ফৌজদারী আদালতে অর্পণ করিলে ন্যায়বিচারের উদ্দেশ্য সফল হয়, কিম্বা উভয় পক্ষের কি সাক্ষীদের সুবিধা জন্মে, মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের এমত বোধ হইলে, তিনি ইণ্ডিয়া গেজেটে জ্ঞাপনপত্র প্রকাশ করিয়া সেই মোকদ্দমার কি আপীলের তদ্রূপ হস্তান্তর হওয়ার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের ফৌজদারী মোকদ্দমা ও আপীল হস্তান্তর করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) যে আদালতে সেই মোকদ্দমা কি আপীল অর্পণ করা যায় সেই আদালতেই প্রথম উপস্থিত করা গেলে ঐ আদালত সেই মোকদ্দমা কি আপীল লইয়া যেরূপে কার্য্য করিতেন তদ্রূপে কার্য্য করিবেন।

৫২৮ ধারা। (১) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব কিম্বা মহকুমার মাজিস্ট্রেট আপন অধীন কোন মাজিস্ট্রেটের নিকট হইতে কোন ফৌজদারী মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া অথবা তাঁহাকে যে মোকদ্দমা অর্পণ করিয়াছেন তাহা ফিরাইয়া লইয়া আপনি তাহার তদন্ত লইতে কি বিচার করিতে পারিবেন কিম্বা তদন্ত লইবার ও বিচার করিবার উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আপনার অধীন অন্য কোন মাজিস্ট্রেটের প্রতি তদন্ত লইয়া বিচার করিবার নিমিত্ত ঐ মোকদ্দমা অর্পণ করিতে পারিবেন।

মোকদ্দমা জিলার বা মহকুমার মাজিস্ট্রেটের উঠাইয়া লইবার কি অর্পণ করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব তাঁহার অধীন মাজিস্ট্রেটদের নিকট হইতে যে কোন প্রকারের মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া বিহিত বোধ করেন তাহা উঠাইয়া লন কিম্বা বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লন, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাঁহার প্রতি এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।

জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেবকে বিশেষ প্রকারের সকল মোকদ্দমা উঠাইয়া লইবার ক্ষমতা দিতে পারিবার কথা।

(৩) কোন মাজিস্ট্রেট এই ধারামতে কোন আজ্ঞা করিলে, তাঁহার ঐ আজ্ঞা করিবার যে কারণ থাকে তাহা লিখিয়া রাখিবেন।

(৪) মান্দ্রাজের ১৮২১ সালের ৪ আইনমত কোন গ্রাম্য মণ্ডল এই ধারার প্রয়োজনার্থ মাজিস্ট্রেট।

---

৪৫ পঞ্চচত্বারিংশ অধ্যায়।

অনিয়মিত আনুষ্ঠানিক কার্য্যবিষয়ক বিধি।

৫২৯ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কোন কার্য্য করিবার, অর্থাৎ

অনিয়মিত ক্রিয়াহেতুক আনুষ্ঠানিক কার্য্য ব্যর্থ না হইলে তাহার কথা।

(ক) ৯৮ ধারামতে তলাশী পরওয়ানা দিবার,

(খ) ১৫৫ ধারামতে পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা করিবার,

(গ) ১৭৬ ধারামতে মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার,

(ঘ) কোন ব্যক্তি তাঁহার বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে ১৮৬ ধারামতে নিজ বিচারাধীন স্থানে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার,

(ঙ) ১৯০ ধারার ১ প্রকরণের (ক) কিম্বা (খ) দফামতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার,

(চ) ১৯২ ধারামতে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার,

(ছ) ৩৩৭ বা ৩৩৮ ধারামতে ক্ষমার প্রস্তাব করিবার,

(জ) ৫২৪ বা ৫২৫ ধারামতে সম্পত্তি বিক্রয় করিবার, কিম্বা

(ঝ) ৫২৮ ধারামতে মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া আপনি বিচার করিবার,

ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি ভ্রান্তিক্রমে সরলমনে ঐ কার্য্য করেন, তবে ক্ষমতা ছিল না বলিয়া তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অন্যথা করা যাইবে না।

অনিয়মিত যে কার্য্য দ্বারা আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হয় তাহার কথা।

৫৩০ ধারা। কোন মাজিস্ট্রেট আইনমতে নিম্নলিখিত কার্য্য করিতে ক্ষমতাপন্ন না হইয়াও যদি সেই সেই কার্য্য করেন, অর্থাৎ—

(ক) যদি ৮৮ ধারামতে দ্রব্য ক্রোক ও বিক্রয় করেন,

(খ) যদি ডাকঘরে পত্রের কি পুলিন্দার কি অপর দ্রব্যের কিম্বা টেলিগ্রাফ বিভাগে তাড়িত বার্ত্তার তলাশী পরওয়ানা দেন,

(গ) যদি শান্তিরক্ষার্থ জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঘ) যদি সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞা করেন,

(ঙ) কোন ব্যক্তি আইনমতে সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ হইলে যদি তাহাকে মুক্ত করেন,

(চ) যদি শান্তিরক্ষার মুচলকা রহিত করেন,

(ছ) স্থানবিশেষের অনিষ্টকর কার্য্য সম্বন্ধে যদি ১৩৩ ধারামতে আজ্ঞা করেন,

(জ) সাধারণের অনিষ্টকর কার্য্য না চলনার্থে বা পুনশ্চ না হওনার্থে যদি ১৪৩ ধারামতে তন্নিবারণের আজ্ঞা করেন,

(ঝ) যদি ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা প্রচার করেন,

(ঞ) ১২ অধ্যায়মতে যদি আজ্ঞা করেন,

(ট) ১৯০ ধারার (গ) দফামতে যদি কোন অপরাধ গ্রাহ্য করেন,

(ঠ) অন্য মাজিস্ট্রেটের লিখিত রুবকারি অনুসারে যদি ৩৪৯ ধারামতে দণ্ডের আজ্ঞা করেন,

(ড) ৪৩৫ ধারামতে যদি কাগজপত্র আনান,

(ঢ) যদি ভরণপোষণের আজ্ঞা করেন,

(ণ) যদি ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা ৫১৫ ধারামতে সংশোধন করেন,

(ত) যদি কোন অপরাধীর বিচার করেন,

(থ) যদি সরাসরীমতে অপরাধীর বিচার করেন, কিম্বা

(দ) যদি আপীলী মোকদ্দমার নিষ্পত্তি করেন,

তবে তাঁহার আনুষ্ঠানিক কার্য্য অসিদ্ধ হইবে।

অনুপযুক্ত স্থানে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হইবার কথা।

৫৩১ ধারা। তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য অনুপযুক্ত সেশন খণ্ডে কি জিলায় কি মহকুমায় কি অন্য স্থানে হইয়াছে বলিয়া, কেবল সেই কারণে কোন ফৌজদারী আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি অন্য আজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না; সেই ভ্রম হেতুক সদ্বিচারের বস্তুতঃই ব্যাঘাত হইয়াছে, ইহা দৃষ্ট হইলে নূতন বিচার হইবার আজ্ঞা হইতে পারিবে।

অনিয়মিতরূপে ব্যক্তিকে সমর্পণ করা গেলে তাহা যে স্থলে সিদ্ধ করা যাইতে পারে তাহার কথা।

৫৩২ ধারা। (১) কোন মাজিস্ট্রেট কি অন্য কর্তৃপক্ষ আইনমতে নিয়মিতরূপে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিতেছেন বিবেচনায় তদ্রূপ ক্ষমতাপন্ন না হইয়া যদি সেশন আদালতের বা হাই কোর্টের বিচারার্থে অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমর্পণ করেন, তবে যে আদালতের প্রতি সমর্পণ করা যায় সেই আদালত আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কাগজপত্র পাঠ করিয়া, অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হয় নাই বিবেচনা করিলে, এবং তদন্ত লওনের সময়ে ও সমর্পণের আজ্ঞা হওনের পূর্ব্বে অভিযুক্ত ব্যক্তির কিম্বা অভিযোক্তার পক্ষ হইতে সমর্পণকারী মাজিস্ট্রেটের কি অন্য কর্তৃপক্ষের বিচারাধিকার বিষয়ে আপত্তি না থাকিলে ঐ আদালত সেই সমর্পণকার্য্য গ্রাহ্য করিতে পারিবেন।

(২) কিন্তু অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি হইয়াছে উক্ত আদালতের যদি, এইরূপ বিবেচনা হয় কিম্বা তদ্রূপ আপত্তি হইয়া থাকে, তবে উক্ত আদালত সেই সমর্পণকার্য্য অসিদ্ধ করিয়া উপযুক্ত মাজিস্ট্রেটের দ্বারা নূতন তদন্ত লইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

১৬৪ বা ৩৬৪ ধারার বিধান পালন না করিবার কথা।

৫৩৩ ধারা। (১) ১৬৪ বা ৩৬৪ ধারামতে লিপিবদ্ধ করা অভিযুক্ত ব্যক্তির স্বীকার বাক্য বা অন্য উক্তি যে আদালতের সম্মুখে প্রমাণস্বরূপ উপস্থিত করা হয়, সেই আদালত যদি দেখেন যে ঐ উক্তি লিপিবদ্ধকারী মাজিস্ট্রেট উক্ত দুই ধারার কোনটির কোন বিধান সম্পূর্ণরূপে পালন করেন নাই, তবে প্রতিবাদী ঐ লিপিবদ্ধ কথা যে নিয়মিতরূপে কহিয়াছিল, ইহার প্রমাণ লইবেন, এবং ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্য বিষয়ক আইনের ৯১ ধারায় প্রকারান্তরের কথা থাকিলেও, যদি সেই ভ্রমদ্বারা মোকদ্দমার গুণাগুণ সম্বন্ধে প্রতিবাদ কালে অভিযুক্ত ব্যক্তির হানি না হইয়া থাকে তবে ঐ উক্তি গ্রাহ্য হইবে।

(২) এই ধারার বিধান আপীল আদালত ও সংশোধনকারী আদালতের প্রতি বর্ত্তে।

৪৫৪ (২) ধারার নির্দ্দিষ্ট প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিতে ত্রুটি হইবার কথা।

৫৩৪ ধারা। যে মোকদ্দমার প্রতি ৪৫৪ ধারার দ্বিতীয় প্রকরণ বর্ত্তে সেই মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তিকে "তুমি ইউরোপী বৃটিষ প্রজা কি না" এই প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিবার ত্রুটি হইলে, তাহাতে আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতা সম্বন্ধে কোন বিঘ্ন হইবে না।

৫৩৫ ধারা। (১) অভিযোগপত্র প্রস্তুত না করা গেলেও ন্যায়বিচারের কোন ব্যাঘাত হয় নাই আপীল আদালতের কি সংশোধনকারী আদালতের এমত জ্ঞান হইলে সেই অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা অসিদ্ধ হইবে না।

অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হইবার ফলের কথা।

(২) অভিযোগপত্র প্রস্তুত না হওয়াতে ন্যায়-বিচারের ব্যাঘাত হইয়াছে আপীল আদালতের কি সংশোধনকারী আদালতের এমত বোধ হইলে, ঐ আদালত অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিবার ও মোকদ্দমার বিচার কালীন যে সময় অভিযোগ পত্র প্রস্তুত করা উচিত ছিল তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী সময় হইতে বিচার কার্য্যের পুনরারম্ভ হইবার আজ্ঞা দিবেন।

৫৩৬ ধারা। (১) আসেসরদের সহকারিতায় যে অপরাধ বিচার্য্য হয় জুরির দ্বারা তাহার বিচার হইলে কেবল তৎপ্রযুক্ত সেই বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

আসেসরদের বিচার্য্য মোকদ্দমা জুরির দ্বারা বিচার হইবার কথা।

(২) জুরির দ্বারা বিচার্য্য অপরাধের বিচার আসেসরদের সহকারিতায় করা গেলে, যদি আদালতের নির্ণয়পত্র লিপিবদ্ধ হইবার পূর্ব্বে আপত্তি না করা যায় তবে কেবল আসেসরদের সহকারিতায় হওয়া প্রযুক্ত বিচার অসিদ্ধ হইবে না।

জুরির বিচার্য্য মোকদ্দমা আসেসরদের দ্বারা বিচার হইবার কথা।

৫৩৭ ধারা।• পূর্ব্ব প্রদত্ত বিধানের স্থলভিন্ন—

(ক) নালিশে কি সমনে কি ওয়ারন্টে কি অভিযোগপত্রে কি ঘোষণাপত্রে কি আজ্ঞাপত্রে কি নিষ্পত্তিপত্রে কিম্বা বিচার করণ সময়ের বা তৎপূর্ব্বের অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কিম্বা এই আইনমত কোন তদন্তে বা অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যে কোন ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম হইলে, কিম্বা

অভিযোগপত্রে কিম্বা আনুষ্ঠানিক কার্য্যে ভ্রম কি প্রমাদপ্রযুক্ত নিষ্পত্তি কি দণ্ডাজ্ঞা অন্যথা হইবার কথা।

(খ) ১৯৫ ধারার আদেশমত কোন অনুমতির অভাব হইলে, কিম্বা

(গ) ৩২৪ ধারা অনুসারে জুরির বা আসেসরদের কোন ফর্দ্দ সংশোধন করিতে ত্রুটি হইলে, কিম্বা

(ঘ) জুরির প্রতি উপদেশ বাক্যের মধ্যে কোন অন্যায় কথা থাকিলে যদি সেই ভ্রম কি ত্রুটি কি অনিয়ম কি অভাব কি অন্যায় কথা দ্বারা বস্তুতঃই ন্যায়বিচারের ত্রুটি না হইয়া থাকে,

তবে ২৭ অধ্যায়মতে কার্য্য হইলে কিম্বা সেই মোকদ্দমার উপর আপীল হইলে কিম্বা তাহা সংশোধন করণার্থে উপস্থিত হইলে ঐ ভ্রম প্রভৃতি হেতুক উপযুক্ত ক্ষমতাপন্ন আদালতের নির্ণয় কি দণ্ডাজ্ঞা কি আজ্ঞা (উহা বিচার চলিতে থাকিবার মধ্যে প্রদত্ত হউক বা চূড়ান্তই হউক) অন্যথা কি পরিবর্ত্তন করা যাইবে না।

উদাহরণ।

কোন মাজিষ্ট্রেট আইনমতে কোন দলীলে স্বাক্ষর করিতে আদিষ্ট হইয়া কেবল আপন নামের আদ্যক্ষর লিখিয়া উহা স্বাক্ষর করেন। ইহা একটি অনিয়ম মাত্র ও ইহাতে ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্যের সিদ্ধতার ব্যাঘাত হয় না।

৫৩৮ ধারা। এই আইনের বলে যে ক্রোক করা যায়, সমনে কি অপরাধ নির্ণয়পত্রে কি ক্রোকী পরওয়ানায় কি তৎসম্পর্কীয় অন্য কার্য্যে রীতিগত কোন দোষ কি অভাব প্রযুক্ত তাহা বেআইনী বলিয়া জ্ঞান হইবে না ও যে ব্যক্তি ক্রোক করে তাহাকে অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান হইবে না।

আনুষ্ঠানিক কার্য্যে রীতির দোষ থাকাতে ক্রোক বেআইনী না হইবার ও ক্রোককারি ব্যক্তি অনধিকার প্রবেশকারী বলিয়া জ্ঞান না হইবার কথা।

---

৪৬ ষট্‌চত্বারিংশ অধ্যায়।

বিবিধ বিধি।

৫৩৯ ধারা। কোন হাই কোর্টের, কিম্বা ঐ কোর্টের কোন কর্ম্মচারির সম্মুখে যে আফিডেবিটের ও প্রতিজ্ঞা-পত্রের ব্যবহার করিতে হইবে সেই আফিডেবিট ও প্রতিজ্ঞা পত্র সেই কোর্টের কিম্বা ক্লার্ক-অফ দি ক্রৌনের, কিম্বা তৎকার্য্যপক্ষে নিযুক্ত কোন কমিশনরের কি অন্য ব্যক্তির সম্মুখে কিম্বা বৃটিষ ভারতবর্ষের কোন রিকার্ড কোর্টে আফিডেবিট গ্রহণের কোন জজ কি কমিশনর সাহেবের সম্মুখে কিম্বা ইংলণ্ডে কি আয়রলণ্ডে শপথ করাইবার কোন কমিশনরের সম্মুখে, কিম্বা স্কটলণ্ড দেশে যে কোন মাজিষ্ট্রেট আফিডেবিট কি প্রতিজ্ঞা করাইতে ক্ষমতাপন্ন হন তাঁহার সম্মুখে শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক করা যাইতে পারিবে।

যে যে কোর্টের ও যে যে ব্যক্তিদের সম্মুখে আফিডেবিট করা যাইতে পারিবে তাঁহাদের কথা।

৫৪০ ধারা। এই আইনমত তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্য করিবার কোন সময়ে কোন আদালত কোন ব্যক্তিকে সাক্ষীস্বরূপ সমন করিতে পারিবেন ও সমন না হইয়া যে ব্যক্তি আদালতে উপস্থিত থাকে সাক্ষীস্বরূপ তাহারও সাক্ষ্য লইতে পারিবেন, এবং যাহার পরীক্ষা পূর্ব্বে লওয়া গিয়াছে এমন কোন ব্যক্তিকে আবার ডাকাইয়া পুনর্ব্বার তাহার পরীক্ষা লইতে পারিবেন; এবং ন্যায়মতে মোকদ্দমার নিষ্পত্তি হইবার নিমিত্তে তদ্রূপ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য অত্যাবশ্যক বোধ হইলে ঐ আদালত তাহাকে ডাকাইয়া তাহার পরীক্ষা লইবেন কিম্বা তাহাকে আবার ডাকাইয়া তাহার পুনঃপরীক্ষা লইবেন।

গুরুতর সাক্ষীকে সমন করিবার কিম্বা উপস্থিত ব্যক্তির পরীক্ষা লইবার ক্ষমতার কথা।

৫৪১ ধারা। (১) উপস্থিত সময়ের প্রচলিত আইনে প্রকারান্তরের বিধান না থাকিলে এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে তাহাকে যে স্থানে অবরুদ্ধ করিয়া রাখিতে হইবে, স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট তাহার আদেশ করিতে পারিবেন।

কারাদণ্ডের স্থান নির্দেশ করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) এই আইনমতে যে ব্যক্তির কারাদণ্ড বা হেফাজতে সমর্পণ হইতে পারে, সেই ব্যক্তি কোন দেওয়ানী জেলে বদ্ধ থাকিলে, যে আদালত বা মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের বা হেফাজতে সমর্পণের আজ্ঞা দেন, সেই আদালত বা মাজিষ্ট্রেট উক্ত ব্যক্তিকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার আদেশ করিতে পারিবেন।

দেওয়ানী জেলে বদ্ধ অভিযুক্ত বা নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তিদিগকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার ও তাহাদের দেওয়ানী জেলে ফিরিয়া আনিবার কথা।

(৩) কোন ব্যক্তিকে (১) প্রকরণমতে ফৌজদারী জেলে পাঠাইয়া দেওয়া গেলে, তিনি তথা হইতে মুক্তিলাভ করিলে তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে ফিরাইয়া পাঠাইতে হইবে, কিন্তু নিম্নলিখিত স্থলে এই বিধি খাটিবে না, অর্থাৎ,

(ক) তাঁহাকে ফৌজদারী জেলে পাঠাইবার পর যদি তিন বৎসর অতীত হইয়া থাকে; এরূপ স্থলে তিনি দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৪২ ধারামতে মুক্ত হইয়াছেন বলিয়া জ্ঞান করা যাইবে, অথবা

(খ) যে আদালত তাঁহাকে দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ রাখিবার আজ্ঞা করেন, সেই আদালত যদি ফৌজদারী জেলের অধ্যক্ষকে এই মর্ম্মের সার্টিফিকিট দেন যে দেওয়ানী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৩৪১ ধারামতে ঐ ব্যক্তি মুক্ত হইতে পারে।

৫৪২ ধারা। (১) বন্দিদের সাক্ষ্য গ্রহণ বিষয়ক ১৮৬৯ সালের আইনে ভাবান্তরের বিধান থাকিলেও কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত কোন মোকদ্দমায় তিনি সাক্ষী কিম্বা অভিযুক্ত ব্যক্তি বলিয়া আপন এলাকার সীমার অন্তর্গত জেলখানায় বদ্ধ কোন ব্যক্তির সাক্ষ্য লইতে চাহিলে, ঐ জেলের অধ্যক্ষের নামে আজ্ঞাপত্র লিখিয়া ঐ পত্রের লিখিত সময়ে সাক্ষ্য দিবার জন্য ঐ ব্যক্তিকে উপযুক্ত প্রহরির জিম্মায় আপনার নিকট আনাইতে আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

কারাবদ্ধ ব্যক্তির পরীক্ষার জন্যে তাহাকে আনাইতে আজ্ঞা করিতে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের ক্ষমতার কথা।

(২) জেলের অধ্যক্ষ সেই আজ্ঞায় আইলে তদনুসারে কার্য্য করিবেন ও পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের নিমিত্ত ঐ বন্দী যতক্ষণ জেলখানা হইতে অনুপস্থিত থাকে ততক্ষণ তাহার নির্ব্বিঘ্নে রক্ষা করিবার বিধান করিবেন।

৫৪৩ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতে কোন প্রমাণের কি উক্তির অর্থ করিবার জন্যে দোভাষীর প্রয়োজন হইলে ঐ দোভাষী সেই প্রমাণের কি উক্তির যথার্থ অর্থ করিতে আবদ্ধ হইবেন।

দোভাষির যথার্থ অর্থ করতে হইবার কথা।

৫৪৪ ধারা। যে বাদিরা কি সাক্ষিরা এই আইন অনুসারে কোন তদন্ত কি বিচার কি অন্য আনুষ্ঠানিক কার্য্যের নিমিত্তে কোন ফৌজদারী আদালতে উপস্থিত হন, ঐ আদালত গবর্ণমেণ্টের পক্ষে তাঁহাদের উপযুক্ত খরচ দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন। কিন্তু স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের সম্মতিক্রমে যে বিধি করেন সেই বিধি মানিয়া উক্ত আজ্ঞা করা যাইবে।

বাদিদের ও সাক্ষিদের খরচের কথা।

৫৪৫ ধারা। (১) যৎকালে যে আইন প্রচলিত থাকে তৎকালে কোন ফৌজদারী আদালত সেই আইনমতে অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে কিম্বা আপীলক্রমে কিম্বা সংশোধন করণক্রমে বা প্রকারান্তরে ঐ অর্থদণ্ডের আজ্ঞা কিম্বা অর্থদণ্ড যে আজ্ঞার একাংশ হয় সেই আজ্ঞা দৃঢ় করিলে, ঐ আদালত নিষ্পত্তি কালে ঐ অর্থদণ্ডের আদায় হওয়া সমুদয় টাকা কিম্বা তাহার কোন অংশ—

অর্থদণ্ডের টাকার একাংশ খরচ বা ক্ষতিপূরণস্বরূপ দিতে আদালতের ক্ষমতার কথা।

(ক) মোকদ্দমা চালাইবার নিমিত্ত যথার্থ যে খরচ হয় তাহার পরিশোধার্থে,

(খ) যে অপরাধ হয় তজ্জনিত ক্ষতি প্রযুক্ত দেওয়ানী মোকদ্দমা করিয়া বিশিষ্টরূপ ক্ষতিপূরণের টাকা পাওয়া যাইতে পারে আদালতের এরূপ বিবেচনা হইলে ঐ ক্ষতিপূরণার্থে—

দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(২) যে মোকদ্দমার উপর আপীল হইতে পারে সেই মোকদ্দমায় অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করা গেলে, উক্ত যে টাকা দিবার আজ্ঞা হইল, আপীল উপস্থিত করিবার মিয়াদ গত না হওন পর্য্যন্ত কিম্বা আপীল উপস্থিত করা গেলে তাহার নিষ্পত্তি না হওন পর্য্যন্ত সেই টাকা দেওয়া যাইবে না।

৫৪৬ ধারা। পরে সেই বিষয় লইয়া দেওয়ানী মোকদ্দমা হইলে ক্ষতিপূরণ দিবার সময়ে ৫৪৫ ধারামতে যে ক্ষতিপূরণের টাকা দেওয়া যায় বা আদায় হয়, আদালত তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখিবেন।

পরবর্ত্তী মোকদ্দমায় সেই টাকা ধরিবার কথা।

৫৪৭ ধারা। অর্থদণ্ডের টাকা ভিন্ন অন্য কোন টাকা এই আইনমত কোন আজ্ঞাক্রমে দেয় হইলে, অর্থদণ্ড হইলে যেরূপে হইত সেইরূপে তাহা আদায় করা যাইতে পারিবে।

যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবার কথা।

৫৪৮ ধারা। কোন ফৌজদারী আদালতের নিষ্পত্তিতে কি অন্য আজ্ঞাতে যে ব্যক্তির সম্পর্ক থাকে সেই ব্যক্তি জুরির নিকট জজ সাহেবের উপদেশের নকল কিম্বা কোন আজ্ঞার কি সাক্ষ্যের কি নথীর অন্যাংশের নকল পাইবার অভিলাষী হইয়া প্রার্থনা করিলে তাহা তাহাকে দেওয়া যাইবে।

নথীর নকল দিবার কথা।

কিন্তু আদালত কোন বিশেষ কারণে তাহাকে বিনা খরচে সেই নকল দেওয়া উচিত বোধ না করিলে তাহারই সেই নকল করিবার খরচ দিতে হইবে।

৫৪৯ ধারা। (১) যে যে স্থলে সৈনিক আইনের অধীন ব্যক্তিগণের বিচার যে আদালতের প্রতি এই আইন বর্ত্তে সেই আদালতের দ্বারা বা কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা হইবে, তৎসম্বন্ধে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব এই আইনের ও সৈন্য সংক্রান্ত আইনের কিম্বা তদ্রূপ যে আইন যৎকালে প্রচলিত থাকে সেই আইনের সঙ্গত বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন; এবং কোন ব্যক্তির যে অপরাধে সৈন্য সংক্রান্ত আইনের ৪১ ধারামতে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইতে পারে সেই অপরাধের অভিযোগসহ তাহাকে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনা গেলে, ঐ মাজিষ্ট্রেট উক্ত বিধির প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, উপযুক্ত সকল স্থলে, তাহার নামে যে অপরাধের অভিযোগ হয় তদ্বিবরণ সহিত তাহাকে সে যে পল্টনের কি সৈন্যদলের কি সেনাভাগের লোক সেই পল্টনাদির সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কিম্বা নিকটস্থ সেনানিবেশের সৈন্যাধ্যক্ষের নিকটে কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা বিচার হইবার নিমিত্ত পাঠাইবেন।

কোর্ট মার্শ্যাল দ্বারা যাহাদের বিচার হইবে এরূপ ব্যক্তিদিগকে সৈন্যসংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষদের হস্তে সমর্পণ করিবার কথা।

(২) তদ্রূপ কোন স্থানে অবস্থিত কি নিযুক্ত সৈনিকদলের অধ্যক্ষের তৎকার্য্য পক্ষে প্রার্থনাপত্র প্রাপ্ত হইলে প্রত্যেক মাজিষ্ট্রেট যাহার নামে উক্তরূপ অপরাধের অভিযোগ আছে তাদৃশ কোন ব্যক্তিকে ধৃত করিয়া নির্ব্বিঘ্নে রাখিবার নিমিত্ত যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন।

তদ্রূপ ব্যক্তিদিগকে ধৃত করিবার কথা।

৫৫০ ধারা। পোলীস থানার অধ্যক্ষেরা আপন আপন থানার সীমার মধ্যে যে যে ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারেন পোলীসের যে কর্ম্মচারিরা পোলীস থানার অধ্যক্ষের উচ্চপদস্থ হন তাহারা যে স্থানীয় চক্রের নিমিত্ত নিযুক্ত হন তাহার সর্ব্বত্র সেই সেই ক্ষমতামতে কার্য্য করিতে পারিবেন।

পোলীসের উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারিদের ক্ষমতা।

৫৫১ ধারা। কোন স্ত্রীলোককে কিম্বা চৌদ্দ বৎসরের ন্যূন বয়সের বালিকাকে অবৈধ কার্য্যের নিমিত্ত ফুসলাইয়া হরণ করা কি বেআইনীমতে আটক করিয়া রাখা গিয়াছে, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের কি জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিকট শপথপূর্ব্বক এই নালিশ করা গেলে, তিনি তৎক্ষণাৎ ঐ স্ত্রীলোককে ছাড়িয়া দিবার কিম্বা ঐ বালিকাকে আপন স্বামির কি পিতার কি মাতার কি অভিভাবকের কিম্বা বৈধমতে ঐ নাবালিকার রক্ষণের ভারপ্রাপ্ত অন্য ব্যক্তির নিকট ফিরিয়া দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, ও যেরূপ বলপ্রকাশ আবশ্যক হয় সেইরূপ বলপ্রকাশ করিয়া সেই আজ্ঞামতে কার্য্য করাইতে পারিবেন।

অপহৃত স্ত্রীলোককে ফিরাইয়া দেওনের ক্ষমতার কথা।

৫৫২ ধারা। (১) রাজধানী নগরে কোন ব্যক্তি পোলীসের কোন কর্ম্মচারির দ্বারা অন্য ব্যক্তিকে ধৃত করাইলে, যে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমা শুনেন তাঁহার বিবেচনামতে ঐ ব্যক্তিকে ধৃত করিবার উপযুক্ত কারণ না থাকিলে যে ব্যক্তিকে ধরা যায় মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহার সময় হরণের কি খরচের জন্যে হানিপূরণস্বরূপ পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত টাকা পাওয়া উচিত জ্ঞান করেন যে ব্যক্তি তাহাকে তদ্রূপে ধৃত করায় তাহার প্রতি সেই ব্যক্তিকে তত টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

রাজধানী নগরে যে ব্যক্তিকে অকারণে প্রহরির জিম্মায় দেওয়া যায় তাহার হানিপূরণের কথা।

(২) ঐরূপ স্থলে দুই কি তদধিক জনকে ধৃত করা গেলে, মাজিষ্ট্রেট সাহেব উক্ত প্রকারে তাহাদের এক২ জনের পঞ্চাশ টাকার অনধিক যত হানিপূরণ উচিত জ্ঞান করেন ততই পাইবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন।

(৩) এই ধারামতে হানিপূরণস্বরূপ যে টাকা দিবার আজ্ঞা হয় তাহা অর্থদণ্ডের ন্যায় আদায় হইতে পারিবে,—ও তাহা তদ্রূপে আদায় করা যাইতে না পারিলে, যে ব্যক্তির ঐ টাকা দেয় তাহার প্রতি মাজিষ্ট্রেটের আদেশমত ত্রিশদিনের অনধিক কাল সামান্য কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা যাইবে। কিন্তু ঐ টাকা দেওয়া গেলেই তাহাকে মুক্ত করা যাইবে।

৫৫৩ ধারা। (১) কলিকাতার হাই কোর্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক এবং রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত অন্য কোন হাই কোর্ট স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সময়েং অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

অধীন আদালতের কাগজপত্র পরিদর্শন করিবার বিধি সনন্দপ্রাপ্ত হাই কোর্টের প্রণয়ন করিতে পারিবার কথা।

অন্যান্য কার্য্যের নিমিত্ত অন্যান্য হাই কোর্টের বিধি করিবার ক্ষমতার কথা।

(২) যে হাই কোর্ট রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত নহে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের অনুমতি গ্রহণপূর্ব্বক সেই হাই কোর্ট সময়ে সময়ে—

(ক) স্বীয় অধীন ফৌজদারী আদালতে যে যে বহী রাখিতে হইবে ও তন্মধ্যে যে যে কথা ও হিসাব লিখিতে হইবে ও সেই সকল আদালতের যে রিটর্ণ কি বর্ণনাপত্র প্রস্তুত করিয়া পাঠাইতে হইবে তদ্বিষয়ক বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(খ) উক্ত সকল আদালতের আনুষ্ঠানিক কোন কার্য্য লিখিবার পাঠ নির্দ্দিষ্ট করা আবশ্যক জ্ঞান করিলে সেই পাঠ নিরূপণ করিতে পারিবেন।

(গ) স্বীয় রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের এবং আপনার অধীন সকল ফৌজদারী আদালতের রীতির ও আনুষ্ঠানিক কার্য্যের ব্যবস্থা করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

(ঘ) অর্থদণ্ড আদায় করিবার জন্য এই আইনমতে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়, তাহা যে প্রকারে জারী করিতে হইবে তাহার ব্যবস্থা করণার্থ বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন।

কিন্তু এই ধারামতে যে কোন বিধি প্রণীত ও পাঠ নিরূপিত হয় তাহা এই আইনের কিম্বা যৎকালে অন্য যে আইন প্রচলিত থাকে সেই আইনের অসঙ্গত না হয়।

(৩) এই ধারামতে কোন বিধি প্রণয়ন করা গেলে তাহা স্থানীয় রাজকীয় গেজেটে প্রকাশ করা যাইবে।

পাঠের কথা।

৫৫৪ ধারা। ৫৫৩ ধারামতে ও ভারতবর্ষীয় হাই কোর্ট বিষয়ক ১৮৬১ সালের আইনের ১৫ ধারামতে যে ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহা মানিয়া এতৎসংযুক্ত পঞ্চম তফসীলে যে পাঠ নির্দ্দিষ্ট হইল সেই পাঠ প্রত্যেক স্থলে অবস্থাভেদে যেরূপ পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক হয় তাহা করিয়া তদুল্লিখিত কার্য্যে ব্যবহার করা যাইবে।

যে স্থলে জজ বা মাজিষ্ট্রেট আপনি স্বার্থযুক্ত থাকেন তাহার কথা।

৫৫৫ ধারা। কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ হইলে, কিম্বা আপনি তাহাতে স্বার্থযুক্ত থাকিলে, তাঁহার আদালত হইতে যে আদালতে আপীল হয়, সেই আদালতের অনুমতি না লইয়া ঐ মোকদ্দমার বিচার বা তাহা বিচারার্থে সমর্পণ করিবেন না এবং কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট নিজে যে নিষ্পত্তি বা আজ্ঞা করেন তাহার উপর আপীল শুনিবেন না।

ব্যাখ্যা। কোন জজ বা মাজিষ্ট্রেট মুনিসিপাল কমিশনর কিম্বা রাজকীয় কর্ম্মচারী স্বরূপ অন্য রকমে সম্পৃক্ত আছেন কেবল এই কারণে এই ধারার মর্ম্মানুসারে কোন মোকদ্দমার এক পক্ষ বা তাহাতে আপনি স্বার্থযুক্ত বলিয়া গণ্য হইবেন না।

উদাহরণ।

কোন মাজিষ্ট্রেট ১৯০ ধারামতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিয়া থাকিলে কিম্বা ঐ রূপে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিয়াছেন এমন কোন মাজিষ্ট্রেট তাঁহাকে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিয়া থাকিলে, যে স্থানে ঐ অপরাধ কৃত হইয়াছে বলিয়া কথিত হয় তিনি সেই স্থানে গিয়াছেন এবং ঐ অপরাধ সম্বন্ধে প্রথমস্থলীয় বা বেজাবেদামত তদন্ত লইয়াছেন কেবল এই ঘটনা বশতঃ তিনি ঐ মোকদ্দমার এক পক্ষ বা তাহাতে আপনি স্বার্থযুক্ত নহেন।

আদালতের ভাষা স্থির করিতে পারিবার কথা।

৫৫৬ ধারা। কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের শাসনাধীন প্রদেশে রাজকীয় সনন্দবলে সংস্থাপিত হাই কোর্ট ভিন্ন কোন আদালতের ভাষা বলিয়া এই আইনের কার্য্যপক্ষে কোন্ ভাষা গণ্য হইবে, উক্ত স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট ইহা স্থির করিতে পারিবেন।

মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের ক্ষমতানুসারে সময়ে সময়ে কার্য্য হইবার কথা।

৫৫৭ ধারা। এই আইনক্রমে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি যে যে ক্ষমতা অর্পিত হইল প্রয়োজনমতে সময়ে সময়ে তদনুসারে কার্য্য হইতে পারিবে।

চলিত মোকদ্দমার কথা।

৫৫৮ ধারা। এই আইন প্রচলিত হইবার পর যে সকল আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা যায় তৎসম্বন্ধে এই আইনের বিধান খাটিবে, এবং এই আইন যৎকালে প্রবল হয় তৎকালে কোন ফৌজদারী আদালতে যে সকল মোকদ্দমা চলিতে থাকে তৎসম্বন্ধে যতদূর সম্ভব এই আইনের বিধান খাটিবে।

নিলাম কার্য্যে লিপ্ত কর্ম্মচারিদের সম্পত্তি ক্রয় না করিবার বা না ডাকিবার কথা।

৫৫৯ ধারা। রাজকীয় কোন কার্য্যকারক এই আইনমতে কোন সম্পত্তি বিক্রয় করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য নির্ব্বাহ করিলে, সেই সম্পত্তি ক্রয় করিবেন না বা নীলামে ডাকিবেন না।

স্বামী কর্ত্তৃক বলাৎকার অপরাধ সম্বন্ধে বিশেষ বিধানের কথা।

৫৬০ ধারা। (১) এই আইনে যাহা কিছু আছে তাহা সত্বেও কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা জিলার মাজিষ্ট্রেট ছাড়া অন্য কোন মাজিষ্ট্রেট—

(ক) যে স্থলে কোন লোক আপন স্ত্রীর সহিত সংসর্গ করিয়াছেন সে স্থলে বলাৎকার অপরাধ আমলে আনিবেন না। কিম্বা

(খ) সেই লোককে সেই অপরাধের নিমিত্ত বিচারার্থ সমর্পণ করিবেন না।

(২) এবং এই ধারার (১) প্রকরণে যে অপরাধের উল্লেখ আছে যদি কোন প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট বা জিলার মাজিষ্ট্রেট তৎসম্বন্ধে কোন পোলীসের কর্ম্মচারী দ্বারা অনুসন্ধানের আদেশ করা আবশ্যক জ্ঞান করেন তাহা হইলে এই আইনে যাহা কিছু আছে তাহা সত্ত্বেও পোলীসের ইনিস্পেক্টরের নিম্ন পদস্থ কোন পোলীসের কর্ম্মচারিকে সেই অনুসন্ধান করিবার নিমিত্ত কিম্বা তৎসম্বন্ধে কার্য্য করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত করা হইবে না।

প্রথমবার অপরাধী বিষয়ক বিধি।

দণ্ডাজ্ঞা দিবার পরিবর্ত্তে সদাচরণের পরীক্ষার নিয়ম করিয়া আদালতের ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতার কথা।

৫৬১ ধারা। (১) কোন আদালতে কোন মোকদ্দমায় কোন ব্যক্তির চৌর্য্য অপরাধ ভাবে অবিহিত ব্যবহার, বঞ্চনা কিম্বা অনধিক দুই বৎসর কালের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপর কোন অপরাধ নির্ণয় করা হইলে, ও তাহার বিরুদ্ধে পুর্ব্বের কোন অপরাধ নির্ণয় প্রমাণিত না হইলে, যে আদালতের সম্মুখে তাহার ঐরূপ অপরাধ নির্ণয় হয় যদি সেই আদালতের এরূপ বোধ হয় যে অপরাধীর যৌবন, চরিত্র ও পুর্ব্ব পরিচয়ের প্রতি, ঐ অপরাধের লঘুত্বের প্রতি, ও যে অবস্থায় এ অপরাধ কৃত হয় তাহাতে অপরাধ লাঘবকারী কোন বিষয় থাকিলে তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখিয়া অপরাধীকে সদাচরণের পরীক্ষার নিয়ম করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া বিহিত তাহা হইলে, আদালত তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতি কোন দণ্ডের আজ্ঞা না করিয়া এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, সে আদিষ্ট হইলেই উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি গ্রাহ্য করিবে এবং ইতিমধ্যে শান্তিভঙ্গ করিবে না ও সদাচরণসম্পন্ন হইবে জামিনসহ কি জামিন বিনা এবং আদালত যত কালের আদেশ করেন সেই কালের জন্য এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যায়।

(২) আদালত বিহিত বোধ করিলে এরূপ আদেশ করিতে পারিবেন যে, আদালত যে কাল ও যে যে কিস্তির আদেশ করেন সেই কালের মধ্যে ও সেই সেই কিস্তিতে অভিযোগের খরচ বা ঐ খরচের কিয়দংশ অপরাধীর দিতে হইবে।

ব্যাখ্যা।—এই ধারার প্রয়োজনার্থ "আদালত" শব্দে কোন হাই কোর্ট, সেশন আদালত, জিলার মাজিষ্ট্রেট কিম্বা স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট হইতে এতদর্থে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট বুঝাইবে।

অপরাধী আপন মুচলকার নিয়ম পালন না করিলে বিধানের কথা।

৫৬২ ধারা। (১) অপরাধীর মূল অপরাধ সম্পর্কে তাহার সম্বন্ধে কার্য্য করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের যদি শপথক্রমে প্রদত্ত সম্বাদক্রমে এরূপ প্রতীতি হয় যে, অপরাধী আপন মুচলকার কোন নিয়ম পালন করে নাই তাহা হইলে ঐ আদালত তাহাকে ধৃত করিবার জন্য ওয়ারণ্ট দিতে পারিবেন।

(২) কোন অপরাধী ঐরূপ কোন ওয়ারণ্টক্রমে ধৃত হইলে যদি তাহার প্রতি দণ্ডাজ্ঞা দিবার ক্ষমতাপন্ন আদালতের সম্মুখে অগৌণে আনীত না হয় তবে কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইবে এবং ঐ আদালত বা মাজিষ্ট্রেট তাহার মুচলকার আদেশক্রমে তাহাকে নিষ্পত্তির জন্য যে সময়ে উপস্থিত হইতে হইত সেই সময়পর্য্যন্ত কিম্বা তাহার মূল অপরাধ সম্বন্ধে বিচার করিবার ক্ষমতাপন্ন কোন আদালতের অধিবেশন না হওয়া পর্য্যন্ত ওয়ারণ্টক্রমে তাহাকে হেফাজতে ফেরত পাঠাইতে পারিবেন অথবা নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত হইবার নিয়মে যথেষ্টরূপ জামিন লইয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিতে পারিবেন।

(৩) ঐরূপে ফেরত পাঠান হইলে যে স্থানে কি যে স্থানের নিমিত্ত ঐ অপরাধীকে ফেরত প্রেরণকারী আদালত কার্য্য করেন অপরাধীকে হয় সেই স্থানের নয় সে যে স্থানে নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিল সেই স্থানের কোন কারাগারে অর্পণ করা যাইতে পারিবে, এবং ফেরত পাঠাইবার ওয়ারণ্টে এই আদেশ থাকিবে যে, সে যে আদালতে নিষ্পত্তির জন্য উপস্থিত হইতে বাধ্য ছিল কিম্বা তাহার খালাস হইবার সময় হইতে আপন আচরণ সম্বন্ধে জবাবদিহি করিতে বাধ্য ছিল তাহাকে সেই আদালতের সম্মুখে আনা যায়।

অপরাধীর বাসস্থান সম্বন্ধে নিয়মের কথা।

৫৬৩ ধারা। (১) আদালত এই আইনের পুর্ব্ববর্ত্তী বিধানানুসারে কোন অপরাধীকে ছাড়িয়া দিবার আদেশ করিবার পূর্ব্বে আপন হৃদ্বোধমতে জানিয়া লইবেন যে, যে স্থানের জন্য আদালত কার্য্য করেন কিম্বা নিয়ম পালনের জন্য নিরূপিত কালের মধ্যে যথায় অপরাধীর বাস করিবার সম্ভাবনা তথায় অপরাধী কি তাহার জামিনের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান কিম্বা নিয়মিত কর্ম্ম আছে।

(২) এই ধারার কিম্বা ৫৬১ ও ৫৬২ ধারার কোন কথাক্রমে চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের ৩১ ধারার বিধানের কোন ব্যতিক্রম হইবে না।

পাকা বদমাস বিষয়ক বিধি।

তত্ত্বাবধানের আজ্ঞার কথা।

৫৬৪ ধারা। (১) কোন ব্যক্তির ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২ অধ্যায় কি ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর বা তদধিক কালের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ নির্ণয় হইয়া কোন হাই কোর্ট, সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট, জিলার মাজিস্ট্রেট, মহকুমার মাজিস্ট্রেট বা এতদর্থে স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের স্থানে বিশেষমতে ক্ষমতাপ্রাপ্ত প্রথম শ্রেণীর কোন মাজিস্ট্রেট কর্তৃক উক্ত অধ্যায়দ্বয়ের অন্যতর অধ্যায়মতে তিন বৎসর বা তদধিক কালের কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় কোন অপরাধ পুনর্ব্বার নির্ণয় হইলে, ঐ কোর্ট, আদালত বা মাজিস্ট্রেট যদি বিহিত বোধ করেন তবে ঐ ব্যক্তির প্রতি দ্বীপান্তর প্রেরণ বা কারাদণ্ডের আজ্ঞা করিবার সময় ঐ দণ্ডাজ্ঞার কাল অতীত হইবার তারিখ হইতে তাহাকে অনধিক পাঁচ বৎসর কাল পোলীসের তত্ত্বাবধানাধীনে স্থাপিত করা হয় এরূপ আজ্ঞাও করিতে পারিবেন।

(২) যদি আপীলে বা অন্য রকমে ঐ অপরাধ নির্ণয় অন্যথা করা হয় তাহা হইলে পোলীসের তত্ত্বাবধানের ঐ আজ্ঞা বাতিল হইবে।

(৩) কোন আপীল আদালত বা সংশোধনকারী আদালত ঐরূপ পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা করিতে পারিবেন কিন্তু ঐ আজ্ঞা যে অপরাধ নির্ণয় ও দণ্ডাজ্ঞার অংশভূত তাহা এই আইনে পুর্ব্বে যে প্রকারের বিধান হইল সেই প্রকারে ঐরূপ আদালতের সম্মুখে উপস্থিত করা না হইলে ঐ আজ্ঞা সম্বন্ধে আপীল বা সংশোধন হইতে পারিবে না।

তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা হইলে তাহার ফলের কথা।

৫৬৫ ধারা। (১) যে ব্যক্তির প্রতি পোলীসের তত্ত্বাবধানাধীনে থাকিবার আজ্ঞা হয় সেই ব্যক্তি জিলার মাজিস্ট্রেট কি পোলীসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্টকে সে যে বাসস্থানে বাসকরে বা তাঁহার বাস করিবার অভিপ্রায় আছে তাহা জানাইতে বাধ্য হইবে।

(২) যদি ঐ ব্যক্তি জিলার ঐ মাজিস্ট্রেটকে বা পোলীসের ঐ ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টকে অগ্রে নুটিস না দিয়া আপন বাসস্থানের পরিবর্ত্তন করে কিম্বা কোন মাজিস্ট্রেটের বা হেড-কনষ্টেবলের নিম্নপদস্থ না হন এমন কোন পোলীসের কর্ম্মচারির বা জিলার মাজিস্ট্রেট কর্ত্তৃক এতদর্থে নিযুক্ত অপর ব্যক্তির অনুমতি ব্যতিরেকে সূর্য্যাস্ত ও সূর্য্যোদয়ের মধ্যে তাহার বিজ্ঞাপিত বাসস্থান হইতে অনুপস্থিত হয় তাহা হইলে তাহাকে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারিবে ও সে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৮৮ ধারামতে দণ্ডনীয় অপরাধ করিয়াছে বলিয়া বিবেচনা করা যাইবে।

প্রথম তফসীল।

যে যে আইন রহিত হইল।

(২ ধারা দেখ।)

বৎসর।	নম্বর।	সংক্ষেপ নাম বা বিষয়।	যে পরিমাণ রহিত হইল।
১৮৭৫	১০	হাই কোর্টের ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী ...	সমুদয়।
১৮৮২	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালীবিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন	সমুদয়।
১৮৮৪	৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংশোধনার্থ ১৮৮৪ সালের আইন।	সমুদয়।
১৮৮৬	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন ও অন্য কএকটি আইন সংশোধনার্থ আইন।	১ হইতে ১৯ পর্য্যন্ত ধারা।
১৮৮৭	৫	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন।	সমুদয়।
”	১৪	ভারতবর্ষীয় মেরিণ বিষয়ক ১৮৮৭ সালের আইন ...	৭৮ ধারা।
১৮৮৯	১	ধাতব নিদর্শন বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন	৭ ধারা।
”	৫	মান্দ্রাজের করোণারের পদ রহিত করণার্থ আইন ...	৪ ধারার (১) প্রকরণ।
”	১১	নিম্ন ব্রহ্মদেশের আদালত বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন ...	দ্বিতীয় তফসীলের যে পরিমাণের সহিত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের সম্পর্ক সেই পরিমাণ।
”	১৩	কান্টনমেন্ট বিষয়ক ১৮৮৯ সালের আইন	তফসীলের যে পরিমাণের সহিত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের সম্পর্ক সেই পরিমাণ।
১৮৯১	৩	ভারতবর্ষীয় সাক্ষ্যবিষয়ক ১৮৭২ সালের আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন।	৯ ধারা।
”	৪	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন।	সমুদয়।
”	১০	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন ও ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন।	২ ও ৩ ধারা।
”	১২	রহিত ও সংশোধন করণার্থ ১৮৯১ সালের আইন ...	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের সহিত যে পরিমাণের সম্পর্ক সেই পরিমাণ।
১৮৯৪	৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন ও ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন সংশোধনার্থ আইন।	১ হইতে ৪ পর্য্যন্ত ধারা।
”	১০	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন।	সমুদয়।
১৮৯৫	৪	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইনের ৩৬৬ ও ৩৭১ ধারা সংশোধনার্থ আইন।	সমুদয়।
১৮৯৬	১৩	ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক ১৮৮২ সালের আইন সংশোধনার্থ আইন।	সমুদয়।

দ্বিতীয় তফসীল।

অপরাধের বিবরণপত্রের টেবিল।

অর্থ করিবার মন্তব্য কথা।—এই তফসীলের ২ ও ৭ ঘরের অর্থাৎ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত "অপরাধের" ও "দণ্ডের" ঘরে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ভিন্নং ধারার লিখিত অপরাধের ও দণ্ডের অর্থ করা, কিম্বা ঐং ধারার চুম্বক লেখা অভিপ্রায় নহে। কেবল প্রথম ঘরে যে ধারার নম্বর দেওয়া গেল সেই ধারার লিখিত কথার উল্লেখ করা অভিপ্রায়।

এই তফসীলের তৃতীয় ঘর কলিকাতা ও বোম্বাই নগরের পোলীসের প্রতি বর্ত্তে।

৫ পঞ্চম অধ্যায়।—অপরাধের সহায়তার কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১০৯	কোন অপরাধের সহায়তা হওয়া প্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে ও তাহার দণ্ডের স্পষ্ট বিধান না থাকিলে, সেই সহায়তা।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন, যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্য করা অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে সহায়তারও তেমনি।	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	অপরাধের যে দণ্ড সহায়তারও সেই দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১০	যে ব্যক্তির সাহায্য হয় সে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায় ভিন্ন অন্য অভিপ্রায়ে ক্রিয়া করিলে অপরাধের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১১	উপবিধি দৃষ্টে এক ক্রিয়ার সহায়তা হইয়া অন্য ক্রিয়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধের সহায়তা করিবার অভিপ্রায় ছিল সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ
১১৩	যে ক্রিয়ার সহায়তা হয় তাহাতে সহায় ব্যক্তির অভিপ্রায়মত ফল না হইয়া ভিন্ন ফল হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যে অপরাধ হইল তাহার দণ্ড ...	ঐ

১১৪	অপরাধ হইবার সময়ে সহায় ব্যক্তি উপস্থিত থাকিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১১৫	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত অপরাধের সাহায়তা। ঐ সহায়তা প্রযুক্ত সেই অপরাধ না করা গেলে।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	সাহায্য করা অপরাধের রক্ষা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
	ঐ সহায়তা প্রযুক্ত অপকারজনক ক্রিয়া করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকার কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	ঐ
১১৬	যে অপরাধের জন্যেকারাদণ্ড হইতে পারে তাহার সহায়তা। ঐ সহায়তা প্রযুক্ত ঐ অপরাধ না করা গেলে।	ঐ	ঐ	সাহায্য কৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামি লওয়া যাইবে, নতুবা নয়।	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	অপরাধ যাহার নিবারণ করা উচিত এমত রাজকীয় কার্য্যকারক সহায় হইলে কি তাহার সহায়তা করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১১৭	সাধারণ লোকদের কি দশ জনের অধিকের কৃত কোন অপরাধের সহায়তা।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে সহায়তারও সেই বিধি, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধ হেতুক ওয়ারণ্ট কিম্বা সমন যাহা হইতে পারে তদনুসারে সহায়তার জন্যে হইবে।	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে, নতুবা নয়।	সাহায্য করা অপরাধের রফা করা যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুরূপ।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সাহায্য করা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালতের।
১১৮	যে অপরাধে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গোপনে রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১১৯	রাজকীয় যে কার্য্যকারকের যে অপরাধ নিবারণ করা কর্ত্তব্য তাহা করিবার কল্পনা তাঁহার গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	ঐ	ঐ	সাহায্য কৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে, নতুবা নয়।	ঐ	ঐ অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেক কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১১৯	ঐ অপরাধের নিমিত্ত প্রাণদণ্ড কি দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড হইতে পারিলে। অপরাধ না করা গেলে ...	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবেনা।	ঐ	দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ
		ঐ	ঐ	সাহায্যকৃত অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে সহায়ের হাজিরজামিন লওয়া যাইবে, নতুবা নয়।	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার চতুর্থাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড. কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১২০	যে অপরাধের নিমিত্ত কারাদণ্ড হইতে পারে তাহা করিবার কল্পনা গুপ্ত রাখা। ঐ অপরাধ করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ অপরাধ না করা গেলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অষ্টমাংশ কাল পর্য্যন্ত সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৬ ষষ্ঠ অধ্যায়।—রাজবিদ্রোহ অপরাধের বিধি।

১২১	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি যুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করণ কি যুদ্ধের সহায়তা করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড।	সেশন আদালত।
১২১ক	রাজদ্রোহ সুচক কোনং অপরাধ করিবার ষড়যন্ত্র করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কি তাহার ন্যূনকাল দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি দশ বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১২২	মহারাণীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিবার অভিপ্রায়ে অস্ত্রাদি সংগ্রহ করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা দশ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও সম্পত্তি দণ্ড।	সেশন আদালত।
১২৩	যুদ্ধ করিবার কল্পনা সুগম করিবার মানসে তাহা গুপ্ত রাখা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৪	আইনমত ক্ষমতাক্রমে কোন কার্য্য বলপূর্ব্বক করাইবার কি নিবারণ করিবার অভিপ্রায়ে গবর্ণর জেনরল সাহেবের কি গবর্ণর সাহেব প্রভৃতির উপর আক্রমণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৪ক	রাজ্যের প্রতি অভক্তির উৎসাহ দেওন কিম্বা দিবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন কিম্বা নির্দ্দিষ্ট কাল পর্য্যন্ত দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা তিন বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৫	আশিয়া দেশীয় যে রাজা মহারাণীর সহিত সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন হন তাঁহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করণ কি ঐ যুদ্ধের সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড কিম্বা ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৬	মহারাণীর সঙ্গে সন্ধিবদ্ধ কি শান্তিভাবাপন্ন কোন রাজার দেশে উপদ্রব করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড ও কোন২ প্রকারের সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ
১২৭	১২৫ ও ১২৬ ধারার লিখিতমতে যুদ্ধ কি উপদ্রব দ্বারা প্রাপ্ত সম্পত্তি গ্রহণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১২৮	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত কয়েদী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিলে তাহাকে ইচ্ছাপুর্ব্বক পলাইতে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১২৯	রাজনীতিপক্ষ কি যুদ্ধধৃত বন্দী রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষণে থাকিতে তাহাকে অনবধানে পলাইতে দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৩০	তদ্রূপ বন্দির পলায়নের সাহায্য বা তাহাকে রক্ষা করণ কি আশ্রয় দেওন কিম্বা পুনরায় ধৃত করণের বাধা করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

৭ সপ্তম অধ্যায়।—সৈন্য ও যুদ্ধজাহাজ সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১৩১	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক প্রভৃতির রাজবিদ্রোহিতা করিবার সহায়তা কি তাহাকে রাজভক্তি হইতে কি কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইতে বিমুখ করাইবার উদ্যোগ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩২	রাজদ্রোহের সহায়তা প্রযুক্ত রাজদ্রোহ হইলে সেই সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১৩৩	উপস্থিত কার্য্যকারক স্বীয় পদের কর্ম্ম করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি সেনাপতি কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের আক্রমণ করিবার সহায়তা।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৩৪	উক্ত আক্রমণ হইলে তাহার সহায়তা ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
১৩৫	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিকের পলায়নের সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ...	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৩৬	সেনাপতি কি হুদ্দাদার কি সিপাহী কি নাবিক পলাতক হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৩৭	বাণিজ্য জাহাজের স্বামীর কিম্বা অধ্যক্ষের অমনোযোগে ঐ জাহাজে পলাতকের লুকাইয়া থাকা।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	ঐ	ঐ	৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড ...	ঐ
১৩৮	সেনাপতির কি হুদ্দাদারের কি সিপাহীর কি নাবিকের অবাধ্য ভাবের কোন ক্রিয়ার সহায়তা, তৎপ্রযুক্ত সেই অপরাধ করা গেলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৪০	কোন ব্যক্তি আপনাকে সিপাহী বলিয়া জানাইবার অভিপ্রায়ে সিপাহীর পোষাক পরিধান কি কোন চিহ্ন ধারণ করণ।	ঐ	সমন ...	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।

১৪৩	বেআইনীমত জনতাতে মিলিত হওন ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	না। ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৪৪	প্রাণনাশক কোন অস্ত্র লইয়া বেআইনিমত জনতার সহিত মিলিত হওন।	ঐ ...	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৪৫	বেআইনীমত জনতার লোকদিগকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইয়াছে জানিয়া সেই জনতার সহিত মিলিত হওন কি তন্মধ্যে থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৭	হঙ্গামাকরণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৪৮	প্রাণনাশক অস্ত্র লইয়া হঙ্গামা করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৪৯	বেআইনীমতে জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে এ জনতার অন্য প্রত্যেক ব্যক্তি সেই অপরাধের অপরাধী হয়।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারণ্টক্রমে কিম্বা ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিলে তদনুসারে।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট কি সমন, ইহার মধ্যে যাহা হইতে পারে তাহা।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
১৫০	বেআইনীমত জনতায় মিলিত হইবার জন্য কোন লোকদিগকে ঠিকা করিয়া রাখন কি তাহাদের সঙ্গে করার করণ কি তাহাদিগকে নিযুক্ত করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঠিকা রাখা কি করার করা কি নিযুক্ত ব্যক্তি যে অপরাধ করে তাহার নিমিত্তে সমন বা ওয়ারণ্ট যাহা হইতে পারে।	ঐ অপরাধের নিমিত্ত হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	ঐ	ঐ জনতার লোক হওয়ার দণ্ডের তুল্য ও সেই জনতার কোন লোক কোন অপরাধ করিলে সেই অপরাধের দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৫১	পাঁচ কি তদধিক লোকের জনতাকে পৃথক হইয়া যাইবার আজ্ঞা হইলে পর জানিয়া শুনিয়া সেই জনতায় মিলিত হওন কি থাকন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
১৫২	রাজকীয় কার্য্যকারক হঙ্গমা প্রভৃতি নিবারণ করিতেছেন এমন সময়ে তাঁহার প্রতি আক্রমণ করণ কি তাঁহার বাধা দেওন।	ঐ	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৩	হঙ্গামা করিবার অভিপ্রায়ে অকারণে রাগ জন্মাওন, হঙ্গামা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	হঙ্গমা না হইলে ...	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৫৪	হঙ্গমা প্রভৃতির সম্বাদ ভূমির স্বামীর কি দখীলকারের না দেওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০, টাকা অর্থদণ্ড ...	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৫৫	যাহার উপকারার্থে কি সপক্ষে হঙ্গমা হয় তাহার ঐ হঙ্গমা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড	ঐ
১৫৬	যে স্বামীর কি দখীলকারের উপকারার্থে হঙ্গমা হয় তাহার গোমস্তার তাহা নিবারণের আইনসিদ্ধ সকল উপায়মতে কার্য্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৫৭	বেআইনীমত জনতার নিমিত্তে যাহা-দিগকে ঠিকা করিয়া রাখা যায় তাহা-দিগকে আশ্রয় দেওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারা-দণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৫৮	বেআইনীমত জনতাতে কি হুজ্জাতে সাহায্য করিবার জন্য ঠিকা রূপে নিযুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ ...	ঐ
	কিম্বা অস্ত্র লইয়া গমন করণ ..	ঐ	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৬০	দাঙ্গা করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা এক শত টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

৯ নবম অধ্যায়।—রাজকীয় কার্য্যকারক দ্বারা কি তৎসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১৬১	রাজকীয় কর্ম্মকারক হইয়া কি হইবার অপেক্ষা করিয়া স্বীয় পদ সংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করণার্থে আইনমত বেতন ভিন্ন পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬২	দূষণীয় কি বেআইনমত উপায়ে রাজকীয় কার্য্যকারককে লওয়াইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৬৩	রাজকীয় কর্ম্মকারকের নিকটে স্বীয় প্রতিপত্তিক্রমে কোন কার্য্য করাইবার জন্য পারিতোষিক গ্রহণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৬৪	রাজকীয় কর্ম্মকারকের সম্পর্কে ইহার পূর্ব্ব দুই ধারার অপরাধ হইলে নিজ দ্বারা তাহার সহায়তা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৩	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৬৫	রাজকীয় কার্য্যকারক মোকদ্দমা শুনেন কি যে কার্য্য করেন তাহার সম্পর্ক-যুক্ত ব্যক্তির স্থানে বিনা মূল্যে মূল্যবান বস্তু গ্রহণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন; ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬৬	কোন ব্যক্তির হানি করিবার অভিপ্রায়ে আইনের বিধি রাজকীয় কার্য্যকারকের না মানন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৬৭	হানি করিবার অভিপ্রায়ে রাজকীয় কর্ম্মকারকের অশুদ্ধ দলীল করন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন্স আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬৮	রাজকীয় কার্য্যকারকের বেআইনীমতে বাণিজ্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৬৯	রাজকীয় কার্য্য কারকের বেআইনীমতে সম্পত্তি ক্রয় করণ কি নীলামে ডাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড এবং সম্পত্তি ক্রয় করা গেলে ঐ সম্পত্তি দণ্ড।	ঐ
১৭০	কোন ব্যক্তির আপনাকে রাজকীয় কার্য্যকারক বলিয়া দেখাওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
১৭১	প্রতারণাভাবে রাজকীয় কর্ম্মকারকের পোষাক চিহ্ন পরিধান কি ধারণ।	ঐ	সমন	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০, টাকা অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১৭২	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্থানে সমন কি অন্য পরওয়ানা না পাইবার জন্যে পলায়ন করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	সমনে কি নোটিসে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতির আজ্ঞা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৩	কোন সমন কি নোটিস দেওয়া কি লটকাইয়া দেওয়া নিবারণ করণ কিম্বা লটকাইয়া দেওয়া গেলে তাহা উঠাইয়া দেওন কি ঘোষণা-নিবারণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	ঐ সমন প্রভৃতিতে স্বয়ং আদালতে উপস্থিত হওন প্রভৃতি আজ্ঞা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৪	স্থান বিশেষে স্বয়ং কি মোক্তারের দ্বারা উপস্থিত হইবার আইন মত আজ্ঞা অমান্য করণ, কিম্বা অনুমতি না পাইয়া চলিয়া যাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	আদালতে স্বয়ং উপস্থিত হওন প্রভৃতির ঐ আজ্ঞা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৫	আইনমতে রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে দলীল উপস্থিত কি অর্পণ করিতে বদ্ধ হইয়া উপস্থিত করিতে ইচ্ছা পূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৭৫	সেই দলীল আদালতে উপস্থিত কি অর্পণ করিবার আজ্ঞা হইলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে ঐ অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
১৭৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে নোটিস কি সম্বাদ দিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহা দেওনে ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সেই নোটিস কি সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতি করণ বিষয়ের হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৭৭	রাজকীয় কার্য্যকারককে জানিয়া শুনিয়া মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	প্রয়োজনীয় সম্বাদ অপরাধ প্রভৃতিকরণ বিষয়ের হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১৭৮	রাজকীয় কার্য্যকারক নিয়মিতরূপে শপথ করিতে আজ্ঞা করিলে শপথ করিতে অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে আদালতে অপরাধ করা যায় এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে সেই আদালত কিম্বা অপরাধ আদালতে না হইলে প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৭৯	সত্য কহিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৮০	রাজকীয় কার্য্যকারকের নিকটে যে কথার বর্ণনা করা যায় তাহা স্বাক্ষর করিতে আইনমতে আজ্ঞা পাইলেও অস্বীকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮১	রাজকীয় কার্য্যকারকের সম্মুখে শপথ করিয়া জ্ঞানপূর্ব্বক সত্য বলিয়া মিথ্যা কথা কহন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৮২	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমত ক্ষমতাক্রমে অন্য ব্যক্তির হানি করেন কি তাহাকে ক্লেশ দেন এই অভিপ্রায়ে তাঁহাকে মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৮৩	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনসিদ্ধ ক্ষমতাতে সম্পত্তি লইতে গেলে বলপূর্ব্বক তাঁহার বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
১৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারকের ক্ষমতাক্রমে যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবার জন্যে প্রকাশ হয় তাহার বিক্রয়ের বাধা দেওন।	ওয়রণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
১৮৫	আইনসিদ্ধ ক্ষমতাক্রমে সম্পত্তির নীলাম হওনকালে আইনক্রমে অক্ষম ব্যক্তির তাহা ক্রয় করিবার মূল্য ডাকন কিম্বা ডাকিলে যে দায় ঘটে তাহা সফল করিবার মানস বিনা ডাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের স্বীয়পদের কর্ম্ম করণকালে তাঁহাকে বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৭	রাজকীয় কার্য্যকারকের সাহায্য করিতে আইনমতে আবদ্ধ হইয়া তাহা না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	পরওয়ানামতে কার্য্য করণার্থে কি অপরাধ প্রভৃতির নিবারণার্থে রাজকীয় কার্য্যকারক সাহায্য চাহিলে ইচ্ছাপূর্ব্বক তাহার সাহায্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৮৮	রাজকীয় কার্য্যকারক আইনমতে যে আজ্ঞা প্রচার করেন তাহা অমান্য করণ। সেই অমাননে ন্যায্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত ব্যক্তিদের বাধা কি ক্লেশ কি হানি হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ মাস পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ২০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	সেই অমাননে মনুষ্যের প্রাণের কি স্বাস্থ্যের কি নিরাপদ প্রভৃতির আশঙ্কা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১৮৯	রাজকীয় কার্য্যকারকের পদসংক্রান্ত কোন কর্ম্ম করিবার কি না করিবার প্রবৃত্তি জন্মাইবার জন্য তাঁহার, কিম্বা যে ব্যক্তির লাভালাভে তাহার সম্পর্ক থাকে তাঁহার হানি করিবার ভয় দর্শাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
১৯০	কোন ব্যক্তি হানি হইতে রক্ষা পাইবার জন্যে আইনমতে দরখাস্ত না করে এই কারণে তাহাকে ভয় দর্শাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক বৎসরপর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড।	ঐ
	১১ একাদশ অধ্যায়।—মিথ্যা প্রমাণের ও সাধারণের যথার্থ বিচার হইবার বাধাজনক অপরাধের বিধান।						
১৯৩	মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যেতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট ..	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	অন্য কোন স্থলে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
১৯৪	কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের অপরাধ নির্ণয় হয় এই মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা কঠিন পরিশ্রম সহিত ১০ বৎসর কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	তদ্দ্বারা নির্দ্দোষী ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হইয়া প্রাণদণ্ড হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কিম্বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ...	ঐ
১৯৫	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি সাত বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ নির্ণয় হইবার মানসে মিথ্যা সাক্ষ্য দেওন কি প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	অপরাধের যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	সেশন আদালত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	ভারিতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
১৯৬	প্রমাণ মিথ্যা কি কৃত্রিম জানিয়া মোকদ্দমা প্রভৃতি কার্য্যে তাহার ব্যবহার করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	ঐ প্রমাণ দেওনাপরাধের জন্যে হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনের কি প্রস্তুত করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট।
১৯৭	যে বৃত্তান্ত বিষয়ে আইনমতে সার্টিফিকেট প্রমাণস্বরূপ গ্রাহ্য হয় জ্ঞানপূর্ব্বক সেই বৃত্তান্তের মিথ্যা সার্টিফিকেট দেওন কি তাহাতে স্বাক্ষর করণ।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতেপারে।	ঐ	মিথ্যা সাক্ষ্য দেওনে যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	ঐ
১৯৮	কোন সর্টিফিকেট গুরুতর অংশে মিথ্যা জানিয়া প্রকৃত বলিয়া ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
১৯৯	যে নির্দ্দেশ বাক্য আইনমতে প্রমাণ স্বরূপে গ্রাহ্য হয় তন্মধ্যে মিথ্যা উক্তি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০০	সেইরূপ নির্দ্দেশ বাক্য মিথ্যা জানিয়া সত্য বলিয়া ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২০১	অপরাধীকে রক্ষা করণার্থে অপরাধের প্রমাণ অদৃশ্য করণ কিম্বা তাহার মিথ্যা সন্ধান দেওন। প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের জন্য অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড হয় তাহার চতুর্থাংশ কা'ল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২০২	যে ব্যক্তি আইনমতে অপরাধের সম্বাদ দিতে আবদ্ধ তাহার জ্ঞানপূর্ব্বক সম্বাদ না দেওন	ঐ	সমন ...	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৩	যে অপরাধ করা গিয়াছে তাহার মিথ্যা সম্বাদ দেওন।	ঐ	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২০৪	কোন দলীল প্রমাণস্বরূপে উপস্থিত না হইবার অভিপ্রায়ে তাহা গুপ্ত কি নষ্ট করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৫	কোন মোকদ্দমায় কি ফৌজদারী নালিশে কোন কর্ম্মের আনুষ্ঠানিক কার্য্যের কিম্বা হাজিরজামিন কি প্রতিভূ হইবার জন্যে আপনাকে অন্য ব্যক্তিরূপে পরিচয় দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৬	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয় এই নিমিত্তে তাহা প্রতারণাভাবে স্থানান্তর কি গোপন করণ প্রভৃতি।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২০৭	দণ্ডস্বরূপ কিম্বা অর্থদণ্ডের আজ্ঞানুক্রমে কিম্বা ডিক্রীজারীক্রমে সম্পত্তি ক্রোক না হয়, এই নিমিত্তে স্বত্ব না থাকিলেও সেই সম্পত্তির দাওয়া করণ কিম্বা তৎসম্বন্ধীয় কোন স্বত্ববিষয়ে প্রতারণার কার্য্য করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৮	যে টাকা প্রাপ্য নহে তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী হইতে দেওন কিম্বা ডিক্রীর টাকা দেওয়া গেলে পর তাহা জারী হইতে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২০৯	আদালতে মিথ্যা দাওয়া করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২১০	যে টাকা পাওনা নয় তাহার নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে ডিক্রী পাওন কিম্বা ডিক্রীমত কার্য্য হইলে পর তাহা জারী করাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২১১	হানি করিবার মানসে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তজ্জন্য সাত বৎসর কারাদণ্ড হইতে পারিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

Column 1	Column 2	Column 3	Column 4	Column 5	Column 6	Column 7	Column 8
	যে অপরাধের অভিযোগ হইল তদর্থে প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কিম্বা ৭ বৎসরের অধিক কাল কারাদণ্ড হইতে পারিলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।
২১২	অপরাধীকে আশ্রয় দেওন, প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থ দণ্ড।	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্ত অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৩	অপরাধীকে দণ্ড হইতে রক্ষা করণার্থে দানাদি গ্রহণ। প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২১৩	১০ বৎসর ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৪	অপরাধীর রক্ষা হয় এই জন্যে সম্পত্তি ফিরিয়া দিবার কি দান করিবার প্রস্তাব করণ। প্রাণ দণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	১০ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের অত্যধিক যত কাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৫	অপরাধ দ্বারা কোন ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি হরণ হইয়াছে অপরাধীকে ধৃত না করাইয়া তাহা ফিরিয়া দেওয়াইবার সাহায্যার্থে দান গ্রহণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২১৬	অপরাধী কয়েদ হইতে পলাইলে কি তাহাকে ধরিবার আজ্ঞা বাহির হইলে তাহাকে আশ্রয় দেওন। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী. মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	১০ বৎসর না হইয়া ১ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যতকাল যে প্রকারের কারাদণ্ড নির্দ্ধারিত হইয়াছে তাহার চতুর্থাংশ কাল সেই প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থ দণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট কিম্বা অপরাধ যে আদালতে বিচার্য্য সেই আদালত।
২১৬ক	দস্যু বা ডাকাইতকে আশ্রয় দেওয়া ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৭	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তি দণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারক কর্ত্তৃক আইনের আজ্ঞা অমান্য করণ।	ওয়ারান্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২১৮	ব্যক্তির দণ্ড কি সম্পত্তিদণ্ড না হইবার নিমিত্তে রাজকীয় কার্য্যকারকের অশুদ্ধ রিকার্ড কি লিপি করণ।	ঐ	ওয়ারন্ট ...	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
২১৯	মোকদ্দমা প্রভৃতিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের কোন আজ্ঞা কি রিপোর্ট কি ফয়সলা কি নিষ্পত্তি আইন বিরুদ্ধ জানিয়া করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ	পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সাধারণতঃ প্রথমে ওয়ারেন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২২০	কোন ব্যক্তিকে বিচারার্থে কিম্বা কারাগারে সমর্পণ করা আইন বিরুদ্ধ জানিয়া ক্ষমতাপন্ন ব্যক্তির সেই কার্য্য করণ।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট ..	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
২২১	আইনমতে অপরাধীকে ধরিতে বদ্ধ হইয়া রাজকীয় কার্য্যকারকের জ্ঞানপূর্ব্বক ধরিবার ক্রটি করণ। প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ
	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	১০ বৎসর ন্যূনকাল কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২২	আদালতের দণ্ডাজ্ঞাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে ধরিতে আইনমতে বদ্ধ হইয়া তাহাকে ধরিতে রাজকীয় কার্য্যকারকের ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটিকরণ। ঐ ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন যাবজ্জীবন প্রেরণ কিম্বা ১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত।
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম কি ১০ বৎসর কি তদধিককাল কারাদণ্ডের কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করিবার আজ্ঞা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	অর্থদণ্ড সহিত কি তদ্ভিন্ন ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	ঐ

	১০ দশ বৎসরের ন্যূন কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কিম্বা আইনমতে আসেধে রাখা গেলে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের অনবধানতায় কোন ব্যক্তিকে কারা হইতে পলাইতে দেওন।	ঐ	সমন ...	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২৪	আইনমতে ধৃত না হওনের জন্যে কোন ব্যক্তির বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন।	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২২৫	আইনমতে অন্য ব্যক্তির ধৃত না হওনের জন্যে বলপূর্ব্বক বিপক্ষতা করণ কি বাধা দেওন কিম্বা তাহাকে আইনমত আসেধ হইতে ছাড়াইয়া দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	প্রাণদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত,
	তাহার যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কিম্বা ১০ বৎসর কি তদধিককাল দ্বীপান্তর প্রেরণ কি দণ্ডরূপ পরিশ্রম করণ দণ্ডের কি কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইলে।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ড বিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২২৫	প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২২৫ক	যেং স্থলের প্রকারান্তরের বিধান না থাকে সেইং স্থলে রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া ধরিবার ত্রুটি করণ বা পলাইতে দেওন।						
	(ক) ইচ্ছাপূর্ব্বক ত্রুটি করণ বা পলাইতে দেওন স্থলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেনীর মাজিস্ট্রেট।
	(খ) শৈথিল্য পূর্ব্বক ত্রুটিকরণ বা পলাইতে দেওন স্থলে।	ঐ	সমন ...	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড বা অর্থদণ্ড বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেনীর মাজিস্ট্রেট।
২২৫খ	যেং স্থলের প্রকারান্তরে বিধান না থাকে সেইং স্থলে আইনমতে ধৃত না হওনের জন্য বিপক্ষতা করণ বা বাধা দেওন কি পলায়ন কি ছাড়াইয়া দেওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২২৬	দ্বীপান্তরে প্রেরিত হইয়া বেআইনীমতে প্রত্যাগমন।	ঐ	ঐ ..	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও তৎপূর্ব্বে অর্থদণ্ড ও ৩ বৎসর পর্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড।	সেশন আদালত।
২২৭	দণ্ড ক্ষমা হইবার নিয়ম লঙ্ঘন ...	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	ঐ	ঐ	প্রথম আজ্ঞামত দণ্ড তাহার কিঞ্চিৎ ভোগ হইয়া থাকিলে অবশিষ্ট কাল ভোগ।	প্রথম অপরাধ যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

২২৮	মোকদ্দমা প্রভৃতির বিচারকালে জ্ঞানপূর্ব্বক রাজকীয় কার্য্যকারকের অপমান করণ কি বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	এই আইনের ৩৫ অধ্যায়ের বিধানাধীনে যে আদালতে অপরাধ হয় সেই আদালত।
২২৯	আপনাকে জুরর কি আসেসরের ন্যায় দেখান।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১২ দ্বাদশ অধ্যায়।—মুদ্রা ও গবর্ণমেণ্টের ইষ্টাম্প সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

২৩১	মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৩২	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করণ কি কৃত্রিম করণ সম্পর্কীয় কোন কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৩৩	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৩৪	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম করিবার নিমিত্তে যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৩৫	মুদ্রা কৃত্রিম করিবার জন্য কোন যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট।	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
	মহারাণীর মুদ্রা হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৩৬	ভারতবর্ষের মধ্যে থাকিয়া বৃটিষ ভারতবর্ষের বাহিরে মুদ্রা কৃত্রিম করণের সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	বৃটিষ ভারতবর্ষের মধ্যে তদ্রূপ মুদ্রা কৃত্রিম করিবার সহায়তার যে দণ্ড সেই দণ্ড।	ঐ
২৩৭	মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৩৮	মহারাণীর মুদ্রা কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা আমদানী কি রপ্তানী করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৩৯	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে তাহা নিকটে রাখন ও অন্য ব্যক্তিকে দেওন প্রভৃতি।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২৪০	মহারাণীর মুদ্রা সম্পর্কে ঐ অপরাধ …	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪১	মুদ্রা প্রাপ্তিকালীন কৃত্রিম না জানিয়া পরে তাহা কৃত্রিম জ্ঞানে অকৃত্রিম বলিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা কৃত্রিম মুদ্রার মূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেনীর মাজিস্ট্রেট।
২৪২	কৃত্রিম মুদ্রা প্রাপ্তিকালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেনীর মাজিস্ট্রেট।
২৪৩	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তি কালে কৃত্রিম জ্ঞানে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেনীর মাজিস্ট্রেট।
২৪৪	মুদ্রা যে ওজনের ও যে ধাতুর যত দিয়া প্রস্তুত করিতে হইবে তদন্যথায় টাকশালে কর্ম্মকারী ব্যক্তির মুদ্রা প্রস্তুত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।
২৪৫	মুদ্রা প্রস্তুত করিবার কোন যন্ত্র টাকশাল হইতে বেআইনীমতে বাহির করিয়া লওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৪৬	মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত টাকা উচিত তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেনীর মাজিস্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
২৪৭	মহারাণীর মুদ্রার ওজন কিম্বা তাহাতে যে ধাতুর যত থাকিতে হয় তাহা শঠতাক্রমে ন্যূন করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৪৮	কোন মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রাশরত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৪৯	মহারাণীর মুদ্রা অন্য প্রকারের মুদ্রার মত চালাইবার অভিপ্রায়ে তাহার রূপ পরিবর্ত্তন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫০	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫১	মহারাণীর মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া অন্যকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫২	রূপান্তর করা মুদ্রা প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৩	মহারাণীর প্রাপ্তিকালে তাহা রূপান্তর করা জানিয়া নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	[illegible] বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৪	মুদ্রা প্রাপ্তিকালে রূপান্তর করা না জানিয়া পরে, অকৃত্রিম বলিয়া অন্য ব্যক্তিকে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা মুদ্রার মূল্যের দশগুণ অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২৫৫	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
২৫৬	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র কি দ্রব্য নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
২৫৭	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম করিবার যন্ত্র নির্ম্মাণ কি ক্রয় কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৮	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প বিক্রয় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৫৯	গবর্ণমেন্টের কৃত্রিম ইষ্টাম্প নিকটে রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬০	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিমমতে ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৬১	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প যাহাতে থাকে এমত পত্রাদি হইতে কোন লিখন উঠাইয়া দেওন কিম্বা দলীলে যে ইষ্টাম্প দেওয়া গেল গবর্ণমেন্টের ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে তাহা উঠাইয়া লওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৬২	গবর্ণমেন্টের ইষ্টাম্প পূর্ব্বে ব্যবহার হইয়াছে জানিয়া তাহা ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৬৩	ইষ্টাম্প ব্যবহার হইলে ইহার চিহ্ন উঠাইয়া দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কি প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইন মত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৬৩ক	কৃত্রিম ইষ্টাম্প	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২০০ টাকা অর্থদণ্ড	প্রেসীডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১৩ ত্রয়োদশ অধ্যায়।—ওজন ও পরিমাণ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৬৪	ওজন করিবার অপ্রকৃত যন্ত্রের শঠতাক্রমে ব্যবহার।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৬৫	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৬	অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি প্রতারণার কার্য্যে ব্যবহার করিবার জন্য নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৬৭	প্রতারণার কার্য্যের নিমিত্তে অপ্রকৃত বাটখারা কি গজ প্রভৃতি নির্ম্মাণ কি বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৪ চতুর্দ্দশ অধ্যায়।—সাধারণ লোকদের স্বাস্থের কি নিরাপদের কি স্বচ্ছন্দতার কি লজ্জার কি সুনীতির ব্যাঘাতজনক অপরাধের বিধি।

২৬৯	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া অনবধানে সেই কর্ম্ম করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৭০	যে কর্ম্মদ্বারা সাংঘাতিক রোগের সঞ্চার হইতে পারে জানিয়া দ্বেষপূর্ব্বক সেই কর্ম্মকরণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৭১	ক্বারাণ্টাইন বিধি জ্ঞানপূর্ব্বক অমান্য করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৭২	মনুষ্যের আহারীয় কি পানীয় যে দ্রব্য বিক্রয়ার্থে হয় তাহাতে দ্রব্য মিশ্রিত করিয়া অস্বাস্থ্যজনক করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৭৩	আহারীয় কি পানীয় দ্রব্য পীড়াজনক জানিয়া মনুষ্যের আহার কি পানার্থে বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৪	বিক্রয়ার্থ কোন বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্যের গুণ খর্ব্ব করণার্থে কি তাহার ফল পরিবর্ত্তনার্থে কি তাহা পীড়াজনক করণার্থে তাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৭৫	যাহার সঙ্গে অন্য দ্রব্য মিশ্রিত হইয়া দূষিত হইয়াছে জানিয়া এমন কোন বণিজ দ্রব্য কি প্রস্তুত করা ঔষধ, ঔষধালয় হইতে বিক্রয়ার্থে দেওন কি বাহির হইতে দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতে বিচার্য্য।
২৭৬	কোন বণিজ কি ঔষধ দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক অন্য বণিজ কি ঔষধীয় দ্রব্যস্বরূপে ঔষধালয় হইতে বিক্রয় করণ কি বাহির হইতে দেওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৭৭	সাধারণের ব্যবহার্য্য উৎসইর কি জলাশয়ের জল ময়লা করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রাকারের কারাদণ্ড কি ৫০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
২৭৮	বায়ু পীড়াজনক করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৫০০, টাকা অর্থদণ্ড ...	ঐ
২৭৯	রাজপথে মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক রূপে অতিবেগে কি অমনোযোগে গাড়ী ঘোড়া প্রভৃতি চালাওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৮০	মনুষ্যের প্রাণাদি আশঙ্কাজনকরূপে দুঃসাহসে কি অমনোযোগে নৌকাদি চালাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৮১	মিথ্যা আলো কি চিহ্ন, কি বয়া দেখান...	ঐ	ওয়ারণ্ট ..	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
২৮২	নৌকাদির অবস্থা কি বোঝাই বুঝিয়া প্রাণের আশঙ্কা হইতে পারিলেও ভাড়া লইয়া কোন ব্যক্তিকে ঐ নৌকাদিতে লওন।	ঐ	সমন ...	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

২৮৩	রাজপথে কি নৌকাপথে শঙ্কট কি বাধা কি হানিজনক কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২০০, টাকাঅর্থ দণ্ড ...	ঐ
২৮৪	বিষাল দ্রব্য লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কার্য্য করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
২৮৫	অগ্নি কি আশুজ্বলনীয় বস্তু লইয়া মনুষ্যের প্রাণাদির আশঙ্কাজনক কর্ম্ম করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৮৬	যাহা শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমন দ্রব্যের তদ্রূপ কার্য্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৭	কোন কলেতে তদ্রূপ কার্য্য করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
২৮৮	কোন ঘর ভাঙ্গিতে কি সারাইয়া নিতে যাহার অধিকার থাকে তাঁহার ঐ ঘর পতনে মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা সম্ভাবনা নিবারণের কার্য্য না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৮৯	কোন জন্তুর দ্বারা মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি গুরুতর পীড়া নিবারণার্থে ঐ জন্তুকে উপযুক্তমতে না রাখন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
২৯০	সাধারণের অনিষ্টজনক কর্ম্ম করণ ...	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	২০০, টাকা অর্থদণ্ড ...	ঐ
২৯১	অনিষ্টজনক কর্ম্ম নিবৃত্ত করিবার আজ্ঞা হইলেও নিবৃত্ত না করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারন্ট কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রক্ষা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
২৯২	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয়াদি করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারন্ট...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৯৩	শৃঙ্গাররসঘটিত কুৎসিত পুস্তকাদি বিক্রয় করণ কি দর্শাওনার্থে নিকট রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪	শৃঙ্গাররসংঘটিত কুৎসিত গীত গান করণ ..	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
২৯৪ক	শর্ত্তি খেলিবার কার্য্যালয় রাখন ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	ঐ	ঐ	৬ মাস পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
	শর্ত্তি খেলা সম্পর্কীয় প্রসঙ্গ প্রকাশ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০০০, টাকা অর্থদণ্ড	ঐ

১৫ পঞ্চদশ অধ্যায়।—ধর্ম্মসম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
২৯৫	কোন জাতীয় লোকদের ধর্ম্মে অবহেলা করণাভিপ্রায়ে ভজনালয় কি পবিত্র বস্তু নষ্ট কি ক্ষতি কি অশুচি করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
২৯৬	ঈশ্বর ভজনার্থে সংগৃহীত লোকদিগের বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

২৯৭	কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার কিম্বা ধর্ম্মে অবহেলা করিবার কিম্বা শবের প্রতি অবজ্ঞাভাবে কর্ম্ম করিবার জন্য ভজনালয়ে কি সমাধিস্থানে প্রবেশ করণ ও সমাধিক্রিয়ার বাধা দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড।	ঐ
২৯৮	ধর্ম্ম সম্পর্কে কোন ব্যক্তির মনে দুঃখ দিবার জন্য তাহার শ্রুতি গোচরে কোন কথা কহন কি শব্দ করণ কিম্বা তাহার সাক্ষাতে অঙ্গভঙ্গি করণ কি কোন দ্রব্য রাখন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১৬ ষোড়শ অধ্যায়।—মনুষ্যের শরীর সম্পর্কীয় অপরাধের বিধি।

প্রাণের হানিজনক অপরাধ।

৩০২	জ্ঞানকৃত বধ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩০৩	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডাজ্ঞা প্রাপ্ত ব্যক্তি কর্তৃক জ্ঞানকৃত বধ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড ...	ঐ
৩০৪	জ্ঞানকৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধ-যুক্ত নরহত্যা। যে কার্য্য দ্বারা মৃত্যু হয় তাহা প্রাণনাশাদির অভিপ্রায়ে করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	প্রাণনাশাদির সম্ভাবনা জানিয়া কিন্তু তদভিপ্রায়ে ঐ ক্রিয়া না করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩০৪ক	দুঃসাহসে কিম্বা অনবধানতাতে কোন কার্য্য করিয়া মৃত্যুর কারণ হওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত অন্যতর প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজি-ষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩০৫	বালকের কি ক্ষিপ্তচিত্ত কি বিকৃতমনা কি জড় কি উন্মত্ত ব্যক্তির আত্মঘাতের সহায়তা।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩০৬	আত্মঘাতের সহায়তা ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩০৭	বধ করিবার উদ্যোগ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	ঐ
	যাবজ্জীবন বন্দী বধ করিবার উদ্যোগে পীড়া জন্মাইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড বা পূর্ব্বোক্ত দণ্ড ...	ঐ
৩০৮	অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিবার উদ্যোগ	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
	সেই ক্রিয়াতে কোন ব্যক্তির পীড়া হইলে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩০৯	আত্মঘাতের উদ্যোগ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩১০	ঠগ হওন ...	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ ও অর্থদণ্ড...	সেশন আদালত।

গর্ব্ভপাত করণ ও অজাত অপত্যের হানি করণ ও শিশু পরিত্যাগকরণ ও জন্ম গুপ্ত রাখনের কথা।

ধারা	অপরাধ					দণ্ড	আদালত
৩১২	গর্ব্ভপাত করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
	গর্ব্ভে জীব সঞ্চার হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩১৩	গর্ব্ভিণীর অনুমতি বিনা গর্ব্ভপাত করাওন	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩১৪	গর্ব্ভপাত করণ অভিপ্রায়ে যে ক্রিয়া করা যায় তদ্দ্বারা মৃত্যু হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	গর্ব্ভিণীর অনুমতি বিনা ঐ ক্রিয়া করা গেলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি পূর্ব্বোক্ত দণ্ড।	ঐ
৩১৫	অপত্য জীবিত না জন্মিবার কি ভূমিষ্ঠ হইলে মরিবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩১৬	অপরাধযুক্ত হত্যার তুল্য কার্য্য দ্বারা জীবসঞ্চারিত গর্ব্ভ নষ্টকরণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩১৭	১২ বৎসরের ন্যূন বয়স্ক বালককে পরিত্যাগ করণাভিপ্রায়ে তাহাকে পিতা মাতার কি রক্ষকের ফেলিয়া যাওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারিবে।	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৩১৮	শিশুর মৃত দেহ গুপ্তকরণ দ্বারা জন্ম গুপ্ত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেনীর মাজিস্ট্রেট।

পীড়ার কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩২৩	ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩২৪	শঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	যে আদালতে অভিযোগ উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৫	ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন ...	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩২৬	শঙ্কটজনক অস্ত্রদ্বারা কি অন্য উপায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩২৭	সম্পত্তি কি মূল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কি বেআইনিমত কার্য্য কি যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগম হয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।	ঐ	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩২৮	পীড়া জন্মাইবার নিমিত্তে অচেতনকারক বণিজ দ্রব্য সেবন করাণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

৩২৯	সম্পত্তি কি মুল্যবান নিদর্শনপত্র হরণ করণার্থে কিম্বা বেআইনিমত কার্য্য কি যে কার্য্য দ্বারা অপরাধ করা সুগমহয় তাহা করণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৩০	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বল পূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৩১	দোষ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার কি সম্পত্তি বলপূর্ব্বক উদ্ধার প্রভৃতি করিবার নিমিত্তে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া দেওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন একারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৩২	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণের জন্যে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৩৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৩৪	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তিদ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।
৩৩৫	গুরুতর রাগজনক কার্য্য হঠাৎ হওয়াতে যে ব্যক্তি দ্বারা রাগ হইল, তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তিকে পীড়া দিবার অনভিপ্রায়ে ইচ্ছাপূর্ব্বক গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে।	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে।	৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৩৬	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা কি অন্যদের নিরাপদের ব্যাঘাত জনক কোন কার্য্য করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করা যাইতে পারে।	সমন ...	হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২৫০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৭	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতি জনক ক্রিয়া দ্বারা পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	যে আদালতে মোকদ্দমা উপস্থিত থাকে সেই আদালতের অনুমতি হইলে রফা করা যাইতে পারে।	৬ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৩৮	মনুষ্যের প্রাণের আশঙ্কা প্রভৃতিজনক ক্রিয়া দ্বারা গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

অন্যায়মতে অবরোধের ও অন্যায়মতে বদ্ধ করণের কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৪১	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে অবরুদ্ধ করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	এক মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৪২	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধকরণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কিম্বা দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৩৪৩	তিন কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	রক্ষা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৪৪	দশ কি তদধিক দিন অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৪৫	কোন ব্যক্তির মুক্তির জন্যে পরওয়ানা বাহির হইয়াছে জানিয়া তাহাকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও তদতিরিক্ত অন্য কোন ধারামত কারাদণ্ড।	ঐ
৩৪৬	গোপনে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৪৭	কোন দ্রব্য হরণ করিবার কিম্বা বে-আইনী কর্ম্ম প্রভৃতি করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৪৮	অপরাধ স্বীকার করাইবার কি সন্ধান পাইবার জন্যে কি সম্পত্তি প্রভৃতি উদ্ধার করাইবার জন্যে অন্যায়মতে বদ্ধ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

অপরাধযুক্ত বল প্রকাশের ও আক্রমণের কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে সমন বা ওয়ারণ্ট দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৫২	গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না থাকিলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ৫০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৩	রাজকীয় কার্য্যকারকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম নিবারণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বলপ্রকাশ করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৪	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার প্রতি অত্যাচার করণার্থে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৫৫	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় না হইলে কোন ব্যক্তির অপমান করণার্থে তাহার প্রতি আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	ঐ	রফা করা যাইতে পারে।	ঐ	ঐ
৩৫৬	কোন ব্যক্তির পরিহিত কি বাহিত দ্রব্য চুরি করণের উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৫৭	কোন ব্যক্তিকে অন্যায়মতে বদ্ধ রাখিবার উদ্যোগে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০০৲ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

৩৫৮	হঠাৎ গুরুতর রাগ জন্মাইবার বিষয় হইলে আক্রমণ কি অপরাধযুক্ত বল প্রকাশ করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	ঐ	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত বিনা পরিশ্রমে কারাদণ্ড কি ২০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

মনুষ্য চুরি ও বলপূর্ব্বক হরণ করণের ও দাসত্বের ও বলপূর্ব্বক শ্রম করাইবার কথা।

৩৬৩	মনুষ্যচুরি করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৬৪	বধ করণার্থে মনুষ্য চুরি কি হরণকরণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৬৫	কোন ব্যক্তিকে গোপনে ও অন্যায়মতে বন্ধ রাখিবার জন্যে তাহাকে চুরি কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৬৬	কোন স্ত্রীর বিবাহ দেওন কি পুরুষের সঙ্গে অবিধিমতে সংসর্গ করান প্রভৃতির জন্যে তাহাকে চুরি কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৬৭	কোন ব্যক্তিকে গুরুতর পীড়া দিবার কি দাস প্রভৃতি করিবার জন্যে তাহাকে চুরি কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৬৮	চুরি করা ব্যক্তিকে গুপ্ত কি বদ্ধ করিয়া রাখন	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চুরি কি হরণ করণের দণ্ড ...	ঐ
৩৬৯	বালকের গাত্র হইতে দ্রব্য হরণ করণার্থে তাহাকে চুরি কি হরণ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৭০	কোন ব্যক্তিকে দাসস্বরূপে ক্রয় কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে ন.	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট কি সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৭১	দাসদিগকে লইয়া নিত্য ব্যবসায় করণ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৭২	ব্যভিচার প্রভৃতির জন্যে বালিকাকে বিক্রয় করণ কি ভাড়া দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৭৩	সেই কার্য্যের নিমিত্তে বালিকাকে ক্রয় করণ কি প্রাপ্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৭৪	বেআইনীমতে বলপূর্ব্বক পরিশ্রম করাওন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

বলাৎকারের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৩৭৬	বলাৎকার করণ, কোন লোকের আপন স্ত্রীর সহিত সংসর্গের স্থলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
	অন্য কোন স্থলে ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	ঐ	ঐ

অস্বাভাবিক অভিগমনের কথা।

৩৭৭	অস্বাভাবিক অভিগমন ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজির জামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

১৭ সপ্তদশ অধ্যায়।—সম্পত্তির উপর অপরাধের বিধি।

চৌর্য্যের কথা।

৩৭৯	চৌর্য্য	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৩৮০	গৃহে কি তাম্বুতে কি নৌকাদিতে চৌর্য্য ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৮১	কেরাণী কি চাকর দ্বারা কর্ত্তার কি প্রভুর অধিকারস্থ সম্পত্তির চৌর্য্য।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৮২	চুরি করণার্থে কিম্বা তাহা করিবার পরে পলায়নার্থে কিম্বা অপহৃত সম্পত্তি রাখিবার জন্য প্রাণনাশ করিবার কি পীড়া দিবার কি অবরোধ করিবার কিম্বা প্রাণনাশের কি পীড়ার কি অবরোধের আশঙ্কা জন্মাইবার উদ্যোগ করণপূর্ব্বক চৌর্য্য।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

ভয় দেখাইয়া অপহরণের কথা ।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।		পোলীস ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সমনে কি প্রথমে ওয়ারেন্ট কি সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৮৪	অপহরণ করণ	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৩৮৫	অপহরণ করিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তির হানি করিবার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড	ঐ
৩৮৬	প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাইয়া অপহরণ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৮৭	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণনাশের কি গুরুতর পীড়ার ভয় জন্মাওন কি জন্মাইবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৮৮	প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডর যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় দর্শাইয়া অপহরণ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	যে অপরাধের ভয় দেখান হয় তাহা অস্বাভাবিক অতিগমনাপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ...	ঐ

৩৮৯	অপহরণ করণার্থে কোন ব্যক্তির প্রাণদণ্ডের কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণের কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধের অভিযোগ করিবার ভয় জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	সেই অপরাধ অস্বাভাবিক অভিগমনাপরাধ হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড ...	ঐ

দস্যুতা ও ডাকাইতির কথা।

৩৯২	দস্যুতা	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	সূর্য্যাস্ত হওনাবধি উদয় হওন পর্য্যন্ত কোন কালের মধ্যে রাজপথে দস্যুতা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৯৩	দস্যুতা করণের উদ্যোগ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৩৯৪	দস্যুতা করণে কি করিবার উদ্যোগে কোন ব্যক্তি কর্ত্তৃক ইচ্ছাপূর্ব্বক পীড়া জন্মাওন কিম্বা সেই দস্যুতার কার্য্যে সংস্রষ্টভাবে অন্য ব্যক্তির লিপ্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৩৯৫	ডাকাইতী ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত।
৩৯৬	ডাকাইতী করণ সময়ে জ্ঞানকৃত বধ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	প্রাণদণ্ড কি যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৩৯৭	হত্যার কি গুরুতর পীড়ার উদ্যোগ সহিত দস্যুতা কি ডাকাইতী।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	অন্যূন ৭ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড।	সেশন আদালত।
৩৯৮	সাংঘাতিক অস্ত্র সঙ্গে থাকিলে দস্যুতা কি ডাকাইতি করিবার উদ্যোগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৩৯৯	ডাকাইতী করিবার উদ্যোগ করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪০০	নিয়ত ডাকাইতি করণার্থ দলবদ্ধ ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪০১	নিয়ত চুরি করণার্থ দলবদ্ধ ভ্রমণকারী ব্যক্তিদের দলভুক্ত হওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪০২	ডাকাইতি করণার্থ পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তি একত্র হইলে তাহার মধ্যে থাকন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপরাধভাবে সম্পত্তির অবিহিত ব্যবহার করণের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪০৩	অস্থাবর দ্রব্য শঠতাক্রমে অবিহিতরূপে কি স্বীয় কর্ম্মে ব্যবহার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।

৪০৪	কোন ব্যক্তির মরণকালে তাহার অধিকৃত সম্পত্তি আইনমতে যে ব্যক্তি পাইবে তাহার হস্তগত হয় নাই জানিয়া সেই সম্পত্তি শঠতাভাবে অবিহিতরূপে ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৫	মৃতব্যক্তির কর্ত্তৃক নিযুক্ত কেরাণী কি চাকর দ্বারা হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতার কথা।						
৪০৬	অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৭	বাহক কি ঘাটরক্ষক প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধ ভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৮	কেরাণী কি চাকর কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪০৯	রাজকীয় কার্য্যকারক কিম্বা বনিক কি সওদাগর কি গোমস্তা প্রভৃতি কর্ত্তৃক অপরাধভাবে বিশ্বাসঘাতকতা।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

চোরা দ্রব্য গ্রহণ করিবার কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য
৪১১	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ..	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১২	চোরা দ্রব্য ডাকাইতীদ্বারা প্রাপ্ত জানিয়া শঠতাভাবে গ্রহণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	শেসন আদালত।
৪১৩	চোরা দ্রব্য লইয়া নিয়ত ব্যবসায় করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪১৪	চোরা দ্রব্য চোরা জানিয়া গোপন কি হস্তান্তর করণের সাহায্য করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

বঞ্চনা করণের কথা।

৪১৭	বঞ্চনা করণ ...	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী ম্যাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেট।
৪১৮	অপরাধী আইনমতে কি আইনসিদ্ধ চুক্তিক্রমে যাহার স্বার্থ রক্ষা করিতে বদ্ধ তাহাকে বঞ্চনা করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪১৯	ছদ্মবেশ ধরিয়া বঞ্চনা করণ ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪২০	বঞ্চনা করিয়া শঠতাক্রমে সম্পত্তি দেওয়াইবার বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র সম্পাদন কি পরিবর্ত্তন কি নষ্ট করণের প্রবৃত্তি দেওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

প্রতারণাভাবে দলীল প্রস্তুত ও সম্পত্তি হস্তান্তর করণের কথা।

৪২১	উত্তমর্ণদের মধ্যে সম্পত্তির বিভাগ না হয় এই নিমিত্তে প্রতারণাক্রমে তাহা গোপন কি হস্তান্তর করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২২	অপরাধীর পাওনা অথবা দাওয়ার টাকা তাহার উত্তমর্ণেরা না পায় প্রতারণাপূর্ব্বক এমত কর্ম্ম করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪২৩	মূল্যের টাকা যাহাতে অযথার্থরূপে লেখা থাকে এমত কোন হস্তান্তরকরণপত্র প্রতারণাপূর্ব্বক সম্পাদন করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৪	প্রতারণাক্রমে স্বীয় কি পরের সম্পত্তি স্থানান্তর কি গোপন করণ কি তাহা করিতে সাহায্য করণ কি যে বিষয়ের দাবী বা দাওয়া করিবার অধিকার থাকে শঠতাক্রমে ত্যাগ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

অপকারের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
৪২৬	অপকার করণ	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	কেবল সামান্য কোন ব্যক্তির ক্ষতি কি হানি করা গেলে রফা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৪২৭	অপকার করিয়া ৫০ টাকা কি তদধিক অপচয় করণ।	ঐ	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪২৮	১০ টাকা কি তদধিক মূল্যের কোন জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ	ঐ

৪২৯	হস্তীর কি উটের কি ঘোড়া প্রভৃতির যে মূল্য হউক তাহাকে কি ৫০ টাকা কি তদধিক মূল্যের অন্য জন্তুকে হত্যা করিয়া কি বিষ খাওয়াইয়া কি অঙ্গহীন কি অকর্ম্মণ্য করিয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩০	জলহ্রাসকরণদ্বারা কৃষিকর্ম্ম প্রভৃতির অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩১	রাজপথ কি সাঁকো কি নৌকাদির গমনোপযুক্ত নদী-বা জলপথের হানি করিয়া তাহা গমনাগমনের অযোগ্য করণ দ্বারা বা তাহা দিয়া নিরাপদে গমনাগমনের বা দ্রব্যাদি চালানের ব্যাঘাত করণ দ্বারা অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৩২	বন্যা করাইয়া কি রাজকীয় নরদমা অবরোধ করাইয়া অপচয় সহিত অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৩৩	দীপগৃহ কি সমুদ্রে জলের নিশানী নষ্ট কি স্থানান্তর কি পূর্ব্বাপেক্ষা অকর্ম্মণ্য করিয়া কি মিথ্যা আলো দেখাইয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৩৪	রাজকীয় কার্য্যকারক ভূমির সীমার চিহ্ন দিলে তাহা নষ্ট কি স্থানান্তরাদি করিয়া অপকার করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৩৫	অগ্নির দ্বারা কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা ১০০৲ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত কিম্বা কৃষিজাত দ্রব্য হইলে ১০৲ কি তদধিক টাকা পর্য্যন্ত ক্ষতি করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৩৬	ঘর প্রভৃতি নষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা অপকার করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৩৭	তুতকযুক্ত কি ২০ টন বোঝাইধারি নৌকাদি নষ্ট কি বিঘ্নজনক করিবার অভিপ্রায়ে অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৩৮	অগ্নির কি শব্দ করিয়া জ্বলিয়া উঠে এমত দ্রব্যের দ্বারা পূর্ব্ব ধারার লিখিত অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৩৯	চৌর্য্যাদি করিবার অভিপ্রায়ে নৌকাদি চড়ায় কি ডাঙ্গায় ঠেকাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৪০	প্রাণনাশের কি পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া অপকার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ করণের কথা।

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃ প্রথম ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৪৭	অপরাধভাবে অনধিকার প্রবেশ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ৫০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৪৪৮	পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ ...	ঐ	ওয়ারণ্ট ...	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা ১০০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৪৯	প্রাণদণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করিবার জন্যে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রম সহিত কারাদণ্ড এবং অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

৪৫০	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ডের উপযুক্ত কোন অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৫১	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
	চুরি করণার্থে হইলে ...	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫২	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৫৩	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৪	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
	চুরি করণার্থে হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড	ঐ

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধিব্যাইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৫৫	পীড়া জন্মাইবার কি আক্রমণ প্রভৃতি করিবার উদ্যোগ করিয়া লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহ-ভেদ করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৬	রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৭	কারাদণ্ডের উপযুক্ত অপরাধ করণার্থে রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	চুরি করণার্থে হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১৪ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৫৮	পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া রাত্রিযোগে লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কি গৃহভেদ করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৫৯	লুক্কায়িতরূপে পরগৃহে অনধিকার প্রবেশ কিম্বা গৃহভেদ করণ কালে গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।

৪৬০	রাত্রিযোগে গৃহভেদ করণ প্রভৃতি দাষে মিলিত ব্যক্তিদের মধ্যে একজন কর্ত্তৃক প্রাণনাশ কি গুরুতর পীড়া জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৬১	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতিতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া শঠতাক্রমে তাহা ভাঙ্গন কি খুলন।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৪৬২	বদ্ধ বাক্স প্রভৃতি কোন ব্যক্তির জিম্মায় রাখা গেলে তাহাতে কোন সম্পত্তি আছে কি থাকা অনুভব করিয়া তৎকর্ত্তৃক তাহা প্রতারণাক্রমে খুলন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।

১৮ অষ্টাদশ অধ্যায়।—দলীল সম্পর্কীয় ও শিল্প ব্যবসায়ির কি স্বামিত্বসূচক চিহ্ন বিষয়ক অপরাধের কথা।

৪৬৫	কৃত্রিম করণ ...	ওয়ারেন্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারেন্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	২ বসৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৬৬	রাজকীয় কার্য্যকারকের রক্ষিত আদালত সম্পর্কীয় কোন রিকার্ড কিম্বা জন্ম প্রভৃতির রেজিষ্টরী কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৬৭	কোন মূল্যবান নিদর্শনপত্র কি উইল কিম্বা মূল্যবান নিদর্শনপত্র প্রস্তুত কি হস্তান্তর করণের কিম্বা টাকা গ্রহণের ক্ষমতাপত্র কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
	সেই মূল্যবান নিদর্শনপত্র ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের প্রমিসরি নোট হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

১ ধারা।	২ অপরাধ।	৩ পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	৪ সামান্যতঃপ্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	৫ হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	৬ রফা করা যাইতে পারে কি না।	৭ ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	৮ যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৬৮	বঞ্চনা করণার্থে কৃত্রিম করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৬৯	কোন ব্যক্তির সুখ্যাতির হানি করণার্থে কিম্বা তদভিপ্রায়ে ব্যবহার হইবে জানিয়া কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭১	কৃত্রিম দলীল জানিয়া তাহা প্রকৃত দলীলের মত ব্যবহার করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	কৃত্রিম করণের যে দণ্ড সেই দণ্ড ...	ঐ
	ঐ কৃত্রিম দলীল ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের প্রমিশরি নোট হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭২	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারামতে দণ্ডনীয় জালকরণ অপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি প্রস্তুতকরণ কি কৃত্রিম করণ, কিম্বা কোন মোহর কি পট্ট কৃত্রিম জানিয়া সেই মানসে নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭৩	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারা ভিন্ন অন্য রূপে দণ্ডনীয় জাল করণাপরাধ করিবার মানসে মোহর কি পট্ট প্রভৃতি প্রস্তুত করণ কি কৃত্রিম করণ, কি কৃত্রিম জানিয়া তদ্রূপ মানসে তদ্রূপ কোন মোহর প্রভৃতি নিকটে	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ

৪৭৪	কোন দলীল কৃত্রিম জানিয়া প্রকৃতের ন্যায় ব্যবহার করণার্থে নিকটে রাখন। ঐ দলীল ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৬ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
	ঐ দলীল ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার লিখিত প্রকারের হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণ দণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭৫	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল সিদ্ধ করণার্থে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৭৬	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৪৬৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট দলীল ভিন্ন অন্য দলীল সিদ্ধ করিবার জন্যে যে অঙ্কের কি চিহ্নের ব্যবহার হয় তাহা কৃত্রিম করণ কিম্বা কৃত্রিম চিহ্নিত দ্রব্য নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭৭	উইল প্রভৃতি প্রতারণা করিয়া নষ্ট কি বিকৃত করণ কিম্বা নষ্ট কি বিকৃত করিবার উদ্যোগ করণ কি গোপন করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কি ৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৭৭ক	হিসাব মিথ্যা করিয়া লিখন ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

ব্যবসায়ির ও স্বামিত্বের চিহ্ন।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৮২	কোন ব্যক্তিকে বঞ্চনা কি তাহার হানিকরণার্থে ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের কৃত্রিম চিহ্ন ব্যবহার করণ।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৩	অপচয় কি হানি করিবার মানসে অন্যের ব্যবহৃত ব্যবসায়ের কি স্বামিত্বের চিহ্ন কৃত্রিম করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৮৪	রাজকীয় কার্য্যকারক স্বামিত্বের যে চিহ্ন কিম্বা কোন দ্রব্য প্রস্তুত করণের স্থান গুণাদি জানাইবার জন্যে যে চিহ্ন ব্যবহার করেন, তাহা কৃত্রিম করণ।	ঐ	সমন ...	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কি প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৫	সাধারণ কি ব্যক্তি বিশেষের স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের চিহ্ন কৃত্রিম করণার্থে কোন ছেনি কি পট্ট কি অন্য দ্রব্য প্রতারণা করিয়া প্রস্তুত করণ কি নিকটে রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৮৬	স্বামিত্বের কি ব্যবসায়ের কৃত্রিম চিহ্নিত কোন দ্রব্য জ্ঞানপূর্ব্বক বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৮৭	যে বস্তুতে কি আধারে যে দ্রব্য না থাকে তাহাতে সেই দ্রব্য আছে এমত বিশ্বাস জন্মাইবার নিমিত্তে প্রতারণা করিয়া তাহাতে মিথ্যা চিহ্ন দেওন প্রভৃতি।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

৪৮৮	ঐরূপ কোন মিথ্যা চিহ্ন ব্যবহার করণ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৪৮৯	হানি করিবার অভিপ্রায়ে কোন স্বামিত্বের চিহ্ন লোপ কি নষ্ট কি বিকৃত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১৯ উনবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ ভাবে চাকরির চুক্তিভঙ্গের কথা।

৪৯০	জলপথে কি স্থলপথে গমন সময়ে চাকরি করিতে কিম্বা কোন ব্যক্তির কি দ্রব্যের রক্ষণাবেক্ষণ করিতে কি কোন ব্যক্তিকে বা দ্রব্যকে লইয়া যাইতে চুক্তিক্রমে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটি করণ।	ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	১ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ১০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৯১	অল্পবয়স্ক কি বিকৃতমনা কি রোগপ্রযুক্ত অক্ষম ব্যক্তির সেবা করিতে বা তাহার প্রয়োজনীয় দ্রব্য দিতে বদ্ধ হইয়া তাহা করিতে কি দিতে ইচ্ছাপূর্ব্বক ক্রটি করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৩ মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি ২০০, টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ
৪৯২	চুক্তিক্রমে নিযুক্ত কোন ব্যক্তির কতক কালের নিমিত্তে চাকরি করণার্থে নিয়োগ কর্ত্তার ব্যয়ে দূরদেশে নীত হইয়া তথায় ইচ্ছাপূর্ব্বক চাকরি পরিত্যাগ করণ কিম্বা কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিতে স্বীকার না করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	এক মাস পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা যত টাকা ব্যয় হইয়াছে তাহার দ্বিগুণ অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	ঐ

২০ বিংশ অধ্যায়।—বিবাহ সম্পর্কীয় অপরাধের কথা।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারেণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৪৯৩	বৈধ বিবাহ না হইলেও কোন পুরুষ বঞ্চনা দ্বারা বৈধ বিবাহ হইয়াছে স্ত্রীর এমত বিশ্বাস জন্মাইয়া তাহাকে সহবাস করাওন।	ওয়ারেণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারেণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	সেশন আদালত।
৪৯৪	স্বামির কি ভার্য্যার জীবদ্দশায় পুনশ্চ বিবাহ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৯৫	যাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে তাহার নিকটে পূর্ব্ব বিবাহের বৃত্তান্ত প্রকাশ না করিয়া ঐ অপরাধ করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	ঐ	১০ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৯৬	বিধি পূর্ব্বক বিবাহ হইল না জানিয়াও প্রতারণা পূর্ব্বক কোন ব্যক্তির বিবাহের অনুষ্ঠান করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড ও অর্থদণ্ড।	ঐ
৪৯৭	পর স্ত্রী গমন	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	৫ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত, প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৪৯৮	বিবাহিতা স্ত্রীলোককে অপরাধভাবে ভুলাইয়া লওন কি হরণ করণ কি আটক করিয়া রাখন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

২১ একবিংশ অধ্যায়।—অপবাদের কথা।

৫০০	অপবাদ করণ ...	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	বিনা পরিশ্রমে ২ বৎসর পর্য্যন্ত কারাদণ্ড কিম্বা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০১	কোন বিষয় অপবাদজনক জানিয়া মুদ্রিত কি খোদিত করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ
৫০২	কোন খোদিত কি মুদ্রিত দ্রব্যে অপবাদজনক বিষয় আছে জানিয়া তাহা বিক্রয় করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ

২২ দ্বাবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ ভাবে ভয় জন্মাইবার ও অপমান করিবার ও ক্লেশ দিবার কথা।

৫০৪	শান্তিভঙ্গ করাওনাভিপ্রায়ে অপমান করণ।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুইদণ্ড।	কোন মাজিষ্ট্রেট।
৫০৫	সৈন্যের অবাধ্যতা কি সাধারণের শান্তিভঞ্জন অপরাধ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে মিথ্যা বৃত্তান্ত কি জনরব রাষ্ট্র করণ।	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	ঐ	প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।
৫০৬	অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন ...	ঐ	ঐ	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে।	ঐ	ঐ
	যদি মৃত্যু কি গুরুতর পীড়া প্রভৃতি জন্মাইবার ভয় দর্শান যায়।	ঐ	ঐ	ঐ	রফা করা যাইতে পারে না।	৭ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮
ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৫০৭	অনামক পত্রাদি দ্বারা কিম্বা যে ব্যক্তি ভয় দর্শায় তাহাকে সতর্কতাপূর্ব্বক অপ্রকাশ রাখিয়া অপরাধভাবে ভয় দর্শাওন।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	রফা করা যাইতে পারে না।	পূর্ব্ব ধারার দণ্ডের অতিরিক্ত ২ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড।	সেশন আদালত কিম্বা প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৫০৮	ঈশ্বরের ক্রোধপাত্র হইবে কোন ব্যক্তির এমন বিশ্বাস জন্মাইয়া কার্য্য করাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত কোন এক প্রকারের কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কিম্বা ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম কি দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৫০৯	স্ত্রীলোকের লজ্জাশীলতার ক্ষোভ জন্মাইবার অভিপ্রায়ে কোন কথা কহন কি অঙ্গভঙ্গী করণ।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	১ বৎসর পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	প্রেসিডেন্সী মাজিস্ট্রেট কিম্বা প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেট।
৫১০	মত্ত হইয়া কোন প্রকাশ স্থানাদিতে গিয়া কোন ব্যক্তির ক্লেশ জন্মাওন।	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	চব্বিশ ঘণ্টা পর্য্যন্ত সামান্য কারাদণ্ড কি ১০ টাকা অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	কোন মাজিস্ট্রেট।

২৩ ত্রয়োবিংশ অধ্যায়।—অপরাধ করিবার উদ্যোগের কথা।

ধারা।	অপরাধ।	পোলীস ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে কি না।	সামান্যতঃ প্রথমে ওয়ারণ্ট বা সমন দিতে হয়।	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে কি না।	রফা করা যাইতে পারে কি না।	ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনমত দণ্ড।	যে আদালতের বিচার্য্য।
৫১১	দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কি কারাদণ্ডের যোগ্য অপরাধ করিবার উদ্যোগ ও সেই উদ্যোগে সেই অপরাধ হইবার জন্যে কোন ক্রিয়া করণ।	ঐ অপরাধের নিমিত্তে ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে কি না করিতে পারিলে তদনুসারে।	অপরাধের জন্যে সামান্যতঃ সমন কিম্বা ওয়ারণ্ট যাহা বাহির হইতে পারে তাহা।	অপরাধীর কল্পিত অপরাধের জন্যে হাজির জামিন লওয়া যাইতে পারিলে কি না পারিলে তদনুসারে।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয়, তাহার রফা করা যাইতে পারিলে, রফা করা যাইতে পারে।	অপরাধের নিমিত্তে অত্যধিক যত কাল দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ড কিম্বা যে প্রকারের কারাদণ্ড হইতে পারে তাহার অর্দ্ধেকের অনধিক কাল কারাদণ্ড কি অর্থদণ্ড কি ঐ দুই দণ্ড।	যে অপরাধের উদ্যোগ হয় তাহা যে আদালতের বিচার্য্য সেই আদালত।

অন্যান্য আইন বিরুদ্ধ অপরাধ।

প্রাণদণ্ডের কিম্বা দ্বীপান্তর প্রেরণদণ্ডের কিম্বা সাত বৎসর কি তদধিক কারা-দণ্ডের যোগ্য হইলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিতে পারে।	ওয়ারণ্ট ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইবে না।	রফা করা যাইতে পারে না।	......	এই আইনের ২৯ ধারার বিধানমতে।
তিন বৎসরের অধিক ও সাত বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ঐ	ঐ	ঐ কিন্তু ভারতবর্ষীয় অস্ত্রবিষয়ক ১৮৭৮ সালের আইনের ১৯ ধারামত মোকদ্দমায় হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারিবে।	ঐ	......	
তিন বৎসরের ন্যূন কাল কারাদণ্ডের যোগ্য হইলে।	ওয়ারণ্ট বিনা ধৃত করিবে না।	সমন ...	হাজিরজামিন লওয়া যাইতে পারে।	ঐ	......	
কেবল অর্থদণ্ডের যোগ্য হইলে ...	ঐ	ঐ	ঐ	ঐ	......	

তৃতীয় তফসীল।

(৩৬ ধারা দেখ।)

মফঃসল মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার কথা।

১।—তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার বা ধৃত করিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৬৫ ধারা)।

(২) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের গোচরে অপরাধ করিলে তাহাকে ধৃত করিবার এবং আটক করিয়া রাখিবার জন্য সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (৬৪ ধারা)।

(৩) ওয়ারন্টের পৃষ্ঠে লিখিবার কিম্বা ওয়ারন্টমতে অভিযুক্ত ব্যক্তি ধৃত হইলে তাহাকে স্থানান্তর করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৮৩ ও ৮৪ ও ৮৬ ধারা)।

(৪) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে ঘোষণাপত্র দিবার ক্ষমতা (৮৭ ধারা)।

(৫) বিচার করণের ক্ষমতাক্রমে আপনার সম্মুখে যে বিষয় উপস্থিত থাকে তৎসম্পর্কে সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৮৮ ধারা)।

(৬) ক্রোকী সম্পত্তি ছাড়িয়া দিবার ক্ষমতা (৮৯ ধারা)।

(৭) তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৬ ধারা)।

(৮) তলাশী পরওয়ানার পৃষ্ঠে লিখিবার ও যে দ্রব্য পাওয়া যায় তাহা সমর্পণ করণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৯৯ ধারা)।

(৯) পোলীসের অনুসন্ধান কালে যে অপরাধ স্বীকার হয় বা যে উক্তি করা যায় তাহা লিপিবদ্ধ করিবার ক্ষমতা (১৬৪ ধারা)।

(১০) পোলীসের অনুসন্ধান কালে কোন ব্যক্তিকে আটক করিয়া রাখিবার অনুমতি দেওনের ক্ষমতা (১৬৭ ধারা)।

(১১) অভিযুক্ত ব্যক্তিকে আদালতে পাওয়া গেলে তাহাকে ধৃত করিবার ক্ষমতা (৩৫১ ধারা)।

(১২) সন্দিগ্ধভাবের আশুনাশ্য দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৫ ধারা)।

২।—দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) মাজিষ্ট্রেটের বিচার করিবার কি বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা থাকিলে, পোলীসকে অপরাধের অনুসন্ধান লইবার আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (১৫৫ ধারা)।

৩।—প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(১) দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা।

(২) তদন্ত লওনের কার্য্যক্রমে না হইয়া স্থলান্তরে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯৮ ধারা)।

(৩) অন্যায়রূপে যে ব্যক্তিদিগকে আবদ্ধ করিয়া রাখা যায় তাহাদের সন্ধান লওনার্থে তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১০০ ধারা)।

(৪) শান্তিরক্ষার জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৭ ধারা)।

(৫) সদাচরণের জামিন দিতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১০৯ ধারা)।

(৬) দখলের মোকদ্দমায় আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৪৫ ও ১৪৬ ও ১৪৭ ধারা)।

(৭) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)

(৮) বাদী উপস্থিত না থাকিলে কার্য্যানুষ্ঠান বন্ধ করিবার ক্ষমতা (২৪৯ ধারা)।

(৯) ভরণপোষণের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৪৮৮ ও ৪৮৯ ধারা)।

৪ ।—মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা ।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা ।

(২) ভূম্যধিকারির নামে ওয়ারন্ট দিবার ক্ষমতা (৭৮ ধারা) ।

(৩) সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা) ।

(৪) স্থান বিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে তদ্বিষয়ের আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা) ।

(৫) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা প্রচার করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা) ।

(৬) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা ।

(৭) কোন ব্যক্তির মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা) ।

(৮) কোন ব্যক্তি মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে তাহাকে ধরিবার পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (১৮৬ ধারা) ।

(৯) নালিশ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা) ।

(১০) পোলীসের রিপোর্ট লইবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা) ।

(১১) নালিশ না হইলেও মোকদ্দমা গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা) ।

(১২) অধীন মাজিষ্ট্রেটের প্রতি মোকদ্দমা অর্পণ করিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা) ।

(১৩) অধীন মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য লিপিবদ্ধ হয় তাহা দেখিয়া দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩৪৯ ধারা) ।

(১৪) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা) ।

(১৫) আপীল ভিন্ন মোকদ্দমা উঠাইয়া লইয়া বিচার করিবার কিম্বা বিচারার্থে অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৫২৮ ধারা) ।

৫ ।—জিলার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা ।

(১) প্রথম শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেট হইলে মহকুমার মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতা ।

(২) ডাকঘরে বা টেলিগ্রাফ বিভাগে কোন দলীলের নিমিত্ত তলাশী পরওয়ানা দিবার ক্ষমতা (৯১ ধারা) ।

(৩) যে ব্যক্তি শান্তিরক্ষা বা সদাচরণ করিতে নিবদ্ধ আছে তাহাকে মুক্ত করিবার ক্ষমতা (১২৪ ধারা) ।

(৪) শান্তিরক্ষার নিবন্ধপত্র রহিত করিবার ক্ষমতা (১২৫ ধারা) ।

(৫) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা) ।

(৬) কোন কোন স্থলে অপরাধ নির্ণয় অসিদ্ধ করিবার ক্ষমতা (৩৫০ ধারা) ।

(৭) সদাচরণের জামিন দিবার আজ্ঞার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৬ ধারা) ।

(৮) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিষ্ট্রেটের দ্বারা যে অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার উপর আপীল হইলে তাহা শুনিবার কি অন্যের প্রতি অর্পণ করিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা) ।

(৯) কাগজ পত্র আনাইবার ক্ষমতা (৪৩৫ ধারা) ।

(১০) ৫১৪ ধারামতে প্রদত্ত আজ্ঞা সংশোধন করিবার ক্ষমতা (৫১৫ ধারা) ।

চতুর্থ তফসীল।

(৩৭ ও ৩৮ ধারা দেখ।)

মফঃসলের মাজিষ্ট্রেটদের প্রতি যে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটকে যে যে ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) সদাচরণের জামিন চাহিবার ক্ষমতা (১১০ ধারা)। (২) স্থানবিশেষে অনিষ্ট কার্য্য হইলে আজ্ঞা প্রভৃতি করিবার ক্ষমতা (১৩৩ ধারা)। (৩) অনিষ্টকার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (৪) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৫) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৬) কোন ব্যক্তি মাজিস্ট্রেটের বিচারাধীন স্থানের বহির্ভূত স্থানে অপরাধ করিলে তাঁহার বিচারাধীন স্থানের মধ্যে ঐ ব্যক্তিকে ধরিবার পরওয়ানা দেওনের ক্ষমতা (১৮৬ ধারা)। (৭) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৮) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৯) সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (১০) সরাসরীমতে বিচার করিবার ক্ষমতা (২৬০ ধারা)। (১১) দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটরা অপরাধ নির্ণয় করিলে তাহার উপর আপীল শুনিবার ক্ষমতা (৪০৭ ধারা)। (১২) চোরা বলিয়া যৎসম্বন্ধে অভিযোগ কি সন্দেহ হয় এরূপ দ্রব্য বিক্রয় করিবার ক্ষমতা (৫২৪ ধারা)। (১৩) যে ব্যক্তির প্রথমবার অপরাধ নির্ণয় হয় তাহার প্রতি আদেশ হইলেই উপস্থিত হইয়া নিষ্পত্তি গ্রাহ্য করিবার ও ইতি মধ্যে শান্তিভঙ্গ না করিবার ও সদাচরণ সম্পন্ন হইবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৫৬১ ধারা)। (১৪) পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা (৫৬৪ ধারা)।
	জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব এই এই ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৬) মোকদ্দমা হস্তান্তর করিয়া দিবার ক্ষমতা (১৯২ ধারা)।

দ্বিতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (৩২ ধারা)। (২) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (৩) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৪) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান লইবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৫) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৬) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৭) সন্ধানক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৮) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।
	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা। (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।
তৃতীয় শ্রেণীর মাজিস্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা দিবার ক্ষমতা। (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৬) বিচারার্থে সমর্পণ করিবার আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (২০৬ ধারা)।
	জিলার মাজিস্ট্রেট সাহেব এইং ক্ষমতা প্রদান করিতে পারিবেন।	(১) অনিষ্ট কার্য্য পুনশ্চ না হওনার্থে তন্নিবারণের আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা (১৪৩ ধারা)। (২) ১৪৪ ধারামতে আজ্ঞা করিবার ক্ষমতা। (৩) মৃত্যুর কারণানুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (১৭৪ ধারা)। (৪) নালিশক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)। (৫) পোলীসের রিপোর্টক্রমে অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা (১৯০ ধারা)।
মহকুমার মাজিস্ট্রেটকে যেং ক্ষমতা দেওয়া যাইতে পারিবে।	স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট এইং ক্ষমতা প্রদান করিবেন।	নথী আনাইবার ক্ষমতা (৪৩ ধারা)।

পঞ্চম তফসীল।

(৫৫৪ ধারা দেখ।)

পাঠ বিষয়ক।

১।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে সমন দিবার পাঠ।

(৬৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থাননিবাসী শ্রী অমুক সমীপেষু।

তোমার নামে অমুকং (যে অপরাধের অভিযোগ হয় তাহার সংক্ষেপ মর্ম্ম এই স্থলে লিখিতে হইবে) অপরাধের নালিশ হওয়াতে তাহার উত্তর দিবার জন্যে তোমার উপস্থিত হওয়া আবশ্যক। অতএব তোমার

প্রতি এই আজ্ঞা হইল তুমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আপনি (কিম্বা স্থল বিশেষে উকীলের দ্বারা) অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২।—ধৃত করিবার ওয়ারণ্ট লিখিবার পাঠ।

(৭৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (যে ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা এই ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও পদ প্রভৃতি লিখিতে হইবে।)

অমুক স্থান নিবাসী অমুকের নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে, অতএব উক্ত অমুককে ধরিয়া আমার নিকটে উপস্থিত কর তোমার প্রতি এই আদেশ হইতেছে। ইহাতে ত্রুটি না হয়।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

(৭৬ ধারা দেখ।)

এই ওয়ারণ্টের পৃষ্ঠে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারিবে।

উক্ত অমুক যদি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে উপস্থিত হইবার এবং আমার প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবার জামিন অর্থাৎ আপনি এত টাকার ও একজন প্রতিভূ এত টাকার (অথবা দুইজন প্রতিভূ প্রত্যেকে এত টাকার) জামিন দেয় তবে তাহাকে ছাড়িয়া দেওয়া যাইতে পারিবে।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

৩।—ওয়ারণ্টক্রমে ধরিবার পর নিবন্ধপত্র ও জামিনি বন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(৮৬ ধারা দেখ।)

অমুক অপরাধের অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে আমাকে উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্টক্রমে অমুক জিলার (কিম্বা স্থল বিশেষে, অমুক) মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আমাকে আনা গেলে অমুক স্থানবাসী আমি শ্রী অমুক এতদ্দারা প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে আমি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে উক্ত অভিযোগে প্রতিবাদ করিতে অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইব, এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিব। তাহাতে আমার ত্রুটি হইলে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

যে অভিযোগে শ্রীঅমুককে ধৃত করা গিয়াছে সেই অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হইবে এবং আদালতের প্রকারান্তরের আদেশ না পাওয়া পর্য্যন্ত উপস্থিত থাকিবে এতদ্বিষয়ে আমি অমুক স্থানবাসী উক্ত অমুকের প্রতিভূ স্বীকার করিলাম এবং তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

৪।—অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তাহাকে ধরিবার জন্য যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে);

এনিমিত্ত আমি এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে অমুক স্থানবাসী অদ্যাবধি এতদিনের মধ্যে উক্ত নালিশের প্রতিবাদ করিতে এই আদালতে (অথবা আমার সম্মুখে) উপস্থিত হয়, এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

মোহর (স্বাক্ষর)

৫।—সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ঘোষণাপত্রের পাঠ।

(৮৭ ধারা দেখ।)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত নালিশের বিষয় সম্বন্ধে সাক্ষ্য লইবার জন্য অমুককে (সাক্ষীর নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) এই আদালতে উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যায়, এবং উক্ত অমুকের (সাক্ষীর নাম দিবে) উপর জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া উক্ত ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে)।

এনিমিত্ত এতদ্দ্বারা ঘোষণা করিতেছি যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত আগামি অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময় অমুক স্থানের আদালতে উপস্থিত হয় এই আদেশ করা গেল।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৬।—সাক্ষীকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকের আজ্ঞার পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ শ্রীঅমুক সমীপেষু।

এই আদালতে উপস্থিত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত অমুককে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) উপস্থিত করাইবার ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় এবং সেই ওয়ারণ্ট জারী করিতে পারা যায় না বলিয়া তাহা ফেরত আসিয়াছে; এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে সে পলাইয়াছে (অথবা ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে); এবং তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আদেশ দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক তন্নির্দ্দিষ্ট সময়ে ও স্থানে উপস্থিত হইয়া সাক্ষ্য দেয় এবং সে উপস্থিত হয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত ব্যক্তির যে অস্থাবর সম্পত্তি থাকে এত টাকা মূল্য পরিমিত সেই সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে, এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় উক্ত সম্পত্তি ক্রোক করিয়া রাখিবে এবং এই ওয়ারণ্ট যে প্রকারে জারী হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

অভিযুক্ত ব্যক্তিকে উপস্থিত করাইবার ক্রোকী আজ্ঞার পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং তদনুসারে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে এবং আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্তে গোপনে আছে) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিন মধ্যে উপস্থিত হয়; এবং অমুক জেলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) গবর্ণমেণ্টে রাজস্বপ্রদায়ী ভূমি ভিন্ন উক্ত অমুকের পশ্চাল্লিখিত সম্পত্তি আছে ও তাহা ক্রোক করিবার আজ্ঞা দেওয়া গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সম্পত্তি আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও যে প্রকারে এই ওয়ারণ্ট জারী করা যায় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া ইহা ফেরত পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

কালেক্টরস্বরূপ ডেপুটী কমিশনরের দ্বারা ক্রোক করিবার অনুমতি সূচক আজ্ঞার পাঠ।

(৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার ডেপুটী কমিশনর সাহেব সমীপেষু।

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের অমুক ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়), ও তদনুসারে যে ওয়ারণ্ট দেওয়া যায় উক্ত অমুককে (নাম দিবে) পাওয়া যায় না বলিয়া সেই ওয়ারণ্ট ফেরত আসিয়াছে; ও আমার হৃদ্বোধমতে প্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) পলাইয়াছে, (অথবা উক্ত ওয়ারণ্ট জারী এড়াইবার নিমিত্ত গোপনে আছে) ও তজ্জন্য নিয়মমতে ঘোষণাপত্র প্রচার করিয়া আজ্ঞা দেওয়া যায় যে উক্ত অমুক উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিতে এত দিনের মধ্যে উপস্থিত হয়, কিন্তু সে উপস্থিত হয় নাই; ও অমুক জিলার অমুক গ্রামে (কি নগরে) উক্ত অমুকের গবর্ণমেণ্ট রাজস্ব প্রদায়ি কিয়ৎ পরিমাণ ভূমি আছে।

এজন্য তোমাকে অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত ভূমি ক্রোক করাইবে ও এই আদালতের অন্যতর আজ্ঞার অপেক্ষায় তাহা ক্রোক রাখিবে ও এই আজ্ঞানুসারে তুমি যাহা কর অবিলম্বে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৭।---ওয়ারণ্টক্রমে প্রায়েট সাক্ষীকে আনিতে হইলে ঐ ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৯০ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মচারী কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে।)

আমার নিকট নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসী অমুক এই অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও অমুক (সাক্ষীর নাম ও বর্ণনা লিখিবে) উক্ত নালিশ সম্পর্কে সাক্ষ্য দিতে পারে এরূপ প্রতীতি হয় এবং এরূপ বিশ্বাস করিবার উত্তম ও বিশিষ্ট কারণ দেখিতে পাই যে বলপূর্ব্বক না আনাইলে উক্ত নালিশের শ্রবণ সময় সে সাক্ষীস্বরূপ উপস্থিত হইবে না।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে অমুককে (নাম দিবে) ধৃত করিবে, এবং অমুক মাসের অমুক তারিখে নালিশী অপরাধ সম্বন্ধে সাক্ষ্য দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে এই আদালতে আনিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৮।—কোন বিশেষ অপরাধের সংবাদ পাওয়া গেলে পর, তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(১৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মচারী কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ ওয়ারণ্ট জারী করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে (কি নালিশ হইয়াছে) যে অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) কৃত হইয়াছে (কি কৃত হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) এবং উক্ত অপরাধের (কি সন্দিগ্ধ অপরাধের) যে তদন্ত লওয়া যাইতেছে (কি যাইবে) তৎপক্ষে অমুক দ্রব্য (স্পষ্ট করিয়া ঐ দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) উপস্থিত করা প্রয়োজনীয় ইহা আমাকে দেখান গিয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত দ্রব্য (দ্রব্য নির্দ্দেশ করিবে) অমুক স্থানে (যে বাটী কি স্থান কি তাহার অংশ তলাশ করিতে হইবে, তাহার বর্ণনা করিবে) অন্বেষণ করিবে ও পাওয়া গেলে তাহা অবিলম্বে এই আদালতে উপস্থিত করিবে। ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৯।—গচ্ছিত রাখিবার সন্দিগ্ধ স্থানের তলাশী পরওয়ানার পাঠ।

(১৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু। (কনষ্টবলের উচ্চপদস্থ পোলীসের কর্ম্মচারির নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আমার নিকটে সংবাদ আসিয়াছে ও যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার বিশ্বাস হইয়াছে যে অমুক বাটী (বাটীর কি অন্য স্থানের বর্ণনা লিখিবে) চোরা দ্রব্য গচ্ছিত রাখিবার (কি তাহা বিক্রয় করিবার) স্থানরূপে (কিম্বা উক্ত ধারা নির্দ্দিষ্ট অন্যতর কার্য্য জন্য ব্যবহৃত হইলে, উক্ত ধারার কথায় তাহা লিখিবে) ব্যবহৃত হয়।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে প্রয়োজনীয় সাহায্য লইয়া তুমি উক্ত বাটীতে (কি স্থানে) প্রবেশ করিবে ও আবশ্যক হইলে তদর্থে যুক্তিমত বল প্রয়োগ করিবে ও উক্ত বাটীর (কি অন্য স্থানের কিম্বা অংশ বিশেষ অন্বেষণ করিতে হইলে, তাহার স্পষ্ট নির্দ্দেশ করিবে) সর্ব্বাংশ খানাতলাশী করিবে ও কোন সম্পত্তি (কি দলীল কি, স্থল বিশেষে, ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা) [এবং আবশ্যক হইলে এই কথাও যোগ করিবে ও যে কোন যন্ত্র কি দ্রব্য যুক্তিমতে তোমার বিবেচনায় জাল দলীল কি স্থল বিশেষে কৃত্রিম ইষ্টাম্প কি মোহর কি মুদ্রা প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত রাখা যায়, তাহা] আটক করিয়া দখল করিবে।— এবং উক্ত যে দ্রব্য তদ্রূপে দখল করা যায় তাহা তৎক্ষণাৎ এই আদালতে আনিবে ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি কি করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১০।—শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৬ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক আমার প্রতি এতকাল শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হইয়াছে ; এই হেতুক আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শান্তিভঙ্গ করিব না কিম্বা যাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা এমত কোন কার্য্য করিব না এই প্রতিজ্ঞা করিলাম, ইহাতে আমার ক্রটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

১১।—সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিবার পাঠ।

(১০৯ ও ১১০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থান নিবাসী শ্রী অমুক আমাকে শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিতে আজ্ঞা হইয়াছে ; অতএব আমি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিব ; ইহাতে আমার ক্রটি হইলে শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

নিবন্ধপত্র জামিন সহিত লিখিয়া দিতে হইলে, এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে :-

আমরা উপরিলিখিত অমুকের জামিন হইয়া জানাইতেছি যে তিনি উক্ত কাল পর্য্যন্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর প্রতি ও তাঁহার সকল প্রজার প্রতি সদাচরণ করিবেন ; এবং তাহাতে তাঁহার ক্রটি হইলে আমরা একত্র ও স্বতন্ত্র শ্রীশ্রীমতীকে এত টাকা দণ্ড দিব।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

১২।—শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনার সংবাদ পাইলে, সমন লিখিবার পাঠ।

(১১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক সমীপেষু।

বিশ্বাসযোগ্য সম্বাদ পাইয়া আমার প্রত্যয় জন্মিয়াছে যে (এই স্থানে সম্বাদের মর্ম্ম লিখিবে) এবং তোমার দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইবার (কি যদ্দ্বারা শান্তিভঙ্গ হইতে পারে তদ্রূপ কার্য্য হইবার) সম্ভাবনা এজন্য তোমাকে এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি স্বয়ং (কিম্বা উপযুক্ত ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা) ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের পূর্ব্বাহ্ণ বেলা ১০ ঘটিকার সময় অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের কাছারিতে উপস্থিত হইয়া কারণ দর্শাইবে যে এতকাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই নিয়মে কেন তোমার প্রতি এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার (জামিন আবশ্যক হইলে এই কথাগুলি যোগ করিতে হইবে) ও একজন (কিম্বা স্থল বিশেষে দুই জন) প্রতিভূর কিম্বা একাধিক হইলে, প্রত্যেকের এত টাকার নিবন্ধপত্র দ্বারা জামিন দিবার আদেশ হইবে না।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৩।—শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন দিতে না পারিলে সমর্পণের ওয়ারণ্টের পাঠ।

(১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক এত মাস শান্তিভঙ্গ করিবে না বলিয়া একজন প্রতিভূসহ (অথবা প্রত্যেকে এত টাকার দুই জন প্রতিভূসহ) এত টাকার নিবন্ধপত্র কেন লিখিয়া দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত যে সমন দ্বারা তাহাকে আদেশ করা যায় সেই সমনক্রমে সে অমুক মাসের অমুক তারিখে স্বয়ং কি ক্ষমতাপ্রাপ্ত মোক্তার দ্বারা আমার সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছিল; এবং তৎকালে আজ্ঞা হয় যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই প্রকার জামিন দেয় (যে জামিনের আজ্ঞা করা যায় সমন লিখিত জামিনের সহিত তাহার প্রভেদ থাকিলে তাহা এইস্থলে লিখিতে হইবে) ও সে উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই।

এ জন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও উক্ত জেলে এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে। কিন্তু উক্ত কাল মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূ দ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৪।—সদাচরণের জামিন না দিলে সমর্পণ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(১২৩ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক জিলার মধ্যে গুপ্ত হইয়া আছে ও তাহার জীবনধারণের দৃশ্য সঙ্গতি নাই (অথবা সে আপনার কোন সন্তোষজনক বিবরণ দিতে পারে না);

কিম্বা

অমুকের (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাধারণ চরিত্র সম্বন্ধে আমার সম্মুখে যে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া লিপিবদ্ধ হইয়াছে তাহাতে প্রতীতি হয় যে সে রীতিমত দস্যু (অথবা স্থল বিশেষে গৃহভেদকারী, ইত্যাদি)।

এবং উহা উল্লেখ করিয়া আজ্ঞা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহাতে আদেশ করা গিয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) একজন (অথবা স্থল বিশেষে দুই কি তদধিকজন) প্রতিভূসহ আপনি এত টাকার ও উক্ত প্রতিভূ (কিম্বা তদ্রূপ প্রত্যেক প্রতিভূ) এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) সদাচরণ করিবার জামিন দিবে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত আজ্ঞা পালন করে নাই ও না করাতে ইতিমধ্যে জামিন না দিলে তাহার প্রতি এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) কারাদণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে এতকাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে রাখিবে, কিন্তু তন্মধ্যে সে স্বয়ং ও এক কি অধিক প্রতিভূদ্বারা নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া আজ্ঞা পালন করিলে, উক্ত নিবন্ধপত্র গ্রহণ করা যাইবে ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) মুক্ত করা যাইবে ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৫।—জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছে, তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(১২৩ ও ১২৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কর্ম্মচারির হেফাজতে ঐ ব্যক্তি আছে সেই কর্ম্মচারী) সমীপেষু।

অমুককে (বন্দির নাম বর্ণনা দিবে) অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারন্টক্রমে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায় ও সে পরে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের অমুক ধারামতে নিয়মিতরূপে জামিন দিয়াছে,

কিম্বা

জনসমাজে শঙ্কা বিনা তাহাকে মুক্ত করা যাইতে পারে এরূপ বিশ্বাস করিবার বিশিষ্ট হেতু দৃষ্ট হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) যদি অন্য কোন কারণে আটক থাকিবার যোগ্য না হয়, তবে তাহাকে তোমার হেফাজত হইতে অবিলম্বে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৬।—অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার আজ্ঞার পাঠ।

(১৩৩ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক (পথ কি অন্য সাধারণের স্থানে) এইরূপে (যেরূপে বাধা কি অনিষ্টজনক কার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করিবে) উক্ত রাজপথ (কি অন্য সাধারণের স্থান) ব্যবহারকারি ব্যক্তিদের বাধাজনক (কি অনিষ্টজনক) কার্য্য করিয়াছ ও উক্ত বাধা (কি অনিষ্ট) অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি স্বামী কি কার্য্যাধ্যক্ষস্বরূপ অমুক ব্যবসায় কি কার্য্য (যে বিশেষ ব্যবসায় কি কার্য্য যে স্থানে চালান যায় তাহার উল্লেখ করিবে) চালাইতেছ এবং এই কারণে (যেরূপে তদ্দ্বারা হানি হয় এই স্থানে সংক্ষেপে লিখিবে) তাহা সাধারণের স্বাস্থ্যের [কি স্বাচ্ছন্দ্যের] হানিজনক ও তাহার লোপসাধন করা কি তাহা স্থানান্তরে উঠাইয়া লইয়া যাওয়া উচিত;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি অমুক রাজপথের (পথের বর্ণনা লিখিবে) নিকটবর্ত্তী অমুক পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) স্বামী (কি তাহা তোমার অধিকারে কি কর্ত্তৃত্বাধীনে আছে) ও উক্ত পুষ্করিণীর (কি কূপের কি গর্ত্তের) বেড়া না থাকাতে (কিম্বা শঙ্কানিবারক বেড়া না থাকাতে) সাধারণের বিপদ ঘটিবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

(স্থলবিশেষে) আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) অমুক কার্য্য করিবে (অনিষ্টজনক বিষয় উঠাইয়া দিবার নিমিত্ত যাহা করিতে হইবে তাহা লিখিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে এত ঘন্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া এই আজ্ঞা কেন প্রবল করা যাইবে না তাহার কারণ দর্শাইবে;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উক্ত স্থানে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য চালান বন্ধ করিবে ও তাহা আর সেই স্থানে চালাইবে

না কিম্বা উক্ত স্থান হইতে উক্ত ব্যবসায় কি কার্য্য উঠাইয়া লইয়া যাইবে। কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে তুমি অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) উপযুক্ত বেড়া দিবে (যে প্রকারের বেড়া দিতে হইবে ও যে ভাগে দিতে হইবে তাহার উল্লেখ করিবে) কিম্বা আগামি অমুক মাসের ইত্যাদি ;

কিম্বা

এজন্য আমি এতদ্দ্বারা আজ্ঞা দিয়া তোমার প্রতি আদেশ করিতেছি যে ইত্যাদি (যথা যেমন)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৭।—পঞ্চায়ৎ নিয়োগবিষয়ক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৩৮ ধারা দেখ।)

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুকের (নাম দিবে) প্রতি এই আদেশ করিয়া (আজ্ঞা কিরূপ ফলাত্মক লিখিবে) আজ্ঞা দেওয়া যায়, এবং উক্ত আজ্ঞা যুক্তিযুত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করণার্থ পঞ্চায়ৎ নিয়োগ করিবার আজ্ঞার নিমিত্ত উক্ত অমুক (নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের দরখাস্তের দ্বারা প্রার্থনা করিয়াছে, এজন্য উক্ত প্রশ্নের বিচার ও নিষ্পত্তি করণার্থে আমি অমুক ব্যক্তিদিগকে (পঞ্চায়তের পাঁচ কি তদধিক ব্যক্তির নাম এই স্থানে দিবে) পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করিতেছি ও আদেশ দিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়ৎ এই আজ্ঞার তারিখ অবধি এত দিনের মধ্যে অমুক স্থানে আমার আফিসে তাঁহাদের নিষ্পত্তি পাঠাইবেন।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৮।—পঞ্চায়তের নিষ্পত্তির পর মাজিষ্ট্রেটের নোটিসের ও চূড়ান্ত আজ্ঞার পাঠ।

(১৪০ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও বাসস্থান লিখিবে)।

আমি এতদ্দ্বারা তোমাকে নোটিস দিতেছি যে অমুক মাসের অমুক তারিখের তোমার প্রদত্ত দরখাস্তক্রমে নিয়মমতে যে পঞ্চায়ৎ নিযুক্ত করা যায় তাঁহারা নির্ণয় করিয়াছেন যে অমুক তারিখে তোমার প্রতি এইরূপ আদেশ করিয়া (আদেশের মর্ম্ম লিখিবে) যে আজ্ঞা দেওয়া যায় তাহা যুক্তিযুত ও উপযুক্ত, এজন্য উক্ত আজ্ঞা চূড়ান্ত করা গেল ও আমি তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক সময়ের মধ্যে (সময়ের উল্লেখ করিবে) তুমি উক্ত আজ্ঞা পালন করিবে নতুবা উক্ত আজ্ঞা পালন না করণের নিমিত্ত ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের নির্দ্দিষ্ট দণ্ড প্রাপ্ত হইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

১৯।—পঞ্চায়তের তদন্ত লইবার অপেক্ষায় আসন্ন বিপদ নিবারণার্থে আজ্ঞার পাঠ।

(১৪২ ধারা দেখ।)

শ্রী অমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমি যে আজ্ঞা করি, তাহা যুক্তিমত ও উপযুক্ত কি না ইহার বিচার করিবার নিমিত্ত নিযুক্ত পঞ্চায়তের তদন্তকার্য্য অদ্যাপি চলিতেছে ও আমার নিকটে দর্শান গয়াছে যে উক্ত আজ্ঞার লিখিত অনিষ্টজনক বিষয় সম্পর্কে সাধারণের এরূপ আসন্ন গুরুতর বিপদের সম্ভাবনা যে উক্ত বিপদ নিবারণার্থে অবিলম্বে উপায় করা আবশ্যক, এজন্য ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ১৪২ ধারার বিধানমতে তোমার প্রতি আজ্ঞা দিয়া এতদ্দারা আদেশ করিতেছি যে উক্ত পঞ্চায়তের স্থানীয় তদন্তের ফলাপেক্ষায় তুমি অবিলম্বে (কিয়ৎকালীন সংরক্ষণ নিমিত্ত যে কার্য্যের আদেশ হয় স্পষ্ট করিয়া তাহার উল্লেখ করিবে)।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২০।—অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ না করণ প্রভৃতি নিষেধসূচক ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৩ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে (১৬ বা স্থল বিশেষে ২১ পাঠ দেখিয়া যথাযোগ্য কথাগুলি লিখিবে)।

এজন্য আমি এতদ্দারা তোমার প্রতি বিশেষরূপে আজ্ঞা দিয়া আদেশ করিতেছি যে আবার উক্ত দ্রব্য রাখিয়া কি (স্থল বিশেষে) রাখিতে দিয়া ইত্যাদি, তুমি উক্ত অনিষ্টজনক কার্য্য পুনশ্চ করিবে না।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২১।—বাধা জন্মাওন, হঙ্গমা প্রভৃতি নিবারণার্থে ম্যাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তোমার অধিকারে (কি কর্ত্তৃত্বাধীনে) অমুক (স্পষ্ট করিয়া দ্রব্যটীর বর্ণন করিবে) আছে, ও তুমি উক্ত ভূমিতে নর্দ্দামা কাটিয়া তাহার মাটি ও ইট নিকটস্থ রাজপথে ফেলিতে কি রাখিতে উদ্যত আছ ও তাহাতে উক্ত পথ ব্যবহারকারী ব্যক্তিদের বাধা জন্মিবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে তুমি ও অন্য কতকগুলি লোক (যে শ্রেণীর লোক তাহার উল্লেখ করিবে) অমুক রাজপথ (কি স্থল বিশেষ, অমুক স্থান) দিয়া ধর্ম্মসংক্রান্ত লোকযাত্রাক্রমে একত্র হইয়া যাইতে উদ্যত আছে ও উক্ত লোকযাত্রায় দাঙ্গা কি হঙ্গমা হইবার সম্ভাবনা;

কিম্বা

আমার নিকটে ইত্যাদি;

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দারা আজ্ঞা দিতেছি যে তুমি তোমার ভূমি হইতে তোলা মাটি কি ইট উক্ত পথের কোন স্থানে রাখিবে না কি রাখিতে দিবে না; কিম্বা

উক্ত পথ দিয়া যাত্রার লোকজনের গমন এতদ্দারা নিষেধ করিতেছি, ও তোমাকে বিশেষরূপে সাবধান করিয়া দিয়া আজ্ঞা করিতেছি যে তুমি ঐ লোকযাত্রায় মিশিবে না (অথবা অন্য যেরূপ আজ্ঞা আবশ্যক হয় দিবে)।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

২২।—বিবাদীয় ভূমি প্রভৃতি অধিকারে রাখিবার স্বত্ববানপক্ষ নির্দ্দেশ করিয়া মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৫ ধারা দেখ।)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক বিষয় (বিবাদের বিষয় সংক্ষেপ লিখিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (উভয় পক্ষের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রাম্যদলের বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা যথাযোগ্যরূপে লিপিবদ্ধ হেতুক্রমে আমার এইরূপ প্রতীতি হওয়াতে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) প্রকৃতরূপে দখল থাকিবার সম্বন্ধে আপনং দাওয়ার বর্ননাপত্র দিবার নিমিত্ত উক্ত সকল পক্ষকে আদেশ করা যায় ও তৎক্রমে যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আইনমতে উভয় পক্ষের মধ্যে কে দখল থাকিবার সত্ববান এই দাওয়ার বিবেচনা না করিয়া, আমার হৃদ্বোধ জন্মিয়াছে যে উক্ত অমুকের (নাম কি নামসমূহ কি বর্ননা দিবে) প্রকৃতপক্ষে দখল করিবার দাওয়া যথার্থ,

এজন্য আমি নিস্পত্তি করিয়া নির্দ্দেশ করিতেছি যে উক্ত অমুকের (কি অমুকদের) দখলে উক্ত বিবাদীয় বিষয় আছে ও আইনের নিয়মিত প্রণালীক্রমে যাবৎ ভ্রষ্ট না হয় উক্ত ব্যক্তি (কি ব্যক্তিরা) তাহা দখল রাখিবার স্বত্ববান, এবং ইতিমধ্যে তাহার (কি তাহাদের) দখলের কোনরূপ বিঘ্নকরণ বিশেষরূপে নিষেধ করিতেছি;

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৩।—ভূমি প্রভৃতির দখল লইয়া বিবাদ হইলে ক্রোক করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(১৪৬ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ কিম্বা অমুক স্থানের

কালেক্টর সমীপেষু।

আমার নিকটে দর্শান গিয়াছে যে আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক বিষয় (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) লইয়া অমুক ব্যক্তিদের মধ্যে (পক্ষদের নাম ও বাসস্থান কিম্বা গ্রাম্যদলের মধ্যে বিবাদ হইলে, কেবল বাসস্থান লিখিবে) যে বিবাদ আছে তাহাতে শান্তিভঙ্গ হইবার সম্ভাবনা, ও প্রকৃত পক্ষে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়ের) দখল সম্বন্ধে তাহাদের আপনং দাওয়ার বর্ননাপত্র লিখিয়া দিতে উক্ত উভয় পক্ষের প্রতি যথাযোগ্যরূপে আদেশ করা যায় ও উক্ত দাওয়ার নিয়মিত তদন্ত লইয়া আমি নিস্পত্তি করিয়াছি যে উক্ত উভয় পক্ষের মধ্যে কাহারও দখলে উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) নাই কিম্বা ঐ উভয় পক্ষের মধ্যে কোন্ পক্ষ যে পূর্ব্বোক্তমতে দখলীকার ছিলেন তদ্বিষয়ে আমি কিছুই স্থির করিতে পারি নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত (বিবাদীয় বিষয়) দখলে লইয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও যাবৎ পক্ষদের স্বত্ব কিম্বা দখল করিবার দাওয়া নির্ণয়সূচক উপযুক্ত আদালতের ডিক্রী কি আজ্ঞা না হয় উহা ক্রোক করিয়া রাখিবে; ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠালিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরৎ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

২৪।—স্থলে কি জলে কোন কার্য্য করিবার নিষেধসূচক মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞার পাঠ।

(১৪৭ ধারা দেখ।)

আমার বিচারাধীন স্থানের অন্তর্বর্ত্তী অমুক ভূমি (কি জল) (সংক্ষেপে বিবাদীয় বিষয়ের উল্লেখ করিবে) কেবল (অমুক ব্যক্তি কি ব্যক্তিগণ) দখলের দাওয়া করেন বলিয়া তাহার ব্যবহার করণের স্বত্ব সম্পর্কে বিবাদ উত্থিত হওয়াতে, তদ্বিষয়ের যথাযোগ্য তদন্ত লইয়া আমার প্রতীতি হইয়াছে যে উক্ত ভূমি (কি জল)

সাধারণের তদ্রূপ ব্যবহারযোগ্য (কিম্বা কোন ব্যক্তির কি বিশেষ শ্রেণীর ব্যক্তির হইলে, তাহার কি তাহাদের বর্ণনা লিখিবে) ও (যদি বৎসরের সমুদয় সময় ব্যবহার করা যাইতে পারে) উক্ত তদন্তানুষ্ঠান করিবার তিন মাস মধ্যে , কিম্বা যদি বৎসরের কাল বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে " বৎসরের যে কাল বিশেষে ব্যবহার করা যাইতে পারে শেষ বারের সেই কালে ") উক্তরূপ ব্যবহার হইয়াছে।

এজন্য আমি আজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত (দখলের দাওয়াদার কি দাওয়াদারেরা) কিম্বা তাঁহাদের পক্ষে কেহ, যাবৎ উপযুক্ত আদালতের এই মর্ম্মের ডিক্রী কি আজ্ঞা না পান যে তিনি (কি তাঁহারা) কেবল উক্ত ভূমি (কি জল) দখল করিবার স্বত্ববান্, তাবৎ পূর্ব্বোক্ত ব্যবহার করিবার স্বত্বভোগ বর্জ্জিত উক্ত ভূমি (কি জলের) দখল লইবেন না (কি রাখিবেন না)।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই আজ্ঞা প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (সাক্ষর)

২৫।—পোলীস কর্ম্মচারির সম্মুখে প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(১৬৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক (নাম দিবে) আমার নামে অমুক অপরাধের অভিযোগ হওয়াতে ও তদন্তের পর অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে উপস্থিত হইবার আদেশ হওয়াতে কিম্বা তদন্তের পর আদেশ হইলেই অমুক স্থানে উপস্থিত হইবার নিজে মুচলকা লিখিয়া দিবার আজ্ঞা হওয়াতে আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের আরো প্রতিবাদ করিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে। ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(সাক্ষর)

শ্রীঅমুক অমুক মাসের অমুক তারিখে (কিম্বা পরে যে দিনে উপস্থিত হইবার আদেশ হয় সেই দিনে) এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইবে ও তাহার নামে যে অভিযোগ আছে তাহার আরো প্রতিবাদ করিবে, এই বিষয়ে আমি (কিম্বা আমরা সংস্পৃষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে সকলে ও প্রত্যেকে) উপরোক্ত অমুকের জামিন স্বীকার করিতেছি ; ও তাহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

২৬।—মোকদ্দমা করিবার বা সাক্ষ্য দিবার নিবন্ধপত্রের পাঠ।

(১৭০ ধারা দেখ।)

অমুকের নামে অপরাধের যে অভিযোগ হইয়াছে তদ্বিষয়ে অমুক স্থান নিবাসী শ্রীঅমুক আমি আগামি অমুক মাসে অমুক তারিখে বেলা এত ঘণ্টার সময়ে অমুক স্থানের অমুক আদালতে উপস্থিত হইয়া তৎকালে তাহার বিপক্ষে মোকদ্দমা চালাইব (অথবা স্থল বিশেষে মোকদ্দমা চালাইব ও সাক্ষ্য দিব অথবা সাক্ষ্য দিব) এই প্রতিজ্ঞা করিতেছি ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে আমি ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

২৭।—গবর্ণমেণ্টের উকীলকে মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক সমর্পণের নোটিস দিবার পাঠ।

(২১৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা নোটিস দিতেছেন যে তিনি অমুককে আগামি সেশনে বিচারার্থে সমর্পণ করিয়াছেন; ও উক্ত মাজিষ্ট্রেট এতদ্দ্বারা আদেশ দিতেছেন যে গবর্ণমেণ্টের উকীল উক্ত মোকদ্দমার অভিযোগ চালান।

অভিযুক্ত ব্যক্তির নামে অভিযোগ হইয়াছে যে (অভিযোগপত্রে অপরাধের যেরূপ উল্লেখ আছে এই স্থলে তদ্রূপ উল্লেখ করিবে)।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

২৮।—অভিযোগের পাঠ।

(২২১ ও ২২২ ও ২২৩ ধারা দেখ।)

(১)—অভিযোগপত্রে একমাত্র দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ভারতেশ্বরী শ্রীশ্রীমতী মহারাণীর বিপক্ষে যুদ্ধ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১২১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ (প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট অভিযোগপত্র প্রস্তুত করিলে সেশন আদালতের পরিবর্ত্তে হাই কোর্ট লিখিতে হইবে।)

দণ্ডবিধির আইনের ১২১ ধারা।

(গ) অতএব উক্ত আদালতে উক্ত অভিযোগপত্রে তোমার বিচার হয় এই আদেশ করিলাম।

(মাজিষ্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর)।

(ঘ) চিহ্নিত কথার পরিবর্ত্তে পশ্চাৎ লিখিত অন্যতর প্রকারের কথা লেখা যাইতে পারিবে।

(২)—ভারতবর্ষের গবর্ণর জেনরল সাহেবের মন্ত্রিসভার সভ্য মান্যবর অমুক সাহেব উক্ত সভ্যস্বরূপে বৈধ ক্ষমতামতে কার্য্য না করেন এই নিমিত্তে তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে ঐ সভ্যের প্রতি আক্রমণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১২৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১২৪ ধারা।

(৩)—তুমি অমুক কর্ম্মবিভাগের রাজকীয় কার্য্যকারক হইয়া স্বীয় পদ সম্পর্কীয় কোন কর্ম্ম না করিবার প্রবৃত্তিস্বরূপে আপনার আইনমত বেতন ভিন্ন অমুক [নামক] ব্যক্তির নিমিত্তে অমুক (নামক) ব্যক্তির স্থানে পারিতোষিক গ্রহণ করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধি আইনের ১৬১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬১ ধারা।

(৪)—তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে অমুক কর্ম্ম করিয়াছিলে (কিম্বা স্থল বিশেষে অমুক কর্ম্ম কর নাই) ও তাহা অমুক সালের অমুক আইনের অমুক ধারার বিধানের বিপক্ষে অমুকের বিঘ্নজনক ছিল ইহা জানিতে; ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৬৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৬৬ ধারা।

(৫) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওয়া সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে,

১৯৩ ধারা।

আর তুমি সেই কথা মিথ্যা জানিয়া কিম্বা মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিয়া কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস না করিয়া কহিয়াছিলে, ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৬) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে জ্ঞান কৃত বধের তুল্য নয় এমত অপরাধযুক্ত নরহত্যা করিয়া অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়াছ, ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৪ ধারা।

(৭) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে আনন্দ মত্ত হইয়া আত্মহত্যা করিবার উদ্যোগ করিলে তুমি তাহার আত্মঘাতী হইবার সহায়তা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৬ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০৬ ধারা।

(৮) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে ইচ্ছাপুর্ব্বক অমুকের গুরুতর পীড়া জন্মাইয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩২৫ ধারা।

(৯) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে অমুকের উপর (নাম দিবে) দস্যুতা করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯২ ধারা।

(১০) তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে ডাকাইতী করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৯৫ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের [কি হাই কোর্টের] বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৯৫ ধারা।

মাজিস্ট্রেটের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে "সেশন আদালতের বিচার্য্য" এই কথা ত্যাগ করিয়া "আমার বিচার্য্য" এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে। (গ) প্রকরণে "উক্ত আদালতে" এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(২)—অভিযোগ দুই কি তদধিক দফা থাকিলে।

(ক) অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক আমি শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

(খ) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া অকৃত্রিম বলিয়া অমুক (নামক) ব্যক্তিকে দিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে কোন মুদ্রা কৃত্রিম জানিয়া তাহা অকৃত্রিমরূপে গ্রহণ করিতে অমুকের প্রবৃত্তি জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ২৪১ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(গ) অতএব উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয় আমার এই আদেশ (মাজিস্ট্রেট সাহেবের স্বাক্ষর ও মোহর)।

(খ) প্রকরণের পরিবর্ত্তে এইরূপ কথা লেখা যাইতে পারে।

(২) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালে অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে, অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া জ্ঞানকৃত বধ করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩০২ ও ৩০৪ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে অমুকের মৃত্যুর কারণ হইয়া অপরাধ যুক্ত নরহত্যা করিয়াছ। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩০৪ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

(৩) প্রথম। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে চুরি করিয়া ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

৩৭৯ ও ৩৮২ ধারা।

দ্বিতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পুর্ব্বে কি পরে চুরি করিবার অভিপ্রায়ে কোন ব্যক্তির প্রাণ নাশ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

তৃতীয়। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে চুরি করণের পর পলায়ন করিতে পারিবার নিমিত্তে কোন ব্যক্তিকে অবরুদ্ধ করিবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছিলে ; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

চতুর্থ। তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কি তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে, চৌর্য্যক্রমে অপহৃত দ্রব্য রাখিতে পার এই নিমিত্তে কোন ব্যক্তির পীড়া দিবার ভয় জন্মাইবার উদ্যোগ করিয়া চুরি করিয়াছ ; ইহাতে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩৮২ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

১৯৩ ধারামতে অমুকপে অভিযোগ।

(৪) অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুক ব্যাপারের তদন্ত লওন সময়ে তুমি সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে " " এবং অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে কি পরে শ্রীঅমুকের সম্মুখে অমুকের বিচার হওন সময়ে সাক্ষ্য দেওন কালে এই কথা কহিয়াছিলে যে " " ইহার মধ্যে এক কথা তুমি মিথ্যা জানিতে কি মিথ্যা বলিয়া বিশ্বাস করিতে কিম্বা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে না। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৯৩ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (কি হাই কোর্টের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

মাজিষ্ট্রেটদের দ্বারা মোকদ্দমার বিচার হইলে, " সেশন আদালতের বিচার্য্য " এই কথা ত্যাগ করিয়া " আমার বিচার্য্য " এই কথা প্রয়োগ করিতে হইবে এবং " উক্ত আদালতে " এই কথা ত্যাগ করিতে হইবে।

(৩) পূর্ব্ব অপরাধ নির্ণয় হইবার পর চুরি করিবার অভিযোগ হইলে ;

অমুক স্থানের মাজিষ্ট্রেট প্রভৃতি শ্রীঅমুক শ্রীঅমুক (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) তোমার নামে এই অভিযোগ করিলাম।

তুমি অমুক স্থানে অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে কিম্বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে বা পরে চুরি করিয়াছিলে। ইহাতে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৩৭৯ ধারামতে দণ্ডনীয় ও সেশন আদালতের (অথবা স্থল বিশেষ হাই কোর্টের বা মাজিষ্ট্রেটের) বিচার্য্য অপরাধ করিয়াছ।

এবং তুমি উক্ত শ্রীঅমুক অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম) উক্ত অপরাধ করিবার পূর্ব্বে, অর্থাৎ অমুক সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ১৭ অধ্যায়মতে তিন বৎসর কারাদণ্ডে দণ্ডনীয় অপরাধে অর্থাৎ রাত্রিযোগে দোষ ভাবে পরগৃহে প্রবেশ অপরাধে (যে ধারামতে অভিযুক্ত ব্যক্তির অপরাধ নির্ণয় হয় সেই ধারায় যেং শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে তদ্দ্বারা অপরাধের বর্ণনা করিতে হইবে) অমুক আদালত কর্ত্তৃক (যে আদালত কর্ত্তৃক অপরাধী নির্ণীত হয় সেই আদালতের নাম দিবে) অপরাধী নির্ণীত হইয়াছিলে। উক্ত অপরাধ নির্ণয় অদ্যাপি সম্পূর্ণরূপে বলবৎ ও ফলবৎ আছে এবং তুমি তজ্জন্য ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৭৫ ধারামতে অধিক দণ্ড পাইবার যোগ্য।

অতএব আমার আদেশ এই যে, উক্ত অভিযোগক্রমে উক্ত আদালতে তোমার বিচার হয়।

২৯।—কোন মাজিষ্ট্রেট কারাদণ্ডের কি অর্থদণ্ডের আজ্ঞা করিলে তদনুসারে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(২৪৫ ও ২৫৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপে।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার (নাম পদসূচক খ্যাতি দিবে) সম্মুখে ১৮ সালের কালেণ্ডরের এত নং মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুক (আসামীর নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের কি অমুক আইনের এই (কি এইং) ধারামতে অমুক অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে এই দণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে (সম্পূর্ণভাবে ও স্পষ্টরূপে দণ্ডের উল্লেখ করিবে)।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (আসামীর নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তথায় আইনমতে পূর্ব্বোক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৭০।—ক্রোক করিয়া ক্ষতিপূরণের টাকা আদায় না হইলে কারাদণ্ডের ওয়ারণ্টের পাঠ।

(২৫০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (অভিযুক্ত ব্যক্তির নাম ও বর্ণনা লিখিবে) বিরুদ্ধে এই বলিয়া নালিশ করে যে (নালিশের মর্ম্ম সংক্ষেপে লিখিবে) ও অনর্থক ও বিরক্তিকর বলিয়া তাহা ডিসমিস করা গিয়াছে ও ডিসমিস করিবার আজ্ঞায় উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) প্রতি ক্ষতিপূরণ স্বরূপ এত টাকা দিবার আদেশ হইয়াছে; ও উক্ত টাকা দেওয়া যায় নাই ও উক্ত অমুকের (বাদির নাম দিবে) অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া তাহা আদায় করা যাইতে পারে না ও ইতি মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, তাহার এত দিনের কারাদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও তাহাকে ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির আইনের ৬৯ ধারার বিধানের নিয়মাধীনে এত কাল উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে কিন্তু ইতিমধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া গেলে, তাহা পাইয়া তাহাকে মুক্ত করিবে। যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৭১।—সাক্ষীর নামে সমনের পাঠ।

(৬৮ ও ২৫২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রী অমুক সমীপেষু।

আমার নিকটে নালিশ হইয়াছে যে অমুক স্থানবাসী অমুক অমুক অপরাধ (সময় ও স্থানসহ সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) করিয়াছে (কি করিয়াছে বলিয়া সন্দেহ হয়) ও আমার বোধ হয় যে তুমি অভিযোগের পক্ষে প্রয়োজনীয় সাক্ষ্য দিতে পারিবে।

এজন্য উক্ত নালিশের বিষয় সম্পর্কে তুমি যাহা জান তাহার সাক্ষ্য দিতে আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময়ে তুমি এই আদালতে উপস্থিত হইবে, ও আদালতের অনুমতি না লইয়া তথা হইতে চলিয়া যাইবে না এতদ্দারা তোমার প্রতি এই সমন দেওয়া গেল ও তোমাকে সাবধান করা যাইতেছে যে তুমি ন্যায়ানুগত কারণ বিনা উক্ত তারিখে উপস্থিত হইতে উপেক্ষা কি অস্বীকার করিলে, তোমাকে বলপূর্ব্বক উপস্থিত করাইবার নিমিত্ত ওয়ারণ্ট দেওয়া যাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৭২।—জুরর ও আসেসরদিগকে সমন করিবার নিমিত্ত জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেবের প্রতি আদেশপত্রের পাঠ।

(৩২৬ ধারা দেখ।)

অমুক জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব সমীপেষু।

আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানের আদালত ঘরে ফৌজদারী সেশন বসিবে এই আদালতে জুরর ও আসেসরদের যে সংশোধিত ফর্দ দেওয়া গিয়াছে তদ্ভুক্ত নামের মধ্য হইতে নিয়মিতরূপে গুলিবাঁটক্রমে এতল্লিখিত ব্যক্তিদের নাম নির্ব্বাচিত হইয়াছে, এজন্য এতদ্দারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত তারিখে পূর্ব্বাহ্ণ দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবার সমন উক্ত

ব্যক্তিদিগকে দিবে ও এই আদেশ অনুসারে তুমি যে ইহা করিলে উক্ত সময়ের মধ্যে তাহার সার্টিফিকেট পাঠাইবে।

(এই স্থলে জুরর ও আসেসরদের নাম দিবে।)

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই আদেশপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

৩৩।—জুরর কি আসেসরকে সমন দিবার পাঠ।

(৩২৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

আগামি ফৌজদারী সেশনে আসেসর (কি জুরর) স্বরূপ তোমার উপস্থিত হইবার আজ্ঞাসূচক অমুক স্থানের সেশন আদালতের আদেশপত্র আমার নিকটে প্রেরিত হওয়াতে তুমি আগামি অমুক মাসের অমুক তারিখে পূর্ব্বাহ্ন দশ ঘটিকার সময় উক্ত সেশন আদালতে উপস্থিত হইবে, তোমাকে এতদ্দ্বারা এই সমন দেওয়া গেল।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই সমনপত্র প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

৩৪।—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৭৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে সেশন হয় উক্ত সেশনে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমার (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামীর অমুকের (আসামির নাম দিবে) দণ্ডবিধির আইনের এত ধারামতে বধস্বরূপ অপরাধজনক নরহত্যাপরাধ নিয়মিতরূপে নির্ণীত হইয়া প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইয়াছে ও অমুক স্থানের অমুক কোর্ট কর্ত্তৃক উক্ত দণ্ডাজ্ঞা দৃঢ় করণের অপেক্ষা আছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টসহ উক্ত অমুককে (আসামির নাম দিবে) উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও যাবৎ অমুক কোর্টের আজ্ঞা ফলবতী করণার্থে এই আদালতের অন্যতর ওয়ারন্ট কি আজ্ঞা না পাও তাহাকে তথায় নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

৩৫।—প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা সাধন করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৩৮১ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু)।

১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় (প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যাহা হউক) আসামী অমুককে (আসামির নাম দিবে) অমুক মাসের অমুক তারিখের এই আদালতের ওয়ারন্টক্রমে প্রাণদণ্ডের আজ্ঞাধানে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞার দৃঢ়ীকরণাত্মক অমুক কোর্টের আজ্ঞা এই আদালতে গৃহীত হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট, [কি রক্ষক] তদাজ্ঞাসাধন করিবার নিয়মিত সময়ে ও স্থানে যাবৎ উক্ত অমুক না মরে তাহার গলায় উদ্বন্ধনদ্বারা উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন করিবে, এবং উক্ত দণ্ডাজ্ঞা সাধন হইয়াছে, পৃষ্ঠলিপিক্রমে ইহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট এই আদালতে ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮   সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর)   (স্বাক্ষর)

৩৬।—দণ্ড পরিবর্ত্তনের পর ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৩৮১ ও ৩৮২ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু)।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে যে সেশন বসে তাহাতে কালেণ্ডরের এত নম্বর মোকদ্দমায় প্রথম কি দ্বিতীয় কি তৃতীয় ইত্যাদি যে হউক) আসামী অমুকের (আসামির নাম দিবে) ভারতবর্ষীয় দণ্ডবিধির এত ধারামতে দণ্ডনীয় অমুক অপরাধ নির্ণয় হইয়া এই দণ্ডের আজ্ঞা হয় ও তদনুসারে তাহাকে তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা যায়; এবং অমুক আদালতের আজ্ঞাদ্বারা (যে আজ্ঞার নোকল লিপি এতৎসঙ্গে দেওয়া গেল) উক্ত দণ্ডাজ্ঞার নির্দ্দিষ্ট দণ্ডের পরিবর্ত্তে যাবজ্জীবন দ্বীপান্তর (কি অন্য যেরূপ হয়) দণ্ডের আদেশ হইয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুক সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) যাবৎ উক্ত আজ্ঞামতে দ্বীপান্তর দণ্ড ভোগ করণার্থে উপযুক্ত কর্ত্তৃত্বাধীনে ও হেফাজতে উক্ত অমুককে [নাম দিবে] সমর্পণ করিতে না পার, তাবৎ তাহাকে আইনের আদেশমতে নির্ব্বিঘ্নে উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে রাখিবে;

কিম্বা

লঘুকৃত দণ্ডের আজ্ঞা কারাদণ্ডের হইলে "যাবৎ" অবধি "তাবৎ" পর্য্যন্ত কথা না লিখিয়া "হেফাজতে রাখিবে" এই কথার পরে এইং কথা দিবে "ও উক্ত আজ্ঞামতে আইন অনুসারে তথায় কারাদণ্ড সাধন করিবে।"

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল;

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৭।—ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা অর্থদণ্ড আদায় করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৩৮৬ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (যে পোলীসের কর্ম্মকার. কি অন্য ব্যক্তি কি ব্যক্তিরা ওয়ারণ্ট সাধন করিবে তাহার কি তাহাদের নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার সম্মুখে অমুকের (অপরাধীর নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবেক) নির্ণয় হইয়া এত টাকা অর্থ দণ্ড দিবার আজ্ঞা হয় এবং উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি উক্ত অর্থ দণ্ড দিবার আদেশ হইলেও সে উক্ত টাকা কি তাহার কোন অংশ দেয় নাই;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় লিখিবে) কিম্বা অবিলম্বে উক্ত টাকা না দেওয়া গেলে উক্ত ক্রোককৃত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত অর্থ দণ্ডের টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে। এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৮।—কোন ২ অবজ্ঞার মোকদ্দমার অর্থদণ্ড হইলে, কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৪৮০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অদ্য আমার সম্মুখে আদালতের অধিবেশনে অমুক (অপরাধীর নাম ও বর্ণনা দিবে) আদালতের সম্মুখে (কি দৃষ্টিগোচরে) ইচ্ছাপূর্ব্বক অবজ্ঞাকরণাপরাধ করিয়াছে।

এবং এইরূপ অবজ্ঞা নিমিত্ত আদালত অমুকের (অপরাধীর নাম দিবে) এত টাকা অর্থদণ্ডের, ও তাহা না দিলে এত কাল (মাস কি দিনের সংখ্যা লিখিবে) কারাদণ্ড ভোগের আজ্ঞা করিয়াছেন ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (অপরাধীর নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও ইতিমধ্যে উক্ত অর্থদণ্ড প্রদত্ত না হইলে এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে এবং উক্ত টাকা পাইলে তৎক্ষণাৎ তাহাকে মুক্ত করিবে ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হইল পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৩৯।—সাক্ষী উত্তর দিতে অস্বীকার করিলে মাজিষ্ট্রেটের বা জজের তাহাকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৪৮৫ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক (আদালতের কর্ম্মকারকের নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) সাক্ষীস্বরূপ সমন প্রাপ্ত হইয়া কিম্বা এই আদালতের সম্মুখে আনীত হইয়া ও অপরাধের অভিযোগের তদন্ত কালে অদ্য সাক্ষ্য দিবার আদেশ প্রাপ্ত হইয়া উক্ত অপরাধের অভিযোগ সম্বন্ধে যে (কি যে যে) প্রশ্ন তাহার প্রতি করা গিয়া নিয়মিতরূপে লেখা যায়, অস্বীকার করিবার ন্যায়ানুগত কারণ না দর্শাইয়া সেই প্রশ্নের উত্তর দিতে অস্বীকার করে এবং উক্ত অবজ্ঞা নিমিত্ত তাহাকে এতকাল (আটক করিয়া রাখিবার কাল নির্দ্দেশ করিবে) হেফাজতে আটক করিয়া রাখিবার আদেশ হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অমুককে (নাম দিবে) হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং ইতিমধ্যে সাক্ষ্য দিতে ও জিজ্ঞাসিত প্রশ্নের উত্তর করিতে সম্মত না হইলে এত দিন তাহাকে তোমার হেফাজতে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও তাহার শেষ দিনে কিম্বা তদ্রূপ সম্মতি জ্ঞাত হইবা মাত্র আইনমতে কার্য্য হইবার নিমিত্ত তাহাকে এই আদালতের সম্মুখে আনিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪০।—ভরণপোষণের টাকা না দিলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৪৮৮ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট [কি রক্ষক] সমীপেষু।

আমার সম্মুখে প্রমাণ হইয়াছে যে অমুকের [নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে] যে সঙ্গতি আছে তাহাতে সে আপন স্ত্রীর (নাম দিবে) কি এই২ কারণ [কারণ উল্লেখ করিবে] বশতঃ আত্মভরণপোষণাক্ষম সন্তানের (নাম দিবে) ভরণপোষণ করিতে পারে ও তৎকার্য্য করিতে সে উপেক্ষা (কি অস্বীকার) করিয়াছে ও তাহার স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে এবং ইহাও সপ্রমাণ হইয়াছে যে উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই এবং তজ্জন্য উক্ত জেলে তাহার এত কাল সামান্য (কি কঠোর) কারাদণ্ডের আজ্ঞা করা গিয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এই ওয়ারণ্ট সহিত উক্ত জেলে তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে, ও তথায় আইনমতে উক্ত আজ্ঞা সাধন করিবে; ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪১।—ক্রোক ও বিক্রয় দ্বারা ভরণপোষণের টাকা আদায় প্রবল করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৪৮৮ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু।

(যে পোলীস কর্ম্মকারক কি অন্য ব্যক্তি ওয়ারণ্ট সাধন করিবে তাহার নাম ও খ্যাতি লিখিবে)।

আপন স্ত্রীর (কি সন্তানের) ভরণপোষণ নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি মাসিক এত টাকা দিবার আজ্ঞা নিয়মিতরূপে করা গিয়াছে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) স্বেচ্ছাপূর্ব্বক উক্ত আজ্ঞা অমান্য করিয়া অমুক (কি অমুক অমুক) মাসের বৃত্তিস্বরূপ এত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে ও তদ্রূপ ক্রোক হইবার পর এত কাল মধ্যে (যত দিন কি ঘণ্টা সময় দেওয়া যায় তাহা লিখিবে) কিম্বা অবিলম্বে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোকক্বত অস্থাবর সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা পরিশোধ করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪২।—মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে প্রথম স্থলীয় তদন্ত সময়ে নিবন্ধপত্রের ও জামিনী নিবন্ধ পত্রের পাঠ।

(৪৯৬ ও ৪৯৯ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী আমি অমুক (নাম দিবে) অমুক অপরাধের অভিযোগে অমুক স্থানের মাজিস্ট্রেটের সম্মুখে আনীত হইয়াছি ও তাঁহার আদালতে ও আবশ্যক হইলে, সেশন আদালতে আমার উপস্থিত হইবার জামিন দিবার আদেশ পাইয়াছি, অতএব আমি প্রতিজ্ঞা করিতেছি যে উক্ত অভিযোগের প্রথমস্থলীয় তদন্তের প্রতিদিন উক্ত মাজিস্ট্রেটের আদালতে উপস্থিত হইব এবং উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয়, আমার বিরুদ্ধে উক্ত অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার আদেশ পাইলেই উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিব, ইহাতে আমার ত্রুটি হইলে, শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব, এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং

(স্বাক্ষর)

উক্ত অমুকের (নাম দিবে) নামে যে অপরাধের অভিযোগ হইয়াছে তাহার প্রথমস্থলীয় তদন্তের প্রতি দিন অমুকের আদালতে সে উপস্থিত হইবে, উক্ত মোকদ্দমা যদি বিচারার্থে সেশন আদালতে প্রেরিত হয় তাহার বিরুদ্ধে অভিযোগের প্রতিবাদ করিবার নিমিত্ত উক্ত আদালতে উপস্থিত হইতে থাকিবে আমি (কিম্বা আমরা সংসৃষ্টভাবে কি স্বতন্ত্ররূপে সকলে ও প্রত্যেকে) এই বিষয়ে অমুকের জামিন স্বীকার করিলাম, ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে আমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিব এই মর্ম্মের নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিলাম।

১৮ সাল তাং (স্বাক্ষর)

৪৩।—জামিন না দেওয়াতে যে ব্যক্তি কারাবদ্ধ হয় তাহাকে মুক্ত করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫০০ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক কিম্বা অন্য যে কর্ম্মচারির হেফাজতে উক্ত ব্যক্তি থাকে সেই কর্ম্মচারী) সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে এই আদালতের ওয়ারণ্টক্রমে অমুককে (বন্দির নাম ও বর্ণনা দিবে) তোমার হেফাজতে সমর্পণ করা গিয়াছে ও তদনন্তর সে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনের ৪৯৯ ধারামতে জামিন কি জামিনদের সহ নিয়মিতরূপে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছে;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করিতেছি যে তুমি উক্ত অমুক (নাম দিবে) অন্য কোন বিষয়ের নিমিত্ত আটক থাকিবার যোগ্য না হইলে তাহাকে অবিলম্বে তোমার হেফাজত হইতে মুক্ত করিবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৪।—নিবন্ধপত্র প্রবল করণার্থে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) স্বীয় মুচলকা অনুসারে অমুক কার্য্যের উপলক্ষে (উপলক্ষের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হয় নাই ও তদ্রূপ ত্রুটিপ্রযুক্ত শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের টাকার) দায়ী হইয়াছে; এবং উক্ত অমুককে (নাম দিবে) নিয়মিতরূপে নোটিস দেওয়া গেলেও সে উক্ত টাকা দেয় নাই অথবা উক্ত টাকা তাহার নিকট কেন আদায় করা যাইবে না ইহার উপযুক্ত কারণ দেখায় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে এবং তিন দিনের মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে, উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৫।—নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে জামিনকে নোটিস দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হইবে এই বিষয়ে তুমি ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে তাহার জামিন লইয়া নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে যে ইহাতে তাহার ত্রুটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) এই আদালতের সম্মুখে উপস্থিত হয় নাই, ও উক্ত ত্রুটিপ্রযুক্ত তোমার এত টাকা দণ্ড হইয়াছে,

এজন্য এতদ্দারা তোমার প্রতি আদেশ দেওয়া যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা তোমার নিকটে কেন উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা আদায় করা যাইবে না, এই তারিখ অবধি এত দিন মধ্যে তাহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৬।—সদাচরণের নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস জামিনকে দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানবাসী শ্রীঅমুক সমীপেষু।

অমুক স্থানবাসী অমুক (নাম দিবে) এতকাল শান্তিভঙ্গ করিবে না এই বিষয়ে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়া তুমি তাহার জামিন হইয়া প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে যে ইহাতে ক্রটি হইলে তুমি শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীকে এত টাকা দণ্ড দিবে এবং তুমি জামিন হইবার পর অপরাধ করিয়াছে বলিয়া উক্ত অমুকের (নাম দিবে) অমুক অপরাধ (সংক্ষেপে অপরাধের উল্লেখ করিবে) নির্ণয় হইয়াছে ও তাহাতে তোমার জামিনী নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি এতদ্দ্বারা আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত অর্থদণ্ডের টাকা দিবে, কিম্বা উহা কেন দিবে না, এত দিন মধ্যে ইহার কারণ দর্শাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই নোটিস প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৭।—জামিনের বিরুদ্ধে ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু

অমুক (নাম, বর্ণনা ঠিকানা লিখিবে) অমুকের উপস্থিত হইবার (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ক্রটি করিয়াছে, সুতরাং শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার (নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকার) দায় হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া রাখিয়া ক্রোক করিবে ও তিন দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারণ্ট সাধন করিবার অব্যবহিত পরেই এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহরযুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৮।—যে অভিযুক্ত ব্যক্তির হাজির জামিন লওয়া গিয়াছে, তাহার জামিনকে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের জেলের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

অমুক (জামিনের নাম ও বর্ণনা দিবে) অমুকের (নিবন্ধপত্রের নিয়মের উল্লেখ করিবে) উপস্থিত হইবার জামিনস্বরূপ আপনাকে নিবন্ধ করিয়াছে; ও উক্ত অমুক (নাম দিবে) তাহাতে ক্রটি করিয়াছে সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের লিখিত অর্থদণ্ডের টাকা শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর পাওনা হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (জামিনের নাম দিবে) যথাযোগ্য নোটিস পাইয়া উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা তাহার নিকটে উহা কেন আদায় করা যাইবে না ইহার বিশিষ্ট কারণ দর্শায় নাই, ও ঐ টাকা তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক ও বিক্রয় করিয়া আদায় করা যাইতে পারে না ও তাহাকে এত কাল (কাল নির্দ্দেশ করিবে) জেলে আবদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা হইয়াছে।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারণ্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে এবং এতকাল (কারাদণ্ডের)

কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে, ও যেরূপে এই ওয়ারণ্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৪৯।—শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের অর্থদণ্ডের নোটিস মুখ্য ব্যক্তিকে দিবার পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

শ্রীঅমুক সমীপেষু (নাম ও বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে)।

তুমি শান্তিভঙ্গ করিবে না (নিবন্ধপত্রে যেরূপ থাকে তদ্রূপ লিখিবে) বলিয়া ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিয়াছিলে এবং তোমার উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে,

এজন্য এতদ্দ্বারা তোমার প্রতি আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি এত টাকা অর্থদণ্ড দিতে কিম্বা উক্ত টাকা কেন তোমার নিকটে আদায় করা যাইবে না, এত দিনের মধ্যে আমার সম্মুখে তাহার কারণ দর্শাইবে।

১৮ সাল তাং

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫০।—শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়মভঙ্গ হইলে মুখ্য ব্যক্তির সম্পত্তি ক্রোক করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার শ্রীঅমুক (পোলীস কর্ম্মচারির নাম ও খ্যাতি দিবে) সমীপেষু।

অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ করিবে না (যেরূপ নিবন্ধপত্রে লেখা থাকে) ইত্যাদি নিয়মে ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লেখা গিয়াছে এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের প্রতি (নাম দিবে) নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছিল এবং সে কারণ দর্শায় নাই ও উক্ত টাকাও দেয় নাই,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও এত টাকা মূল্য পরিমাণে তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে এবং এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে এবং এই ওয়ারণ্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ণ পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারণ্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫১।—শান্তিভঙ্গ না করিবার নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারণ্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

আমার নিকটে প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে যে অমুক (নাম ও বর্ণনা দিবে) শান্তিভঙ্গ না করিবার যে নিবন্ধপত্র লিখিয়া দেয় তাহার নিয়মভঙ্গ করিয়া শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) উক্ত টাকা দেয় নাই কিম্বা উক্ত টাকা কেন দিবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত নিয়মিতরূপ আদেশ হইলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া টাকা আদায় করা যাইতে পারে না ও এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) উক্ত অমুককে (নাম দিবে) দেওয়ানী জেলে, কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে,

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্ট সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ; ও যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫২।—সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে ক্রোক ও বিক্রয় করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের পোলীস থানার অধ্যক্ষ সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি লিখিবে) সদাচরণের নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত অমুক (নাম দিবে) যে অমুক অপরাধ করিয়াছে আমার সম্মুখে ইহার প্রমাণ প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে, সুতরাং উক্ত নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইয়াছে, এবং উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত উক্ত অমুকের (নাম দিবে) প্রতি নোটিস দিয়া আদেশ করা গিয়াছে ও সে তাহা করে নাই কিম্বা উক্ত টাকা দেয় নাই।

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি অমুক জিলার মধ্যে উক্ত অমুকের (নাম দিবে) যে অস্থাবর সম্পত্তি পাও তাহা আটক করিয়া ক্রোক করিবে, ও এত দিন মধ্যে উক্ত টাকা দেওয়া না গেলে উক্ত ক্রোককৃত সম্পত্তি কিম্বা উক্ত টাকা আদায় করিতে তাহার যে অংশের প্রয়োজন হয় সেই অংশ বিক্রয় করিবে ও এই ওয়ারন্ট সাধন হইবার অব্যবহিত পরে এতৎক্রমে তুমি যাহা করিয়াছ তাহার রিটর্ন পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

৫৩।—সদাচরণের নিবন্ধপত্রের টাকা দণ্ড হইলে কারাবদ্ধ করিবার ওয়ারন্টের পাঠ।

(৫১৪ ধারা দেখ।)

অমুক স্থানের দেওয়ানী জেলের সুপরিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) সমীপেষু।

১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে অমুক (নাম, বর্ণনা ও ঠিকানা লিখিবে) অমুকের (মুখ্য ব্যক্তির নাম প্রভৃতি দিবে) সদাচরণ নিমিত্ত এত টাকার নিবন্ধপত্র লিখিয়া জামিন দিয়াছিল এবং উক্ত নিবন্ধপত্রের নিয়ম ভঙ্গ হইবার প্রমাণ আমার সম্মুখে প্রদত্ত হইয়া নিয়মিতরূপে লিপিবদ্ধ করা গিয়াছে সুতরাং উক্ত অমুক (নাম দিবে) শ্রীশ্রীমতী মহারাণী ভারতেশ্বরীর নিকটে এত টাকার দায়ী হইয়াছে এবং সে উক্ত টাকা দেয় নাই ও উক্ত টাকা কেন দেওয়া যাইবে না ইহার কারণ দর্শাইবার নিমিত্ত তাহার প্রতি নিয়মিতরূপে আদেশ করা গেলেও কারণ দর্শায় নাই ও তাহার অস্থাবর সম্পত্তি ক্রোক করিয়া উক্ত টাকা আদায় করা যাইতে পারে না ও উক্ত অমুককে (নাম দিবে) এতকাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) দেওয়ানী জেলে কারাবদ্ধ করিবার আজ্ঞা হইয়াছে ;

এজন্য তোমার প্রতি অনুমতি দিয়া আদেশ করা যাইতেছে যে তুমি উক্ত সুপারিন্টেণ্ডেন্ট (কি রক্ষক) এই ওয়ারন্টের সহিত উক্ত অমুককে (নাম দিবে) তোমার হেফাজতে গ্রহণ করিবে ও এত কাল (কারাদণ্ডের কাল নির্দ্দেশ করিবে) তাহাকে উক্ত জেলে নির্ব্বিঘ্নে রাখিবে ; যেরূপে এই ওয়ারন্ট সাধন হয় পৃষ্ঠলিপিক্রমে তাহার সার্টিফিকেট লিখিয়া এই ওয়ারন্ট ফেরত পাঠাইবে।

অদ্য ১৮ সালের অমুক মাসের অমুক তারিখে আমার স্বাক্ষর ও আদালতের মোহর যুক্ত হইয়া এই ওয়ারন্ট প্রদত্ত হইল।

(মোহর) (স্বাক্ষর)

অভিপ্রায় ও হেতুর বিবরণ।

প্রতি দশ বৎসরের শেষে ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন সংগ্রহ ও সংশোধন করিবার রীতি চলিয়া আসিতেছে। ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক প্রথম আইন অর্থাৎ ১৮৬১ সালের ২৫ আইনের পর ১৮৭২ সালের ১০ আইন বিধিবদ্ধ হয়, আবার শেষোক্ত আইন হইবার পর ১৮৮২ সালের ১০ আইনটি বিধিবদ্ধ হইয়াছিল।

১৮৮৪ সালের ৩ আইন।
১৮৮৬ ,, ১০ ,,
১৮৮৭ ,, ৫ ,,
১৮৮৭ ,, ১৪ ,,
১৮৮৯ ,, ১ ,,
১৮৮৯ ,, ৫ ,,
১৮৮৯ ,, ১৩ ,,
১৮৯১ ,, ৩ ,,
১৮৯১ ,, ৪ ,,
১৮৯১ ,, ১০ ,,
১৮৯১ ,, ১২ ,,
১৮৯৪ ,, ৩ ,,
১৮৯৪ ,, ১০ ,,
১৮৯৫ ,, ৪ ,,
১৮৯৬ ,, ৫ ,,
১৮৯৬ ,, ১৩ ,,

১৮৮২ সাল হইতে আরম্ভ করিয়া ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী সম্বন্ধে ষোলটি আইন পাশ করা হইয়াছে, ১৮৮২ সালের আইনটির সংশোধন ইহার মধ্যে অনেকগুলিরই স্পষ্ট উদ্দেশ্য।

ইহা ছাড়া উক্ত আইনের আবশ্যক সংশোধন সম্বন্ধে কতকগুলি বিষয় ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের গোচর করা হইয়াছে, কিন্তু নিয়মিত কালানন্তর যখন আইনটির সংশোধন কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া যাইবে তখনই ঐ সকল সংশোধনের কথা বিবেচিত হইবে বলিয়া এত দিন এ বিষয়ে কিছুই করা হয় নাই। লা-রিপোর্টগুলি হইতেও দৃষ্ট হয় যে আইনটি কার্য্যে পরিণত করিতে অনেক ত্রুটি ও কঠিন সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে এবং হাই কোর্টগুলি আইনের ব্যাখ্যা করিতে গিয়া সময়ে সময়ে পরস্পর বিরোধী রায় প্রকাশ করিয়াছেন।

এই সমস্ত বিষয় বিবেচনা করিয়া ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্ট ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইন পুনর্ব্বার সংগ্রহ ও সংশোধন করিতে কৃতসংকল্প হইয়াছেন।

ধারা সম্বন্ধে মন্তব্য।

১ ধারা। - বর্ত্তমান আইনের সমস্ত বিধান প্রেসিডেন্সী নগরের পোলীস সম্বন্ধে খাটিবে না উক্ত আইনে এইরূপ নিয়ম নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে কিয়ৎ পরিমাণ অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছে এই কারণে এক্ষণে প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবের মঞ্জুরি লইয়া আইনের যে যে অংশ ইতি পূর্ব্বেই স্পষ্ট করিয়া প্রেসিডেন্সী নগরের পোলীস সম্বন্ধে প্রচলিত করা হইয়াছে তদতিরিক্ত অন্য যে যে অংশ আবশ্যক হয় তাহাও উক্ত পোলীসের সম্বন্ধে প্রচলিত করিতে পারিবেন।

৩ ধারা। —জাইণ্ট সেশন জজ ও আডিশনল সেশন জজ বলিতে একই শ্রেণীর বিচার পতি বুঝায়, এই কারণে প্রথমোক্ত শব্দগুলি ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করা হইল।

৪ ধারা। —ইংরাজি বর্ণমালার ক্রমানুসারে অর্থ নির্দ্দেশগুলি লিখিত হইয়াছে।

(১) "অভিযুক্ত" শব্দের অর্থ প্রসারিত করা হইয়াছে। উপস্থিত আইন অনুসারে যে ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে কোন কার্য্যের অনুষ্ঠান করা হয় কিম্বা অনুষ্ঠান করিবার চেষ্টা করা হয় ঐ শব্দে এক্ষণে সেই সমস্ত ব্যক্তিকেই বুঝাইবে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ সদাচরণের কিম্বা শান্তিভঙ্গ না করিবার জন্য জামিন দিবার নিমিত্ত যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয় তাহার উল্লেখ করা যাইতে পারে। ঐ আনুষ্ঠানিক কার্য্য ও বিশেষ কোন অপরাধের বিচার কার্য্যের মধ্যে বিলক্ষণ সাদৃশ্য আছে, অথচ "অভিযুক্ত" বলিতে যাহার বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অপরাধের বিচার হয় এক্ষণে কেবল তাহাকেই বুঝায়।

"তদন্ত (ড)" ও "বিচার (এ)" এই দুইটি শব্দের অর্থনির্দ্দেশে যে পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহাতে পূর্ব্বের ১৮৭২ সালের আইনে ঐ ঐ শব্দের যে অর্থ ছিল তাহাই পুনঃ প্রচলিত করা হইল, ইহাতে তদন্ত ও বিচারের প্রভেদ সূচিত হইল।

অন্যান্য অর্থনির্দ্দেশে যে সকল পরিবর্ত্তন করা হইয়াছে তাহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে, কিন্তু ১৮৮২ সালের আইনে প্রদত্ত কএকটি অর্থ সাধারণ ধারাবিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের অন্তর্গত করা হইয়াছে বলিয়া উপস্থিত পাণ্ডুলিপি হইতে উঠাইয়া দেওয়া হইল।

৫ ধারা। — সংশোধনটির দ্বারা ৫ ধারাটির অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহার করা হইল। পোলীসের সম্মুখে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য অর্থাৎ অনুসন্ধান হয় এবং বিচার বিভাগীয় কর্ম্মচারিদের নিকট যে আনুষ্ঠানিককার্য্য অর্থাৎ তদন্ত ও বিচার হয় এক্ষণে আইন তৎসমস্ত কার্য্য সম্বন্ধেই খাটিবে।

১০ ধারা।—পঞ্জাব গবর্ণমেন্টের পরামর্শানুসারে এই সংশোধনটি করা হইয়াছে। যদি এরূপ বিশেষ জরুরি কার্য্য উপস্থিত হয় যে জিলার মাজিষ্ট্রেট সাহেব তাহাতে ব্যাপৃত থাকাতে অন্য কোন বিষয়ে মনোযোগ দিতে সক্ষম না হন তাহা হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট তিন মাসের অনধিক কালের জন্যে এক জন আডিশনল জিলার মাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত করিতে পারিবেন এই সংশোধন দ্বারা স্থানীয় গবর্ণমেন্টকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল।

১৭ (৪) ধারা।—যে স্থলে অদৃষ্টপূর্ব্ব দৈব ঘটনা বশতঃ সেশন জজ কর্ম্ম করিতে অশক্ত হন সেই স্থলের বিধান করাই এই প্রকরণের অভিপ্রায়।

২১ (৬) ধারা।—এক্ষণে জিলাস্থ অপর মাজিষ্ট্রেটদের উপর জিলার মাজিষ্ট্রেটের সাধারণ কর্তৃত্ব করিবার যে সকল ক্ষমতা আছে এই স্থলে অন্যান্য প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের উপর প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকেও সেই সকল ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা হইল।

২৩ ধারা।—মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের গবর্ণমেন্টেরা এক্ষণে ঐ ঐ প্রেসিডেন্সীনগর সম্বন্ধে শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস নিযুক্ত করিবার যে একায়েক ক্ষমতার পরিচালন করেন কলিকাতার নিমিত্ত শান্তিরক্ষার্থ জষ্টিস নিযুক্ত করণার্থ একমাত্র বঙ্গদেশের গবর্ণমেন্টকেই সেই ক্ষমতা প্রদান করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব আইনে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেবকে যে সমান ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছিল বহু বৎসর যাবৎ তাহার পরিচালন করা হয় নাই ও তাহা রক্ষা করিবার আবশ্যকতাও নাই।

২৮ ধারা।—একটি শব্দগত অশুদ্ধির বিষয় অবগত করা যাওয়াতে এই সংশোধনটি করা হইল। ইহা মুসবিদার কথা মাত্র।

২৯ ধারা।—দ্বিতীয় তফসীলের শেষাংশের সহিত এই ধারাটির সম্বন্ধ, উপস্থিত সংশোধন দ্বারা ধারাটি ঐ অংশের বেশী অনুরূপ করা হইবে।

৩১ ও ৩২ ধারা।—কোন আসিষ্টাণ্ট সেশন জজ কোন প্রশ্নার্পণ করিলে তৎসম্পর্কে আজ্ঞা দিবার সম্বন্ধে সেশন জজের যে ক্ষমতা আছে আডিশনল সেশন জজকেও সেই ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা গেল।

৩৫ ধারা।—ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৭১ ধারার লিখিত পৃথক করা যাইতে পারে এরূপ সকল অপরাধ ও যে সকল স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র অপরাধের জন্য মাজিষ্ট্রেটের নিয়মিত ক্ষমতার বহির্ভূত পৃথক ও অতিরিক্ত দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করা যাইতে পারে এই দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তৎসম্বন্ধে আইন আরো বিশদ করাই এই সংশোধনগুলির উদ্দেশ্য।

৪০ ধারা।—এই ধারার ঠিক অর্থ কি তাহা আরো পরিষ্কার করিয়া বুঝাইবার জন্য একটি উদাহরণ দেওয়া হইল।

৪১ ধারা।—জিলার মাজিষ্ট্রেট অধীন মাজিষ্ট্রেটদিগকে অনেকগুলি ক্ষমতা দিতে পারেন, এই কারণে কোন স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এক্ষণে আইনানুসারে যেমন ঐরূপ সমস্ত বা কোন ক্ষমতা প্রত্যাহার করিতে পারেন তেমনি জিলার মাজিষ্ট্রেটও পারিবেন এইরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে।

৪২ ধারা।—এই সংশোধন দ্বারা ১২৮ ধারাটি কেবল পুনঃ উদ্ধৃত করা হইয়াছে। কোন মাজিষ্ট্রেট ও পোলীসের কর্ম্মচারী সাহায্য চাহিলে সর্ব্বসাধারণের তাঁহাদিগকে সেই সাহায্য প্রদান বিষয়ে যে যে দায়িত্ব আছে এক স্থানে তৎসমুদয় সন্নিবেশিত হওয়াতে সুবিধা বোধ হইবে।

৪৪ ধারা।—দেশীয় রাজ্যগুলিতে বিশেষতঃ বৃটিষ ভারতবর্ষের সীমাস্থিত দেশীয় রাজ্যগুলিতে যে সকল অপরাধ করা হয় বা করিবার অভিপ্রায় থাকে তৎসম্বন্ধে সম্বাদ প্রদান বিষয়ে এই নূতন ধারাটি আবশ্যক।

৫৪ ধারা, (১) পারাগ্রাফ, শেষ দফা।—৫৬৬ ধারার একটি অংশ এই স্থলে উদ্ধৃত করা হইয়াছে অসম্পূর্ণতা দোষ পরিহারার্থ ঐ অংশটি এই খানেও সন্নিবেশিত করিবার প্রস্তাব করা গেল।

(৩) পারাগ্রাফ।—বোম্বাই গবর্ণমেন্টের পরামর্শমতে এই সংযোগটি করা হইল এবং অধীশ্বরী বনাম বজ্জিগান মোকদ্দমায় (ই. লা, রি. ৫ মান্দ্রাজ. ২২) ইহার আবশ্যকতা প্রতিপন্ন হইয়াছে। উক্ত মোকদ্দমায় এরূপ নিষ্পত্তি করা হয় যে কোন গ্রাম্য চৌকীদার এই ধারার অর্থানুসারে ওয়ারন্ট বিনা ধৃত করিবার ক্ষমতাপন্ন পোলীসের কর্ম্মচারী নয় অতএব ঐরূপ চৌকীদারের হেফাজত আইনসঙ্গত হেফাজত না হওয়াতে তাহা হইতে পলায়ন করায় অপরাধ হয় না।

৫৭ ধারা।—কোন দেশীয় রাজ্যের অধিবাসী বৃটিষ ভারতবর্ষে কোন অধর্ত্তব্য অপরাধ করিয়াছে বলিয়া অভিযুক্ত হইলে তাহার সম্বন্ধে যে কার্য্যপ্রণালী খাটান যাইতে পারে তাহার বিধান করণার্থ ভারতবর্ষের গবর্ণমেন্টের অভিপ্রায়ানুসারে ও স্থানীয় গবর্ণমেন্টদিগের অনুমোদন সহকারে এই ধারাটীর পুনর্ব্বার মুসবিদা করা হইল।

৬১ ধারা।—ধৃত ব্যক্তি কোন গ্রাম্য পোলীস কর্ম্মচারির জিম্মায় রক্ষিত না হইয়া যে সময়ে কোন নিয়মিত পোলীস কর্ম্মচারির জিম্মায় রক্ষিত হয় পোলীসের জিম্মায় আটক রাখিবার কাল সেই সময় হইতে যে আরম্ভ হইবে ইহা নির্দ্দেশ করাই এই সংশোধনটির উদ্দেশ্য, ঐরূপ না হইলে অনেক স্থলে পোলীসের অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে পারিবার পূর্ব্বেই আটক রাখিবার আইন সঙ্গত কাল অতীত হইয়া যাইবে।

৬৯ ধারা।—দশম অধ্যায়মত সাধারণের অনিষ্টজনক বিষয় প্রভৃতি ঘটিলে কোন কোম্পানি বা করপোরেট সমাজের উপর সমন জারী করিবার বিধান এই সংশোধন দ্বারা করা হইল।

৮৩, ৮৫ ও ৮৬ ধারা।—এই ধারাগুলিতে "পোলাসের ডিষ্ট্রিক্ট সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট" এই শব্দত্রয় যোগ করা হইল, কারণ এই সকল ধারার অন্তর্গত বিষয় উক্ত কর্ম্মচারির সম্মুখে উপস্থিত হওয়াই ঠিক ও কেবল মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখেই উপস্থিত হইবে এরূপ কোন আবশ্যকতা নাই।

৮৮ ধারা, (৪) পারাগ্রাফ।—জীবন্ত পশু পক্ষ্যাদি ও শীঘ্র নষ্ট হইতে পারে এরূপ সম্পত্তি ক্রোক করা হইয়া থাকিলে তাহা নালাম করিবার ক্ষমতা বিবেচনামতে পরিচালিত হইতে পারিবে এই স্থলে এইরূপ বিধান করিবার প্রস্তাব করা গেল।

(৭) পারাগ্রাফ।—ক্রোক করা সম্পত্তি একাধিক ব্যক্তি দাওয়া করিলে সরাসরীমতে সেই দাওয়ার নিষ্পত্তি করিবার বিধান না থাকিলে যে অসুবিধা হয় তাহা কতকগুলি রিপোর্ট করা মোকদ্দমায় দৃষ্ট হইয়াছে এবং এই বিষয়ে দেওয়ানী আদালতের যে ক্ষমতা আছে মাজিষ্ট্রেটেরও সেই ক্ষমতা প্রাপ্ত না হইবার কোন কারণ নাই। এই নিমিত্তই এই সংশোধন।

৯৬ ধারা, (২) পারাগ্রাফ—ডাকের পুলিন্দার জন্য তলাসী ওয়ারণ্ট দিবার ক্ষমতা প্রদান করাই "কি পুলিন্দা কি অপর দ্রব্য" এই শব্দগুলি সন্নিবেশিত করিবার অভিপ্রায়।

১০২ ধারা।—যে দ্রব্যের অনুসন্ধান হইতেছে তাহা কোন ব্যক্তির গাত্রে লুক্কায়িত আছে বলিয়া যুক্তিযুক্ত সন্দেহ হইলে কোন স্থানে বা তাহার নিকটে সেই ব্যক্তির গাত্র তালাস করা যাইতে পারিবে সংশোধনটির দ্বারা এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হওয়াতে তালাসী ওয়ারণ্ট অধিকতর কার্য্যকর হইবে।

১০৬ ধারা।—রিপোর্ট করা মোকদ্দমাগুলিতে এই ধারামত ক্ষমতার পরিচালন সম্বন্ধে পরস্পর বিরোধী মত প্রকাশিত হওয়াতে ধারাটি আপীল আদালত বা সংশোধনকারী আদালত সম্বন্ধে স্পষ্ট করিয়া খাটাইয়া ঐ সন্দেহ দূর করা হইয়াছে। "অপরাধজনকরূপে এইরূপ ভয় দেখাইয়াছে" এই শব্দগুলির পূর্ব্বে "কোন ব্যক্তির কি সম্পত্তির হানি করিবে" এই যে শব্দগুলি আছে তাহা উঠাইয়া দেওয়া গেল।

১০৭ ধারা।—এই ধারায় সাধারণতঃ কিরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ও ইহার অর্থ কতদূর প্রসারিত করা উচিত সংশোধনগুলিতে তাহাই অধিকতর স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করা হইল।

১০৯ ধারা।—এই ধারায় ছয়মাস বাড়াইয়া বারমাস কাল করা হইয়াছে। ইহাতে বর্ত্তমান আইনের ১০৭ ধারার নির্দ্দিষ্ট কালের সহিত ঐ কাল সমান করিয়া দেওয়া হইল।

১১০ ধারা।—ধারাটির সম্পূর্ণতা সাধনের অভিপ্রায়ে এই সংশোধনগুলির প্রস্তাব করা গেল। এই গুলি অপরাধে অভ্যস্ত ব্যক্তিদের সম্বন্ধীয় আইনের পাণ্ডুলিপির ২ ধারা হইতে গৃহীত হইয়াছে। ঐ পাণ্ডুলিপিখানি এক্ষণে ত্যাগ করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। ১৮৭২ সালের কজু ধারার একাংশ (চ) উপধারায় উদ্ধৃত করা হইল, কারণ উহা ত্যাগ করাতে অসুবিধা ঘটিয়াছে।

১১৭ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—সদাচরণের জন্য বা শান্তিভঙ্গ না করিবার নিমিত্ত জামিন লওয়া সম্বন্ধীয় তদন্তাধীন কোন একই বিষয়ে দুই কি তদধিক ব্যক্তি একত্র লিপ্ত থাকিলে, মাজিষ্ট্রেট একই আনুষ্ঠানিক কার্য্যে তাহাদিগের বিচার করিতে পারিবেন এই সংশোধন দ্বারা এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া গেল।

১১৮ ধারা।—যে স্থলে জামিন দিবার আজ্ঞা করা অপেক্ষা পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা করা অধিকতর উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয় সেই স্থলে শেষোক্তরূপ অজ্ঞা করা যাইতে পারিবে (৫৬৫ ধারা দেখ) নিয়ম বিধিগুলির এই অভিপ্রায়।

১২২ ধারা।—"সদাচরণের জন্য" এই শব্দগুলি উঠাইয়া দিয়া শান্তিভঙ্গ না করিবার জামিন লওয়ার স্থলেও যাহাতে কোন জামিনদারকে অগ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা থাকে, এইস্থলে এইরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে।

১২৩ ধারা।—প্রথম দফার শেষ অংশটি ত্যাগ করিবার এবং কোন জামিন দিবার প্রস্তাব করা হইলে ঐ জামিন যথেষ্ট কি না ইহা স্থির করিবার ও তদনন্তর ব্যক্তি বিশেষকে কারাগার হইতে ছাড়িয়া দিবার যে ক্ষমতা এক্ষণে জেলের সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের আছে অন্য একটি দফা যোগ করিয়া তাঁহার সেই ক্ষমতা কাড়িয়া লইবার প্রস্তাব করা হইতেছে, কারণ এই ক্ষমতা ১২২ ধারার সহিত সঙ্গত নয় এবং সুপারিন্টেণ্ডেণ্ট এই বিষয়ের নিষ্পত্তি করিবার উপযুক্ত ব্যক্তি নহেন। সুপারিন্টেণ্ডেণ্টের নিকট জামিন দিতে চাওয়া হইলে যে প্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে দ্বিতীয় দফায় তাহার বিধান করা হইল।

১২৪ ধারা—প্রেসিডেন্সী নগরে কেবল প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেট এই সকল ক্ষমতার পরিচালন করিতে পারিবেন প্রথমতঃ এইরূপ ও বিশেষ যে আজ্ঞা করা গেল তাহার কঠোরতা হ্রাস করণার্থ পরে ঐ ধারামত কার্য্যের প্রসর বৃদ্ধি করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে।

১২৫ ধারা।—জামিন লওয়া সম্বন্ধে বর্ত্তমান আইনের বিধান পোলীসের তত্ত্বাবধানের আজ্ঞা সম্বন্ধেও খাটিবে ইহাতে কেবল এই বিষয়েরই ব্যবস্থা হইয়াছে।

১৩২ ধারা।—নবম অধ্যায় অনুসারে কার্য্যকারী ব্যক্তিরা এরূপ কার্য্যকরণ কালে যাহা কিছু করেন বলিয়া প্রকাশ হয় তন্নিমিত্ত তাহাদিগের বিরুদ্ধে অভিযোগ হইবার পূর্ব্বে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল

সাহেবের মঞ্জুরি লওয়া আবশ্যক এইরূপ বিধান করিয়া তাহাদিগের সকলকেই রক্ষা করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। এক্ষণে কেবল মাজিষ্ট্রেটেরাই ঐরূপে রক্ষিত হন। "সৈন্যসংক্রান্ত আইন অনুসারে" এই শব্দগুলি অনাবশ্যক বলিয়া উঠাইয়া দেওয়া গেল।

১৪৪ ধারা।—প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে এই ধারা মতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা দিবার প্রস্তাব করা গেল।

১৪৫ ধারা।—পূর্ব্বের আইনে ব্যবহৃত শব্দগুলির পরিবর্ত্তে বর্ত্তমান আইনে "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি" এই শব্দগুলির ব্যবহার হওয়াতে এই ধারানুসারে কার্য্য করিবার সময় বিশেষ অসুবিধা ও কাঠিন্য অনুভূত হইয়াছে, এই কারণে পূর্ব্বে ব্যবহৃত শব্দগুলি পুনর্ব্বার গ্রহণ করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে এবং সাধারণতঃ খাজানা আদায় দ্বারাই জমির দখল প্রকাশ ও বাহাল থাকে বলিয়া ও খাজানা আদায়ই বিবাদের প্রবল সূত্র হইয়া সাধারণতঃ শান্তিভঙ্গের কারণ হয় বলিয়া এই ধারাটি ঐরূপ সকল বিষয়েও খাটাইবার প্রস্তাব করা গেল।

রিপোর্ট করা অনেক মোকদ্দমায় দৃষ্ট হয় যে মাজিষ্ট্রেটের আজ্ঞাক্রমে দখলের যে সময় স্থির করিতে হইবে তদ্বিষয়ে সন্দেহ আছে। এই বিষয়টি এক্ষণে পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ করা হইল।

অধিকন্তু এরূপ ব্যক্ত করিবারও প্রস্তাব করা যাইতেছে যে, যাহাতে প্রথম দফার অর্থানুযায়িক শান্তিভঙ্গ ঘটিবার সম্ভাবনা এইরূপ বিবাদ ছিল মাজিষ্ট্রেট কর্ত্তৃক এইরূপ নিষ্পত্তি করা হইলে মোকদ্দমা শুনানির সময় কোন পক্ষ যদি তাহার প্রতিবাদ করিয়া না থাকেন তাহা হইলে যে চূড়ান্ত আজ্ঞা প্রদত্ত হয় তাহার ব্যাঘাত করণাভিপ্রায়ে পরে আর ঐ কথা উত্থাপিত করা যাইবে না।

১৪৬ ধারা।—ক্রোকাধীন সম্পত্তির কার্য্য নির্ব্বাহ সম্বন্ধে একটি বিষয়ে কাঠিন্য অনুভূত হয়। এই সংশোধনটিতে তাহার নিরাকরণ হইবে। ৮৮ ধারামতে ক্রোক করা সম্পত্তি সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বেই যে বিধি প্রচলিত আছে এতদ্দ্বারা সেই বিধি খাটান যাইবে।

১৪৭ ধারা।—১৪৫ ধারার সংশোধনে যেরূপ করা হইয়াছে সেইরূপ এই ধারাতেও বর্ত্তমান আইনের "ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য স্থাবর সম্পত্তি" এই শব্দগুলির ব্যবহার না করিয়া পূর্ব্বের আইনের শব্দগুলির প্রয়োগ করিবার প্রস্তাব করা গেল।

নিয়ম বিধিটির সংশোধনে ১৮৭২ সালের আইনের শব্দগুলি পুনরুদ্ধৃত হইল, বর্ত্তমান আইন হইতে ঐ শব্দগুলি উঠাইয়া দেওয়াতে অসম্পূর্ণতা দোষ ঘটিয়াছে।

১৫৬ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—ইহাতে ধর্ত্তব্য অপরাধের অনুসন্ধান করিবার আজ্ঞা করণার্থে মাজিষ্ট্রেট ক্ষমতাপ্রাপ্ত হইবেন। বর্ত্তমান আইনে এই সম্বন্ধে স্পষ্ট বিধান নাই। যে মাজিষ্ট্রেট ১৯১ ধারামতে কোন অপরাধ গ্রাহ্য করিবার ক্ষমতা প্রাপ্ত হন কেবল তিনিই উক্তরূপ আজ্ঞা করিতে পারিবেন এইরূপ বিধান করা গেল।

১৫৭ ধারা।—কোন পোলীস কর্ম্মচারী কোন ধর্ত্তব্য অপরাধ সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে অস্বীকার করিলে, তাহার সেই কথা নালিশকারীকে জানাইতে হইবে এই সংশোধন দ্বারা এইরূপ আদেশ করা গেল। তাহা হইলে নালিশকারী যদি তদ্রূপ পরামর্শপ্রাপ্ত হন তবে মাজিষ্ট্রেটের নিকট নালিশ করিতে যাইতে পারিবেন।

১৬০ ধারা।—কোন অনুসন্ধান কার্য্যে কোন পর্দ্দানশীন স্ত্রীলোকের উপস্থিত হওয়া সম্বন্ধে পোলীস কর্ম্মচারির যেরূপ কার্য্য করিতে হইবে নিয়মবিধিটিতে তাহাই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

১৬২ ধারা।—পোলীসের কর্ম্মচারী যে সকল উক্তি লিপিবদ্ধ করেন এই সংশোধনক্রমে তাহা রোজনামচার অংশ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হওয়াতে অভিযুক্ত ব্যক্তি বা তাহার এজেন্টেরা তাহা দেখিতে পাইবে না।

১৬৪ ধারা।—যে কোন মাজিষ্ট্রেট কোন উক্তি বা স্বীকারবাক্য লিপিবদ্ধ করিতে পারিবেন এবং তাঁহার যে ঐ বিশেষ মোকদ্দমার তদন্ত লইবার বা বিচার করিবার এলাকা থাকা আবশ্যক হইবে না, এই ধারাসংযুক্ত ব্যাখ্যায় ইহা স্পষ্ট করিয়া বলা হইয়াছে।

১৬৯ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—ইহাতে এই ধারাটির সম্পূর্ণতা সাধিত হইবে।

১৭৪ ধারা।—অপর গুরুতর কার্য্যের আধিক্য বশতঃ কিম্বা স্থানীয় অবস্থা বিবেচনায় পোলীস থানার অধ্যক্ষতা ভারপ্রাপ্ত পোলীস কর্ম্মচারির পক্ষে অনেক সময় অনুসন্ধান করা সম্ভব হয় না এইরূপ কথা জানান হইয়াছে। এই কারণে উক্ত কার্য্যের জন্য স্থানীয় গবর্ণমেন্ট বিশেষ পোলীস কর্ম্মচারী নিযুক্ত করিতে পারিবেন এইরূপ প্রস্তাব করা গেল।

পারাগ্রাফ দফা।—গবর্ণমেন্টের নিয়মিত চাকরী করেন না এমন কোন ডাক্তরকে শব পরীক্ষা করণার্থে নিযুক্ত করিতে স্থানীয় গবর্ণমেন্ট এই দফা অনুসারে ক্ষমতাপন্ন হইবেন।

পারাগ্রাফ দফা।—কারাগারে কয়েদির মৃত্যু হইলে তৎসম্বন্ধে তদন্ত করিবার বিধান এই দফানুসারে করা হইল।

১৮৮ ধারা, (৩) পারাগ্রাফ।—পার্লেমেন্টের যে সকল আইন অনুসারে অধিকারবহির্ভূত স্থানে বিচারাধিকার প্রদত্ত হয় তাহার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিবার জন্য এই পারাগ্রাফে কয়েকটি সুবিদাগত সংশোধন করা হইয়াছে এবং যে সকল স্থানের নিমিত্ত পলিটিকাল এজেন্ট নাই তথায় কৃত কোন অপরাধের জন্য অভিযোগ হইলে স্থানীয় গবর্ণমেন্টের মঞ্জুরি লওয়া আবশ্যক হইবে এইরূপ বিধান করা গেল।

১৯০ ধারা, (৩) পারাগ্রাফ।—বিশেষ কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয় তৎসম্বন্ধে কোন আপত্তি করিতে হইলে তাহা মোকদ্দমা চলিবার প্রথম অবস্থায় ও সাক্ষ্য গৃহীত হইবার পূর্ব্বেই করিতে হইবে ইহাই এই সংশোধনটির উদ্দেশ্য।

১৯২ ধারা।—প্রধান মাজিষ্ট্রেটদিগের নিকট যে সকল মোকদ্দমা হয় তৎসম্বন্ধে জিলার মাজিষ্ট্রেটকে যে সকল ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে তাহাই এই স্থলে প্রধান প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটকে দেওয়া হইল, অর্থাৎ তিনি আপন আদালতের কোন মোকদ্দমা অপর কোন প্রেসিডেন্সী মাজিষ্ট্রেটের আদালতে পাঠাইয়া দিতে পারিবেন।

১৯৩ ধারা, শেষ পারাগ্রাফ। -- শাসন কার্য্যের সৌকার্য্যার্থে এইটি সংযুক্ত করা হইয়াছে।

১৯৪ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—১৮৭৫ সালের ১০ আইনের ১৪৪ ধারাটি এই স্থলে সন্নিবেশিত হইল। উক্ত আইনের যে ১৪৬ ধারা এক্ষণ পর্য্যন্ত রহিত হয় নাই তাহার উদ্দেশ্য বর্ত্তমান আইনের ৩৩৩ ধারা দ্বারাই যথেষ্টরূপ সিদ্ধ হইবে।

১৯৫ ধারা।— ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্টের পরস্পর বিরোধী নিষ্পত্তির মীমাংসা করণার্থ এবং রেজিষ্টরীকরণ বিষয়ক আইনে এই সকল বিষয়ের যথেষ্টরূপ বিধান করা হইয়াছে বলিয়া, উক্ত আইনমত আনুষ্ঠানিক কার্য্য যে এই ধারার অন্তর্গত নয় ইহাই ব্যক্ত করিবার প্রস্তাব করা গেল। আরো নির্দ্দিষ্ট অপরাধগুলির কোনটির সহায়তা করণ বা কোনটি করিবার উদ্যোগও ১৯৫ ধারার অন্তর্গত করিবার প্রস্তাব করা যাইতেছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, অনুমতি পাইলে যে সময়ের মধ্যে নালিশ করিতে হইবে তাহা বাড়াইয়া দিবার ক্ষমতা সম্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্টের ঐকমত্য না হওয়াতে, উপযুক্ত কারণ দেখান গেলে কেবল কোন হাই কোর্টকেই উক্ত ক্ষমতা প্রদান করিবার নিমিত্ত স্পষ্ট করিয়া প্রস্তাব করা হইল।

২০৩ ও ২০৯ ধারা। সংশোধনকারী আদালতকে ৪৩৭ ধারানুসারে কার্য্য করিতে সক্ষম করণার্থে এই এই ধারায় যাহা সংযোগ করা হইল তাহা আবশ্যক হইয়াছে।

২২৫ ধারা, (২) পারাগ্রাফ –ইহাতে এই আদেশ করা হইল যে, অভিযোগপত্র সম্বন্ধীয় কোন বিষয়ে আপত্তি করিতে হইলে তাহা যত শীঘ্র সুযোগ পাওয়া যায় করিতে হইবে এবং আরো এই বিধান করা হইল যে, আপত্তি ঐরূপে কৃত না হইলে, আপীলে বা সংশোধন উপলক্ষে আর করা যাইতে পারিবে না।

২২৭ ও ২৩১ ধারা।—ভিন্ন ভিন্ন হাই কোর্টের পরস্পর বিরোধী নিষ্পত্তিতে আইন যেরূপ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এই সংশোধনগুলিতে তাহাই নির্দ্ধারিত হইবে।—ই. লা, রি, ৮ বোম্বাই, ২০০ পৃষ্ঠা, ও, ই. লা, রি, ৯ এলাহাবাদ, ৫২৫ পৃষ্ঠা দেখ।

২৩৪ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—অনেক দিন ধরিয়া বহুবার তহবীল তস্রূপাত হইয়া বাকী টাকা দৃষ্টে তহবীল তস্রূপাত হইয়াছে এরূপ প্রমাণ হইবার কিন্তু বিশেষ কত টাকা বিশেষ কোন তারিখে তস্রূপাত করা হইল অভিযোগকারী ইহা দেখাইতে না পারিবার স্থল ঘটিলে এই দফানুসারে কার্য্য হইতে পারিবে।

২৩৬ ধারা (খ) উদাহরণ।—যদি কোন সাক্ষী এরূপ পরস্পর বিরোধী উক্তি করে যাহা একটি অন্যটির সহিত মিলে না তাহা হইলে ঐ দুইটি উক্তির কোন্‌টি মিথ্যা ইহা প্রমাণ করিতে পারা না গেলেও সে ইচ্ছাপূর্ব্বক মিথ্যা সাক্ষ্য দিবার অপরাধ করিয়াছে ইহাই যে আইন তাহা নির্দ্ধারিত করিবার নিমিত্ত এই উদাহরণটি দেওয়া হইয়াছে।

২৩৭ ধারা। –এই ধারায় ইহাই দেখাইবার অভিপ্রায় যে কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে বিশেষ কোন অপরাধের জন্য অভিযোগ হইলে, ঐ অপরাধ করণের উদ্যোগ করিবার অভিযোগ না হইলেও সেই ব্যক্তি ঐ অপরাধ করিবার উদ্যোগ করিয়াছে বলিয়া তাহার দোষ নিরূপিত হইতে পারে।

২৫৬ ধারা।—যে সকল বৃত্তান্ত ধরিয়া অভিযোগ হয় অভিযোগপত্র লিখিত হইবার পূর্ব্বে সেই সেই বৃত্তান্ত সম্বন্ধে ইতি পূর্ব্বেই একবার জেরা করা হইয়া থাকিলে যাহাতে আবার দ্বিতীয়বার জেরা হইতে না পারে ও এইরূপে জেরা করিবার অধিকারের যে অপব্যবহার সাধারণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা হইতে না পারে তাহাই এই ধারাটির উদ্দেশ্য।

২৫৭ ধারা। –ঐ একই উদ্দেশ্য সাধনার্থ এই সংশোধনক্রমে মাজিষ্ট্রেটকে আপন বিবেচনামতে কার্য্য করিবার ক্ষমতা প্রদানার্থ প্রস্তাব করা হইয়াছে।

২৬০ ধারা, (ঠ) উপদফা।—সরাসরীমতে যে সকল মোকদ্দমার বিচার হইতে পারে পরের ভূমিতে গোমেষাদির প্রবেশ বিষয়ক ১৮৭১ সালের আইনমত মোকদ্দমাও ইহাতে তাহার অন্তর্গত করা হইবে। উক্তরূপ মোকদ্দমার সরাসরীমতে বিচার হইতে পারে না এইরূপ নিষ্পত্তি করা হইয়াছে।

(২) পারাগ্রাফ। –২০৯ ধারার অন্তর্গত মোকদ্দমায় যে কার্য্যপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হইবে আবশ্যক পরিবর্ত্তন সহকারে ইহা তৎসম্বন্ধে খাটিবে।

২৬৯ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—সেশন আদালত কোন্ বা কোন্ কোন্ স্থানে অধিবিষ্ট হইবে কোন স্থানীয় গবর্ণমেণ্ট সাধারণ বা বিশেষ ভাবে তাহার নির্দ্দেশ করিতে পারিবেন এই পারাগ্রাফে এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

২৯২ ধারা।—যে স্থলে কেবল অভিযোগের পক্ষের কোন সাক্ষীর জেরা করিয়াই প্রতিবাদীর পক্ষে সাক্ষ্য দেওয়া হয় সে স্থলে যাহাতে অভিযোগকারীর উত্তর দিবার অধিকার না থাকে এইরূপ নির্দ্দেশ করাই এই ধারার অভিপ্রায়। এই বিষয়ে হাই কোর্টগুলির নিষ্পত্তি একরূপ নয়।

৩১০ ধারা।—যে বা যে যে অপরাধের অভিযোগ ও নিরূপণ হয় পুর্ব্বে একবার বা একাধিকবার অপরাধ নির্ণয় হওয়াতে সেই বা সেই সেই অপরাধ বর্দ্ধিত হইয়াছে এইরূপ অভিযোগের বিচার করিতে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে আসেসরের সাহায্যে বিচারিত মোকদ্দমার মূল অভিযোগ সম্বন্ধে নিষ্পত্তি লিপিবদ্ধ ও প্রকাশিত করা অনাবশ্যক নূতন (গ) উপদফা দ্বারা এইরূপ ব্যক্ত করিয়া কোন কোন স্থলে যে সন্দেহ প্রকাশ করা হইয়াছে তাহার নিরসন করাই উদ্দেশ্য।

৩১৮ ধারা।—কোন জুরী আইনসঙ্গত ওজর ব্যতিরেকে উপস্থিত না হইলে কিম্বা আদালতের অনুমতি বিনা চলিয়া গেলে তজ্জন্য কোন হাই কোর্ট তাঁহার প্রতি যত কালের কারাদণ্ডাজ্ঞা করিতে পারেন তাহা ছয়মাস পর্য্যন্ত হইতে পারিবে এইরূপ সীমা নির্দ্দেশ করিবার ও ঐ আদালত স্বীয় বিবেচনামতে কোন জরিমানা বা কারাদণ্ড ক্ষমা করিতে পারিবেন ইহাও স্পষ্ট করিয়া ব্যক্ত করিবার প্রস্তাব করা গেল।

৩২০ ধারা, (ঘ) উপদফা।—জুরী বা আসেসর স্বরূপ যে ব্যক্তিদের আদালতে উপস্থিত হইতে হয় না পোলীস কর্ম্মচারিদিগকে তাঁহাদের তালিকাভুক্ত করা হইয়াছে। ইংলণ্ডের ন্যায় এখানেও ব্যবহারাজীবদিগকে ঐরূপে মুক্ত করা উচিত কি না ইহা বিবেচ্য।

৩৩২ ধারা। আদালতকে অবজ্ঞা করিবার সাধারণ স্থলে ৪৮৪ ধারাক্রমে ইতিপূর্ব্বেই যেরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইয়াছে যে জুরী বা আসেসর আইনসঙ্গত ওজর ব্যতিরেকে উপস্থিত না হন কিম্বা অনুমতি বিনা চলিয়া যান তাঁহার কোন জরিমানা বা কারাদণ্ড হইয়া থাকিলে সেশন আদালতও সেইরূপ আপন বিবেচনামতে উহা ক্ষমা করিতে বা কমাইয়া দিতে পারিবেন উক্ত আদালতকে এই ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

৩৪৫ ধারা—যে সকল অপরাধ সম্বন্ধে আদালতের অনুমতি লইয়া রফা করা যাইতে পারে তাহার তালিকায় ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ৩২৫, ৪২৮, ৪২৯ ও ৪৩০ ধারামত অপরাধগুলি যোগ করা হইয়াছে।

(৫) পারাগ্রাফ।—মোকদ্দমা সেশন আদালতে সমর্পণ করিবার পর কিম্বা অপরাধ নির্ণয় হইবার পর আপীল করা গেলে, যে আদালতে মোকদ্দমা অর্পণ করা হইয়াছে বা যে আদালতে আপীলের শুনানি হইবে সেই আদালতের অনুমতি বিনা কোন অপরাধেরই রফা করা যাইবে না, এইরূপ প্রস্তাব করা যাইতেছে।

৩৮০ ধারা, (ভ) উপদফা।—সেশন আদালতে কোন মোকদ্দমা এইরূপে অর্পিত হইলে যদি ঐ আদালত এরূপ বিবেচনা করেন যে তদ্রূপে অর্পিত ঐ মোকদ্দমার যে দণ্ডাজ্ঞা করা যাইতে পারে তাহা যথেষ্ট নয় কিম্বা সুবিচারের প্রয়োজনার্থ ঐ মোকদ্দমার ঐ আদালতেই বিচার হওয়া অন্য রকমে বাঞ্ছনীয় তাহা হইলে ঐ মোকদ্দমা ঐ আদালতে বিচারার্থ সমর্পিত হউক উক্ত আদালত এইরূপ আদেশ করিতে সক্ষম ইহা পরিষ্কার করিয়া নির্দ্দেশ করিবার জন্যই এই উপদফাটি যোগ করা হইয়াছে।

৩৮৮ (২) ধারা।—ক্রোক করিবার ওয়ারণ্ট ফেরত পাঠাইবার জন্য যে দিন ধার্য্য হয় যে ব্যক্তির জরিমানা হইল তাহার সেই দিনে উপস্থিত হইবার নিমিত্ত আদালত তাহার প্রতি নিবন্ধপত্র লিখিয়া দিবার আদেশ করিতে পারিবেন, আদালতকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করিয়া এই প্রকরণটি নিম্নলিখিতরূপ স্থলে খাটাইবার অভিপ্রায় করা হইয়াছে অর্থাৎ জরিমানা হইবার স্থলের ন্যায় ৫৬০ ধারামত হানি পূরণ দিবার আজ্ঞা হইবার যে স্থলে ক্রোককরণ দ্বারা ঐ টাকা আদায় হইতে পারে না এরূপ দৃষ্ট না হওয়া পর্য্যন্ত বৈকল্পিকভাবে কারাদণ্ডাজ্ঞা করা যাইতে পারে না সেইরূপ স্থলে।

৩৯১ ধারা।—তিন মাসের অন্যূন কালের জন্য কারাদণ্ডাজ্ঞা দেওয়া না হইলে কোন আদালত অতিরিক্ত দণ্ডস্বরূপ কশাঘাত দণ্ডের আজ্ঞা করিতে পারিবেন না, এইরূপ ব্যবস্থা করিবার প্রস্তাব করা হইল।

৩৯৯ ধারা।—"ষোল" এই শব্দের পরিবর্ত্তে "পনর" শব্দ সন্নিবেশিত করাতে চরিত্র সংশোধনার্থ বিদ্যালয় বিষয়ক ১৮৯৭ সালের আইনের সহিত এই ধারাটির সামঞ্জস্য রক্ষিত হইল।

৪০১ ধারা।—নির্ণীতাপরাধ ব্যক্তির দরখাস্তের উপর যাবৎ গবর্ণমেন্টের আজ্ঞা পাওয়া না যায় তাবৎ দণ্ডাজ্ঞা বিশেষতঃ মৃত্যু দণ্ডাজ্ঞা যাহাতে স্থগিত থাকে তন্নিমিত্ত বিশেষ বিশেষ জরুরি স্থলে দণ্ডাজ্ঞা গৌণ করিয়া সাধিত হইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন গবর্ণমেণ্ট বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবেন তাঁহাদিগকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদান করাই এই ধারাটির অভিপ্রায়।

৪০৬ ধারা।—পোলীসের তত্ত্বাবধানের জন্য আজ্ঞা হইলে তদ্বিরুদ্ধে আপীলের বিধান করিবার জন্য এই ধারায় সংযোগ করা হইয়াছে।

৪২৩ ধারা, (ঘ) উপদফা।— ১০৬ ধারার সংশোধন কার্য্যকর করণার্থ ইহা আবশ্যক।

৪৩৯ ধারা, শেষ পারাগ্রাফ। সম্পৃক্ত ব্যক্তির আপীল করিবার অধিকার থাকিলে, সে অগ্রে আপীল আদালতে প্রতিকার পাইবার প্রার্থনা না করিয়া কোন সংশোধনকারী আদালতে যাইতে পাইবে না, এই কারণেই এই সংশোধনটি করা হইল।

৪৬৫ ধারা।—অভিযুক্ত ব্যক্তি ক্ষিপ্তমনা বলিয়া যতকাল তাহার বিচার হইবার পক্ষে অশক্ত থাকে সেই কালের মধ্যে যাহাতে সাক্ষীদের উক্তি লিপিবদ্ধ করা যাইতে পারে ইহাই এই সংশোধনটির উদ্দেশ্য। এইরূপ

না করিলে ঐরূপ সাক্ষ্য নষ্ট হইতে পারে। অভিযুক্ত ব্যক্তি পলাতক হইলে যে কার্য্যপ্রণালী (৫১২ ধারা) অনুসৃত হইবে তাহা খাটান হইয়াছে।

৪৭১ ধারা, (৩) পারাগ্রাফ।—প্রত্যেক স্থলে বিশেষ করিয়া আজ্ঞা দিবার প্রয়োজন হইবে না এবং মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব সাধারণ আজ্ঞা প্রকাশ করিয়া এই সকল বিষয়ের ব্যবস্থা করিতে পারিবেন ইহাতে এইরূপ বিধান করা গেল। যে প্রদেশে ক্ষিপ্ত ব্যক্তিদের কোন আশ্রয়স্থান স্থাপিত হয় নাই সেই প্রদেশের কোন আদালত যে স্থলে কোন ব্যক্তিকে ঐরূপ আশ্রয় স্থানে বদ্ধ করিয়া রাখিবার আজ্ঞা করেন বিশেষতঃ সেই স্থলে উক্তরূপ বিধান আবশ্যক। (৪) পারাগ্রাফে বর্ত্তমান আইনের ৪৭৫ (খ) ধারাটি পুনরুদ্ধৃত করা গেল।

৪৭৬ ধারা, শেষ পারাগ্রাফ।—রিপোর্ট করা মোকদ্দমাগুলি হইতে দৃষ্ট হয় যে, কোন আদালতের নিকট যে আনুষ্ঠানিক কার্য্য হয় তৎসম্বন্ধে ঐ আদালতের স্বীয় বিবেচনা মতে কার্য্য করিবার যে অধিকার আছে কোন সংশোধনকারী আদালত এইরূপ সকল বিষয়ে সেই অধিকারে হস্তক্ষেপ করেন সুবিচারের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে ইহা বাঞ্ছনীয় নয়। ফৌজদারী আনুষ্ঠানিক কার্য্য উপস্থিত করা হইলে সরল অভিপ্রায়ে আপত্তি করিবার প্রচুর পরিমাণে সুযোগ করিয়া দেওয়া হইল। এই কারণেই এই ধারাটি প্রণীত হইয়াছে।

৪৮০ ধারা।—কোন সাক্ষী বেআইনী মতে কোন আদালত হইতে চলিয়া গেলে ঐ আদালতের অবজ্ঞা করা হইয়াছে বলিয়া যাহাতে উক্ত আদালত ঐ অপরাধের সরাসরীমতে বিচার করিতে পারেন তন্নিমিত্ত ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের ১৭৪ ধারাটি সংযুক্ত করিয়া দেওয়া হইল।

৪৮৮ ধারা, (২) পারাগ্রাফ।—কেবল মাত্র আপন আজ্ঞার তারিখ হইতে না হইয়া নালিশের তারিখ হইতেও মাজিষ্ট্রেট ভরণ পোষণের টাকা দিবার আজ্ঞা করিতে পারিবেন, এই পারাগ্রাফে তাঁহাকে এইরূপ ক্ষমতা প্রদত্ত হইল।

৩ পারাগ্রাফ, নিয়ম বিধি।—শেষের শব্দগুলির পরিবর্ত্তন করাতে, ভরণ পোষণের আজ্ঞা করণ বিষয়ে মাজিষ্ট্রেটকে আপন বিবেচনানুসারে কার্য্য করিবার অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া হইল। এইরূপ করা আবশ্যক হইয়াছে, কারণ একটি রিপোর্ট করা মোকদ্দমা হইতে দৃষ্ট হয় যে, অপরের যে বিবাহিতা স্ত্রীর সহিত সহবাস করিলে ভারতবর্ষের দণ্ডবিধির আইনের অর্থানুসারে পরস্ত্রীগমন অপরাধ হয় এরূপ স্ত্রী না হইয়া অপর স্ত্রীলোকের সহিত স্বামী সহবাস করিলেও তাঁহার স্ত্রীকে বলপূর্ব্বক তাঁহার সহিত একত্র থাকিতে বাধ্য করা যাইতে পারে এবং তাঁহার স্ত্রী ঐরূপ না করিলে তাহাকে স্বতন্ত্র ভরণপোষণ পাইবার অধিকারচ্যুত করা যাইতে পারে। ই, লা, রি, ১৭ মান্দ্রাজ, ২৬০ পৃষ্ঠা দেখ।

(৬) পারাগ্রাফ।—যে ব্যক্তির নামে সমন দেওয়া হয় সে ব্যক্তি যদি অবজ্ঞা করিয়া উপস্থিতনা হয় তাহা হইলে মাজিষ্ট্রেট মোকদ্দমার বিচার করিয়া ভরণপোষণের নিমিত্ত একতরফা আজ্ঞা করিতে পারিবেন, নিয়ম বিধিটিতে তাঁহাকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া হইল। ঐরূপ মোকদ্দমা পুনর্ব্বার আরম্ভ করিবারও বিধান করা গেল।

(৭) পারাগ্রাফ।—যাহার নামে সমন হয় সে যাহাতে আপনার পক্ষে সাক্ষাস্বরূপ আপনিই পরীক্ষিত হইতে পারে এই পারাগ্রাফে তাহাকে তদ্রূপ অধিকার প্রদত্ত হইল এবং এতৎক্রমে মাজিষ্ট্রেট ভরণপোষণের মোকদ্দমায় খরচা সম্বন্ধেও আজ্ঞা করিতে সক্ষম হইবেন।

(৮) পারাগ্রাফ।—এতদ্দ্বারা এইরূপ মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের বিচারাধিকার ব্যক্ত করা হইল। রিপোর্ট করা মোকদ্দমা গুলিতে এই বিষয়ে স্পষ্টমত প্রকাশ করা হয় নাই।

৪৯৮ ধারা।—৪২৬ ধারার বিধানের প্রতি লক্ষ্য করিয়া "কিম্বা সেশন আদালত" এই শব্দগুলি উঠাইয়া দেওয়া উচিত কি না ইহা পরে বিবেচনার জন্য রক্ষিত হইল।

৫১৪ ধারা।—কোন জামিনদারের মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার দায়িত্ব ঘটিয়া থাকিলে এই সকল সংশোধনক্রমে ঐ মৃত জামিনদারের ইষ্টেটের বিরুদ্ধে কার্য্যানুষ্ঠান হইতে পারিবে।

৫১৭ ধারা।—কোন মাজিষ্ট্রেটের সম্মুখে যে কোন সম্পত্তি উপস্থিত করা যায় যাহাতে তাহার বিলিব্যবস্থা সম্বন্ধে তিনি আজ্ঞা দিতে পারেন তাঁহাকে তদ্রূপ ক্ষমতা দিবার জন্য এই ধারার প্রসর বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

৫২০ ধারা।—প্রথম আদালতের আজ্ঞা কার্য্যে পরিণত করা হইয়া থাকিলে, ঊর্দ্ধতন আদালত যদি ঐ আজ্ঞা অন্যথা করিয়া আজ্ঞা দেন তবে সম্পত্তি ফিরাইয়া দিবার আদেশ করিয়া এই ধারার মে আপন আজ্ঞা কার্য্যকর করিতে পারিবেন।

৫২৬ ধারা।—কোন অধস্তন আদালত দাঁড়ামত কোন মোশন বা আফিডেবিট ব্যতীত সম্পর্কযুক্ত পক্ষদিগের সম্মতি সহকারে কোন হাই কোর্টে কোন বিষয় অর্পণ করিলে হাই কোর্ট এই সংশোধনক্রমে কোন মোকদ্দমা হস্তান্তর করিবার আজ্ঞা করিতে সক্ষম হইবেন। এইরূপ সকল স্থলে এই সংশোধনটির দ্বারা সাধারণতঃ হাই কোর্টের ক্ষমতা বর্দ্ধিত হইবে।

৫২৬ ধারা (৮) পারাগ্রাফ।—কোন তদন্ত বা বিচার মুলতবী রাখা হয় বা তন্নিমিত্ত দিনান্তর ধার্য্য করা যায় এইরূপ প্রার্থনা করিবার ক্ষমতার অনেক সময়েই অপব্যবহার হওয়াতে, এইরূপ স্থলে বিচার পতিকে কিয়ৎ পরিমাণে স্বীয় বিবেচনানুসারে কার্য্য করিবার অধিকার দেওয়া আবশ্যক বলিয়া দৃষ্ট হইয়াছে।

৫২৮ ধারা।—বর্ত্তমান আইন অনুসারে মান্দ্রাজে কোন জিলার মাজিষ্ট্রেট কোন গ্রাম্য মাজিষ্ট্রেটের নিকট হইতে কোন মোকদ্দমা অন্যের নিকট অর্পণ করিতে পারেন না এইরূপ নিষ্পত্তি হওয়াতে, উক্তরূপ জিলার মাজিষ্ট্রেটকে ঐরূপ করিতে সক্ষম করণার্থ এই সংশোধনটি করা হইল।

৫৩৩ ধারা।—এই ধারাটি কোন আপীল আদালত কিম্বা সংশোধনকারী আদালত সম্বন্ধে খাটে ইহাই ব্যক্ত করিবার প্রস্তাব করা গেল।

৫৩৭ ধারা।—যে মোকদ্দমার চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হয় নাই যাহাতে এই ধারাটি সেই মোকদ্দমা সম্বন্ধে খাটিতে পারে তদভিপ্রায়ে ই, লা, রি, ২৩ কলিকাতা ৯৮৩ পৃষ্ঠার লিখিত আপত্তির নিরসনার্থ এই ধারাটি বর্দ্ধিত করা হইয়াছে।

৫৫৫ ধারা – ব্যাখ্যা ও উদাহরণ।—ই, লা, রি, ২৩ কলিকাতা ৩২৮ পৃষ্ঠার ও ই, লা, রি, ১৯ মান্দ্রাজ ২৬৩ পৃষ্ঠার লিখিত ও ঐরূপ অন্যান্য মোকদ্দমায় উত্থাপিত আপত্তির খণ্ডনার্থ এই সংযোগগুলি করা হইয়াছে।

৫৬১, ৫৬২ ও ৫৬৩ ধারা।– এই ধারাগুলি নূতন এবং কোন২ মাজিষ্ট্রেট নির্দ্দিষ্ট কোন২ মোকদ্দমায় প্রথমবার অপরাধীর প্রতি বিশেষ নিয়ম নির্দ্ধারিত করিয়া দণ্ডাজ্ঞা প্রদান করিতে নিবৃত্ত হইতে পারিবেন এতৎক্রমে তাঁহাদিগকে এইরূপ ক্ষমতা দেওয়া গেল। ঐ সকল নিয়ম পালন করিতে ত্রুটি হইলে যে কার্য্যপ্রণালী অনুসৃত হইবে উক্ত সকল ধারায় তাহারও বিধান করা হইল।

৫৬৪ ও ৫৬৫ ধারা।—এই ধারা দুইটি নূতন ও ইহাতে পাকা বদমাসদের পোলীসের তত্ত্বাবধানে রাখিবার বিধান করা হইয়াছে।

দ্বিতীয় তফসীল।

২৬৩ক ধারা ও ৪৭৭ ক ধারা।—১৮৯৫ সালের ৩ আইনক্রমে সৃষ্ট যে সকল অপরাধের নিমিত্ত ফৌজদারী মোকদ্দমার কার্য্যপ্রণালী বিষয়ক আইনে কোন বিধান করা হয় নাই তাহা ধরা হইয়াছে।

মান্দ্রাজের গবর্ণমেণ্টের অনুরোধক্রমে ৩ ঘরটিতে একটি পরিবর্ত্তন করিয়া ৪০৯, ৪১৭, ৪১৮, ৪১৯ ও ৪২০ ধারাগত অপরাধগুলিকে ধর্ত্তব্য অপরাধ বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

প্রেসিডেন্সী নগরে আবশ্যকতা আছে বলিয়া জানান হইয়াছে এই কারণে জালকরণ সম্বন্ধে (৪৬৫ ও পরবর্ত্তী ধারা) তুল্যরূপ সংশোধন করা হইল।

এম, ডি কালমার্স।

১৮৯৭ সাল, ১৪ ই অক্টোবর।

জে, এম, ম্যাক্‌ফার্সন,
ভারতবর্ষের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

CHUNDER NATH BOSE,
Bengali Translator.

REGISTERED No. 3.

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।
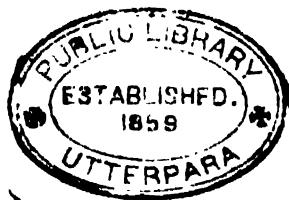
TUESDAY, DECEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

CONTENTS.

নির্ঘণ্ট।

PART II.

Resolutions, Orders and Notifications by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের নির্দ্ধারণ, আদেশ ও বিজ্ঞাপন প্রভৃতি।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MARINE DEPARTMENT.

The 20th December 1897.

No. 199Marine.—The following Notification, No. 6450—4275P., dated the 20th November 1897, issued by the Government of Bombay, relative to the imposition of rules for quarantine against plague applicable to vessels arriving at Aden, is published for general information.

A. D. McArthur, *Col.*, R.E.,
Secy. to the Govt. of Bengal.

GENERAL DEPARTMENT.

Bombay Castle, 20th November 1897.

No. 6450—4275-P.—In exercise of the powers delegated by the Governor-General in Council under section 2 (3) of the Epidemic Diseases Act III of 1897, His Excellency the Governor in Council is pleased to prescribe as a temporary measure the following rules for quarantine against plague applicable to vessels arriving at Aden:—

Rule I.—The commander of every vessel, including buggalows or other native craft arriving at Aden from an infected port, shall, before entering the harbour, hoist a yellow flag (or if entering the port at night-time, exhibit two red lights, one above the other, at the main) and indicate by signal the port from which such vessel has come, and shall keep such flag and signals flying until permitted to take them down. The pilot on going alongside a vessel from an infected port shall direct the flag prescribed above to be hoisted, if it has not been already done.

Rule II.—Such commander shall not, except as hereinafter provided, allow any communication, except orally, with the shore or with any other vessel or boat except the pilot boat, with which communication shall be limited to receiving the pilot who shall proceed straight to the bridge.

Rule III.—No vessel shall be given pratique until ten days from the date of its departure from an infected port. A vessel which carries no qualified Medical officer shall not be given pratique until ten days from the date of its arrival in Aden. Until the ten days' period has expired, a vessel shall, during its stay at Aden, remain at the quarantine anchorage appointed from time to time by the Resident by general or special order in this behalf. Until a vessel has been given pratique, it shall have no communication with the shore.

Rule IV.—On the arrival of a vessel whose destination is Aden, an officer appointed for the purpose by the Resident shall go alongside and ascertain whether ten days have or have not expired since its departure from an infected port.

(*a*) If ten days have expired since its departure from an infected port, and if it carries a qualified Medical officer,

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মেরিন্ ডিপার্টমেণ্ট।

১৮৯৭ সাল ২০এ ডিসেম্বর।

১৯৯ নং মেরিন্।—বোম্বাই গবর্ণমেণ্টের প্রকাশিত এদনে আগত জলযান প্রতি মড়কের কারাণ্টাইন বিধি প্রয়োগ সম্বন্ধে ১৮৯৭ সালের ২০এ নবেম্বর তারিখের ৬৪৫০—৪২৭৫ পি নং নিম্ন-লিখিত বিজ্ঞাপন সাধারণের অবগতির নিমিত্ত প্রকাশিত হইল।

এ, ডি, ম্যাক্‌আর্থর,
লেপ্টেনেণ্ট কর্ণেল, আর, ই।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

জেনরল ডিপার্টমেণ্ট।

বোম্বাই কাসল, ১৮৯৭ সাল ২০এ নবেম্বর।

৬৪৫০—৪২৭৫ পি নং।—ব্যাপক পীড়া বিষয়ক ১৮৯৭ সালের ৩ আইনের ২ (৩) ধারামতে মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর জেনরল সাহেব কর্ত্তৃক যে ক্ষমতা অর্পিত হইয়াছে তাহার পরিচালনা করিয়া মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত মহিমবর শ্রীযুত গবর্ণর সাহেব এদনে আগত জলযানের প্রতি প্রযোজ্য মড়ক সংক্রান্ত নিম্নলিখিত কারাণ্টাইন বিধি কিয়ৎকালের নিমিত্ত নির্দ্দেশ করিলেন ঃ—

১ বিধি।—বগালো ও অন্যান্য দেশীয় জাহাজ সমেত যে সকল জলযান দূষিত কোন বন্দর হইতে এদনে উপস্থিত হয় সেই সকল জলযানের কাপ্তান বন্দরে প্রবেশ করিবার পূর্ব্বে একটী হলদে নিশান তুলিয়া দিবেন এবং রাত্রিকালে বন্দরে প্রবেশ করিলে প্রধান মাস্তুলে উপরি উপরি দুইটী লাল আলো দেখাইবেন এবং ঐ জলযান যে বন্দর হইতে আসিয়াছে সিগনাল দ্বারা তাহা জানাইবেন এবং নামাইবার অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত ঐ নিশান বা আলো নামাইবেন না। কোন দূষিত বন্দর হইতে আগত জলযানের পার্শ্বে গিয়া আড়কাটী যদি দেখেন যে পূর্ব্ব নির্দ্দিষ্ট নিশান তখনও তোলা হয় নাই তাহা হইলে তিনি ঐ নিশান তুলিতে আদেশ করিবেন।

২ বিধি।—পশ্চাল্লিখিত বিধানানুসারে না হইলে ঐ কাপ্তান কূলের সহিত কিম্বা অপর কোন জলযানের বা আড়কাটীর নৌকা ভিন্ন অপর কোন নৌকার সহিত মৌখিক ভিন্ন অপর কোন সংস্রব হইতে দিবেন না। আড়কাটীর নৌকার সহিতও এই মাত্র সংস্রব হইবে যে আড়কাটীকে তুলিয়া লওয়া হইবে। আড়কাটী বরাবর পুলের কাছে চলিয়া যাইবেন।

৩ বিধি।—দূষিত বন্দর হইতে যাত্রা করিবার তারিখ হইতে দশ দিন কাল উত্তীর্ণ না হওয় পর্য্যন্ত কোন জলযানকে কূলের সহিত অবাধে সংস্রব করিবার অনুমতি দেওয় হইবে না। যে জলযানে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর নাই তাহা এদনে আগমনের তারিখ হইতে দশ দিন কাল অতীত না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ অনুমতি পাইবে না। ঐ দশ দিন কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এদনে থাকিবার কালে রেসিডেণ্ট সাহেব এতদর্থে সাধারণ বা বিশেষ আদেশক্রমে কারাণ্টাইন সূত্রে নঙ্গর করিয়া থাকিবার নিমিত্ত সময়ে সময়ে যে স্থান নিরূপিত করেন জলযান সেই স্থানে থাকিবে। সংস্রব করিবার অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত কোন জলযান কূলের সহিত সংস্রব করিবে না।

৪ বিধি।—এদন যে জলযানের উদ্দিষ্ট স্থান সেই জলযান আসিলে রেসিডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক তদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী জলযানের পার্শ্বে গিয়া দূষিত বন্দর হইতে জলযানের যাত্রার কাল হইতে দশদিন কাল উত্তীর্ণ হইয়াছে কি না এই কথা নির্ণয় করিবেন।

(ক) দূষিত বন্দর হইতে জলযানের যাত্রার পর দশদিন কাল উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলে এবং জলযানে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর থাকিলে এতদর্থে

the officer appointed for the purpose shall board the vessel and make such inquiries and inspection as he thinks necessary and may require a declaration on oath from the Medical officer of the vessel or the captain, or both, as to the existence of plague or suspected plague on board the vessel either during the voyage or before its departure. He shall then declare whether the vessel is "healthy," "suspected" or "infected," as defined in Rule VII. If he is satisfied that the vessel is "healthy," it shall be given pratique forthwith. If he declares it to be "suspected" or "infected," it shall be dealt with in the manner prescribed in Rule VII.

(*b*) If on the arrival of a vessel it is ascertained that ten days have not expired since its departure from an infected port, or if it carries no qualified Medical officer, it shall be detained at the quarantine anchorage until, in the former case, ten days have expired since its departure from an infected port, or, in the latter case, ten days have expired since its arrival at Aden, after which the officer appointed for the purpose shall take the measures specified in clause (*a*) of this rule, and classify the vessel:

Provided, however, that the officer appointed for the purpose may, at any time before the expiration of the aforesaid period of ten days, make such inquiries and inspections as he thinks necessary, and if, as the result thereof, he comes to the conclusion that the vessel is "infected," he shall forthwith, and without waiting for the expiration of the ten days' period, order it to be treated as infected.

Rule V.—On the arrival of a vessel, which is onward bound, and which uses Aden as merely a port of call, the officer appointed for the purpose by the Resident shall go alongside and ascertain whether ten days have or have not expired since its departure from an infected port.

(*a*) If ten days have expired since its departure from an infected port and if it carries a qualified Medical officer, and if the officer appointed for the purpose is permitted to make such inspection as he thinks necessary, and, as the result thereof and as the result of any inquiries he may make, is satisfied that the vessel is "healthy," the vessel shall be given "pratique." Otherwise it shall remain in quarantine at the anchorage appointed for the purpose by the Resident during its stay in port: no person shall be landed therefrom except at the quarantine camps appointed by the Resident, and no communication with the shore or with other vessels shall be allowed except the landing of mails in quarantine and the embarkation and disembarkation of passengers in quarantine.

(*b*) If ten days have not expired since its departure from an infected port, or if it carries no qualified Medical officer

নিযুক্ত কর্ম্মচারী জাহাজে উঠিয়া যেরূপ অনুসন্ধান ও পরিদর্শন করা আবশ্যক বোধ করেন সেইরূপ অনুসন্ধান ও পরিদর্শন করিবেন এবং যাত্রার পূর্ব্বে কিম্বা যাত্রার মধ্যে জলযানে মড়ক কিম্বা মড়ক বলিয়া সন্দেহ হয় এমন কোন রোগ হইয়াছিল কি না তদ্বিষয় জলযানের ডাক্তরকে কিম্বা কাপ্তানকে কিম্বা উভয়কেই শপথক্রমে ব্যক্ত করিতে বলিতে পারিবেন। তাহার পর তিনি ৭ বিধির অর্থ-নির্দ্দেশ অনুসারে ঐ জলযান "সুস্থ" কি "সন্দেহের কারণযুক্ত" কি "দূষিত" তাহা ব্যক্ত করিবেন যদি তাঁহার এরূপ প্রতীতি হয় যে জলযান সুস্থ তাহা হইলে উহাকে অবিলম্বে কূলের সহিত সংস্রব করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে। যদি তিনি উহাকে "সন্দেহের কারণযুক্ত" বা "দূষিত" বলিয়া ব্যক্ত করেন তাহা হইলে উহার সম্বন্ধে ৭ বিধির নির্দ্দিষ্ট প্রকারেকার্য্য করা যাইবে।

(খ) কোন জলযান আসিলে যদি এরূপ নির্ণীত হয় যে কোন দূষিত বন্দর হইতে উহার যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন কাল অতীত হয় নাই কিম্বা যদি উহাতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর না থাকে তাহা হইলে পূর্ব্বোক্ত স্থলে দূষিত বন্দর হইতে যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত এবং শেষোক্ত স্থলে এদনে উপনীত হইবার তারিখ হইতে দশ দিন কাল উত্তীর্ণ না হওয়া পর্য্যন্ত ঐ জলযানকে ক্বারাণ্টাইনসূত্রে লঙ্গর করিয়া থাকিবার স্থানে আটকাইয়া রাখা যাইবে। ঐ কাল উত্তীর্ণ হইবার পর এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী এই বিধির (ক) দফার নির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করিবেন এবং জলযানের শ্রেণী নির্দ্দেশ করিবেন।

কিন্তু এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী উপরোক্ত দশ দিন কাল উত্তীর্ণ হইবার পূর্ব্বে যে কোন সময়ে যেরূপ অনুসন্ধান ও পরিদর্শন করা আবশ্যক বোধ করেন তাহা করিতে পারিবেন এবং উহার ফলস্বরূপ যদি তিনি এরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে জলযান "দূষিত" তাহা হইলে তিনি দশ দিন কাল উত্তীর্ণ হওয়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা না করিয়া তৎক্ষণাৎ ঐ জলযানকে "দূষিত" বলিয়া গণ্য করিবার আদেশ দিবেন।

৫ বিধি।—যে জলযান আরও দূরে যাইবে এবং যাহা কেবল মাত্র মাল প্রভৃতি নামাইবার ও তুলিবার নিমিত্ত এদনে হইয়া যায় সেই জলযান আসিলে রেসিডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী জলযানের পার্শ্বে গিয়া উহার দূষিত বন্দরহইতে যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন উত্তীর্ণ হইয়াছে কি না ইহা নির্ণয় করিবেন।

(ক) কোন দূষিত বন্দর হইতে উহার যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন উত্তীর্ণ হইয়া থাকিলে এবং উহাতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর থাকিলে এবং তদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী যেরূপ পরিদর্শন করা আবশ্যক বোধ করেন তাঁহাকে সেইরূপ পরিদর্শন করিতে দেওয়া হইলে এবং ঐ পরিদর্শনের এবং তিনি যে অনুসন্ধান করেন তাহার ফলস্বরূপ ঐ কর্ম্মচারির জলযান সুস্থ বলিয়া প্রতীতি হইলে ঐ জলযানকে কূলের সহিত সংস্রব করিবার অনুমতি দেওয়া যাইবে। তাহা না হইলে বন্দরে অবস্থান কালে উহাকে লঙ্গর করিয়া থাকিবার নিমিত্ত রেসিডেণ্ট সাহেব কর্ত্তৃক নিরূপিত স্থানে ক্বারাণ্টাইনের নিয়মাধীনে থাকিতে হইবে, রেসিডেণ্ট সাহেব যে ক্বারাণ্টাইনের ক্যাম্প নিরূপিত করেন তদ্ভিন্ন অপর কোন স্থানে ঐ জলযান হইতে কোন লোক নামান হইবেনা এবং ক্বারাণ্টাইনের নিয়মাধীনে ডাক নামান কিম্বা আরোহী তোলা কি নামান ভিন্ন কূলের সহিত কিম্বা অপর জলযানের সহিত অন্য কোনরূপ সংস্রব করিতে দেওয়া হইবে না।

(খ) কোন দূষিত বন্দরহইতে উহার যাত্রার তারিখ হইতে দশ দিন উত্তীর্ণ হইয়া না থাকিলে কিম্বা উহাতে উপযুক্ত যোগ্যতাসম্পন্ন ডাক্তর না থাকিলে বন্দরে

it shall remain in quarantine at the quarantine anchorage appointed for the purpose during its stay in port.

N.B.—No inspection of a vessel under Rules IV and V shall ordinarily be made except by daylight.

Rule VI.—These rules shall not prevent the transhipment, in quarantine, of passengers or other persons or mails or cargo from a vessel in quarantine to another, provided that thereafter the latter vessel shall be in quarantine.

Rule VII.—For the purposes of these rules a "healthy" vessel means—

"A vessel which has had no case of plague on board and which has left an infected port ten days or more previously."

A "suspected" vessel means—

"Any vessel on board which there has been a case of plague at the time of departure or during the voyage, but on which no fresh case has occurred for twelve days."

An "infected" vessel means—

"Any vessel with plague on board or on board which one or more cases have taken place within twelve days."

The only measures which the authorities of the Port of arrival may enforce with regard to "healthy" vessels are those which are prescribed for "suspected" vessels (medical inspection, disinfection, pumping out the bilge-water and the substitutions of good drinking water for the water on board) except that the measures prescribed for the disinfection of the vessel itself may not be enforced in the case of healthy vessels.

The following treatment is prescribed for "suspected" and "infected" vessel, respectively:—

Suspected vessels are subject to the following measures, which will be carried out under the orders and supervision of the officer appointed for the purpose.

1.—Medical inspection.

2.—Disinfection; the soiled linen and personal effects of the crew and passengers, which in the opinion of the officer appointed for the purpose may be regarded as contaminated, should be disinfected.

3.—Pumping out the bilge-water after disinfection, and the substitution of good drinking water for the water stored on board.

4.—Disinfection of all parts of the vessel which have been inhabited by plague patients, and any other measures of disinfection that may be ordered by the officer appointed for the purpose

A watch should be kept over the health of the crew and passengers for ten days from the date of arrival of the vessel; and

the crew should not, without the special permission of the officer appointed for the purpose, be allowed to land, except on duty.

Infected vessels are subject to the following rules:

1.—The sick will be immediately disembarked and isolated.

2.—The other persons on board should also, if possible, be disembarked and kept under observation or surveillance* for a period varying according to the sanitary condition of the vessel and the date of the last case, but which must not exceed ten days.

* The expression 'observation' means segregation of the passengers, either on board a vessel or in a lazaretto, till they have obtained *free pratique*. The expression 'surveillance' means that the passengers will not be isolated; they will at once obtain *free pratique*, but on arriving at their destination they will be kept under medical surveillance.

অবস্থান কালে এতদর্থে ক্বারান্টাইনসূত্রে নজর করিয়া থাকিবার নিমিত্ত যে স্থান নিরূপিত হয় সেই স্থানে ক্বারান্টাইনের নিয়মাধীনে উহা থাকিবে।

মন্তব্য। —৪ ও ৫ বিধি অনুসারে জলযানের পরিদর্শন সাধারণতঃ দিবা ভিন্ন অন্য সময়ে হইবে না।

৬ বিধি।—এই সকল বিধিবশতঃ ক্বারান্টাইনের নিয়মাধীন এক জলযান হইতে অপর জলযানে আরোহী কিম্বা অন্য ব্যক্তি কিম্বা ডাক বা মাল স্থানান্তরিত করিবার প্রতিবন্ধক হইবে না। কিন্তু ঐরূপ স্থানান্তরিত করিবার পর শেষোক্ত জলযান ক্বারান্টাইনের নিয়মাধীন হইবে।

৭ বিধি।—এই সকল বিধির অভিপ্রায়ার্থ "সুস্থ" জলযান বলিতে—

"যে জলযানে কোন ব্যক্তির মড়ক হয় নাই এবং যাহা দশ দিন বা তদপেক্ষা অধিক দিন পূর্ব্বে কোন দূষিত বন্দর ছাড়িয়া আসিয়াছে সেই জলযান" বুঝাইবে।

"সন্দেহেরকারণযুক্ত" জলযান বলিতে—

"যাত্রা করিবার সময় বা যাত্রার মধ্যে যে জলযানে কোন ব্যক্তির মড়ক হইয়াছে কিন্তু যাহাতে বার দিনের মধ্যে নূতন কোন ব্যক্তির মড়ক হয় নাই সেই জলযান" বুঝাইবে।

"দূষিত" জলযান বলিতে—

"যে জলযানে মড়কক্রান্ত ব্যক্তি আছে কিম্বা যাহাতে বার দিনের এক বা অধিক ব্যক্তি মড়কাক্রান্ত হইয়াছে সেই জলযান" বুঝাইবে।

"সন্দেহেরকারণযুক্ত" জলযানের নিমিত্ত যে সকল ব্যবস্থা (অর্থাৎ ডাক্তরের পরিদর্শন, দোষশূন্য করণ ডহরার জল পম্প করিয়া ফেলন এবং জলযানে যে জল আছে তৎপরিবর্ত্তে ভাল পানীয় জল গ্রহণ) নির্দ্দিষ্ট হইল যে বন্দরে জলযান আগমন করে তাহার কর্ত্তৃপক্ষেরা কোন "সুস্থ" জাহাজ সম্বন্ধে কেবল সেই সকল ব্যবস্থাই করিতে পারিবেন। কিন্তু সুস্থ জলযানের বেলা দোষশূন্য করণার্থ ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করিতে পারা যাইবে না।

"সন্দেহেরকারণযুক্ত" ও "দূষিত" জলযানের নিমিত্তক্রমান্বয়ে নিম্নলিখিত ব্যবস্থা নির্দ্দিষ্ট হইলঃ—

সন্দিগ্ধ জলযান নিম্নলিখিত ব্যবস্থার অধীন হইবে। এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারির আদেশানুসারে ও তত্ত্বাবধানে এই সকল ব্যবস্থা কার্য্যে পরিণত করা হইবে।

১। ডাক্তরের পরিদর্শন।

২। দোষশূন্য করণ; এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারিরমতে মাল্লা এবং আরোহীদিগের যে সকল কামিজ প্রভৃতি এবং নিজস্ব সম্পত্তি দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তাহা দোষশূন্য করিতে হইবে।

৩। দোষশূন্য করিবার পর ডহরার জল পম্প করিয়া ফেলন এবং জাহাজে যে জল আছে তৎপরিবর্ত্তে ভাল পানীয় জল গ্রহণ।

৪। মড়কাক্রান্ত ব্যক্তিগণ যে যে অংশে থাকিয়াছেন সেই সেই অংশ দোষশূন্য করণ এবং এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী দোষশূন্য করণ সম্বন্ধে অপর যে ব্যবস্থার আদেশ করেন তাহা;

জলযান আসিবার তারিখ হইতে দশ দিন কাল মাল্লা এবং আরোহীদিগের স্বাস্থ্যের প্রতি নজর রাখিতে হইবে, এবং

এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারির বিশেষ অনুমতি ব্যতীত কর্ত্তব্য কর্ম্ম করিবার উদ্দেশ্যে ভিন্ন অপর কোন উদ্দেশ্যে মাল্লাদিগকে কূলে নামিতে দেওয়া হইবে না।

দূষিত জলযান নিম্নলিখিত নিয়মের অধীন হইবে:—

১। পীড়িত ব্যক্তিদিগকে অবিলম্বে জলযান হইতে নামাইয়া পৃথক রাখিতে হইবে।

২। সম্ভব হইলে জলযানস্থ অপর ব্যক্তিগণকেও জাহাজ হইতে নামাইয়া পরিদর্শনাধীনে অথবা নজর বন্দিতে * রাখা হইবে। পরিদর্শনাধীনে ও নজর বন্দিতে রাখিবার ঐ কাল জলযানের স্বাস্থ্যের অবস্থানুসারে এবং শেষ রোগ হইবার তারিখ অনুসারে কম বেশী হইবে কিন্তু কোন ক্রমেই দশ দিনের অধিক হইবে না।

* 'পরিদর্শন' বলিতে সংস্রব করিবার অনুমতি না পাওয়া পর্য্যন্ত আরোহীগণকে জলযানে কিম্বা হাস্পাতালে পৃথক করিয়া রাখন বুঝাইবে। 'নজর বন্দি' বলিতে এই বুঝাইবে যে আরোহীগণকে পৃথক করিয়া রাখা হইবে না এবং তাহাদিগকে অবিলম্বে সংস্রবের অনুমতি দেওয়া হইবে কিন্তু উদ্দিষ্ট স্থানে পৌছিলে তাহাদিগকে ডাক্তরের নজরবন্দিতে রাখা যাইবে।

3.— The soiled linen and personal effects of the crew and passengers, which in the opinion of the sanitary authority of the port may be considered as *infected*, will be disinfected.

4.—The bilge-water will be pumped out after disinfection, and good drinking-water will be substituted for the water stored on board.

5.—All parts of the vessel which have been inhabited by plague patients should be disinfected, and such other measures of disinfection shall be taken as may be ordered by the officer appointed for the purpose.

Rule VIII.—The Resident shall have full power, subject to any orders that may be issued by the Government of Bombay, to make regulations or pass orders regarding the administration of quarantine camps and hospitals, whether ashore or afloat, and regarding quarantine anchorages, and all persons concerned shall be bound to obey such regulations and orders. Any vessel objecting to submit thereto or to any of the measures indicated in these rules, shall, however, be free to put back to sea.

Rule IX.—Any mails or cargo which may be brought by any vessel arriving from an infected port shall be landed under such precautions as the officer appointed for the purpose may deem necessary to prevent the spread of the disease.

Rule X.—It will be the duty of the Port Officer to facilitate the conveyance to all vessels in quarantine of such supplies of provisions, stores and other articles as may be required by those on board. Such supplies will be placed on the boats of the vessels in quarantine to be subsequently removed by members of their crews.

Rule XI.—All vessels arriving at Aden, which may have communicated with vessels coming from an infected port, shall be subjected to the same rules as vessels arriving at Aden from an infected port.

Rule XII.—All vessels which have undergone medical inspection and quarantine in the manner above prescribed, should have the fact clearly stated on their bills of health.

By order of His Excellency the Right Honourable the Governor in Council,

A. C. LOGAN,
Acting Secretary to Government.

৩।—মাল্লা এবং আরোহীদিগের যে কাযিজাদি বস্ত্র এবং নিজস্ব সম্পত্তি বন্দরের স্বাস্থ্য সংক্রান্ত কর্ত্তৃপক্ষের মতে দূষিত বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে তাহা দোষশূন্য করিতে হইবে।

৪। দোষশূন্য করিবার পর ডহরার জল পম্প করিয়া ফেলিতে হইবে এবং জলযানে যে জল আছে তৎপরিবর্ত্তে ভাল পানীয় জল গ্রহণ করিতে হইবে ;

৫। মড়কাক্রান্ত ব্যক্তিগণ জলযানের যে যে অংশে থাকিয়াছেন সেই সেই অংশ দোষশূন্য করিতে হইবে এবং এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী দোষ শূন্যকরণ সম্বন্ধে অপর যে ব্যবস্থার আদেশ করেন তদনুসারে কার্য্য করিতে হইবে।

৮ বিধি।—বোম্বাই গবর্ণমেণ্ট যে আদেশ করেন তাহার অধীন হইয়া কূলস্থ কিম্বা জলযানেরা উপরিস্থিত ক্বারাণ্টাইনের ক্যাম্প এবং হাঁস্পাতালের কার্য্যনির্ব্বাহ সম্বন্ধে এবং ক্বারাণ্টাইন সূত্রে লঙ্গর করিয়া থাকিবার স্থান সম্বন্ধে ব্যবস্থা ও আদেশ করণার্থ রেসিডেণ্ট সাহেবের সম্পূর্ণ ক্ষমতা থাকিবে এবং সম্পর্কযুক্ত সকল ব্যক্তিকে ঐরূপ ব্যবস্থা ও আদেশ পালন করিতে হইবে। কিন্তু কোন জলযান ঐ সকল ব্যবস্থা ও আদেশের এবং এই সকল বিধিতে সূচিত ব্যবস্থার অধীন হইতে আপত্তি করিলে সেই জলযানকে সমুদ্রে বাহির হইয়া যাইতে দেওয়া যাইবে।

৯ বিধি।—কোন দূষিত বন্দর হইতে আগত জলযান কর্ত্তৃক যে ডাক বা মাল আনীত হয় তাহা এতদর্থে নিযুক্ত কর্ম্মচারী রোগের প্রচার নিবারণার্থ যেরূপ সতর্কতা অবলম্বন করা আবশ্যক বোধ করেন সেইরূপ সতর্কতা সহকারে জাহাজ হইতে নামাইতে হইবে।

১০ বিধি।—ক্বারাণ্টাইনের নিয়মাধীন জলযান সমূহে যে সকল লোক থাকেন তাঁহাদের যে খাদ্য ও অন্য দ্রব্যের প্রয়োজন তাহা ঐরূপ সকল জলযানে লইয়া যাইবার সুবিধা করিয়া দেওয়া বন্দরের কর্ম্মচারির কর্ত্তব্য কর্ম্ম হইবে। উক্ত দ্রব্যাদি ক্বারা-ণ্টাইনের নিয়মাধীন জলযান সমূহের বোটে রক্ষিত হইবে এবং পরে উক্ত জল-যানের মাল্লারা তাহা উঠাইয়া লইয়া যাইবে।

১১ বিধি।—এদনে আগত যে সকল জলযান দূষিত বন্দর হইতে আগত জলযানের সহিত সংস্রব রাখিয়াছে তাহাদের দূষিত বন্দরহইতে এদনে আগত জলযানসমূহ যে নিয়মের অধীন হইবে সেই নিয়মের অধীন হইতে হইবে।

১২ বিধি।—যে সকল জলযান পূর্ব্বনির্দ্দিষ্ট প্রকারে ডাক্তরের পরিদর্শনের এবং ক্বারাণ্টাইনের অধীন হইয়াছে তাহাদের স্বাস্থ্যের সার্টিফিকেটে ঐ কথা স্পষ্ট করিয়া লিখিত থাকিতে হইবে।

মহিমবর প্রকৃত মান্যবর মন্ত্রিসভাধিষ্ঠিত শ্রীযুত গবর্ণর সাহেবের আদেশক্রমে,

এ, সি, লোগান,

গবর্ণমেণ্টের একটিং সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট।

TUESDAY, DECEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

PART IIA.

Orders by the Lieutenant-Governor of Bengal.

দ্বিতীয় ক খণ্ড।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের আদেশ।

ORDERS BY THE LIEUTENANT-GOVERNOR OF BENGAL.

MUNICIPAL AND LOCAL.

NOTIFICATION.

No. 5635M.—The 16th December 1897.—Whereas a notification No. 779T.M., dated the 22nd September 1897, was published at page 221, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 29th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part IX of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as modified up to November 1896, to the Kandi Ward of the Kandi Municipality, in the district of Murshidabad, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Kandi Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. Risley,
Secy. to the Govt. of Bengal.

NOTIFICATION.

No. 5638M.—The 16th December 1897.—Whereas a notification No 802T.M., dated the 22nd September 1897, was published at page 221, Part IB of the *Calcutta Gazette* of the 29th idem, declaring the intention of the Lieutenant-Governor to extend the provisions of Part X of the Bengal Municipal Act, III of 1884, as modified up to 1st November 1896, to the Pirojpur Municipality, in the district of Backergunge, and whereas no objection has been raised to the proposal within one month from the date of the publication of the above notification within the Municipality, it is hereby notified for general information that, in the exercise of the power vested in the Local Government by section 221 of the Act, and in accordance with the recommendation of the Commissioners of the Pirojpur Municipality, made at a meeting, the Lieutenant-Governor sanctions the extension of the above provisions of the Municipal Act to the said Municipality.

H. H. Risley,
Secy. to the Govt. of Bengal.

বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের আদেশ।

মুনিসিপল ও স্থানীয়।

বিজ্ঞাপন।

৫৬৩৫ এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১৬ ডিসেম্বর।—মুরশিদাবাদ জিলার অন্তর্গত কান্দি মুনিসিপালিটীর কান্দি ওয়ার্ডে ১৮৯৬ সালের নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ৯ম খণ্ডের বিধান প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের ৭৭৯ টি, এম নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং কান্দি মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

এচ্, এচ্, রিসলী.
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

বিজ্ঞাপন।

৫৬৩৮ এম, নম্বর।—১৮৯৭ সাল ১৬ ডিসেম্বর।—বাখরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত পিরোজপুর মুনিসিপালিটীতে ১৮৯৬ সালের ১ নবেম্বর মাস পর্য্যন্ত সংশোধিত বঙ্গদেশের মুনিসিপালিটী বিষয়ক ১৮৮৪ সালের ৩ আইনের ১০ম খণ্ডের বিধান প্রচলিত করণার্থ শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেবের অভিপ্রায় প্রকাশক ১৮৯৭ সালের ২২ সেপ্টেম্বর তারিখের ৮০২ টি, এম, নং এক বিজ্ঞাপন ঐ মাসের ২৯ তারিখের কলিকাতা গেজেটের ১B খণ্ডের ২২১ পৃষ্ঠায় প্রকাশ করা গেলেও উক্ত বিজ্ঞাপন উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রকাশিত হইবার তারিখ অবধি এক মাসের মধ্যে উক্ত প্রস্তাব সম্বন্ধে কোন আপত্তি উপস্থিত করা না যাওয়াতে সাধারণের অবগত্যর্থে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্ণর সাহেব স্থানীয় গবর্ণমেণ্টের প্রতি উক্ত আইনের ২২১ ধারামতে প্রদত্ত ক্ষমতানুসারে কার্য্য করিয়া এবং পিরোজপুর মুনিসিপালিটীর সভাগত কমিশনরদের অনুরোধক্রমে মুনিসিপল আইনের উক্ত বিধান উক্ত মুনিসিপালিটীতে প্রচলিত করিবার অনুমতি দিলেন।

এচ্, এচ্, রিসলী,
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটরী।

গবর্ণমেণ্ট গেজেট

TUESDAY, DECEMBER 28, 1897.

মঙ্গলবার, ১৮৯৭ সাল ২৮ ডিসেম্বর।

PART VIII.

ADVERTISEMENT.

অষ্টম খণ্ড।

ইশ্‌তিহার প্রভৃতি।

LAND ADVERTISEMENTS. ভূমিবিষয়ক ইস্তাহার।

জিলা বাকরগঞ্জ।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাকরগঞ্জ জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সনের নাগায়ত সেপ্টেম্বর কিস্তির তলবী বাকি রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সনের ৫ জানুয়ারি তারিখ মোং ১৩০৪ সনের ২২ পৌষ বুধবার নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইতি সন ১৮৯৭ সাল তারিখ ১৩ নবেম্বর।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৪৫৪৬	পাদ্মা ওরফে রমজানপুর পং কাশীমপুর সেহলাপট্টী।	৫৩৮৩	সম্পূর্ণ মহালের মালিকী স্বত্ব নিলাম হইবে।	......	হরকুমার সেন গং	......	২০২৪	......
৪৬০৫	চর সমসদী বালিগাও পং সায়েস্তানগর।	১৪৪৫	ঐ	......	দক্ষিণাকুমার রায় চৌধুরী গং।	......	৭৪৮৶৮	......
৪৭৪৮	চর জঙ্গলা পং উত্তর সাবাজপুর।	৭৮৪	ঐ	......	হরিমোহন ঘোষাল	......	৯৮	......
১৭২৫	মৌজা চিকনীকান্দী পং চন্দ্রদ্বীপ।	......	......	এজমালী— ।৵৪॥৫৭ = $\frac{১}{৪}$ তিন অংশ নিলাম হইবে এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	অশ্বিনী কুমার দত্ত গং।	১৩১৯৸৭	......	২৮১৸৶৮
১৯৯৪	তালুক বিশ্বনাথ সেন পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৫৭০।৵১১॥	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	রামনারায়ণ সেন গং	......	১৪২।৵৮॥	......
১৯৯৭	তালুক ফতে মাহামুদ পং খাঞ্জাবাহাদুরনগর।	৭৩৮৶৯	ঐ	......	রাখালচন্দ্র রায় চৌধুরী গং।	......	৯২৴৮	......
১৬৭৭	তালুক সৌজুদ্দিন খাঁ গং পং বোজরগোমেদপুর।	......	......	এজমালী— ৸৶১৫ গণ্ডা অংশ নিলাম হইবে। এতদ্ব্যতীত অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।	কৃষ্ণকিশোর নিয়োগী গং।	১০৪৩৸৶৪	......	২৩।৶১১॥

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৫১৪৫	কিশমত তেওতা, পাওতা, রূপারজোর গং পং বোজরগোমেদপুর।	৫১৪৶০	সম্পূর্ণ মহাল নিলাম হইবে।	......	দেবনাথ দত্ত চৌধুরী গং।	......	৯৯৸৶১১	......
২৭০৮	জমিদারী পং উত্তর সাবাজপুর।	১৪৯৪।৶৫	ঐ	......	আনন্দ চন্দ্র রায় গং।	......	১৩১৶৪	......
১৯১৬	৴১০ গণ্ডা জমিদারী তপ্পে হাবেলী সৌলিমাবাদ।	১০৪৫।৶৯॥	ঐ	......	সৌদামিনী গুপ্তা গং।	......	১১১৶৫॥	......
৫২৫৬	চর উমেদ মহালাধীন ৬৪ নং যোত পং জঞ্জীরা।	৯৫৮৶৩	সম্পূর্ণ যোত নিলাম হইবে।	......	হরিচরণ হাওলাদার গং।	......	২৩৫৶৩	......
৫২৪৩	চর পদ্মা মহালাধীন ১ নং গরযকরারি তালুক গুপিকৃষ্ণ বন্দ্যোপাধ্যায় পং দক্ষিণ সাবাজপুর।	৪০৭৩৶৫	সম্পূর্ণ তালুক নিলাম হইবে	......	বিহারী লাল রায় চৌধুরী।	......	৫৪১৲	......

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্রবিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

B. BELL,
Offg. Collector.

জিলা ঢাকা।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে ঢাকা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ৬ই জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ননাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১৪	পং বন্দরখোলা মং মামুদরাজা।	১৬৭০৸৶ ১০॥	......	অবশিষ্ট ...	শশীকুমার পোদ্দার গং।	৯১৬॥৶২৸	......	২৬৭৷৷২৷
৯০১৩	চর মৃজাপুরের মধ্যগত সালিনা ওরফে চক হরিচরণ।	৭৪২৲	ষোলআনী	......	কৃষ্ণচন্দ্র সাহা গং	......	১৭৮৸৶	......

DACCA COLLECTORATE,
The 18th November 1897.

OKHOY COOMAR SEN.
For Collector.

জেলা বাঁকুড়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন।

এতদ্দ্বারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বাঁকুড়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মলিকি স্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত বাঁকুড়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১লা ফেব্রুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২০শে মাঘ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে,—

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেণ্টের যে মালিকি স্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এই ক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার উর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়িত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেণ্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
৮০	আমরাণী পরগণে বিষ্ণুপুর ...	মোট মহালের ৩ ভাগ অংশ।	।১০ চারি আনা দশ-পাই মাত্র।	থানা বিষ্ণুপুর সামিল ভাগেদিখা গ্রাম-নিবাসী দিনময়ী দেবীর বিরুদ্ধে ১৮৯৫ ৯৬ সালের ৭৩৯ নং সার্টিফিকেট জারিতে গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রকাশ্য নিলামে খরিদ করা হইয়াছে।

কালেক্টরের কাছারি,
জেলা বাঁকুড়া,
তারিখ ২০শে নবেম্বর ১৮৯৭।

G. E. MANISTY,
Collector.

জিলা নদীয়া।

নিলামি বিজ্ঞাপন ।

এতদ্দারা সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জেলার অন্তঃপাতি নিম্নলিখিত মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে তাহা নিম্নলিখিত নিলামের সর্ত্ত অনুসারে উক্ত নদীয়া জেলার কালেক্টরিতে ১৮৯৮ সনের ১০ই জানুয়ারি তারিখ মোতাবেক বাঙ্গলা ১৩০৪ সনের ২৭শে পৌষ তারিখে প্রকাশ্য নিলামে বিক্রয় হইবেক।

খরিদ্দারগণকে নিম্নের লিখিত নিলামের সর্ত্ত সকলে বাধ্য হইতে হইবে। —

নিলামের সর্ত্ত।—

প্রথম। নিলামের সময়ে কালেক্টর সাহেব এই মহালের যে উচ্চ মূল্য নির্দ্দিষ্ট করেন তাহার উপর যে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক মূল্য দিতে সম্মত হইবে তাহার নিকট এই সম্পত্তি বিক্রয় হইবে। এই মহালের খরিদ্দারকে ইহার মালিক স্বরূপে গণ্য করিতে হইবেক এবং যে রাজস্ব ধার্য্য হইয়াছে তাহা চিরস্থরূপে গণ্য হইয়া এই মহালে গবর্ণমেন্টের যে মালিকিস্বত্ব আছে ঐ সম্পূর্ণ স্বত্ব খরিদ্দারের প্রতি পর্য্যাপ্ত হইবে।

দ্বিতীয়। চলিত আইন এবং বন্দোবস্তের কার্য্যের দ্বারায় যে সকল স্বত্ব অর্পণ হইয়াছে এবং এইক্ষণ যে সকল পাট্টা বর্ত্তমান আছে এই নিলামে তাহা বলবৎ থাকিবে এবং রেভেনিউ কার্য্যকারকগণ দ্বারা প্রস্তুত হওয়া জমাবন্দী যে সকল খোদখাস্তা কৃষক প্রজা দ্বারা দস্তখত হইয়াছে তাহাদের স্বত্ব স্বীকার করিতে খরিদ্দারগণ বাধ্য হইবে।

তৃতীয়। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার অনধিক হইলে সমুদয় টাকা তৎক্ষণাৎ দিতে হইবে।

চতুর্থ। নিলামি মূল্য ১০০৲ টাকার ঊর্দ্ধ হইলে যত টাকা ডাক হইয়া থাকে তাহার চতুর্থাংশের একাংশ তৎক্ষণাৎ দাখিল করিতে হইবেক, নিলামের দিন ১ দিন গণ্য হইয়া তদবধি পঞ্চদশ দিবসের দিবসে ২ প্রহরের মধ্যে যদি অবশিষ্ট টাকা দেওয়া না হয় অথবা ঐ দিবস কোন পর্ব্ব উপলক্ষে কাছারি বন্ধ হয় তবে তাহার পরে প্রথম যে দিবস কাছারি হইবে সেই দিবস ২ প্রহরের মধ্যে না দিলে নিলাম রহিত হইবে (যে টাকা আমানত করা হইয়াছিল তাহা সরকারে বাজেয়াপ্ত হইবে) এবং প্রথমবার নিলাম হওয়ার ন্যায় বিজ্ঞাপন জারি হইয়া অনাদায়কারি খরিদ্দারের দায়ীত্বে এই মহাল পুনরায় নিলাম হইবে।

তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	একরের হিসাবে যতদূর জানা যায় ভূমির অনুমানিক পরিমাণ।	গবর্ণমেন্টের রাজস্ব যাহা ধার্য্য হইয়াছে।	মন্তব্য।
১০৯৭	সিমুলিয়া পরগণে শ্রীনগর ...	একর— ২০.৮৬ অর্থাৎ ৬৩/২। বিঘা।	টাঃ আঃ পাঃ ১৬৲ ০ ০	

কালেক্টরের কাছারি
জেলা নদীয়া
তারিখ ৪ঠা ডিসেম্বর ১৮৯৭ সাল।

E. A. Rossiter,
For Collector.

জিলা নোয়াখালি।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩, ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, নোয়াখালি জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৪ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘর কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে, ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারী চাকলে বামনী।	১১১০৭,	সম্পূর্ণ ...	......	বাবু উপেন্দ্রচন্দ্র দত্ত মেনেজার অব মিস কোর্জ্জন ষ্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি গং।	...	৫০৫৫।।৶১১	......
			খাস মহাল টেনিউর —					
১৫৫১	চর শুলুকিয়ার ৯ নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮দ৬	সম্পূর্ণ ...	......	ওয়াজদ্দিন ঘাটমাজি।	......	১৪৯৵৫	......
১৬৬২	চর মঘধরা গং মং হাওলা আজমতুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮দ৵৭	ঐ	......	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক জানিবে সচিনাথ গুহ।	......	১০০।।৯	......
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭।৶৪	ঐ	......	জমিয়ত আলি ...	......	৪৮৭।০	......
১৬৭১	ঐ চরের ২ নং দখল	১৫৫৯।।১১	ঐ	......	ঐ	......	৩৭৩।/৬	......
১৬৮৬	চর আলেকজেণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০দ/৭	ঐ	......	নবকুমার বসু ...	......	১৩৬৵৯	......
১৬৮৬	ঐ চরের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯দ৯	ঐ	......	ঐ	......	১৭০।৵৯	......

S. K. AGASTI,
Collector.

জিলা বর্দ্ধমান।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে, বর্দ্ধমান জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে ১৮৯৭ সালের জুন কিস্তির বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত আগামী ১৮৯৮ সালের ৫ জানুয়ারি তারিখে বেলা ১২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
৭২	মহাল পাটুলী পরগণা পাটুলী।	৫৭৮৬৸৩	......	কেবল মূল মহাল নিলাম হইবে, অন্যান্য অংশ নিলাম হইবে না।	নবিনচন্দ্র চৌধুরী দিং।	২৮৯৩।৴১০	......	৪৪(৫

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

C. FISHER,
Collector.

জিলা বীরভূম।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে বীরভূম জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১১ই জানুয়ারি তারিখে বেলা ১ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবল মাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং	আমড়াপালন পরগণা খটঙ্গা থানা সিউড়ী।	৫৭৭৸৶০	......	এজমালি অংশ—দেবীপুর, দড়িবাজে জমি বাজে আপ্তি, দেবীপুর, জঙ্গল জমা ও আমড়াপালন মৌজায় রকম ষোল আনা, এই অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নীলাম হইবে না।	সুরেন্দ্র নারায়ণ সেন দিগর।	৫৪৬৸৶০	......	৩৸৴৭

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও উপরি লিখিত অংশ ভিন্ন মহালের অন্য কোন অংশ নিলাম হইবে না।

BIRBHUM COLLECTORATE,
Dated Suri, the 18th November 1897.

F. N. FISCHER,
Collector.

জেলা ত্রিপুরা।—জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন খ।

৬৫৫ নং—

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৫ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে যদি নিম্নের লিখিত বাকী রাজস্ব আগামী রাজস্ব দিবার শেষ দিনে অর্থাৎ ১৮৯৮ ইং ১২ জানুয়ারি তারিখে বা তৎপূর্ব্বে না দেওয়া হয় তাহা হইলে ত্রিপুরা জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে উক্ত বাকী রাজস্বের জন্য ১৮৯৮ ইং ২৫শে মার্চ্চ তারিখে বেলা ১২ টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। ইং ৭ ডিসেম্বর ১৮৯৭।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	যে দাবির জন্য নিলাম হইবে তাহার প্রকার ও পরিমাণ।
১৯৩৩	মেয়াদি বন্দোবস্তী জোয়ার দৌলতপুর পং বরদাখাত ১২৬১ সন হইতে ১৩১০ পর্য্যন্ত ৫০ বৎসর।	১৩৭১৶ (১০	সম্পূর্ণ	......	উমা নাথ ঘোষ গং	......	১৭৸৶৬	......	দেওয়ানী আদালত কর্ত্তৃক ক্রোকী মহাল ১৮৯৭ ইং ২৮শে সেপ্টেম্বরের দেয় বাকী ১৭৸৶৬ পাই।

টীকা।—যে স্থলে উপরুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ইহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

যেং প্রকারের বাকির এই ইস্তাহারের ফারম ব্যবহার হইবে তাহা আইনের ৫ ধারাতে উল্লিখিত আছে এবং তদনুসারে ১০ ঘরের বিবরণ লিখিতে হইবে।

TIPPERA COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

J. KENNEDY,
Collector.

জিলা রাজসাহী।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন ক।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে রাজশাহী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি এবং মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী আইনানুসারে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায়ের যোগ্য তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ইং ১১ই জানুয়ারি মোঃ ১৩০৪ বাং ২৮ পৌষ তারিখ মঙ্গলবার বেলা ২। ২টার সময় নিলামে বিক্রয় করা যাইবে।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজীর নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২৩৪ নং ৬ হিস্যা বিশেষ নং ১।	হাটরা দিগর পরগণে ভেগাছী।	৯৩০৸৶০	......	* ॥৵০ আনা..	ধনরাজ মল ওরফে ঝড়ু বাবু বজাজ হীরালাল বাবু বজাজ গিরিধারী বজাজ।	৫৮১৶০	......	১০)

* উল্লিখিত অংশ ব্যতীত অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হইবে না।

টীকা।—যে স্থলে উপরের লিখিত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে উহা বুঝিতে হইবে যে ঐ অংশ নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

RAJSHAHI COLLECTORATE,
The 7th December 1897.

R. S. GREENSHIELDS,
Collector.

জিলা ২৪ পরগণা।

এতদ্দ্বারা সর্ব্বসাধারণকে জ্ঞাত করা যাইতেছে নিম্নলিখিত জমিদারি মহালের সন ১৮৯৭ সালের সেপ্টেম্বর কিস্তির রাজস্ব ২৮ সেপ্টেম্বর সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত দাখিল না হওয়ায় ঐ সমস্ত মহাল সন ১৮৫৯ সালের ১১ আইনমতে সন ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে জেলা ২৪ পরগণার কালেক্টারিতে বেওজর নিলামে ধরা যাইবেক।

১। প্রথম শ্রেণীর চিরস্থায়ী বন্দোবস্তী মহাল।—

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পূরা মহালের সদর জমা।	পূরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তবে সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তাহার সদর জমা।	যদি পূরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ
১	৫৩	পং মাগুরা কিং রামেশ্বরপুর।	৩১৯৬/৫	...	মৌজে চাকারবেড়ে, ,, পান্ধতিপুর, ,, রায়পুর, ,, রামচন্দ্রপুর, এই চারি মৌজায় ।৵- ॥= ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ॥/১১—ক্রান্তি। মৌজে রামেশ্বরপুর ৵৬৮৵ কাগ বাদে অবশিষ্ট ৮/৩৵ কাগ আলীপুর প্রভৃতি অবশিষ্ট ১৪ মৌজায় ১৬ আনা।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	২১৬২॥৩ $\frac{১}{২}$	......	২৯(৬
২	৮৫	পং মাগুরা কিং আবগাছিয়া দিং।	৯৮৪৮৵৭	..	মৌজে চক কাঁটালে ।৶০ বাদে॥/০আনা। মৌজে বাবনপুর ও নোনা প্রত্যেক মৌজায় ৵১॥ বাদে অবশিষ্ট ৮/১৮॥ আনা। অবশিষ্ট আবগাছিয়া দিং ৭ মৌজার প্রত্যেক মৌজায় ১৬ আনা।	জগৎচন্দ্র রায় চৌধুরী দিং।	৮৬১॥৶১০	......	১৭৮৷৫
৩	১৫৯	পং মাগুরা কিং ইন্দ্রপালা দিং।	৮৪৫৮৵- ৬ $\frac{৩}{৪}$	পুরা মহাল।	......	মানদাসুন্দরী দেবী দিং।	......	৭৩৷৶১০।	......
৪	৩৪১।৯	পং ঘড় দিং কিং রায়পুর।	৬৭৪২॥ $\frac{১}{২}$	...	৮৬॥= ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৵১৩—ক্রান্তি।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	১১২৩৮০	......	১৩৮॥৵৮
৫	৩৮৫	পং আজিমাবাদ কিং হুদারসখালি দিং।	১৯৪২৪॥ ১ $\frac{১}{২}$	...	৩৩ মৌজার মধ্যে ৩২মৌজায় ৮৶৫ আনা বাদে অবশিষ্ট (১৫ গণ্ডা।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল।	৯০০৵৭॥	......	৯২/৬
৬	৩৯২	পং আজিমাবাদ কিং হুদাজয়চণ্ডিপুর।	৮৩১৩৶৮	...	৮/৬॥= ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট ৵১৩—ক্রান্তি।	বিশ্বেশ্বর লাল।	১৩৮৫॥/২	......	২৫৩॥/১১।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
ক্রমিক নম্বর।	তৌজির নম্বর।	পরগণা ও মহালের নাম।	পুরা মহালের সদর জমা।	পুরা মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় সেই অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি নিলাম হইবেক তাহার মালিকের নাম।	যদি একটী অংশ বিক্রয় হয় তাহার সদর জমা।	যদি পুরা মহাল বিক্রয় করিতে হয় তাহা বাকির পরিমাণ।	যদি অংশ বিক্রয় করিতে হয় তাহার বাকির পরিমাণ।
৭	৩৯২। ৪	পং আজিমাবাদ কিং হুদাজয়-চণ্ডিপুর।	৮৩১৩।৶ ৮	...	৺৬॥= বাদে অবশিষ্ট ৵১৩।— ক্রান্তি।	বাঁকেবিহারি লাল মণ্ডল দিং।	১৩৮৫॥/০	......	২৫৩।৶৩
৮	৪০১	পং আজিমাবাদ কিং হুদা রাম-কৃষ্ণপুর দিং।	৮৯৪১।৷৵ ৭	...	৸৵৯॥ = ক্রান্তি বাদে অবশিষ্ট /১০।— ক্রান্তি।	বাঁকে বিহারি লাল মণ্ডল দিং	৮৪৭॥/১০	......	৯১৺৭॥
৯	১৫২১	পং বালিয়া কিং দৌলতপুর।	১৮২৫৺ ১	পুরা মহাল।	......	চণ্ডিলাল সিং দিং	......	৩৬॥৶৩	......

আলিপুর,
সন ১৮৯৭। ১৮ ডিসেম্বর।

CHUNDER NARAIN SINGH,
For Collector

জিলা নদীয়া।

জমিদারি বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নদীয়া জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮ সালের ১০ জানুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫,৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগণার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
১	মহাল আলমপুর পরগণে আলমপুর।	৯২৯৬৬॥/৮ পুলিস ১০৪৯।৶৫	না	১।০ নং অংশ ।৵৬৸৪॥৵১০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবেক না।	কালী প্রসন্ন ঘোষ	৪২৬৩৭/৩ পুলিস ৪৮২।৫	......	২৩২॥৵৪
১৬৭নং	মহাল হুবড়া পরগণে পাচ নউর।	১৯৪১৩।৵১ পুলিস রেভিনিউ ২১৩।/৪	না	১৬৭।২ নং অংশ /১৪।১৬॥৵০ উক্ত অংশ ব্যতীত অন্য অংশ বিক্রয় হইবে না।	সারদাপ্রসাদ সুর ভবানীপ্রসাদ সুর, অন্নপূর্ণা দাসী দিগর।	২০০৬৸৩ পুলিস ২২/৩	......	৭॥০

E. A. GAIT,
Collector.

জিলা নোয়াখালী।—জমিদারী বিক্রয়ের বিজ্ঞাপন।

১৮৫৯ সালের ১১ আইনের ৬ ও ১৩ ও ১৮৬৮ সালের ৭ আইনের ১১ ধারামতে এতদ্দ্বারা এই সংবাদ দেওয়া যাইতেছে যে নোয়াখালী জিলার অন্তর্গত নিম্নলিখিত মহালগুলি বা মহালের অংশগুলি উক্ত জিলার কালেক্টর সাহেবের আফিসে বাকী রাজস্ব ও অন্য যে সকল দাবী প্রচলিত আইন ও ব্যবস্থাক্রমে বাকী রাজস্বের ন্যায় আদায় হইবার আদেশ আছে তাহা আদায় করিবার নিমিত্ত ১৮৯৮। ৩ ফেব্রুয়ারি তারিখে নিলামে বিক্রয় করা যাইবে। যে স্থলে এতৎসংযুক্ত বর্ণনাপত্রের ৫, ৭ ও ৯ ঘরে কোন অংশমাত্র বিক্রয় হইবে বলিয়া লিখিত আছে সেই স্থলে ঐ অংশের নিমিত্ত স্বতন্ত্র হিসাব রাখা হইয়া থাকে ও মহালের অন্য বা অন্যান্য অংশ বিক্রয় হয় না।

১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯
তৌজির নম্বর।	মহাল ও পরগনার নাম।	সম্পূর্ণ মহালের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইবে কি না।	কেবলমাত্র অংশ বিক্রয় হইলে ঐ অংশ বা ঐ২ অংশের বিশেষ বিবরণ।	যে সম্পত্তি বিক্রয় হইবে তাহার মালিকগণের নাম।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে ঐ অংশের সদর জমা।	সম্পূর্ণ মহাল বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।	কোন অংশ মাত্র বিক্রয় হইলে তাহার বাকী।
২১১	বামনী জমিদারি চাকলে বামনী।	১১,১০৭)	সম্পূর্ণ ...	......	বাবু উপেন্দ্র চন্দ্র দত্ত মেনেজার মিস কোর্জ্জন ষ্টেট ও বাবু রঘুনাথ প্রসাদ তেওয়ারি ও গং।	......	রাজস্ব— ৪২৫১০ ছেহ৬৮১৵২ ৪৯৩২৷৵২	......
			খাস মহাল টৌনিউর—					
১৫৫১	চর শুল্কিরার ৯নং গং মং হাওলা আবদুল রহমান।	৬১৮৸৬	ঐ	......	ওয়াজদ্দিন ঘাটমাজি	......	রাজস্ব— ১৩৫।/৫ ছেহ ১৩৸/ ১৪৯৵৫	.....
১৬৬২	চর মঘধরার গং মঃ হাওলা আজমতুল্লা গং ৮০ নং দখল।	৭০৮৸৵৭	ঐ	......	ত্রৈলোক্যনাথ গুহ অভিভাবক পক্ষে সচিনাথ গুহ গং।	......	রাজস্ব— ৮০) ছেহ ২০৷৯ ১০০৷৯	......
১৬৭১	চর গাজির ১ নং দখল।	২০২৭৷৶৪	ঐ	......	শ্রীজমিয়তালী ...	......	রাজস্ব— ৪৪৩।৵৬ ছেহ৪৩৸/৬ ৪৮৭৷০	......
১৬৭১	চর গাজির ৩ নং দখল।	১৫৫৯৷১১	ঐ	......	ঐ	......	রাজস্ব— ৩৪২৶৯ ছেহ ৩১/৯ ৩৭৩/৬	......
১৬৮৬	চর আলেকজেণ্ডারের ১ নং গং মং হাওলা।	৫৪০৸/৭	সম্পূর্ণ	......	শ্রীনবকুমার বসু ...	......	রাজস্ব— ১১৮৵০ ছেহ ১৮৻৯ ১৩৬৵৯	......
১৬৮৬	চর আলেকজেণ্ডারের ২ নং গং মং হাওলা।	৬৪৯৸৯	ঐ	......	ঐ	......	রাজস্ব— ১৪২৶০ ছেহ ২৮৶৯ ১৭০৷৵৯	......

S. K. AGA[illegible]
Collector.

Cinchona Febrifuge.

Cinchona Febrifuge can be purchased by all Government officers and by any one taking *six pounds* at a time, from the Superintendent, Botanic Garden, Calcutta, at the following rates: per four-ounce tin, *Rs. 2 ans. 8;* per eight-ounce tin, *Rs. 5;* per pound tin, *Rs. 10.* The general public can be supplied by the Superintendent, Botanic Gardens, *for cash only,* at the undernoted rates: per four-ounce tin, *Rs. 3;* per eight-ounce tin, *Rs. 6;* per pound tin, *Rs. 12.* This medicine is also sold by the principal European and Native druggists in Calcutta. Postage—Four annas per 4 *oz.* tin, eight annas per 8 *oz.* tin, and twelve annas per pound tin, in addition to the foregoing rates.

জ্বরঘ্ন সিন্‌কোনা।

কলিকাতাস্থ বোটানিকাল গার্ডনের অর্থাৎ কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণ এবং অপর কোন ব্যক্তি এককালীন ছয় পৌণ্ড ক্রয় করিলে নিম্নলিখিত মূল্যে জ্বরঘ্ন সিনকোনা পাইবেন অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ২॥০ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৫৲ টাকায় ও এক পৌণ্ড টিন ১০৲ টাকায় পাইবেন। সর্ব্বসাধারণে কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট নগদ মূল্য দিলে এই২ হিসাবে অর্থাৎ চারি ঔন্স টিন ৩৲ টাকায়, আট ঔন্স টিন ৬৲ টাকায় এবং এক পৌণ্ড টিন ১২৲ টাকায় পাইতে পারিবেন কলিকাতার প্রধান২ ইউরোপীয় ও দেশীয় ঔষধ বিক্রেতাগণও এই ঔষধ বিক্রয় করিয়া থাকেন। উপরোক্ত হার ছাড়া চারি ঔন্স টিনের ।০, আট ঔন্স টিনের ॥০ ও এক পৌণ্ড টিনের ৷৷০ ডাক মাসুল দিতে হইবে।

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের সিন্‌কোনা আবাদে প্রস্তুত বিশুদ্ধ সল্‌ফেট অফ কুইনাইন।

১৮৯৬ সালের ১লা এপ্রিল হইতে এই কুইনাইনের নিম্নলিখিত মূল্য হইবে, যথা—

১	এক পৌণ্ড	টিন	১৮৲	বা	ডাক	মাশুল	সমেত	১৮৸০
॥	আধ	,,	৯৲	,,	,,	,,	,,	৯॥০
।	শিকি	,,	৪॥০	,,	,,	,,	,,	৫৲

পরীক্ষা করিয়া দেখা গিয়াছে যে এই কুইনাইন অতি বিশুদ্ধরূপে প্রস্তুত করা হইয়াছে। এবং ইহা যে সিন্‌কোনাইন ও সিন্‌কোনাডাইন নামক অপকৃষ্ট ক্ষারের সহিত ইচ্ছাপূর্ব্বক মিশান হয় নাই তাহার গ্যারাণ্টী দেওয়া যাইতেছে। ইহা নগদ মূল্যে কেবল গবর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারিগণের নিকট বিক্রয় করা যাইবে এবং কলিকাতার নিকটস্থ শিবপুরের কোম্পানির বাগানের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট পাওয়া যাইতে পারিবে।

NOTICE.

The 21st February 1883.—The subscription to, and postage for, the *Bengali Gazette* will henceforward be at the following rates, payable in advance:—

For the Mufassal.

		Rs.	A.	P.	
Entire Gazette	...	10	0	0	per annum.
Postage	...	2	8	0	,,
Parts III, IV, V, and VI, containing the Acts and Bills of the Legislative Councils of India and Bengal	...	4	0	0	,,
Postage	...	1	0	0	,,
For a single copy—					
Entire Gazette	...	0	4	0	
Postage	...	0	1	0	
Parts III, IV, V, and VI	...	0	1	0	for 4 sheets or under with an additional charge of 1 anna for every 4 sheets in excess of 4.
Postage	...	0	1	0	

For Calcutta.

The same rates as those of the mufassal, with the exception of the charge for postage.

E. N. BAKER.

Offg. Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

বিজ্ঞাপন।

১৮৮৩ সাল ২১ ফেব্রুয়ারি।—বাঙ্গালা গবর্ণমেণ্ট গেজেটের মূল্য ও ডাকমাশুল এই অবধি নিম্নলিখিত হারে অগ্রিম দিতে হইবে :—

মফঃসলে		টাকা।
সম্পূর্ণ গেজেট	বৎসর	১০৲
ডাকমাশুল	,,	২৷৷০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (যাহাতে ভারতবর্ষের ও বঙ্গদেশের ব্যবস্থাপক সভার আইন ও আইনের পাণ্ডুলিপি থাকে)	,,	৪৲
ডাকমাশুল	,,	১৲
সম্পূর্ণ একখানি গেজেটের মূল্য	,,	।০
ডাকমাশুল		⁄০
৩ ও ৪ ও ৫ ও ৬ খণ্ড (প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা বা তাহার ন্যূন সংখ্যক পৃষ্ঠার মূল্য)		⁄০ ৪ পৃষ্ঠার উপর যত অধিক হয় তাহার প্রত্যেক ৪ পৃষ্ঠা প্রতি আর একং আনা।
ডাকমাশুল		⁄০

কলিকাতায়।

কলিকাতায় ও মফঃসলে সমান মূল্য, কলিকাতায় কেবল ডাকমাশুল লাগিবে না।

ই, এন, বেকার।
বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের একটিং ছোট সেক্রেটরী।

NOTICE.

In continuation of notice, dated the 20th November 1887, intimating that no copies of the *Calcutta Gazette* or of the *Bengalee Gazette* will be supplied unless the subscriptions to the same is prepaid.

NOTICE is further hereby given that the terms for the purchase of publications from and for all works done in the Bengal Secretariat Press for other than Government officers [illegible] under the control of Government officers are strictly cash.

In future no publication will be supplied, or advertisement, notice, &c., inserted in either of the Gazettes, except for the offices mentioned above, unless the cost thereof has been remitted to the Accountant, Bengal Secretariat.

Remittances in postage stamps should be accompanied by an addition of one anna in the rupee on account of discount.

C. W. BOLTON,
Under-Secretary to the Govt. of Bengal.

12th December 1882.

NOTE.—*Rates of advertisements in the* CALCUTTA GAZETTE.

	Rs.
Full page, per issue	20
Half ,, ,, ...	10

Casual advertisement—4 annas per line.

বিজ্ঞাপন।

কলিকাতা গেজেটের কিম্বা বাঙ্গালা গেজেটের মূল্য অগ্রিম দেওয়া না গেলে ঐ২ গেজেট দেওয়া যাইবে না, ১৮৮১ সালের নবেম্বর মাসের ২০ তারিখের জ্ঞাপনপত্রাতিরিক্ত এই মর্ম্মের বিজ্ঞাপন প্রকাশ করা গেল।

গবর্ণমেণ্টের কার্য্যালয় কিম্বা গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃপক্ষদের কর্তৃত্বাধীন কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট ছাপাখানা হইতে পুস্তকাদি ক্রয় করিতে চাহিলে কিম্বা উক্ত ছাপাখানায় কোন কর্ম্ম করাইতে চাহিলে তন্নিমিত্ত নগদ মূল্য দিতে হইবে এতদ্দ্বারা এই বিজ্ঞাপনও প্রকাশ করা গেল।

এই অবধি বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট অগ্রে মূল্য পাঠান না গেলে উপরোক্ত কার্য্যালয় ভিন্ন কোন ব্যক্তিকে কোন পুস্তকাদি দেওয়া কিম্বা উক্ত কোন গেজেটে ইশতিহার কি বিজ্ঞাপন প্রভৃতি প্রকাশ করা যাইবে না।

মূল্যের নিমিত্ত ডাকের টিকিট পাঠান গেলে ডিস্কৌণ্ট বাদ দিবার জন্যে টাকার উপর আর ./০ এক আনা পাঠাইতে হইবে।

সি. ডবলিউ বল্টন,

বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ছোট সেক্রেটরী।

১৮৮১ সালের ১২ ডিসেম্বর।

মন্তব্য।—কলিকাতা গেজেটে ইশতিহার প্রকাশ করিবার হার এই২।— টাকা।

পুরা এক পৃষ্ঠা একবার প্রকাশ করণের	...	২০৲
আধ পৃষ্ঠা	...	[illegible]
কখন কখন ইশতিহার প্রকাশ করিতে হইলে একং পংক্তি	...	।•

FOR SALE AT THE BENGAL SECRETARIAT PRESS.

A digest of the Law of Landlord and Tenant in the provinces subject to the Lieutenant-Governor of Bengal, by C. D. Field, M.A., LL.D., of the Inner Temple, Barrister-at-Law, and of Her Majesty's Bengal Civil Service, District and Sessions Judge of Burdwan, Member of the Rent Commission.

Price Rs. 5 per copy.

Orders accompanied by remittances and 5 annas for packing and postage of each copy may be sent to the Accountant, Bengal Secretariat.

N.B.—Copies are still available.

বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েট যন্ত্রালয়ে বিক্রয়ার্থে আছে।

বারিষ্টার-আট-লা ও শ্রীশ্রীমতীর বঙ্গদেশের সিবিল সর্ব্বিসে নিযুক্ত বর্দ্ধমানের ডিষ্ট্রিক্ট ও সেশন জজ ও রেণ্ট কমিশ্যনের মেম্বর, ইনর টেম্পলের শ্রীযুত সি, ডি, ফিলড, এম্, এ, ও এল, এল, ডি সাহেবের প্রণীত বঙ্গদেশের শ্রীযুত লেপ্টেনেণ্ট গবর্নর সাহেবের শাসনাধীন প্রদেশের ভূম্যধিকারীর প্রজা বিষয়ক আইন সংহিতা।

একং খানি পুস্তকের মূল্য, ৫৲ পাঁচ টাকা।

কোন ব্যক্তি উক্ত পুস্তক ক্রয় করিতে চাহিলে বাঙ্গাল সেক্রেটারিয়েটের আকৌণ্টাণ্টের নিকট একং খানি পুস্তকের মূল্য এবং তাহা মোড়ক করিয়া ডাকে পাঠাইবার খরচ ।/০ পাঁচ আনা পাঠাইবেন।

মন্তব্য।—উক্ত পুস্তক এখনও পাওয়া যাইতে পারে।

বিজ্ঞাপন।

রাজকার্য্যোপলক্ষে বঙ্গদেশের মন্ত্রিসভার আইনের প্রয়োজন হইলে কলিকাতার স্প্লানেড ওয়েস্ট টৌন হালের হাতায় স্থিত বঙ্গদেশের গবর্ণমেণ্টের ব্যবস্থাপন কার্য্যবিভাগের আপিসে রেজিষ্ট্রারের নামে শিরোনামা দিয়া প্রার্থনাপত্র পাঠাইতে হইবে।

উক্ত সভার আইনের পুস্তক কলিকাতার গবর্ণমেণ্ট প্লেসে থাকার স্পিঙ্ক কোম্পানির বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

বিজ্ঞাপন ।

গবর্ণমেণ্টের ১৮৮১ সালের জুন মাসের ২৯ তারিখের আজ্ঞানুসারে নৌভঙ্গ গ্রাহকস্বরূপ পোর্ট কমিশনরেরা নিম্নলিখিত যে সকল দ্রব্য অধিকারে লইয়াছেন তাহার মূল্য ১০০, টাকার অধিক হওয়াতে ১৮৮০ সালের ৭ আইনের ৭৬ ধারার বিধানমতে তাহার বর্ণনা সাধারণের অবগত্যর্থে প্রকাশ করা গেল :—

তারিখ।	প্রাপণের নম্বর।	দ্রব্যের বর্ণনা।	কাছাকাছি মূল্য।	যে স্থানে পাওয়া গেল।	যে স্থানে আছে।
১	২	৩	৪	৫	৬
২৪শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।	৪ পি, এ,	শাল (মোটা তুলার) ... ১৩ খানি ভিন্ন২ রঙ্গের ডোরা কাটা সূতীবস্ত্র ... ... ৯ ,, ড্রিল (ডোরা কাটা ও শাদা)... ১৪ ,, বেগুনিয়া রংঙ্গের ডোরা কাটা কটন রোল ... ১ ,, তুলা ও পাট মিশ্রিত শাদা চাদর ... ... ২ ,, লাল রঙ্গের সূতীকাপড় ... ১ ,, লাল রঙ্গের পশমী কম্বল ... ৩ ,, কাশ্মিরী চাদর .. ১ ,, লাল, সবুজ ও কাল রঙ্গের সার্জ ... .. ৩ ,, লাল ও সবুজ ফ্লানেল ... ২ ,, নীল রঙ্গের সূতীবস্ত্র (চেক) ... ২ ,, সৌখিন রঙ্গিন শাড়ী (সূতী)... ১২ ,, রেশম ও সূতা মিশ্রিত চাদর ৬ ,, নানা রঙ্গের সামান্য বস্ত্রাদি .. ৫ ,, মিশ্রিত টের্চা বুননের কাল রঙ্গের রোল ... ১ ,, গাঢ় নীল রঙ্গের মোটা সার্জ ৩ ,, ভিন্ন২ রঙ্গের ডোরাকাটা ফ্লানেল ... ... ৭ ,, কাল আলপাকা .. ২ ,, কাল সার্জের শাল ... ২ ,, ১ খানি শাদা ও ১ খানি নীল রঙ্গের টের্চা বুননের মিহি সার্জ ... ... ২ ,, তসর কাপড়... .. ১১ ,, পাটকিলা রঙ্গের সার্জ .. ২ ,, টের্চা বুননের ও চেকের সূতী চাদর ... ... ৯ ,,	টাকা। ৪০০,	হুগলী পইণ্ট	পোর্ট কমিশনরদের হাবড়ার ডক্ ইয়ার্ডে।

পোর্ট কমিশনরদের আপিস,
কলিকাতা, ২৪শে নবেম্বর ১৮৯৭ সাল।

এ, জি, হফ্,
আসিষ্টাণ্ট কন্সারভেটর।

INSOLVENCY NOTICE.

COURT FOR THE RELIEF OF INSOLVENT DEBTORS AT CALCUTT.

In the matter of GOLABRAI AGARWALLA AND ANOTHER (KALISHAI GOLABRAI), Insolvents.

NOTICE is hereby given that Tuesday, the 11th day of January next, is appointed fo the further hearing in this matter for the purpose of declaring a dividend, and that an accoun in detail of the receipts and disbursements of the Official Assignee, from the 4th day o December 1896 until the 27th day of November 1897, has been filed, and may be inspecte in the Office of the Chief Clerk. Any Creditor or other person interested who may inten to establish or oppose any claim upon the Estate of the said Insolvent will be heard, notic having been given at the Office of the Chief Clerk three clear days before the hearing.

The like Notice.—In the matter of RAMKISSEN, an Insolvent. Wherein the accoun of the Official Assignee, from 29th May to 27th November 1897, has been filed in th Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of SOOGUN CHAND GOPEEKISSEN, Insolvents Wherein the account of the Official Assignee, from 22nd April to 27th November 1897, ha been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JOHN JAMES GILL, 2nd, an Insolvent. Wherei the account of the Official Assignee, from 31st July 1895 to 30th November 1897, ha been filed in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of LEKHRAM BULDEO DASS, Insolvents. Wherei the account of the Official Assignee, from 16th July to 30th November 1897, has been file in the Chief Clerk's Office.

The like Notice.—In the matter of JODOO NATH DEY, 2nd, an Insolvent. Wherei the account of the Official Assignee, from 4th February 1896 to 30th November 1897, ha been filed in the Chief Clerk's Office.

OFFICIAL ASSIGNEE'S OFFICE, *Calcutta, 21st December 1897.*

A. B. MILLER, *Official Assignee.*

(14—1)

কলিকাতা বেঙ্গল সেক্রেটেরিয়েট প্রেস যন্ত্রালয়ে গবর্ণমেন্টের জন্য শ্রীযুত জেম্‌স পেটি সাহেব কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইল।

B 83a—27-12-97—2006—120